নিউ থিয়েটার্সের বাংলা সবাক "ভাগ্য-চক্রে"র নায়ক— পাহাড়ী সান্যাল।

"অ্যাকট্রেস্" চিত্রের একটী মনোরম দৃশ্য।
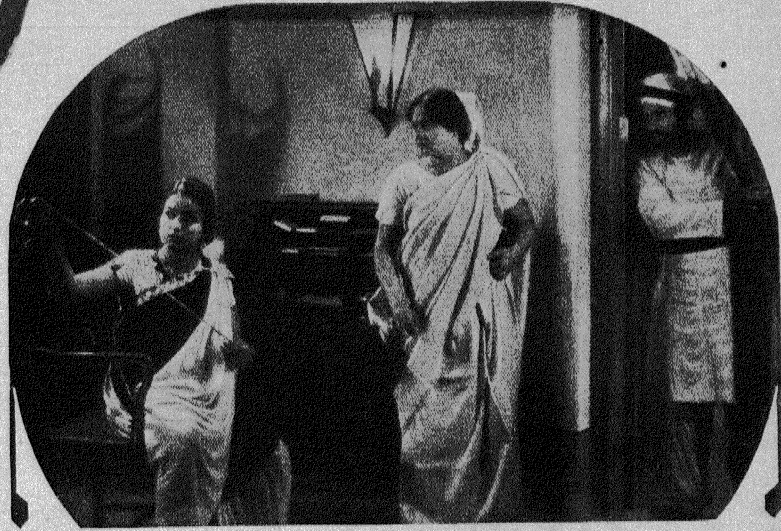
নিউ থিয়েটার্সের বাংলা সবাক
"ভাগ্য-চক্রে"র একটী দৃশ্য।
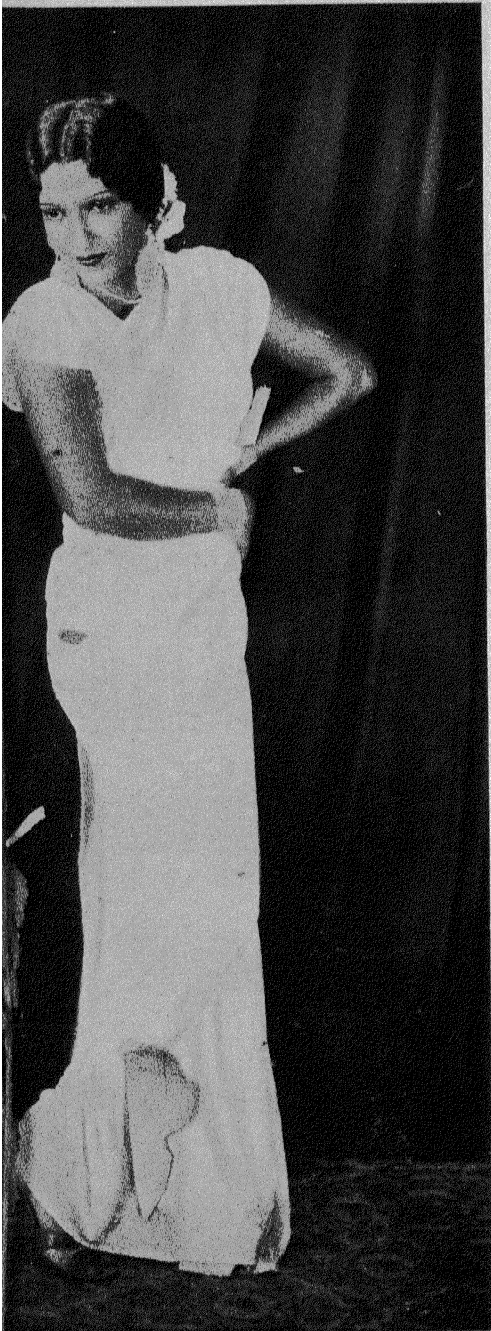
মিস্—মেহ্‌তাব।

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা সবাক
"ভাগ্য-চক্রে" অন্ধ-গায়ক—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে।

নিউ থিয়েটার্সের উর্দ্দু সবাক "ব্লড্ ফিউড" চিত্রের নায়িকা— মিস্—মলিনা।

আমাদের কথা :—

সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফিল্ম পোষ্টার সেন্সর সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বিষয়টী গুরুত্বে ও অন্যান্য দিক দিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশ সেবার গুরুভার স্কন্ধে লইয়া সদস্যগণ পরিষদে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং অনুমান করা যাইতেছে তাহাদিগকে পরিষদে অনেক সময় গম্ভীর মুখে নথিপত্র, মুলতুবী প্রস্তাবের খসড়া ও দেশের ভালমন্দ চিন্তা লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এহেন অবস্থায় সেদিন অকস্মাৎ প্রচুর হাস্য-রস পরিবেশন করিলেন পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ। ফলে পরিষদ নিশ্চয় খানিকটা হাল্‌কা হাসি হাসিয়া বাঁচিয়াছিলেন !

* * * * *

ব্যাপারটা আর কিছুই নহে, শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ হলফ করিয়া বলিতেছেন, তাহার হাতে যদি ক্ষমতা থাকিত তিনি সিনেমা একদম তুলিয়া দিতেন। তাহার এতটা আক্রোশের কারণ ? কারণ সিনেমায় নায়ক নায়িকার মধ্যে চুম্বন নামক একটা জটিল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয় এবং ইহা নাকি ভারতীয় রুচি ও সুনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, এমন কি ভারতের শতকরা ৯০টি স্বামীই স্ত্রীকে চুম্বন করেন না।

* * * * *

যদি শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ বলিতেন, চুম্বনের দ্বারা দেহে প্রতি সেকেণ্ডে এত অত জার্ম সংক্রামিত হয়, আধুনিক বিজ্ঞান যুগের কথা বলিয়া না হয় বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া যাইত। কিন্তু হায়, নায়ক নায়িকার চুম্বন সুরুচি এবং সুনীতির বিরুদ্ধ ইহা আধুনিক বা পৌরাণিক কোনটা বলিয়াই যে ধরা যাইতেছে না। আজও কবি তাহার প্রেয়সী সম্বন্ধে লেখেন "মৃদু সোহাগ চুম্বনে, সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে লতাইবে বক্ষে মোর," আগের দিনেও কবি লিখিয়াছেন "অশ্লেষপদন্তু, চুম্বনাদন্তু" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের মত মানিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ ও জয়দেব ; নবীন ও পুরাতন সকল সাহিত্যকেই ছাড়িতে হয় ; অন্যথায় দ্বিতীয় পন্থা আছে তাহা এই, শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের আশা ছাড়িতে হয়।

* * * * *

বক্তা ভারতীয় রুচির ও নীতির বিরোধী যে কি তাহা যেমন বলিয়াছেন তেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম নিবেদনের অবিরোধী যে কি তাহাও তাহার বলা উচিত ছিল। জানিনা তাহার মতে নায়ক-নায়িকার বা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পরস্পর বাক্যালাপ বা স্পর্শ ভারতীয় রুচি ও সুনীতির বিরোধী কিনা ! যদি না হয়, তিনি অন্ততঃ সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিতেন এবং তাহা পালন করিয়া প্রতিটি স্বামী-স্ত্রী পর্য্যন্ত শনৈঃ শনৈঃ রুচি-নীতি ও সাত্ত্বিকভাবে প্রেম করিতে শিক্ষা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই—মহাপুরুষের মত স্বর্গ আছে বলিয়াছিলেন আর চাবিটি স্বীয় কটিবন্ধে রাখিয়া দিলেন।

* * * * *

শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ বলিতেছেন ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৯০টি স্বামীই নাকি স্ত্রীকে চুম্বন করেন না। অবশ্য চুম্বন-না পাওয়া ৯০টি স্ত্রী তাহাদের স্বামীকে চুম্বন করেন কিনা এ সম্বন্ধে বক্তা নীরব। এই অদ্ভুত তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন আমরা কষ্টেও তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। হয়তো ভারতীয় রুচি ও নীতির কাল বলিতে তিনি যে কালকে বোঝেন তাহার আকাশে যে সব গ্রহ নক্ষত্র গতায়ত করিয়াছিল তাহাদের ক্রান্তিপাত কষিয়া তিনি এ হেন উক্তি করিয়া থাকিবেন, নয়তো অন্য কিছু ; কিন্তু এ লইয়া শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশকে ব্যক্তিগতভাবে কেহ আক্রমণ করিবেন ইহা আমরা কোন প্রকারেই পছন্দ করি না। বরং তিনি যে "হৃদয় তুমি এই পাপ জানিয়াছ" বলিয়া হৃদয় বিদারণ করেন নাই বা সিনেমার বিরুদ্ধে একটা অনশন ব্রত ঘোষনা করেন নাই, ইহাই আমরা ভাগ্য বলিয়া গ্রহণ করিব।

* * * * *

আসলে শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ একজন জাদরেল রুচিবীদ। কন্টিনেন্ট ঘুরিয়া আসিলে তিনি ভাল নাম করিতে পারিবেন ভরসা রাখি। সে যাহা হউক যতদিন না সিনেমা হইতে ঐ 'ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যং' চুম্বন ব্যাপারটা উঠিয়া যায়, ততদিন শ্রীভগবান সিনেমা রাখা-না-রাখার দায়ে যেন এই ভদ্রলোককে না ফেলেন। ইহাতে হয়তো সিনেমা রুচি ও নীতির পিঠস্থান হইয়া উঠিবে না সত্য কিন্তু শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ ব্যর্থপ্রয়াস হইতে বাঁচিয়া যাইবেন এবং এইরূপ মাঝে মাঝে বক্তৃতাশ্রান্ত ব্যবস্থা পরিষদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারিবেন। আমরা শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশকে উৎসাহিত করিতেছি।

দারিদ্রতা

(গল্প)

শ্রীনমিতা সেন।

ছোট একখানা বাড়ী, বহু পুরাণো, সে বাড়ীর সৃষ্টিকর্ত্তা এখন বেঁচে আছেন কিনা জানি না, তবে ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে বাড়ীটা তৈয়ারী হয়েছিল সেই ৮২ সনে; উত্তর কলিকাতার কোন-এক আবর্জ্জনাপূর্ণ গলির ঠিক মোড়েই বাড়ীখানা তার গতাসু হাড় কখানা বার করে কোন রকমে দাঁড়িয়ে অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জীর্ণ-শীর্ণ বাড়ীখানা যেন দারিদ্রের প্রতিমূর্ত্তি, আশে পাশে সুযোগ পেয়ে অনেক রকম ছোট বড় গাছ-গাছড়া তাদের কায়েমী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে, দেখলে মনে হয়না সেখানে কোন কালে কোন লোক বাস করিত না এখনও করে...

বাড়ীখানায় সর্ব্বশুদ্ধ খান ছয়েক ঘর, কিন্তু কোনটাই ব্যবহার যোগ্য নয়, পুবের দিকে একটি দালান, তার পাশে দুখানা ঘর অপরগুলো থেকে একটু ভাল, তাতেই হয়ত কেউ মাথা গুজে কোনরকমে দিন কাটাচ্ছে। ঘর দুটীর একটী শোবার ঘর করা হয়েছে, অপরটী রান্নার। ঘরের ভেতরে তেমন আসবাব-পত্র কিছুই নেই। একখানা শোবার চৌকি, একটা চেয়ার, একটা ভাঙ্গা কুঁজো আর দু-একটা গেলাস।

বছর পঁচিশ বয়সের একটী যুবক এই বাড়ীর মালিক, নাম অজয়, কিন্তু অল্প বয়সেই তার সব আমোদ ফুরিয়ে গেছে। না ছিল বয়সের চাঞ্চল্য না ছিল মনের কোনরূপ উন্মাদনা। মুখ দেখলে মনে হয় কি যেন একটা দুর্ব্বিসহ চিন্তা সারাক্ষণ তার দেহ ও মনের চারপাশে ঘিরে আছে। মুখে তার পৌরষত্বের একটা গভীর ছাপ আছে কিন্তু দারিদ্রের কষাঘাতে সে হয়ে পড়েছে একেবারে জর্জ্জরিত, উৎপীড়িত। নিত্য দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে একেবারে হয়ে পড়েছে জীর্ণ, শীর্ণ, পরিশ্রান্ত।

জোড়া তালি দেওয়া টেবিলটার পাশে বসে অজয় একখানা এ্যাপলিকেশন্ লিখ্‌ছিলো, একমনে, এমনি সে গত চার বৎসর ধরেই লিখে আসছে, কিন্তু সুবিধে কিছুই করে উঠতে পারেনি। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস।

স্ত্রী মিনতি এসে তাকে ডাকলে, পেছন ফিরে অজয় দেখ্‌লে করুণ নয়নে মিনতি এসে কখন দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে।

দুঃখের একটু হাসি হেসে অজয় বল্‌লে--- "কিছু বলবে মিনু।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিনতি বল্‌লে--- আর কতদিন বসে বসে এ্যাপলিকেশন্ করবে? কোন কিনারাই ত করে উঠ্‌তে পারলে না, এমন করেত আর দিন চলে না।

স্ত্রীর কথায় অজয়ের মুখখানা একেবারে শুখিয়ে গেল, কোন রকমে শুষ্ককণ্ঠে বল্‌লে--- সবই ত বুঝতে পারছি মিনু, কিন্তু কোন উপায়-ইত করতে পারছি না। মাঝ দরিয়ায় এসে আজ আমি হাবু ডুবু খাচ্ছি। কোন কূলই পাচ্ছি না। শুধু অকারণ তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি বল্‌তে পার মিনু কি করলে এখন কূল পাই।

সান্ত্বনার সুরে মিনতি বল্‌লে---ছিঃ এমনি অধৈর্য্য হয়ে পড়োনা। তুমিই যদি এমনি ভেঙ্গে পড় তা হলে আমরা কি করি বলত, শুনেছি ভগবান দয়াময়, তাঁকে ডাক তিনিই উপায় করে দেবেন।

অবিশ্বাসের হাসিতে অজয়ের মুখখানা ভরে উঠল। ভগবান দয়াময়, সত্যই যদি তিনি দয়াময় তবে তাদের এ অবস্থা কেন, কিই-না তাদের ছিল। লোকজন, গাড়ী, ঘোড়া, আত্মীয়, স্বজন, এক কথায় তাদের সবই ছিল। কিন্তু আজ? কি তার আছে, পূর্ব্ব পরিচয়ের একমাত্র সাক্ষী এই ভাঙ্গা বাড়ী খানা, কেন এমন হয়, কিসের পাপে তার এই অবস্থা, সুস্থ, সক্ষম, সবল পুরুষ সে আজ একমুষ্টি অন্ন সে তার স্ত্রীর মুখে দিতে পারছে না, সে কিসের পাপে... ওই ত তার স্ত্রী শতছিন্ন একখানা কাপড় পরে কোন রকমে তার উদ্গত যৌবনকে ঢেকে রেখেছে মাত্র, সেই মিনতি বাপের আদরের মেয়ে। পিতার সাগর-সেচা মাণিক, একমাত্র পুত্রবধূ, এ সংসারের ভাবী গৃহিণী···না আর সে ভাব্‌তে পারে না, হয়ত পাগল হয়ে যাবে, আর্ত্তস্বরে অজয় চীৎকার করে উঠ্‌লো,---বলো না, বলো না মীনু, ভগবানের নাম বলো না, সে নিষ্ঠুর, সে পাষাণ, নইলে আমাদের ওপর তার এতটুকুও দয়া নেই, না না ভগবান নেই, তাঁর নাম করে আমায় আর ভোলাবার চেষ্টা করো না,... জান মিনু, আজকাল আর রাস্তায় বেরুতে পারি না, কোন রকমে লুকিয়ে পথ চলি, কেন জান? পাওনাদারের ভয়ে। রাস্তায় দেখ্‌লেই এসে হাত পেতে সামনে দাঁড়ায় লজ্জায় মুখ নীচু করে থাকি। টাকা টাকা করে সবাই চীৎকার করতে থাকে, না পেয়ে ভয় দেখিয়ে দুশো অপমানসূচক কথা শুনিয়ে দেয়, আর আমি অজয় স্বর্গীয় নরেন মুখুয্যের বংশধর তাই দাঁড়িয়ে শুনি। বল্‌তে পার মিনু, কেন এমন হয়? এ দুঃসহ জীবন আর সইতে পারি না মিনু ইচ্ছে হয়...না না...ভগবানের নাম আর করো না, বল্‌তে বল্‌তে অজয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মিনুর চোখও বুঝি স্বামীর অপমানে ভিজে উঠ্‌লো...

নিজের শতছিন্ন মলিন কাপড়ের অঞ্চল দিয়ে স্বামীর চোখের জল সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে মিনতি বললে কি করে সব কথা জানব বল, তুমি ত আমায় বলনি কোনদিন ওসব কথা, সংসারের যত দুঃখ দৈন্য সবই তুমি হাসি মুখে মাথা পেতে নিয়েছ। সে দুঃখের বোঝা কাউকেই তুমি বইতে দাওনি, অপমান কেউ করলে নীরবে নতমুখে নিজেই তা সহ্য করেছ, কিন্তু তবু তুমি ঠিকই জেনো ভগবান আছেন, তোমার এ চোখের জল তিনিই সার্থক করবেন। সুখ দুঃখ ত সংসারে পাশাপাশি আছেই, এই অল্পবয়সে তিনি তোমায় যেমন অশেষ দুঃখ দিয়েছেন আবার তেমনি সুখও দেবেন, এই দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে তুমি সেটা পাবে সেইটেই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। ছিঃ কেঁদনা, কেঁদে কেটে অমঙ্গল ডেকে এনো না।

---কিন্তু মিনু ভগবান যদি থেকেই থাকে তবে আমার ওপর তার একটু দয়া নেই,

—ছিঃ ওকথা বলতে নেই, তাঁর দয়া করুনা সকলের ওপরই সমানভাবে বর্ষিত হয়। তুমি কাল একবার নিজে চাকুরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়, এমন বসে বসে এ্যাপ্লিকেশন করো না।

—হাঁ। আর একবার শেষ চেষ্টা করবো, দেখি যদি কোন সুরাহা করে উঠতে পারি। যদি না হয় একবার কলকাতার বাইরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখবো, কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—

—কি বল, মিনতির স্বরে স্পষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য হল,

কিছুক্ষণ ভেবে অজয় বললে—তুমি কিছু-দিন গিয়ে বাপের কাছে থাক, চাকরীর একটা সুবিধে করে আবার তোমায় আনব।

মূঢ়ের মত স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে মিনতির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। সে বলে উঠলো, আজ তুমি এমন কথা বলছো কেন, তুমি ত কোনদিন এমন কথা বলনি, শত অভাবের মাঝেও তুমি অপমানের ভয়ে আমাকে কোথাও পাঠাতে রাজী হওনি, একি তোমার অন্তরের কথা? তুমি কি সত্যই আমাকে যেতে বলছ?

রুদ্ধ আবেগে অজয় স্ত্রীর একখানা হাত চেপে ধরে ডাকলে মিনু, মিনতি বলে চলল—আমি জানি এ তোমার অন্তরের কথা নয়, এই ত সেদিনের কথা তা'ত আমি এখনও ভুলিনি। তুমিই ত বলেছিলে শ্বশুরের টাকায় দুদিনের জন্য বড়লোক হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীর কাছে তার জের টানতে হয় সারাজীবন। তুমি যদি হাসিমুখে সব দুঃখ দারিদ্র্যতা সহ্য করতে পার ত আমিই বা তা পারব না কেন? দুদিনের সুখের জন্য আমি বাবার কাছে যেতে চাই না। তুমি অত নিরাশ হয়োনা।

স্ত্রীকে বুকের একান্ত নিকটে টেনে এনে তার তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অজয় বললে—নিজের জন্য আমার তত দুঃখ নেই মিনু। তোমার মত স্ত্রী যার তার সংসারে কোন দুঃখ কষ্টই লাগতে পারে না, কিন্তু ভাবছি তোমার ওই ক্ষুদ্র শিশুর কথা, কি সুখে ও সংসারে এসেছিল, পিতার এই নগ্ন দারিদ্র্যতার সাক্ষ্য দিতে কি? তাই ভাবি কতবড় অকর্মণ্য আমি, নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভার সইতে পারি না—

রজনীর সমস্ত কল্পনা, স্বপ্ন প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়, নূতন আর একটা দিনের কথা ভাবতে গেলেই অবসাদে শরীর ছেয়ে ফেলে। কর্মহীন এ সুদীর্ঘ দিনটা তার কেমন করে কাটবে, সকালের দিকে বসে বসে অজয় সেই কথাই ভাবছিল। মিনতি এসে বললে সকাল সকাল কিছু খেয়ে একবার বেড়িয়ে এসো।—

দশটা নাগাদ অজয় খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ল চাকরীর উমেদারীতে। আজ বুকে তার অসীম সাহস, অসহ্য উন্মাদনা, একটা বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া তার প্রতি শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে, চাকরী সে আজ পাবেই এই আশা নিয়েই অজয় বেরিয়ে পড়েছে এক অনির্দ্দিষ্ট মোহের পথে। গোটা তিনেক অফিস ঘুরে ঘুরে অজয় একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ল। দেহের সমস্ত উৎসাহ, বল যেন ক্রমেই শিথিল হয়ে এলো, পা দুটো ভারী হয়ে এলো,

দিনের আলো ও এলো কমে, স্থানে স্থানে সান্ধ্য-প্রদীপ জলে উঠেছে। অজয় আর হাঁটতে পারছিল না, পথের মাঝখানেই এক যায়গায় পড়ল বসে। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যেতে লাগল—কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার উঠে দাঁড়াল মনে পড়ল স্ত্রীর সান্ত্বনার কথা—কিন্তু পথ চলতে গিয়ে সে অনুভব ক'রলে যে পথ চলবার মত শক্তি তার মোটেই নেই, তবু সে চলতে লাগল বাড়ীর পথে, মনে তার অসংখ্য চিন্তার রাশ একে একে এসে জমাট বাঁধতে লাগল, বাড়ী গিয়ে সে কি বলবে, স্ত্রী কোন এক সুখবের আশায় তার পথ চেয়ে বসে আছে। ঘরে কিছুই নেই, স্ত্রীর উপবাস ক্লিষ্ট মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিন্তু তবু সে মুখে কি আত্মনির্ভরতা—অজয় চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলো—

—হঠাৎ চতুর্দ্দিকে একটা চীৎকার শোনা গেল—'গেল, গেল' এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার মাঝে একটা ভীড় জমে গেল। অজয়কে ধরা-ধরি করে কয়েকটা লোক পাঠিয়ে দিলে হাঁস-পাতালে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, অন্যমনস্ক পথ চলতে হঠাৎ একটা মটর এসে অজয়ের ঘাড়ের ওপর পড়ে ছিল—

মিনতির কাছে যখন খবরটা পৌছুলো অজয়ের তখন অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বুকে এক সঙ্ঘ লাগার দরুণ শ্বাস রোধ হবার সম্ভাবনা।

অতিকষ্টে নিজের রুদ্ধ আবেগ চেপে রেখে মিনতি তার ছোট ছেলেটা কোলে করে গেল হাঁসপাতালে। অজয় তখন চারিদিকে কি যেন খুঁজছে। মিনতি গিয়ে স্বামীর পাশে বসল। স্ত্রীকে দেখ্‌লে অজয় চোখ ফিরিয়ে। একটা হাসি রেখা তার মুখে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। তারপর মিনতির একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে অতিকষ্টে অজয় বললে মিনু চাকরী করতে চলেছি। কত মাইনে জান—সে অনেক ঠিক বলতে পারছিনে। হাঁ মিনু, মনে বড় দুঃখ রয়ে গেল, তোমায় একদিনও শান্তি দিতে পারলুম না—

তাড়াতাড়ি মিনতি অজয়ের মুখ চেপে ধরে বল্‌লে—ওগো, ওকথা বল না আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি বেশী কথা বলো না, ডাক্তার বারণ করে গেছে—

ক্ষীণ হাসি হেসে অজয় বললে—বলবনা মিনু আর একটু পরে হয়ত চিরদিনের মতই কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে, একটু কথা বলি মিনু। মিনু, কেন তোমার বাবা তোমায় আমার মত হতভাগার হাতে দিয়েছিলেন। আমি তোমার জীবনটাকে একেবারে মাটী করে দিয়ে গেলুম, এ দুঃখ আমার মরণেও যাবে না। বাঁচব মিনু, এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নেই বলিতে বলিতে অজয় হাপাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ দম লইয়া আবার বলিতে লাগিল—দাও মিনু খোকাকে একবার আমার কোলে দাও।

মিনতি ছেলেটাকে অজয়ের বুকের কাছে শোয়াইয়া দিল। অজয় অতিকষ্টে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল তারপর তাকে ছাড়িয়া বলিল মিনু—

অকস্মাৎ এক অসহ্য যন্ত্রনায় তার চোখ মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, কি একটা কথা বলিতে গিয়া তাহা থামিয়া গেল—

মিনু তাকে বারকয়েক ধাক্কা দিয়া ডাকিল কিন্তু কোন সাড়া নেই—অজয়ের মুখ তখন কি এক শান্তিময় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

———

সর্দ্দি কাশির বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

ডাঃ ভুবনেশ্বর সেন।

সর্দ্দি কাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটি সাধারণ অসুখ। সহস্র সহস্র লোক প্রতিনিয়ত এই রোগে ভুগিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই রোগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য নানা প্রকার পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে বড় একটা সচেষ্ট দেখা যায় না। এমন কি পরিবারের মধ্যে কাহারও সর্দ্দি কাশি হইলেও যেন কেহ ইহাকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। পরিশেষে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও সুফল পাইতে দেরী হয়, রোগের প্রারম্ভেই অবজ্ঞা অথবা ঔদাসিন্য প্রদর্শন না করিয়া বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করাই উচিৎ। অন্যথায় ইহাকে সামান্য অসুখ মনে করিয়া বৃদ্ধি পাইতে দিলে পরিণামে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ এমন কি ভীষণ যক্ষ্মারোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

সর্দ্দি কাশি বাস্তবিক পক্ষে নিজে কোনও রোগ নহে; ইহারা রোগের লক্ষণ বিশেষ। অধিকাংশ স্থলে ফুসফুস্ এবং বায়ুনলীর অসুস্থতা বশতঃ ইহারা দেখা দিয়া থাকে। সর্দ্দি একটি সংক্রামক ব্যাধি। পরিবারের একজনের হইলেই অন্য সকলের হইবার সম্ভাবনা থাকে।

কাশি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইহার আবির্ভাবে ঘোর বিপদের সূচনা বলিয়া মনে করা উচিৎ। ইহাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। ইহাতে রোগী যে কেবল কাশির সময়েই কষ্ট অনুভব করে তাহা নহে, পরন্তু অত্যধিক কাশির দরুণ নিদ্রাহীনতা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে কষ্ট পাইয়া থাকে। অচিকিৎসার ফলে কিয়ৎকাল মধ্যে সমস্ত ফুসফুস্ সংক্রামিত হইয়া রোগীর জীবননাশের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা ঘটাইতে পারে। একপ্রকার কাশি আছে তাহার নাম হুপিং কাশি। ইহা সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের মধ্যেই বেশী হইতে দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। এজন্য কোনও একজনের হইলে অন্যান্য ছেলে-মেয়েদিগকে বিশেষ সাবধানে রাখা উচিত! হুপিং কাশি সত্বর নিরাময় না হইলে বক্ষ এবং ফুস্ফুসের দুর্ব্বলতা শীঘ্র শীঘ্র দেখা দেয় ক্রমাগত কাশির ধমকে শিশু এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহার জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুরন্ত যক্ষ্মা রোগ দেখা দিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়! সুতরাং সকলেরই উচিৎ, সর্দ্দি কাশিকে উপেক্ষা না করিয়া ঠিক সময় হইতে তাহার সুচিকিৎসার বিধান করা। সর্দ্দি, কাশী, যক্ষ্মা প্রভৃতি চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড দেশ বিখ্যাত। সেখানে সুবিখ্যাত "রচি" কোম্পানী ৪০ বৎসর পূর্ব্বে "সিরোলিন রচি" আবিষ্কার করিয়া সর্দ্দি কাশি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। "সিরোলিন রচি" একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ। সেবনে একদিকে যেমন সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়, অপর দিকে তেমন সুস্থ শরীরে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় সেবন করিলে কাহাকেও সর্দ্দি কাশিতে আক্রান্ত হইতে হয় না। পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সর্দ্দি কাশির সংক্রামতার অবশ্য প্রতীকার করিতে "সিরোলিন রচি" অদ্বিতীয়। ইহা সেবনে প্রদাহশীল কাশির উপশম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ সহজ হইয়া আসে, রোগীর ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাশির ধমক জনিত অনিদ্রার হাত হইতে ও রক্ষা পাওয়া যায়। এমন কি যাহারা বৎসরাধিকাল পর্য্যন্ত কাশিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহারাও ইহা সেবনে অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন এবং ক্বচিৎ তাহাদের শরীরে এই রোগের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। "সিরোলিন রচি" মনোরম গন্ধযুক্ত এবং বেশ সুস্বাদু বলিয়া খিটখিটে শিশুরা পর্য্যন্ত ইহা আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সর্দ্দি কাশি চিকিৎসার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ঔষধ নিয়মিতভাবে সেবন করাইলে আমাদের দেশের সর্দ্দি কাশির সংক্রামতা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে এবং দেশের স্বাস্থ্য এবং সম্পদের উন্নতি বিধান হইবে।

চলন্তিকা

(গল্প)

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

"সত্যি! মানুষ কল্পনায় যা ভাবে, বাস্তবে তার ঠিক উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। দু'টোর মধ্যে থাকে যেন একটা মস্ত বড়ো ব্যবধান! আচ্ছা, মানুষ যা চায়, তা পায় না কেন? তার বাসনা কি এতই বড়ো যে ভগবানও সেটাকে পূরণ ক'রতে হার মানেন? না, তা তো নয়। তবে কেন? কেন? এ কেন'র উত্তর আর নেই। মনকে কতোবার এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, কিন্তু এর ঠিক উত্তর পাই নি। পাবই বা কেমন করে?... সেদিন আমার বন্ধু অমিতকে একথা ব'লতেই সে একগাল হেসে ব'লেছিলো—'তুই একটা পাগ্‌লা তাই তোর বাসনাটাও ঠিক সেই রকম!'... সত্যি তাই কি?...কি জানি!... তবে এ কথাটা ঠিক, আর এই একঘেঁয়ে কেরাণী জীবনটা টেনে নিয়ে যেতে পারি না।...মানুষের একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদ আছে এটা তো তোমরা স্বীকার করো? কিন্তু আমার বেলায় তা কৈ?...দশটা বাজতে না বাজতেই সেই এক ঘেঁয়ে যাঁতাকলের মতো ব'সে কলম পেশো আর ওঠো সেই সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময় যখন সারা সহরটি ছেয়ে প'ড়বে দিনান্তের সূর্য্যের রক্তিম আলো।...তার আগে নয়। তারপর আবার ঘরে এসে বোসতে না বোসতেই গৃহিনী এসে তাঁর দিনের ফর্দ্দ ধোরবেন আমার চোখের সামনে—আজ এটা না হোলেই নয়, কাল তো ওটা আনবে ব'লে ছাড়ান পেলে, আজ আর হচ্ছে না।...শেষে রাগ ক'রে গিন্নি বোলবেন—হাঁগা, তোমার 'কাল' কি আর ফিরে আসবে না?...ইত্যাদি আরও কত কথা!...এই হোলো আমার সারাদিন খাটুনির পর জলখাবার ... এতেও আবার তৃপ্তি হয় না...এক পর্ব্ব ছাড়তে না ছাড়তেই আর এক পর্ব্ব এসে জোটে।... ছেলে-মেয়েরা সব!...এ-ওর ওজর আপত্তি নিয়ে এসে আমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টির মতো বইতে থাকে! জ্বালাতনের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে দু'দণ্ড যে কোথাও ব'সে স্বস্তি নেবো এমন সৌভাগ্যও আমার কপালে নেই।...কি করি, চুপ কোরে বোসে থাকি আর মনে মনে স্বর্গগত পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, বেশ বাবা বেশ, তোমার ছেলের বে' দিয়ে বৌএর মুখ দেখবে এই আশা ক'রেছিলে, এখন সে আশা তো পূরণ হ'য়েছে?...দুঃখে, রাগে, ক্ষোভে চোখ ফেটে আমার জল বেরোতে চায় কিন্তু ভয়ে বেরোয় না, পাছে গিন্নি আবার বলে—আবার বুড়ো বয়সে ঢং দেখো না!...এখনই যে আমি বুড়ো হ'য়ে গেলাম।...ভগবান যে আরও কতো শাস্তি দেবেন, তা বুঝে উঠতে পারছি না।...বুঝি এ হোতে আর পরিত্রাণ নেই"।...

"রাত্রে ঘুম নেই, ছোট খুকী কেঁদে ওঠে, তাকে কোলে কোরে চুপ করাও, ষ্টোভ জ্বেলে গরম দুধ করো, আবার ঝিনুক বাটি খুঁজে গৃহিনীর হাতে তুলে দাও...আরোও কতো কি।...গৃহিনীর ফরমাস আবার যদি না শুনি তিনি পেঁচার মতো মুখ করে বোসে থাকবেন, মেয়েটি কোকিয়ে যে মারা যাবার যোগাড় হবে, সে দিকে একটু ফিরেও তাকাবেন না; কাজেই আমায় উঠতে হয়।...চোখ থেকে ঘুম আমার বাপ্‌-বাপ্‌ করে পালিয়ে যায়, উঠে পড়ি গৃহিনীর আদেশ-বাণী শুনবার জন্যে।...তারপর রাত হোয়ে আসে কাবার। ঘুম আর চোখে থাকে না...সংসারের অভাব-অনটনের কথা, আমাদের মতো হিন্দু পরিবারের ঘরে দু'-দুটো বড়ো মেয়ে গলায় ঝুলছে, তাদের পাত্রস্থ করবার কথা, ইত্যাদি যে কতো কথাই মাথার খুলি ভেদ কোরে ভোঁ-ভোঁ কোরে ভোমরার ডাক ডাকতে থাকে, তার আর ইয়ত্তা নেই।... শরীর গরম হোয়ে ওঠে"।...

"আচ্ছা!...না!...উঃ!...এতো টাকা যদি আমার থাক্‌তো তা হোলে বোধ হয় আমি রাতা-রাতি বড়লোক হোয়ে যেতে পারতাম। এই রকম সহরে জাঁকালো রকমের একটা বড়ো বাড়ী তৈরী ক'রে ফেলতে পারতাম আর পায়ের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের অফিসের বড়বাবুর মতো হুকুম জারী কোরতে পারতাম।...তাহ'লে বেশ হোতো না?...তা হোলে দিনকতোক বেশ সুখেই কাটিয়ে দিতে পারতাম! যাক্ তা হোলে শেষ জীবনটা কাটতো বেশ সুখেই।...অগাধ টাকা!...আর এ ছাড়া আরোও তিন-পুরুষ হেসে-খেয়ে কাটিয়ে দিতো।...কিন্তু এ যে পরের টাকা—সেইখানেই তো যতো গোল"।...

"সত্যি! আমি যেন শুধু একটা চিনির ভারবাহী বলদ; পিঠের ওপর চিনি বইছি কিন্তু খাবার বেলায় খাচ্ছি পাক-গোলা জল। কোটি কোটি টাকার হিসাব রাখবো, লেনদেন কোরবো, কারবার চালাবো আমি—কিন্তু তার উপস্বত্ব ভোগ কোরবেন আর একজন।...এ যে কতো বড়ো একটা অন্যায় ব্যাপার তা আমি বুঝছি আর বুঝছেন ঐ ভগবান যিনি আমার আড়াল থেকে শাস্তি দিয়ে মুচকে মুচকে হাসছেন।...মাসের শেষ হোলে বাবুর কাছে যখন পাই পাই হিসাব বুঝিয়ে দিই তখন বাবু কেবল পিঠ চাপড়ে বলেন—আহা! তারু খাটছে মন্দ নয়! ও কিহে আজকের লোক! ওযে আমাদের সবচেয়ে পুরোণো কর্ম্মচারী। ওর মতো দুটো লোক পাওয়া দায়। এমনধারা বিশ্বাসী লোক কোথায় দেখেছে হে?...হা-হা-হা-হা...আমারই যে লোক হে!...একগাল হেসে পিঠ চাপড়ে টাকাগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে বিদায় দিলেন।...দেখলে তো এই আমার হাড়-ভাঙ্গানো খাটুনীর পুরস্কার!...আরে এতে কি আমার পেট ভোরবে? ভগবান তো বুঝলেন না আমার দুঃখের কথা।...আচ্ছা! ভগবান যদি আমার মত গরীব-দুঃখীদের কথা কাণে না-ই তোলেন, তা হোলে কেন তিনি এই জঠরের সৃষ্টি কোরলেন?...কিছুই বুঝি না।"

বেশ!...এত খাটুনির মজুরী হ'ল কত'?... না, মাত্র একশ' টাকা।...পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু কাম্য, যা কিছু দরকার দেখতে পাওয়া যায়, বুঝতে পারা যায়, ভোগ কোরতে পারা যায়—সব এঁদের জন্যে, আর আমাদের জন্যে শুধু ব্যবসা-বুদ্ধি, যার দাম এতটুকুও নয়, যা দিয়ে নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বৃদ্ধা রুগ্না মা—তাদের প্রতিপালন করা অসম্ভব।...কুলী খাটবে তায়

শরীরে রক্তপাত কোরে, হুকুম যিনি চালাবেন, তিনি কিন্তু থাকবেন চেয়ারের ওপরে বোসে, কিন্তু দু'জনার মধ্যে কতো তফাৎ।... যে খাটছে তার শরীরপাত কোরে; সে নিজে অবধি খেতে পায় না একবেলা পেট ভরে, ছেলে-মেয়েদের কথা তো দূরের কথা; আর যিনি বোসে বোসে হুকুম জারি দিয়েই খালাস, তিনি কিন্তু পাচ্ছেন এত টাকা যা তাঁর পরিবারবর্গ সকলকে তৃপ্তি কোরে খাইয়ে দিয়েও থেকে যায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে। ডোম, মুচি, মেথর, কুলী, চাকর—এরা হবে আমাদের ঘৃণ্য, কিন্তু এরা যদি একবার নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে দেয় তা হোলে যে দেশের কি দুর্গতি হবে, সে কথা কি একবার কেউ ভেবে দেখেছে।...বোধ হয় না। খাটাবো কিন্তু তাদের দিয়ে, তাদের না হোলে আমাদের একদিনও চোলবে না, তবুও তাদের খেতে দেবো না একবেলা পেট-পুরে; বরং তাদের বুকের ওপর বোসে যদি পারা যায় তবে আরোও রক্ত শুষবার চেষ্টা কোরবো।...এমনি বিচিত্র। আশ্চর্য্য!!...

"আচ্ছা পাগল তো আমি!...নিজের চিন্তায় নিজেই মরছি, আবার পরের কথা ভাবি কেন?...এদিকে আমি যে মরি;..."

"আচ্ছা! আমি যদি আজ এই টাকা-গুলো নিয়ে সোরে যাই, তা হোলে আমার কতোদিনের জেল হয়?"...

"দেখি না বাড়ী গিয়ে, আইন তো একদিন পোড়েছিলাম।"...

* * *

মানুষের অবস্থা কখনও সমান যায় না, তাই তারা শঙ্করেরও অবস্থা বদলে গেছে। বনিয়াদী ঘরের ছেলে হ'য়েও আজ সে একান্তই গরীব। বাবা তার বিবাহ দিয়েছিলেন ছোট বেলায় যখন সে সবেমাত্র কলেজের-কটকে পা এগিয়ে দিয়েছিল কিন্তু অদৃষ্ট তার এতই মন্দ যে বছর ফিরে না আসতে আসতেই বাবা গেলেন তাকে একেবারে অসহায় ক'রে দিয়ে।...অবশ্য টাকা পয়সা যথেষ্টই রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু কাকার সঙ্গে মকর্দ্দমায় তাকে পথের ভিখারী হতে হয়েছিল। বিধবা জননী ও স্ত্রীর হাত ধ'রে তারাশঙ্কর গ্রাম থেকে চির বিদায় নিয়ে এই জন কোলাহল, মুখরিত কলকাতা সহরে এসে দাঁড়াল'। সে ভেবেছিল' এই এতবড় সহরের মধ্যে কোথাও তার স্থান হবে এতটুকু; কিন্তু ভাগ্য তাকে এগিয়ে দিল না এতটুকু!...অনেক কষ্টে ও বহু পরিশ্রমে সে এই সহরে চারটি প্রাইভেট টিউশানী জোগাড় ক'রে নিলে'। তা'তেই সে স্ত্রী ও মার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা ও সঙ্গে নিজের পড়ার খরচটা চালিয়ে নিল।... সে ভেবেছিল, চারিটি বৎসর কোনও রকমে কাটিয়ে বি, এ পাশ ক'রেই একটা ভাল কাজ জুটিয়ে নেবে।...মেধাবী ছেলে ছিল সে, তাই পড়ার সময় তাকে বেশী বেগ পেতে হয়নি। কোনও রকমে চারিটি বৎসর কাটিয়ে বি, এ পাশ ক'রে যখন আবার বাড়ী ফিরে এল' তখন তার মাথায় এই চিন্তাই অহরহ জলতে লাগল,—এখন কি করা যায়?... একটা চাকুরী চাই-ই চাই, তা না হ'লে তার পরিবার সকলে অন্নাভাবে মারা যায়!...চাকুরীর সন্ধানে আবার দু'বৎসর কাটালো, কোথাও পেল না একটা ত্রিশ টাকারও!...এইরকম যখন অর্থের জন্যে তাকে যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল অসীম সাহসের সঙ্গে, সেই সময় একদিন অতর্কিত ভাবে তার এক পিতৃবন্ধুর সাথে দেখা হয়।... এই রকম দুরবস্থার কথা শুনে তিনি তাকে এক বড় অফিসে চাকুরী জুটিয়ে দিলেন। প্রথমেই ষাট টাকা!...খুব আনন্দ হ'ল তারা-শঙ্করের!...কিন্তু আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অপগণ্ডর বৃদ্ধি পেতে লাগল' এবং অবশেষে আয়ের সীমা ছেড়ে পরিবারের সংখ্যা বেড়ে গেল; আবার সেই পূর্ব্বেকার দারিদ্র্য তারাশঙ্করের মাথায় এসে দাঁড়াল।...সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রতে ক'রতে আজ তারাশঙ্কর চল্লিশের কোঠায় পৌঁছিয়েছে।...

সে আজ বিশবৎসরের কথা।...সে সুপুরুষ যুবক, পিতৃস্নেহে প্রতিপালিত তারাশঙ্কর নেই, সেই কাঠামের ওপর অন্য একজনের আশ্রয় পেয়েছে, যার চোখের কোলে কালি, শীর্ণ, হাত-পা সব লম্বা, সরু, গলার স্বর কর্কশ।...সে এখন সাত ছেলের বাপ।...

সেদিন অফিস হ'তে তারাশঙ্কর ফিরে এল রাত্রি দশটায়। কি একটা হিসেবে গরমিল হ'চ্ছে তাকে মাথা ঘামাতে হ'য়েছিলো রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত। ঘরে এসে সে দেখল' তার স্ত্রী প্রণতা ঘুমুচ্ছে। সে আর কাউকে না জাগিয়ে একটা বই খুলে ব'সে পড়ল—

এইতো বেশ স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে—পেনাল কোডে লিখেছে তিনবছর—তিনবছর বেশী নয়।...আচ্ছা, তিনবছর কি জেলে কাটাতে পারব না? খুব পারব।...এ আর শক্ত কথা কি?...একটু কষ্ট স্বীকার যদি না করি তা হ'লে তো কোনো রকমেই বড়লোক হ'তে পারব না। আচ্ছা! এখন আমার বয়েস চল্লিশ, তিনবছর পরে হবে তেতাল্লিশ।... বাস্!...তখন থেকে হব আমি বড়লোক!... লোকে আমায় ডাকবে শ্রীতারাশঙ্কর মুখো-পাধ্যায়—খালি তারু' ব'লে ডাকবে না।... সেই বেশ হবে। শেষ জীবনটা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেব, তিনবছরের জেলের কষ্ট সুদে-আসলে আদায় ক'রে নেব।...

সাড়ে সাত লাখ টাকা—উঃ! সেটা কি কম!...নাম ক'রতেই জিভে জল আসে! যাই হোক্...এখন টাকাগুলো রাখা যায় কোথায়?...সেইতো না, না, ঠিক হ'য়েছে... কোন একটা এটর্নির অফিসে জমা দিয়ে আসব, আর সেখানে নামটাও যে আবার লেখাতে হবে!...অমন নামতো কখনই নয়! তা হ'লে যে ধরা পড়ব।...আচ্ছা! এক কাজ ক'রলে মন্দ হয় না...যদি নাম বদলিয়ে অন্য এক ছদ্ম-নামে...সেই বেশ হবে!...কিন্তু নাম কি রাখা যায়? অচল? নাঃ, অমলানন্দ!...নাঃ,... সীতানাথ...উঁহু, এও ঠিক নয়, ভুগে যাব একগাল ভরা নাম কখনই নয়...শীতল, রমলা, কানাই, পরিতোষ, গুরুপ্রসাদ, ধীরেন...উঁহু, এযে কোনটাই খুৎসই হয় না...অসীম?...হুঁ! হুঁ। ঠিক ঠিক,...অসীম কুমার বিশী...ঠিক হবে।...অসীম! অসীম?...বেশ নাম!... অফিসে টাকাগুলো জমা রেখে বলা যাবেখন, এই সাড়ে সাত লাখ টাকা শ্রীঅসীমকুমার বিশীর নামে জমা রাখুন, যখন কেউ 'অসীম' নামে চাইতে আসবে তখন তার কাছ থেকে আপনাদের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী দস্তখত ক'রে টাকাগুলো ফেরৎ দেবেন অবশ্য আপনা-দের প্রাপ্য কমিশন বাদ দিয়ে।...সেই মন্দ হবে না!..."

* * *

সন্ধ্যা—

ছয়টা বেজে গেছে—

কিন্তু তখনও 'শীল এণ্ড ব্রাদার্সে'র ঘরে যাবার তাড়া দেখা যাচ্ছিল না। কেবল বুড়ো বাবু মিঃ ডরোইন বে বাড়ী যাবার জন্যে উসখুস

ক'রছিলেন, ড্রাইভারটা যে সেই মোটরে পেট্রোল ভরতে গিয়েছে, এখনও ফেরবার নামটি নেই, তাই দেরী দেখে বুড়োবাবু বড় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ছিলেন আর মনে মনে তার মুণ্ডপাতের আয়োজন করছিলেন!···এমন সময় রক্তাক্ত দেহে তারাশঙ্কর টলতে টলতে ভেতরে এল।

"বড়োসাহেব !...বড়োসাহেব !..."

"কী...কী...কী তারু?...তোমার এত দেরী কেন?...তোমার কি হয়েছে?...গায়ে রক্ত কেন? জামা কাপড় ছিড়ল কি করে?..."

"আজ্ঞে, সর্ব্বনাশ হয়েছে...চৌধুরী এণ্ড সন্স্‌এর কাছ থেকে আপনাদের জমা সাড়ে সাত লাখ টাকা আদায় করে আনছিলাম, রাস্তায় গুণ্ডারা সব কেড়ে নিয়েছে ?"

"কেড়ে নিয়েছে? সব?...তা তুমি কি একলা গিয়েছিলে? একটু বুদ্ধি নাই তোমার?...অকর্ম্মণ্য!...যাও!...ওহে নৃপেন, পুলিশে একটা ফোন করে দাও আর দরোয়ানদের বলে দাও, তারা যেন তরুকে অফিসের বাইরে যেতে না দেয়!...যাও তারু, তুমি তোমার সীটে বোস গে—

পরের দিন।—

বিচারালয়ে লোকে ভর্ত্তি, একতিলও বোসবার স্থান নেই, এত ভীড়।···মীল এণ্ড ব্রাদার্সের প্রধান ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী তারু মুখুয্যের বিচার।···

কেউ বলে—

"অতো দিনের বিশ্বাসী লোক হে ওকি আর মিথ্যে কথা বলছে।"···

আবার কেউ বলে —

"ওহে জাননা তুমি, ও বেটা ডুবে ডুবে জল খায়, শিবের বাবাও টের পায় না···এবার দেখ, বাছাধনের এবার কি হয়!...জেল, একেবারে জেল!...তাও আবার একবছর—দু'বছর নয়, দশ—দশটি বছর!...উঁহু, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।...এবার মজাটি টের পাও!...সা-ড়ে—সা-ত—লা-খ!...বা-প্—স্—!..."

এমনি আরোও কত কী!...

বিকেল বেলা তিনটে-চারটের সময় রায় বেরুল।—

তারাশঙ্করের জেল তিনবছর!—

তিনবছরের পর—

তারাশঙ্কর এই মাত্র জেল হতে খালাস পেয়ে বাইরে এল।—

"আঃ সূর্য্যের আলোটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—ওরে আয়, আয়, আমার কোলে আয়!...এবার আমার কোলের ওপর ব'সে তুই মুক্তির আশ্বাস নে—তুই এখন মুক্ত!...

"যাক্ গে, মরুক্ গে, এবার তো বেশ ক'রে বাবুগিরি করা যাবে।...তিন—তিনটে বছর ধ'রে ঐ অন্ধ কুঠরীর ভেতর জীবনের ওপর দিয়ে যতোরকম অত্যাচার চোলে গেছে, এবার সেটার সুদে আসলে আদায় কোরে নেওয়া যাবে'খন।...আঃ, এইবার আমি আরামে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো!...

"যাই, আর দেরী নয়, এবার একদৌড়ে গিয়ে এটর্নির অপিস থেকে টাকাগুলো তুলে নিয়ে আসি।...আর দেরী নয়।...এবার অমলাকে একখানা কাপড় নয়, দশখানা কাপড় কিনে দেবো, বেচারীর একখানাও ভাল কাপড় ছিল
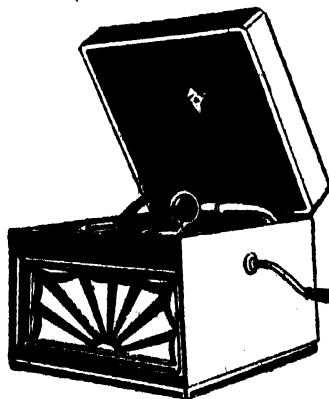
না বোলে স্কুলের মেয়েরা তাঁকে ক্ষতো না ঠাট্টাই কোরত।...আহা! দেখে বড় কষ্ট হোতো। আর নয় মা। তোদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দেবে না।...তোদের বাপ এবার তোদের কষ্ট দূর কোরবে।...ভগবান, এইবার আমার কর্ত্তব্য কি তা বোলে দাও।...

"আর নয়, এবার গৃহিণীর বকুনি আর খেতে হবে না।...খুকীকে এবার সোনার ঝিনুক কিনে দেবো, শচীশকে ভালো দেখে পাঁচ নম্বরের ফুটবল কিনে দেবো...অপর্ণাকে এবার সব চেয়ে সেরা ষ্টাইলের ইয়ারীং কিনে দেব, গিন্নিকে এবার যত রকম ষ্টাইলের গয়না আছে—সব—সব কিনে দেব—এবার সকলকে চমক্ দেখিয়ে দেব'—এবার আমি শীল এণ্ড ব্রাদার্সের তারু মুখুয্যে নই, এখন আমি শ্রীযুক্ত বাবু তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়...সাড়ে সাত লাখ টাকার মালিক; সর্ব্বেসর্ব্বা—এই দুনিয়া তার কাছে কিছু নয়!"

হেষ্টিং ষ্ট্রীটে এটর্নি এম্, ডি, বোনার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর মস্ত বড় অফিস।—

মিঃ বোনার্জ্জী তাঁর কামরায় ব'সে আছেন।

বেলা তখন আন্দাজ বারটা—

টলতে টলতে তারাশঙ্কর ঘরে গিয়ে ঢুকল:

"মশায়; দয়া ক'রে আমার সেই সাড়ে সাত লাখ টাকা দিন তো!"

"কিসের সাড়ে সাত লাখ টাকা মশায়?"

"সেকি? সেই যে তিনবছর আগে একদিন বিকেল বেলা আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলাম—সেই যে নাম ক'রলেই দেবেন—সেই একটা নাম—"

"নামটা না ব'ললে কেমন ক'রে দেব মশাই!—আপনার নাম কি সেটা আগে বলুন!"

"হ্যাঁ—নাম—নাম? আঃ ভগবান? নামটা—নামটা—নামটা যে মনে আসছে না এখন? বলুন না মশাই নামটা?' আপনি তো আমায় চেনেন!—সেই যে, আপনাকেই তো আমি টাকাটা জমা রাখতে দিয়েছিলাম! আঃ মশায়, আপনি আমায় চিনতে পারলেন না?—আমি—আমি যে সেই—সেই—"

"সেই—সেই ক'রলে হ'বে কেমন ক'রে মশায়? নাম না বললে টাকা কেমন ক'রে দিই বলুন দেখি?—"

"উঃ ঈশ্বর! তোমার কি বিচার? সব কথা মনে আসছে—আর নামটাই ভুলে গেলাম!—এ তিনবছর কী অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি—কি আশায়, ভগবান!—সে আশার বাতিও কি আমার নিভে গেল—শেষ একবার—শুধু একবার জ্বালিয়ে দাও ঠাকুর!—"

"ওহে শচীন, এ পাগলাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের ক'রে দাও তো! পাগলের মত কি ব'কছে দেখ না?—আমায় কাজ ক'রতে দিচ্ছে না—"

"না মশাই, থাক, যথেষ্ট হ'য়েছে। এখন আপনারা আমায় পাগল ভাববেন বৈকি? তা না হ'লে আপনাদের ব্যবসা চল্‌বে কেমন ক'রে? আজ তো আমি শীল এণ্ড ব্রাদার্সের তারু মুখুয্যে নই আর তালুকদার হবারও আশা নেই।—যাই নিজেই বেরিয়ে যাই।—ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে আপনাদের কাছ থেকে আর গলাধাক্কাটা না-ই বা খেলাম।—উঃ ভগবান!—"

* * *

রাত তখন দু'টো—

চাঁদ পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেছে।—

তারু ধীরে ধীরে হাওড়া ব্রীজের উপর উঠে এল।

"এ কী হাওড়া ব্রীজের ওপর যে এসে পড়লাম। সমস্ত দিন-রাত ধ'রে কি তা হ'লে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি? হবেও বা—তা হ'লে পেটে এক ফোঁটাও জল পড়েনি!—প'ড়বেই বা কেমন করে? কি তারু মুখুয্যে? বড়লোক হবে না?...ভগবানের বিচার দেখেছ?—আজ তুমি চোর, জেল ফেরৎ, জগতের কাছে ঘৃণ্য, লোক তোমার সঙ্গে কথা ব'লতে কুণ্ঠাবোধ ক'রবে, তোমার স্ত্রী, তোমার বৃদ্ধা মা, তোমার ছেলে মেয়ে সকলে তোমায় দেখে শিউরে উঠবে, দু'এক পা ভয়ে পিছিয়ে যাবে—ব'লবে তোমায় চোর, ডাকাত, মিথ্যেবাদী, অকর্ম্মণ্য আরোও কত কি!—

"বাঃ, কি সুন্দর হাওয়া! এই তো মুক্তির আলো।—মা গঙ্গা যেন হাওয়াকে দিয়ে আমায় ইসারা ক'রে দিচ্ছেন—'ওরে আয়, আয়, আমার এই স্নেহপীযূষ-বক্ষে আয়,—চির-অশান্তির সমাধি যে আমার বুক—যারা অহরহ অনলে পুড়ে দগ্ধ হ'য়ে হাহাকার করতে থাকে, তাদেরই বুকে তুলে নেবার জন্য আমি এখানে বসে থাকি!—আয়! আয়। আমার কোলে আয়! তোর যা কিছু দৈন্য, যা কিছু গ্লানি, যা কিছু কলঙ্ক, সব আমার কোলে এলেই বিলীন হ'য়ে যাবে, তুই চিরকালের জন্যে শান্তি পাবি!—তাই যা-ই, তাই-ই য'ই,—যার কেউ নেই—যাকে কেউ ভালবাসে না—তাকে তো কোলে তুলে নেবার জন্যে মা আছেন—

ঝপ্!—হাওড়া ব্রীজের ওপর থেকে কী যেন একটা জলে পড়ে গেল।—

পরমুহূর্ত্তেই তারু আবার মুহূর্ত্তের জন্যে জল থেকে ভেসে উঠল—

"মনে প'ড়েছে,—মনে প'ড়েছে এবার—অসী—ম—অ—সী—ম—"

শেষ কথাটা মিলিয়ে গেল জলের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অসীমে!—

আলাপ ও আলোচনা
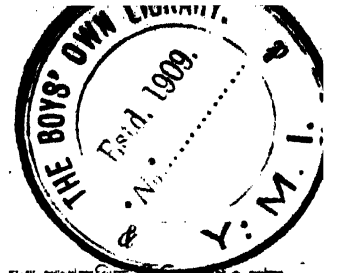
পণ্ডিত রাম শর্ম্মা কালীঘাটে দেবীর সম্মুখে প্রতিদিন যে ছাগশিশু বলি হয় তাহার অবসানকল্পে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। হয় বলি বন্ধ হউক, অথবা তিনি অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন এই তাহার সঙ্কল্প। ভাষাহীন অবোধ ছাগ শিশুদের ব্যথা তাহার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে—তাই তিনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

* * *

সঙ্কল্প সাধু। ছাগ বলির বিরুদ্ধে যুক্তি এবং ধর্ম্মের অনুশাসন দুই আছে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে পশুবলি শক্তি-পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া শাক্তদের সহজ বিশ্বাস আছে আর শাক্তদের সংখ্যা কমও নহে। পণ্ডিতজী যেমন বিশ্বাস করেন পশুহত্যা ধর্ম্ম হইতে পারে না তাহারাও তেমন বলিহীন পূজার কথা ভাবিতেই পারে না। শাক্তদের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত বিশ্বাসের অটল আসনকে পণ্ডিতজী এমনি সহসা টলাইতে পারিবেন, এ সাহস তাঁহার কেন হইল ?

* * *

পূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে ভারতে একদা প্রবল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ভগবান শ্রীবুদ্ধের মত মহাপ্রাণ, বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ইহার মূলোৎপাটনের জন্য কত না চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কখনো বা রাজশক্তি পর্য্যন্ত ইহার সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু আজও স্থায়ীভাবে ভারতে বলি বন্ধ কখনোই হয় নাই। ইতিহাসের এই প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া যুক্তি বিচার ও আন্দোলনের সাহায্যে বলি বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া মরিয়া চেষ্টা করিবার প্রয়াস পণ্ডিতজীর হৃদয়-বত্তার পরিচয় হইলেও বুদ্ধির পরিচয় নহে।

* * *

শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত রামশর্ম্মা পণ্ডিত ও জ্ঞানী। যে সময় তিনি ছাগশিশুবলি বন্ধের জন্য এতটা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন ঠিক সেই সময় দেশের শত সহস্র নরশিশু অনাহারে, অশিক্ষায়, অবহেলায় পশুর চেয়েও হেয়ভাবে মরিতে বসিয়াছে! অশিক্ষা ও অকালমৃত্যুর সুতীক্ষ্ণ নখদ্রংষ্ট্রা হইতে টানিয়া আনিয়া নর-শিশুদের বাঁচাইবার জন্য কত অসংখ্য পণ্ডিত ও জ্ঞানীর জীবনপণ সাধনা আজিকার দিনে প্রয়োজন একথা কি তাঁহার মনে উঠিবার অবকাশ পাইল না? সাঁতারে রেকর্ড করিবার মত একটা যা-তা অবলম্বন করিয়া কে কত দীর্ঘকাল অনশনে থাকিয়া মরিতে পারে তাহার রেকর্ড করিবার লোভে একজন পণ্ডিতকেও শেষে পাইয়া বসিল নাকি?

এই গেল একদিক—অপরদিকে দেখি কোথাও এক মাংসলুব্ধক, কোথাও এক মেরুদণ্ডহীন ভীরু লোভে, ভয়ে মিছামিছি দেবতার নাম করিয়া পশুহত্যা করিতেছে। বুদ্ধি এবং যুক্তি চিরকালই বলিবে ইহা ধর্ম্ম না, বরং ভয় বাড়ে আর বাড়ে ঔদরিকতা। অথচ দুঃখের সঙ্গে বলিতে হয় এই সেদিনও বলির সমর্থনে পণ্ডিত নামধেয় কতগুলি লোক কলিকাতা সহরতলিতে সভা করিয়া উচ্চকণ্ঠে দেবভাষায় এহেন বলির মাহাত্ম্য প্রচার করিতে এতটুকুও লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করে নাই! ইহারা যুক্তি বুদ্ধি বা হৃদয়ের ধার ধারেন নাই—কেবল মাত্র বলিয়াছেন অমুক পুরাণে আর অমুক তন্ত্রে বলি সমর্থন করিয়াছেন। যেহেতু পুরাণে এবং তন্ত্রে সমর্থক উক্তি আছে—কাজেই বলি হওয়াই উচিত! আচ্ছা, এমন কোন পুরাণ বা তন্ত্র কি নাই যেখানে লেখা আছে, যিনি আমের শাঁস বাদ দিয়া আঁটি চোষেন, হৃদয় যুক্তি বুদ্ধিকে বাদ দিয়া পুরাণ ও তন্ত্র লইয়া কামড়াকামড়ি করেন সেই অকাট পণ্ডিতটি গৃহপালিত কোনও একটি জীবের সঙ্গে তুলনীয়।

হয়তো মূঢ় বিশ্বাসের অচলায়তনকে যুক্তি ভাঙ্গিতে পারিবে না, আজিকার দিনে অশোভন হইলেও পণ্ডিতজী যে পণ লইয়াছেন তাহাতে তাঁহার বা তাঁহার মত আরও শত শত লোকের প্রাণ গেলেও আমাদের তন্দ্রা ঘুচিবে না, শক্তি জাগিবে না, দেবীর রক্ত তৃষ্ণা মিটিবে না। কিন্তু আমরা ভাবি শিক্ষিত উন্নত এবং মনুষ্যত্বের দাবী যাহারা করেন তাহারা কেমন করিয়া এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন? অথচ দেখা যায় তথাকথিত শিক্ষিতগণও মাতৃ-পূজায় ছাগশিশু বলির কাছে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান থাকেন এবং লুব্ধ পুরোহিত মহাশয় ছাগমুণ্ডটি সরাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন! এই ভণ্ডামী, ইতরামী, হেয়তা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে প্রতিদিন দুর্ব্বল অসাড় ও অপদার্থ করিয়া দিতেছে। মনে হয় দেবীর কাছে অবোধ ছাগবলি নয়, অবোধ জাতি তাহার মনুষ্যত্ব বলি দিতেছে—দেবীর কাছে প্রতিদিন শত শত নরবলি হইতেছে। দেবীর রক্ত তৃষ্ণা কবে মিটিবে কে জানে?

প্রেমের পূজা

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মার্চ্চ ২, ১৯২৯

গ্রেটা কাল আমেরিকা চলে যাচ্ছে। অদৃষ্ট তাকে হলিউডেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাই টেলীগ্রাম, টেলিফোন ও চুক্তির বাণ ডেকেছে। পাছে ওকে হারিয়ে বসে এই আশঙ্কায় হলিউড শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

আমি এতটা বিবর্ণ ও শ্রান্ত কখনও দেখিনি। জনসাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াবার জন্যে ও একটা ছোট্ট হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা সেখানে কাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম। ওর মা ওর সঙ্গে সেখানেই ছিলেন।

ও ওর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হাসি দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করল। এরকম হাসি দিয়ে ও কতলোককেই না প্রলুব্ধ করেছে। ও বলে উঠল, এই যে সিগার্ড, তোমায় কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আচ্ছা তুমি কি এখনও রাজা এরিকের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর? আমি কিন্তু আর বিশ্বাস করিনে। সর্ব্বত্র আমি তাঁকে খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পাই নি।

জবাবে আমি বললাম, কিন্তু তুমি ত তার বিনিময়ে সমগ্র জগৎকেই পেয়েছ। তবু কিসে তোমার এত দুঃখ?

'তাত জানি নে। তোমার কথাই যদি সত্য হয় যদি সমগ্র পৃথিবীই আমাকে ভালবেসে থাকে, তাহলে তার সে প্রেম আমার যে সুখের কারণ নয় এ সত্য কথাটাই তোমায় আজ বলছি। এতে আমার এতটুকু সুখ নেই, বরং ভয় করবার যথেষ্টই আছে। জেনে রেখো, এত সত্ত্বেও আমার চিত্তে এতটুকু তৃপ্তি এতটুকু সুখ নেই। অথচ কেন, তার কারণ বলতে পারব না।'

শেষটায় মায়ের মত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'নিজের শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবে। তা যদি না নাও ত তোমার গ্রেটা রাগ করবে, এটা যেন কখনও ভুলে যেয়ো না।'

জুন ১০, ১৯৩২

তিন বছর! তিনটি বছর কেটে গেছে! এ সুদীর্ঘ তিন তিনটে বছর কেমন ক'রে কাটিয়ে দিলাম? ও নতুন নতুন ছবিতে অভিনয় করেছে, তার বিবরণ যে সব কাগজে বেরিয়েছে সেই সব সচিত্র পত্রিকা এ সময়টা আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'য়্যানা ক্রিষ্টি' 'মাতা হরি' 'গ্র্যাণ্ড হোটেল'—সব চিত্রের ছবিই আমার দিন রাত্তিরের সঙ্গিনী ছিল। 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' চিত্রে ওকে প্রিন্সেস্সায়ার ভূমিকায় দেখে আমি কত কেঁদেছি। যখন ওকে নতুন ছবিতে দেখেছি তখনই মনে হয়েছে ও যেন আরো সুন্দর আরো মনোরম হয়ে

উঠেছে। গ্রেটা গার্বো! এ নামটা এখন সকলকার মুখে মুখে, সমগ্র জগৎ আজ ওকে চেনে। চীন দেশের কুলীরাও ওর নাম শুনেছে। আজ পৃথিবীতে ওর ভক্তের সীমা সংখ্যা নেই। শুধু আমিই লোকলোচনের বাইরে একান্তে ওর প্রতি আমার অনুরাগ মনে মনে পোষণ করি।

ওর সম্বন্ধে এখন আমি যা জানতে চাই, খবরের কাগজের মারফতেই জানতে পারি। সুতরাং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই ওর কথাগুলি খবরের কাগজ থেকে গিলতে থাকি। এতটুকু বাদ দিই নে, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত—সব কিছু। ওর সম্বন্ধে কাগজে কত মিথ্যা রটনাই না পড়েছি, আর সেগুলি যেমন মিথ্যে তেমনি ধোকামিতে ভরা।

যখন খবরের কাগজের মিথ্যা খবর পড়ে অবিশ্বাসে এবং বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠত তখন ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করে ওর চিঠিগুলি পড়ে আসতাম। আজও তাঁর কাছে ও সপ্তাহে একখানা করে চিঠি লেখে। তাতে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারি!

চিঠিতে গ্রেটা সাধারণ কথাই লেখে, ওর বাড়ী, বাগান যা সম্প্রতি কিনেছে; তা ছাড়া ওর প্রতিবেশী, কাজকর্ম—সবকিছু নিয়মিত লিখে জানায়। ছবিতে তাকে দেখেই আমি যদি সন্তুষ্ট থাকতাম, যদি নিজের অন্তর দিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা না করতাম তাহলে ভাবতাম, সত্যি সে বড় সুখী কিন্তু আসলে ত তা নয়। একবার ও বলেছিল, 'সিগার্ড, আমি জানি আমায় তুমি কখনও ভুলবে না, তবু বলছি সময় সময় আমায় মনে কোরো।'

হাঁ, ও সত্যই বলেছে যে, আমি কখনও ওকে ভুলতে পারব না। জগতের আর সব নারীর চাইতে ও স্বতন্ত্র, ওকে যে কোনমতেই ভুলতে পারিনে। যে নারী আমায় তার শিশুর মত সারল্য দিয়ে একান্তভাবে মুগ্ধ করেছে, যে সরল বিশ্বাসে রাজা এরিকের সন্ধানে আমায় নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে—তাকে ত আমি কোনমতেই ভুলতে পারব না।

আজ আমি একা—নিঃসঙ্গ। যখন সামর্থ্য থাকে তখন কাজ করি। সাগরকূলে একটা বাড়ীর চিলেকোঠায় বাস নিয়েছি—এখান থেকে বন্দর দেখতে পাই, আর দেখতে পাই সেই নীলাম্বুরাশিকে, যার অপর পারেই আমার গ্রেটা রয়েছে। আমার চারিপাশের লোকজন সকলেই আমায় মাথাপাগলা বলে ধরে নিয়েছে। সময় সময় আমার বোন আমাকে দু-চারটে টাকা সাহায্য করে, কেন-না, সে শুনেছিল যে আমি দিন দিনই অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। আমার বোন প্রায় প্রতিদিনই ছবিতে গ্রেটাকে দেখতে যায়। ভাগ্যদেবীর অদ্ভুত খেয়াল, নইলে আমার মা আর বোণ যদি ওকে দরিদ্র, নির্ব্বোধ, কুৎসিত মেয়ে বলে সাব্যস্ত না করত তাহলে আজ ও জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রেটা গার্বো হতে পারত না কোনমতেই।

জুন ১৬, ১৯৩২

আমার চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে ফতোয়া দিয়েছেন যে, আমার গণার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে আমার কোন দুঃখ নেই, একমাত্র আকাঙ্খা, মরবার আগে যদি একবার ওকে দেখতে পাই! ও শীঘ্রই সুইডেনে ফিরে আসছে, আর শুনছি ও নাকি আর আমেরিকায় ফিরে যাবে না। শুনছি ছেঁড়া

মলিন পোষাকে আত্মগোপন করে ও সেখান থেকে পালিয়ে আসছে—ওর সোনালি কেশ-গুচ্ছকে নাকি পরচুলের আবরণে ঢেকে রেখেছে। কেউ যেন ওকে চিনতে না পারে এ জন্যে ও নাকি প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমেরিকা ওকে আকৃষ্ট করতে না পেরে নাকি ক্ষেপে গেছে। আজ আমার একটিমাত্র কামনার বস্তু আছে, সে হচ্ছে ওর সেই সরলতার আধার চোখ দুটির পানে একান্তে তাকিয়ে থাকা—ওর চোখ দুটি-যা হ্রদের জলের মত গভীর স্বচ্ছ।

আগষ্ট ১৮, ১৯৩২

গ্রেটা দেশে ফিরে এসেছে। মফঃস্বলের এক পল্লীতে লোকালয় থেকে দূরে গাছ-পালা পরিশোভিত একখানা ছোট্ট বাগানবাড়ী ও নিয়েছে। আমি ওর পাশের ছোট্ট গাঁয়েই আছি আমি যে কেমন করে এত দূরের পথ এখানে এসেছি তা বল্‌তে পারব না।

ওর বাড়ীর সদর দরজা বন্ধই থাকে। কিন্তু একদিন আমি গিয়ে বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলব, 'গ্রেটা, দরজা খোল! আমি তোমার সিগার্ড!' সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যাবে এবং দুখানি ব্যগ্র বাহু আমায় সম্বর্দ্ধনা করে ঘরে তুলে নেবে। ওর বাল্য ও কৈশোর সবটা যে আমাকে নিয়েই, আমায় বাদ দিলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! ওর জীবনের বিগত দিনে আমরা দুজনে একই স্বপ্ন একযোগে দেখতাম, একসঙ্গে তুষারের উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতাম—আজ আমায় তার জীবন থেকে সরায় কে!

ওর জীবনের বহু ব্যাপারের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি, বার্গষ্ট্রমের দোকান; রয়াল একাডেমীর সম্মুখস্থ পার্ক, ষ্টিলার পরিচালনায় 'য়েনস্কা' নাট্যচিত্রের মহলা, বার্লিনের সেই সুখের দিন, জন্মভূমির কাছে তার বিদায় গ্রহণ এবং হলিউডে তার জীবনের প্রথম আশা ও আশঙ্কা—সবকিছুরই সাক্ষী আমি।

আমি আজও সেই আগেকার দিনের সিগার্ডই আছি, আমার একটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নি। আমি আজও তার একান্ত অনুগতই আছি—একদিন তাকে অখ্যাত অবজ্ঞাত ছেলেমানুষ থেকে ধীরে ধীরে আজ পৃথিবী বিখ্যাত গ্রেটা গার্ব্বো হতে দেখলাম। সবই আমার চোখের সামনে হয়েছে। আমি বেশ ভাল করেই জানি যে, দুর্জ্ঞেয় গ্রেটা, আধুনিক রাক্ষুসী গ্রেটা,

গান

শ্রীদীপেন্দু শেখর ঘোষাল, বি, কম্‌।

শাওন সাঁঝে বাদল নামে
একেলা আঁধার রাতি,
আপন মনে একেলা গাহি
এল না সে মোর সাথী।

উষার মৃদু চরণ ক্ষেপে
কমল দল উঠে যে কেঁপে
আমারি গান গুমরি মরে
বেদনা সনে উঠে সে মাতি।

—:*:—

আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর গ্রেটা আমার জন্যে আন্তরিক দুঃখ নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে। হয়ত আহত বালিকার মত মুখ করে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠবে, 'সিগার্ড, এ রকম কেন হবে, এ তোমার কি হয়েছে?'

[এই খানেই হঠাৎ দিনপঞ্জী শেষ হয়ে গেছে। ও হয়ত দিনপঞ্জীর লেখকের অভাবকে ওর জীবনের একটা চরম ও পরম ক্ষতি বলেই গ্রহণ করেছে। এ দিনপঞ্জীর লেখক ওর জীবনের সবকিছু আপদবিপদ থেকে এতদিন ওকে রক্ষা করে এসেছিল আজ ওর জীবনের সেই দুটি পরম হিতৈষীর শেষটিও চলে গেল বলে আফ্‌শোষ করেছে।

গ্রেটা পুনরায় আমেরিকা চলে গেছে এবং ওর জীবনের চরম সার্থকতা, পরম সফলতা অর্জ্জন করেছে—'রাণী ক্রিষ্টিনা'র ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু এই চিত্রনাট্যের চরিত্রটির মত ও কি আজও সুখের সন্ধানই করে বেড়াচ্ছে?—কে বলবে।

একদিন হয়ত গোথেবার্গ বন্দরে একখানা জাহাজ এসে নোঙর করবে—তার অসংখ্য যাত্রীর মধ্যে হয়ত একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীও থাকবে। অদৃষ্ট ওর জন্যে কি সঞ্চয় করে রেখেছে, কে বলবে? ও কি আবার কখনও রাজা এরিকের সন্ধানে বার হবে? যে সুখ ওর জীবনে ও কখনও ভোগ করতে পেল না, ও কি আজও সেই সুখের, সেই পরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে?—কে এর জবাব দেবে?]

—শেষ—

খেলা-ধূলা

বাঙ্গলার হকি বীরগণের প্রত্যাবর্ত্তন

বৃহস্পতিবার হাওড়ায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা

মিঃ পঙ্কজ গুপ্তের সহিত নিউজিল্যাণ্ডের ভারতীয় হকি টিমের বাঙ্গলার খেলোয়াড়গণ বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ মেলে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমণকারী খেলোয়াড়গণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে বিশেষ জনসমাগম হয়। খেলোয়াড়গণকে বেশ উৎফুল্ল দেখা যাইতেছিল। প্রত্যাগত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ই, নেষ্টর ও নির্ম্মল মুখার্জ্জির শারীরিক উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। পঙ্কজ গুপ্ত,এল ডেভিডসন ও পি দাসেরও বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে।

খেলোয়াড়গণ ট্রেণ হইতে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলে হকি আম্পায়ার্স এসোসিয়েশন এবং মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ হইতে তাঁহাদিগকে মাল্যদ্বারা ভূষিত করা হয়। অতঃপর বেঙ্গল হকি আম্পায়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতির অনুপস্থিতিতে মিঃ সিধু দত্ত সভাপতির প্রেরিত এক পত্র পাঠ করেন। মিঃ পি গুপ্ত তাহার প্রত্যুত্তরে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় হকি টীম ভারতের বাহিরে তাহার বিজয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন করিয়া আসিয়াছে। এই জয়গৌরবে ভারতবর্ষের সকলেই গর্ব্বান্বিত। বক্তৃতার শেষে খেলোয়াড়গণের 'গ্রুপ' ছবি তোলা হয়।

গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে ভারতীয় হকি টীম নিউজিল্যাণ্ডে হকি খেলার জন্য গমন করে। ঐ টীমে বাঙ্গলা দেশ হইতে ই নেষ্টর, এল ডেভিডশন, এন মুখার্জ্জি ও পি দাস খেলিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। মিঃ পি গুপ্ত ঐ টিমের জয়েণ্ট ম্যানেজার হিসাবে গমন করেন ঐ টিম নিউজিল্যাণ্ডে যে সকল ম্যাচ খেলিয়াছে, তাহার কোন খেলায়ই তাহারা পরাজিত হয় নাই। শুধু নিউজিল্যাণ্ডে নহে, অষ্ট্রেলিয়া এবং সিংহলেও তাহাদের এই গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতে পদার্পণ করিয়া এই দল যে ম্যাচ খেলিয়াছে তাহাতেও তাহারা জয়ী হইয়াছে।

হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—

মেসার্স বি এইচ পিক্ (সভাপতি রেঞ্জার্স ক্লাব ও আই এফ এর সদস্য), এ এল এণ্ডি (বেঙ্গল হকি আম্পায়ার্স এসোঃ), সিধু দত্ত (আই এফ এ ও বি এইচ এর সদস্য), জ্যোতীষ গুহ (বি এইচ এর সদস্য), এস কে মিত্র (মোহনবাগান), আর সেন (মোহনবাগান), জে এন মুখার্জ্জি (আই এফ এর সেক্রেটারী), এ এন ঘোষ (বেঙ্গল জিমখানা), এস কে বসু (আই এফ এর সদস্য), এস বসু, এস এন দে (বেঙ্গল হকি আম্পায়ার্স এসোঃর ট্রেজারার ও সি আর এর সেক্রেটারী), ইউ এন চক্রবর্ত্তী, কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান), শিশির চক্রবর্ত্তী (এরিয়ান্স), সৌরেন সেন (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), সৌরেন মিত্র (এরিয়ান্স), জে এন ঘোষ (কপি ঘোষ, ইষ্টবেঙ্গল), গিরীন্দ্র ঘোষ (ইষ্টবেঙ্গল), এ কে লাহিড়ী (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), নির্ম্মল ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), এম সেন (মোহনবাগান), বিকাশ মিত্র, জে বসু (ইষ্টবেঙ্গল), পরেশ নন্দী (এ্যাডভান্স), রণেন সেনগুপ্ত [এ্যাডভান্স], শিশির মল্লিক, ডি এন পেরের [এসোসিয়েটেড প্রেস], শঙ্কর-বিজয় মিত্র [আনন্দবাজার পত্রিকা), জে এন ঘোষ [স্পোর্টিং ইউনিয়ন]।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান হইল

দ্বিতীয় দিনের খেলায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ৪ গোলে পরাজিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	৪
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়	০

সোমবার বৈকালে মোহনবাগান মাঠে লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলা হয়। ইণ্টার ভার্সিটি চ্যাম্পিয়ানসিপের এই ফাইন্যাল খেলাটি শনিবার অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছিল। শেষ মীমাংসার জন্য উপরোক্ত দুই দলকে সোমবার পুনরায় খেলিতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪-০ গোলে জয়ী হইয়াছে। প্রথম দিনের খেলায় প্রতিপক্ষ দলের একটী করিয়া গোল হইয়াছিল।

বিজয়ী দল যে ভাল খেলিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমার্দ্ধের খেলায়ই তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের গোলরক্ষক হালিমকে সেই সময় একবারও বল স্পর্শ করিতে হয় নাই। বিশ্রামের পর দুই একবার মাত্র তাঁহাকে বল ধরিতে হইয়াছে। ইহাতেই কতকটা বুঝা যায় যে খেলা কিরূপ ধরণের হইয়াছিল।

মোহনবাগান মাঠের অবস্থা ভাল ছিল না। সমস্ত মাঠটি ভিজা ছিল। ইহাতে কলিকাতার ছাত্রদের চেয়ে লক্ষ্ণৌর ছাত্রদলের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। মাঠের কোন কোন স্থান আঠাবৎ ছিল। তাহাতে বল মারার সময় খেলোয়াড়দের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। লাক্ষ্ণৌর অসুবিধার কারণ এই যে, এই দলের খেলোয়াড়গণ এখানকার আবহাওয়ার সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত নহেন।

এইরূপ অবস্থায় চাতুর্য্যপূর্ণ খেলা আশা করা যায় না। কলিকাতার খেলোয়াড়রাও ঐরূপ প্যাচপেচে মাঠে খেলিতে সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত নহেন। তথাপি ঐরূপ অবস্থায় কিভাবে খেলা উচিত তাহা কতকটা অবগত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা কোন সময় শুইয়া পড়িয়া, কোন সময় 'লং' পাস এবং কোন সময় 'সর্ট পাস' করিয়া খেলিয়া কাজ চালাইয়া দিয়াছেন। সুখের বিষয়, এখানকার কোন খেলোয়াড় স্বার্থপরের ন্যায় খেলিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই পরস্পরকে পাস করিয়া খেলিয়াছেন।

প্রতি অর্দ্ধে দুইটি করিয়া গোল হয়। স্থানীয় দলটি আর একটু মনোযোগ সহকারে খেলিলে গোলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইত।

প্রথমার্দ্ধের খেলায় ফরওয়ার্ড এবং হাফ ব্যাকরা এমন সুন্দর খেলিয়াছিলেন যে, গোলরক্ষককে ত বল ধরিতেই হয় নাই। ব্যাকদ্বয়কেও বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই। ফরওয়ার্ডদের মধ্যে আব্বাস, ডি ব্যানার্জ্জি ও এন মুখার্জ্জি, রঞ্জন ভাগে হাফ ব্যাকএর এবং ব্যাকদ্বয়ের মধ্যে পি রায় ভাল খেলিয়াছিলেন।

বিজিত দলের গোলরক্ষকের বিরুদ্ধে চারিটী গোল হইয়াছিল। এই চারিটি গোলের

কোনটীর জন্যই তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। তিনি সংখ্যাতীত বার অবধারিত গোল বাঁচাইয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ডিফেন্সের খেলোয়াড়গণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়া খেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

খেলা আরম্ভের ৬ মিনিট পরে ডি ব্যানার্জ্জির সট ফিরাইতে গিয়া লক্ষ্ণৌদল কর্ণার করে। ডি ব্যানার্জ্জি কর্ণার হইতে হেড করিয়া গোল দিতে চেষ্টা করেন। বল বারে লাগিয়া ফিরিয়া আসে। এন মুখার্জ্জি ঐ ফিরতি বলে সট করিয়া গোল করেন [১-০]। এই গোলের পূর্ব্বে আব্বাস ও ডি ব্যানার্জ্জি গোল দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। বিশ্রাম সময়ের এক মিনিট পূর্ব্বে বি সেন উচু সট মারেন। ঐ বল মাটিতে পিচ খাইবার পূর্ব্বে ডি ব্যানার্জ্জি পতনোন্মুখ বলে সট করিয়া দ্বিতীয় গোল দেন [২-০]।

বিশ্রামের পর হালিমের বল 'ক্যারি' করার অপরাধে লক্ষ্ণৌ দল ফ্রি কিক পায়। ই হোসেন ফ্রি কিক করিয়া তালিমুদ্দিনকে বল দিলেন। তালিমুদ্দিন বল পাইয়াই সট্ করিয়াছিলেন। বল পোষ্টে লাগিয়া আউট হয়। শেষ দিকের খেলায় জে মহালানবিশ কর্ণার সট্ হইতে তৃতীয় গোল দেন। বেশীক্ষণ যাইতে না যাইতেই জে রায় দলের চতুর্থ বা শেষ গোল দেন। এই গোলের পর ডি ব্যানার্জ্জি একটী অবধারিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:—হালিম, বি ভট্টাচার্য্য ও পি রায়; এস দত্ত, বি সেন ও জে মহালানবিশ; এন মুখার্জ্জি, বি বসু, ডি ব্যানার্জ্জি, জে রায় ও আব্বাস।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়:—কেম্প, ইয়াকুব ও মুরলি; রাজেন্দ্র সিং, ই হোসেন ও পেন; আজিজ সাইমন, গাঙ্গুলী, জে হোসেন ও তালিমুদ্দিন।

রেফারি:—সি কিউ এম এস মেক্সী।

মরেণো শীল্ড ডিভন্স দলই পাইল

ডিভন্স 'বি' [২] ডালহৌসী [১]

মরেনো শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা পূর্ব্বে একদিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় শেষ মীমাংসার জন্য ডিভন্স ও ডালহৌসী দলকে মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে পুনরায় খেলিতে হয়। খেলায় ডিভন্স 'বি' দল ২-১ গোলে জয়ী হইয়াছে।

খেলাটি কম উপভোগ্য হয় নাই। উভয় দল পরস্পরকে সমান ভাবেই আক্রমণ করিয়াছিল। প্রথমার্দ্ধের খেলায় কোন গোল হয় নাই। গোড়ার দিকে ডিভন্স দল ভাল খেলিয়াছিল। শেষের দিকে ডালহৌসী দল ভাল খেলে। তাহারা শেষের দিকে তিন চারিটি অবধারিত গোল করার সুযোগ নষ্ট করে।

বিশ্রামের পর নবম মিনিটে সৈনিক দলের মেয়ার্স গোল করেন। এই গোলের ছয় মিনিট পরে ডালহৌসীর গ্রীণহর্ণ গোলটি পরিশোধ করেন। খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট পূর্ব্বে মেয়ার্স পুনরায় একটি গোল করেন। এই গোল হওয়ার পূর্ব্বে মেয়ার্সের সট বারে লাগিয়া ফিরিয়া আসে।

ডালহৌসীর রক্ষণভাগের গ্রীণহর্ণ, এম মিলস ও এণ্ডারসন এবং সৈনিকদলের ম্যাইকোর্ড, ফিনল্যাণ্ড, হোপ ও হুপার ভাল খেলিয়াছিলেন।

ডিভজন 'বি':—ছুষস্; ল্যান্স কর্পোরাল, ম্যাইকোর্ড ও ফকুনার; ফিনল্যাণ্ড, হোপ ও ষ্টিন; হুপার, ল্যান্স কর্পোরাল হাওস, মেয়ার্স, ক্যাবট ও সিলভেষ্টার।

ডালহৌসী:—ওয়াটস্; ষ্টাবস্ ও এণ্ডারসন; এম মিলস্; গ্রীণহর্ণ ও মারসস; সণ্ডাস, ব্রিগুলে, এম ব্রাউটন, এফ মিলস ও টালফ;

রেফারি—বিকাশ মিত্র;

আই, এফ, এর অধিবেশন

বিনানুমতিতে অন্যত্র খেলায় খেলোয়াড় সসপেণ্ড

সন্তোষের রাজার সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হলে আই এফ এ কাউন্সিলের এক সভা হয়। মেসার্স এইচ এন নিকলস, এস এন ব্যানার্জ্জি, বি সি ঘোষ, আর মুখার্জ্জি, জে বি হাউই, পি গুপ্ত, বি এইচ পিক, ইনস্পেক্টর জিন, এ এল প্রেষ্টন, এস বসু, সিধু দত্ত, প্রফেসর এস কে চ্যাটার্জ্জী, এ এন ঘোষ, টি কে ঘোষ, ফাদার ইভার, বি ম্যাগননি ও জে এন মুখার্জ্জি প্রভৃতি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত হয়:—

[১] ফ্রেঞ্চ মোটরকার তৃতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াও লীগ কাপ না পাওয়ায় আই এফ এ'র নিকট ইণ্টার অফিস লীগের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করে। তাহাতে আই এফ এ ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানীকে লীগ কাপ দিবার আদেশ দেন।

[২] আই এফ এর নিকট চতুর্থ ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ ম্যাচে বেঙ্গল স্পোর্টিং বেঙ্গল ইউথকে হারাইলেও বিজিত দল প্রতিবাদ করে। আই এফ এ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বেঙ্গল স্পোর্টিংকেই লীগ চ্যাম্পিয়ান বলিয়া ঘোষণা করেন।

[৩] বাহিরের অরেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিযোগিতায় না খেলার জন্য এবার আই এফ এ এফিলিয়েটেড টীমের খেলোয়াড়দের উপর এক নিষেধ সূচক ইস্তাহার জারী করেন। তাহা অমান্য করিয়া খেলার ফলে বিভিন্ন ক্লাবের নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ সসপেণ্ড হইয়াছেন।

এরিয়ান্স ক্লাবের সবুর ও রহমান যথাক্রমে দুই বৎসরের জন্য, জর্জ্জ টেলিগ্রাফের এস দেব, হুদা, শান্তি চ্যাটার্জ্জি [ক্যাপটেন] ও ভূপেন সেন আগামী বৎসরের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সুশীল চক্রবর্ত্তী ও জে বর্দ্ধন, টেলিগ্রাফের এম দাস, স্পোর্টিং ইউনিয়নের নির্ম্মল ঘোষ, কালীঘাটের এস ব্যানার্জ্জি প্রত্যেকে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত; ইষ্টবেঙ্গলের হীরা দাস দুই বৎসরের জন্য সসপেণ্ড হইয়াছেন।

[৪] নক্সর শীল্ডের খেলায় ভবানীপুরের এন গুহ এবং পুলিশের কার মাঠের মধ্যে বচসা করায় রেফারি উভয়কেই খেলার মাঠ হইতে বহিষ্কৃত করেন। আই এফ এ কাউন্সিল উল্লিখিত দুই ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

[৫] ক্যালকাটা জিমখানার সাজাহান অরেজিষ্ট্রীকৃত প্রতিযোগিতায় অন্য টীমের

হইয়া খেলার অপরাধে একবৎসরের জন্য দণ্ডিত হন।

[৬] মহমেডান স্পোর্টিংএর ফজল খাঁ ও অখিল আমেদ, কালীঘাট ক্লাবের রামচন্দ্র ও মির্জ্জা আই এফ এ কাউন্সিলের বিনানুমতিতে দিল্লী ইয়ং মেনস দলের হইয়া খেলায় কাউন্সিল কর্ত্তৃক তাহাদের সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সসপেণ্ড হইয়াছেন।

[৭] এ জি বেঙ্গল দেওঘরের আগাবেশ কাপে খেলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল আই এফ এ ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছে।

বাংলা বনাম রেষ্ট

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য চ্যারিটি

বৃহস্পতিবার ১২ই অথবা শুক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্বর মোহনবাগান মাঠে বাঙ্গলা প্রদেশের ভারতীয় খেলোয়াড়দের সহিত 'রেষ্টদলের' এক চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হইবে। বর্দ্ধমানের বন্যায় দুর্গত নরনারীর সাহায্যার্থ এই চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ খেলিবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন:—

বাঙ্গলা প্রদেশ:—ডি মজুমদার (এরিয়ান্স); এস দত্ত (মোহনবাগান), ও জি কার্ভে (ই বি আর), জে ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স), বি সেন (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও এস মিশ্র (মোহনবাগান), দুলাল (ইষ্টবেঙ্গল), এ দেব (মোহনবাগান), এ গাঙ্গুলী (এরিয়ান্স), কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান), সামাদ (ই বি আর) (ক্যাপটেন)।

অতিরিক্ত:—এইচ রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), এস দে (এরিয়ান্স), বি মুখার্জ্জি (মোহনবাগান), অব্বাস (মহমেডান স্পোর্টিং) ও পি মুখার্জ্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন);

রেষ্টদল:—ডেভিস (ডালহৌসি), মহিযুদ্দিন (মহমেডান স্পোর্টিং) ও জুম্মা খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং), হাপার (ডিভন্স), নূরমহম্মদ (ইষ্টবেঙ্গল) ও মাসুম (মহমেডান স্পোর্টিং), ফিসার (ডিভন্স), রহিম (মহমেডান স্পোর্টিং), রসিদ (মহমেডান স্পোর্টিং), রহমৎ (মহমেডান স্পোর্টিং) ও কে প্রসাদ (হাওড়া ইউনিয়ন)।

অতিরিক্ত:—জার্ডিন (কাষ্টমস), ম্যাক্‌ফারলেন (ব্লাকওয়াচ), ডেভিস (কাষ্টমস), প্রেমলাল (কালীঘাট), রিচি (ব্লাকওয়াচ) ও ষ্টুয়ার্ট (ব্লাকওয়াচ)।

ইণ্টার কলেজ সুইমিং কম্পিটিশন

কলেজ স্কোয়ারে প্রথম বার্ষিক প্রতিযোগিতা

শনিবার কলেজ স্কোয়ারে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে প্রথম বার্ষিক ইণ্টার কলেজিয়েট সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি কলেজ যোগদান করিয়াছিল। ঐ আটটি কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ দল সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছে। উল্লিখিত কলেজ দলের মধ্যে বি কে চক্রবর্ত্তী ও বি সিংহের প্রশংসাই সর্ব্বাগ্রে করা উচিত।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক পুরস্কার বিতরণ করেন। স্যার

সুরাবর্দি পুরস্কার বিতরণের পূর্ব্বে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ছাত্রদিগের সাফল্যের জন্য প্রশংসা করেন। ইসলামিয়া কলেজ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে উক্ত কলেজের ছাত্রেরা সাঁতার ও বাইচ খেলায় যোগদান করিয়া পারদর্শিতা প্রদর্শন করিবে। অবশেষে তিনি ছাত্রমঙ্গল সমিতির এই চেষ্টার বিশেষ সুখ্যাতি করেন।

প্রতিযোগিতার ফল :—

সিকি মাইল (৪৪০ গজ) ফ্রি-ষ্টাইল :—

১ম বি কে চক্রবর্ত্তী [প্রেসিডেন্সি কলেজ]।
২য় বি সিংহ ঐ
৩য় আর এল পাল চৌধুরী [বিদ্যাসাগর কলেজ]

সময়—৬ মিনিট ৩৯ ২/৫ সেঃ

১১০ গজ ফ্রি-ষ্টাইল :—

১ম বি সিংহ [প্রেসিডেন্সী কলেজ]
২য় বি কে চক্রবর্ত্তী ঐ
৩য় সি সি গোস্বামী [সিটি কলেজ]

সময়—১ মিঃ ১৫ সেঃ

ডাইভিং :—

১ম এন কে লোহিয়া [স্কটিসচার্চ্চ কলেজ]
২য় এস মিত্র [প্রেসিডেন্সী কলেজ]
৩য় এস সি বসু [স্কটিসচার্চ্চ কলেজ]

১১০ গজ ব্রেষ্টষ্ট্রোক :—

১ম আর সি দত্ত [সিটি কলেজ]
২য় বি ডি মুখার্জ্জি [স্কটিসচার্চ্চ]
৩য় এন কে লোহিয়া ঐ

সময় :—১ মিঃ ৪৬ ১/৫ সেঃ

১১০ গজ ব্যাক্ ষ্ট্রোক :—

১ম বি কে চক্রবর্ত্তী [প্রেসিডেন্সী কলেজ]
২য় সি সি গোস্বামী [সিটি কলেজ]
৩য় বি ডি মুখার্জ্জি [স্কটিসচার্চ্চ]

সময়—১ মিঃ ৪৫ ৪/৫ সেঃ

আধেলা রেস :—

১ম আর এল পাল চৌধুরী [বিদ্যাসাগর]
২য় বি সিংহ [প্রেসিডেন্সী কলেজ]
৩য় ডি এল মুখার্জ্জি [স্কটিসচার্চ্চ কলেজ]

সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ অভিনন্দিত

[illegible], ১২ই সেপ্টেম্বর

[illegible] হাতকড়া অবস্থায় একাদিক্রমে ৪০ ঘণ্টা সন্তরণ শেষ করিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্ণে টাউনহলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ ঘোষকে বি এম কলেজে নিমন্ত্রণ করা হয়। তথায় তিনি বিশ রকমের সাঁতারের কায়দা ও ওয়াটার পলো খেলা দেখাইয়াছেন।

সাইকেলে তরুণ পর্য্যটক

তরুণ বাঙ্গালী পর্য্যটক এম সি গুপ্ত কোয়েটার পথে পেশোয়ার কেন্টনমেণ্ট অতিক্রম করিয়াছেন। মিঃ গুপ্ত গত ২৪শে মার্চ্চ নারায়ণগঞ্জ হইতে সাইকেল ভ্রমণ আরম্ভ করেন। পরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া পেশোয়ারে আসিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি ২৭৫০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

মেয়েদের সুইমিং কম্পিটিশন

কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে

রবিবার ১৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭ ঘটিকায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মেয়ে প্রতিযোগিনীদের জন্য এক সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইবে। স্পোর্টসটি প্রথম বার্ষিক। ইহা বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অনুমোদিত। ১৩ই সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতায় যোগদিবার শেষ দিন। বিশেষ বিবরণের জন্য ৭নং সরকার বাইলেনে আনন্দ মেলার সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে :—

'এ' গ্রুপ (সিনিয়ার)

১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল, ৫০ মিটার পিঠ

ধ্রুব-জ্যোতি

শ্রীপারুল বালা দেবী।

চাহিনু যেদিন নয়ন মেলিয়া
জীবনের নব প্রান্তে,
স্বপনেতে ভরা রঙিন হিয়া
রঙ্গিন উষার সাথে।

দেখিনু আমার অন্তর তটে
তুমি গো র'য়েছ সখা,
ওগো সুন্দর তোমার ছবি যে
মোর হৃদি পটে আঁকা।

দিল গো আমায় দেখাইয়া পথ
তোমার প্রেমের আলো,
উজাড় করিয়া ঢালি দিনু প্রাণ
তোমারে বাসিয়া ভালো।

ধ্রুব জ্যোতি সম তব প্রিয় স্মৃতি
রহিবে হৃদয়ে চিরটি দিন,
মম অন্তর সত্যের কাছে
হবে না মলিন সে কোন দিন।

—:—

সাঁতার, ৫০ গজ বুক সাঁতার, নিচুকার ডাইভিং—ডাইভিং করিতে হইবে।

বি গ্রুপ (ইণ্টার মিডিয়েট)

৫০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল, ২৫ গজ বুক সাঁতার, ২৫ গজ চিৎ সাঁতার।

সি গ্রুপ (জুনিয়ার)

দশ বৎসরের বালিকাদের জন্য ৫০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল, ২৫ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল ও ২৫ মিটার বুক সাঁতার।

বিলাতে কাউণ্টি ক্রিকেটের ফলাফল

কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় নিম্নরূপ ফল হইয়াছে। ইহাই শেষ ফল :—

	শতকরা।
ইয়র্ক শায়ার	৭১'৩৩
ডার্বি	৬৩'৩৩
মিডিলসেক্স	৫৬'১১
ল্যাঙ্কাসায়ার	৫৪'০৪
নটস	৫০'৭১
লিষ্টার	৫০'২৫
নর্দ্দেম্পটন	[illegible]

খুচরো খবর

জ্যাকি কুগানের বাগ্‌দান ঃ—

যে কিশোর জ্যাকি কুগান তাঁহার বালক চরিত্র অভিনয়ের দ্বারা একদিন সকলের মনোহরণ করেছিলেন, তিনি আজ যুবক চিত্র অভিনেত্রী কুমারী টবি উইংয়ের সঙ্গে আজ তাঁহার বিবাহের কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়াছে।

* * *

গ্রেটা গার্কো সুইডেনে জল-ভ্রমণকালে মাস্তুল হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছেন।

* *

আনাষ্টেন সম্প্রতি সামুয়েল গোল্ডউইনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডে ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম ছবি হবে "এ ওয়্যান এলোন"। পরিচালনা করিবেন রাশিয়ান পরিচালক ফিডার ওটজে—আখ্যান-ভাগও ইহারই লেখা।

* *

হলিউডের সর্ব্বাপেক্ষা সুখী দম্পতী জর্জ্জ বার্ণেস ও জন ব্লণ্ডেল শীঘ্রই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবেন বলিয়া জানা গেল। জর্জ্জ একজন প্রসিদ্ধ "ক্যামেরাম্যান"।

* * *

আর, কে, ও রেডিও পিক্‌চার্স মেট্রোর নিকট হইতে এডমণ্ড লুইকে ধার লইয়াছেন। তাঁহাকে ক্যাথারিণ হেপবার্ণের সহিত "সিলভিয়া স্কার্লেট" ছবিতে অভিনয় করার জন্যই আনা হইয়াছে।

* * *

মার্লেন ডিয়েট্রিচ "পার্ল নেক্‌লেস" নামক যে ছবিখানি তুলিতেছেন তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "ডিজায়ার" করা হইয়াছে। এই ছবির পরে মার্লেন "ইনভিটেশন টু হ্যাপিনেস" নামক একখানি ছবি তুলিবেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন চার্লস বয়ার।

* * *

রোণাল্ড কোলম্যান সম্প্রতি মেট্রোর হইয়া "এ টেল অব টু সিটিজ" ছবির কাজ শেষ করিয়া আবার ইউনাইটেড আর্টিষ্টে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি এখন ইউনাইটেড আর্টিষ্ট হইতে প্রতি ছবির জন্য ৩০,০০০ পাউণ্ড করিয়া পাইবেন। এ পর্য্যন্ত এত অধিক বেতন আর কোন অভিনেতা পান নাই।

চিত্রচক্র :—

নিউ থিয়েটার্স :—

বিখ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত বড়ুয়া শীঘ্রই একখানা উর্দু ছবি তুলবেন। ছবির নাম হবে "শয়তান"। অভিনয় ক'রবেন বড়ুয়া, পৃথ্বীরাজ ও রাজকুমারী প্রভৃতি।

*   *

এদের হিন্দী "দেবদাস" বোম্বে, লাহোর ও দিল্লীতে মুক্তিলাভ ক'রেছে। ছবিখানি ঐসব স্থানে বেশ উচ্চ প্রশংসা লাভ ক'রেছে বলে জানা গেল। এই ছবি আসছে ২৩শে থেকে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হবে।

*   *

বাংলা "ভাগ্যচক্রে"র কাজ প্রায় শেষ হ'ল। শোনা গেল এই ছবি আসছে ২৮শে সেপ্টেম্বর চিত্রায় মুক্তিলাভ ক'রবে। এর হিন্দী সংস্করণ "ধূপছাঁও"এর কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল।

*   *

আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউ সিনেমায় ৺বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসবের বন্দোবস্ত করা হবে। গেল বৎসর শুধু নিউ সিনেমার কর্ম্মীবৃন্দ এই উৎসব ক'রেছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এ বৎসর নিউ থিয়েটার্সের সমস্ত কর্ম্মীবৃন্দ একত্রিত হ'য়ে এই উৎসব ক'রবেন।

সোনোরে পিক্‌চার্স সিণ্ডিকেট :—

এই নব প্রতিষ্ঠানটি রসরাজ অমৃতলালের "খাসদখলে"র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। পরিচালনা ক'রবেন—শ্রীযুক্ত চানী দত্ত। ভূমিকালিপি এইরূপ ঠিক হ'য়েছে :—ঠাকুর্দ্দা—যোগেশ চৌধুরী, নিতাই—চানী দত্ত, মোহিত—ভূমেন রায়, লোকেন—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, আহ্লাদি—নগেন্দ্র বালা, মোক্ষদা—পদ্মাবতী এবং অপরাপর স্ত্রী চরিত্রে—সুবাসিনী, প্রকাশমণি, হরিসুন্দরী, সুরমা ও নবাগতা—রেণুকা রায় প্রভৃতিকে দেখা যাবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য [illegible]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ :—

এদের "পায়ের ধূলো" আসছে ২৮শে রূপবাণীর পর্দ্দায় পড়বে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আমরা ছবির ট্রেলার দেখেছি। ট্রেলার দেখে বিচার করতে গেলে এই ছবি দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে বলে আমাদের মনে হয়। এই ছবির সঙ্গে একখানি ব্যঙ্গচিত্র "দিক-দারী" ও প্রদর্শিত হবে। ছবিখানা এখনও সম্পূর্ণ তোলা হয়নি।

রাধা ফিল্মস্ :—

"কণ্ঠহারে"র ও "কৃষ্ণ সুদামা"র কাজ চল্‌ছে।

কালী ফিল্মস্ :—

বিখ্যাত পরিচালক শ্রীযুত দেবকী বোস এদের হয়ে "নিমাই সন্ন্যাস" ছবি তুলবেন বলে অনেক কাগজ লিখেছেন ও এমনকি ২।৩ খানা কাগজে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন ও বেরিয়েছে। এই সংবাদ ঠিক নয়। দেবকীবাবু একখানা ছবি তুলবেন তা সত্যিকথা কিন্তু "নিমাই সন্ন্যাস" নয়।

মহানিশা ফিল্মস্ :—

এই প্রতিষ্ঠানের মালিক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত শিশির মল্লিক। বড়ুয়া ষ্টুডিওয় শ্রীযুত নরেশ মিত্রের পরিচালনায় "মহানিশা"র কাজ চল্‌ছে। শ্রীযুত মিত্রের সহকারীরূপে কাজ ক'রছেন শ্রীযুত রবি রায়।

আমরা আশা করি এই নবপ্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে। শ্রীযুত নরেশ মিত্র চিত্রজগতে সুপরিচিত পরিচালক—আমরা অনায়াসে আশা করতে পারি যে এই "মহানিশা" চিত্র মঞ্চের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হবে। আমরা এই নব-প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

দীপালী :—

এখানে শনিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর হ'তে নিউ থিয়েটার্সের ভক্তিমূলক চিত্র "মীরাবাঈ" প্রদর্শিত হবে।

শ্রেষ্ঠাংশে :—দুর্গাদাস, চন্দ্রাবতী, মলিনা, অমর মল্লিক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। এই সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের হাস্যরসাত্মক চিত্র "এক্সকিউজ মি স্যার" দেখান হবে। এই দু'খানি চিত্রই বিশেষ উপভোগ্য।

চিত্রা :—

শনিবার ১৪ই হ'তে এখানে কলম্বিয়ার "বেষ্ট ম্যান উইন্‌স্" ছবি দেখান হবে।

পরিচালনা ক'রেছেন আলে জেঙ্কস ও বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—এণ্ড্ মণ্ড লুই, হ্যাকহণ্ট, বেলা লুগসি প্রভৃতি। ছবিখানি একটি রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী। পরবর্ত্তী শুক্রবার হ'তে "ব্রাইড অব ফ্রাঙ্কেন ষ্টাইন" দেখান হবে।

রঙমহল মহল :—

এখানে এডি ক্যাণ্টরের নৃত্যগীত বহুল হাস্যমুখর চিত্র "হুপী" প্রদর্শিত হবে। ছবিখানি বিশেষ উপভোগ্য। এর পরবর্ত্তী সপ্তাহে এখানে "দি ফ্যাণ্টম্ এম্পায়ার" নামক সিরিয়াল ছবি দেখান হবে।

ছায়া :—

অদ্য হইতে এখানে মাত্র তিনদিনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও তাঁহার মোহন সম্প্রদায় ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন।

সোমবার ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে হাস্য অবতার এডিক্যাণ্টরের শ্রেষ্ঠ অবদান "রোমান স্ক্যাণ্ডলস্" প্রদর্শিত হ'বে। এই ছবি পূর্ব্বেও একবার প্রদর্শিত হ'য়েছে। ছবিখানিতে নৃত্যগীত ও হাস্যরস প্রচুর পরিমাণে আছে।

পপুলার পিক্‌চার্সে'র (মন্ত্রশক্তি)

এই ছবি আগামী কল্য হ'তে চতুর্থ সপ্তাহে পড়বে। প্রেক্ষাগৃহের ভীড় দেখে মনে হচ্ছে এই ছবিখানা আরও কিছুদিন বেশ চল্‌বে।

রূপালী ঃ—

ভূতপূর্ব্ব রিপন থিয়েটার আধুনিক সাজসজ্জায় নব কলেবরে সজ্জিত হ'য়ে "রূপালী" নামে শীঘ্রই উদ্বোধন হবে।

এই প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র নাহির—বহু অর্থব্যয়ে এই চিত্রগৃহটিকে আধুনিক রুচি সম্মত ক'রে তুলেছেন। আশা করি এর কর্ম্মকর্ত্তাদের যত্ন ও প্রচেষ্টায় শীঘ্রই এই চিত্রগৃহটি জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌বে।

ডিক্‌ম্যানস্ প্রডাক্‌শনস্ :—

উক্ত নামে একটি নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত নবীন কর্ম্মীবৃন্দ যোগদান ক'রেছেন।

[illegible]—মিঃ শ্যামুয়েল মিত্র।

টেক্‌নিক্যাল এডভাইজার—মিঃ ডিক্‌ম্যান।

প্রধান শব্দযন্ত্রী—মিঃ হিতেন মজুমদার।

প্রধান চিত্রশিল্পীর নাম পরে জানাব।

বর্ত্তমানে দু'খানি বাংলা বইয়ের মহলা চলছে।

নাম দু'টী হচ্ছে :—

১। "ক্যালকাটা প্রেম"

২। "যুগের হাওয়া"

"ক্যালকাটা প্রেমের" পরিচালক—মিঃ শ্যামুয়েল মিত্র এবং "যুগের হাওয়ার"—পরিচালক ও শব্দযন্ত্রী মিঃ হিতেন মজুমদার, প্রধান ক্যামেরা ম্যানের সঙ্গে লোকেসানে ঠিক ক'রতে ব্যস্ত আছেন।

প্রধান ব্যবস্থাপক মিঃ মানস রায়ের ব্যবস্থায় কাজ খুব দ্রুত চলছে। আশা করি ৺পূজার পরই তাহাদের শূটিং আরম্ভ হ'বে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

বেঙ্গল টকীজ ঃ—

এদের প্রথম হিন্দী সবাক চিত্র "ওয়ান ফ্যাটাল নাইটে"র কাজ বেশ দ্রুতগতিতেই চলছে। পরিচালক—শ্রীযুত মধু বোস এই ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রছেন। মিঃ বোসের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

ন্যাশনাল থিয়েটার্স ঃ—

ন্যাশনাল থিয়েটার্স নামে ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে [illegible]

এদের প্রথম হিন্দি ও উর্দু সবাক চিত্র "তার্জি-ম্যা-শিকার" অতি শীঘ্রই ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হবে। মিঃ প্রিয়নাথ ব্যানার্জ্জি ও মিঃ বুলচন্দানি ইহার পরিচালনার ভার নিয়েছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি কামনা কচ্ছি।

নিউটন ফিল্মস্ ঃ—

এদের প্রথম উর্দু সবাক চিত্র "আহ্-ই মাস্ত্‌লুমান্" শনিবার থেকে নিউ সিনেমায় দেখান হবে।

* *

সাজাহান টকীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ পি, এন, মেটা এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং শীঘ্রই একখানা ছবির কাজ আরম্ভ ক'রবেন।

রঙ্গমঞ্চ ঃ—

মিনার্ভা :—

এখানে শ্রীযুত সুধীন্দ্র রাহা প্রণীত নূতন নাটক "বীর্য্য শুল্ক" অভিনীত হচ্ছে। সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ ইহার পরিচালনা ক'রেছেন।

শ্রেষ্ঠাংশে—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাস, বঙ্কিম দত্ত, রঞ্জিৎ রায়, মিস্ লাইট্ প্রভৃতি!

নব নাট্য মন্দির ঃ—

নাট্যকার শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "শ্যামা" নাটিকা আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর উদ্বোধিত হবে বলে জানা গেল। শ্রীযুত শিশির কুমার ভাদুড়ী ও তাঁহার সম্প্রদায় এই নাটিকায় অভিনয় ক'রবেন।

কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

উত্তরায় ([illegible]) মহা সমারোহে চতুর্থ সপ্তাহ চলিতেছে।

পপুলার পিকচার্সের প্রথম অবদান

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

"মন্ত্রশক্তি"

(কালী ফিল্মসের আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত)

[illegible]

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) [illegible]

বিভিন্ন ভূমিকায়

[illegible]

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

জে. কে. মিত্র. — আবেদন করুন — কালী ফিল্মস

ম্যানেজিং পার্টনার

২৪, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন [illegible]

সোনোরে পিকচার্স এর প্রথম অবদান

রসরাজ অমৃতলাল বসুর—

খাস দখল

ভূমিকালিপি

ঠাকুর্দ্দা	যোগেশ চৌধুরী	মোক্ষদা	পদ্মাবতী
নিতাই	চানী দত্ত	আহ্লাদি	নগেন্দ্রবালা
মোহিত	ভূমেন রায়	বিধু	উষাবতী
লোকেন	ইন্দু মুখার্জ্জি	লাবণ্য	সুরমা

ও

অন্যান্য ভূমিকায় কিন্নরকণ্ঠি সুবাসিনী, সুরমা ও চিত্রজগতের নূতন [illegible]

বুকিং এর জন্য আবেদন করুন।

সোনোরে পিকচার্স সিণ্ডিকেট

ষ্টীফেন্স হাউস, কলিকাতা।

শারদীয়া রূপরেখা

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের বহু তথ্যপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি ও অন্যান্য গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, খেলা-ধূলা, কৌতুক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক নানারূপ দেশ বিদেশের সংবাদ, চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বহু চিত্তাকর্ষক-চিত্রে সুশোভিত হইয়া আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই বাহির হইবে।

আমাদের গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, পাঠক-পাঠিকাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইবে। কোন অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া উপযুক্ত ডাক টিকেট দিবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাগণ অনুগ্রহ করিয়া ৬ই আশ্বিনের মধ্যে মনোমত স্থান রিজার্ভ করিবেন। বিলম্বে পছন্দমত স্থান পাওয়া শক্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের হার সুলভ সত্বর আবেদন করুন।

রূপ-রেখা—ঢাকা ব্রাঞ্চ
৪২নং আয়রণ ব্রীজ রোড,
—ঢাকা—

নিবেদক
ম্যানেজার—রূপ-রেখা
৬নং ভুবন চ্যাটার্জ্জী লেন,
—কলিকাতা—

Edited, printed and published by Jyotish Chandra Ghosh from Rup-Rekha Press, 6, Bhubon Chatterjee Lane, Calcutta.
Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshab Chandra Sen Street (New name for Mechuabazar Street) Calcutta.
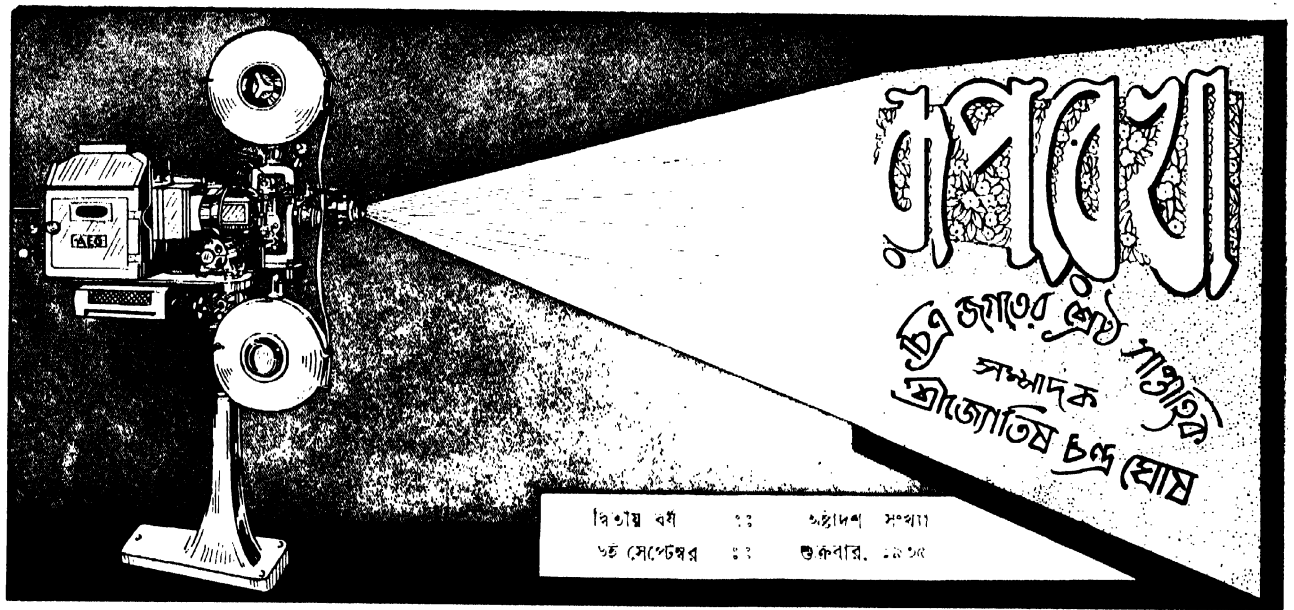
জনপ্রিয়
অভিনেত্রী
মিস—
মেহ্তাব।

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেত্রী
মিস্—সুলোচনা।

মিস্—সুলোচনা।

নিউথিয়েটার্সে'র
হিন্দী দেবদাসের—
একটী দৃশ্য।

নৃত্যরতা মিস্—অলোকানন্দা।

বিখ্যাত অভিনেতা—
ওয়ার্ণার বাক্স্টার।

আমাদের কথাঃ—

সংসারে খাওয়ার তুল্য আর জিনিষ আছে ? তা যদি আবার পরের পয়সায় হয়, ইংরেজী হোটেলে হয় এবং নাচগানের একটি পরম রমণীয় চিত্র দর্শনের পরে হয়। তারপর চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হয় না ! তখন যদি কেহ হাতে একটি কলম দিয়া বলে, 'মশায় যা দেখ্‌লেন এবং যা খেলেন, তার একটা বিবরণ লিখে দিন তো।' তা হলে তখন যতগুলি বিশেষণ আছে—তা চয়ণ করে এমন অতিথি সেবকের উপর বর্ষণ করিতে ইচ্ছে করে নাকি ? এতে কারুর আপত্তি আমরা গ্রাহ্য করিতে রাজী নহি। কেননা কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা কথা আছে। আহার—আহা, যে চোর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় আমাদের মত ঘরের ছেলে-দের কপালে কদাচিৎ জোটে, তাহা যদি ভাগ্যক্রমে জুটিয়াই যায়, তাহা হইলে যাঁর প্রসাদে তাহা জুটিল—তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না ? না—আমরা কৃতঘ্ন হইতে পারিব না।

* * * * *

বাংলায় অসারে খলু সংসারে কি কি জিনিষ শ্রেষ্ঠ তাহার একটা তালিকা আছে। সে সব তালিকা পুরাণো যুগের সুতরাং সেই লিষ্টি থেকে একটা চমৎকার কথা বাদ গিয়াছে যে 'অসারে খলু সংসারে' অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ হইতেছে আধুনিক সংবাদ পত্রের ছায়াচিত্র সংবাদদাতা বা সম্পাদক হওয়া। অনেক ভাগ্যে এই পরম গৌরবের স্থানটী অধিকার করা যায়। বিনা পয়সায় ছায়াচিত্র দেখা, বন্ধুবান্ধবদের দেখান, ট্রেড্‌ শো দেখিবার নিমন্ত্রণ পাইলে, একজনার স্থানে তিন জন যাওয়া। জলযোগ—এত সব চমৎ-কার ব্যাপার, ইহার পরিবর্ত্তে—করিতে হয় অতি সামান্য। মাথা খাটাইয়া ছায়াচিত্রের সমালোচনা লিখিবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য অতি 'ওবলাইজিং' ছায়াচিত্রের মালিকরা ছায়াচিত্র রিপোর্টারের মনের কথা ক্লেয়ারভয়েন্স বিদ্যার দ্বারা অবগত হইয়া, টাইপ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। ইংরাজী কাগজের রিপোর্টার হইলে তো কথাই নাই, সেই কাগজখানা 'এড সিনেমা' লিখিয়া কম্পোজ করিতে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত আর বাংলা কাগজের রিপোর্টারদের তাহা বাংলায় তরজমা করিয়া দিতে হয়। শুধু এইটুকু আর কিছু নয়। এ যদি চমৎকার পেশা না হয় তবে চমৎকার কথার অর্থ কি তাহা আমাদের জানা নাই।

* * * * *

এ হেন সিনেমা রিপোর্টারদের জীবনেও মাঝে মাঝে এক একটা ঘটনা ঘটে—যাহা স্মরণীয়। ট্রেড শোতে মাটির প্লেটে করিয়া একটা কচুরি, একটা সন্দেশ—এই রকম এক-আধটু খাবার আসে। উদ্যোগী চিত্রের মালিক ভাবিলেন—যদি মাটির প্লেটে কচুরী খাওয়াইলেই এই লেখা বেরোয় তা হলে গ্রেট্‌ ইষ্টার্ণ হোটেলে—রং বেরংয়ের বাসনে, ভক্ষ্য অভক্ষ্য সুস্বাদু খাবার তদুপরি সুস্বাদু পানীয় খাওয়াইলে কি শ্রেণীর "রিভিউ" বাহির হইবে ! এই সব সুযোগ কদাচিৎ আসে—তাই ইহা স্মরণীয়।

* * * * *

ওদেশের ওরা জানে ব্যবসা-বুদ্ধি কাহাকে বলে। শুধু দুটি মিষ্ট কথা—আর কয়েক প্লেট খাবার, এর সাহায্যে সে খবরের কাগজের—ধরিয়া তাহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা লেখাইয়া লইল। রিপোর্টার ভাবে—কেয়া তোফা চাকুরী, আর ওরা ভাবে—হোয়াট্‌ ইডিয়টস্‌ ! আমার দেশে আমি এত সস্তায় কাজ সারিতে পারিতাম না। খাওয়াইতে হইত, সাধিতে হইত, বিজ্ঞাপন দিতে হইত, টাকা কবুল করিতে হইত আর চিরন্তন কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে হইত। এ দেশটা সস্তা বটে—কুলী হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষপতি পর্য্যন্ত !

* * * * *

ওরা এমন করিয়াই ব্যবসা চালায়। তাহার পকেটে বিশ রকম ফন্দী আছে—চোখ রাঙান, মিষ্টি কথা বলা, গাল দেওয়া, আদর করা—বিভিন্ন পর্দ্দায় সে মাল বিক্রীর সুর বাজাইতে থাকে আর চারিদিক থেকে দৌড়াইয়া আসে আমাদের দেশের রস-পিপাসুরা। যারা ইংরেজী গানের কিছু জানে না—তারা বলে চমৎকার গান হইয়াছে, যারা ইংরাজী ভাষার অর্দ্ধেক বোঝে না—তারাও বলে, চমৎকার এ্যাক্টিং হইয়াছে।

* * * * *

এমনি করিয়া ব্যবসা চলিয়াছে—যেখানে সেখানে বন্ধুত্ব করিয়া—যারা সেয়ানা নয়—তাদের ফাঁকি দেবার জন্য। যাদের বলি আমরা জনসাধারণ তারা তাঁদের সাহায্য করিবার জন্য তাদের মত গঠন করিবার জন্য সংবাদপত্রের দিকে চাহিয়া থাকে। সংবাদপত্র কয়েকটা সন্দেশ গালে পুরিয়া ছায়াচিত্রের স্তাবকতা করিতে থাকে ছাই ই জানে কে আর—ভস্মই বা জানে কে !

আলাপ ও আলোচনা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় গত সাংবাদিক সম্মেলনে দরিদ্র সংবাদপত্র সেবীদের হয়ে যে কথা ক'টি বলেছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য এবং সত্যই করুণ। মনে হয় এ যেন তাঁর চোখে দেখা; দুঃখ পেয়ে শেখা। শ্রীযুক্ত মজুমদার বহুদর্শী লোক, তার দৃষ্টি দিয়ে তিনি হয়তো ব্যাপারটা ঘরে এবং বাইরে উভয়ত্রই দেখে থাকবেন এবং অকৃপণ ভাবে তাই স্বীকারও গিয়েছেন।

* * *

শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেছেন, 'অভাব অভিযোগ, অপমান ও বেদনার' মধ্য দিয়ে সাংবাদিকদের জীবন যাপন করতে হয়। অভাব অভিযোগ ও বেদনার কথা ছেড়ে দেওয়া গেল—কিন্তু অপমান কেন? কে করে অপমান? মনে হয় ইনি বলতে চাইছেন—অপমান করেন কাগজের মালিকেরা, করেন তাঁরা যাঁরা সাংবাদিকদের রোজ মুষ্টি ভিক্ষা দেন। এ অপমানের স্বরূপ কি?—তিরস্কার, গঞ্জনা লাঞ্ছনা ও হেয় জ্ঞান করা।

* * *

শ্রীযুক্ত মজুমদার আরো বলেছেন শিক্ষানবীশের পর শিক্ষানবীশ নিয়ে মালিকেরা কাজ চালিয়ে থাকেন। এর অর্থ কাজ শেখা হলে যখন শিক্ষানবীশটি ঠিক চাকুরীর দাবী করে তখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং নূতন নবীশ নেওয়া হয়। তাড়িয়ে দেওয়ার কারণ যা দেখান হয় অর্থাৎ তার অক্ষমতা এইটেই হয় তার চূড়ান্ত অপমান। এর বিরুদ্ধে মনে মনে যতই প্রতিবাদ করুণ, কাগজে বেরোবে না। কারণ কাগজের মালিক তিনি যিনি করলেন নির্দ্দয় অপমান।

* * *

কাগজের মালিকরা ধনী; সাংবাদিকগণ দরিদ্র। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে মধুর সম্পর্কটা অন্যত্রও যা এখানেও তাই—খাদ্য ও খাদকের মত। নিপীড়ন চলেছেই—এর পরিসমাপ্তির কথা আমরা ভাবতেও পারি না।

* * *

আপনারা ভাবছেন এও কি সম্ভব? যে কাগজ প্রতিদিন উচ্চকণ্ঠে আমাদের স্বদেশ ও স্বাধীনতার কথা শোনায় ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে, বন্যার্ত্তদের জন্য সকাতর বিলাপ করে, চীনের জন্য হায় হায় ও আবিসিনিয়ার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ায়, তার মালিক কি হৃদয়হীন হতে পারে, মনুষ্যত্বকে করে অপমান? হাঁ, তাই করে এবং এখনো করছে। আজও ধনীরহাতে দরিদ্র তেমনই লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদারের বিবৃতি তার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত মাত্র।

* * *

একথার পর জিজ্ঞাস্য শ্রীযুক্ত মজুমদার তার উক্ত অভিজ্ঞতাটি কি জনশ্রুতি থেকে গ্রহণ করেছেন না তার দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবন থেকে লাভ করেছেন? শেষোক্ত কথাটি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ অভাব অভিযোগ বেদনা ও অপমানে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পর্কিত সাংবাদিকগণ প্রতিদিন মালিকদের কাছ থেকে জীবনে বিড়ম্বিত হচ্ছেন, তা হলে এর চেয়ে গভীর দুঃখের ও ক্ষোভের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শ্রীযুক্ত মজুমদার এই কথাটি স্পষ্ট করে জানালে আর কিছু লাভ না হোক অন্ততঃ লোকের ভুল ভাঙে।

* * *

সাধারণতঃ প্রতিদিন কাগজ খুলে বিজ্ঞাপন, বন্যা, সান্ধ্য-আইন, সিনেমা গৃহ, আবিসিনিয়া ও ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা সংক্রান্ত সংবাদগুলির পর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজটা একদিকে বিরক্তিভরে ঠেলে রেখে দিতে হয়। কিন্তু সেদিন কাগজ খুলে আমাদের রাজপুত্র ডিউক অব গ্লষ্টারের বিয়ের সংবাদটি চোখে পড়তেই মনটা লাফিয়ে উঠলো। মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যেতে হলো দামোদরের বাঁধ ভেঙেছে, পদ্মা ক্ষিপ্তা হয়ে উঠেছে এমন কি কর্পোরেশনের অত্যধিক ক্লোরিন মিশ্রিত জল খেয়ে নিজের পেটটার অবস্থাও ভাল নেই।

* * *

কল্পনায় দেখতে পেলাম, লণ্ডনে এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেছে। ওযাকে পোষাকে যুবক যুবতী ভূষিত হয়ে দ্রুত নাচ-ঘরের দিকে ছুটছে। উষ্ণতার প্রয়োজনে বিয়ারের কাটতি বাড়ছে। বাজীর আগুণে আকাশ হয়ে উঠেছে রক্ত-লাল, আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে ঊর্দ্ধ আকাশকে করে তুলেছে ঘোলাটে পাংশু বর্ণ। এমনি নাচ গানের সমারোহ চলেছে যে সাম্রাজ্যের কোথাও যে দুঃখ আছে, ব্যথা আছে এবং কোন প্রজা যে না খেয়ে মরতে বসেছে একথা বিশ্বাস করা যায় না।

* * *

আর একটা কথা ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি কম নয় যে তবে কি সত্যই আমরা সাবালক হয়েছি—তবে কি আমাদের যুদ্ধেও যেতে হবে নাকি? এই যে ইতালী রুল হাতে করে আবিসিনিয়াকে গুঁতোতো ছুটেছে, আমরা তাতে একটুও ভয় পাচ্ছি না এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে আবিসিনিয়ার পক্ষ হয়ে বড় গলায় তার প্রতিবাদ করছি। আমরা যত উচ্চে খুসী চীৎকার দিতে পারি তার স্বরে বক্তৃতা দিয়ে আমরা সমগ্র ভূখণ্ড প্রকম্পিত করে তুলতে পারি কেউ তাতে আপত্তি করবে না। অবশ্য যুদ্ধ আমাকে আপনাকে করতে হবে কিনা, আমাদের কাব্যগত প্রাণটা সঙ্গীনের রক্ত-মুখে তুলে দিতে হবে কিনা এবং কলম পেশা হাতে কোঁদাল দিয়ে ট্রেঞ্চ খোঁড়তে হবে কিনা সে কথা আপাততঃ আলোচনা নাই করা গেল। বর্ত্তমানে সান্ত্বনা আমাদের যে রাজনৈতিক বক্তৃতা মঞ্চ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, সেইটে ঝাড়া পোছা হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। সভাসমিতির অভাবে আমরা হাবি খাচ্ছিলাম।

চিরন্তনী

(গল্প)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

শারদ সন্ধ্যায় একটা পাগ্‌লা হাওয়া উদাস করিয়া বহিয়া গেল!

শুব্ধ নিবিড় সন্ধ্যাছায়ার অন্তরালে আদিযুগের কোন সেই নিরুদ্ধ রাগিনী আবার যেন আজ মদির বিহ্বল ভঙ্গিমায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। জগত যেন মাতাল হইয়া গেল!

ছোট্ট একটা পাহাড়। পাদদেশে তার অসীম সমুদ্র ফেনিলোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অবিরাম গতিতে বহিয়া যাইতেছে—কোথায়, কে জানে!···

শরতের হাওয়া চোরা হাওয়া! কি জানি কেমনে কোন অদৃশ্য জগতের কোন সেই অনাঘ্রাত পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পবীথির প্রাণ মাতানো মন ভুলানো সুবাসটুকু আজ সে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে কার তরে কে জানে।······

পাহাড়ের উপর ফুলের বন। কত রঙের, কত গন্ধের কত ফুল; তার সীমা নাই, সংখ্যা নাই।

এক তরুণ আর এক তরুণী ফুল তুলিতেছিল। ফুল তুলিতে তুলিতে তরুণ একবার আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। এই মদির মুগ্ধ শান্ত শীতল দৃষ্টিটুকু যেন ভুবনতলের সমস্ত মাধুরী বহিয়া আনিয়া ফুলের বুকে বুকে বিলাইয়া দিল।

চক্ষু নামাইয়া তরুণ ডাকিল, মণিকা!

মণিকা কাছে আসিয়া জবাব দিল, রাজপুত্র!

রাজপুত্র একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল এবং বলিল, মণিকা, বল্‌তে পার বিশ্বে আজ এ কিসের শিহরণ—কিসের এই উন্মত্ততা?

মণিকা কহিল, এ যে বিশ্বের ক্ষ্যাপা যৌবন!

—এই যে সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের সংঘাত—এই যে আকাশের বুকে বাতাসের মত্ততা, এও কি যৌবনের চাঞ্চল্য?

মণিকা জবাব দিল, হ্যা, রাজপুত্র, এও যৌবনের অহঙ্কার।

ঐ যে উন্মাদ তরঙ্গমালা তটের কোলে আছাড় খেয়ে ব্যর্থতায় ফিরে যাচ্ছে, এও কি যৌবনের দম্ভ?

—হ্যাঁ, রাজপুত্র! আর এই ব্যর্থতায়ই যৌবনের বিকাশ। এই ব্যর্থতার চাঞ্চল্য নিয়েই সে ধরার বুকের উপর দিয়ে তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে!

মণিকার কথায় রাজপুত্রের অনুভূতির মণিকোঠায় যেন কিসের একটা চাঞ্চল্যের সাড়া জাগিয়া উঠিল—অকস্মাৎ যেন সে তাহার জীবনদুয়ারে কোন এক নবীন অতিথির পদধ্বনি শুনিতে পাইল। জনমানবহীন এই বিরাট জলধিতীরের উপকণ্ঠে পর্বত শিখরে এই দুইটী তরুণ তরুণীর সম্মুখে যেন বিশ্বমানবের যৌবন-চেতনার পূর্ণবিকাশ। শতদল মৃদুমন্দ হিল্লোলে দোলায় তুলিয়া একখানা মায়াঘর রচনা করিয়া ফেলিল।

রাজপুত্র মুগ্ধ। বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ মণিকার দিকে চাহিয়া থাকিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিল, মণি! মণি! আমার বুকের মাঝে আজ এ কিসের ইঙ্গিত?

মণিকা লীলায়িত কণ্ঠে জবাব দিল, চেতনার!

রাজপুত্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, কই মণিকা, এ সবতো আজ আমার জীবনে নতুন—আরতো কোনোদিন পাইনি!

মণিকা জবাব দিল—রাজপুত্র, কমল তার পরিপূর্ণ মাধুর্য্য নিয়ে ফুটে উঠ্‌লেই তো মধুকরের গান সে শুনতে পায়!

রাজপুত্র ভাবিল—দেহের মধ্যে রক্ত তার আজ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শিরায় শিরায় রসের স্রোত কল্‌-কল্‌ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে! সহসা সে কহিয়া উঠিল, মণিকা, আজ আমার এ কী হল? আমার দেহ মন যে সব অবশ হয়ে যাচ্ছে! আজ আমি এ কি দেখ্‌চি? সহস্রদল বিকশিত মনোহারিণী একি মূর্ত্তি তোমার? তোমার চোখে-মুখে ও কিসের মাদকতা?

মণিকা রাজপুত্রের কথার কোন জবাব দিল না। ধীরে ধীরে আসিয়া রাজপুত্রের ডান হাতখানা নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল, চল এইবার রাত হয়ে গেছে!

আকাশে আজ জ্যোৎস্নার সমারোহ ধরার উর্দ্ধে উদ্বেলিত সৌন্দর্য্য বক্ষে তার সমাহিত কলরব।

মণিকা চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িল। রাজপুত্র বলিল, একি থামলে যে?

মণিকা কহিল, বোস! আজ তোমায় একটা গান শোনাব।

উভয়ে একটা শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল। সমুদ্রের হাওয়া আসিয়া মণিকার চুলগুলো রাজপুত্রের গায়ে মাথায় ছড়াইয়া দিল!

রাজপুত্র শিহরিয়া উঠিল!

মণিকা তাহাকে আরও তাহার কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, একি, তুমি কাঁপছ যে?

রাজপুত্র বিভ্রান্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ মণিকার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মণিকা! তুমি আমার কে?

মণিকা বলিল, একটা গান শোন।

মণিকা গাহিতে আরম্ভ করিল :—

"আজি "অতিথী" জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
ক'রনা বিড়ম্বিত তারে!" ইত্যাদি

মণিকা থামিল। তরুণী কণ্ঠের এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শতস্রুধারে বিশ্বভুবনে ছড়াইয়া পড়িল!

রাজপুত্রের মনে হইল যেন সমগ্র বিশ্বভুবন আজ এক অপরূপ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বাধা নাই—উন্মুক্ত। চিরন্তনী আকাঙ্খার চরম নিষ্পত্তি করিবার মত এমন সুযোগ আর মিলিবে না।

মত্তকণ্ঠে রাজপুত্র ডাকিল, মণিকা!

মণিকার অন্তর আজ যুদ্ধজয়ের সানন্দে উচ্ছল। কণ্ঠে অপূর্ব্ব সোহাগ ঢালিয়া দিয়া জবাব দিল, রাজপুত্র আমায় ধর—আমার বুকের মধ্যটা কেমন কচ্ছে!—

তারপর?

কিছুক্ষণের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের গতি স্তব্ধ হইয়া রহিল।

—সাড়া—

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুয়ার বাহিরে কে আসিল আজ
জিঞ্জীরে দিল নাড়া ;
তুমুল ছন্দে আহ্বান তার
প্রাণে প্রাণে পেল স'ড়া।
ঝঞ্ঝা-রুদ্ধ দুয়ারের গায়
প্রবল আঘাতে যত নাড়া দেয়
প্রলয়ের গানে ততই যে মোর
প্রাণ হ'তে চায় হারা।

দিকে দিকে আজ কে দিল ঘোষিয়া
প্রলয়ের বারতা ;
প্রাণ বন্যায় ধ্বংসের গানে
ভরি' ওঠে শূন্যতা।
মুকুলের দল পাপড়ি খুলিল,
সবুজ পাতারা শিহরি উঠিল,
কিশোরী আজ উঠিল জাগিয়া
যৌবন-মদে মত্তা।

ক্ষুব্ধ-প্রানের রুদ্ধ বেদন
বুঝি বা উঠিল ফুটে ;
ক্ষণিকের গানে চির পুরাতন
যায় বুঝি আজ টুটে !
ঘরের বাঁধন আজি নাহি মানে,
প্রলয় নাচন মেতেছে পরাণে,
বিশ্বের স্রোতে নব-রাঙা পথে
প্রাণ বুঝি যায় ছুটে !

এত প্রাণ ছিল, এত আশা ছিল,
এত আলো ছিল কোথা ?
শূন্যে আজিকে কে দিল ভরিয়া
কি জানি কি সফলতা !
দিকে দিকে আজ জাগায়ে পরাণ
মেদিনী কাঁপিয়া বাজিছে বিষাণ
মরণের দোলা চলেছে ছড়ায়ে
অফুরাণ অমরতা !

কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগ

ডাঃ ভুবনেশ্বর সেন।

বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরী কেবল সুখ-স্বচ্ছন্দতারই কেন্দ্রস্থল নয়, দুঃখ-দুর্গতিরও কেন্দ্রস্থল বটে। কারণ নানারূপ সুখ-সুবিধার মত এখানে নানারূপ অসুখ-বিসুখের এবং বিশেষভাবে যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্যও বেশী। যে প্রকার দ্রুতগতিতে এই ভীষণ রোগ সহরে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলায় এই নিদারুণ ব্যাধিতে অনুমান ১০ লক্ষ লোক ভুগিতেছে। আর এক কলিকাতা সহরেই অনূনা ৩০ হাজার লোক এই কালব্যাধির কবলে পতিতা। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের আধি-ব্যাধি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রোগাক্রমণ বা মৃত্যুর হারের দিক দিয়া ক্ষয়রোগ সমুদয় ব্যাধির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ্ অফিসার ডাঃ টি, এন মজুমদার মহাশয় কলিকাতা সহরে যক্ষ্মারোগের প্রাবল্যের সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কেবল কলিকাতা সহরেই প্রতি বৎসর যক্ষ্মারোগে তিন সহস্রাধিক নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। দারিদ্র্য হেতু অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর দ্রব্য আহার, এবং স্বীয় অস্তীত্ব রক্ষার জন্য প্রতিকূল অবস্থা নিচয়ের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম' কলিকাতায় এই রোগ বিস্তারের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। এতদ্ব্যতীত পর্দ্দা-প্রথার প্রতি অহেতুক প্রীতি, অপরি-চ্ছন্নতা, যেখানে সেখানে থুথু নিক্ষেপ, স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাহীন অন্ধকার স্যাঁতস্যেঁতে গৃহে বাস, প্রভৃতি নানা-প্রকার কারণেও এই রোগের উৎপত্তি এবং বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের মতে মানব-দেহের সঙ্গে যক্ষ্মা-বীজাণুর দ্বন্দ্ব অহর্নিশি চলিতেছে। ইহার নিকট স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধের কোন ভেদাভেদ নাই। যে কোন কারণে জীবনীশক্তির হ্রাস হইলেই এই রোগ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি ব্যতীত অপরিমিত সুরাপান, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব বা ফুসফুসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পীড়ার জন্যও এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে পারে।

ক্ষয়রোগের মৃতের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে হাজার করা ২-৩ জন এবং মুসলমানদিগের মধ্যে হাজার করা ২-৯ জন দেখা যায়। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই রোগের প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে— আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরাই এই ভীষণ রোগে বেশী পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাও আবার ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে। ডাক্তার মজুমদারের মতে কলিকাতার রোগীদের মধ্যে শত করা ৭০ জনই অপরিচ্ছন্ন, জনবহুল ও আলো-বাতাসহীন দরিদ্র অঞ্চলের বাসিন্দা, শত করা ৫ জন পল্লী-অঞ্চলের বাসিন্দা শতকরা ২।৷০ জনের রোগ পুরুষানুক্রমিক এবং বাকী ১৮৷৷ জনের রোগ বাহির হইতে সংক্রামকতা নিবন্ধন হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই রোগটা যেন দরিদ্রেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। এমতাবস্থায় আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না যে, দরিদ্র লোকের জন্য ভাল অথচ সস্তা ঔষধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই রোগের প্রাবল্যের সহায়তা করিয়াছে—?

সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'রচি' কোম্পানীর আবিষ্কৃত সিরোলিন, যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার জন্য বিগত ৪০ বৎসর যাবত পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষ সুফলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে ফুসফুস্ বিধ্বংসী ক্ষয়রোগ বীজাণু নষ্ট হয় এবং দেহের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সাংঘাতিক রোগ-জীর্ণ দেহকে পুনর্গঠন করে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থাটিতে সিরোলিনের নিয়মিত ব্যবহারে চিত্রগুপ্তের সাপ্তাহিক খতিয়ান হইতে কলিকাতা সহরের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়া পরিণামে একেবারে উপেক্ষনীয় হইবে, এবং ইহাতে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে।

———

বিশেষ সংখ্যা

(গল্প)

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা বি, এ।

মলয়। নূতন গল্প লিখিয়ে, ভাষার বেশ কায়দা দেখিয়ে, কাণে ভাল লাগে এমন শব্দ চয়ন করে কথারমালা গাঁথে, কথার শিল্পী। পার্কে তরুণ বান্ধবের সাথে তরুণী বান্ধবীর আলাপন, ছবিঘরে প্রেক্ষাগৃহে তার পার্শ্বে আসীনা কোন আধুনিকার আঁচলের চঞ্চল হাওয়া, পথে মটর থেকে কোন কিশোরীর চকিত চাহনি—এইসব তার কবিতার আইডিয়া—গল্পের বিষয় বস্তু। পথে চল্‌তে চল্‌তে কোন আইডিয়া পেয়ে বসে আর বাসায় এসে অম্‌নি তাকে রূপ দেয়। সুন্দর!—অভিনব!—অনুপম!—অনবদ্য!—নিজের সৃষ্টি নৈপুণ্য নিজেরই বিস্ময় আনে। এত ভালো গল্‌পো সে কি করে লিখলো। অনাড়ম্বর সহজ ভাষা সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে—ঝর্ণা-ধারার মতো—চপলা বালিকার গতিভঙ্গির ন্যায়। তার লেখনীতে এত সুন্দর গল্‌পো কি কোরে এলো। একি তার সৃষ্টি! আনন্দের আতিশয্যে অনিমাকে ডাকে—। অনিমা তার গল্পের একমাত্র পাঠক ও সমালোচক। সম্পর্কে মামাতো বোন।

—অনি, আমার গল্‌পোটী কেমন হয়েছে-দেখত?

অনিমা এক নিশ্বাসে গল্পটী শেষ করে। খুসীতে নীচের ঠোঁট্ ঈষৎ স্ফুরিত হয়। তার চোখে মুখে হাসির আভা উপছে পড়ে।—অনিমা বলে

—সুন্দর হয়েছে—কিন্তু এ তোমার ভারী অন্যায় মলয় দা!

—কি অন্যায় হোল আবার!

—এ যে আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছ। দীপালী মেয়েটা আর কেউ নয়—আমি—আমি। একি আমি বুঝিনি? কিন্তু সমীর বাবুর প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জেগেছে এ কথা তোমার বানানো—মিছে কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি এপর্য্যন্ত কোনদিন কাকেও ভালো বাসিনি।

মলয়ের মুখে একটা হাসি খেলে যায়। মলয় বলে

—আরে ওযে একটা গল্পো। ওকি সত্যি? ও আমার কল্পনা—নিছক কল্পনা দিয়ে তৈরী। ওতে বাস্তবতার কিছুই নেই।

অনিমা তা বোঝে না। তবে সে যে খুসী হয়েছে—তা তার বাচনের চপলতায় পরিচয় দিচ্ছিল। তৃপ্তি!—সুগভীর!—সীমাহীন। তার শ্রমের সার্থকতার। কিন্তু—অনিমা—এখনো—অপরিণতা—অসম্পূর্ণা। সে গল্পের টেক্‌নিক কী বা বোঝে। তা ছাড়া রসবোধ ও তার কতটুকু। ট্রাজেডি মাত্রেই তার চোখে জল আনে। বিয়োগান্ত গল্পের বিয়োগ—দুঃখ—বেদনা তার কোমল মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। আবার কমিডির আখ্যানবস্তু নিয়ে তার বান্ধবীদের সাথে হাসি-তামাসা করে।......

দু'একজন বন্ধুকে দেখালে, তারা সবাই বল্লে—গল্পটী পারফ্যাক্ট হোয়েছে। চমৎকার রচনা। যে কোন সাপ্তাহিক কি মাসিকে ছাপানো যায়। সারা পথে সে শুধু গল্পটীর কথা ভাবে।...সমীরের সাথে দীপালীর অভাবিত প্রথম মিলনের—প্রথম ভাষণের পরম মুহূর্ত্ত টুকু। তা ছাড়া সমীর যখন চলে যায়...দীপালীর বুকের অন্তহীন বেদনা। আনমনা তরুণী প্রেমিকার উদাসীনতা—কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা দিনের আলোর শেষে বাতায়নে বসে প্রিয়তমের আশে ব্যাকুল প্রতীক্ষা। বৈকেলী হাওয়ায় তার বুকের দোলা—প্রভৃতি বেশ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তারপর নীলিমায় প্রেমিক বঁধুর আগমনে সন্ধ্যা বঁধুর সজীবতা। জ্যোৎস্না সখীর ঘোমটা খোলা—হাসনোহানার মৃদু ভাষে—পাপিয়া পিয়োর প্রণয় গীতি—। দু'একটানে প্রকৃতির নিখুত ছবিগুলি কেমন সুন্দর করে এঁকেছে। কি কোরে গল্পটী ছাপানো যায়। প্রকাশোপযোগী হয়েছে ত? কোন সম্পাদকের দুয়ারে গিয়ে ধন্না দেবে? কোন সাপ্তাহিকে পাঠাবে? রূপ-রেখা—দীপালী—খেয়ালী—চিত্রালী—দুন্দুভি—না—না যদি তাঁরা অচল করে দেয়।—যদি তাদের অমনোনীত হয়! এসব চিত্র-পত্রিকা যে প্রতিষ্ঠালাভ কোরেছে। চিত্রামোদী সমাজে এদের আদর দিন দিন বেড়ে চলেছে যদি তারা নাকচ কোরে দেয়—এরমক গল্পের চাহিদা হয়ত তাদের নেই, বিশেষতঃ সে নবীন লেখক।—অজানা—অখ্যাত—অনামী ফুল। নূতন কোন পত্রিকা। হ্যাঁ—আরতি—মাত্র কয়েক সংখ্যা বের হয়েছে। হয়তঃ তারা আগ্রহের সহিত তার গল্প নেবে—কাল যে বন্ধু হরি একখানা আরতি রেখে গিয়েছে—। পত্রিকার প্রথম পাতা ওল্টাতেই চোখে বড় বড় হরফে লেখা—"আরতির শারদীয়া সংখ্যা।—বাঙ্গলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পীগণের মনোমুগ্ধকর লেখা, প্রবন্ধ—সুদৃশ্য চিত্রের বরণডালা সাজিয়ে মেঘের যবনিকা সরিয়ে শরতের মত আরতি আপনাদের কাছে আত্ম-প্রকাশ কোরবে। এখন থেকে আরতির অর্ঘ্য সাজাবার পুষ্প চয়ন আরম্ভ হোয়েছে।"...

বিশেষ সংখ্যা—আরতির! আর অপেক্ষা করা কোনমতেই বিধেয় নয়। সেদিনই লেখাটা পাঠিয়ে দিল। পাঠাবার আগে অনেকবার পড়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে। অনেকটা মুখস্থ হয়ে যায়। সম্পাদকের মতামত জানবার জন্যে সঙ্গে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেয়। যথাসময়ে সম্পাদকের কাছ থেকে জবাব মেলে!...আপনার লেখা বিবেচনাধীন...বিবেচনাধীন! অস্পষ্ট। অর্থ বোঝা যায় না। মনোনীত হোয়েছে ত? সে যে দীর্ঘ দিন ধরে তার সর্ব্বস্ব খুইয়ে—দারিদ্র বরণ করে সাহিত্য সাধনা কোরেছে। সাহিত্যিক জীবন। অর্থের অভাবে অনেকবার ব্যর্থ মনে হোয়েছে। কত গল্প কবিতা সে লিখেছে—আবার কদ্দিন বাদে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলেছে—ভালো লাগেনি বলে।—ধূলিকণার সঙ্গে—অনুতম অনুর সঙ্গে মিশে গেছে। এতে কী লাভ হবে। কতদিন অবসাদ এসেছে—ক্লান্ত

হয়ে পড়েছে—বিরাগ—বিতৃষ্ণা—বিদ্রোহ লেখনীর উপর—নিজের আবেষ্টনীর উপর। সময় সময় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। —আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে আসে। কিন্তু বন্ধুরা বিশেষ করে অনিমা তাকে উদ্দীপ্ত করে। তাদের মুখে তার লেখার সমালোচনা।… সুখ্যাতি! নূতন জীবন পায়—লেখনী চালায়—দ্রুত—দ্রুততর গতিতে। অনেক গল্প কবিতা লেখে—প্রেরণার মুখে। তবে কোন দিন কোন কাগজে পাঠাতে সাহস করেনি। যদি প্রত্যাখ্যাত হয়—যদি অপ্রীতিকর খোঁচায় দ্যুলোক ভূলোক বিচরমান তার আশা বাসনা রঙীন সবুজ পরিকল্পনাগুলি ভেঙ্গে দেয়—তা হলে হয়ত সে আর লিখতে পারবে না—কোনদিন লিখতে পারবে না। তার লেখনী অচল পঙ্গু হয়ে যাবে—চিরতরে। এইরূপ সংশয় দোলায় নিয়ত দোদুল্যমান মন এই সর্বপ্রথম সাহসী হোল।…

'আরতি' পত্রিকার সম্পাদক, হয়ত তার লেখা পড়ে খুসী হয়েছেন তৃপ্তি পেয়েছেন। হয়তঃ কাগজের প্রথমেই তার গল্প স্থান পাবে।—বিবেচনাধীন! বিবেচনাধীন! ও কথা মূল্যহীন, সম্পাদকের ভুল।—কিংবা তাদের গাম্ভীর্য্য বৈশিষ্ট বজায় রাখবার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কায়দাদুরস্ত কথা। তার লেখা মনোনীত হয়েছে, বেরুবে—বেরুবে—নিশ্চয় বেরুবে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে—। আরও তিন হপ্তা বাকী। দিন যেন আর ফুরোয় না, দীর্ঘদিন আরও সুদীর্ঘ মনে হয়। সময়ের গতিও যেন মন্থর হয়ে এসেছে। তার দৈনিক কাযেরও অনেক ভুল ত্রুটী—ব্যতীক্রম হোতে লাগল। গালে হাত দিয়ে সব সময় ভাবে। স্বভাবও একটু খিট্‌খিটে হয়েছে যেন। বছর পাঁচেকের ছোট মামাত ভাই দেবু এসে বলে—দাদা, আমার ছবির বই।

মঞ্জু এসে বলে—আমার পুতুল?—ক্লিপ্? সেফ্‌টিপিন?…

—য়া, যা—এখন কিছু পাবি নে।

দেবু ভয় খেয়ে তার অকারণ ক্রোধের হেতু না বুঝে চলে যায়। আর মঞ্জু কেঁদে কেঁদে মার কাছে অভিযোগ জানায়।

ভোরের আলোমেখে চারিদিক সজীব হয়ে উঠেছে। অনিমা ছিল উষা-উত্থানী। দাদার টেবিলে চা দিয়ে ডাকে—দাদা!—

জ্বালাতন! আপদ!—কিরে কি হোয়েছে?

দাদার স্বভাব সে জানে—মৃদু হেসে বলে দাদা, তোমার গল্পটী আজ রাণী পড়েছে।

—রাণী!—রাণী পড়েছে? কি বল্লে সে?

—তার খুব ভাল লেগেছে—কিন্তু তুমি আগে চা খেয়ে নাও।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মলয় বলে—আমার খাতাটা দিয়ে যা—অনিমা খাতা দিয়ে চলে যায়। খাতায় লেখাটী পড়তে থাকে—কিন্তু অনেক দিন পরে নূতন করে আবার রাণীর কথা মনে পড়ে। রাণী পড়েছে তার গল্পটী! রাণী—অনিমার সাথী সই। তরুণী রূপসী, স্কুলে পড়ে। অনিমার সঙ্গে তার বড় ভাব। সেই সুযোগে দু'একদিন আলাপও হয়েছে। বেশ ভালো লাগে রাণীকে, সে যেন একটা নরম হাওয়া। পরশে তনুমন অভিষিক্ত করে। একটা কবিতার ছন্দ—বুকে হিল্লোল জাগায়। অপরূপ তার গতিভঙ্গিমা—যেন চলমান চঞ্চল একখানা স্রোত। যেন একটা অশরীরি ইসারা—ইঙ্গিত প্রাণ-মন টানে—আকর্ষণ করে। যেন ভোরের কাকলী—মুগ্ধ করে। সেও ছাপার অক্ষরে তার লেখা দেখবে ভাববে বান্ধবীদের সাথে আলোচনা করবে। কত অনাত্মীয়া—অপরিচিতা—অকল্পিতা তার পরিচয় জানতে চাইবে। তাদের মুখে মুখে চারিদিকে তার প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর—তারপর সাহিত্যিক—সাহিত্য রসিক—সমালোচক—সাংবাদিক তার নামের আগ-পাছ জুড়ে দেবে—তরুণ উদীয়মান লেখক—সাহিত্যগগনের উজ্জ্বল তারকা,—এমনি আরো কত সব, নিরালা লোক চক্ষুর অন্তরালে—পাতার আড়ালে মুকুলিত ফুলটির আত্মপ্রকাশের সুযোগ—ভোরের নরম আলোতে। সম্পাদক—যেন রবির অগ্রজ আলো—বর্ষার মেঘ—শ্রাবণের ধারা—প্রাণ দেয়—সজীব করে পিয়াস মিটায়—শীতলতা দানে—এমন দরদী বন্ধু—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম উপকর্ত্তা প্রাণদাতা,—ভাবতেও কৃতজ্ঞতায়—শ্রদ্ধায়—মাথা নুয়ে আসে।…

যথাসময়ে তাঁর নামে আরতির শারদীয়া সংখ্যা আসে, হাত তাঁর কাঁপতে থাকে—দুর্ব্বলতায় আশঙ্কায়। দেহের রক্ত হয় উষ্ণ উচ্ছ্বসিত—চঞ্চল। ত্রস্ততার সহিত পাতা ওল্টাতে থাকে।—রবীন্দ্রনাথ।—হেমেন্দ্র কুমার!—কালিদাস!—রাধারাণী!—হাসিরাশি দেবী!—কিন্তু তার নাম?—বুদ্ধদেব!—অচিন্ত্য—যতীন্দ্রমোহন—মায়া।—বিভ্রম। তীব্র উত্তেজনা—অসীম অধৈর্য্য—হয়ত দেখতে ভুল করেছে। বক্ষের স্পন্দন হয় দ্রুত দ্রুততর। আর কয়েকবার চোখ বুলিয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা—নিষ্প্রভ হয়ে আসে। তার চারিদিক ঘিরে যেন সীমাহীন সমাপ্তি বিহীন অন্ধকার গভীর ঘন কাল। ব্যর্থতা—প্রত্যাখ্যান! অপমান—দুঃখ—লজ্জা—আত্মগ্লানি। অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে আরাম কেদারায়। বাহিরে উদাসদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে—। অবিচার—সম্পাদকের খেয়াল—তাদের পক্ষপাতিত্ব—এ কয়টী কথা তার মনের মধ্যে অনুক্ষণ ঘুরে বেড়ায় পরদিন উঠে তার সমস্ত রচনাগুলিতে বহুকষ্টের দুঃখদিনের সৃষ্টিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রেমের পূজা

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মার্চ্চ ৫, ১৯২৭

মারিৎস ষ্টিলার চলে গেছেন। তিনি আমার চাইতে দুর্ব্বল। এ ব্যাপারটাকে আমি যত সহজে মেনে নিতে পেরেছি, তিনি তত সহজে পারেন নি। গ্রেটা ও গিল্‌বার্টের মধ্যে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তা শুধু একটি ছেলে আর একটি মেয়ের বন্ধুত্ব নয়, তার চাইতেও বেশী, আর সেই কারণেই তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল না।

আজ সকালে গ্রেটা ষ্টুডিওতে যায় নি, ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল।

একটু পরেই ও ঘোড়া থেকে নেমে পড়েই সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। তার দেহের গড়ন অনেকটা বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং সূর্য্যালোকে পরিস্নাত হওয়ায় তার গায়ের রঙ অনেকটা হরিতাভ দেখাচ্ছিল। সাগরের নীল জলে পরমানন্দে ঝাঁপা-ঝাঁপি করতে লাগল এবং পরিশ্রান্ত হয়ে সোনালি বালির উপর শুয়ে পড়ল। খানিকবাদে যেই ও জামাকাপড় পরে তৈরী হ'ল সঙ্গে সঙ্গেই উল্লাসভরে কে ডেকে উঠল, 'গ্রেটা! গ্রেটা!'

জন্ গিল্‌বার্টই ডাকছিল। সে তার গাড়ী থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে বেলাভূমির যেখানটায় ও ছিল সেদিকে ছুটে গেল। সে ওকে ভৎসনা করতে লাগল, 'গ্রেটা, তোমায় এখনি ষ্টুডিওতে যেতে হবে। সেখানে সকলে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে।'

আজ আমি কাজ করব না, ভাল লাগছে না। অসীম সাগর আজ ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে, আকাশও গাঢ় নীল। আর এ সময়টা আমাদের দেশ বরফে ঢেকে আছে।

'কিন্তু গ্রেটা, তোমায় ত এরকম যখন তখন খেয়াল, খুসী মাফিক অনুপস্থিত থাকলে চলবে না। কাজ কাজ প্রতি মুহূর্ত্ত মানেই অর্থ, যখন-কার যে কাজ তখনই সে কাজ করা দরকার—সাধারণ কারিগণকেও যেমন নিয়ম মেনে চলতে হয়, তোমাকেও সেরকম মেনে চলা দরকার।'

ও শিশুর মত হাঁ ক'রে ওর বক্তৃতা শুনল, ওর চোখ দুটি স্বপ্নালস। ও তীরের মত ছুটে যেতে যেতে বললে, বেশ, তাই হবে। পারত আমায় ধর দেখি।' বলেই খালি পায়ে বালির উপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল।

গিল্‌বার্ট ও তাকে ধরবার জন্যে ছুটতে লাগল। একটা স্তূপে হোঁচট খেয়ে তারা দুজনেই আছাড় খেয়ে পড়ল। একসময় আমি ও সে এমনি করেই আমাদের স্বদেশের সাগর কূলে ছুটে বেড়িয়েছি। এর পর গিল্‌বার্টের অদৃষ্টে অনেক অশান্তিই জমা ছিল।

নবেম্বর ১৭, ১৯২৮

ওর কাছ থেকে একখানি ছোট্ট চিঠি পাই, তাতে ও লিখেছে,—'পত্র পেয়েই একবার অবশ্য আসবে।' ও তাহ'লে জানে যে আমি এখানেই আছি, না, দুঃখের দিনে আমার কথা ওর মনে পড়েছে মাত্র?

ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম ওর অবস্থা সাংঘাতিক; ওর মুখ কঠিন, বেদনার অব্যক্ত জ্বালা মুখে চোখে ফুটে রয়েছে, অত্যন্ত গম্ভীর উদাস, যেন বর্ষার পূর্ব্ব লক্ষণ।

ওর জীবনটা আজ ধূলোয় ধূসরিত হয়ে গেছে, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আজ ওর পায়ে এসে পড়েছে, আজ ওর সৌন্দর্য্য, প্রেম, যশ, সম্পদ—দেশ বিদেশে বিশ্রুত, তবু ওর প্রাণে সুখ নেই, হৃদয় ওর ভেঙ্গে গেছে, ওর পরণে একটি পাতলা শিল্কের ফ্রক, কেশগুচ্ছ অবিন্যস্ত, ইতস্তত ঝুলে পড়েছে—যেনছেলেবেলার গ্রেটা আবার যেন ফিরে এসেছে।

ও আমায় দেখতে পেয়ে ধীরে বলে উঠল, এই যে সিগার্ড, এসেছো! তোমায় আর একবার আমার খাতিরে সুইডেনে ফিরে যেতে হবে। এ উপকারটুকু তোমায় করতেই হবে—আমি আজও তোমারই আছি, সেই ছেলেবেলা-কার গ্রেটা গুস্তাফসন, মনের দিকে আমার এতটুকুও পরিবর্ত্তন আসে নি। তুমি দেশে গিয়ে ষ্টিলারের কবর পরিদর্শন করবে এবং যতটাকা লাগে সে কবরে একটি উৎকৃষ্ট স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করাবে এবং সেই স্তম্ভটির আকার হবে স্বর্গীয় দূতের মত। তোমায় যেতেই হবে। আর তা ছাড়া তুমি খামকা এখানে রয়েছ কেন? যে গ্রেটাকে তুমি জানতে সে ত আর এখানে নেই, সে হলিউডের অরণ্যানীতে হারিয়ে গেছে, সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। সিগার্ড, তোমায় যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছি আশা করি সে অনুরোধ ব্যর্থ হবে না।

বলা বাহুল্য, ওর হুকুম আমি মেনে নিয়েছি ওর ওরকম সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ত আমি কোন মতেই উপেক্ষা করতে পারিনে, ওর সে করুণ মিনতি অগ্রাহ্য করবার শক্তি আমার নেই।

জানুয়ারী ৫, ১৯২৯

গ্রেটার ভাগ্যদেবী এখনও ওকে তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আগলে রেখেছেন কিন্তু আমি সুইডেনে ফিরে এসে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি মাত্র। যখন সামর্থ্যে কুলোয় আর কাজ কর্ম্ম পাই তখন খাটি, বাকী সময়টা ষ্টিলারের কবরে বসে কাটিয়ে দিই। একটি নারীকে কেন্দ্র করে মৃতের সঙ্গে জীবিতের এই কথোপকথন—অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বেন গুস্তাফসন আজকাল আর ছায়াচিত্র সম্প-র্কিত কোন খবর নেয় না। তাদের মা আজকাল বেশ সুখেই আছেন তাঁর মনে কোন অসন্তোষ আছে বলে মনে হয় না। তাদের ছোট্ট বাড়ীখানা তারা প্রাণপনে সাজিয়ে রেখেছে—কেন-না কাল গ্রেটা তার জন্মভূমিতে ফিরে আসছে।

জানুয়ারী ৬, ১৯২৯

আমার ধারণা ছিল, গ্রেটার আগমন সম্বন্ধে তার মা, ভাই-বোন ও আমি ছাড়া আর কেউ কোন খবর জানবে না। কিন্তু কার্য্যত তার বিপরীত ফল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেশের নরনারী যে ওর আগমন সংবাদ কেমন করে পেল তা ভেবে ঠিক করতে পারছি নে। কে এ খবর তাদে জুগিয়েছে?

অগণিত নরনারী ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, ও তাদের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। গাড়ী থেকে জনতা ওকে নামিয়ে পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত করতে লাগল। গ্রেটা হতবাক্ হয়ে উদাস দৃষ্টিতে জনতার কার্য্যকলাপ দেখতে লাগল। ওকে দেখে মনে হ'ল, ও যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, মুখচোখ বিবর্ণ, কোটরগত।

যে আসে সেই একবার জিজ্ঞাসা করে, 'এই কি গ্রেটা গার্ব্বো? তুমি কি ওরই সঙ্গে পর্য্যটন করেছিলে?'

কে একজন আমায় লক্ষ্য করে পাশের লোক বলছিল, 'দেখছ না, লোকটি যেন রাজপুত্তুর, ও গ্রেটার প্রণয়াস্পদ।

গ্রেটার এই গুণানুরাগীর নতুন কথায় মন খারাপ করলে চলবে না।

মার্চ্চ ৬, ১৯২৮

একটি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে, গ্রেটা দিন-দিনই যশের মুকুট পরে, ঐশ্বর্য্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমি, আমি অতি দ্রুত ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

হলিউড ওর সঙ্গে জন্ গিল্‌বার্টের নাম জড়িয়ে রাখতে প্রাণপণ করছে এবং তারা এখনও এক সঙ্গেই আছে। গ্রেটা কি তাকে সত্যি ভালবাসে, না, শুধু অভিনয় করেছে?

আজ ষ্টুডিওতে নিল্‌স্ য়্যাস্থারকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং 'দি সিঙ্গল্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক ছবিতে গ্রেটা তার বিরুদ্ধ ভূমিকায় অভিনয় করবে স্থির হয়েছে। য়্যাস্থার ওকে বাড়ী নিয়ে গেলেন, আমি দেখলাম এর জন্যে উন্মাদ উত্তেজনায় গিল্‌বার্ট ষ্টুডিওতে ছুটে বেরিয়ে এল। বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু তার জন্যে এতটুকুও দুঃখিত হই নি, কেন-না যেদিন থেকে ও গ্রেটার সহাস্য সহানুভূতি লাভের সুযোগ পেয়েছে সেদিন থেকে আমি যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করছি, তা শুধু আমিই জানি, আর জানেন তিনি, যিনি সকলের সবকিছু জানতে পারেন।

অনেকদিন গ্রেটার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার সন্দেহ হয়, হয়ত বিস্মৃতি এসে আমার অস্তিত্ব তার মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে। অত বড় বৃহৎ ষ্টুডিওর মধ্যে ও রাণীর মত গর্ব্বকরে ঘুরে বেড়ায়, আর আমি ওর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে ছুটে বেড়াই—যদি কোনরকমে একবার দেখা হয়। আমার মনে হয়, ও হয়ত হলিউডে রয়েছে শুধু গিল্‌বার্টের প্রতি ওর অন্তরের স্নেহ-প্রীতি ভালবাসা উজাড় করে দিবার জন্যেই।

নবেম্বর ১৬, ১৯২৮

গ্রেটাকে শেষ চিঠি লিখেছি। তাতে জানতে চেয়েছি যে, তোমায় দেখতে না পেয়ে আমি কি মরব! কিন্তু মরণ আমার হ'ল না; ম্যারিৎস্ ষ্টিলার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ পরলোক গমন করলেন। এ সংবাদ পাবার পর গ্রেটা যে ষ্টুডিওতে কাজ করছিল সেখানে তিন তিন দিন ক্যামেরা অচল হয়ে পড়েছিল। আমি গ্রেটার খোঁজ নিতে কে একজন আমায় এ খবর দিলে।

একটা দৃশ্যের মহলা দিচ্ছিল, এমন সময় ওর হাতে একখানা টেলীগ্রাম এসে পৌছুল। তারখানা ও পড়ল, তার পর নীরবে গিয়ে কাজ সুরু করে দিল। দৃশ্যটি শেষ হতেই ও বাড়ী চলে গেল। সেই থেকে ওকে আর কেউ দেখতে পায় নি, শুধু তাই নয় টেলিফোনে পর্য্যন্ত কথা বল্‌তে পায় নি। ও যে কোথায় কি অবস্থায় ছিল কেউ তা জানে না। কোথায় ওর সঙ্গে দেখা হবে? যে টেলিগ্রাম খানা সেদিন এসেছিল, সেখানা ওর হাত থেকে পড়ে গেছ্ল, আমি কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম—ষ্টিলার আর ইহজগতে নেই।

আমার পক্ষেও এখন আর ওর সান্তা মনিকার বাগানবাড়ীতে গিয়ে দেখা করা সম্ভব নয়! তবে একথা বলতে পারি যে, ওর এই অবস্থায় যদি কেউ ওকে সান্ত্বনা দেবার থাকে ত—সে একমাত্র আমিই আছি। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে আমি বাগানে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দূরে গিল্‌বার্টকে দেখতে পেলাম। তাকে দেখে মনে হ'ল সে যেন একটা কঠিন আঘাত পেয়েছে!

—ক্রমশঃ—
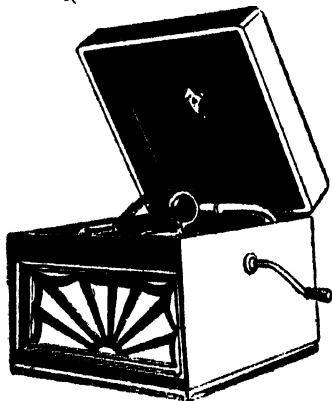
পাঠকের বৈঠক

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বড়ই বাধিত হইব।

গত ৩১শে আগষ্ট শনিবার, ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটের স্থাপনা দিবস উপলক্ষে নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, অশিষ্ট দর্শকগণের অসদাচরণের জন্য বহু গায়ক তাঁহাদের আরব্ধ গান মধ্যপথে থামাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অশিষ্টাচরণ ইনষ্টিটিউট হইতে কি দূরীভূত হইবে না?

নৃত্য-গীতাদির পর জুনিয়র মেম্বারগণের বিরিঞ্চিবাবা অভিনয় আরম্ভ হয়। অভিনেতাগণের মধ্যে মিহির বাবু প্রভাত বাবু ও দিবাকর বাবু ছাড়া আর সকলেই অচল। বইখানি দেখতে কারুরই ধৈর্য্য থাকতো না যদি না কেষ্টবাবুর ছাত্র শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ দাস গান গেয়ে বইখানায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতেন। তার বৃদ্ধ ভিক্ষুক বেশে হিন্দী ভৈরবী ভজন গানখানি এত চমৎকার হয়েছিল যে, ইনষ্টিটিউটের দর্শকের নিকটও এনকোর পান।

আর একটি কথা বলবার আছে, ঐ দিন একজন খ্যাতনামা শিল্পী কোন মেম্বারের নিকট অপমানিত হন। ভদ্রলোক কার্ড দেখান কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ঢুকতে দেওয়া হবেনা বলেন। এসমস্ত ব্যাপার বড়ই লজ্জাকর। এরূপ বিশ্রী ব্যাপার ঘটলে এবং তার প্রতীকার না হলে আর কোন শিল্পীই তো ইনষ্টিটিউটে আসবে না! এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইতি

বিনীত

শ্রীসুপ্রভা সোম।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

[ইনষ্টিটিউটের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যায়। যাহাতে এইরূপ অভদ্রোচিত ব্যাপার না ঘটে তজ্জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? — রূ: স:]

শেষের দান

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

সফল করো এই আঁখিজল
বেদন-ঝরা আমার গান,
তোমার প্রেমের রক্ত-কমল
না হয় যেন বিদায়-ম্লান।

গুল-বাগিচার পাতার ফাঁকে
যে কুঁড়িটি আজকে জাগে,—
সফল করো পরশ ফাগে,
রঙে রাঙা তরুণ-প্রাণ।

আজ কি তোমার জাগে মনে
মোর ফাগুনের যৌবনে-
আমার মনের ফুল ফুটালো,
তোমার মাতাল যৌবনে।

আজকে প্রিয় বিদায়-রাতে
পরিয়ে যাব তোমার হাতে
মোর কবিতার শেষ ফুলহার
শেষ গোধূলীর চরম দান।

—:*:—

রিক্ত

শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মনের দ্বারে কে এসে হঠাৎ একটু আঘাত করলে। মন বলে উঠ্‌ল, "কে ?" উত্তর এলো "ওগো, আমি যৌবন অতিথি।" "যৌবন অতিথি এস।"

মনের মাঝে পড়ে গেল বিপুল সাড়া। নতুন অতিথি এসেছে তার আশ্রয়ে। শুধু নতুন নয়, চির নতুন, চির হাস্যময়। কিন্তু তার সেবা করবে কে ? অতিথি সৎকার ?

অতিথি এসেছে তাকে সেবা করবার লোক চাইত। কিন্তু কোথায় ? মন চল্ল খুঁজতে তার অতিথির সেবাইতকে। কিন্তু স্ত্রীলোক না হলে ত দরদ দিয়ে সেবা করতে কেউ পারে না।

কিন্তু সে যাবে কে, কোথায় ? এদিকে যে দেরী হয়ে যায়। অতিথি বল্লে, "যাকে সাম্‌নে পাও নিয়ে এস।" মন তাই করলে, সামনে কে ছিল তাকে বল্লে "তুমি আমার অতিথির সেবা করতে পারবে ?" সে চুপ করে রইল মন ভাব্‌লে, "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌।" সে তাকে সানন্দে বরণ করে নিলে।

কিন্তু, এই অতিথির উপরে দিল, সমাজের দারুণ বক্র-দৃষ্টি। কারণ আর কিছুই নয়, যাঁরা সমাজের বিধাতা, তাদের কাছ থেকে নবীন অতিথিটি বিদায় নিয়ে গিয়েছে বহুকাল। কিন্তু সে বক্র-দৃষ্টি উপেক্ষা করে অতিথি তার দু বাহু মেলে দিয়ে দিল তার নবপরিচিতার সেবার অগ্র খানা ধরে রাখবার জন্যে।...ওরে অতিথি তোর কি সাধ্য তুই এতগুলো গুণ্ডার হাত এড়িয়ে যাবি !

হঠাৎ একদিন দেখা গেল অতিথি রিক্ত, কেউ নেই তার, যে এসেছিল তাকে যে সমাজ তার শাস্ত্র-রজ্জু দিয়ে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলেছে।

চিত্রে গান

(চিত্রকূটস্থ)

গানাৎ পরতরং নহি।

তাই গানের সঙ্গে মনের সম্পর্কটা অতি ঘনিষ্ঠ। এর কথার আর সুরের ব্যঞ্জনা যদি আমাদের বাহির আর ভিতরের প্রতিবেশের সাথে বেশ মিল রেখে চলে, তবে তা'র দাম হয় পাচ পৃষ্ঠা বক্তৃতার মল্লযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী,—মনের ওপর তার প্রভাব হয় অসামান্য। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে সে তা'র পারিপার্শ্বিকতার সহিত সুষ্ঠু মিলনে।

এই স্থান, কাল আর পাত্র নিয়েই কথা। মনের বিভিন্ন অবস্থায়, প্রকৃতির বিভিন্ন আবেষ্টনীতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেচে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী। আবার এই রাগ-রাগিণী প্রত্যেকেই চারিদিকে একটা নির্দ্দিষ্ট আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সুর ও কথার সাহায্যে এই আবহাওয়াটুকু সৃষ্টি করবার জন্যেই চিত্রে বা নাট্যে গানের প্রয়োজন।

এইবার আমাদের চিত্রের প্রয়োগের কথাটা একবার ভেবে দেখা যাক্। পূর্ব্বোক্ত কারণ ব্যতীতও এতে আমরা গান প্রয়োগ করি, উপাখ্যানকে জোরালো করতে —দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের মনে রেখাপাত করতে।

কিন্তু বাঙ্গলা বা হিন্দী মুখর চিত্রে এই গানের ব্যবহারটা হ'য়ে পড়্চে অনেক সময়েই হংসমধ্যে বকো যথা গোছ। কিছুতেই যেন খাপ খায় না। তবু দেওয়া চাই-ই -তাতে আখ্যানভাগ থাক্ বা চুলোয় যাক্। এর উদাহরণ দেখাবার প্রয়োজন নেই, কারণ যে কোন একখানা বাংলা বা হিন্দী চিত্রেই তার নমুনা পাওয়া যাবে। তাতে এই হয়েচে যে, সে সব গান কোন রকম রসেরই পরিবেশন করেনি হাস্য—পীড়ারস ছাড়া।

এমন অনেক সময় দেখা যায়, এক ভিখারী গান গাইতে গাইতে চলেচে। ভালকথা কিন্তু সেই গায়ক দম নিতে থেমেছে অম্নি শুনতে পাওয়া গেল খানিকটা তব্লার চাটি আর হারমোনিয়ামের সার্গম। মন তখন স্বতঃই পর্দ্দা থেকে উঠে গিয়ে একবার দেখে আসতে প্রয়াস পায় সেই বাদকদের—অনেক সময় উৎসাহী মনটা ক্ষেপেও ওঠে। এ অবস্থায় শ্রোতাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যেতে পারে না; কারণ, স-ট্যাক্সটিকিট কেনার পর সে এরকম পাগ্লামি দেখ্তে নিশ্চয়ই আসেনি।

কেন বাপু, ভিখারী তো খালি গলায়ই গান গা' না।—বড় জোর হাতে না হয় নে একটা একতারা। তারপর যদি তাল রাখবারও দরকার হয়, দে সাথের ছেলেটার হাতে ডুগ-ডুগি। তাও মানাবে, কিন্তু এসব কি?

(গানের কথা বল্তে গিয়ে আর একটা কথাও মনে পড়ে। গরীবের ঘরের এক মেয়ের 'পার্ট' কচ্চেন একজন; দেখানো হবে নিত্যকার ব্যাপারেরই একটা দৃশ্য। সেখানে দেখা গেল, শ্রীমতী যেন নেমতন্ন বাড়ী এসেছেন; এম্নি তার সাজ-গোজ। যাক্।)

হিন্দী 'ফিল্মে' তো কথাই নেই। বোধ হয় আর "এ্যাক্টার"দের একটু জিরুবার দরকার হ'লেই সুরু হয় গান। এ যেন ছোটবেলাকার দেখা সখের যাত্রা। একজন চুপ করে' এসে বলে গেল, "এই একটা গান আর নাচ সুরু করে দিয়ে আসরটা রাখ, আমি প্রকৃতিদেবীর ডাক্টার উত্তর দিয়ে আসি। মাইরি আর সত্যি পাচ্চি না।"

হয়ত একটু বেশী বলা হোল কিন্তু যখনই দেখা যায়, আখ্যানের টুটি চেপে ধরে এমনিতর বীভৎসতা চল্চে তখন আর মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। বস্তুতঃ পয়সা দিয়েই দেখা হয় কিনা তাই। আর যারা পয়সা খরচ করে দেখে তাদের দু'একটা অভাব অভিযোগ নিশ্চয়ই আছে।

অতি আধুনিক কতকগুলো চিত্রের পরিচালনা সত্যি সত্যি অনেকটা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও যে কেন এসব গলদ থেকে যায়, বুঝি না। বোধ হয় পরিচালকদের খেয়াল থাকে না যে এক ফোঁটা 'ইয়ে'তেই এক হাঁড়ি দুধ অনায়াসে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা নষ্ট হয়।

আমরা কয়েকখানা বিদেশী ছবি দেখেছি যাতে গানের অবতারণা মোটেই নেই। কিন্তু তারা আমাদের আনন্দ যথেষ্ট দিয়েছে।

তাই আমাদের অনুরোধ, এ বিষয়ে আমাদের পরিচালকবর্গ একটু ত্বরায়ই অবহিত হোন্। "কোয়ান্টিটির" দিকে লক্ষ্য না রেখে "কোয়ালিটির" দিকে তাদের একটু নেকনজর পড়ুক্। দোহাই ভগবানের।

গানের বাণী সম্বন্ধে একটা বাদ পড়ে গেল। আখ্যানের নিগূঢ় ছন্দের সাথে যদি হঠাৎ গানগুলোর ছন্দের মিল না থাকে তবে তা না দেওয়াই ভাল।

গানের বাণীর মধ্যেও শ্রোতা চায় একটু কাব্যরস। তা শুধু কতকগুলো 'পাতাবাহার' কথা থেকেই পাওয়া যায় না। সুতরাং এটাও একটা বিবেচ্য বিষয়।

হাসি পায়

ছাত্র—স্যার! অসাধারণ মানে কি?

শিক্ষক—যাহা সাধারণ নহে যথা—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন অসাধারণ লোক ছিলেন।

ছাত্র—যাহা সাধারণ নহে তাহাই যদি অসাধারণ হয় তবে আমিও একজন অসাধারণ ছাত্র কারণ সাধারণতঃ কোন ছেলে ২বৎসরের অধিক একই ক্লাসে থাকে না, আমার স্যার! এই তিনবৎসর।

*　　*

পিতা—আরে দেবেশ তুই আমায় বল্‌লি পাশ করেছিস কিন্তু কৈ তোর নাম ত গেজেটে দেখলাম না।

পুত্র—ওঃ তাই বুঝি ভেবেছেন আমি পাশ করিনি। জানেন ত নতুন ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছে ইনি এসে নতুন নিয়ম করেছেন এখন থেকে যে সব ছাত্র পাশ হবে না শুধু তাদের নামই গেজেটে ছাপা হবে।

*　　*

শিক্ষক—হরিজন মানে বোঝ?

ছাত্র—আজ্ঞে তা আবার বুঝিনে। আমি যে বেলেঘাটায় থাকি।

*　　*

"তুমি কি জান যে আমি জীবনে গল্পের বই লেখাই আদর্শ মেনে নিয়েছি?"

"কিছু বিক্রী হয়েছে?"

"হাঁ তা আর হবে না কেন? ঘড়ি, চেন, ঘর-বাড়ী সব।"

*　　*

সমীর—"বিনয়! আমি একটা ভাল খবর পেয়েছি।"

অসীম—"পরীক্ষায় পাশ করেছিস বুঝি?"

সমীর—"না পাশ ঠিক করিনি বটে তবে যারা ফেল করেছে তাদের ভেতর আমিই প্রথম হয়েছি।"

*　　*

এক ভদ্রলোক জলে ডুবে মারা যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি যুবক জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে তীরে তুলে আনলেন। সকলে তাকে খুব বাহবা দিতে লাগল। তখন যুবক বল্লে—লোকটি মারা গেলে বড়ই দুঃখের কথা ছিল; তার কাছে এখনও আমি পাঁচটি টাকা পাবো।

আরতি সাহিত্য সম্মিলনী—কাশী

(মাসিক সাহিত্য অধিবেশন)

গত ২২শে আগষ্ট, ১৯৩৫ সাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিবেকানন্দ বাণী ভবানী বালিকা বিদ্যালয়ে সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার সময় আরতি সাহিত্য সম্মিলনীর মাসিক সাহিত্য অধিবেশন অতি সুসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ্, ডি, (লণ্ডন) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয় তন্মধ্যে অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'উত্তরা'র সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী, শ্রীমহেন্দ্র রায়, শ্রীমণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীবিনয় কুমার লাহিড়ী, শ্রীনিস্তারিণী দেবী সরস্বতী, শ্রীপূর্ণশশী দেবী, শ্রীগিরিবালা রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। সভায় কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র রায়ের 'বস্', শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশীর 'নাটকের উৎপত্তি' ও শ্রীসত্যব্রত ঘোষের 'রাশিয়ার যুবক জাগরণ' বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবী, শ্রীশরিৎ শেখর মজুমদার এবং কল্যাণীয় সত্যেন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায়ের তিনটী কবিতা অতি উৎকৃষ্ট হয়। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাস্য কবিতাটি সভাস্থ সকলকে প্রচুর আনন্দ দেয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সম্মিলনীর উন্নতি কামনা করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিলে অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৺শ্রীললিত বিহারী সেন রায়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর কয়েকজন বাঙ্গালী কবির কীর্ত্তি সম্বন্ধে সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন এবং বলেন সাহিত্য সেবার প্রেরণা বাঙ্গালী জাতির অনেকদিন হইতে। শ্রীধনঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর গানের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

আর্থিক বাঙ্গলা

(বাণিজ্য সম্পাদক)

সংবাদপত্র ব্যবসায়

সংবাদপত্র পরিচালন যে মূলতঃ একটা ব্যবসায় এবং যাহারা সংবাদপত্রে কাজ করেন তাঁহারা প্রধানতঃ বৃত্তি হিসাবেই সেই কাজ গ্রহণ করিয়া থাকেন একথা এদেশবাসীগণ এখনও সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদপত্রের মালিকগণের বিরুদ্ধে সাংবাদিকগণের যে সমস্ত অভিযোগের কথা উঠিয়াছে ইহা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। সংবাদপত্র-পরিচালনা ও সংবাদপত্রে কাজ করাকে আমরা এতদিন দেশ সেবার নামান্তর বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছি। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। সুতরাং এদেশের সংবাদপত্র-সমূহ যে স্বাধীনতার বাণী বহন করিবে এবং সেজন্য নির্য্যাতন ভোগ করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া স্বদেশ সেবাই যে তাহাদের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য তাহা নাও হইতে পারে। কেবলমাত্র স্বাধীনতার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে এইরূপ সংবাদপত্রের দৃষ্টান্ত ও এদেশে বিরল নয়। এইরূপ সংবাদপত্র পরিচালক ও সাংবাদিক আমাদের নমস্য। ইঁহারা ব্যবসায় ও বৃত্তি হিসাবে সংবাদপত্র সেবার কাজ গ্রহণ করেন নাই, দেশ সেবার উপায় হিসাবেই করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা যে দরিদ্র ও নির্য্যাতিত জীবন যাপন করেন তাহা তাঁহারা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সংবাদপত্র পরিচালক এ সাংবাদিকের সংখ্যা কোন দেশেই খুব বেশী নয়, ভারতবর্ষেও নহে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে অধিকাংশ সংবাদপত্র পরিচালনার পশ্চাতেই ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন রহিয়াছে। অবশ্য এই প্রশ্ন সব সময়ে প্রত্যক্ষ আর্থিকলাভের প্রশ্ন না হইয়া ব্যক্তি বিশেষের বা দল বিশেষের স্বার্থরক্ষা বা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আর্থিকলাভই হউক বা প্রতিষ্ঠা রূপ অপ্রত্যয় লাভই হউক, লাভই যে সংবাদ-পত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য তাহাকে ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না। সুতরাং এইরূপ সংবাদপত্রের পরিচালকগণের বিরুদ্ধে সাংবাদিকগণ যেমন কোনও অভিযোগ আনয়ন করেন তখন তাহাকে মালিকের বিরুদ্ধে কর্ম্ম-চারীর অভিযোগ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। স্বদেশ সেবার দোহাই দিয়া মালিকগণ এক্ষেত্রে কোনও বিশেষ বিবেচনা পাইতে পারেন না। আর্থিক দিক দিয়া স্বচ্ছল নহে এইরূপ যে সমস্ত সংবাদপত্রের মালিকগণ কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মিত ভাবে বেতন দেননা তাঁহাদের পক্ষেও সব সময়ে বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ আর্থিকলাভের জন্য পরিচালিত না হইয়া ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রতিপত্তির জন্য পরিচালিত হয়। সুতরাং আর্থিক অস্বচ্ছলতার অজুহাতে সাংবাদিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার কোনই যুক্তি থাকিতে পারে না। অথচ এই যুক্তি দেখাইয়া তাহাদের বহু নেতৃস্থানীয় ধনীব্যক্তি নিজ নিজ সংবাদপত্রের কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের অতি সামান্য বেতন নাকি নিয়মিতভাবে প্রদান করেন না। শুনা যায়, কলিকাতায় কয়েকটী বিখ্যাত সংবাদপত্রে এইভাবে কর্ম্মচারীদের প্রায় ৪।৫ মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছে। এই সংবাদপত্রগুলির আর্থিক অবস্থা ভাল নয় একথা স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁহাদের মালিকগণ যে, ব্যবসায় গুটাইতেছেন না তাহা নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেম বা কর্ম্মচারীদের প্রতি দয়াবশতঃ নহে। স্বদেশ সেবাই যদি তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া দরকার যে, দরিদ্র কর্ম্মচারীদের অনিচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের উপর যে স্বদেশ সেবা প্রতিষ্ঠিত সেই স্বদেশ সেবার দুর্ভোগ হইতে দেশমাতৃকাকে যত শীঘ্র অব্যাহতি দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। বাঙ্গলা স্বদেশসেবার নামে অনেক প্রতারণা সহ্য করিয়াছে ; কিন্তু এই ভণ্ড স্বদেশসেবী-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে। তাঁহারা যে সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা ও প্রস্তাবগুলিই তাহার নিদর্শন।

ছায়াচিত্র বিল সম্বন্ধীয় আলোচনা

সিনেমা ফিল্ম সম্বন্ধীয় আইন

রাষ্ট্রীয় পরিষদে সিনেমাসংক্রান্ত যে আইনটি পাশ হইয়াছে, তাহা স্যার হেনরি ক্রেক সেই আইনটি আলোচনার্থ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপন করেন।

স্যার হেনরি ক্রেক বলেন যে, বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই আইনটি রচিত হইয়াছে। তবে কিনা পরিষদের সদস্যগণ যদি চাহেন, তাহা হইলে প্রস্তাবটি সিলেক্ট কমিটিতে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

মিঃ গ্যাডগিল উহা সিলেক্ট কমিটিতে দিতে বলেন।

ডাঃ দেশমুখ বলেন যে, জননায়কদিগকে ফিল্ম সেন্সরদের সঙ্গে লওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা বিষয়ক অনেক ফিল্মও এদেশের সেন্সরদের হাত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পায় না।

মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন যে, পরিষদের লাইব্রেরীতে যে সমস্ত পোষ্টার রাখা হইয়াছে সেগুলি এমন কিছু আপত্তিজনক নহে যে, এই আইনের প্রয়োজন হইতে পারে। আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে যে সমস্ত পোষ্টার প্রকাশ্যে লাগান হয় তাহা এদেশে লাগান নিষেধ করিতে তাঁহার আপত্তি আছে। তাঁহার মতে ভারতীয়দিগের নিকট হইতে পাশ্চাত্য জীবন-ধারা গোপন রাখা এখন আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ বলেন যে, ইউরোপীয়ানদের হালচাল সম্বন্ধে তিনি যতটা অবগত আছেন, তাহাতে তাঁহার মনে হয় যে, যে সমস্ত ফিল্ম দেখান হয় তাহাতে ইউরোপীয়ানদের প্রতি অবিচার করা হয়। সরকারী সদস্যদের মধ্যে কাহারও হয়তো এমন বিকৃত রুচি থাকিতে পারে যে, তাঁহারা ভারতীয়দিগকে কুৎসিত করিয়া চিত্রিত দেখিতে ভালবাসেন, কিন্তু ইউরোপীয়ানদিগকে অনুরূপভাবে চিত্রিত দেখিতে তাঁহার আত্মসম্মানে বাধে। তাঁহার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তিনি সিনেমা একেবারে তুলিয়া দিতেন।

ফিল্মে চুম্বন ঘটিত প্রশ্নটি বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ বলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৯০টি স্বামীই স্ত্রীকে চুম্বন করে না। চুম্বন শিশুদের কার্য্য। চলচ্চিত্রে অবাধ চুম্বনের তিনি ঘোর বিরোধী। চলচ্চিত্রগুলি যাহাতে ভারতীয় রুচি ও সুনীতিসম্পন্ন হয় তাহা করা উচিত। কিন্তু তিনি চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কোনও নূতন আইন করার পক্ষপাতী নহেন, কারণ আইন হইলে তাহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে। যেমন; কোনও কোনও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বোম্বাই কংগ্রেসের ফিল্ম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যে আইন আছে তাহাই যথেষ্ট। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ফ্রী পাশের খাতিরে সিনেমার মালিকগণকে প্রশ্রয় না দিয়া সাধারণ আইন প্রয়োগ করুন, তাহা হইলেই কাজ হইবে।

এ সময় জলযোগের জন্য সভা স্থগিত থাকে।

জলযোগের পরও আলোচনা চলিতে থাকে। সিলেক্ট কমিটিতে দিবার অনুকূলেই সাধারণতঃ মত প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস দেশী ফিল্মসমূহের উপর অযথা সেন্সরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডাঃ ডি সৌজা কাঁচা ফিল্মের উপর শুল্ক রহিত ও শিক্ষা বিষয়ক ফিল্মের উৎসাহ দানের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

মিঃ গিয়াসুদ্দিন ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে অতি-মাত্রায় রক্ষণশীল লোক পছন্দ করেন না।

শ্রীযুক্ত লাল চাঁদ নবল রায় সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত অনন্ত শয়নম বলেন, ফিল্ম যখন সেন্সর হইতেছে ও সেন্সরকারীদের অভিমতই যখন চূড়ান্ত, তখন পোষ্টার সেন্সরের ব্যবস্থা আবার কেন, তাহা ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইতেছেন।

স্যার হেনরী ক্রেক উত্তরে বলেন যে, বিলে ফিল্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা নাই—শুধু পোষ্টার সম্বন্ধেই বিধি-ব্যবস্থা আছে। উদ্দেশ্য এই যে, সেন্সর-কারীগণ ফিল্ম সেন্সর ত' করিবেনই, তাহার সহিত পোষ্টারও সেন্সর করিবেন এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত ফী লাগিবে না। সুতরাং এ দেশীয় ফিল্ম শিল্পের উন্নতি ব্যাহত করিবার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই।

সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ওপারের হালচাল

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

সম্প্রতি উইলিয়াম পাওয়েল বছরে মাত্র ৪খানা করিয়া ছবি তুলিবেন কারণ তিনি মনে করেন ছবির সংখ্যা বেশী হইয়া গেলে তাহার জনপ্রিয়তা অল্পকালেই হ্রাস পাইবে।

* *

চার্লিচ্যাপলিনের নূতন ছবিতে চার্লির সঙ্গে অভিনয় করিবেন "চেষ্টার কংক্লিন্"। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই "চেষ্টার" চার্লির সঙ্গে একত্র অভিনয় করিয়াছিলেন।

* *

প্যারামাউন্টের সঙ্গে মার্লিন ডিয়েট্রিকের চুক্তি শেষ হইতে না হইতেই আরও ১বৎসরের জন্য নূতন চুক্তি করিয়াছেন।

* *

"মেরী পিকফোর্ড" ইউনাইটেড আর্টিষ্টের হইয়া ২খানি ছবি তুলিবেন।

* *

"রিচার্ড ডিক্স" আর-কে-ও রেডিও পিক্চার্সের সঙ্গে সম্প্রতি ২খানা ছবি তুলিবেন বলিয়া চুক্তি করিয়াছেন।

* *

প্যারামাউন্ট শীঘ্রই "গ্যামব্লার্স ম্যাক্সিম" নামক একখানা ছবি তুলিবেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্।

* *

"মরিস সিভালিয়র" শীঘ্রই মেট্রোর হইয়া দুইখানি ছবি তুলিবেন স্থির করিয়াছেন।

* *

"জুননাইট" কিছুদিনের জন্য চিত্রজগৎ হইতে বিদায় লইলেন। এর কারণ ছবি তোলার কাজ নাকি তার খুব একঘেয়ে মনে হইতেছে।

* *

"হ্যারল্ড লয়েড" শীঘ্রই প্যারামাউন্টের হইয়া "দি মিল্কি ওয়ে" নামক একখানা ছবি তুলিবেন।

* *

ফক্স ফিল্ম "ওয়ে ডাউন ইষ্ট" এর সবাক চিত্র তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

* *

জনিওয়াইস মুলারের সঙ্গে আবার "লুপে ভ্যালে"র বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

মেট্রের "মেরী ড্রেসলারের" মৃত্যুর পরে "কনষ্টান্স কলিয়ার" তাহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়াছেন। কয়েকটি ছবিতে তিনি অতি সু-অভিনয় করিয়াছেন।

ব্যাসিল র‍্যাথ বোন

ইহাকে 'অ্যানা কার নিনা' ছবিতে গার্ব্বোর সঙ্গে অভিনয় করিবার জন্য নিউইয়র্ক হইতে হলিউডে আনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ ছবির কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় "রোমিও জুলিয়েট" ছবিতে ক্যাথারিণ কর্ণেলের সঙ্গে অভিনয় করিবেন স্থির করিয়াছেন।

—

ডিরেক্টর ডব্লিউ এস ভন ডাইক এর সঙ্গে "রাথ্ ম্যানিক্সের" বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

—

চিত্রজগতের উজ্জ্বল তারকা ক্লদেৎকলবার্ট শীঘ্রই তাঁহার স্বামী "নরম্যান ফষ্টার" এর সহিত বিচ্ছিন্ন হইবেন।

—

হলিউডের জনরবে প্রকাশ যে রোণাল্ড কোলম্যান এর সহিত লরেটা ইয়ংএর শীঘ্রই বিবাহ হইবে। সম্প্রতি রোণাল্ড কোলম্যান ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

ডিরেক্টর "লুইস মাইলষ্টোন"এর সহিত প্যারামাউন্টের সম্প্রতি এক চুক্তি হইয়াছে! তিনি শীঘ্রই একখানি ছবির কাজে হাত দিবেন।

—

মেট্রো বর্ত্তমান বৎসরের জন্য "এড্না ওয়াল্ড্ন"কে নর্ত্তকীর "মডেল' হিসাবে ধরিয়া লইয়াছেন। ইহার দেহের মাপ অনুযায়ী এই বৎসরকার সব নর্ত্তকী বাছাই করা হইবে কারণ "এড্না" ওদিকের দর্শকের নিকট অতি প্রিয়!

মেট্রো "কেমিল" ও "বিলাভেড্" নামে ২খানি ছবি তোলার ব্যবস্থা করিতেছেন। সুইডেন হইতে ফিরিয়া এই ২ খানা ছবিতেই 'গার্ব্বো' দুইটি ছোট ও অপ্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

—

রোমিও জুলিয়েট ছবিতে "নর্মাশিয়ারা"র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন—পরিচালনা করিবেন জর্জ্জ কুকার।

—

"দি প্রিজনার্স অব জেণ্ডা" ছবি পুনরায় নূতন করিয়া তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এবারও উইলিয়াম পাওয়েল ও মার্ণালয় প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

—

টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী পিক্চার্স শীঘ্রই "মেসেজ টু গ্যারিসিয়া" নামক একখানি ছবি তুলিবেন। এই ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান মেট্রোর নিকট হইতে ওয়ালেস বেরীকে ধার স্বরূপ লইয়াছেন।

—

ডংখিলি "দি রেইন মেকার্স" চিত্রে পুনরায় হুইলার ও উল্সির সহিত অভিনয় করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

চার্লস ফ্যারেলের পরবর্ত্তী ছবি হবে "ফরবিডেন্ হেভেন"। ইনি বহুদিন পরে আবার ছবিতে যোগ দিলেন।

—

"ওয়ে ডাউন ইষ্ট" ছবির স্যুটিং এর সময় নায়িকা জেনেট গেনর হঠাৎ মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ায় এই ছবিতে তিনি অভিনয় করিতে পারিবেন না—তাঁহার স্থলে অভিনয় করিবেন রোচেলা হাড্সন।

—

উভা ফিল্ম কোম্পানী ১৯৩৬ সালে ৩৬ খানা বড় ছবি, ৩০ খানা ছোট এডুকেশনাল ফিল্ম তুলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

—

বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান মিঃ লি গার্মস্ "কাইরালো ডি বার্গার" ছবিতে আলেকজাণ্ডার কোরডার সহকারী রূপে কাজ করিবেন। প্রধানাংশে অভিনয় করিবেন চার্লস্ লাফটন্।

উত্তরায় 'মন্ত্রশক্তি'

কথা-শিল্পী—অনুরূপা দেবী।
প্রযোজক—পপুলার পিক্‌চার্স।
পরিচালক—সতু সেন।
সঙ্গীত পরিচালক—কৃষ্ণচন্দ্র দে।
গীতিকার—শৈলেন রায়।
আলোক চিত্র-শিল্পী—সুরেশ দাস।
শব্দযন্ত্রী—মধু শীল।
সম্পাদক—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকালিপি—রমাবল্লভ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ডাক্তার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অম্বর—রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক—জহর গঙ্গোপাধ্যায়, আদ্যনাথ—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, বাণী—শান্তি গুপ্তা, অজা—চারুবালা, তুলসীমঞ্জরী—তারকবালা (লাইট), কৃষ্ণপ্রিয়া—রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি—"উত্তরা", ২১শে আগষ্ট ১৯৩৫ সাল।

সেদিন আমরা উত্তরায় 'মন্ত্রশক্তি' ছবিখানি দেখিয়া আসিলাম।

এই ছবিখানি সম্বন্ধে নানা জনের নানা মন্তব্য কাণে আসিতেছিল; অনেকেই বলিতেছিলেন, ছবিখানি না দেখিলেও চলে। কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিয়া আর যাহাই চলুক, সমালোচনা চলে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া দেখিয়া আসিলাম।

আশা করিয়াছিলাম অনেক-কিছু। প্রত্যেকটি বাংলা ছবির উদ্বোধনের পূর্ব্বে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—ছবিখানি অন্ততঃ এমন কিছু হোক্ যাহা দেখিয়া আসিয়া আমরা যেন একবার প্রাণ খুলিয়া প্রসংশা করিতে পাই, হে ভগবান, আমাদের গর্ব্ব করিবার মতন কিছু যেন উহাতে থাকে!

কিন্তু প্রতিবারই যেমন করিয়া আমাদের নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয়, এবারও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

ভাবিয়াছিলাম, সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপাদেবীর একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের চিত্ররূপ, তাহার উপর সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চ-প্রযোজক শ্রীযুক্ত সতু সেনের পরিচালনা,—না-জানি কি বস্তুই না হইবে!

কিন্তু শ্রীযুক্ত সতু সেন মঞ্চ প্রযোজনায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে 'মন্ত্রশক্তি' চিত্রের পরিচালনায় তিনি সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ আমাদের মনে হয়, মঞ্চ-প্রযোজনায় বারম্বার সাফল্য অর্জ্জন করিয়া তাঁহার সমস্ত মন-প্রাণ একেবারে মঞ্চময় হইয়া উঠিয়াছে! যে রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করিলে মঞ্চের নাটককে সর্ব্বজনউপভোগ্য করিয়া তোলা যায়, চিত্র-পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সে কথা তিনি জানেন না বলিলে বোধকরি তাঁহার উপর অবিচার করা হইবে। কাজেই সে অপবাদের বোঝা তাঁহার উপর আমরা চাপাইতে পারিলাম না। কারণ 'মন্ত্রশক্তি' চিত্রের মধ্যে এমন কতগুলি জিনিস আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—যাহার জন্য শ্রীযুক্ত সেনকে আমরা প্রশংসাই করিতে পারি। তবে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অন্যদিকের বিফলতার জন্য সেগুলির যথাযোগ্য মূল্য বা মর্য্যাদা কেহই দিবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই বইখানার ছবি তোলাই একটা মস্ত ভুল, কারণ বাঙ্গালী দর্শকদের জ্ঞান বা রুচি যে আজকাল "জিওমেট্রিকাল প্রোগ্রেশনে" উন্নতির পথে চলিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের সেদিকে দৃষ্টি না রাখিলে চলিবে কেন? যে বই দশ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের চোখে খোঁচা দিয়া জল আনিয়াছে এখন আর সে মায়াকান্না মানুষকে ব্যাকুল করিয়া তোলে না—এখনকার মানুষ "ম্যাজিক" দেখিতে চায় না—তারা চায় "লজিক"।

"মন্ত্রশক্তি'তে লেখিকা "মন্ত্রের" প্রভাবকে প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। এক জমিদারের আধক্ষেপা মেয়ে—অর্থাৎ যৌবনে যোগিনী সাজিয়া পাথরের ঠাকুরকে প্রেম জানাইলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা—পিতামহের নির্ম্মম উইলে "মানব স্বামী"র আশ্রয় তাহা লইতে হইল—কারণ বিবাহ না হইলে পিতা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা জমিদারের কুবেরের মত ভাণ্ডার থাকিতেও অন্য পাত্র জুটিল না—আসিল অম্বরনাথ—যে পুরোহিতপদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। উইলের জোরেই তিনি হইয়াছিলেন পুরোহিত, কিন্তু নিজের অক্ষমতায় শেষ পর্য্যন্ত জমীদার কন্যা বাণী (হবু পত্নী) দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন—যদিও স্বর্গীয় জমিদারের উইল এবং স্বর্গীয় পুরোহিতের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে এ কাজ করিবার অধিকার তাহার ছিল না। লেখিকা অম্বরনাথের বরখাস্তের পর কিন্তু রমাবল্লভের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন—"তা তুমি যখন নিজের অক্ষমতা জানাইয়াছ—তবে স্বেচ্ছায় বিদায় নাও।" কারণ লেখিকার যে তাহা না হইলে গল্প লেখা হয় না—চারিদিক হইতে উর্ণনাভের জালের মত উইলের জটিল বেড়াজালে তাহাকে এতই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

পুরোহিত অম্বরনাথের জীবননাটকের যবনিকা পড়িতে না পড়িতেই সুরু হইল জামাতা অম্বরনাথের জীবন নাটক। সেও এক আরব্য উপন্যাসের প্লট্। জমীদার কন্যা মানব-স্বামীর স্পর্শে দেহ কলুষিত করিলেন না—কাজেকাজেই বেচারা অম্বর বিবাহের পরদিনই আসামে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিতে চলিল। জামাতার নির্ব্বাসনে জমিদার গৃহিণীর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই "মানব স্বামীর" জন্য বাণীর ব্যাকুলতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। মাতার মৃত্যুর পর হইতেই সে ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল। মৃতপ্রায় অম্বরের সঙ্গে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখা হইতেই সে "মানব স্বামীর" জন্য বেদনায়, করুণায়, ব্যাকুলতায় অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার পরই মামুলী মিলন। বাণীর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল—ভূতও ছাড়িয়া গেল সে এক ওঝার গুণে—যাকে লেখিকা নাম দিয়াছেন—বিবাহের "মন্ত্রশক্তি"।

আর এক দিক হইতে আর একটি "সাইড্ প্লট্" আসিল যাহাকে পূর্ব্বের গল্প হইতে একেবারে সংশ্লিষ্ট না করিলেও মূল গ্রন্থের কোনো রকম ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না—সে হইল মৃগাঙ্ক আর অজার কাহিনী—লেখিকা বলিতে চান উচ্ছৃঙ্খল মৃগাঙ্ক তাহার পত্নীকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার—এই "মন্ত্রশক্তির" জোরে। আগে নাকি সে ছিল বন্ধু! মন্ত্রশক্তিতে যেন দুটি গল্পকে বটপাকুড়ের বিবাহের মতই একত্র গাঁথা হইয়াছে। এই তাল-গোলপাকানো টেল ভাল

গল্পের ভিতর যে মানুষগুলি চলা ফেরা করিয়াছে—তারাও কাজে কাজেই এক একটি অপরূপ চরিত্র লইয়া কলের মানুষের মতই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। কে বলিবে যে তাহাদের রক্তমাংসের শরীর। মন্ত্রের প্রভাব দেখাইতে যাইয়া চিত্রগুলি করা হইয়াছে "আন্‌-রিয়াল"। লেখিকা এই বিংশ শতাব্দীতে নিজের খেয়ালের এত বেশী প্রশ্রয় দিয়াছেন যে তাহা আর বলিবার নয়।

আমাদের মনে হয় 'মন্ত্রশক্তি' গল্পের চিত্র-নাট্যটি শ্রীযুক্ত সেন যদি কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা তৈরী করাইয়া লইতেন তাহা হইলে এই 'মন্ত্রশক্তি' এতটা রসহীন হইত না। মন্ত্রশক্তি চিত্রের আসল এবং একমাত্র গলদ যদি কোথাও থাকে ত' সে এই গল্পের গঠনপদ্ধতিতে।

চিত্রনাট্যকার গল্পটিকে সাজাবার অক্ষমতায় মূল গ্রন্থে যে রসটুকুও ছিল—নাট্যরূপ দিতে তাহাও নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই "মন্ত্রশক্তি"কে রসবিহীন আখের ছিবড়ের মতই আমাদের মনে লাগিয়াছে। কতগুলি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য প্রায়ই কারো সঙ্গে কারো সংযোগ নাই। কাটা-কাটা ভাবে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরকম ছবি দর্শককে কতই বা আনন্দ দিতে পারে! অভিনেতারা যখনই নিজেদের কোন কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই এই অকস্মাৎ খড়্গাঘাতে সেই মাধুর্য্যটুকু নষ্ট হইয়াছে। অকারণ "ক্লোজ আপ" আর অসংখ্য "ফেড আউট"এ ছবি খানাকে এবং দর্শক উভয়কেই লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। তারপর হইল "ডায়লগস্"—সময় সময় নিতান্ত পুঁথিগত ভাষা—বলিতে গিয়া অভিনেতৃগণ প্রায়ই আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, সেখানে মনে হইয়াছে প্রাণহীন ছায়ালোকচারীরা শুধু ছায়াই—সেখানে প্রাণের কোনও সাড়া নাই। এ ত্রুটি হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। তাহা ছাড়া আগাগোড়া ছবির পরিচালনায় পরিচালকের অন্য কোনরূপ ব্যর্থতা বা অক্ষমতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই।

শ্রীযুত সেনের ইহাই প্রথম উদ্যম। প্রথম বারের বিফলতায় হতাশ হইয়া তিনি যেন চিত্ররাজ্য পরিত্যাগ না করেন। যে প্রমথেশ বড়ুয়াকে আজ আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক বলিয়া অভিনন্দিত করিতে কুণ্ঠিত হই না, যে নীতিন বসুকে একজন অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান এবং সুদক্ষ পরিচালক বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, তাঁহাদেরও প্রথম প্রচেষ্টা বাংলা ১৯৮৩ ও বুকের বোঝার কথা একবার ভাবিয়া দেখুন! সুতরাং ভবিষ্যতে শ্রীযুক্ত সেনও যে একজন ভারতবিখ্যাত পরিচালকের সম্মান লাভ করিবেন না তাহাই বা কে বলিতে পারে!

মন্ত্রশক্তির একমাত্র সম্পদ তাহার গান রচনা, সুর সংযোজনা ও ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক্। গানগুলি রচনা করিয়াছেন যশস্বী গীতিকার শ্রীযুক্ত শৈলেন রায় তাঁহার রচনাবৈশিষ্ট্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সঙ্গীতপরিচালক অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেও কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। তাঁহার পরিচালনার অভিনবত্ব সত্যই প্রশংসা পাইবার যোগ্য। মন্ত্রশক্তির সঙ্গীতাংশ সুপরিচালিত হইয়াছে বলিয়াই বোধকরি এই বিরক্তিকর সুদীর্ঘ চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে দর্শকেরা একটুখানি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন!

অন্ধগায়ক শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গীত পরিচালনার আমরা উচ্চ প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীযুত বলাই ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী হরিমতীও কমলার (ঝরিয়া) গান ৩ খানিই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেশ দাসের আলোকচিত্র নিন্দনীয় নয়। বহির্দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ অন্তর্দৃশ্য অপেক্ষা ভাল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।—মন্ত্রশক্তির শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী শ্রীযুত মধু শীল ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

অভিনয়ের কথা বলিতে হইলে—

রমাবল্লভবেশী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় হইয়াছে মঞ্চ অভিনয়। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের খারাপ লাগিয়াছে কোনপ্রকার মেক-আপ এর আশ্রয় তিনি নেন নাই বলিয়া। বাণী যে তাঁহার কন্যা তাহা আমরা একটীবারের জন্যও ভাবিতে পারি নাই।

শান্তি গুপ্তাকে বাণীর ভূমিকায় মোটেই মানায় নাই! অভিনয়ে কোথাও প্রাণের সাড়া পাইলাম না।

অম্বর নাথের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোরকমে কাজ সারিয়াছেন। শেষের দিকে তাঁহার একটি ক্লোজ আপ এ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—তাঁহার হাতে ও মুখে লম্বা লম্বা কালির আঁচড় কাটা দাগ। এ দাগগুলি যে কিসের জন্য দেওয়া হইয়াছে বুঝিলাম না।

মৃগাঙ্ক আমাদের হতাশ করিয়াছে।

অজ্ঞাকে মানাইয়াছে ভালো। তবে তাহার কথাগুলির মাঝে মাঝে সুরেলা হইয়া পড়িয়াছে।

তুলসী-বেশী মিস্ লাইট্ যখন শাঁক বাজাইতে ছিলেন তখন একসঙ্গে অনেকগুলি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম।

ডাক্তারবেশী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় ভাল লাগিয়াছে।

অন্যান্য ছোট ভূমিকাগুলির কথা আর নাই বা বলিলাম!

সম্পাদকের ত্রুটী যথেষ্ট।

চিত্রচয়ন ঃ—

নিউ থিয়েটার্স :—

শ্রীযুত নীতিন বসু পরিচালিত বাংলা সবাক "ভাগ্যচক্রে"র স্যুটীং প্রায় শেষ হ'য়ে এল'। ছবিখানি একটু নতুন ধরণের হবে বলে আশা করা যায়। ৺পূজার পূর্ব্বেই চিত্রায় মুক্তিলাভ ক'রবে ধূপছাওর কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল।

* *

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া শীঘ্রই "বামুনের মেয়ে"র চিত্ররূপ দেবেন।

* *

এদের "ব্লাড ফিউড্" এই মাসের মাঝামাঝি ক'লকাতায় মুক্তি পাবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ —

এদের বাংলা সামাজিক চিত্র "পায়ের ধূলো" আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর রূপবাণীতে আত্মপ্রকাশ করবে। এদের পরবর্ত্তী বাংলা চিত্র হবে "পথের শেষে"। পরিচালনা কোরবেন শ্রীযুত জ্যোতিষ মুখার্জ্জী।

মহানিশা ফিল্মস্ :—

শ্রীযুত নরেশ মিত্রের পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাংলা সবাক চিত্র "মহানিশা" বড়ুয়া ষ্টুডিওতে তোলা হচ্ছে। রঙমহলের শিল্পীবৃন্দ এই ছবিতে অভিনয় করচেন। রঙমহলের শ্রীযুত শিশির কুমার মল্লিক মহাশয়ই এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী; আমরা এই নব প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

পাইওনিয়ার ফিল্মস্ ঃ—

এখানে রসরাজ অমৃতলালের "তরুবালা"র স্যুটীং গেল বুধবার থেকে আরম্ভ হয়েছে। ভূমিকালিপি এই : -

মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক---অহীন্দ্র চৌধুরী, অখিল -- জহর গাঙ্গুলী, বেণী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বেহারী—শৈলেন চৌধুরী, হারান --আশু বোস, হীরালাল---কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তরুবালা— জ্যোৎস্না গুপ্তা, পারুল—মীরা দত্ত, আমোদিনী— প্রভা, প্রসন্নময়ী---নগেন্দ্রবালা, বামা—হরি-সুন্দরী, (ব্লাকী) প্রভৃতি। ছবি খানা নাকি ৺পূজার পূর্ব্বেই ছায়ায় মুক্তিলাভ কোরবে।

বেঙ্গল টকীজ ঃ—

এদের প্রথম সবাক চিত্র "ওয়ান ফ্যাটাল নাইটে"র স্যুটীং ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে চল্‌ছে। সুন্দরী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী জেরিনা খাতুন নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালনা কোরছেন প্রসিদ্ধ পরিচালক শ্রীযুত মধু বোস।

সনোরায় পিক্‌চার্স :—

এই নব প্রতিষ্ঠানটি রসরাজ ৺অমৃতলালের "খাস দখলে"র চিত্ররূপ দিচ্ছেন।

চিত্রা :—

আসছে শনিবার থেকে এখানে দুখানা হাসির ছবি দেখান হবে। "কেণ্টকি কার্ণেল" ও নিউথিয়েটার্সের "অবশেষে" ছবি দুখানাই বিশেষ উপভোগ্য।

রূপ-রেখা

রওনক :—
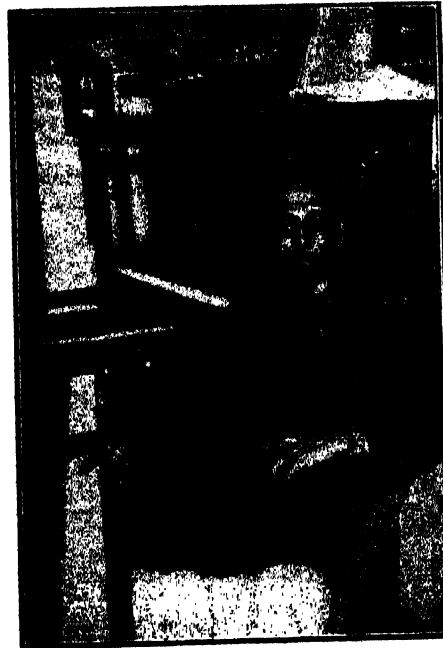
এখানে ওয়ার্ণার্সের বিখ্যাত নৃত্য-গীত মুখর চিত্র "গোল্ড ডিগার্স অব ১৯৩৩" প্রদর্শিত হ'বে। এই ছবি সম্বন্ধে নূতন ক'রে বলার প্রয়োজন নেই।

ছায়া :—

"লেট দেম হ্যাভ ইট" নামক একখানা প্রথম শ্রেণীর রোমাঞ্চকর চিত্র এখানে প্রদর্শিত হবে প্রধানাংশে অভিনয় ক'রেছেন রিচার্ড আর্লেন, ভার্জিনিয়া ক্রস প্রভৃতি।

দীপালী :—

শনিবার থেকে মেট্রোর "হেল বিলো" ও বুধবার থেকে চার্লির "সিটি লাইট" প্রদর্শিত হবে। ছবি দু'খানাই উপভোগ্য।

গণেশ টকী :—

আদর্শ চিত্রের এই প্রথম চিত্র ধুঁয়াধর এখানে গেল সপ্তাহ হইতে প্রদর্শিত হইতেছে। ছবিখানির দৃশ্য সজ্জা চমৎকার ও অভিনয় মোটের উপর মন্দ নয়।

নবগঠিত বেঙ্গল ফিল্ম সেন্সর বোর্ড :—

১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৬ সালের ৩১শে আগষ্ট এর জন্য নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া সেন্সর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ কলসন্ সভাপতি (এক্স অফিসিও), মিঃ এইচ, আর, নর্টন, এম্-এল-সি, মিঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ, মিঃ এ, ম্যালেট্, মিঃ এ, কে, চন্দ, মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এম্-এল-সি, খান বাহাদুর, এ, এফ, এম্ আব্দার রহমান, এম্-এল্-সি, মিঃ এইচ, এস সুরাবর্দি, বার এ্যাট্-ল, এম্-এল-সি, মিসেস্ এল্ক, ষ্টানলে, মিসেস্ এন-সি-সেন, ষ্টাফ্ ক্যাপটেন প্রেসিডেন্সী ও আসাম ডিষ্ট্রিক্ট ফোর্টউইলিয়ম, কলিকাতা (এক্স অফিসিও) কলিকাতা হেড্ কোয়াটার্সের ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের সেক্রেটারী (এক্স অফিসিও)।

রঙ্গমঞ্চ :—

রূপমহল :—

গেল বুধবার এঁদের "জহিরণ" নাটকের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিলো। এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী হ'তে ৫০ অভিনয় পর্য্যন্ত যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা একদিনও অনুপস্থিত না থাকিয়া অভিনয় করেছেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে পদক উপহার দিয়াছেন।

আগামী শনিবার থেকে এদের নূতন নাটক শ্রীযুত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "আত্মাহুতি" উদ্বোধিত হবে। সন্তোষ দাস, সন্তোষ সিংহ, ললিত মিত্র, গণেশ গোস্বামী, রেণুবালা, মতিবালা, সরসিবালা প্রভৃতি এই নাটকে অভিনয় ক'রবেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর সাফল্য কামনা করছি।

মিনার্ভা :—

গেল শনিবার এদের নূতন নাটক "বীর্য্য-শুল্কা"র উদ্বোধন হয়েছে। এদের অন্যান্য নাটকের মতই এই নাটকখানা বহুদিন ধ'রে চল্‌বে বলে আশা করা যায়।

রঙমহল :—

এই প্রতিষ্ঠানের নূতন কোন খবর নেই। ভেতরকার গণ্ডগোলই এর একমাত্র কারণ।

শারদীয়া রূপ-রেখা

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের বহু তথ্যপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি ও অন্যান্য গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, খেলা-ধূলা, কৌতুক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক নানারূপ দেশ বিদেশের সংবাদ, চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বহু চিত্তাকর্ষক-চিত্রে সুশোভিত হইয়া আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই বাহির হইবে।

আমাদের গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, পাঠক পাঠিকাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইবে। কোন অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া উপযুক্ত ডাক টিকেট দিবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাগণ অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে মনোমত স্থান রিজার্ভ করিবেন। বিলম্বে পছন্দমত স্থান পাওয়া শক্ত হইবে। বিজ্ঞাপনের হার সুলভ সত্বর আবেদন করুন।

রূপ-রেখা—ঢাকা ব্রাঞ্চ
৪২নং আয়রণ ব্রীজ রোড,
—ঢাকা—

নিবেদক
ম্যানেজার—রূপ-রেখা
৬নং ভুবন চ্যাটার্জ্জী লেন,
—কলিকাতা—

Edited, printed and published by Jyotish Chandra Ghosh from Rup-Rekha Press, 6, Bhubon Chatterjee Lane, Calcutta.
Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshab Chandra Sen Street (New name for Mechuabazar Street) Calcutta.

The Coming Pictnres of East India Film Co.

Are Pictures Of Distinction

SULTANA

Urdu Talkie

A bold exploitation of the most voluptuous screen beauties. A social photoplay crammed with dances, fights and thrills. Gul Hamid the handsome hero of "Chandra Gupta" and the exquisitely beautiful Zarina, as the hero and the heroine of theo potoplay, from combination that baffle all description—

Directed by : A. R. Kardar

Night Bird

Urdu Talkie

The first Detectve Thriller of the Indian Movie..................... Nazir Ahamed who played the role of Chanakya in East India Film Coy's 'Chandra Gupta' appears as the detective. Mr. Gul Hamid and miss Anwari (the beautiful songstress of Amritsar) play the role of the hero & the heroine. A cast with "right man in the right place"

Directed by Dhiren Ganguly

SELIMA

Urdu Talkie

A milestone of progress in the Indian Cinematographic art. Romance, Revenge and Pathos harmoniously plended with dance and music Astounding settings, acting of tried artistes charming ballets, befitting music will exact your admiration and dissolve you into ecstasy

Directed by : Madhu Bose

Lava Kush

Tamil and Telugu Talkie

East India Film Coy's 'Ramayan' in Tamil and 'Savitri' Talugu broke all previous re-cords of Silent as well as Talkie pictures for continuous run in South India, and "LAVA KuSH" is

Directed by : C. Pullaya

who was the joint director of "Savitri" in Talegu. Played by a troupe of 150 selected artistes from South India

Disrtributos and Exhibitors

A FIX TO SELECT AS NONE YOU CAN NEGLECT

We are open to negotiation for the Provincial or World's right of exhibition

For Particulars Apply

Manager, East India Film Coy.

REGENT PARK *TOLLYGUNGE*

প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪১

17th August, 1934.

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার—নাইটবার্ড চিত্রে

মিস্ আনোয়ারী—

আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রা আজ হইতে সুরু হইল কিন্তু যে সংজ্ঞায় ও রূপে আমাদের এই গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পথে সামান্য একটু অন্তরায় ঘটিয়াছে। তাই প্রথম দু এক সংখ্যা আপনাদের রূপরেখা নামেই অভিবাদন করিব। আশা করি অল্পদিন মধ্যেই আমাদের সঙ্কল্পিত রূপেই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিব।

আমাদের কল্পনা আজ রেখায় ও রূপে প্রকাশ লাভ করিল যাঁহাদের উৎসাহে ও অনুগ্রহে, তাঁহাদের আমরা আজ সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবাদন করিতেছি। যাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ আমরা অবনত শ্রদ্ধায় শিরোধার্য্য করিলাম। আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা ইঁহাদের করুণাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইব না।

বন্ধুবর চিত্রশিল্পী মিঃ ডি, এন, ঘোষ রূপরেখার ডিজাইনটী আঁকিয়া দিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের এ প্রথম প্রচেষ্টায় ত্রুটী হয়ত অনেকেই পরিলক্ষিত হইবে, কিন্তু সকলের অনুগ্রহদৃষ্টির অন্তরালে উহা বিলুপ্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিলেও আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীজ্যোতীষ চন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক—

কল্যাণীয়—

জ্যোতিষ,

রূপ রেখা নামে একটি সাপ্তাহিক তুমি বার করবে শুনে আমি সত্যই সুখী,—সুখী এই জন্য যে ইহার আলোচ্য বিষয় হবে ছায়া চিত্রে সচিক অভিনয়। ছায়া কায়ার'ই। সুতরাং ছায়া ও কায়া উভয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যই এক—সকল দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন ভারতের অভিনয় শিল্প ভারত বাসীর নিজস্ব।

সুতরাং আমাদের একটা স্বাতন্ত্র আছে। সে স্বাতন্ত্র ভাব রাজ্যে। আমরা বিজাতীয়দের নিকট সকল বিষয়েই হেরে গেছি শুধু এখনও মনে হয় হরি নি—এই খানে। আমাদের নাট্য শাস্ত্রের একটা সূত্র আছে হিতোপদেশজননং নাট্য মেতদ্ভবিষ্যতম—হিতোপদেশ জননের জন্যই নাটকের প্রয়োজন কাজেই "তথা লাঞ্ছকরং তু যদমং এবম্বিধং ভবেৎ তত্তৎ, রঙ্গং করয়েৎ—অর্থাৎ যাহা রুচি ও রীতি বিগর্হিত তাহা নাটকের অভিনয়ে দেখাইবে না। আমাদের সনাতন ভাব নিয়ে আমাদের দেশের সনাতন রুচি নিয়েযাতে আমাদের দেশের সমস্ত নাটক গড়ে উঠে ও অভিনিত হয়—সেই সমালোচনার উপর তোমার দৃষ্টি যেন থাকে এই অশীর্ব্বাদ করি।—বাঙ্গলায় বা ছবি ঘরে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় বা যে ভাব দেখান হয় তাহা আমাদের পিতা পুত্র, পতিপত্নী, ভ্রাতা ভগ্নী, একত্রে বসে সমাহিত চিত্তে শুনে বা দেখে থাকে। অভিনয়ের গৌন উদ্দেশ্য যে মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন ও চিত্ত শুদ্ধি জনন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ আমার নাই।—তুমি এই মন্ত্রে দিক্ষীত হয়ে তোমার কাজ চালাও এই আমার অন্তরীক আশীর্ব্বাদ—দেশের ও দশের কল্যাণ কর।

-শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

১৩.৮.৩৪

সার্থকতা

—শ্রীদেবকী কুমার বোস

আপনাদের "রূপরেখার" সাফল্য কামনা করি।

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যখনই কোন কাগজ বাহির হয়, তখনই একটা আশঙ্কা আমার মনে জেগে ওঠে যে, অচিরেই এই কাগজখানি হয়তো কোন দলভুক্ত হ'য়ে যাবে; এবং দলভুক্ত হবার পর কাগজ বাহির করবার যে উদ্দেশ্য তাহা যে ব্যর্থ হয়ে যায়—এ ব্যাপার ও আমি প্রায় সবক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি। আপনারা এই প্রলোভন ও বিপদ হতে নিজেদের আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করবেন—এর চেয়ে বড় শুভেচ্ছা আমার আর কিছুই নাই।

আমার এই কথাটা অনর্থক উপদেশ বলে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কথাটা আপনারা ভাল করে ভেবে দেখবেন। বাংলা দেশে ছায়াছবি সম্বন্ধে কাগজের তো অবধি নাই, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করে জাতীয় জীবনে ছায়াছবিকে জাতীয় অর্থনৈতিক বা জাতীয় শিল্প হিসাবে বড় করে তুলে ধরতে ক'খানি কাগজ চেষ্টা করেন তা-ও আপনারা জানেন। আরও দশরকম সংবাদের মধ্যে ছায়াছবির কথাও আজিকার পাঠক জানতে চান, তাই কাগজের মালিকেরা সেই সংবাদ দেন। কিন্তু আপনারা এক কাজ করুন।—ছায়াছবি সম্বন্ধে এমন সব জিনিস লিখুন, আপনাদের "রূপরেখার" রূপ এমনই সুন্দর করে তুলুন, যাতে "রূপরেখার" জন্যই নূতন পাঠক পাঠিকার সৃষ্টি হবে। এবং সেই সব পাঠক-পাঠিকারা যেদিন বাংলার চলচ্চিত্রের কারখানা ও শিল্পীদের কাছে নূতন উন্নত ছবির দাবী করবেন, সেই দিনই আপনাদের "রূপরেখার" উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

ফিল্মশিল্পের নির্ভরতা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
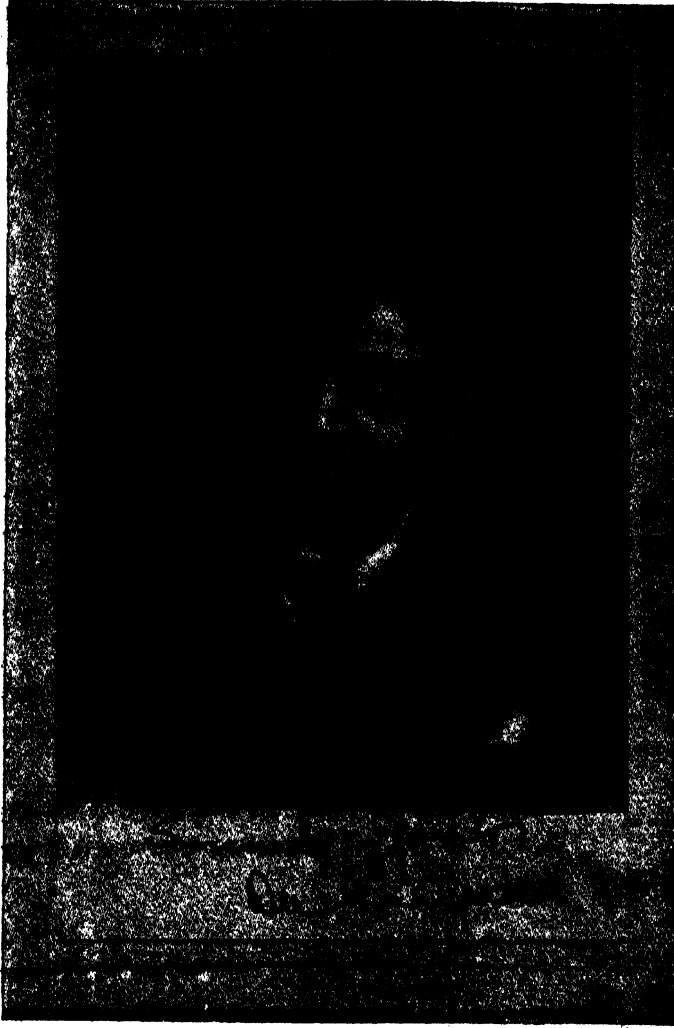
সুন্দরের তপস্যায় যখন মানুষ আত্মনিয়োগ করে, তখন তার সর্ব্ববিধ কামনার অন্তরালে নবীন তম যে পুষ্পকোরকটী এক অপরূপ সার্থকতয়া আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, গোপন লোকের সেই সুন্দরকে মানুষ চায় বাহিরে প্রকাশ করিতে। আর সেই প্রকাশ যদি হয় সুষ্ঠু—যদি হয় সর্ব্বজন মনোমোহন, তবেই হয় স্রষ্টার তৃপ্তি—সৃষ্টি লভে লোভে সার্থকতা।

আমাদের দেশের ছায়াছবি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। আমরা ছবি তৈরি করি কিন্তু তাকে প্রাণবন্ত করিবার তপস্যা আমাদের নাই। আমরা quality picture তৈরি করিতে গিয়া, Box officeএর কথা ভুলিয়া যাই।

আমাদের দেশের এই শিল্পটীকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, তাকে নিত্য নতুন রূপে ও রসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই দীন দরিদ্র দেশে, অর্থের অভাবে সব কিছু প্রচেষ্টাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাজেই, আমাদের অক্ষমতার দোষে যাতে এই শিল্পটি একেবারে নষ্ট হইয়া না যায় তাহার দিকে নজর রাখিতে হইবে।

ইংরেজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে—to use a cat's paw—অর্থাৎ পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা। আমাদের দেশে কোন কোন Director এই পন্থার পরিপোষক। তাঁরা pro luceerএর মাথায় পা দিয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস পায়।

আমাদের দেশে ছবি তৈরী করিবার পূর্ব্বে তিনটি জিনিষের প্রতি নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন, Cost, quality & Box office, কম খরচায়, যথা সুন্দর ছবি তৈরী করিয়া প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। cost কম হইলেই যে ছবিতে quality থাকিবে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। চতুর পরিচালকের হাতে পড়িলে, যে কোন ছবিই সুন্দর হয়। আবার এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে ছবির ভালো মন্দের জন্য একমাত্র Directorই যখন একমাত্র দায়ী তখন Produceer আর Director যদি না Co-operating হয় তবে ছবিসুন্দর হওয়া অসম্ভব।

সম্পাদক ভায়া, কাজের চাপে তাড়াতাড়িতে যে কয়টি কথা লিখিলাম আশা করি তোমার কাগজে ইহার বিশেষ আলোচনা হইবে। গালিমন্দ করা সহজ, কিন্তু অসুন্দরকে সুন্দর করা, গুপ্তকে গোচরিভূত করা অপ্রাণকে প্রাণবন্ত করায় যে সার্থকতা যে তৃপ্তি আছে তাহার তুলনা নাই। মনে রাখিও জীবনের স্বচ্ছলতা যেন মরণের দৈন্যে কলুষিত না হয়।

"রূপ-রেখা" আসিতেছে, এবং প্রথম সংখ্যায় আমায় কিছু লিখিতে হইবে, ইহাই মান্যবর সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ, কিন্তু আমি কি লিখিব,—লিখিবার যাহা ছিল, তাহা অনেকবারই লেখা হইয়াছে এবং অনেকের দ্বারাই।

আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং ইহাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। বাঙলার, তথা ভারতের ফিল্ম-শিল্প যে অদূর ভবিষ্যতে "জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসনের" দাবী করিবে, এবিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে সে বিষয়ে সংবাদ-পত্র-সেবীবৃন্দ ও জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ, যে তিনি যেন প্রত্যেক ছবির নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং যথাযোগ্য উপদেশ দানে আমাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন।

—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কালী ফিল্মস্।

চিত্রজগতে বড় কে ?

(প্রমথেশ বড়ুয়া)

চলচ্চিত্র সংগঠন পদ্ধতি আর মানুষের প্রত্যেক কাজের প্রণালী এ দুয়ের একটা সুন্দর সাদৃশ্য আছে।

মানুষের কাজের প্রণালী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তার চারটে ভাগ আছে। প্রথম হচ্ছে মস্তিষ্ক—যাতে আছে উদ্ভাবনী শক্তি আর তার বুদ্ধিবৃত্তি তারপর প্রয়োজন—অর্থাৎ কার্য্যকরী ক্ষমতা বা শক্তি; সবশেষে প্রয়োজন কাজ করবার উপায়। আর এই শক্তি যখন মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয় তখন যেটা সৃষ্টি হয় সেইটাই কাজ—আর তার সুস্থ সবল দেহ (উপায়) সেই কার্য্য সংগঠনে সহায়তা করে।

চিত্র জগতেও ঠিক তাই। ছবি হচ্ছে একটা কাজ; আর এর পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এরও ঠিক চারটে তেম্নি ভাগ আছে।

মানুষের কাজের প্রণালীকে চারভাগে ভাগ করে আমরা পেয়েছি—মস্তিষ্ক (Brains), শক্তি (Energy), কাজকরবার উপায় (Means) আর সৃষ্ট কর্ম্ম (resultant action).

ছবি প্রযোজনায় মস্তিষ্ক হচ্ছে পরিচালক (Director), শক্তি হচ্ছে অর্থবান প্রযোজক (producer), উপায় হচ্ছে ক্যামেরা, অভিনেতা, ইত্যাদি (means)—আর এই সকলের সমবায়ে তৈরি হয়—ছবি (resultant action).

যদি কোনও মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত থাকে তা'হ'লে যেমন কার্য্যকরী ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যতই থাকুক না কেন—তার কার্য্য কলাপ কখনও ভাল হয় না,—তেমনি চিত্রের পরিচালক ভাল না হ'লে অন্য সব বিষয়ে যতই সুবিধা থাকুক না কেন, ছবি কিছু'তেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পারে না।

আবার প্রযোজক যদি বলশালী (ছবির জগতে অর্থশালী) না হয়—তা হ'লে এই দুর্ব্বলতায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির সকল চেষ্টা বৃথাই নষ্ট হয়।

যেমন কার্য্যকরী ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তি—প্রযোজক ও পরিচালক—দুইই দরকার,—তেমনি আবার এদের পরিস্ফুটনার জন্য উপযুক্ত শরীরের (means) প্রয়োজন, যাকে অবলম্বন করে এদের চেষ্টা কার্য্যরূপে প্রকাশ পেতে পারে।

অনেকে অনেক সময় চিত্র-সংগঠনে কা'র প্রয়োজন বেশী তাই নিয়ে নানান্ রকম তর্কের সৃষ্টি করেন। আমি প্রযোজককে বল্‌তে শুনেছি যে ছবি তিনি টাকা খরচ করলেই তৈরি করতে পারেন, পরিচালক কি ছ— কিছু না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার পরিচালককেও বল্‌তে শুনেছি যে যেহেতু তিনি মস্তিষ্ক—তিনিই সব। অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান্, এঁদেরও বল্‌তে শুনেছি যে তাঁরাই সব—কারণ তাঁদেরই শেষে সব কার্য্যে পরিণত করতে হয়।

চিত্র-সংগঠনে প্রযোজক, পরিচালক ও অন্যান্য কার্য্যকরী বিভাগের কা'র কতটা আপেক্ষিক প্রয়োজন বা relative importance সেটা আমি বলব না। তাই শুধু উদাহরণ দিয়েই শেষ করলাম।

মানুষের কোন কার্য্য সম্পাদনে তার ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—কোনটা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তার ভাবনা আপনাদেরই ভাবতে দিলাম।—

The Editor,
RUP-REKHA.
GROSVENOR HOUSE.
CALCUTTA.

BOMBAY 11th AUGUST
1934.

Dear Sir,

I am very glad to learn that you have decided to start a Weekly Journal, named Rup-Rekha to be devoted to Cinema and Screen.

I wish your paper a long life and Great success.

Yours truly,
SULOCHANA.

আমি ও তোমরা

—শ্রীচারু রায়

আমার কর্ম্মক্লান্তির এপারে দাঁড়াইয়া আমি আজ তোমাদের শুভ কামনা করি। আমি প্রার্থনা করি তোমরা জয়যুক্ত হও—তোমরা জয়যুক্ত হও, তোমাদের মনে—তোমাদের কর্ম্মে! তোমাদের মর্ম্মে ও মানসে ফুটিয়া উঠুক জয়ন্তীর নববেদ।

একদিনের মূক আজ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে—এক কালের স্বপ্ন আজ বাস্তবের স্বার্থকতায় পরিপূর্ণ—আর তোমরাই তার অগ্রদূত. পরিপোষক।

সুদূর হইতে আসে যে বাণী—অস্পষ্ট, অগভীর, তোমরাই কর তাকে সুপষ্ট,—সুন্দর!

আমরা স্রষ্টা, তোমরা তার প্রসারক।

আমি আশা করি আমাদের দেশের ছায়াছবির অন্তরের কাহিনী তোমরা প্রাণবন্ত করিয়া প্রকাশ করিবে। নবপ্রচেষ্টায় ত্রুটী বিচ্যুতির অভাব থাকে না, হয়ত আশানুযায়ী ফলপ্রসূও হয় না, কিন্তু আজিকার দিনের এই অক্লান্ত পরিশ্রম, অটুট সাধনা, ভবিষ্যৎকালে যে পরিপূর্ণ সাফল্যে জয়যুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর তোমাদের রূপরেখাই হয়ত সেদিন অপরূপ রূপসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অকলঙ্ক গরিমায় শোভা পাইবে।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়—

মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলা বা কাগজে প্রবন্ধ লেখার আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। তবে আপনারা নূতন উদ্যমে কাগজ বাহির করছেন এবং আমার লেখা চেয়ে পাঠিয়ে আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন—সে অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয় জেনে, জোর করে ২।৪ লাইন লিখে পাঠালাম। ভুল চুক মানিয়ে নিবেন।

আমরা চলচিত্র জগতের লোক। সকলের ধারণা আমরা কেবল মাত্র কল্পনার রাজ্যে বাস করি। কথাটার মধ্যে সত্য আছে যথেষ্ট। আপত্তি ঐ 'মাত্র' কথাটী নিয়ে। আমাদের যে বাস্তবের সঙ্গে কত নিকট সম্বন্ধ রাখ্‌তে হয়—অসমর্থ হলে যে কিরূপ পদে পদে ঠকতে হয় সে সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলবার চেষ্টায় রহিলাম।

উপস্থিত আপনারা বাণীর সেবা করিতে চলেছেন; যা'তে তাঁর সম্মান রেখে আপনারা জয় যাত্রা সুরু করতে পারেন,সেজন্য আমি ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করছি। আপনারা এই শুভ উদ্দেশ্যে জয়যুক্ত হউন।

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান আমার নিকট বড় প্রিয় জিনিষ বেশী কিছু বলা বাহুল্য।

ষ্টুডিওর কাজে অত্যন্ত ব্যাস্ত থাকায় এবারের মতন এ'খানেই বিদায় নিলাম।

আমার আন্তরিক প্রিতি আপনার প্রতিষ্ঠানের সকলকে জানাবেন। ইতি—

শ্রীঅমর মল্লিক।

—শ্রীচিত্ত রঞ্জন ঘোষ

'ফিল্মল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠাতা

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে বাঙ্গালী সংবাদসেবীর কোন আসন আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়, তবে উচ্চাসন নাই একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার কারণ বিচারের সময় এখন নয়, যদি দিন আসে তবে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার অর্ঘ্য লইয়া 'রূপরেখার' মন্দিরোপান্তে উপস্থিত হইব এই আমার আশা। জানিনা কুহকিনী আশা আমার ফলবতী হইবে কিনা। আপাততঃ আমার হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়া রূপরেখার মঙ্গল কামনা করিতেছি ও প্রার্থনা করি যেন কোন শয়তানের প্ররোচনায় বা মোহিনীর মায়ায় নব বাংলার এই নব উদ্যম ব্যর্থ না হয়।

"আয়না"

শ্রীমায়া রায়

রূপকথায় পড়েছি রাণী বিম্ববতী সর্ব্বদা তাঁর আয়নাকে জিজ্ঞেস্ করতেন পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দরী কে? আয়না চিরকাল উত্তর দিত তাঁর মত সুন্দরী আর কেউ নেই। কিন্তু এমন দিন এলো—সেদিন আয়না এক নতুন কথা বল্লে যেকথা বিম্ববতীর মোটেই প্রিয় হোল না। যে রূপকে তিনি পরম সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন তা মিথ্যে হ'য়ে গেল—তাঁর রূপ যেমন ছিল তার থেকে অবশ্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি কিন্তু তাঁ'র ব্যথা লাগ্‌লো কোথায়—না তাঁ'র চেয়েও সুন্দরী আছে। সেই অহঙ্কার থেকেই তাঁর সর্ব্বনাশ হোলো।

রূপ নিয়ে গর্ব্বকরার মত রূপ আমার কোনও কালেই ছিলনা—সেইদিক থেকে আমার সুবিধা হোলো বিম্ববতীর জন্য একটু দুঃখ করবার বেচারা যদি আয়নায় মুখ দেখার সময় একবার ভেবে দেখ্‌তেন যে তাঁর চেয়ে রূপহীনা অনেকে আছে—আর তিনিও যে এত রূপসী তা না হ'য়ে তো কুরূপাও হতে পারতেন—তা হলে কি অবস্থাটা হোতো? কিন্তু এসব বাজে তত্ত্বকথা—কি যাদের সব আছে তাদের মনে কখনও আসে? যাদের নেই তাদেরই মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এসবের সৃষ্টি।

বিম্ববতীকে হিতোপদেশ দিতে গিয়ে এক বিপদ ঘট্‌লো—মনে হলো নিজেরি কিছু উপদেশের প্রয়োজন হয়েছে। রূপ নিয়ে অহঙ্কার করার কিছু না থাকলেও সংসারে ধন মান যশের অহঙ্কার সে সর্ব্বদা ওঁৎ পেতে বসে আছে মানুষের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে তার স্কন্ধে চেপে বসবার জন্য সেই কথাটাই বার বার মনে পড়তে লাগ্‌লো। দেখলাম নিজেকে সাবধান করার দরকার হয়েছে।

পৃথিবীতে কুরূপ কুচক্রীর অভাব নেই—তাই বলে তাদের ঘৃণা করার কি অধিকার আছে আমার? কারু কোনও একটা খারাপ স্বভাবের ওপর তীব্র মন্তব্য করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে নিজেকে সেই জায়গায় রেখে যদি বিচার করতে হোত্‌? তার দোষের আয়নায় যদি আমার ভেতরকার দোষগুলি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তবে কি রকম হয়? ভাবতে গা শিউরে ওঠে—কোনও মানুষের ওপর নিষ্ঠুর বিচারকগিরি করতে মন চায় না। তখন তার ওপর বিজাতীয় ক্রোধের ভাব ঘৃণার ভাব কেটে যায়। তাকে দেখে আমি সাবধান হ'তে পেরেছি—তা না হ'লে আমার কি গতি-হতো এই জন্য তার ওপর কৃতজ্ঞতার ভাব আসে—অনুকম্পা হয়—নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ছেলে বেলাকার বিম্ববতীর কাহিনী যত মূল্যবান ছিল—তা আমার আজকের দিনের জীবন যাত্রার পথেও সে কাহিনী এমনি করেই তার মূল্য আদায় করে নিল।

Specially written for the opening number of RUP-REKHA;

চিত্র-গঠনে গতিশীলতা

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল বি, এ।

চিত্র-জগতে আজ যে প্রগতির প্রবাহ সুরু হইয়াছে তাহার মূলেতে আছে অবিরাম গতি বা speed.

"Old order changeth, yielding place to new"—ফিল্ম-শিল্পে, চিত্র-গঠনের সেই প্রাচীন, মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিগুলি তিরোহিত হইয়াছে। মুখর চিত্রের জন্ম, ক্রম বিকাশ এবং অতি দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-গঠনের পূর্ব্ব প্রচলিত ধারাগুলি (production methods) আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সবাক ছবির চাহিদা বাড়িয়াছে। ভারতীয় চিত্র-জগতে নবজীবনের সাড়া পড়িয়াছে। আজ দিকে দিকে প্রতিযোগীতা। এই প্রবল প্রতি-যোগীতা বা Competitionএর উপর চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

জীবন চায় দুর্নিবার গতিতে ছুটিতে। এই গতিশীলতার উপরেই জীবনের ভিত্তি। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা Douglas Fairbanks বলেন:—"Speed is actually life. The whole universal system is built on motion. When motion ceases, life stops. The faster the motion, the fuller the life. Thats why I am *speeding up.*"

ডগলাশের জীবন এবং তাহার কর্ম্মধারা এই অবিরাম গতি-প্রবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার মনে হয়, সকল সত্যকার কর্ম্মীর জীবনেই এই মূলমন্ত্র উপলব্ধ হওয়া চাই। চিত্র-শিল্পে, বিশেষ করিয়া এই প্রবল প্রতিযোগীতার যুগে, কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রণে গতিশীলতার একান্ত প্রয়োজন।

"Slow and Steady wins the race"—এ নীতি বর্ত্তমান যুগের নীতি নয়।

এখনকার কর্ম্মীদের হওয়া চাই *"Quick and Steady"*. কর্ম্মধারার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অবিরাম গতিবেগে তাহাকে ছুটিতে হইবে।

"আগে চল, আগে চল ভাই"—"March Onward" ইহাই নব-জীবনের মূলমন্ত্র।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ভারতীয় চিত্র-জগতের কর্ম্মীদের জীবন এই আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। *Quality* বা ছবির গুণাগুণ অবহেলা করিয়া *Quanity* বা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমি SPEED বা গতিশীলতার পক্ষপাতি নহি।

চিত্র গঠনে Quality এবং Quantity—উভয়েরই প্রয়োজন।

ছবির গল্পের সুর।

শ্রীফণীভূষণ মজুমদার

—নিউ থিয়েটার্স—

গল্প ও উপন্যাস কেবলমাত্র ছবন্ত সুসম্বদ্ধ ঘটনাবলী নয়—বিশেষ বিশেষ রস-সৃষ্টির জন্য এতে প্রয়োজন মত একটু, এমন কি স্থানবিশেষে বিশেষ একটু অস্বাভাবিকতা আনাও হয়ে থাকে। কাব্যে ও সাহিত্যে আমরা ফোটাতে চাই বিশেষ ভাব, ভঙ্গী ও চিন্তার মধ্যেকার বিশেষ সুরটি খুব কুৎসিত বা অস্বাভাবিক ঘটনাও লোকের মনকে স্পর্শ করতে পারে যদি তা প্রকাশ করা হয় তার যথোপযুক্ত সুরের ভিতর দিয়ে, সুন্দর কুৎসিৎ, ভাল মন্দ, সহজ জটিল, নিস্তেজ উদ্দাম সব কিছুই স্ব স্ব ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করতে চাচ্ছে। আর এর

ইহার শেষ অংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

নিউ থিয়েটার্সের মন্বন্তর

একটি দৃশ্য।

সামনে অন্ধকার। পিছনে ক্ষিপ্র বেদের দল।
দুইদিকে দুস্তর দুঃখ-জলধি তাহার মাঝে অসহায় মনুষ্য......!
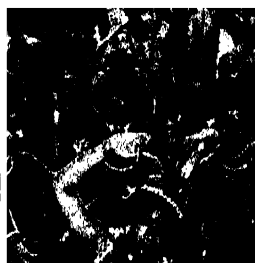
সচল ছবি ।

অধ্যাপক—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—এম, এ

সচল ছবির প্রসার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই ছবি এতদিন ছিল নির্ব্বাক, এখন হইয়াছে সবাক্। মানুষের জীবনযাত্রার ও রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে, সাহিত্যে, আমোদে, উৎসবে—সর্ব্বত্রই ভাবের ও রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

এদেশে পূর্ব্বে আমোদপ্রমোদের সঙ্গে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হইত যাত্রা, কথকতা—সাহায্যে। এখন সে সকল ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। উঠিয়া যাওয়া ভালো, একথা বলিনা; কিন্তু, উঠিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য। সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে। সহরে-সহরে আজি নূতন নূতন চিত্রগৃহের অভাব নাই। গ্রামে গ্রামেও হয়ত' কালক্রমে ছড়াইয়া পড়িবে।

কিন্তু, এই চিন্তা মনে আসে, যাত্রা-কথকতার কাজ কি থিয়েটার বায়স্কোপের দ্বারা সাধিত হয়? উত্তরে দিবে, না। কারণ? যাত্রা কথকতার যে নৈতিক শিক্ষা ছিল, বর্ত্তমান সিনেমা-থিয়েটার গুলির তাহা নাই। সেকালে কথকতা ছিল লোকশিক্ষার প্রধান উপায় আজ আমরা এই উপায়টি অবহেলায় হারাইতেছি কিন্তু তাহার স্থান পূরণ করিবার আমাদের কিছুই নাই।

যত্ন করিলে সিনেমাকে তাহার স্থলে দাঁড় করান যাইতে পারে। রাশিয়ায় তাহা অনেকটা সম্ভবও হইয়াছে। শিক্ষাপ্রদ ছবি তুলিয়া জনসাধারণকে দেখাইতে পারিলে শিক্ষণীয় বিষয় তাহাদের নিকট অধিকতর পরিস্ফুট হইবে এবং সহজে মন স্পর্শ করিবে। রেডিও'কে লোকশিক্ষার কাজে লাগাইবার কথা হইতেছে। শুধু কাণে শোনা অপেক্ষা চোখে-দেখা এবং কাণে শোণা একত্র হইলে বেশী কার্য্যকরী হয়। এই হিসাবে সবাক্ সচল ছবি শিক্ষা বিস্তরে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। ইতিহাস সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ভালো ভালো গল্পকে ছবির আকারে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে' বই পড়ানোর চেয়ে অনেক সহজে এবং ভালো-ভাবে ঐসব বিষয়ের জ্ঞান দান করা যায়। কিন্তু আমাদের না আছে অর্থ, না আছে সামর্থ্য, না আছে কল্পনা, না আছে উৎসাহ। অন্যদেশে যখন যুগান্তর ঘটিতেছে, তখনও আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরে

দেশীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কয়েকটা কথা

—শ্রীশ্যামল চন্দ্র ঘোষ, বি, এ।

দেশীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে Mass এবং Class লইয়া একটা দ্বন্দ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এতদ্দেশীয় চলচ্চিত্র এখনো তাহার শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে পারিলনা এই দ্বন্দের মধ্য হইতেই সেই সমস্যার একটা সুনিশ্চিত সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। Class মুষ্টিমেয়। কেবল তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে ব্যবসা চলেনা। টাকা চাই। Classএর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে আশানুরূপ অর্থ মিলিবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? অতএব চাই Mass—দেশের অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত জনসাধারণ। ছবি ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিবে ইহারাই।

—মাইরি কি চমৎকার ছবিখানা হ'য়েছে! বাংলাদেশে এমন ছবি আর ককৃখনো হয়নি। এক বছর ধরে একটা হাউসে ছবিটা চল্ছে, জানিস্, অথচ একটা সিট্ খালি প'ড়ে থাকে না!—

শ্রোতার মন আগ্রহে নৃত্য করিয়া উঠিল এবং সে দিনই যেন তেন প্রকারেণ চারগণ্ডা পয়সা যোগার করিয়া বেলা ৬টায় বা রাত্র ৯টায় নির্দ্দিষ্ট ছবি ঘরে গিয়া ছবি দেখিয়া আসিল। Massএর বিচারের নমুনা এই এবং ইহাদেরই উপর সম্পূর্ণ বিচারের ভার অর্পণ করিয়া দেশীয় পরিচালকবৃন্দ নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন।

এদিকে লেখকের বিপদ। লেখা হাতে পাইয়াই Director লাল, নীল পেন্সিল লইয়া খুঁজিতে লাগিলেন গল্পের কোথায় কোথায় Mass appeal রহিয়াছে।

অতি সুন্দর গল্পটির শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া লেখককে প্রশ্ন করিলেন—

—একি গল্প লিখেছেন মশাই! গল্পে mass appeal কোথায়?—

—Mass appeal—!

হ্যাঁ মশাই—mass appeal না থাকলে বই কি ক'রে চল্বে?—সমস্ত বইখানাতে কমসে কম দশ বারখানা গান থাকা উচিত ছিল।—তার পরে এই ধরুন একটা Motor accident অথবা একটা Train Collision—একটা বাড়ীতে আগুন ধ'রে গেল, পাড়ার লোক সেখানে এসে জড়ো হ'য়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি—এ গুলো সব insert ক'র্ত্তে হবে।

—কিন্তু গল্পের Consistency কি ক'রে বজায় থাকবে?—

—রেখেদিন আপনার Consistency. Mass নিয়ে আমাদের কারবার Mass যেটুকু চায় সেটুকু তার কাছে উপস্থিত ক'র্ত্তে হবে and if they are satisfied we have finished our business

—দিন দেখি কতদূর কি করা যায়।—

বেচারা লেখক!—অমন সুন্দর গল্পটিকে কুৎসিত করিয়া তুলিতে তাহার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু কি করিবে—এক দিকে পয়সা

ইহার শেষ অংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর রাজনটী, বসন্ত সেনার নাম-ভূমিকায়—শ্রীমতী বীণা দেবী

আই-এম্-নো-এঞ্জেলে — মে-ওয়েষ্ট।

ফ্যান্টম-অফ-দি-হিলস্এ — মিস সবীতাদেবী।

দিস-ইজ্-দি-লাইফ এর একটি দৃশ্য।

পালোয়ান ও গুল হামিদ্ (ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর মমতাজ-বেগমের একটি দৃশ্য।

NORMA SHEARER

Marie Dressler *in*
"Her Sweetheart
(Christopher Bean)"

হার-সুইট হার্টে—মেরী-ড্রেস্লার।
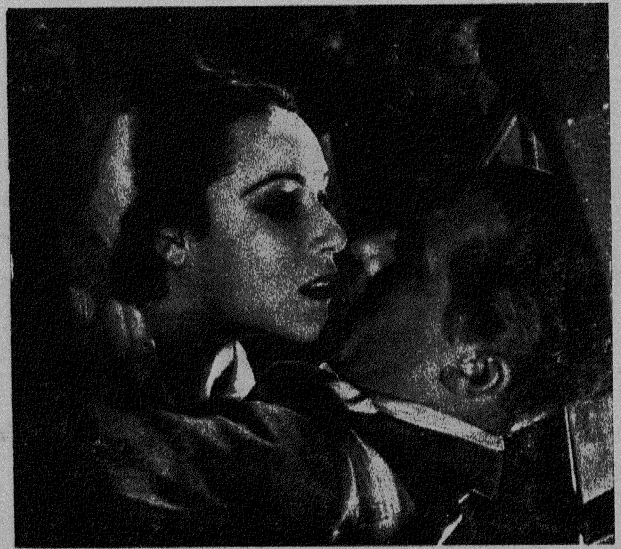
ফ্লাইং-ডাউন-টু-রিওর একটী দৃশ্য।

গল্পটী এই :—

প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী "ডোলোরেস ডেল রিও"কে তাহার প্রণয়ী "জন রেমণ্ড অনুসরণ করিয়া "রিও"তে আসেন এবং নানা বিপর্য্যয়ের পর বিবাহ হয়। গল্পাংশটী সামান্য হইলেও "ডেলরিও"র নৃত্য কলা বিশেষতঃ "ফ্রেড এ্যাষ্টেয়ার" নৃত্য নৈপুণ্য এবং "রেমণ্ডের নায়কত্বের সাফল্যে ভীষণের সমাবেশ করিয়াছে।

এই ছবিটী সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

Rko-Radio's Flying Down To-Rio" at the Elphinstone.

আধুনিক মিলনাত্মক সবাক গীতিমূলক ছায়া চিত্রের মধ্যে "ফ্লাইং ডাউন-টু-রিও আদর্শ স্থানীয়। ঘরোয়া অভিনয়ে মুগ্ধ কোন সমালোচকের মতে ইহা একটী চিরস্থায়ী উত্তেজনা পূর্ণ মধুর, জীবন্ত গীতি চিত্র। আমেরিকার সর্ব্বজন বিদিত নতুন আবিষ্কৃত "ক্যারিওকা"—নৃত্য এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। সর্ব্বশেষে উড্ডীয়মান-বিমান পে্লনের ডানার উপরে নর্ত্তকীদের অদ্ভুত নৃত্য দেখিবেন এবং "লা এডেন মেনাকিন" নামক পোষাক পরিধান করিয়া এবং কেশে ফিতা দিয়া তাহারা সেই ভীষণ স্থানে যখন ব্যায়ামকারীদের ন্যায় নৃত্য করে তাহা দর্শন পুলকিত ও বিস্মিত হইতে হইবে।

জোয়ান ক্রফোর্ডের চলচ্চিত্র জীবনের সাতটা অধ্যায়

টমিকে জিজ্ঞাসা করিলে জোয়ান সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইবে, লাল রংএর চুল বিশিষ্ট হাস্যময় Tommy আইরীশ বংশীয় ছিলেন। তিনি চিত্র কর্মশালার (Studio) একজন বিদ্যাদিগ্ কর্তা ব্যক্তি, জোয়ান ক্রফোড যেদিন প্রথম Holly wood এ পদার্পণ করেন সেই দিন তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং জীবন্তচিত্র জীবনে তাহার সাতটী অধ্যায়ের মধ্য দিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে থাকেন।

যেদিন সে নিউইয়র্ক হইতে প্রথম এখানে আসে সেদিন আমি, একজন আলোক চিত্রকর (Photographer) এবং অন্য কয়েকজন লোক ষ্টেশনে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া ছিলাম—তিনি হাসিয়া বলিলেন—আমি সে দিনের কথা জীবনে ভুলিব না। ঐ ছিটের রংচং পরিচ্ছদ পরিহিত কটা কেশগুচ্ছ বিশিষ্ট লজ্জাশীলা বালিকাকে আমরা কেহই জানিতাম না। আমরা LucilleeLe Sueur নামক Broad wayর নর্ত্তকীর সন্ধান করিতে ছিলাম, সকলে যখন Platform ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন আমরা সেই নিঃসঙ্গ বালিকাটীকে চিনিতে পারিলাম। সেই-ই আমার তাহাকে প্রথম দেখা। "তাহার পর ৩।৪ দিন পরে Lucilelecকে পুনরায় দেখিলাম,"—জোয়ানের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"যে মঞ্চে (Stage) এ তাহার—প্রথম পরীক্ষা হয় সেই মঞ্চেই আমি কাজ করিতে ছিলাম। Edmund Goulding ছিলেন তাহার পরিচালক। তিনিই জোয়ানের অভিনয় করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করেন। এবং তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। চিত্র কর্ম্ম-শালার (Studio) মঞ্চে (Stage) এ ছোট নীল পরিচ্ছদ কাল জুতা এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় তাহাকে আনা হইল। সে এমনি ঘাবড়াইয়া পড়িল যে সে কিছুই সুসম্পন্ন করিতে পারিল না ভীত হইয়া এবং পরিচালক Gouldingকে সন্তুষ্ট করিতে যতই ব্যাগ্র হইয়া উঠিতে ছিল ততই খারাপ করিতে লাগিল। তাহার জন্য আমার দুঃখ হইল, অবশেষে Goulding একেবারে নিরাশ হইয়া—যখন Stage হইতে বাহির হইয়া গেলেন তখন আমি তাহার নিকটে গেলাম, দেখিলাম সে কাঁদিতেছে, তাহাকে একটু বিরক্ত করিয়াই বলিলাম দেখুন না আপনি যখন নর্ত্তকীই সাজিয়াছেন তখন এই কৌশলটা অভ্যস্ত করিতে পারেন কি না?" আমি নিজেই ছিলাম নর্ত্তক। সুতরাং আমি এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া একলা নাচিয়া দেখাইলাম। জোয়ান ও চেষ্টা করিয়া সোজা শুইয়া পড়িল, তাহার পর সে হাসিতে লাগিল। তাহাই তাহার বাধা অপসরণ করিয়া দিল। তারপর Goulding যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন সে ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।"

(ক্রমশঃ)

(ছবির গল্পের সুর)

প্রতি ভঙ্গীরই একটি নিজস্ব সুর আছে। যাঁরা এগুলিকে যথোপযুক্ত সুরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন তাঁরাই সত্যিকারের শিল্পী।

অনেক ছবিতেই দেখা যায় গভীর শোকে অধীর হয়ে হাঁপানে কান্নার দৃশ্য। গভীর শোকে এ ধরণের কান্না খুবই স্বাভাবিক। তবুও এ দৃশ্যগুলি দর্শকদের প্রায়ই কাঁদাতে গিয়ে হাসায়। অথচ Blonde Venus ছবিতে দেখেছি ছেলেকে নিয়ে যখন স্বামী ট্রেনেকরে চলে যান তখন Marleneএর একটু ছল ছল চোখদুটিই দর্শকদের আঁখি অশ্রুভারাক্রান্ত করতে সফল হয়েছিল। বোধ হয় ওর চেয়ে বেশী আর কোন উপায়ে কাঁদান সম্ভব হতনা, কারণ, ওতেই বেজে উঠেছিল উদ্দাম উশৃঙ্খলা বর্জ্জিত সত্যিকারের মাতৃহৃদয়ের সুরটি—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর, বেদনার ধারায়।

চণ্ডীদাস দেখে অনেককেই মন্তব্য প্রকাশ করতে শুনেছি—'হুঁ' চণ্ডীদাসের রামী হঠাৎ রাধা ভাবে বিভোর হয়ে কাঁটায় ঘেরা বনে কাঁদতে কাঁদতে গাইতে গাইতে ঢং করেছে। যত সব বিটকেলেমি। ওখানে না ফুটেছে রামী না ফুটেছে আর কিছু। দুঃখ হলে বুঝি ওভাবে কেউ বনের ভিতর ঢং করে বেড়ায়।'

জানি, 'অরসিকেষু রস নিবেদন', তবু বলছি, ওখানে ফোটান হয়েছিল রামীর অন্তর্নিহিত বেদনার ও আকুলতার রূপটি—প্রেমপাগলিনী রামীর নিজস্ব সুরটি—যার টানে সে সব কিছু পিছনে ফেলে ছুটে যেতে পারে দিশেহারা হয়ে অজানা পথে। আর তা ফোটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল অস্বাভাবিক আতিরঞ্জিত প্রতীয়মান হলেও বিরহবিধুরা শ্রীরাধিকার ভাবের অভিনয়। যাঁরা চণ্ডীদাসে দেখতে গিয়েছিলেন একটি কুসম্বদ্ধ ঘটনাবলীমাত্র, তাঁরা হয়ত এতে আহত হয়েছিলেন—কিন্তু রসজ্ঞরা খুসী হয়েছিলেন ঐ দৃশ্যে এর ভিতরকার সুরটি অব্যাহত ছিল বলে।

বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর 'রোঁদে'র গঠিত একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখতে গিয়ে অনেকেই অবাক হয়ে গেলেন যে যাঁরমূর্ত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য নেই। 'রোঁদে'কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেছিলেন: 'চেহারা মিলিয়ে দেখবার জন্যে আমার এ সৃষ্টি নয়, এ থেকে যদি লোকটিকে বুঝতে পারা গিয়ে থাকে তবেই ভাস্কর—কৃতার্থ।'

ভারতবর্ষের স্বাভাবিক মন একটু সরস দার্শনিক। বিনা সুরের কোন কিছুই তাঁদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনা। তাঁদের কবি মন সব কিছুই বিচার করে সুরের রসের ভিতর দিয়ে।

সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রাচীনকালে গল্প, কাহিনী লেখা হত কবিতার ছন্দে আর শোনানো হতো সুরের সহায়তায়। যুগ বদলে গিয়ে বিদেশী ছাঁচে গদ্যসাহিত্য এলো—কিন্তু এ দেশের রসস্রষ্টাদের হাতে সে গুলোও বাজতে লাগল এ দেশী সুরে।

ছবিতেও এ সুরটিকে ভুললে চলবেনা। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে পরিচালককে চলতে হবে প্রতিপদে। তিনি যদি সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা চেষ্টা পান—যে গল্পটি তিনি দেখাবেন তার অন্তর্নিহিত রূপ রস ও সুরটি অব্যাহত রাখতে—তবে ঘটনা অস্বাভাবিক রূপ অতিরঞ্জিত, ভঙ্গী অতিব্যঞ্জক, কথা অতিশয়োক্তিপূর্ণ—প্রতীয়মান হলেও তা ঐ সুরের গুণে দর্শকদের মর্ম্ম স্পর্শ করবেনই।

(দেশীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কয়েকটা কথা)

আর একদিকে Mass appeal এর তাড়া। সত্যিকারের গল্প লেখকের তথাকথিত Mass appeal লইয়া ব্যস্ততা নাই। পরিচালকবৃন্দ তাতে নিরাশ হইয়া নিজেরাই বই লিখিতে সুরু করিয়াছেন। ফলে ছবি দেখিয়া আসিয়া Mass বলে—

- মাইরি ছবি যা হ'য়েছে—একেবারে star of Italy. আর নিরাশ হইয়া class ভাবে—ছবি দেখিলাম না কীর্তন শুনিয়া আসিলাম।

Class-এর নৈরাশ্য কিন্তু কিছুই আসিয়া—যায় না। ছবি কোন এক বিশেষ বৎসরের প্রথমস্থান অধিকার করিয়া বসে।

What is the criterion of judgment?—প্রশ্নটা স্বভাবতঃই মনে হয়।

It has carried the audience—it has fetched the Company the largest sum of money.

এর পরে আর কিছু বলা চলে না—চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য জাক জমককে বিরাটাকার দৈত্যের সাঁতার কাটার কসরতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গেও আমার সেই বিরাটকায় দৈত্যের কথা মনে পড়ে। Booming যতটা হইয়াছে সেই অনুপাতে সত্যিকারের উন্নতি হইয়াছে কতটুকু এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।—

—বলেন কি মশাই—অমুক ছবি Holywood এর যে কোন ছবির সঙ্গে টেক্কা মেরে চলতে পারে। আর অমুক যা play কর্লে—নার্মিন বলুন, গ্রেটা বলুন, মে ওয়েষ্ট হেরাবার্ণ, ক্রফোর্ড কারুর চেয়ে কমতি যায় না সে।—

উচ্ছাসিত রূপদক্ষ প্রশ্ন শুনিয়া মারমুখো হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ না করিতে হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে massকে অতিরিক্ত সম্মান দেখাইতে গিয়া এতদ্দেশীয় চলচ্চিত্রে একটা intellectual demoralisation আসিয়া পড়িয়াছে। সত্যিকারের creatine genius এর সন্ধান কদাচ কখনো পাওয়া যায়। ছোট মুখে বড় কথা বলিয়া বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় শেষ করিব। দেশীয় পরিচালক বৃন্দের ভাল করি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা তাঁহাদের অতি সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য্যের সম্যক অনুশীলন করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

———

চিত্রচয়ন—

আমরা খবর পেলুম চলতি বছরে(1934—35)New york এবং Chikago সহরের Film Company থেকে মোট প্রায় ৪০০ খানা ছবি তোলা হবে তাছাড়া News reels এবং ছোট ছোট Side Films ও কিছু হবে। বিভিন্ন কোম্পানীর ন্যায় ও তাহাদের মোটা মুটী কর্ম্ম পদ্ধতি নিম্নেদেওয়া হলো।—

—মেট্রো গোল্ডউইন্ মেয়ার—

অন্যান্ন বছরের তুলনায় এ বছর মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র বেশী নূতন acter-actress দলভুক্ত কোরেছেন। মেট্রো এবার যে সব নামজাদা artists নিয়ে কাজ আরম্ভ কোরেছেন তাহাদের নাম:—

গ্রেটা গার্ব্বো, ওয়ালেস বেরী, জন ব্যারিমুর, জ্যাকি কুপার, র‍্যামন নোভারো, ষ্ট্যান লরেল, মরিস্ শেভালিয়র, ফ্রেডরিক মার্চ্চ, কনষ্টান্স বেনেট, জোয়ান ক্রফোর্ড, ক্লার্ক গেবল, নরমা শিয়ারার, হেলেন হেজ, ইভিলিন লেরী, হার্ব্বার্ট মার্শাল, জেনেট ম্যাক্ ডোনাল্ড ইত্যাদি—

এরা মোট ৫২ খানি ছবি তুলবেন—তার মধ্যে নিম্নোক্ত ৮ খানা ছবি খুব ভাল হবে আশা করা যায় (১) "দি গুড আর্থ" (২) "নটি মরিটা" (৩) "চেইণ্ড" (৪) "মেরী উইডো" (৫) "ডেভিড কপার ফিল্ড" (৬) "ব্যারেটস্ অফ উইনপোল ষ্ট্রীট" (৭) "মিউটিনী অন দি বাউন্টী" (৮) "বমরী এন্টোনেট"

মোট ১৮১ খানা শর্ট ছবি কিছু News reels ও এছাড়া ২ খানা অল ষ্টার কমেডি তোলা হবে।

* * * *

আর কে ও রেডিও পিকচার্স:—

এঁরা এবছর ৫০ খানা ছবি তুলিবেন্ বলে ঠিক কোরেছেন। এছাড়া শর্ট ছবি ২০০ খানা ও কিছু News reels তুলিবেন। "Last days of Pompai" এবং Shee এই ২ খানা ছবি খুব সুনাম অর্জ্জন কোরবে বলে এঁরা আশা করেন। Current year এ নিম্নলিখিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিয়ে এদের কাজ চলছে:—"ডল্‌রেস্-ডেল্-রিও" ইনি Flying Down to Rio চিত্রে অভিনয় করে' বেশ খ্যাতি লাভ কোরেছেন) "আইরনি ডুনী," "বার্ট হুইলার," "ক্যাথারিণ হেপবার্ণ" "ফ্রান্সিস্ লিডারার" "জন বোলস্," "আন হার্ডিং" এবং উইলিয়াম পাউয়েলের নাম উল্লেখযোগ্য।

* * * *

ইউনিভার্সাল পিকচার্স:—

এঁরা এবার ৪৩ খানি বড় ছবি তুলিবেন। এছাড়া আরও কিছু Side Films produce কোরবেন ইউনিভার্সাল ইতি পূর্ব্বে এত বেশী ছবি আর কখনও তোলেন নাই। এদের যে সব artist আছে তাদের ভেতর নিম্নোক্ত নাম গুলি জানা গেছে ভিক্টর মুর, বাক্ জোন্স,জেন ওয়াট্, বরিস্ কার্লফ, পল লুকাস্ চেষ্টার মরিস্, এডমণ্ড লুই, ডগ্‌লাস মন্টগোমেরি, রজার প্রাইর্থর এলিস্ হোয়াইট এবং পলি-ওয়ালটাস্।

* * * *

ফক্স ফিল্ম:—

এ বছরে এঁরা ৫৮ খানা ছবি তুলিবেন। এছাড়া শর্ট ছবি ১১২ খানা। এডুকেশনাল ১০০ খানা ও ফক্স মুভিটোন নিউজ ১০৪ খানা তুলবেন, ছোট্ট কোম্পানী হিসাবে এঁদের Production বেশ আশা প্রদ বলে মনে হয়।

* * * *

প্যারা মাউন্ট পিক্‌চার্স:—

এবার এরা ৬৪ খানি বড় ছবি ও ২০৪টী শর্ট তুলবেন। অল্পদিনেই এই কোম্পানী বেশ সুনাম অর্জ্জন কোরেছেন।

* * * *

এছাড়া বিভিন্ন Film Company (যথা-ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-ফার্ষ্ট ন্যাশনাল পিক্‌চার্স কর্পোরেশন, ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্ ব্রিটিশ ও ডমিনিয়ন ফিল্মস, ভিটাফোন ইত্যাদি) বহু ছোট বড় ছবি Produce কোরবেন তার "Short Notes" আমরা পরে জানাব।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী ঃ

এই প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভক্তি মূলক কথা চিত্র "শচী দুলাল আগামী শণিবার ১৮ই আগষ্ট হইতে কর্ণওয়ালীশ টকী হাউসে মুক্তি লাভ করিবে। এই ছবিতে প্রধান ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবি রায়, শ্রীমান্ বুলু, শ্রীমতী পূর্ণিমা ইত্যাদি অভিনয় করিয়াছেন। ইহাতে ১৮ খানি গান আছে। অধিকাংশ গান গাহিয়াছেন-কোকিল কণ্ঠী শ্রীমতী পূর্ণিমা।

ইহাদের উর্দ্দু বাণী-চিত্র "নাগান" শীঘ্রই বড় বাজার" ভারত-লক্ষ্মী" টকী হাউসে মুক্তি লাভ করবে।
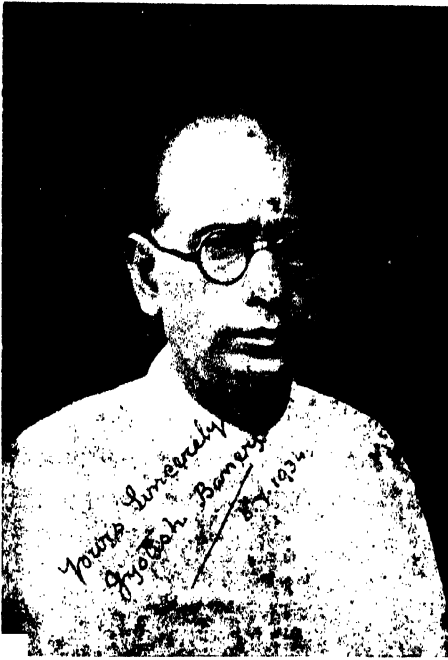
পরি চালক চারু রায়ের হিন্দি টকী "রাজ নটী" সমাপ্ত প্রায়। আর একটি বহিঃদৃশ্য তোলা হইলেই ইহার সম্পাদন-কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দক্ষ-যজ্ঞ" নামক পৌরাণিক চিত্রের বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণেরই চিত্র গ্রহণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। মাত্র পাঁচমাস কাল মধ্যে এই বিরাট ছবির ২য় সংস্করণ শেষ হইল। এই কৃতিত্বের জন্য পরি চালক মহাশয় এবং আলোক চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত গুপ্তের নাম উল্লেখ যোগ্য।

'দক্ষ-যজ্ঞের পর জ্যোতিষ বাবুর পরবর্ত্তী ছবি হইবে "মানময়ী গার্লস স্কুল"। ইহার আর্টিষ্ট নির্ব্বাচন এখনও সুরু হয় নাই।

"সুপার ফিল্ম সার্কিট" নামে বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত ফিল্ম সরবরাহকারী সাম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের জন্য রাধা ফিল্ম কোম্পানী সকল প্রকার চিত্রের Sole distributing স্বত্ব লাভ করিয়াছেন। সুপার ফিল্ম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডিষ্ট্রিবিউটার রূপে পরিচিত সুবিখ্যাত ধনকুবের মিঃ কাপুর চাঁদ এই প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী।"

মমতাজ বেগম- 'Editing' শেষ হয়েছে। ছবি শীঘ্রই আত্ম প্রকাশ কোরবে।

সুলতানা- 'Shooting' শেষ হয়েছে। মিঃ কার দারে পরিচালনায় 'Editing, দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আশা করি ছবি শীঘ্রই আত্ম প্রকাশ কোরবে।

নাইট বার্ড ঃ—ধীরেন বাবু (ডি, জি) 'নাইট বার্ডের" Shooting এর কাজ এই মাসের মধ্যেই শেষ কোরতে পারবেন বলে আশা করা যায়। "নাইট বার্ড" গল্পটী তরুণ সাহিত্যিক চারু ঘোষের লেখা।

লবকুশ ঃ তামিল ও তেলেগু সংস্করণ সমগতিতেই অগ্রসর হচ্ছে।

সেলিমা ঃ— মিঃ আথর আলীর অসুস্থতার জন্য পরিচালক মিঃ মধু বোস Shooting এর কাজ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রেখেছেন। মিঃ আথর আলী সুস্থ হলেই আবার কাজ আরম্ভ হবে। আশা করি তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ কোরবেন।

ষ্টেপ মাদার ঃ—মিঃ সোরাবজি কেরাওয়ালা এই ছবিখানি তুলবার প্রাথমিক আয়োজন আরম্ভ কোরেছেন।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্।

কারওয়ান-ই-হায়াৎ—(হিন্দি)—লাহোরের Shooting শেষ হইয়াছে। Artists and Technicians প্রায় সবই এখানে ফিরে এসেছেন মাত্র কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ বি, এন্, সরকার ভাওয়ালপুর গেছেন, সেখান থেকে কয়েকটা দৃশ্য তুলে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরবেন। আর বাকি দৃশ্যপট এখানকার studioতেই হবে। আশা করি এক মাসের মধ্যেই এই বইখানা শেষ হবে। এই চিত্রখানার পরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

মহুয়া (ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রথম বন্য চিত্র)।

ছবি তোলা শেষ হয়েছে। চিত্রায় Trailer দেখে মনে হল এতদিনে একখানা দেশীয় চিত্র বৈদেশিক চিত্রের সামনে বুকটান্ করে দাঁড়াতে সক্ষম হোল। এই ছবিখানা এদেশে যে বিশেষ সমাদৃত হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। চিত্র জগতের এই প্রগতির দিনে আমাদের নিজস্ব জিনিষ যে এতদিন প্রসার লাভ কোরতে পারেনি তাতে আমরা লজ্জাই অনুভব কোরেছি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্তা মিঃ বি, এন্, সরকারের কর্ম্ম-পরিচালনার উচ্চ প্রশংসা করছি। এই অল্প দিনের মধ্যে উনি যেটুকু সফলতা লাভ কোরেছেন এরূপ কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। আশা করি এই প্রতিষ্ঠান আরও উচ্চাঙ্গের ছবি Produce কোরে ভারতের মুখোজ্জ্বল কোরবে।

কালী ফিল্মস্

তরুবালা:—Shooting ইত্যাদি শেষ হইয়াছে—খুব শীঘ্রই এই ছবি রূপবাণী চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে। Direction ভালই হয়েছে। মিঃ গাঙ্গুলীর যথেষ্ট বাহাদুরী আছে।

তুলসীদাস:—এই ছবিখানির কাজও বেশ চলেছে; আশা করি আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এইবই খানাও ভাল হবে বলে মনে হয়।

প্রফুল্ল:—মিঃ গাঙ্গুলী এই ছবিখানি তোলার ব্যবস্থা কোরেছেন জানতে পেরে তাঁর খুব প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না—আমরা আশা করি মিঃ গাঙ্গুলীর Guidenceএ এই বইখানাও খুব সুনাম অর্জ্জন কোরবে। Casting এখনও সব ঠিক হয়নি তবে যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি তাই নিয়ে জানান হলো—শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী "যোগেশের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এ ছাড়া অহীন্দ্রবাবু—"রমেশের", রাধিকানন্দ বাবু "কাঙ্গালীচরণের" যোগেশ চৌধুরী "মদন ঘোষের", শ্রীমতী প্রভা "জ্ঞানদার", শ্রীমতী রাণীবালা "প্রফুল্লের", শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা "উমাসুন্দরীর", শ্রীমতী রাকী "জগমণীর" ভূমিকায় অবতীর্ণা হইবেন। আরও শুনতে পাওয়া গেল New Theatres নাকি দুর্গাদাস বাবু ও অমরবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে এই বইতে Play কোরবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, যদি তাই হয়—তবে এই বইখানি যে চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার কোরবে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। New Theatresএর এই বদান্যতা সত্যই প্রশংসনীয়। "তুলসীদাস" হবার সঙ্গে সঙ্গেই "রাজমোহনের স্ত্রী" ও "অন্নপূর্ণার মন্দির" নামে ২ খানা বই আরম্ভ হবে।

আমরা আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে সুগায়ক সুনীল বোস ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান কোরেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানটীর সাফল্য কামনা করি।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স—

এদের বাংলা বই "চাঁদসদাগর" "ক্রাউনে" ১১ সপ্তাহ চল্‌ছে। এই অল্পদিনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অহীন্দ্রবাবুর পরিচালনায় "কারাগারের" কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। প্রফুল্লবাবুর ও মন্মথবাবুর পরিচালনায় "সমাজ" ও "ব্রহ্মাস্পর্শ" বই দুই খানার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল।

ছায়া।

ছায়া নামে যে চিত্রগৃহ মাণিকতলা ও অপার সার্কুলার রোডের মোড়ে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই চিত্রগৃহটী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় এবং দর্শকগণ যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করেন তাহার জন্য ইহার কর্ত্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। নিম্নতম শ্রেণীতেও 'কুসন' চেয়ার, মহিলাদিগের জন্য চারি আনা মূল্যের আসন মহিলা বিভাগকে সর্ব্বপ্রকার পুরুষ সংশ্রব হইতে বিবর্জ্জিত করা প্রভৃতি এই চিত্রগৃহের কতকগুলি বিশেষত্ব। তারপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাতাদিগকে সাহায্যের জন্য ধাত্রীর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও এই গৃহের কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট প্রশংসা পাইতে পারেন।

ক্যাথেরাইন দি গ্রেট (Catharine the great) নামে বর্ত্তমান সময়ের একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রদ্বারা এই গৃহের উদ্বোধন হইবে। রোমান স্ক্যাণ্ডল (Roman scandal—EddiCantor) হাউস অফ রথচাইল্ড (House of Roth Child), নানা (Nana—Anna Steen), প্রাইভেট্ লাইফ অফ ডন জুয়ান (Private life of Danguan—Douglas Fair hank প্রভৃতি বইগুলি এই গৃহে দেখান হইবে।

'ছায়া' সকলের নিকট প্রশংসনীয় হউক ইহাই আমাদের কামনা।

আমরা জানিতে পারিলাম 'ছায়ার' কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই একটি সাউণ্ড ষ্টুডিও করিবার কল্পনা করিতেছেন। মাণিকতলা বেঙ্গল কেমিক্যেলের কারখানার কাছে ইহাদের দুটি বিরাট বাগান আছে সম্ভবতঃ ঐখানেই এই ষ্টুডিও স্থাপিত হইবে।
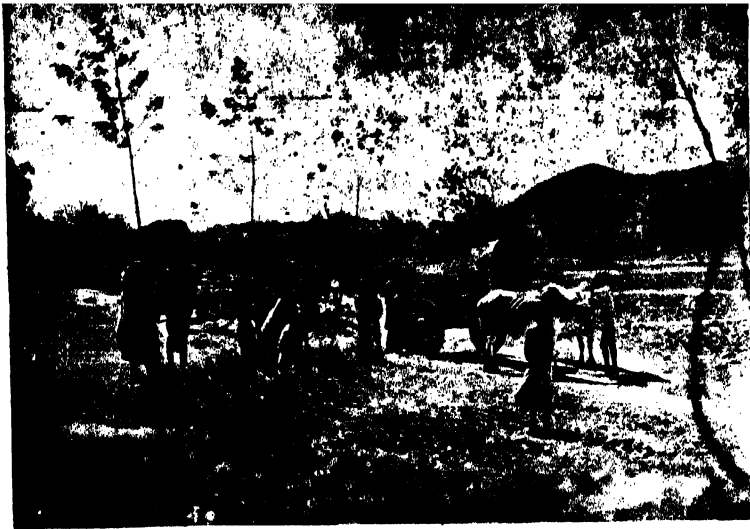
হিন্দি রূপ-লেখার একটি দৃশ্য।

Dr. H. Rakshit D. Sc.,
Sound Engineer.
Radha Film Co.

I consider it to be a proud privilege to be given the opportunity of welcoming this new journal. The film industry is still in its infancy in our land and very little of the technique of this fascinating science is known even to the general educated mass. The advisability of running a high class magazine which serves to educate the public about the technicalities of a talkie film and bring them into close touch with the activities of the "Studio" need, therefore, be hardly emphasised. The growing popularity of the local film industry makes it a real necessity. I therefore feel that 'Rup-Rekha" breathing a cultural atmosphere and keeping abreast with the advancement of technical knowledge, will be an indispensable organ for the public. I also hope that sooner or later it will create for itself a niche in the history of the development of film industry in this country.

This is all that I expect at the start of the Rup-Rekha and before closing this note of goodwill I would like to offer once more my sincere wishes and a prosperous future for this new journal.

আর একটী দৃশ্য।

Photographic Recording of sound for Motion Picture

M. S. SIL

(KALI FILMS)

Sound Recording has made great advances in recent years owing to the special requirements of the Cinema Industry. It is a highly developed tecnique and requers special knowledge in manipulation. In fact, one finds in it an extraordinary combination of the mechanical, electrical, optical, chemical accoustic sciences and devices. We are confronted with numerous technical problems from the very moment the sound is picked up by a microphone to the time it is reproduced in a Theatre. Some of these have been successfully solved and stand as achievements of human ingenuity, while others still await to be solved.

Within the past decade, a number of methods for recording sound for motion pictures were attempted, which achieved varying digrees, success but were ultimately replaced by photographic methods. Some of the earlier methods depended on an optical System aperated mecanical by sound waves impinging on a suitable diaphragm, but none of these have been employed successfully are electrical and depend on microphones amplifiers and devices for modulating the exposure to light by means of andiofreequency electric oscillations. These methods are divided into the following groups

(1) Variable area Recording by oscillograph—as in R. C. A method.

(2) Variable area Recording by Flashing or "Glow" Lamp—as in Fidilyton System.

(3) Variable Density Recording by "Light valve" —as in "Western Electric" plan.

(4) Variable Density Recording by "Glow" Lamp.

In all the above methods of recording, sound waves are allowed to fall on a microphone diaphragm and the resulting audiofrequency electrical oscillations are suitably amplified. So far all the methods are identical. But the essential difference arises in the methods of modulating the beam of light to which the photographic film is exposed, by means of amplified speech oscilations.

In the variable area method, as the name suggests, the sound vibrations are recorded in terms of photographic exposures of varying width but uniform density. The sound track is produced by the movement of a narrow beam of light of constant intensity to and fro across of slit of fixed dimenewn, while the film is moved at rightangles with uniform constant speed. In this case the sound track has the appearance of a serrated edge and separates a uniformly dense photographic region from one which is uniformly transparent.

In this system of which the R. C. A. Photophone is an example, a vibrator of the type of a Duddils oscillograph is usually employed. A tiny looks of wire under tension is stretched between two insulated bridges. Betwen the poles of a permanent magnet. In the middle the loofs a tiny mirror is cemented when the current from the amplifier pass through the loop, it acts like the rofer of an electric motor. But not being free to move, it begins to vibrate with the mirror attached to it. This vibrator is a very sensitive device having a natural frequency of over 10,000 cycles. A narrow beam of light of constant intensity is allowed to fall on the mirror fixed to the vibretor and after reflection is freussed through a slit on the film. The light image on the film is about 0.00075" wide and 0.070 long."

(To be continued)

জহরলাল পান্নালাল

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (কলেজ ষ্ট্রীট)
ফোন নং বিবি ১১০১

} কলিকাতা {

৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
(জহর হাউস), ভবানীপুর। ফোন সাউথ ২২৩।

ব্রাঞ্চ :—২২৭নং দশাশ্বমেধ রোড, বেনারস সিটি। ব্রাঞ্চ :—কাটরা আলুওলা, অমৃতসহর।

সেল সেল!

অভাবনীয় সুযোগ

অধিকাংশ জিনিষ অর্দ্ধমূল্যে এবং কোন কোন জিনিষ সিকি মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।

পূজার পূর্ব্বে এ সুযোগ ছাড়িবেন না।

কারন এ সময় ছেলেমেয়েদের পূজার বাজার করিলে অর্দ্ধেকের কম খরচে হইবে।

সুন্দর সুন্দর	নূতন নূতন ডিজাইনের	অন্যান্য
বেনারসী সাড়ী	**ছাপা গরদ শাড়ী**	**সিল্ক শাড়ী**
পছন্দ মত	অতুলনীয় সৌন্দর্য্য	আধুনিক ফ্যাসানের উপযুক্ত

, গরদ, মটকা, এণ্ডি মুগা

নানাবিধ

হোসিয়ারী, দেশী তাঁতের কাপড়
রঙ্গিন শাড়ী ও অন্যান্য
[illegible] শাড়ী।

সিল্ক ও সূতি

[illegible], ফ্রক, পেনি, সেমিজ,
সায়া, পাঞ্জাবী, সার্ট প্রভৃতি
[illegible]

বিনা [illegible] একবার অচক্ষে দেখিতে অনুরোধ
এবং ইহা বলা বাহুল্য যে খরিদ করিলে

RUP-REKHA

VOL. 1. NO. 3.
FRIDAY, 31st AUGUST, 1934.

প্রথম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা ঃ
শুক্রবার ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪১

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
রাজনটী বসন্ত সেনার
নায়িকা —
শ্রীমতী বীণা —
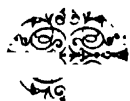
SPECIAL ATTRACTION SPECIAL ATTRACTION

—=ঃ রূপ-রেখা ঃ=—

শারদীয় সংখ্যার অপূর্ব্ব আয়োজন

খ্যাতনামা লেখকদের লিখিত প্রবন্ধ ও বহু ছোট বড় চিত্রে—
সুশোভিত হইয়া অভিবাদন করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

বিজ্ঞাপনের হার সুবিধাজনক

পাবলিসিটি অফিসার—
(৩১, গ্রস্‌ভেনর হাউস—কলিকাতা)

তমিস্রা

—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

[এই গল্পটিকে আমি পরদায় তুলিবার উপযুক্ত করিয়াই লিখিয়াছি। ঠিক সেই ভাবে প্রকাশ করিলে পাঠকের রসোপলব্ধি করিতে অসুবিধা হইবে বলিয়া, আমি শুধু গল্পটার ভাবাংশ প্রকাশ করিলাম। চারু]

ইতিহাসের কাহিনী।

বহুকাল আগের কথা: তখনও ইংরাজ এদেশে আসে নাই।

বাংলা দেশে সোনার লোভে পর্ত্তুগীজের দল মৌমাছির মত সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে।

নবাব জাহাঙ্গীরাবাদে বসিয়া (বর্ত্তমানে ঢাকা) সব সময় সকল রকম খোঁজ রাখিবার সুবিধা পাইতেন না।

এই সময় পর্ত্তুগীজদের প্রধান আড্ডা ছিল হুগলীতে। গঙ্গার চতুর্দ্দিকে নৌবহর—নগরের সর্ব্বত্র তাহাদের প্রভুত্ব।

পর্ত্তুগীজদের দলপতি তার দলবল্ লইয়া অখণ্ড প্রতাপে তার ব্যবসা চালাইতেছিল। এবং তাহার প্রধান সহায় ছিল বাঙ্গালী বণিক মতি শেঠ। মতি শেঠের ত্রিসংসারে কেহই ছিল না—শুধু একটী মেয়ে—ফুলের মত কোমল—শরৎকালের ভোরের মত মনোমোহিনী—চাঁদিনী রাতের মত আবেশময়ী, আর ইরানীদের মত চতুরা। নাম ছিল তার উর্ম্মিলা।

পিতার অসম্ভব অর্থলিপ্সার অন্তরালে কন্যার সকল দাবী একদিন নিঃশেষে অর্থশূন্য হইয়া গেল।

পাখীর ডাকের সঙ্গে, ঘুম ভাঙ্গিয়া একদিন উঠিয়া বসিতেই উর্ম্মিলা দেখিল, পূর্ত্তুগীজদের দলপতির গৃহে। কেমন করিয়া ? কেন ?

মতিশেঠের কর্ম্ম এই খানেই শেষ হইল না। দলপতিকে সন্তুষ্ট করিতে, আর একদিন এক গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতার মধ্যে, নগরের প্রান্তবর্ত্তী এক দরিদ্র গৃহস্থের একটী রূপবতী মেয়েকেও চুরি করিয়া আনিয়া ঐ বৈদেশিকের ভোগের দুয়ারে বলি দিল।

বৃদ্ধ গৃহস্বামী অসহায়ের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে [illegible]।

প্রবাসীপুত্র চন্দ্রপতি পিতার চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া কহিল, পিতা, এর প্রতিকার আমি ক'রব! এই সুন্দরী নগরের সর্ব্বত্র আমি আগুণ জ্বেলে দেব। জীবিতা হ'ক—আর মৃতা হোক আমি সাধ্বীকে উদ্ধার না করে গৃহে ফিরব না।

পিতা আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুত্র অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।.........

আর চন্দ্রপতির এই শুভযাত্রা বাংলা দেশের ইতিহাসে একটী-চিরস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিল।

এদিকে জাহাঙ্গীরাবাদে নবাবের প্রাসাদে সেদিন কিসের একটা উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। সমস্ত পুরী আনন্দে ঝলমল্, রঙে রসে সর্ব্বত্র প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সহসা এই উচ্ছ্বসিত কোলাহলের এক প্রান্ত হইতে একটী করুণ আর্ত্তকণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল!

রাত্রি তখন প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে এ চীৎকার ভাসিয়া আসিল--কাহারইবা এই করুণ আর্ত্তনাদ!

অনুসন্ধানে জানা গেল,—জনৈক অপরিচিত যুবক প্রহরীদের অগোচরে রাজবাড়ী প্রবেশের অপরাধে ধৃত হইয়াছে। আর তার অঙ্গের সর্ব্বত্র প্রহরীদের বেত্রাঘাত সুস্পষ্ট হইয়া ওঠাতে যুবক অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।

নবাব, সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। আর তার পালিত কন্যা মরিয়ম পিতার পাশে দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে হুকুম করিল, বন্দীকে সভাস্থলে আনয়ন কর।

অবিলম্বে আদেশ পালিত হইল।

মরিয়ম সুমুখে চাহিয়া দেখিল, বলিষ্ঠ সুন্দর গৌরকান্তি একটী ব্রাহ্মণ যুবক উন্নত মস্তকে সভাগৃহে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত চিহ্ন—মুখাবয়বে ভীতির চিহ্নমাত্রও নাই—নয়নে তার উজ্জ্বল দীপ্তি।

নবাব প্রশ্ন করিলেন, উন্মাদ যুবক, তুমি কি প্রয়োজনে রাজবাড়ী প্রবেশ করেছ?

যুবক আমাদের পরিচিত চন্দ্রপতি।

[ইহার পর ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশীয় চলচ্চিত্রের গতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ।

দিশী ও বিদেশী ছবির মধ্যে তফাৎ কোথায় সে বিষয়ে দু'এক কথা বলাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। তফাৎ যে অনেক কিছু আছে চক্ষুষ্মান লোক মাত্রেই তা স্বীকার করবেন। পশ্চিমের ছবিতে যে সহজ আবলীল গতি পাই এদেশের ছবিতে তার খুবই অভাব। "চণ্ডীদাসের" রামী ছুটছে মুখে "চণ্ডীঠাকুর চণ্ডীঠাকুর" বলতে বলতে। তারই পাশে মনে পড়ে Resurrectionএর ক্যাটুশার ছবি। Dmitriকে খুঁজে খুঁজে রেলগাড়ীর কামরায় কামরায় "Dmitri", Dmitri" বলে ক্যাটুশা ছুটোছুটী করছে। ক্রমে যত ট্রেণ ছাড়বার সময় নিকট হয়ে আসছে ততই বালিকার দৃষ্টি ভীত চকিত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠছে। এও ছোটাছুটি, সেও ছোটাছুটি কিন্তু ছুটোতে কতই না পার্থক্য। এইখেনে আর একটা কথা বলে রাখি। দেশী ছবি দেখতে দেখতে অনেকবার মনে হয়েছে যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা যেন কিছুতেই ভুলতে পার্চ্ছেন না যে তাঁরা ক্যামেরার সামনে দাড়িয়ে আছেন। এই কথাটা ভুলতে না পারার দরুণ তাঁদের চলাবলীর মধ্যে মাঝে মাঝে একটা বিকৃতি উঁকি দিয়ে যায়। মুখে চোখে এবং অঙ্গ ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। রূপ-সজ্জার দিক দিয়েও বেশ ত্রুটী আছে। একবার দেখলুম সূর্য্যমুখীর প্রসাধন সামগ্রী স্থান পেয়েছে এক কাঁচি সিগারেটের কৌটায়। থনিয়ে বিনিয়ে কীর্ত্তন—তা অন্ধ গায়ক বা চক্ষুষ্মান যে কোনো গায়কের শ্রীমুখ দিয়েই বেরুক না কেন যাত্রা বা বড় জোর আধুনিক যাত্রা 'নদের নিমাই'তে সাজে, পর্দ্দায় নয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস একই ছবির মঞ্চ ব্যবসার দিক দিয়ে খুবই হয়ত ভালো, কিন্তু আর কোনো দেশে চলে কি না জানিনে। ওদের ছবি আর আমাদের ছবিতে আকাশ পাতাল ভেদ-তার কতকটা হয়ত ঘুচবে। সবখানি হয়ত ঘুচবার নয়; তবু যত্ন চেষ্টার ত্রুটী যেন আমাদের না থাকে। তাই আজ এই মক্ষিকাবৃত্তি। শুধু ব্রণ যেখানে সেখানেই নির্দ্দেশ করলাম্। এর মধ্যে কোনো নির্দ্দয়তা নেই—আছে শুধু গভীর সহানুভূতি আর শুভেচ্ছা।

বাংলা চলচ্চিত্র

অধ্যাপক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ,—

বাংলা চলচ্চিত্রে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপসৃষ্টির পরিচয় মিলিতেছে না, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের রসবোধ ও রুচি আরও উন্নতরূপে দেখিতে পাইব ইহাই আমাদের আশা।

মঞ্চ-অভিনয় ও চিত্রাভিনয়ে যে কত পার্থক্য, তাহা আমরা রঙ্গমঞ্চের "সীতা" ও "রমা"র সহিত ছবির "সীতা" ও "পল্লীসমাজের" তুলনা করিলেই বুঝিতে পারি। আকার-প্রকার, সাজ-পোষাক, প্রসাধন ও ভাব-ভঙ্গীতে চিত্রাভিনয়ে অনেক বেশী সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহজ সুন্দর ক্ষিপ্রগতিও চিত্রাভিনয়ে একান্ত কাম্য। আড়ষ্টভাব ছবিতে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। পূর্ব্বাপেক্ষা এ সব বিষয়ে বাংলা ছবি অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক উন্নতি আবশ্যক।

নাটকের চরিত্রের সহিত অভিনয়ের সঙ্গতি না পাইলে স্বভাবতঃই দর্শকের রসবোধ উৎকটরূপে আহত হয়। মহাপুরুষের চিত্রে মহিমার দীপ্তি, দেব-দেবী-চরিত্রে স্বর্গীয় মহিমা, রাজার অভিনয়ে রাজকীয় গৌরব দর্শক পূর্ব্ব হইতেই আশা করে। তাহা না পাইলে সে ক্ষুণ্ণ হয়। হইবারই কথা। এ জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। তাহার এই ন্যায্য আশা পূরণের জন্য চিত্র-পরিচালকের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে "বেন্ হুর" ছবিতে রোমান্ সেনাপতি "মেসালা"র মূর্ত্তি ও প্রত্যেক ভঙ্গিমায় বীরত্বগৌরব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের ঐতিহাসিক চিত্রে তাহার আভাষও কি কোন দিন মিলিবে না?

চিত্র-নাট্যলেখকদেরও অভিনয়-সাফল্যের বিষয়ে দায়িত্ব আছে। ঘটনা-সংস্থানকে স্বাভাবিক না করিতে পারিলে তাহার অভিনয় কখনই দর্শককে তৃপ্তি দিতে না। সকল অবান্তর ঘটনা বর্জ্জন করিয়া [illegible] পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া

JOHN BOLES
UNIVERSAL
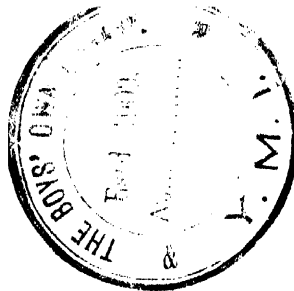
GLORIA STUART
UNIVERSAL

SILVIA SIDNEY & CARRY GRANT.

JOHN BOLES and GLORIA STUART
in "BELOVED"
UNIVERSAL PRODUCTION

GEORGE ARLICE.

দেওয়া আবশ্যক। অভিনয় ধীরগতি হইলে দর্শকের মনে তাহা ভালরূপ ছাপ্ দিতে পারিবে না।

আজকাল কোন কোন উপন্যাস ও কাব্যকে চিত্রনাট্যে রূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে আমার মনে হয়, ঐ সব গ্রন্থের মূল কাহিনীকে অকারণে পরিবর্ত্তিত করা অনুচিত। কাহিনীর স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য কোনও কোনও অংশ ঈষৎ পরিবর্ত্তন সমর্থনযোগ্য হইলেও সাধারণভাবে বিখ্যাত গ্রন্থের পরিবর্ত্তন না করাই ভাল। কাহিনীর স্থান কাল ও পাত্রপাত্রীর সামাজিক আবেষ্টনের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। পুরাণের "শকুন্তলা" যদি আধুনিক কালজের ছাত্রীর বেশে আসেন, বেদের দলের মেয়ে যদি রাবীন্দ্রিক গান গাহিতে থাকে, বেদেনীরা যদি বাংলার চা'র জেলার ভাষায় সাঁওতালী মিশাইয়া গান আরম্ভ করে, মহাদের যদি মূর্খ, অসৎস্বভাব, তস্কর, সন্ন্যাসী-রূপে দেখা দেন, তবে দর্শকের মন প্রথমেই সে অভিনয়ের প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে।

এই সব বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে চিত্র-পরিচালকেরা শিক্ষিত রুচিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন না।

সচল চিত্রে—সৃষ্টি—বৈচিত্র্য—

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ শীল

সুদূর পাশ্চাত্যে বহুদিন আগে সচলচিত্রসৃষ্টির যে উদ্ভাবনা শক্তি—জেগে উঠেছিল, কলারস আস্বাদন মুগ্ধচিত্ত বোম্বাই প্রদেশবাসীরাই—ভারতে প্রথম তারই—অনুসন্ধানে ছুটে চলে। এঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি,—কার্য্যতৎপরতা,, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সাধনার পথ মুক্ত ক'রে দেয়। এরই ফলে এঁরা ভারতে ক্রমে ক্রমে চিত্র-সাম্রাজ্য প্রসারিত ক'রে নিতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলে চিত্রের পর চিত্র প্রকাশিত করে বিজয়ীর জয়ডঙ্কায় সারা ভারত মুখরিত করে দিয়েছে—।

বাঙ্গালার অভিযান—

তার পর বাঙ্গালার তীক্ষধী বাঙ্গালী আপনার নিজস্ব ভাব সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্যম নিয়ে, চিত্র জগতে বরেণ্য হবার অভিলাষ পোষণ ক'রে,জয় যাত্রায় অগ্রসর হ'তে সুরু করেছে মাত্র গত কয়েক বছর ধ'রে। উদ্যমের অনুপাতে অর্থের অভাব তাদের কাব্য হস্তারক হয়েছে।

ভারতের ব্যবসায়জীবি জাতির তুলনায় হয়ত বাঙ্গালী কম ধনী কিন্তু তা ব'লে তারা নির্ধন নয়। কেবল নিঃশঙ্ক—ধন কোষ সঞ্চিত অর্থকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে আপন ক'রে তোলার উদারতাও নাই সুরুচিও নাই। তাই আজকাল নবীন উৎসাহী, নবমনোভাবাপন্ন বাঙ্গালী কোন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করার আগেই পরদেশীর মুখাপেক্ষী না হোলে উদ্যম অভিলাষ তাদের প্রতিহত হ'য়ে পড়ে। তাই অনন্যোপায় হ'য়ে তাদের দাঁড়াতে হয় পরদেশী মহাজনের দ্বারে। কাজেই ব্যবসায়ের লভ্যাংশ উপভোগ করে অন্য প্রদেশবাসী মহাজন।

জীবনের সমস্ত আশা ভরসা এই সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের গণ্ডীর ভিতর কবরস্থ হ'লে মানুষের সৃষ্টি শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ হ'তে বিলম্ব হওয়া অনিবার্য্য ও অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বাঙ্গালীর উদ্যোগীপুরুষকে অতি সন্তর্পণে ব্যবসায়ের পথে অগ্রসর হ'তে হয়। দু'একটা সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে মূলধনের অপ্রাচুর্য্যহেতু কর্ম্ম কর্ত্তারা দীর্ঘ সূত্রী হ'য়ে পড়েন চিত্রোক্তপযুক্ত নট নটীর পারিশ্রমিক, চিত্র কারখানার পূর্ণাঙ্গীন সরঞ্জাম ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক অবশ্য আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করার মত অর্থ না থাকাতে চিত্রে এমন অনেকগুলি ত্রুটী থেকে যায় যা দর্শকের মনে একটা বিরাট অতৃপ্তির সৃষ্টি করে। এ বিতৃষ্ণার ফলে হয় চিত্র ও চিত্র প্রতিষ্ঠানের অকালমৃত্যু ; বস্তুতঃ সাধারণের ধারণা হয় যে কর্ম্মকর্ত্তার অনভিজ্ঞতা ও অপারগতাই অকাল মৃত্যুর আদিভূত কারণ। এ ধারণার পর সে কর্ম্ম-কর্ত্তার পরিচালনায় প্রস্তুত আর কোন চিত্রই দর্শক সমাজে স্থান পায় ও সুনাম অর্জ্জন করাত দূরের কথা। (ক্রমশঃ)

ছায়াচিত্রের আনন্দ

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ

চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে থাকেন। কেউ বলেন চলচ্চিত্রের চাপে দেশের আর দশটা ভাল কাজ করা চল্‌বে না, আবার কেউ আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে বলেন এই বাইস্‌কোপই দেশটাকে অধঃপাতে নেবে। আমার কিন্তু এতটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা ভবিষ্যৎদৃষ্টি নেই যে এক নিঃশ্বাসে এত বড় অভিমত বা বাণী দেশকে দিতে পারি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা প্রাণের সরল সত্যকথা হিসেবে দু'একটা কথা মাত্র বল্‌তে পারি।

বিদেশের খবর যারা রাখেন তারা নিশ্চয় জানেন যে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সম্রাট উইলিয়ম থার্ডের রাজত্বকালে চলচ্চিত্রে সে দেশকে কতটা আনন্দ দিয়েছিল। এই সময়ই সুন্দরী তরুণী প্রথম ছায়াচিত্রের শোভা বর্দ্ধন করেছিল। আমাদের দেশ তখন ছায়াছবির কথা ভাব্‌তেও পারেনি, কিন্তু যখন এই খবর আমাদের দেশে এল তখন তা' দেখবার জন্য কি প্রতীক্ষা নিয়ে না আমাদের দেশবাসী দিন কাটিয়েছে—দস্তুর মত সাধনা তাকে বলা চলে। তারপর যখন সত্যি-সত্যি আমাদের দেশ তা' দেখ্‌লে তখন যে আমোদ তারা পেয়েছিল তাকে নিম্ন-স্তরের বল্‌লে অবিচার করা হয়। আমার মনে হয় তখন প্রত্যেকের দুঃখ কর্‌তে হয়েছিল—"আমার দেশ এটা কবে কর্‌বে"। যা হউক ১৯১২ সালে মিঃ আপ্‌তের কল্যানে আমাদের দেশে প্রথম চিত্র লঙ্কাদহন দেখান হ'য়েছিল। খুব উঁচু দরের ছবি না হলেও সে যে আনন্দ আমাদের দিয়েছিল, তাকে একবারে অবহেলা করা চলে না, তারপর কত চিত্র এল কত গেল তার লিষ্ট দিতে চাই না,—শুধু এই বল্‌তে চাই যে কোন ছবি দেখার পরে কেউ অধঃপাতে গেছে বলে খবর পাইনি। অবশ্যি এটা সত্যি যে কোন কোন ছবিতে কোন কোন স্থানে কুৎসিত ব'লে মনে হয়। ঘটনার প্রাণ রাখতে গিয়ে দুই এক ক্ষেত্রে ঐরূপ করলে যে খুব মারাত্মক অপরাধ করা হয় এরূপ আমার মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে যাঁ'রা ছবিতে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ কর্‌তে চান তারা এসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। আর যাঁরা করেন, তাঁরা পূর্ব্বে ও কর্‌তেন, এখনও করছেন, আর ভবিষ্যতেও করবেন। সেটা ছবির দোষ নয়—তাদের দুর্ব্বলতার দোষ। এটা কিছুতেই অস্বীকার কর্‌তে পারি না যে, যে ছবি প্রকৃত আনন্দের ডালি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দেখা দেয় তার মধ্যে প্রাণ খুঁজে পাই না বা তাকে অবহেলা কর্‌তে পারি।

United Artists :—

ZANUCK BUYS LONDON PLAYS.

'CLIVE IN INDIA"—

Authors to do own Adaptation.

Darryal F. Zanuck has signed up R. J. Minney and W. F. Lipscomb, authors of Clive of India' to accompany him to Hollywood immediately, where they have been engaged to undertake the screen treatment of their own play, which is now in its seventh month of run at the Savoy Theatre.

"Clive of India," as already reported in the 'Daily' will be produced by Mr. Zanuck for 20th century Pictures, with Ronald Colman in the leading role. This marks the first occasion upon which two British scenario writers have been brought specially from London to Hollywood to undertake the screen treatment of their own play.

Mr. Zanuck, on behalf of 20th Century, has also purchased the Screen rights of "Old floks at Home," the London stage success by H. M. Harwood, which ran at the Queen's Theatre for close upon seven months, with Miss Marie Tempest in the leading role.

STANLEY LUPINO FOR UNITED ? TOO.

A deal has been concluded between United Artists and Allied Film Productions, whereby "Stanley Lupino" will be starred in "All's fair in Love" (working title) it was aiso announced last night. Negotiations are in progress to secure an international director and another world famous star. The prodoction will be made at British and Dominions studio.

Phone Numbers of Hollywood Stars ?

The Film stars in Hollywood, as a rule, never disclose their numbers in the local Directory in order to avoid a succession of telephone calls daily. But there is a section of people known as "Telephonies" who always manage to discover the star's numbers. The process of discovering the numbers is, of course, clouded in mystery. As the stars constantly change their numbers because of the "racket," the Telephonies" have to be very alert and active. It undoubtedly reflects much credit on their wonderful detective system ; but the "Telephonies" do not labour in vain. The Telephonies" earn a good amount by selling the Phone numbers. In the beginning, the chief clients of the "Telephonies" were Pressmen who had to verify rumours regarding the Hollywood marriages and divorces. The Pressmen were followed by the business men, and now, some members of the public are buying the numbers in order that they may ring up a celebrated actor or actress and enjoy the thrill of hearing the Voice of a great film star.

মানসী

শ্রীশ্যামলচন্দ্র ঘোষ-বি-এ

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য-অঞ্চল

পাহাড়ের উপর ছোটবড় অসংখ্য গাছ। তাহারি মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পায়ে চলার পথ।
শিকারীর বেশে সমরেন্দ্র ও রঞ্জন।

সমর—(চলিতে চলিতে) এই দুর্গম পথে guide নিয়ে না বেরোবার যে কত ঝঞ্ঝাট তা' একবার বোঝো। দু'ঘণ্টার ওপর বেরিয়েছি শিকার ত কিছু ছাই জুটলই না, কোথা থেকে যে কোথায় এসে পড়েছি তারও ঠিকানা নেই।

রঞ্জন—(চলিতে চলিতে) থাম্, বক্বক্ করিস্নি। কি ক'রে যে তোরা এই একটানা Stale morbid life lead করিস্ বুঝে পাই না। সমস্ত adventure এর romance টাই হতভাগা মাটি করে দিলে। একটা guide সঙ্গে থেকে পথ বাত্‌লে দেবে তবে সেই পথে চ'ল্‌তে হ'বে;—কেন? পথ কি কারুর বাবার কেলের সম্পত্তি নাকি? যে তৈরী ক'রে নিতে পার্বে তারই জন্য ত পথ।

সমর—রাত ত হ'ল পথ তৈরী কর্ব্বার কাজ কি এখনো চল্‌বে?

রঞ্জন—চ'ল্‌বে। অসংখ্য পাহাড় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—অঙ্গে তাদের গাছপালার বিচিত্র আভরণ। আকাশে চাঁদ বড় হ'য়ে উঠ্‌বে; বনের ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়ে পড়বে তার আলো—আর তার মাঝখান দিয়ে চল্‌বে আমাদের যাত্রা অনন্তকাল ধ'রে।

সমর—রক্ষে করুন কবিবর!—যথেষ্ট হ'য়েছে। কাকীমা কাকাবাবু স্বর্গে গিয়েছেন; কিন্তু তার পূর্ব্বে এ হতভাগার গলবন্ধের একটা ব্যবস্থা ক'রে যদি যেতেন!—

রঞ্জন—Go drown yourself with your rotten ideas. To be chained down by distant engagement!—By Jove, I shall have none of that.

সমর—তবে কি ক'র্ব্বেন আপনি?

রঞ্জন—উ'ড়ে বেড়াব—Shelleyর Skylark এর মত—higher still and higher ঊর্দ্ধ্ হ'তে ঊর্দ্ধে চ'ল্‌বে আমার গতি। সমস্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আমি নিঃশেষে মিলিয়ে যাব। বিশ্ব বীণার তারে তারে আমি বেজে উঠ্‌ব—একটা অশরীরি সুর।

—Far, far away, dissolve, and quite forget

The weariness, the fever and the fret Here, where men sit and hear each other groan—

অদূরে পাহাড়ের গায়ে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণী-মূর্ত্তি চকিতে দেখা দিয়া বিদ্যুতের মত মিলাইয়া গেল। সমর ও রঞ্জন হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিল। ঠিক পর-মুহুর্ত্তেই রঞ্জন ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল

রঞ্জন—পেয়েছি—পেয়েছি। Oh my queen, follow thee till I make thee mine.

(সমস্ত বন জঙ্গল ও পাহাড়ের বন্ধুরতা অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল।)

সমর—[রঞ্জনকে সজোরে পিছনে আকর্ষণ করিতে করিতে]—তুই কি পাগল হ'লি রঞ্জন?—

রঞ্জন—বল কি সমর!—আমার মানসী আমাকে নিজে এসে দেখা দিয়েছেন,—তাঁকে আমি খুঁজে নেব না? আমার জন্ম জন্মান্তরের কল্পনা আজ মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আমাকে ধরা দিচ্ছে—আমি যে আর আনন্দ চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে!—শুন্‌তে পাচ্ছ সমর, গাছে গাছে ঐ পাখীর গান?—দেখ্‌তে পাচ্ছ, সমর, নীল আকাশে ঐ চাঁদের আলো?—

আমার মানসীর মন্দিরের পথে সমস্ত কাঁটা
আজ ফুল হ'য়ে ফুটে উঠেছে—।

সমর—কিন্তু রঞ্জন, এযে একটা নিছক phantom.

রঞ্জন—ঠিক, ঠিক। আমার মানসীকে কেবল আমিই
চিনি, নাই, তুমিও তাকে চিন্‌তে পেরেছ সমর।
Phantom——phantom——সেইত তাঁর
সত্যিকারের রূপ।

দারুণ উত্তেজনায় রঞ্জনের শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সমর তাহাকে টানিয়া লইয়া বাসার দিকে চলিল। (ক্রমশঃ)

Slow fade out.
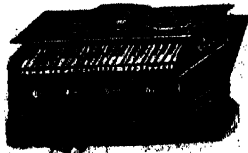
হলিউডের কথা—

বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

অভিনব সম্মেলন

Paramount ও Metro Goldwyn ষ্টুডিও কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দুটি নূতন মাণিক জোড়ের সন্ধান আপনাদের দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। Paramount চেষ্টা করছেন যাতে তাঁরা Marlene Dietrich ও Maurice Chevalierকে এক সঙ্গে একটি ছবিতে নামাতে পারেন এবং তাঁদের এ চেষ্টা ফলবতী হবার সম্ভাবনা নাকি খুব বেশী, কারণ এ প্রস্তাবে Marlene ও Maurice দুজনেরই মত আছে। এ দিকে Greta Garbo ও Gray Cooperকে একত্র করে একটি ছবি তোলবার জন্য Metro Goldwyn Myers কোম্পানীও খুব চেষ্টা করছেন। Gretaর নাকি খুব ইচ্ছা যে তিনি দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ Garyর সঙ্গে অভিনয় করেন। আমরা এই সম্মিলিত অভিনয়ের প্রত্যাশায় বসে রইলুম।

নামজাদা বাড়ী

চিত্র-সম্রাজ্ঞী Greta Garboর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আপনারা অনেক কিছুই শুনেছেন। আজ আর একটা নূতন খবর শুনুন। Californiaর বাড়ীওয়ালারা বলেন যে তাঁরা যদি Gretaকে বিনা পয়সায়ও বাড়ীভাড়া দেন তা হলেও তাঁরা লাভবান হয়ে থাকেন কারণ তাঁরা দেখেছেন যে আজ পর্য্যন্ত Greta যতগুলি ভাড়া বাড়ীতে বাস করেছেন, তিনি উক্ত বাড়ীগুলি পরিত্যাগ করার পর অন্য নূতন ভাড়াটিয়ারা নাকি খুব বেশী টাকা ভাড়া দিয়ে ওই বাড়ীগুলি ভাড়া নেবার জন্য মারামারি কোরে থাকেন। Gretaর পরিত্যক্ত বাড়ীগুলির জন্য কি রকম শ্রেণীর ভাড়াটিয়া আসে তা জানেন কি? Miriam Hapkins, Claudette Calbert, Joel Mc Crea, Francis Dee প্রভৃতি Hollywoodএর নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যেই Gretaর বাস করা বাড়ীভাড়া নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শিল্পী ধন্য তোমার বিমোহিনী যাদু! [ইহার শেষাংশ ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

নুর-ইমান ছবিতে—মিস্ দুলারী

কালী ফিল্মের তরণীতে
কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা

TEMPLE DRAKE

বাংলা ফিল্মের হিন্দি রাজনটীর একটি দৃশ্য— মাষ্টার বশীর ও শ্রীমতী বীণা

বাংলা রাজনটী বসন্ত সেনায়—
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী বীণা।

হিন্দি রাজনটী এবং বাংলা বসন্ত সেনায়
আর্ণকের ভূমিকায়—ফণী বর্ম্মা।
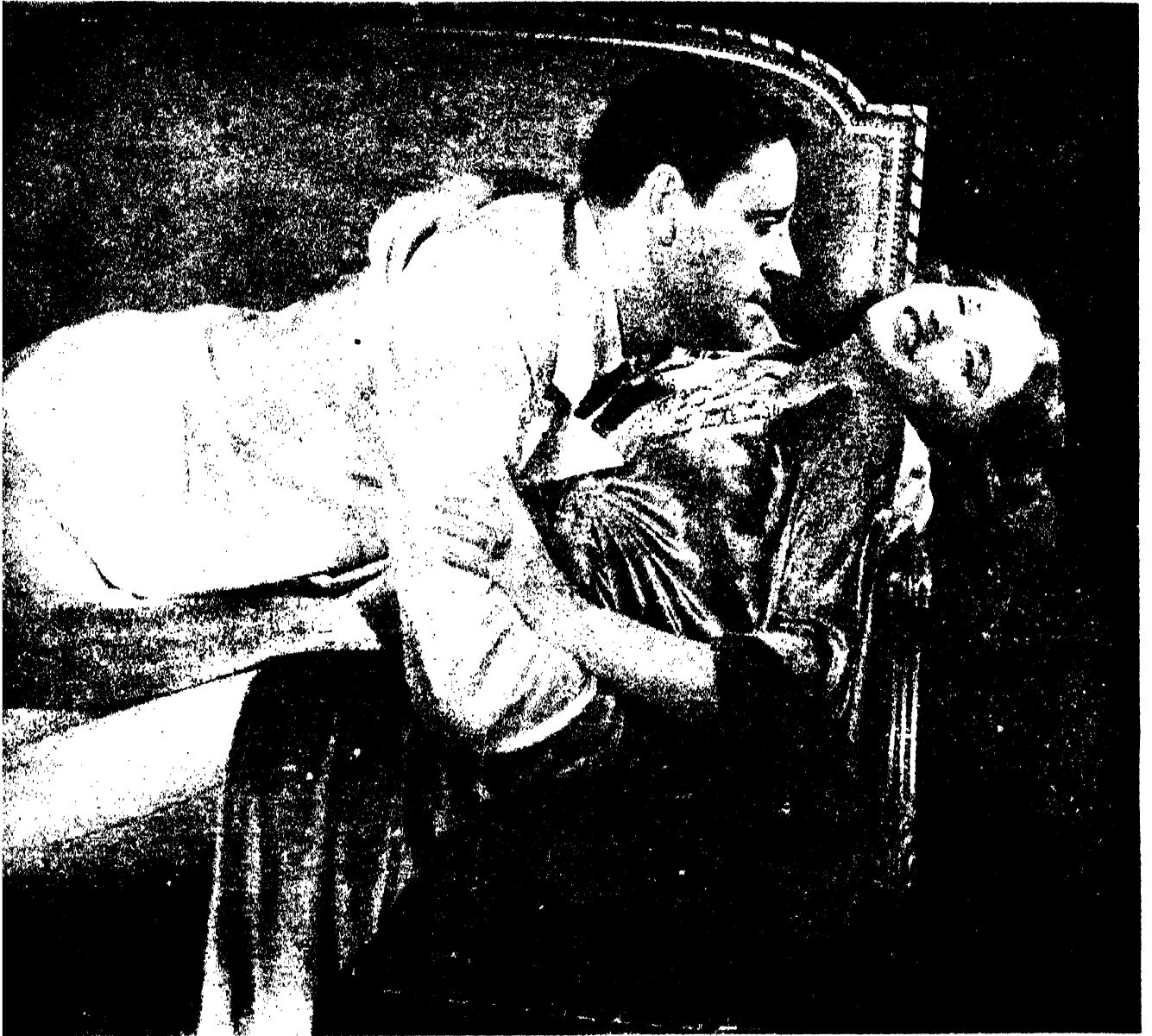
BARBARA STANWYCK
&
SAM HARDY
IN
MEXICALI ROSE.

কয়েকটী কথা

—শ্রীআনন্দ গুপ্ত

"কিরে, কি কচ্ছিস্? বৌকে চিঠি লেখা হচ্ছে বুঝি?"

"না ভাই, চিঠি নয়, একটা প্রবন্ধ লিখ্ছি—
ওকি! অবাক হ'য়ে গেলি যে বড়?"

"অবাক হব না ত কি? আজ যদি হঠাৎ কেউ আমায় বলে যে সে দিনের বেলায় তারা দেখেছে, তবে অবাক হব না ত কি হব? তোর প্রবন্ধ লেখার কথা শুনে আমারও দিনে তারা দেখাই হয়েছে। তা, প্রবন্ধটা, আপনার কি বিষয় বস্তু সম্বন্ধে গবেষণার ফল?"

"ফিল্ম সম্বন্ধে?" একিরে লাফিয়ে উঠ্লি কেন? বোস্ বোস্—
"তোর মত ত আমার মাথা খারাপ হয় নি? এ সম্বন্ধে সারা বাংলা দেশে এত বিশেষজ্ঞ থাকতে, তোর আবার এ দুর্ব্বুদ্ধি হল কেন? নে নে, এসব পাগলামি ছেড়ে, চল্ ত একটু আমার সঙ্গে। এক জায়গায় যেতে হবে?"

* * * *

পাগলামিই বটে। যখনি এ সম্বন্ধে কোন কথা মনে আসে, তখনি চোখের সামনে বায়স্কোপের ছবির মত আমাদের এই বাংলাদেশের কাগজগুলি, বিশেষজ্ঞদের বচন বাচন চোখের সামনে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। শুনিও বটে, পড়িও বটে যে "এ শিল্পের এখনও শৈশবাবস্থা; তবু এর মধ্যে যাঁহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের অবদান অনন্যপূর্ব্ব এবং অচিরেই নাকি তাহা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিবে।" করা খুবই উচিত। কিন্তু আমরা প্রকৃত পক্ষে কি দেখি? আমরা যাহা দেখি তাহাতে মনে হয় যে এ শিল্পের এখনও বাল্যাবস্থায় গিয়া পৌছান সম্ভব হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে পৌছিবে কিনা সন্দেহ। যদিও পৌছায়, হয় ত পৌছাইবে. কিন্তু সময় সাপেক্ষ। হয়ত আমার কথা অনেকের কাছে তিক্ত লাগিবে—লাগিবে কেন, লাগিবেই। হয় ত এর জন্য অনেকে আমায় কটূক্তিও করিবেন, কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই আমার বিনীত অনুরোধ তাঁহারা যেন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কথাগুলি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন।

প্রথমতঃ এ শিল্প সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বোধ হয় এখন একথা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে যে বাস্তবিকই বাঙ্গালী এই শিল্পে তাহার নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারিয়াছে কি? ইহার উত্তরে হয় ত অনেকে বলিবেন যে নিশ্চয়ই। নিউ থিয়েটার্স, কালী ফিল্মস্ ইত্যাদি রহিয়াছে। পূর্ণোদ্যমে ইহারা কাজ করিতেছেন ইত্যাদি। ইহারা যে ছবি বাজারে বাহির করিয়াছেন তাহা সত্যই বাঙ্গলার গৌরব। বাঙ্গলার গৌরব সন্দেহ নাই। কারণ এ দুটী বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আর অন্যান্য যেগুলি আছে? এদেশে এ শিল্পের গোড়াপত্তন হইতে আজ পর্য্যন্ত কতগুলি যে প্রতিষ্ঠান হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইল কেন? আজও বাঙ্গালার ছবির অভাব দূর হইল না। বাঙ্গলার প্রয়োজন মিটাইতে বাহির হইতে ছবি আনিতে হয়। ইহা বোধ হয় বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার পরিচয় নয়। বাঙ্গালী এখনও বহু দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথচ অন্যান্য প্রদেশে, এ বিষয়ে, কত অগ্রণী। মনে বড় দুঃখ হয় যে, হায় রে বাঙ্গালী! এরাই একদিন ভারতকে পরিচালিত করিত। আজ প্রতি পদে সে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। কেহ কি এ কথা কখনও ভাবেন? সমস্যার সমাধানের কোন উপায় খোঁজেন? হয়ত অনেকে ভাবেন কিন্তু ঐ ভাবা পর্য্যন্তই। কেহ যে এ বিষয়ে একটু আলাপ আলোচনা করিবেন, তাহার কোন প্রকার চিহ্নই প্রকাশ পায় না। খুব সম্ভব "কে আবারও হাঙ্গামার মধ্যে যায়?" এই মনোভাবের দরুণই বোধ হয় কেহ এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলাপ আলোচনা করেন না বা করিতে চান না। যেমন আমরা ট্রেণে, ষ্টীমারে, ট্রামে, বাসে গাদাগাদি করিয়া যাই, আর ভাবি যে "কোন মতে কষ্টেসৃষ্টে জায়গায় একবার পৌছিতে পারিলেই হইল; কে যায় আবার এ লইয়া লেখাপড়া করিয়া হাঙ্গামা বাড়াইতে?" সেই চলমান অবস্থায়ই যা কিছু আমাদের আস্ফালন। ঠিক ছায়াছবি সম্বন্ধেও তাই। চা'র দোকানে; বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়, ট্রামে বাসে খেলার মাঠে আমাদের এ রকমই আন্দোলন হয়। কিন্তু

প্রকৃত আলোচনা [illegible] উন্নতির জন্য কেহই করিতে চান না বা করেন না। কেউ যদি করিতেও চান বন্ধুবান্ধবেরা "পাগলামী" বলিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরেন এবং কথাটা দুঃখের হইলেও সত্য যে এরূপ আলোচনার জন্য কোন স্থানও পাওয়া যায় না। ইহার আলাপ আলোচনার স্থান হইল পত্রিকাগুলি। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা পত্রিকা-গুলিতে কি পাই ? ইহার জন্য কেহই মাথা ঘামান না। যে কয়টী পত্র এ সব বিষয়ে আলোচনা করেন তাহাতে থাকে কি ? গ্রেটা কয়টা স্যাণ্ডউইচ খায় জোয়ান ক্রুফোর্ড কি করে আরও কত কি ? তাহার প্রয়োজন নাই এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু এক রকম ইহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন ? উহা অপেক্ষা কি করিলে আমা-দের এ শিল্পের উন্নতি সম্ভব তাহার সম্বন্ধে আলোচনা থাকা-টাই অধিকতর প্রয়োজন। অনেকে বলিবেন যে নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন ছবিই বাহির হউক তাহার সমালোচনা করিতে গিয়া সাধারণতঃ কাগজগুলি এমন প্রশংসাপত্র দিয়া বসে যে উন্নতির আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যেন আমাদের দেশীয় ছবিগুলি এমন উন্নত ধরণে তৈরী হয় যে আর কোন উন্নতির প্রয়োজন আছে এ কথা কল্পনাও করা যায় না। অবশ্য ছবির দোষ ত্রুটী যে দেখান হয় না তাহা নয়, তবে মনে হয় যে তাহার কারণ অন্য কিছু। ছবির আদর্শ উচ্চ করিবার উদ্দেশ্যে নয়। এই লেখকের দুর্ভাগ্যক্রমে এমন অভিজ্ঞতা আছে যে কোন কোন কাগজের মালিকেরা এমনও বলিয়াছেন যে ছবির সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিতে হইলে কাগজে যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেন, তাঁহাদিগকে হয় প্রশংসা করিয়া না হয় তাহাদিগকে বাদ দিয়া লিখিতে হইবে। ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে জানি না। অথচ ছবি সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে গেলে প্রসঙ্গতঃ ছবির কথা আসিয়া পড়ে। এখন সেই ছবির কোথায় কোথায় দোষ হইয়াছে এবং কি হওয়া উচিত ছিল লিখিতে গেলেই বিপদ। এ সম্বন্ধেও বোধ হয় ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে এবং এ বিষয়ে আলাপ আলোচনারও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি এ কথাগুলি শিল্পানুরাগীরা ভাবিয়া দেখিবেন ও এ সম্বন্ধে যাঁর যাঁর মতামত ব্যক্ত করিবেন। যদি এ সম্বন্ধে কেহ উৎসাহী হন তবে বারান্তরে কয়েকটী সামান্য নিবেদন করিবার বাসনা রহিল। বাঙ্গলার এই শিল্প সম্বন্ধে, দয়া করিয়া, যাঁহারা অনুরাগী তাঁহারা একটু ভাবুন, আলাপ আলোচনা করুন, ইহাই বিনীত নিবেদন।

[পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষ অংশ]

চন্দ্রপতি যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া জবাব দিল,—

শাহান্‌সা—! আমি উন্মাদ নই, শুধু অন্তরের অসহ্য জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েছি মাত্র—আর এজন্য দায়ী আপনি।

নবাব চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—আমি ?

চন্দ্রপতি ধীর কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ, বাদশাহ, আপনি। আপনি রাজা—প্রজার রক্ষক। আপনার এই বিস্তৃত রাজত্বের এক নিভৃত কোনে আমার বসতি। আর সেখানে আপনার রাজদণ্ড অক্ষম হ'য়ে গেছে। এই আমার অভিযোগ। নবাব চিন্তিত ভাবে চন্দ্রপতিকে মুক্ত করিবার আদেশ দিলেন। বলিলেন, যুবক আমি বড় শ্রান্ত কল্য প্রাতে আমি তোমার অভিযোগের বিবরণ শুন্‌ব। যদি অভিযোগের একটী বর্ণও অসত্য হয়, তুমি তার শাস্তি গ্রহণ করবে—আর যদি সত্য হয় আমিও অম্লান বদনে তার শাস্তি গ্রহণ করব।

সভাস্থল নিস্তব্ধ। মরিয়ম নির্নিমেষে চন্দ্রপতির দিকে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

[১২ পৃষ্ঠার শেষ অংশ]

ভ্যালে-উইস মুলার সংবাদ

আচ্ছা, সত্যি বলুন ত আপনারা নিশ্চয় এত দিনে ঠিক করে বসে আছেন যে Lupe Valez ও Johnny Weissmullerএর বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকমই কিন্তু সম্প্রতি California র কোন এক হোটেলে Lupe Valez ও Johnnyকে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে এবং Lupe Valez নাকি তাঁর Divorceএর মামলা প্রত্যাহার কর্ত্তে রাজী আছেন যদি ছয় মাসের ভিতর Johnny তাঁরা স্বভাব শুধ্‌রে ফেলেন। Johnny এই প্রস্তাবে খুব রাজী। বেচারা Johnnyর দোষ এই যে সময় সময় সে বড় রেগে যায়।

প্রাইভেট লাইফ অফ Henry VIII

উপরোক্ত ছবিটি তুলে ওই ছবির Producerরা কি রকম লাভবান হয়েছেন তা জানেন কি? শুধু Leicester Square Theatreএ ছবিটি তিন মাসের উপর চলেছে এবং তা থেকে পাওয়া গেছে ৫০,০০০ পাউণ্ড এবং ওই ছবির Producerরা স্বীকার করেছেন যে ছবিটি তুলতে তাঁদের ৫০,০০০ পাউণ্ডেরও কম খরচ হয়েছে। এক সপ্তাহের ভিতর Henry VIII দেখিয়ে ৮,০০০ পাউণ্ড পাওয়া গেছে এবং এ বইখানিতে সপ্তাহে নিম্নতম বিক্রী হচ্ছে ৩,০০০ পাউণ্ড। Charles Laughton (Henry VIII)কে বাইরে মোটা দেখ্‌তে হলে কি হবে, তাঁর বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম। তাই তিনি এ বইখানিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য বাঁধা মাহিনা না নিয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থের আংশিক চেয়ে বসেছেন এবং পেয়েছেনও তাই। আমাদের সত্যই দুর্ভাগ্য যে এমন একখানি বই দেখ্‌তে পেলুম না।

পীঠ ও পট

পীঠ ও পটের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ওদের দেশে ভারী মারামারি লেগেছে। ওখানকার সমালোচকরা বলেন পটই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের এ মন্তব্য তাঁরা কি করে প্রমাণ কর্ত্তে চেয়েছেন তা জানেন কি? ওঁরা দেখিয়েছেন যে মঞ্চে অভিনীত বহু নাটক ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হয়ে অধিকতর সাফল্য লাভ করেছে। তারা বিশেষ করে Clive Brook অভিনীত Cavalcade, Charles Laughtonএর Payment Deferred এবং Ronald Calmanএর Cynaraকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখিয়েছেন। কাজেই এ মন্তব্যটাকে আপনারা অগ্রাহ্য কর্‌তে পারেন না।

নুতন নোভেরো

Ramon Novaro বাঙ্গালীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় সম্প্রতি Ramon, তাঁর উনবিংশ বর্ষীয়া ভগ্নীকে তাঁর "Laughing Bay" নামে অভিনীত ছবিতে নামিয়েছেন তার ভগিনীর নাম হচ্ছে Carmen Samaniego এবং তিনি এ ছবিতে তাঁর দাদার ভগ্নীরই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ ছবিতে অভিনয়ের পূর্ব্বে Carmen কিছুদিন Mallywood এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে ছিলেন। আমরা আশা করি তিনি নিশ্চয়ই তার দাদার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে পার্ব্বেন।

পর্দ্দার বাহিরে

সাধারণতঃ আমরা ছবিতে অভিনেতা অভিনেতৃদের যেরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের গার্হস্থ্য জীবন হয় ঠিক বিপরীত ধরণের। যেমন ধরুন Marlene Dietrich—একে আমরা বেশীর ভাগ 'Tlert'এর ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে দেখি কিন্তু আসলে Marlene তার স্বামী ও সন্তানাদির সহিত তার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বেশ ভালভাবেই পালন করে আস্‌ছেন। তারপর ধরুন Jean Harlow 'Coquette' এর ভূমিকা অভিনয়ে Jeanএর মত পটিয়সী অভিনেত্রী আর নেই বল্‌লেই চলে। কিন্তু Jean নিজের মুখে সম্প্রতি বলেছেন যে স্বামী, সন্তানাদি এবং একটি ছোট গৃহস্থালীই তার এ পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী কাম্য।

* * * *

বারান্তরে হলিউডের আরও অনেক মজার খবর দেবার ইচ্ছা রইল।

শচী-দুলালের গল্পাংশ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। তান্ত্রীক ও কাপালিকগণের অত্যাচারে সারাদেশ প্লাবিত। তান্ত্রিক সাধনার আবরণের অন্তরালে কত প্রকার নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই নিদারুণ অত্যাচারে ও দেশের দুর্দশায় অতিষ্ঠ হইয়া কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্‌পরায়ণ সাধু ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইল; তাঁহারা নিরন্তর ভগবানকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

যিনি যুগে যুগে অবতার হইয়া অত্যাচারীকে ধ্বংশ ও ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—

ইহাই যাঁহার শ্রীমুখের বাণী—ভক্তবৎসল সেই ভগবান কি ভক্তের আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে পারেন? গোলকধামে তাঁহার আসন টলিল; শ্রীভগবান শ্রীমতী রাধিকাকে বলিলেন যে ভক্তের আহ্বানে তাঁহাকে ধরাভার লাঘবের জন্য পুনরায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবে এবার আর দুষ্কৃতগণের ধ্বংশকারী ঘনশ্যাম মূর্ত্তিতে নহে—এবার প্রেমের অবতাররূপে—ধরায় প্রেম বিলাইতে সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের সূত্রে গাঁথিতে গৌরমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবেন।

যাঁহার আবির্ভাবের সূচনা মাত্রেই সকল অত্যাচার, সব বিভীষিকা দূরে পলায়ন করে—যাঁহার পূতপাদস্পর্শে শোণিতাপ্লুত ধরণীর বীভৎসমূর্ত্তি জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—শুষ্কপ্রান্তর পুষ্পপল্লব শোভিত কাননে পরিণত হয়—যূপ-কাষ্ঠ মঙ্গল-কলসে রূপান্তরিত হয়, হিংসাত্মক অপবিত্র ধরাধামে তাঁহার আবির্ভাবের যোগ্যস্থান কোথায়?—নারায়ণ স্বয়ং-ই এই সমস্যার সমাধান করিলেন। বীণাপানীর লীলা-নিকেতন, শাস্ত্রচর্চ্চা ও জ্ঞানের মহাকেন্দ্রভূমি, ভাগীরথিতীরবর্ত্তী পবিত্র নবদ্বীপ ধামে, পরম বৈষ্ণব মহাপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহকেই স্বীয় আবির্ভাবের উপযুক্তস্থান মনোনীত করিলেন ও গভীর রজনীতে মিশ্রের পত্নী শচীদেবীর নিদ্রাবস্থায় এক অলৌকিক স্বপ্নের দ্বারা আপন আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

শচীদুলালের
নাম ভূমিকায়—
শ্রীমতী পূর্ণিমা।

গর্ভাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া এই মহামানবের শৈশব ও বাল্যের প্রতি ঘটনায় ও প্রতিকার্য্যে এক অলৌকিক মাহাত্ম্য ও অসাধারণত্ব লক্ষিত হয়। গর্ভাবস্থায় ত্রয়োদশমাস অতিক্রান্তপ্রায় হইলেও প্রসবের কোনও লক্ষণ না দেখিয়া মিশ্র বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশিগণও এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।

১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে, চন্দ্রগ্রহণের সময়, পূণ্যভূমি নবদ্বীপের পথ-ঘাট যখন হরিসংকীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনিতে মুখরিত, সেই সময় জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইল। সমস্ত নগরবাসী মিশ্রের গৃহে শিশু সন্দর্শনে উপস্থিত হইলেন। এমন কি দেবদেবিগণও নগরবাসীদের ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন ও শিশুর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মিশ্রদম্পতীর সৌভাগ্যে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

যিনি পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সারা বঙ্গদেশকে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়াছিলেন—যাঁহার মহিমায় জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাষণ্ডগণও পরম হরিভক্তে পরিণত হইয়াছিল—তাঁহার বাল্যজীবনের কাহিনী এতই বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ যে তাহা শ্রবণ বা পাঠ করিতে করিতে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মনপ্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া যায় এবং সেই অনন্তমহিমাময় ভগবানের উদ্দেশ্যে মস্তক আপনিই নত হইয়া আসে ও সেই সঙ্গে সমস্ত অন্তর-আত্মা গাহিয়া উঠে—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

বাংলা সবাক চিত্রাকারে—
ইহারই রূপ
কর্ণওয়ালীশের পর্দ্দায়
—দেখিতে পাইবেন—
এই শনিবার হইতে সগৌরবে—
তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল

PHILLIP REED and CONSTANCE CUMMINGS
in "GLAMOUR"

এটলানটাইড এর একটি দৃশ্য।

রেডিওর লষ্ট পেট্রোলের এব

বাংলার ছায়া চিত্র শিল্প

—শ্রীপ্রশান্তকুমার দাস

ছায়া চিত্র শিল্পে অল্প সময়ের মধ্যে যদিও বাংলাদেশ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে তবু যখন বিলাতী চিত্রগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া বাংলা চিত্রের তুলনামূলক সমালোচনায় অগ্রসর হই তখন প্রায়ই হতাশ হইতে হয়। ইহা নিষ্ঠুর সত্য যে বাংলার ছবি এখনও বিলাতী ছবির সহিত সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না। কোন কোন ছবির বিশেষ দুই একটী অংশ হয় ত প্রথম শ্রেণীর প্রশংসার উপযোগী হইতে পারে কিন্তু পূর্ণ ছবিখানির অনেক দোষ ত্রুটী হয় ত সাধারণের রুচিতেও বাঁধে। ইহা অবশ্যই অসম্ভব যে সেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াই আমাদের চিত্র শিল্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির সমকক্ষ হইয়া উঠিবে —এরূপ আশা করাও বাতুলতা। কিন্তু আমরা যখনই বাংলা চিত্রের সমালোচনা করি বিলাতী চিত্রের প্রভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং পক্ষপাতহীন সমালোচনার পথে বাঁধা জন্মায়। সুতরাং সমালোচনার কালে আমাদিগকে অতি সন্তর্পনে অগ্রসর হইতে হইবে—এই মন্তব্যগুলির প্রভাব ছায়াচিত্রসেবীকে অল্প বিস্তর স্পর্শ করে। আমাদের দেশীয় চিত্র ফিল্মে তুলিতে অল্প খরচ লাগে---শিল্পীদিগকেও বিলাতের অনুপাতে অতি অল্প পারিশ্রমিক দিলেই চলে। কিন্তু অন্য পক্ষে ইহার ব্যবসার ক্ষেত্রও নিতান্ত অপরিসর। সেইজন্য একখানি ফিল্মের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের জনসাধারণের বাংলা চিত্রের প্রতি সহজ আকর্ষণ প্রচুর। ইহাদের সহানুভূতির জন্যই কোনও বাংলা ফিল্মই একেবারে নিষ্ফল হয় না।

এই ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া জন সাধারণের মধ্যে ইহার চাহিদা বাড়ান দরকার। যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তার কল্পে একটী Institute স্থাপন করেনতবে এই Instituteটীর প্রভূত মঙ্গল হয়। এমন লোক কি বাংলাদেশে নাই?

মারলিন ডিয়েট্রিচ

সং অফ্ সংসের একটি দৃশ্য

"Rup-Rekha"

The other day one of our representatives interviewed Mr. Crasto, the Exploitation Manager of R K O Radio Pictures Limited and asked him, among other things, the following questions.

1. Will the Legion of Decency have any material effect on foreign films ?

2. Have not the American Pictures a firm hold on the psychology of Man ?

3 Will the American pictures in the future lose their present-day popularity ?

4. Have Indian Talkies affected foreign productions in the field of business ?

It is very gratifying to note that Mr. Crasto showed a keen interest in the subject-matter, and in the course of an illuminating talk answered all the questions put to him.

Mr. Crasto began by remarking that the only material effect that the Legion of Decency will have on foreign films is that picture producing companies, who inspite of feeling that the attacks in some cases are unwarranted, believe that the attitude of certain religious groups is to a large extent justifiable. Therefore, although companies have endeavoured to keep their productions free from legitimate criticism, it may be that some pictures have reasons to be criticised. "Speaking of Radio Pictures with which we are in the main concern we could not do better than refer to the instructions which have been issued by Mr. KAHANE, the President of our company, who instructs that although an infinitesimal number of Radio Pictures can come in for criticism, it is imperative that henceforth still greater care be taken to avoid objectionable themes and offensive scenes and lines." But we are to bear in mind that the line of demarcation between good and bad taste is not always clear, and that all minds do not meet as to what constitutes proper screen material. Honest difference of opinion may arise. To come back to the point, Radio Pictures will observe in good faith the spirit of the Production code, and therefore, Radio Productions will be acceptable to the majority of fair minded film-goers everywhere. In the words of Mr. KAHANE "the fact that other Producers may be guilty of violations or evasions of the code, will not be accepted by me as an excuse for the violation or evasion on the part of the Radio Executives." Therefore, as far as Radio Pictures are concerned there is nothing to which the Legion of Decency can take exception to.

It is not that the American films have a firm hold on human mind, but the truth is the other way round. The human mind cannot but be directed towards American films because they march with the times. The American producers are keenly alive to the gradual changes in sphere of fashion, social customs and convention as well as the ideals and thoughts that govern the life of man. In short, the American films are made with an eye to the law of demand and supply. To sum up, they give what the public wants i.e. if the public want a classic they give a classic ; if the public want a musical piece they give a music piece ; and if the public want a dramatic story they give a dramatic story. And if the American films have a hold on the human mind at all, it is because they cater for all tastes. In this respect the Indian films may be said to be behind the times because they have very little to do with the new forces that have entered the life of modern men and women, and also because they draw their themes from ancient literature such as the Ramayan and the Mahabharata.

Inspite of the new-born venture on the part of Indian Producers in the world of films, the American Pictures are not in danger of losing the fame and popularity they are enjoying at the present time. As a matter of fact, the American Producers and Directors are contemplating "dubbing" of English dialogue pictures with Indian dialogue. In India, at the present time there are too many Talkie Houses out of proportion to the pictures—going population And if any one desirous of starting a new cinema. applies to the commissioner of Police for a license, the other exhibitors register a protest. So the Indian films cannot be said to have effected foreign Productions very materially in the field of business.

Photographic Recording of Sound for Motion Picture

(Continued from previous issue)

(KALI FILM)

M. S. SIL, M. Sc.

Requirements of exposure in R. C. A. method of sound Recording—The sound out put from any film is in a measure, proportional to the ratio of the densities of the light and dark portions of the sound track. For this reason, it is desirable that the film be exposed at a constant rate.
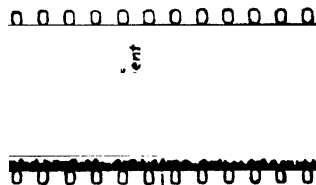
Direction of motion of Film
Fig. 1.
Form of sound track on a variable area record.

By trial the current through the exposure lamp is determined so that we get an unmodulated track of standard density (Maximum 1·5 and minimum 1·3) by processing under standard condition. If the density exceeds 1·5 we loose some of higher frequencies, recorded an low modulations, due to the limit of the resolving power of the photographic emulsion on which exposure is effected and also due to the chemical fog that results in the developing bath.

Variable area sound track does not depend upon the gradations of exposure for either out put or quality. Theoritcally, the density of all exposed portions should be the same and in practice, the condition is very nearly realised. If the exposed portion were perfectly opaque and the unexposed portions perfectly transparent, we would expect the greatest out put from the film. Actually however as pointed out above, carrying either the exposure or development to a point where maximum capacity of the exposed portion is obtained, results in fogging between the fine striations of the higher frequencies.

One of the finest feature of R. C. A. variable area recording is that although the density may vary over considerable limits, the sound out put variations are remarkably small. This of course permits considerable latitude in Laboratory work without the sacrifice of quality or volume.

The varible density process of recording employs a track of constant width but of varying density of Silver deposit along the length of the film. The variation in density is directly proportional to the frequency which has been recorded. This type of sound track is produced by varying either the brilliancy of the source of light (as in glow lamp) or the time of exposure of the film

Direction of motion of Film.
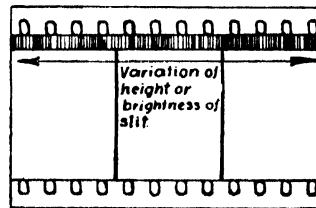
Fig. 2.
Form of sound track on a variable density record.

through a slit. (as in Western electric ' Light Valve" mechanism,)

In the glow lamp system the intensity of the source of light varies as a function of the modulating speech oscillations. In the Western Electric light valve system, a light of constant intensity passes through a mechanism which modulates it in accordance with the sound waves.

The glow lamp (or as it is sometimes termed "Aeolight") was developed by Theodore W. Case and is a gaseous discharge tube. The Aeolight is normally a two electrode tube, one of the elements consisting of a nickel anode and the other of a looped filament coated with bariam and strontium.

An inert gas, such as helium is introduced into the tube at a very low pressure. When a sufficient voltage is applied at the terminals of this tube, ionization occurs and a glow results and as the potential is increased, the intrinsic brilliancy of the glow, as well as the quantity is likewise increased. In actual operation, a sufficiently high polarizing voltage is applied, to cause a standard

চিত্র-চয়ন

ম্যাডান্ থিয়েটার্স লিমিটেড

ইন্ সাফ্ কি তোপের পরিচালক ভিটলদাস পাচোটিয়া খুব বেশী টাকা লইয়া একখানি ছবি তুলিবার চুক্তি করিয়াছেন। ছবিখানির নাম "গায়বি গোলা।" এ রকম গুজব যে ছবিখানি নাকি শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির অন্যতম হইবে।

কালী ফিল্মস্

"রূপবাণী"তে এঁদের "তরুণী" ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে দর্শকগণের দৃষ্টির সম্মুখে আস্‌বেন। নাম ভূমিকায় দেখা দিবেন—জ্যোৎস্না গুপ্তা, ডলি দত্ত, কমলা (ঝরিয়া), রাণীবালা, কুসুমকুমারী, ব্ল্যাকী, প্রকাশমণি, পদ্মাবতী, জীবন গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, রঞ্জিৎ রায়, ললিত মিত্র এবং কালিকা মুখোপাধ্যায়।

[*Continuation of page 24*]

unmodulated exposure of the sound track. Super imposed upon this polarizing voltage are the speech currents. These modulate the polarising voltage up and down from the centre unmodulated exposure point and are not allowed to exceed the overload and extinguishing points of the lamp. The response from a glow lamp is decidedly the best, as light having no inertia represents practically all frequencies being limited only by the dimensions of the slit through which exposure is effcted on the photographic film. The only draw back is that the condition of Aeolight never remains constant and the lamp has to be calibrated very frequently both for the actinic value and the maximum overload and extinguishing points for recording. [*To be continued*

রাধা ফিল্মস্ঃ

"শচীদুলাল"—কর্ণওয়ালীশ চিত্র-গৃহে ... সপ্তাহে পদার্পণ কোরবে। এই ছবি সেপ্টেম্বরের ... ঢাকাতেও দেখান হইবে। পরিচালক চারু রায় "রাজনটী"র কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই ছবির হিন্দী সংস্করণ ও দ্রুতগতিতে চলেছে—বোধ হয় জানুয়ারী মাসে উভয় ছবিরই রূপ দেখতে পাওয়া যাবে। শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দক্ষযজ্ঞ" ও মুক্তির প্রতীক্ষায় "দক্ষযজ্ঞ" শেষ হ'লে পরে ইনি একখানা উর্দু বই ও বাংলা "মানময়ী গার্লস্ স্কুলের" কাজ আরম্ভ কোরবেন।

নিউ থিয়েটার্স ঃ—

"মহব্বৎ কি কাসোটি" (হিন্দী-"রূপরেখা")—পরিচালক শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া। ছবিখানি গেল শনিবার থেকে নিউসিনেমায় দেখান হচ্ছে মিঃ বড়ুয়ার পরিচালনার কোন ত্রুটী আছে ব'লে মনে হয় না। অরূপের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় মন্দ হয় নি, তার গানগুলি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। শ্রীমতী রতনবাঈ সুলেখার ভূমিকায় মোটামুটি ভালই কোরেছেন। অশোকের ভূমিকায় মিঃ সাইগালের অভিনয়ই সব চেয়ে ভাল লেগেছে। বইখানা বেশ চলবে আশা করা যায়।

"কোলাহল"—

বড়ুয়া ষ্টুডিওতে 'বি' ইউনিটের তত্ত্বাবধানে বইখানার কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। সুবিখ্যাত অভিনেতা মিঃ ভি, এ, চাল্লাপ্পা ও শ্রীমতী টি, পি, রাজলক্ষ্মী প্রধান ভূমিকায় নামবেন।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স ঃ—

প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় হিন্দী "বলিদানের" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় "কারাগারের" কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এদের "চাঁদসদাগর" ক্রাউন টকী হাউসে আসছে শনিবার ২৫ সপ্তাহে পদার্পণ কোরবে।

পায়োনীয়র ফিল্মস্ ঃ—

অনুরূপা দেবীর "মা"—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় এর কাজ আরম্ভ হয়েছে—এই ছবিতে মাষ্টার প্রবোধ, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কাননবালা ও শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা অভিনয় কোরবেন। বাংলা ও হিন্দী দুই সংস্করণই হবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ঃ—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালনায় ডিটেক্‌টিভ ছবি "নাইট বার্ড"এর কাজ দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হচ্ছে। "মমতাজ বেগম," আবে হায়য়াৎ ও সেলিমা মুক্তি প্রতীক্ষায়।

বড়ুয়া পিক্‌চার্স ঃ—শোনা গেল সুশীল মজুমদার এঁদের একখানা হিন্দী বই তোলবার ব্যবস্থা কোরছেন।

Coming Urdu Talkies of The East India Film Co.

The Pictures Of Distinction

MUMTAZ BEGUM

A Romance
with all the virtues of a Romance
it is
A REMARKABLE CREATION OF IMAGINATION
the characters are all modern
with modern taste and culture
but
situations have been so created, as to
impart a medaeval charm to the struggles
& strifes.
MISS. AKHTARI
Appears as Mumtaz Begum—the apple of discord
MAZHAR & PEHLWAN
play the roles of the rivals for the
hand of Mumtaz while the other
important parts have been
played by a group of
renowned stars,
ATHAR BACHAN GUL HAMID
etc.

NIGHT BIRD

A detective Thriller. It forms a class by itself: See how the Gang leader throws dust into the eye of the Detective and carries on his naferious activities in the heart of the city.

SULTANA

A social play of unique merit Depicts Romantic life of girl kidnapped by the gypsies and brought up in the gypsy camp See the love intrigues of the "Gypsy Girl."

Printed by Jyotish Chandra Ghosh at Purna Chandra art Press, 105, Cornwallis Street, and

রূপরেখা

—নববর্ষ সংখ্যা—

মূল্য—চারি আনা

রাজনটী বসন্তসেনা
চিত্রায় প্রদর্শিত হইতেছে

রাজ-নটী

বসন্তসেনা

Some of the openions regarding "RUP-REKHA."

"Amritabazar" writeS :

The weekly magazine "Rup-Rekha" is passing its first year. The get-up and printing of the paper is very nice and the management of this weekly seems to have spared no pains and money to make it a foremost Cinema-weekly in Bengali. This paper is intended mainly for film criticism and news. A paper dealing with this section, a section of art is generally very costly in get-up and printing and it is gratifying that this paper is maintaining this aristrocracy through and through. There is still much room in our journalistic literature for such cinema magazines. It may be fairly hoped that this paper will gradually prosper.

Advance writes :—

This is a Cinema Journal edited by Jyotish Chandra Ghosh, Grosvenor House, Calcutta. An excellent production the journal is replete with attractive pictures and valuable contributions and it may be safely said that it will be immensely patronised by all lovers of movie pictures. Film industry in India is still in its infancy. To give an impetus to it a magazine of this type is certainly a need of the hour. The printing and get-up are excellent.

আনন্দবাজারের অভিমত ঃ—

শ্রীযুক্ত জ্যোতীষচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় কলিকাতায় "রূপ-রেখা" নামক চিত্রজগতের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। সচরাচর বাজারে যে সমস্ত সাপ্তাহিক বাহির হয় তাহার তুলনায় এই কাগজখানি কি সংবাদে, কি সমালোচনায়, কি ছবিতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা এই সাপ্তাহিকখানির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

রায়বাহাদুর জলধর সেনের অভিমত ঃ—

রূপ-রেখার পূজার সংখ্যা কাগজখানির মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষজ্ঞদের লেখা প্রবন্ধ ও মনোরম ছবিগুলি দেখে বড়ই আনন্দিত হয়েছি। এত সুন্দর ছাপা যে আমাদের দেশের ছাপাখানায় হচ্ছে এটা বিশেষ আশার কথা। রূপ-রেখার দীর্ঘজীবন ও সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

"দেশ" পত্রিকার অভিমত ঃ—

"রূপ-রেখা" নাটক ও ছায়াচিত্র সম্পর্কিত সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক আনা। সম্পাদক শ্রীজ্যোতীষ ঘোষ। এই শ্রেণীর পত্রিকা, আমরা আরও দেখিয়াছি। কিন্তু এই পত্রিকাখানি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল প্রথমেই চোখে পড়ে ইহার ছাপা, কাগজ, ছবি। সুশ্রী ছাপা, সুন্দর কাগজ, ও চমৎকার ছবি। বিষয় নির্ব্বাচনও ইহাদের চমৎকার। আমরা পত্রিকাখানি দেখিয়া সুখী হইলাম এবং এইখানি যে ছায়াচিত্র সম্পর্কিত পত্রিকার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতে দ্বিধাবোধ করি না। চার পয়সায় যে কি করিয়া এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকা দেওয়া যাইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য।

রূপমঞ্চ

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা

১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৯৩৫
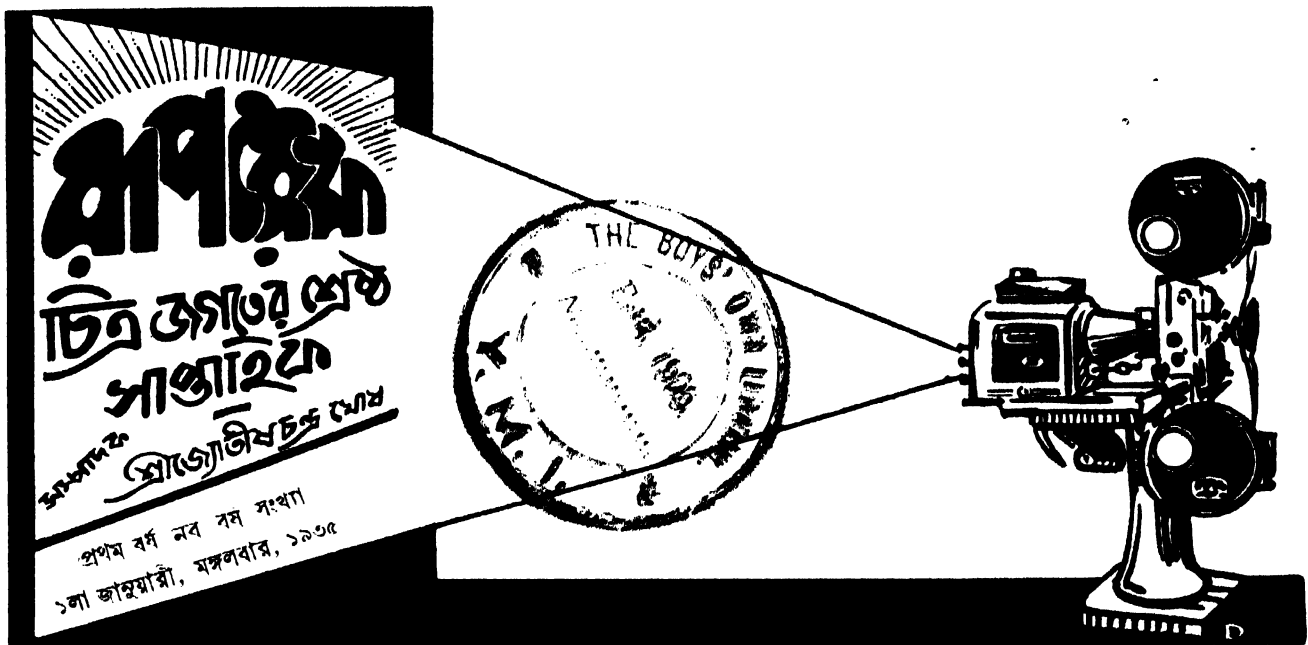
—সতীশ দাশগুপ্ত পরিচালিত—

কেশরী ফিল্মসের "বাসবদত্তা"র

—নায়ক-নায়িকার ভূমিকায়—

-ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও কানন বালা-

রূপ-রেখা—
চিত্র-সঞ্চয়।
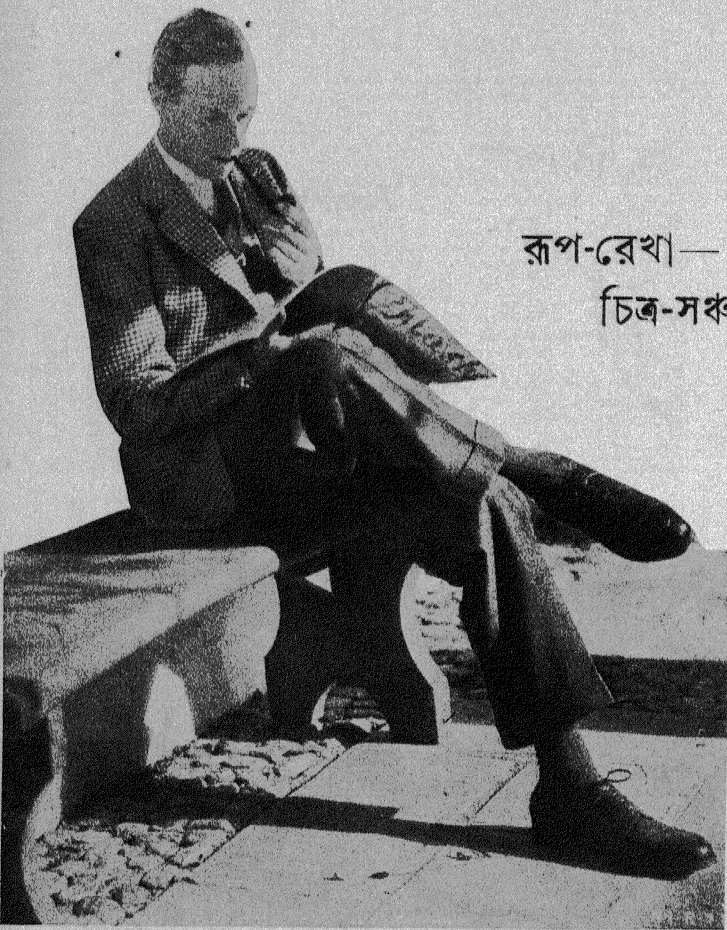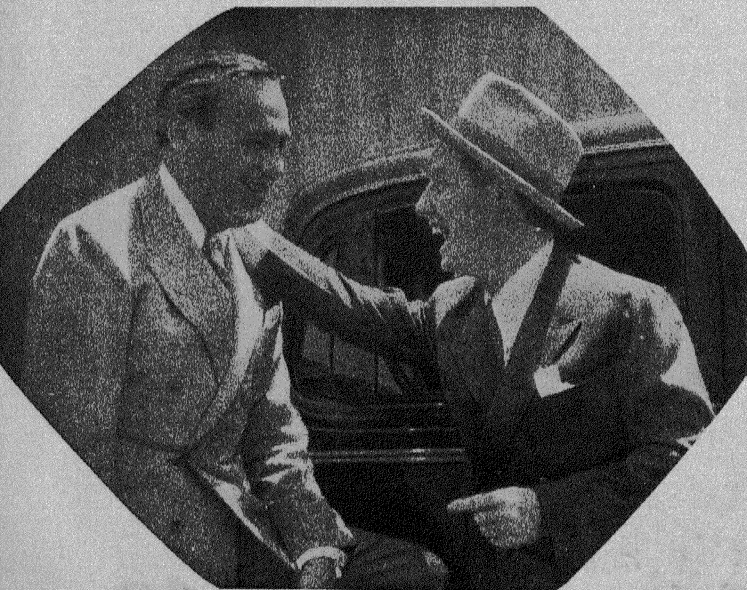
লেস্‌লি হাওয়ার্ড।

র‍্যাফ্‌টার রোমান্সের একটি দৃশ্য।

জেইন্ মারফিন্।

(রেডিও)
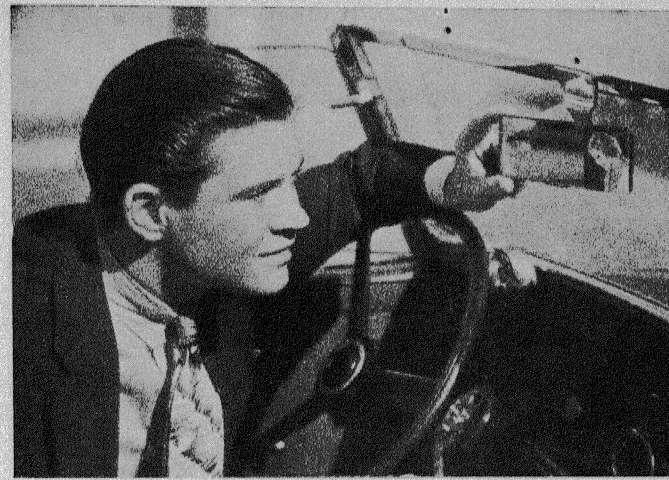
টম্ ব্রাউন। (রেডিও)

জন বোল্‌স ও অ্যানা হার্ডিং।

(রেডিও)

রূপ-রেখা—

চিত্র-সঞ্চয়।

লেস্‌লি হাওয়ার্ড গার্গণ।
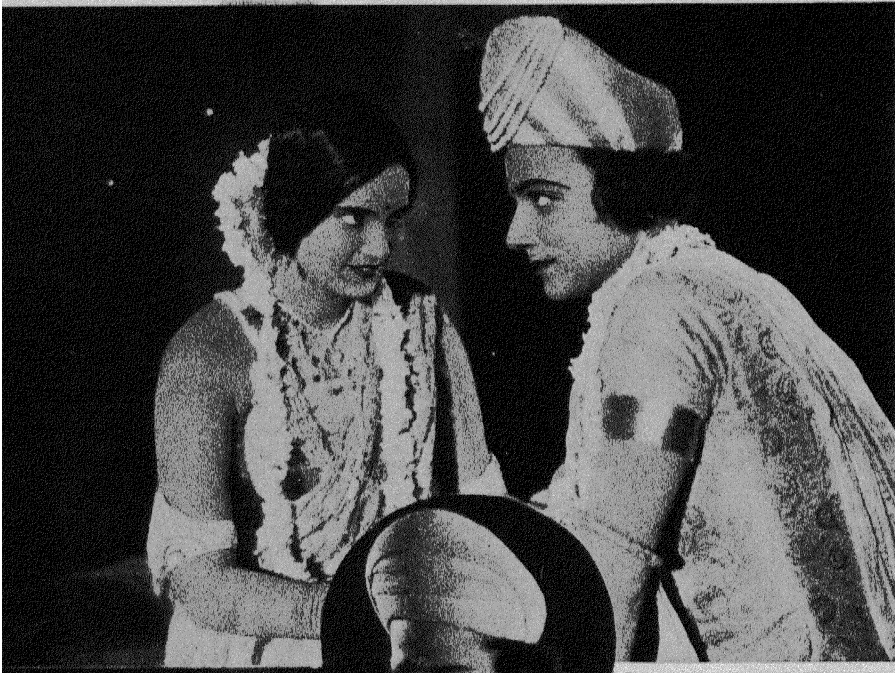
রাধা ফিল্মের রাজনটী বসন্তসেনার কয়েকটি মনোরম দৃশ্য—

পরিচালক—শ্রীচারু রায়।
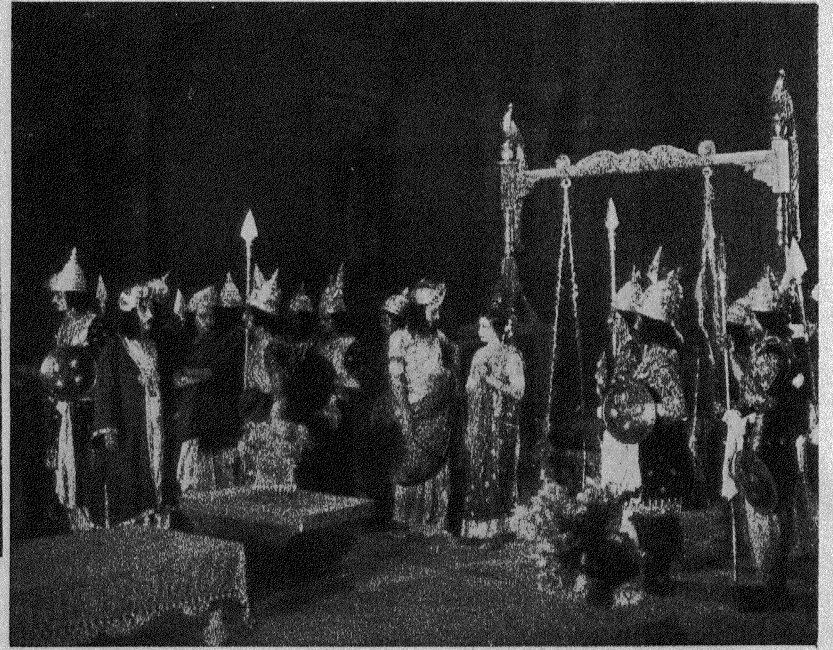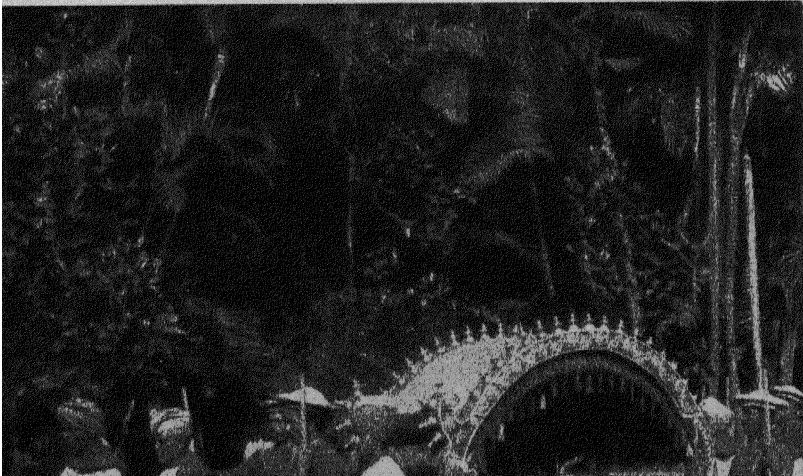
রূপ-রেখা—চিত্র-সঞ্চয়।
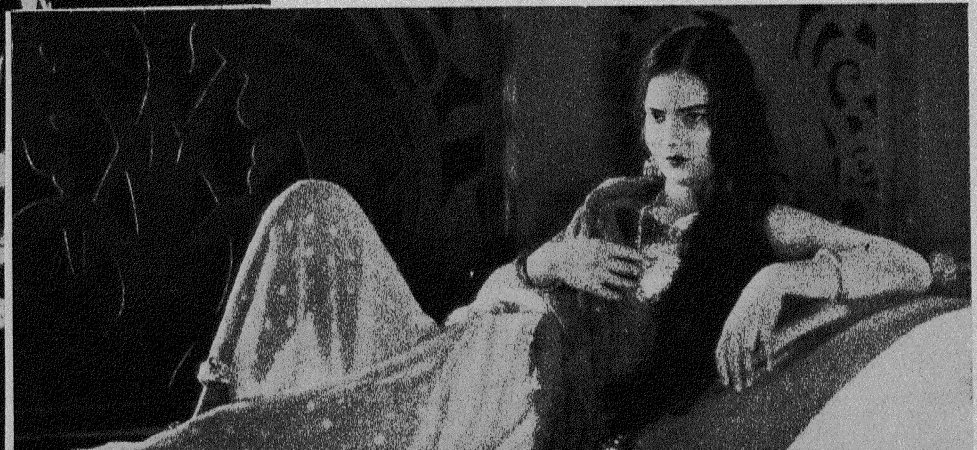
রূপ-রেখা—চিত্র-সঞ্চয়।

জিন্দালাস চিত্রের—
একটি মনোরম দৃশ্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সেলিমা চিত্রের—একটি মনোরম নৃত্য দৃশ্য।
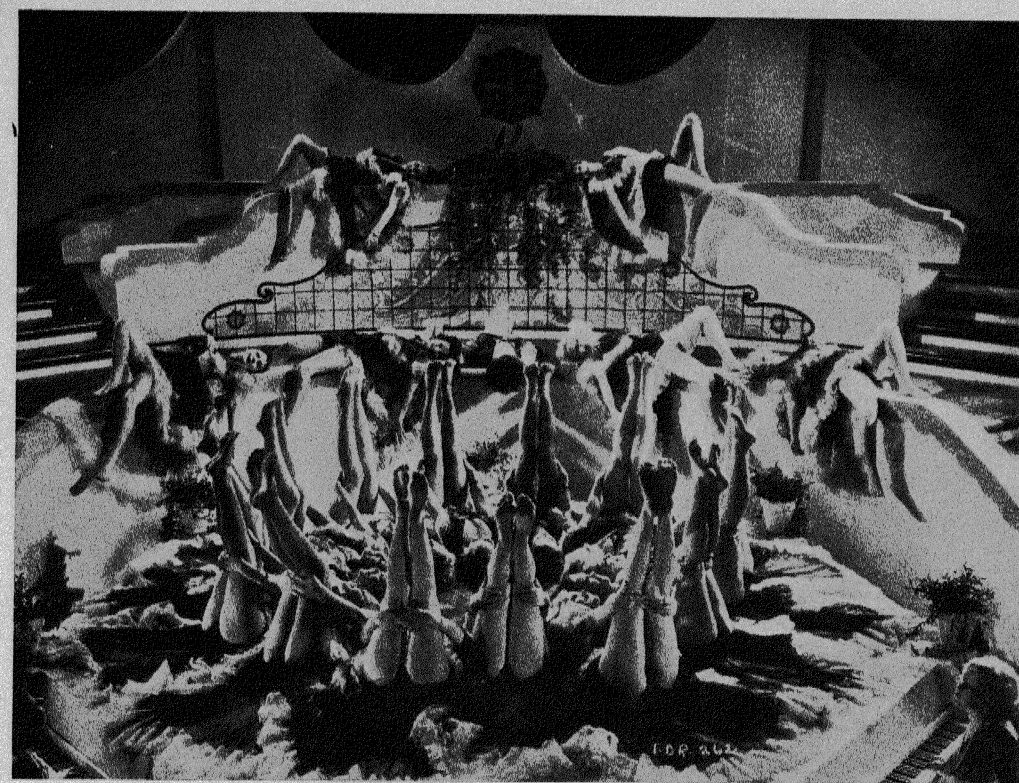
একটি মনোরম নৃত্য দৃশ্য।

ইট্ হ্যাপেণ্ড ওয়ান নাইট চিত্রে—ক্লার্ক গেবল ও ক্লদেৎ কল্‌বার্ট।

মন্‌কিস্ প-চিত্রের একটি দৃশ্য।

রূপ-রেখা—
চিত্র-সঞ্চয়।

পার্ট কালটন্।
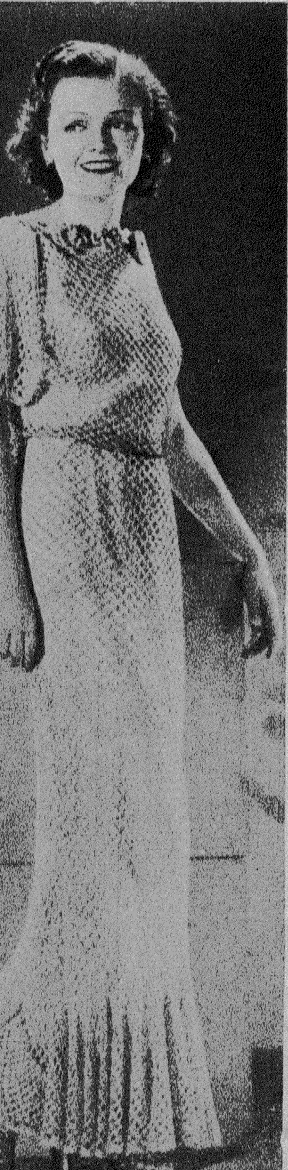
পার্ট কেল্‌টন।
(রেডিও)

সিড্‌নি ফক্স্।

ফ্লাইং ডেভিলস্ চিত্রের একটী দৃশ্য।

ভারতলক্ষ্মীর শুভ-ব্রাহস্পর্শর একটি দৃশ্য।

২৯শে ডিসেম্বর হইতে ছায়ায় প্রদর্শিত হইবে।
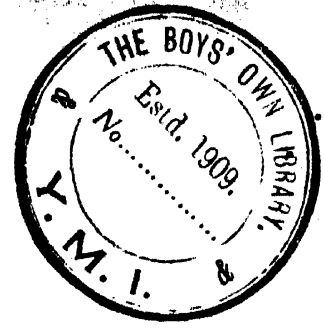
আমাদের কথা

আজ আমরা এই নববর্ষের নবীন দিবসে কর্ম্মমুখর বিগত দিবসগুলিকে নমস্কার করি।

আমাদের এই অপরিসর কর্ম্মজীবনের নানাবিধ ফের ফেরের মধ্য দিয়া জন সাধারণের কতটুকু তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহার বিচারের ভার তাহাদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়া আমরা আজ আমাদের সুমুখের দিনগুলিকে বিনম্র শ্রদ্ধায় অভিনন্দিত করিতেছি।

গত দিবসের ত্রুটি বিচ্যুতি আগামী কালের কর্ম্ম বহুলতার মধ্যে ডুবিয়া যাক্—অতীতের অক্ষমতা ভবিষ্যতের সামর্থের সম্মুখে অবনত হইয়া থাক—আমরা আজ সর্ব্বসাধারণের অমোঘ আশীর্ব্বাণী শিরোধার্য্য করিয়া পথযাত্রা সুরু করিলাম।

একদা আমাদের দেশে এই গবেষণা হইয়াছিল যে বাঙ্গালীরা ভাত খায় বলিয়া অধীন, কিন্তু জাপানীরা এই রঙ্গীন বুদ্ধিটাকে কাটাইয়া দিয়াছে : তাহারাও ভাত খায়। তারপর এই গবেষণার আধুনিক স্বরূপ এই বাঙ্গালীর মেয়ের সতীত্বের দরুণ আমরা অধীন। এই গবেষকদিগের কাছে একটা নূতন প্রশ্ন দিতে চাই—বাঙ্লার অভিনেত্রীরা এত দ্রুত মোটা হইয়া যায় কেন?

অভিনেতা অভিনেত্রীর রঙ্গীন জীবনের একটা প্রবল মোহ আছে! উজ্জ্বল আলোক, মুখর জনসাধারণের প্রশংসা, নরনারীর অবাধ মেলামেশা তাহাও আবার তেমহল্লার আবহাওয়ায়। আধুনিক সভ্যজীবনের সকল সুবিধার অবাধ ব্যবহার, বিদ্যুৎ, মোটর, হোটেলে খাওয়া, বিশেষতঃ অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত চাটুবাদ বা স্তাবকতার প্রচুর অবসর আছে। কেউ ভুল করিয়া মনে করিবেন না, আমরা কাহাকেও গাল দিতেছি। যথার্থ কথাই বলিতেছি।

আরও একটা মজার ব্যাপার নটনটীর জীবনে আছে। আচ্ছা বর্ত্তমান যুগে কেহ অপরের প্রশংসা করিবার জন্ম পণ করিয়া বসে কি? আমরা বরং যত ভাবে পারি নিজের প্রশংসাই ছড়াইয়া বেড়াই। কিন্তু নটনটীর জীবনে ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটে। অপরে তাদের প্রশংসার ঢাক

বাঁধিয়া বাজাইতে থাকে। এই অপরূপ চিত্রগৃহের মালিক বা চিত্রের মালিক।

তাঁহারা পয়সা ব্যয় করিয়া মাহিনা করা লোকজন রাখেন। ভাষা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিশেষণ খুঁজিয়া এই সকল লোকজন নটনটীর গলায় প্রশংসার মুক্তাহার পরাইতে থাকেন। ধন্য এই যুগ, ধন্য চিত্র নির্ম্মাতারা! গুণীদের জন্য তাহাদের কি অকৃত্রিম দরদ! গ্রাম্যকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, কিন্তু হায়! নির্ম্মাতা হয়ত নটনটীর অভিনয়ই দেখেন নাই। তাঁহার কাছে নটনটী ব্যবসায়ের মালপত্রের সামিল। লোক যেমন ঔষধের বিজ্ঞাপন দেয়—মোটর গাড়ীর বিজ্ঞাপন দেয়—তিনিও তেমন করিয়া নটনটীর বিজ্ঞাপন দেন।

ছায়াচিত্রের প্রসার যত তাড়াতাড়ি হউক না হউক, হলিউডের হাওয়া তাহার চেয়ে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

সব চেয়ে মারাত্মক সেই ব্যাপার, যাহার সম্বন্ধে আমাদের কাহারও কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই, কেবল শোনার উপরে সব নির্ভর। এখন হলিউডে যে কি ব্যাপার ঘটে—সেখানে কি সব সময়ই রোমান্সের আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে কিনা তাহা সঠিক কাহারও জানা নেই—বইতে পড় যায়। আর Divorce ডাইভোর্সের দ্রুতগতি হইতে অনুমান ও করা যায়। কিন্তু সঠিক জানা যায় না। ঠিক এই সব ক্ষেত্রে মাত্রাধিক্য ঘটিবার কিম্বা হাস্যকর ব্যাপারের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

আমরা ইহার দুটী উদাহরণ দিতেছি। নামগুলি যে কেন গোপন করিতেছি তাহার কারণ সুস্পষ্ট। উভয় ঘটনার কেন্দ্রস্থলই দুইটী ছায়া চিত্রের ষ্টুডিও। প্রথম ঘটনার নটটীর নাম 'প'—এবং নটীটীর নাম 'রা'। নটীটীর রূপের সুখ্যাতি আছে, এবং নটটিও বাংলা ছায়াচিত্র জগতে অপরিচিত নহেন। উভয়েই যুবক যুবতী অর্থাৎ বয়স কাহারও ত্রিশ ছাড়াইয়া যায় নাই। আরও সুনির্দ্দিষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে অভিনেত্রীর বয়স ২২—২৩ হইবে।

ঘটনাটি উপন্যাসের মত শোনাইবে কিন্তু উপায় নাই—ষ্টুডিওতে অন্যবিধ আশা করাই অন্যায়। উভয়ে দেখা, চিত্র নির্ম্মাণ ব্যাপারে। দেখা পূর্ব্বেও হইয়াছিল কিন্তু তাহা মৌখিক আলাপের অধিক আর বড় অগ্রসর হয় নাই। এবার দেখা ঘনিষ্ঠতর আবেষ্টনীর মধ্যে। চায়ের টেবিলে দুজনে আলাপ সুরু হইল—যে আলাপ ক্রমশ চিত্র তুলিবার অবসর সময়ে আরও জমিয়া উঠিল। চিত্র একদিন শেষ হইল কিন্তু আলাপ শেষ হইল না। চাওয়া পাওয়ার মধ্য দিয়াই যে প্রেমের শেষ, তাহারও চেয়ে গভীরতর সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে যাইয়া, শেষ এমন হইল যে প্রযোজক তাহাদের দুজনকেই সতর্ক করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাহা না হইলে হয়তো ছায়াচিত্র জগত হইতে এমন সুরূপা নটীটীর অন্তর্দ্ধান ঘটিত।

দ্বিতীয়টি একটি হাস্যকর উদাহরণ। বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মত ষ্টুডিওতে প্রেম জন্মায়।

এইবার এই প্রেম আবির্ভূত হইল এক নবীন নটের মধ্যে। দুই তিন খানি পুস্তকে তিনি প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছেন—গৃহে স্ত্রী এবং ছেলেপেলেও আছে। তিনি মনে করিলেন যে তিনি প্রেমে পড়িয়াছেন একটী অখ্যাত নটীর সহিত। এই মেয়েটী সুশ্রী কিন্তু ভাল নটী নহে—থিয়েটারে সখীর দলের বাহিরে স্থান হয় না। যে চিত্র অবলম্বন করিয়া রোমান্সের সুচনা হইল তাহার প্রযোজক ছিলেন যুবকটীর পরিবারের বিশেষ বন্ধু। তিনি যুবকটীকে কোন কথা না বলিয়া নটীটীকে সরাইয়া দিলেন। প্রযোজককে আধুনিক বাংলার ছায়া চিত্রে কেবল শিল্পীর কাজই করিতে হয় না—মাঝে মাঝে গুরু মশাই গিরিও করিতে হয়।

=রূপ-রেখা=

রায়—শ্রীজলধর সেন-বাহাদুর।

"রূপ-রেখার" জন্য আমাকে কিছু লিখতে বলেছেন। এই অনুরোধে আমি গৌরব অনুভব করছি। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে বিশেষ ভাবে জান্‌তেন, তা হোলে এমন অনুরোধ করতেন না।

কথাটা খুলেই বলি। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের প্রচলন অনেকদিন থেকেই হয়েছে; এখনত বলতে গেলে কলিকাতার বড় বড় রাজপথে তিন চারটা করে চলচ্চিত্রের আসর হয়েছে। আমি কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মাত্র দুই দিন 'বায়স্কোপ' দেখেছি। একদিন করপোরেশন্‌ষ্ট্রীটে একটা ছবিঘরে কি যেন একটা ইংরেজী ছবি দেখেছিলাম; অনেক দিন আগের কথা তাই নামটা মনে হ'চ্চে না; আর একদিন মনোমোহন থিয়েটার গৃহে শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দেবদাসের" ছায়া চিত্র দেখেছিলাম। দর্শক হিসাবে এই আমার পুঁজি। সুতরাং এহেন অর্ব্বাচীনের কাছে ছায়াচিত্র সম্বন্ধে কিছু লেখা চেয়ে আপনারা যে আমাকে মহা বিব্রত করে ফেলেছেন, সে কথা এখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

একটা কথা আপনারা জিজ্ঞাসা কোরতে পারেন যে আমি ছায়া চিত্র দেখিনি কেন? টিকিট কিন্‌তে যে সামান্য অর্থ লাগে তা যে আমি না দিতে পারি, তা নয়; সময়াভাব ব'লতে বাধে কারণ সময়ের অভাব আমার নেই। আসল কথা কি জানেন? পথ দিয়ে যেতে যেতে ছায়া ছবি সম্বন্ধে যে সব বিলাতী প্রাচীর পত্র দেখতে পেতাম এবং এখনও পাই, তা দেখবার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার আগ্রহও হয় না এবং সে সব যে স্বাস্থ্যকর, তাও আমি মনে করিনে। এসব হয়ত 'আর্ট' বা 'কলা' হিসাবে ভাল হ'তে পারে কিন্তু, দর্শকদের মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, তা ভাল নয়। এই জন্যই আমি যাই না।

কিন্তু, এখন, এই কিছুদিন আগে থেকে দেখে আস্‌ছি যে, আমাদের দেশের পৌরানিক কাহিনী, মহর্ষীগণের জীবন কথা, ঐতিহাসিক ঘটনা ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের উপন্যাস অবলম্বন করে ছায়াচিত্র দেখানো হচ্ছে। এযে অতি সুন্দর ব্যবস্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যিনি যাই বলুন, ছায়াচিত্র থাক্‌বে এবং তার উন্নতিও হবে। তবে, সে সকলকে পাশ্চাত্য কামনার কবল থেকে মুক্ত কোরবার জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে, আমি তাকে অভিনন্দিত করছি, কারণ সুনির্ব্বাচিত ছায়া-চিত্রের উপকারিতা আমি অস্বীকার করিনে।

এইবার আমাদের "রূপরেখার" কথা বলি। পূজার সংখ্যা কাগজখানি যখন আমার হাতে পড়ল, তখন এর মুদ্রন-সৌষ্ঠব দেখে আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি, এমন সুন্দর ছাপা যে আমাদের দেশের ছাপাখানায় হচ্ছে, এ একটা আশার কথা। ছবিগুলি এমন সুন্দর হয়েছে যে দেখে বড়ই ভাল বোধ হোলো। তারপর প্রবন্ধ কয়টাই পড়লাম, সে সবই বিশেষজ্ঞদের লেখা। আমি সিনেমা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হলেও আমার সোদরাধিক স্নেহভাজন শ্রীমান নরেন্দ্রদেবের কল্যাণে সিনেমা সম্বন্ধে আমার কেতাবী বিদ্যা একটু জন্মেছে; তাই লেখাগুলি যে সারগর্ভ, তা আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু এখন অনেকেই হাতে-হেতেড়ে সিনেমা সম্বন্ধে গবেষণা করছেন; এসময় আমি আমার কেতাবী বিদ্যা জাহির করতে—সঙ্কোচ বোধ করছি। সেই জন্যই আপনাদের "রূপরেখার" দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করেই আমি আপনাদের অনুরোধ নাম মাত্র রক্ষা করলাম।

চলচ্চিত্রে বাঙলার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়—

অল্পদিনের ভিতরেই বাংলা দেশে অনেকগুলি সিনেমাফিল্ম তৈরীর প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। এটি জীবনের লক্ষণ। সিনেমার প্রতি শুধু আসক্তির পরিচয়ই এতে পাওয়া যায় না, খানিকটে ব্যবসা বুদ্ধিও যে বাঙালীর মাথায় ঢুকেছে তারও পরিচয় পাওয়া যায় এর ভেতর থেকে। সুতরাং একে শুভলক্ষণও বলা চলে।

সিনেমা জোগায় জাতির জীবনে আনন্দের রসদ। আনন্দের প্রয়োজন যে সব মানুষের জীবনেই আছে তাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং সিনেমা বেড়ে উঠ্‌ছে বলে দুঃখ করবার কিছু নেই। দুঃখ করবার থাকে সেইখানেই যদি এই সব সিনেমা জাতির জীবনের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা না ক'রে চল্‌তে থাকে শুধু অনুকরণের ধ্বজা ধ'রে। বাংলার ফিল্ম দেখে এই কথাই মনে হয় তার অনুকরণের এই পালাটা এখনও শেষ হয় নি। তার সৃষ্টি জাতির জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ছেনা।

এদিক দিয়ে আমাদের গলদ যে কোথায় তা বোঝা কঠিন নয়। ইউরোপের যে প্রভাব আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে অন্য সব ব্যাপারে, সিনেমার ক্ষেত্রেও সেই প্রভাবের প্রবাহেই আমরা ভেসে চলেছি। জাতির বৈশিষ্ট্য যে কি, বিশেষত্ব যে কি, আর কি ক'রে যে সেই বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বকে রূপ দেওয়া যায় এই স্রোতে গা ভাসিয়েই সে দিকে নজর দেবার মত অবকাশ আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে। ফলে হচ্ছে এই যে, আমাদের ফিল্ম গুলিতে ইউরোপের রূপ ও রসও ধরা পড়্‌ছে না, দেশের যা সত্যিকারের রূপ তাও বাধা পাচ্ছে প্রতি পদে। ইউরোপের সৌন্দর্য্য ধরা পড়লেই যে আমরা খুসী হতুম তা নয়। কারণ কোনো আর্ট যদি তার দেশের বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে দিয়ে পর গাছার মতো অন্য দেশের বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায় তবে তা হয়ে থাকে পরের জিনিষ, তা কথনো নিজের জিনিষ হয়ে ওঠে না। আর যা দেশের জিনিষ নয় তার প্রতি দরদ বা মমতা জাগতে পারে না দেশের লোকের মনেও। এই জন্যেই মনে হয় এদেশের সিনেমাফিল্ম তৈরীর প্রতিষ্ঠান গুলির পথ নির্দ্দেশের জন্য ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা আর চলে না। এখন এসেছে তাঁদের সেই সময় যখন তাঁরা জাতির এই বৈশিষ্ট্যর দাবীকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না। বাঙালী যদি বাংলা ফিল্মে তাঁদের নিজেদের সমাজের ছবি, মনের ছবি, সাধনা ও কৃষ্টির রূপ ফুটাতে না পারে তবে কি সার্থকতা আছে তার ফিল্মে এই ছবি তোলার? ব্যবসার সাফল্য, আর্থিক লাভ? কোনো সত্যিকারের আর্ট জাতির বৈশিষ্ট্যকে ভুলে যেয়ে বাঁচতে পারে না। অর্থের দিক দিয়ে প্রথম প্রথম হয়তো খানিকটে সুরাহা হতে পারে কিন্তু আসলের চেয়ে সুদ ভারি হয়ে যেমন ভরাডুবি ঘটায়, পরিণামে পরের দেশের এই ঋণের ভারই ভরাডুবি ঘটাবে বাংলার ফিল্ম-শিল্পেরও।

(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

কথাটা হয়তো অত্যুক্তির মতো শোনাতে পারে অনেকের কাছে, কিন্তু যে কেউ একটু ধীরভাবে বিচার কোরবেন, তিনিই ধরতে পারবেন এর ভিতরের যুক্তি ধারাটা। বাঙালী যত ভালো অভিনয়ই করুণ না কেন, বিদেশী হাবভাবে সে কখনও বিদেশী ফিল্মের বিখ্যাত শিল্পীদের ছাড়িয়ে উঠতে পারবেন না। আর যদি তাই না পারে তবে বাঙালী যাঁরা ছবির অভিনয় দেখতে যান তারাই বা কেন বিদেশী হাবভাব দেখার জন্য বিদেশী ফিল্মে না গিয়ে ধর্ণা দেবেন দেশী ছায়াচিত্রের দোরে? একটা নতুন প্রচেষ্টা ব'লে কিছুদিন হয়তো ভিড় জমতে পারে বায়স্কোপের প্রেক্ষাগৃহে কিন্তু কৌতুহল চির দিন থাকবেনা—সুতরাং ভিড়ও চিরদিন জমবে না যদি এই সব ফিল্মকে বাঙালী খাঁটি বাংলার জিনিষ করে তুলতে না পারেন। বাংলা ফিল্মের বেঁচে থাকবার জন্যই তাই যারা ফিল্ম-শিল্পী তাঁদের আজ প্রয়োজন হয়েছে, কি বাংলার বৈশিষ্ট্য—কি তার বিশেষত্ব তার উপরে নজর দেওয়ার। এই আবিষ্কার এবং ছায়াচিত্রের ভেতর দিয়ে তাকে রূপ দেওয়ার উপরেই নির্ভর করেছে বাংলার ফিল্ম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ।

=নবযুগের চলচ্চিত্র=

ডক্টর—বি, সি, গুহ। এম্, এস্ সি (ক্যালকাটা) পি, এইচ্, ডি, ডি, এস্, সি (লণ্ডন)

রূপরেখার পূজা সংখ্যায় চলচ্চিত্রের প্রগতি সম্বন্ধে যা বলেছিলাম সেই সম্পর্কে আরও দুএকটি কথা বলার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। চলচ্চিত্রের দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলাম একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, আর একটি মানব সভ্যতা বিকাশের সহায়তা করা। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙলাদেশে তৈরী ছবিগুলি কি ভাবে এই উভয় দিক থেকে উন্নতিলাভ করতে পারে এবিষয়ে সমালোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমার অনুরোধ যাঁহারা এসম্বন্ধে ভাল বুঝেন ও ভাবেন তাঁহারা যেন এ সমালোচনায় যোগদেন।

টেক্‌নিক্ এর কথা বলতে চাইনা কারণ এবিষয় লেখক অজ্ঞ। সাধারণ দর্শক হিসাবে মনে হয় টেক্‌নিক্ এর দিক দিয়ে আমরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছি কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচন ও প্রযোজনাতে আমরা যথেষ্ট স্বাধীনচিন্তা, সৌন্দর্য্যবোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি, সে কথা বলতে পারিনা। একথা অবশ্য সত্য যে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীর নির্ব্বাচন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ (যদিও আজকাল এদিকে কিছু আশা-প্রদ লক্ষণ দেখা যায়) কিন্তু তা ছাড়াও বিষয় নির্ব্বাচন ও প্রযোজনাতে যে বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা থাকা উচিত তা বড় দেখা যায় না। কিছু তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই এ কথার অর্থ আরও স্পষ্ট হবে। বিদেশী ফিল্মের সঙ্গে এই তুলনা করার মানে এই নয় যে আমরা বিদেশী ফিল্মের অনুকরণ চাই—কিন্তু এই তুলনাতে ওদের বৈশিষ্ট ও দক্ষতা বুঝতে পারলে আমাদের ফিল্ম শিল্পের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মেট্রোর "The Barrets of wimpole street" যদি নেয়া যায়, তাহ'লে যেটা চোখে পড়ে সেটা এই যে, গল্পটি নিতান্ত গার্হস্থ্যজীবনের, তার মধ্যে নূতনত্ব কিছুনেই—অনেক পুরোনো ঘটনা—কিন্তু শুধু প্রযোজনা ও অভিনয়ের গুণেই ছবিখানা এত মনোরম হয়েছে। "Flush" কুকুরটিকে মাঝে মাঝে prominence দেওয়ায় ঘটনাটির pathos বাড়িয়ে তুলেছে। Browning কে ঝড়ের মত লোক ও "Elizabeth" কে ধীর স্বভাবা করাতে Contrast টি ফুটে উঠেছে ও ছবিখানা বিচিত্র হয়েছে। Berrat পরিবারের এই অতি সাধারণ গার্হস্থ্য ঘটনার যতটুকু dramatic quality আছে তা সবই প্রযোজক নিঃশেষে কাজে লাগিয়ে নিয়েছেন। এবার এই ছবিখানার সঙ্গে আমাদের পাইওনীয়র ফিল্মের "মা"—ছবিটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে আমাদের গলদ কোথায় এবং আমরা কিভাবে প্রযোজনার উন্নতি কোরতে পারি। তা ছাড়া, অভিনয় হিসেবেও "The barrets of the wimpole street"অতি উচ্চাঙ্গের। অভিনয়ের অত উচু Standard এ আমাদের পৌছিতে আরও অনেক সময় লাগবে। কিন্তু অভিনয়ের কথা ছেড়েদিয়েও, প্রযোজনার Standard যে আমাদের আরও বাড়িয়ে ফেলতে হবে সে কথাই বলতে চাই।

আজকাল আমাদের দেশে পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কতকগুলি মনোরম গল্প ছবিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানে ঐ কথাই মনে রাখা উচিত যে

প্রযোজনার মধ্যে যেন একটা বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র থাকে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের ছবির প্রযোজনা একটু একঘেয়ে ধরণের। গল্প বা ঘটনাবলীর মনোহারিত্বের জন্যইএবং আমাদের দেশের বেশীর ভাগ নরনারীই নূতন আস্বাদ পান্‌নি বলেই এইসব ছবিতে এত লোকের ভিড় হয়। লোক সমাগম ও তজ্জনিত অর্থাগম দেখেই এ ভুল কোরলে চলবেনা যে ছবিটি যথার্থই উচু দরের।

একথাগুলি বলা হল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দিকথেকে। আর একটা দিক হচ্ছে নূতণ ভাব সৃষ্টির দিক। শুধু গার্হস্থ্য বা Romantic গল্প ছবিতে ফুটিয়ে তুললে চলবেনা—নূতণ ভাবধারা নূতন আশা, নূতণ দৃষ্টি, গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকট করে তুলতে হবে। যারা এই রকমের ছবি দেখেছেন তারা জানেন যে এর থেকে যে রস পাওয়া যায়, তা শুধু "সুন্দর" গল্পের ভেতর থেকে পাওয়া যায়না। Sinclair Lewis এর Martin Arrowsmith", Bojr এর "great Hunger', Upton Sinclair"এর oil" এই প্রকার বইয়ের ভাব ও ঘটনা অবলম্বনে যদি ছবি তোলা হয়, তবে আমাদের দেশের জনসাধারণ অনেক নূতন ভাবের ও নূতন সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাবে। শুধু তাইনয় এই ধরণের ছবি তুললে বাঙলাদেশও সমগ্র ফিল্মজগতে একটা সম্মানের জায়গা দখল করতে পারবে। এই রকমের ছবি এযাবৎ যে কখানা করা হয়েছে সেগুলি সবই সাফল্য লাভ করেছে।

উপরোক্ত কথাগুলি কাজে লাগাতে গেলে হয়ত অনেক Practical অসুবিধা আছে তা যাঁরা চিত্রজগতে কাজ কোরছেন তাঁরাই সবচেয়ে ভাল বুঝবেন। কিন্তু অদম্য উচ্চাশা, প্রেরণা ও দক্ষতা থাকলে এরকম ছবি যে বাঙলা দেশে তৈরী হতে পারে এবং তা দিয়ে যে মানব সমাজের কৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যবোধের উন্নতি হতে পারে, এই আমার বিশ্বাস।

হিমাংশু রায়

পেগি সাগ্নো

চার্লস্ ফ্যারেল্।

উইল রজার্স

চিত্রশিল্পে ব্রিটেনের অগ্রগতি

শ্রীভবানীমোহন রায়—

আজকাল ছোট বড় প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই চিত্র শিল্পের সাধনা আরম্ভ হইয়াছে এবং দিন দিনই ইহার ক্রমোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, আমাদের মনে হয় না যে আজও এমন কোন দেশ আছে যেখানে এই শিল্পটী গড়িয়া উঠে নাই। আমেরিকা যখন দিনের পর দিন এই ব্যবসায়ে আত্ম নিয়োগ করিয়া ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল তখন সকল দেশেই এই ঢেউ বহিয়া চলিল কিন্তু মার্কিন দেশের মত কোন দেশেই এত উন্নতি লাভ করিতে পারিল না।

অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত ব্রিটেনের ব্যবসায়ী এবং অর্থ নীতিজ্ঞগণ যখন দেখিলেন যে প্রতি বৎসর বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তখনই তাঁহারা ব্রিটিশ চিত্রশিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পূর্ণোদ্যমে চিত্র নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে অনেকগুলি চিত্র তৈয়ারী হইল কিন্তু মার্কিন চিত্রের উৎকর্ষতার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ব্রিটিশ চিত্রের টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। ফলে প্রায় প্রত্যেক চিত্রেই লোকসানের অঙ্ক বাড়িতে লাগিল। এই ভাবেই ব্রিটিশ চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘ ৫ বৎসর মার্কিনী চিত্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিল। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে ব্রিটিশ চিত্র শিল্পের জন্য এমন একটি নীতির প্রবর্ত্তন আবশ্যক যাহাতে বিদেশেও ব্রিটিশ চিত্রের বেশ কাটতি হয়। গভর্ণমেণ্ট বহু বিবেচনার পর "কোটা" প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন এবং এই প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ চিত্র পৃথিবীর বাজারে স্থান করিয়া লইবার সুযোগ পাইল। প্রতিযোগী চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাইয়া প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক কিছু ভাঙ্গিতে গড়িতে হইল। বাধ্যতা মূলক প্রচলন ও আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল বলিয়াই যে নিকৃষ্ট ছবিরও চাহিদা হইতে লাগিল তাহা নহে বস্তুতঃ ব্রিটিশ চিত্র প্রয়োজনাও শিল্প নৈপুণ্যের দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

কোন দিনই ইংলণ্ডে নটনটীর অভাব ছিলনা। অভাব ছিল শুধু চিত্র শিল্পের প্রতি অনুরাগের। মার্কিনী মালিকদের ব্যবসায় বুদ্ধি প্রখর। যখন তাহাদের দেশে চিত্র শিল্পের প্রসার আরম্ভ হইল তখনই তাহারা লোভনীয় বেতনে ইংলণ্ড ও জার্ম্মনীর প্রায় সকল প্রথিত যশা নট ও বিখ্যাত নটীদের মার্কিনী কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য চুক্তিবদ্ধ করিয়া রাখিল। ফলে চিত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে উপযুক্ত নটনটীর অভাবে ব্রিটিশ চিত্র প্রস্তুত কারকদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিনের দিনের মধ্যেই কয়েকজন বিখ্যাত প্রযোজকের চেষ্টায় সে অভাব দূর হইল। ভাল ভাল চিত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশ বিস্মিত হইয়া পড়ি-।

১৯৩৩ ও ৩৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতী চিত্রের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে তাহা মার্কিনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই অল্প দিনের মধ্যেই যে Private life of Henry viii, Catherine the great, Private life of Don juan, Man of Aran, Blossom time ও chu-chin-chowএর মত ছবি ব্রিটিশ ষ্টুডিওগুলি হইতে বাহির হইতে পারে ইহা ধারনার অতীত মার্কিনী চিত্র সাধারণ দর্শক এত ভাল বাসে কেন তাহা দর্শাইতে গেলে দেখা যায় উহাতে নগ্নতা ও সস্তা প্রেমের উন্মুক্ত অভিনয়ের অবাস্তর বাহুল্য দুঃখের হেতু। আমরা বহু ব্রিটিশ চিত্র দেখিয়াছি। আমার মনে হয় ব্রিটিশ চিত্রে এই নগ্নতার ছাপ অনেক কম। বাচালতা আমেরিকান চিত্রে যত বেশী ব্রিটিশ চিত্রে তাহা অপেক্ষা সংখ্যা লঘিষ্ঠ। এই জন্যই ব্রিটিশ চিত্রের কাটতি কম। কারণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি Dotor, our Daily Bread, এর মত আমেরিকান চিত্রে দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। Black cat, King kong ও Sitting Prettyর মত অতি বাজে ছবি দেখিবার জন্যও জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠে।

ব্রিটিশ চিত্র প্রস্তুতকারকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর চিত্র প্রণয়ন করিতে পারিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। আগামী বৎসর শ্রেষ্ঠ চিত্র তুলিবার তাহারা যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ চিত্র সর্ব্বদিক দিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে। ইতি মধ্যেই নিল্-ড্যামিটা, লুপে ভ্যালে, পিলস্ য়্যাসথার, ম্যাডেলিন ক্যারল, ক্লাইভ ব্রুক্ প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীগণ ষ্টুডিওতে যোগদান করিয়াছেন। এবং রোনাল্ড কোলম্যান, ও বরিস কারলফও শীঘ্রই যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মুখর চিত্রের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ষ্টুডিও বন্ধ করা হইয়াছিল

কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রিটিশ চিত্রের সর্ব্বত্র সমাদর দেখিয়া সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি আবার নূতন করিয়া সবাক চিত্র প্রণয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যভাগে, চিত্রপুরী আমেরিকায় পর্য্যন্ত Goumont British Picture কোম্পানী তাহাদের চিত্র প্রদর্শনের সুবিধার জন্য অনেকগুলি সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন

Goumont British কোম্পানির প্রতিনিধি আমেরিকায় যে ভাবে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন এবং Mr. Herbert wilcox, Signor Toeplity, Alexender Kord Irving Asher, Jhon Mexwell প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রযোজক ও ষ্টুডিওর মালিকগণ যে নূতন Sound stage ও সুবিস্তৃত ষ্টুডিও নির্ম্মাণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী হলিউড হইতে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবেন। এখনও ইহাদের প্রতিষ্ঠানে Mother-son, Lara la Piante, Geroge Robey, Juck pulbert, Francis Juck Buchanon, Leslie Howard, Tom walls, Gracie field,* Gordon Harker, Neagle, Elizabeth Bargnerএর মত নিপুণ শিল্পী খুবই কম দেখা যায়।

দিন দিন আরও যে সকল শিল্পী চয়ন করা হইতেছে, তাহাতে হলিউড্ কর্ত্তারা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই সকল বিলাতি ষ্টুডিওর নব প্রচেষ্টা দেখিয়া হলিউডের কতকগুলি কোম্পানি ইংলণ্ডে ব্রিটিশ অভিনেতা অভিনেত্রী সম্মিলনে চিত্র তুলিবার জন্য ষ্টুডিও খুলিয়াছেন এবং কয়েক খানি চিত্র তুলিয়াও ফেলিয়াছেন।

শিক্ষার সঙ্গে মানুষের বৃত্তিগুও সজাগ হইতেছে এবং বিচার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা অস্বীকার করিলে চলিবেনা। এখন মানুষ নিজকে বুঝিতে শিখিয়াছে। যে কোন ব্যবসায়েই আরব্ধ হউক না কেন মানুষ চায় তাতে শ্রেষ্ঠত্ব। চিত্র শিল্পেও এখন দর্শক আর শুধু নাচ গান ও মারামারি চাহে না। তাহারা চায় চিত্রের ভিতর দিয়া একটা সংগঠন ও সংস্কার। বৃটিশ চিত্র অনেকংশে দর্শকের এই ক্ষুধা মিটাইতে সক্ষম, হইয়াছে, ব্রিটিশ চিত্রের এই নব জাগরনের মুখে মার্কিন চিত্র আর কতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে তাহা সঠিক বলিতে না পারিলেও মার্কিন চিত্রের ধারা ও ভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে তাহাদের যে ভবিষ্যত মেঘাচ্ছন্ন তাহা অতি সত্য।

"The British producers are now discovering in America that a film need not be 'Home made' to please American audiences. If it is good —no matter what its origin—it will draw the public in. It is exciting—It is dramatic. Britain is forgoing ahead in films—and Holly wood knows it."

চিত্র জগতে "রূপ-রেখার" স্থান

ডক্টর জয়ন্ত কুমার দাস গুপ্ত এম, এ, পি. এইচ, ডি (লণ্ডন)

রূপ-রেখা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার ক'রে নিয়েছে। চিত্রে, প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়, প্রবন্ধ সম্ভারে "রূপ-রেখা" নিজ নামের সার্থকতা এনেছে। এর কর্তৃপক্ষ গতানুগতিক ভাবে বা মামুলী ধরণে সিনেমা অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রশংসা ও স্তুতিগান না গেয়ে যে নির্ভীকতাও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বাংলা দেশে সিনেমার এই প্রসারের দিনে এরূপ পত্রিকার যথেষ্ট প্রয়োজন র'য়েছে এবং "রূপ-রেখা" বাংলার সম্পদ ও বাংলাদেশের নরনারীর কলানুরাগের নিদর্শন।

দেশের সাহিত্য যেমন জাতির মনের পরিচায়ক, দেশের আর্টও তেমনি। কিন্তু আর্টের নামে যে অসহ্য ও অসম্ভব রকমের ভড়ং ও ন্যাকামির সুরু হয়েছে, বাংলা দেশ ও বাঙালীর জীবনের যে বিকৃত চেহারা আমরা এক শ্রেণীর আর্টিষ্টদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, "রূপ-রেখা" যেন চিরদিনই তার বিরুদ্ধে স্বাধীন মতবাদ প্রচার করে এবং বাঙলা দেশে যে সবল ও দৃঢ়চিত্ত মানুষগুলি আছে তাদের মুখপত্র হ'য়ে জাতিকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করে। এই গৌরবই "রূপরেখার" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হবে।
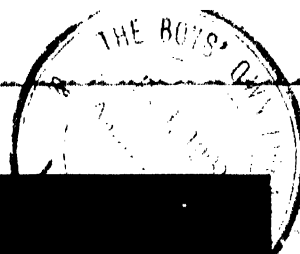
চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী-

ডলোরেস ডেল্ রিও

বাংলায় ছায়াচিত্র শিল্প=

শ্রীসুধীর রাহা—বি, এ।

বাংলায় কি সত্যই শিল্প প্রতিভার এমন অভাব যে এখানে প্রথম শ্রেণীর ছায়াচিত্র তৈরী হইতেছেনা! ইহা কি অভিনেতার অভাবে না পুস্তকের অভাবে না প্রযোজকের অভাবে।

এইরূপ প্রশ্নে ধরিয়া লওয়া হয় যে বাংলায় এখনও প্রথমশ্রেণীর ছায়াচিত্র তৈরী হয় নাই। এই কথা যে মিথ্যা নহে, তাহা সকল চিত্রসমালোচক স্বীকার করিবেনা সুতরাং যে জন্য হইয়া উঠিতেছেনা তাহার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ছায়াচিত্রের অনুরাগীদের ও ব্যবসায়ীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

বাংলা সাহিত্য ভারতের প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যের মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ। বাংলার রঙ্গমঞ্চের বয়সও ভারতে দেশীয় রঙ্গ মঞ্চের ইতিহাসে প্রায় জ্যেষ্ঠ স্থানীয়। বাঙ্গালীর ললিতকলা জ্ঞান ও পটুতা রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া জগৎ জোড়া কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। সেই বাংলায় যদি প্রথম শ্রেণীর চিত্র সৃষ্টি সম্ভবপর না হইয়া থাকে, তবে ভারতের অপরাপর প্রদেশের কথা আর কি বলিব।

সুতরাং প্রথম যে প্রশ্নটী করা হইয়াছিল তাহার যথার্থ উত্তরের মধ্যেই আমাদের সমাধান খুজিতে হইবে।

অভাব কিসের! অভিনেতার! বাংলার ছায়াচিত্রের বয়স বহু নহে। প্রথম যখন অভিনেতার প্রয়োজন হইল তখন ডাক পড়িল রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের। তাঁহাদের কল্যানে যে কয়খানি ছবি তৈরী হইল তাহার প্রশংসা করিলেন কেবল নির্ম্মাতারা, ও অভিনেতারা—সমালোচকেরা বলিলেন আরম্ভ হিসাবে মন্দ নহে। অর্থাৎ সোজা কথায় ছায়াচিত্রের ক'খ, হিসাবে মন্দ নহে। তবে ছায়াচিত্র নহে। দুঃখের বিষয় আজিও আমাদের ক'খ লেখা শেষ হইল না।

এখনও অভিনেতার প্রয়োজন হইলেই ছুটিতে হয় রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের কাছে। আমাদের দেশ গরীব।

অভিনেতারা উভয় দিক হইতেই আয়ের পন্থা খোঁজেন কেবল খোঁজ নেননা। তাহাদের আর্ট ইহাতে লাভবান হইতেছে না—ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। আর নির্ম্মাতারা মাত্র একটা পয়সা ব্যয় করিয়া "অক্রূর সংবাদ" শুনিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং এতাদৃশ নির্ম্মাতা ও অভিনেতার সম্মেলনে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। তেলের যায়গায় তেল ভাল ও জলের জায়গায় জল—কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মিলনে বিপরীত ফলই ফলে। জর্জ্জ আর্লিস যেমন রঙ্গমঞ্চে তেমন ছায়াচিত্রে সমান উৎকর্ষের সহিত অভিনয় করেন বলিয়া সকলেই কিছু আর লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী নহেন। কিন্তু বাংলায় দেখিতেছি এরূপ অলোকসামান্য প্রতিভা রহিয়াছে সকল অভিনেতা, অভিনেত্রীরই। এবার আসা যাউক পুস্তক বা বিষয় নির্ব্বাচনে। বাংলার একটী ক্লাসিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে অফুরন্ত বিষয় রহিয়াছে চলতি সাহিত্যে ও ভালো ভালো গ্রন্থ রচিত হইতেছে তারপর দ্বিতীয় বিষয় লইয়া পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম এমন সব গ্রন্থকারও রহিয়াছেন তাহা হইলে বিষয়ের অভাব ঘটে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর একদা আমার একবন্ধু দিয়াছিলেন বাংলা শস্যশ্যামলা তবু লোকে না খাইয়া মরে কেন? শস্য আছে, মস্তিষ্ক নাই। বিষয় আছে তাহাকে গুছাইয়া প্রয়োগ করিবে এমন মস্তিষ্কের অভাব। আমার প্রগল্ভ বন্ধুর বাচালতা ক্ষমা করা যাইত। কিন্তু ব্যাপারটা বস্তুতই আশ্চর্য্য। উপন্যাস হিসাবে যাহা এমন চমৎকার তাহাই যখন নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে দেখি তাহা এত খারাপ লাগে কেন—আবার তাহা যখন পুনরায় ছায়াচিত্রে দেখি, তখন তাহারা এমন করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করে কেন? প্রথম উত্তর—উপন্যাস, নাটকও ছায়াচিত্রের বিষয় বস্তু এক হইলেও টেকনিক এক নহে। যে উপন্যাস এক বিশিষ্ট প্রতিভার তাহাকে নাট্যাকার দিতে হইলে নট প্রতিভার প্রয়োজন ও ছায়াচিত্রে রূপ দিতে হইলে প্রযোজক প্রতিভার প্রয়োজন।

ওসবদিগে যে সকল বিশিষ্ট উপন্যাসের ছায়াচিত্রে রূপদান করা হইয়াছে তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, মূল উপন্যাসে ও ছায়া চিত্রের কাহিনীর মধ্যে তফাৎ কত বেশী। কত মনোরম পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে কত অখ্যাত পরিচ্ছেদকে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। তাহার ফলে ছায়াচিত্রে যে কাহিনী পাওয়া গেল তাহা এক হিসাবে এক নূতন সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের ছায়াচিত্রে প্রযোজক চলিয়াছে হয় উপন্যাসের পশ্চাদনুসরণ করিয়া অথবা কল্পিত ঘটনা যোগ করিয়া। উভয়

ক্ষেত্রেই প্রযোজক ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত—প্রযোজক চিত্র নির্ম্মাণের সময় জন সাধারণের রুচির কথা বিবেচনা করিয়া থাকেন। কথা কিছু খারাপ নয় যদি সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্টের কথাও ভাবিয়া দেখিতেন। আর্টের কথা না ভাবিবার ফলে চিত্র জনসাধারণের চিত্রই থাকিয়া যায়—আর্টের আসর আর উন্নীত হয়না। কেন কথাটা একটু খুলিয়া বলি। হলিউডে যে চিত্র নির্ম্মিত হয় তাহা বাহির হইবে পৃথিবী পরিক্রমায়, সুতরাং এই সকল চিত্র সমগ্র মানবের যে সাধারণ ভাবগুলি আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই চিত্র গড়িয়া উঠে। চিত্রখানি উৎসর্জিত হয় জগতের সমস্ত রসিক সমাজকে। কিন্তু বাংলার চিত্র তৈরী হয় বাঙ্গালীর জন্যই, আগে হইতেই জানা আছে চিত্র দেখিয়া পয়সা দিবে কাহারা। সুতরাং রসিক সমাজের জন্য নহে।

পয়সা দেনে-আলা যে জন সাধারণ তাহাদের জন্যই চিত্র তৈরী হইতেছে ইহাতে হইতেছে এই একখানি চিত্রের মধ্যে কিন্তু সঙ্গীত থাকিবেই এবং তাহাও কীর্ত্তন হইলেই ভাল—না হয় রবীন্দ্রনাথের, কিছু বীরত্বের কাজ, অন্ধকারে একখানি ছুরিকা, মোটর গাড়ীতে দৌড়। তার সঙ্গে মিশ্রিত করা যাউক প্রেমের বিরহও মিলন—আদর্শ চিত্র। ইহার নাম শিল্পের সেবা নহে-ব্যবসায়, তাহাও অতি অল্প পরিধির মধ্যে ব্যবসায়। সে শিল্প ব্যবসায়ে হলিউড ও ইংলণ্ড জগৎ হইতে টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে আমরা তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে রাজী নহি—নিজেদের নিম্নস্তরের ব্যবসা ফাঁদিতেছি। এই আলোচনা হইতে একটা কথা পাওয়া গিয়াছে, প্রযোজক। ইহাকে ছায়াচিত্রের প্রাণ বলা চলিতে পারে। ইনিই অভিনেতা নির্ব্বাচন করেন, তাহাদিগকে শিক্ষা দেন, দৃশ্য বাছাই করেন, বিষয় সন্নিবেশ করেন-আমাদের অভাব ঠিক এই স্থানেই। প্রযোজকের অভাব। অন্যান্য দেশে অভিনেতা যত বড়ই হউন—প্রযোজককে ছাড়াইয়া উঠেন না, উঠিতে পারেন না—সেনাদলের সেনাপতির অবস্থা যেরূপ, অভিনয়ে প্রযোজকও সেইরূপ। কিন্তু আমাদের দেশে ভাল অভিনেতা প্রযোজককে থোরাই কেয়ার করেন—প্রযোজক তাঁহার মতানুবর্ত্তন করিয়াই খুসী!

প্রযোজকগণ আরও ভাবুন, আরও শিখুন জানুন, আরও প্রাণবন্ত হউন—তাহা না হইলে পরবর্ত্তী যুগের স্বদেশীয় প্রযোজকদিগের নিকট হাস্যকর ব্যর্থতার উদাহরণ রূপে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন।

দেবীকারাণী—(ডলোরেস ডেল রিও অব দি ইস্ট্)

NILS ASTHER
RKO-RADIO

ANN HARDING
RKO-RADIO

CHICK
CHANDLER
RKO-RADIO

HELEN MACK
RKO-RADIO

BETTY
FURNESS
RKO-RADIO

"SKEETS"
GALLAGHER
RKO-RADIO

RICHARD DIX
RKO-RADIO

DOLORES
DEL RIO
RKO-RADIO

WILLIAM
CAGNEY
RKO-RADIO

POLLY MORAN
RKO-RADIO

JEAN PARKER
RKO-RADIO

JUNE
BREWSTER
RKO-RADIO

DOROTHY LEE
RKO-RADIO

FRANCIS
LEDERER

JOEL McCREA
RKO-RADIO

WILLIAM
GARGAN

IRENE DUNNE
RKO-RADIO

রেখা—

সংখ্যা।

BRUCE CABOT
RKO-RADIO

ZASU PITTS
RKO-RADIO

FRED ASTAIRE
RKO-RADIO

JOHN BARRYMORE
RKO-RADIO

WYNNE GIBSON
RKO-RADIO

GINGER ROGERS
RKO-RADIO
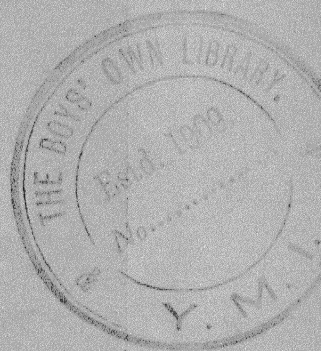
LESLIE HOWARD
RKO-RADIO

ROBT. WOOLSEY
RKO-RADIO

DOROTHY JORDAN
RKO-RADIO

BERT WHEELER
RKO-RADIO

COLLEEN MOORE
RKO-RADIO

PERT KELTON
RKO-RADIO

FRANCES DEE
RKO-RADIO

LENORE ULRIC
RKO-RADIO

ERIC LINDEN
RKO-RADIO

CONSTANCE BENNETT
RKO-RADIO

CLIVE BROOK
RKO-RADIO

"ফক্স"এর ক্যাট্‌স প-চিত্রে কয়েকটি
সুন্দরী তরুণীসহ মিঃ হারল্ড্‌ লয়েড্‌

বাংলা বনাম হিন্দী টকী=

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। এম্‌, এ।

বাংলা টকির কথা দু'একবার বল্‌তে চেষ্টা করেছি, মোটের ওপর এক কথায় বলা চলে 'খুশী হতে পারিনি'। ভেবেছিলুম একথার পুনরুল্লেখ কোরব না, কিন্তু কর্ত্তে হ'ল। কৌতূহলী হয়ে সেদিন হিন্দী সবাকচিত্র "তুফানমেল" দেখতে গিয়েছিলুম। বোম্বে ও বাংলার প্রডাক্‌শনে যে পার্থক্য অনুভব ক'রে এসেছি তাতে এক দিকে যেমন আশান্বিত হয়েছি অপর দিকে ঠিক সেই অনুপাতে হতাশ হয়ে এসেছি। তুফাণ মেলের আখ্যানভাগ রোমাঞ্চকর, প্রত্যেক দৃশ্যে যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, হর্ষ ও নৈরাশ্যের প্রচুর আনাগোনা আছে। বিদেশী ছবির সহিত তুলনা করা চলে—বলা চলে এ ছবি ওদেশী ছবির অনুকরণে তোলা হ'য়েছে, কিন্তু অনুকরণ কোন্‌টাতে নেই তাওত জানিনা। "মহুয়াতেও" Jazz নৃত্য দেখেছি।

তার পর ইতিমধ্যে Shanghai Expressও দেখা হ'য়েছে। এ ছবি অনুপম। "তুফাণ মেল" এর কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। দুই এর মধ্যে ঘটনার খানিকটা সাদৃশ্য আছে মাত্র কিন্তু আর কোথাও মিল নাই বড়। তুফানমেলে নড়াচড়া—নৃত্য গীত কোলাহলের অন্ত নাই—মাঝে মাঝে বিরক্তি এসে যায়! 'Shanghai Express'এ দেখে এলুম এমন একটা সংযম ও dignity যার কাছে মাথা আপনি নত হ'য়ে আসে।

চীনা অভিনেত্রী 'Anna May Wong'এর অভিনয় কলা দেখে মনে গর্ব্ব হ'ল। Marlene এর কথা উল্লেখ না করলেও চল্‌বে। আমাদের আর ওদের অভিনয় ভঙ্গীতে কত তফাৎ। ওরা বেশী কথা বলেনা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অকারণ বা অধিক সঞ্চালন করেনা। কথা যে কটি বলে সে গুলি মৃদু অথচ দৃঢ় ও স্পষ্ট।

এদের চোখ ও মুখে যে ভাবের খেলা রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে, একটন বক্তৃতাতেও তা ওঠেনা। কার্য্যকলাপ দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু বুঝ্‌তে একটুও কষ্ট হয় না।

আততায়ী যখন ছুরি বসায় তখন সরাসরি ছুরি বসায়, তার আগে কোন নিরর্থক ভূমিকা বা পাঁয়তারা নাই।

এ সকল দেখে শুনে—মনে হয় আমাদের এখনও অনেক পথ অতিক্রম কোর্‌তে হবে—আর সে পথ বেশ বন্ধুর ও দুর্গম।

ফিল্মের নৈতিক দিক

শ্রীধনেশ ভট্টাচার্য্য, বি, এ।

অনেকের ধারণা, সিনেমা দেশের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করিতে বসিয়াছে এবং সেজন্য তাঁহারা সিনেমা বর্জ্জন করতে উপদেশ দিয়া থাকেন। বিদেশী ফিল্মসমূহে যে সমস্ত জিনিষ দেখানো হয় তাহা আমাদের নৈতিক ধারণায় যে প্রায়ই নিন্দনীয় তাহা অস্বীকার করার যো নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক দিক দিয়া দেশীয় সমাজের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া থাকিলেও উহার এমন অনেক জিনিষ আছে যে সব আমরা এখনও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। উহার জড়বাদকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনও আমরা কুণ্ঠিত (যদিও আমাদের বাহ্য জীবনে জড়বাদের ছায়াপাত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়)। নিছক বাস্তবতার গণ্ডী ছাড়িয়াও যে মানুষের মন আনন্দ লাভ করিতে পারে এবং সেই চিরসত্য আনন্দই যে মানব জীবনের কাম্য, এ বিশ্বাস আমাদের আজও ভাঙ্গে নাই। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের যৌন প্রেরণাকে অতি বৃহৎ করিয়া দেখিয়াছে। মানুষের জীবনের প্রতি পর্য্যায়ে ঐ একই প্রেরণার লীলা সাধিত হইতেছে, ইহাই উহার বিশ্বাস। ফ্রয়েড তাঁহার মনস্তত্ত্ববাদের ভিত্তি উহার উপরই স্থাপন করিয়াছেন। Oedipus complexর ব্যাখ্যা সে দেশেই সম্ভব হইয়াছে। এই সব প্রবৃত্তি যে ফিল্মক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং যে রূপ ও ভাব আমরা বিদেশী ফিল্মে দেখিতে পাই সেগুলি যে আমাদের চোখকে পীড়া দিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

বিদেশী ফিল্মগুলিতে উক্ত 'Libido' ই সর্ব্বোপরি বিরাজ করিয়া থাকে। শতকরা নিরানব্বইটী চিত্র এই যৌন প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়াই তৈয়ারী। কি ভয়াবহ ভৌতিক চিত্র, কি রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ্‌ চিত্র, সবতাতেই ঐ ভাবের গন্ধ না থাকিয়াই পারেনা। প্রেম, চুম্বন, আলিঙ্গন, এ সমস্ত বিদেশী চিত্রের সাধারণ অঙ্গ। বিশেষতঃ এ অঙ্গগুলি অনেক সময় কদর্য্যভাবে প্রদর্শিত হয়। শ্লীলতা বা শুচিতার কোন মূল্য সেখানে দেওয়া হয় না। উহার অন্তর্নিহিত আদব-কায়দা চালচলন আমাদের কাছে রুচিবিগর্হিত মনে হইয়া থাকে। উহার নায়িকাদের বেশভূষার ভঙ্গী সব সময় আব্রু রক্ষা করে না। এ সবই সত্য। এখন কথা হইতেছে, এ প্রকার চিত্র কি বাস্তবিকই দেশের নৈতিক অধঃপতন আনিয়া দিতেছে, আর তাহা যদি হইয়া থাকে তবে সেগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করাই কি আমাদের কর্ত্তব্য?

ইহার উত্তর এই যে, আমাদের সামাজিক রুচিপদ্ধতি বিদেশী ছবির অমার্জ্জিত হাবভাব সমর্থন করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এ সব ছবিই যে জাতীয় চরিত্রহীনতা ঘটাইবে, এ রকম ভয়ের কোন হেতু নাই। নীতিচরিত্রের দিক দিয়া, বিদেশী চিত্র খারাপ হইতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী খারাপ বিদেশী সভ্যতা ও আদর্শের বিকৃত অনুকরণ। অপরিণত বয়স্ক বালকদের এ প্রকার চিত্রে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু আধুনিক নাগরিক জীবনে এমন ক্ষেত্র ও সুযোগ অনেক কম আছে যাহাতে সহজেই তাহাদের অধিকতর মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতে পারে। ফিল্মের নায়িকাদের ক্ষীণ বস্ত্রাভরণ আমাদের চক্ষুতে কটু ঠেকিতে পারে, কিন্তু সহরের রাস্তাঘাটে শ্বেতাঙ্গিনীদের উর্দ্ধগামী স্কার্ট ও অর্দ্ধোন্মুক্ত বক্ষস্থল দেখিয়া তো আমরা কিছু বলিতে পারি না। আমরা যখন অনেক ব্যভিচার সহ্য করিয়া থাকি তখন ফিল্মের শুধু নৈতিক শৈথিল্যকে বড় করিয়া দেখিয়া উহাকে পুরোপুরি বর্জ্জন করিবার কোনই অর্থ নাই। আর ইহাও ঠিক যে ভালমন্দের সঙ্গে লড়াই করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। শুধু ভালটিকে ছাঁকিয়া গ্রহণ করা কখনও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে, "উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে"। যদিও ইহা সাধারণ জীবনে সব সময় প্রযোজ্য নহে, তথাপি ইহাঠিক্‌ যে ফিল্মশিল্প আদতেই বিদেশী এবং তাহারই পদানুসরণ করিতেছে দেশী ফিল্ম; বিদেশী ফিল্মের শিক্ষা, সহায়তা ও চালনা দেশী ফিল্মের পক্ষে যখন অপরিহার্য্য তখন একমাত্র নৈতিক ত্রুটীর জন্য বিদেশী ফিল্ম মাত্রকেই পরিত্যাগ করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। দেশী প্রতিষ্ঠান সমূহ ফিল্মশিল্পকে উন্নত করিয়া উঠিতে পারিলে বিদেশীফিল্মের সাহায্য নাও দরকার হইতে পারে। কিন্তু সে সময়ের ঢের দেরী। অতএব বর্ত্তমানে বিদেশী ফিল্মের অশ্লীলতার জন্য বাদ দিতে গেলে গোটা ফিল্মশিল্পকেই বাদ দিতে হয়।

কিন্তু দেশী চিত্রসম্বন্ধে এদিক দিয়া আমাদের নিশ্চয়ই সতর্ক হইবার আছে। শতদোষ সত্ত্বেও আমরা আমাদের জাতীয় চিত্র

দেখিতে ভালবাসি ও উহার সাফল্য কামনা করি। উহা যেমন অনায়াসে আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারে তেমনটি বিদেশী চিত্র দ্বারা সহজ নয়। আমাদের সমাজের উপর দেশীচিত্রের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমাদের আশা আছে, উহা আস্তে আস্তে বিদেশীচিত্রের স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং দেশীচিত্রের নৈতিক ভাবধারাই আমাদের জাতীয় মন ও চরিত্রের উপর গভীর রেখাপাত করিবে এবং আমাদের সমাজের উপর ফিল্মের নৈতিক ফলাফল দেশীয় ফিল্মের উপরই বেশীভাগ নির্ভর করিবে। এ অবস্থায় দেশী চিত্র বিদেশী চিত্র কলার আদর্শ গ্রহণ করিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৈদেশিক মনোবৃত্তিরও যদি অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, তবেই অমঙ্গলের কথা। তার কারণ, আমাদের সমাজে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তিকে সব চেয়ে বড় মনে করা হয় না, যৌনলীলা ছাড়াও আমাদের সমাজে দেখিবার, বুঝিবার ও ভাবিবার অনেক কিছু আছে। যৌবনা-বেগ মানুষের অন্যান্য আবেগের মধ্যেই অন্তর্গত, এই পর্য্যন্ত আমরা মনে করি। আজকাল কতকগুলি বাংলা চিত্র এই যৌবনোত্তেজনা বা 'libido'র উপর অপরিমিত জোর দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা কখনই শুভ নয়। আগেই বলিয়াছি, হাজার হইলেও আমাদের দেশ ধর্ম্মপ্রবণ, আমাদের সামাজিক নীতিচরিত্র এখনও ঠুন্‌কো হইয়া পড়ে নাই, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ জিনিষটা এখনও বাণিজ্যদ্রব্যের বেচাকেনার ভিতর পরিগণিত হয় নাই। বারাঙ্গনার কামাসক্তিকে আমরা প্রেম বলিয়া মানিতে রাজী নহি, আমরা প্রেম বলিতে যাহা বুঝি তাহা শুধু দেহের চাহিদা মিটাইবার জন্য নয়, উহা অনেক উর্দ্ধে এক 'সত্যম্‌শিবম্‌' সুন্দরম্‌' নৈসর্গিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আমরা আমাদের এই জাতীয় বৈশিষ্টকে জলাঞ্জলি দিয়া যদি বৈদেশিক চিত্রের প্রবৃত্তিগুলিকে নির্ব্বিচারে দেশীয় চিত্রে প্রশ্রয় দিতে চাহি, তবেই আমাদের নৈতিক পতনের সম্ভাবনা।

চিত্রজগতে শিশু তারকার স্থান=

শ্রীভবানী সেনগুপ্ত—

কিছুদিন আগেও শিশুদের অভিনয় ছিল সকলের কাছেই একটা বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু তখন প্রয়োজন মত মানানসই চেহারা দেখে শিশুর অভিনেতা সংগ্রহ করা হোত—অভিনয়ের উৎকর্ষতার সূক্ষ্ম বিচার সেখানে করা হতনা। এখন সেদিন আর নেই। আজকাল এখানেও একটা বড় রকমের প্রতি-যোগীতা হচ্ছে এবং তার ফলে এমন সব শিশু তারকার জন্ম হয়েছে যাদের স্বচ্ছন্দে Garbo, Hepburn এবং Crawford; Howard, Beery এবং Chevalier-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। Jackie Cooper, Shirley Temple, Baby le Roy প্রভৃতি আরও অনেকে প্রায় প্রধান মন্ত্রির সমান মাহিনা পাচ্ছে।

এই সব কথা মা'দের মনে হয়ত চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিবে। কিন্তু সত্যি কয়জন এই প্রকার উন্নতির অধিকারী হয়? গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে শিশু-তারকার উন্নতি সম্বন্ধে সত্যি মনে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষাও শিশুদিকের চলচ্চিত্রে উন্নতির পথ কঠিনতর বলেই আমার মনে হয়। কারণ, অতি শীঘ্রই শিশুরা তাদের শিশু সুলভ কমনীয়তা হারিয়ে ফেলে; আজ যে শিশু, কাল সে হয়ে পড়ে যুবক! কাজেই রৌদ্র থাকিতে থাকিতেই খড় শুষ্ক করিয়া লইবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্যে শিশু তারকাদিগের কার্য্যক্রমের একটা নিয়ম গভর্ণমেণ্ট ক'রে দিয়েছেন। শিশুদিগের কচি শরীরে যাতে বেশী কাজের চাপ না দেওয়া হয় সেজন্য আইনও আছে; ডিরেক্টারদের বিশেষ করে দেখতে হয় যেন কোনও রমণী তাদের কাছে কোনও প্রকার চপলতা প্রকাশ কোরে না ফেলে!

আজকাল শিশু তারকার মধ্যে রাজ্ঞী হয়েছে Shirley Temple। Shirley প্রত্যেক ছবিতেই পাচ্ছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তার অভিনয়-নৈপুণ্যে হিংসা করে—তার জনপ্রিয়তাকে ঈর্ষ্যা করে এমন নামকরা 'তারকা'রও আজ অভাব নাই। Shirleyকে চলচ্চিত্র জগতে টেনে আনে প্রথমে Paramount; কিন্তু আজ তাদের আফশোষের সীমা নেই! তারা বুদ্ধির দোষে Shirleyকে কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ না করায় Fox তাকে লম্বা চুক্তিতে নিজের দলে টেনে নিয়েছে। এখন সমস্ত দুনিয়া Shirleyর জন্য হোয়ে উঠেছে সচকিত! Shirleyর নাম আজ সমস্ত জগৎকে, এমন কি Hollywoodকে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায় সেই ছবিতে, যাতে সে নেমেছে! Hollywoodএ এত দ্রুত এত বেশী জনপ্রিয় হোতে আর কোন অভিনেতা অভিনেত্রী পারেনি। আর সব Studio ভাবছে, কেন তারা Shirleyকে প্রথম দেখেনি! এত যে তাকে নিয়ে চাঞ্চল্য—তার এতটুকুও Shirley জানে না; সে এতই শিশু!

Shirleyর পরে নাম করা যেতে পারে, তিন বৎসর বয়স্কা Juanita Quigley একে আবিষ্কার কোরেছে Universal। একে দেখতে পাওয়া যাবে Claudette Colbertএর সঙ্গে "Imitation of Life"এ।

Cora Sue Collins হচ্ছে আর একজন ক্ষুদ্র বালিকা। একে আমরা "Queen Christiniaতে দেখেছি; তা ছাড়া আরো অনেক ছবিতে এ মেয়েটী খুব ভাল অভিনয় করেছে। কিন্তু কেন জানিনা মনের মাঝে কোন বড় ছাপ রাখতে এ মেয়েটী পারেনি। এর ভবিষ্যৎ পন্থা সম্বন্ধে আমরা কোন খবর জানিনা!

বৎসর খানেক পূর্ব্বে Dickie Mooreকে দেখেই মনে হয়েছিল যে শিশু-তারকাদের মধ্যে এ ছেলেটীও চিত্র জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। তার শিশু সুলভ আবেদন সত্ত্বেও যেন অতি সত্বর সে ধীরে মনের মাঝ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে বলেই ধারণা হয়। "Oliver Twist", Blonde Venus", "Gallant Lady" প্রভৃতিতে Dicky যে উন্নতি শীলতার পরিচয় দিয়েছে তা সত্বেও তাকে এত শীঘ্র নিভে যেতে দেখে মনে হয় তার জনপ্রিয়তা লাভের অন্তরায় হচ্ছে হয়ত

Studioর অমনোযোগীতা। শিশুতারকার প্রশংসা অর্জ্জনের মত সমস্ত গুণই তাতে ছিল ; কিন্তু তবু তাকে যেতে হচ্ছে মানব মন হতে দূরে সরে। তাই মনে হয় এই সব শিশুদের সর্ব্বদা জনপ্রিয় কোরে রাখতে হলে তাদের সর্ব্বদা লোকচক্ষুর সম্মুখে রাখবার জন্য প্রত্যেকবার নূতন নূতন ছবিতে নামান দরকার। অনেক বিলম্বে আত্মপ্রকাশ করার ফলে তাদের স্মৃতি লোকের মন থেকে মুছে যায়।

Baby le Rayকে আমরা প্রথম দেখি "A Bedtime Story"তে। এমন একদিন ছিল যখন তার নামে চিত্রামোদীবর্গ সচকিত হয়ে উঠত। কিন্তু তারপর তার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা। সন্ধান নিয়ে জানা গেল সে নাকি এখন "শিশু-তারকার" পক্ষে "বড্ড বয়স্ক" হয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে শিশু তারকাদের নিয়তি!—জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার পক্ষে মস্ত বাধা। এরা হঠাৎ যেমন জনপ্রিয় ও বহু বিখ্যাত হয়ে উঠে—তেমনি এদের স্মৃতিও মুছে যায় অতি সহজেই!

এই সব পর্দ্দাশিশুদের সম্বন্ধে এই কৌতুকপ্রদ প্রশ্ন তোলা হয় যে নামকরা চিত্র-তারকাগণ কি তাঁদের শিশুদের দিয়ে ছবি তুলবার বিরুদ্ধে? এ সম্বন্ধে বোধ হয় একমাত্র Charlie Chaplin বিরুদ্ধবাদী। এটা অবশ্য খুব ঔৎসুক্য জনক হয় যদি আমরা আমাদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর শিশু সন্তানদের চলচ্চিত্রে দেখিতে পাই। Norma Shearerএর একটী ছেলে আছে, Edna Best এরও একটী মেয়ে আছে;—তারা কি তাদের মায়েদের অনুসরণ করবে? Dietrich এরও একটী মেয়ে আছে। আমরা এই সব শিশুদের পদ্দার গায়ে দেখতে পাবার আশা করি। আমরা আরও আশা করি তারা তাদের মাতাদের মত যশস্বী হউক!

দুঃখের বিষয় বাংলার চিত্র জগতে নাম করবার মত কোন শিশু তারকা নাই।

=মহুয়া=

অধ্যাপক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ।

'মহুয়া—বাংলার গাথা, সাহিত্যের একটি উজ্জল রত্ন। ইহার ঘটনা সংস্থান, চরিত্রচিত্রণ, প্রাকৃতিক বর্ণনা—সর্ব্ব বিষয়েই পল্লীকবির অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এই গাথা অবলম্বনে নাটক রচনা করেন এবং তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্সের প্রযত্নে ইহা ছায়াচিত্রে গাঁথা হইয়াছে।

চিত্রাভিনয় দেখিয়া মনে হইল নাট্যকার ও পরিচালকের সতর্ক দৃষ্টির অভাবে স্থানে স্থানে ইহার শিল্প সৌন্দর্য্য ব্যাহত হইয়াছে। প্রথমতঃ রাজা কীর্ত্তিধ্বজ ও হুমরার রাজ্য দাবী মূল গাথায় নাই। ইহা নাট্যকারের স্বকপোল-কল্পিত। কিন্তু এ কল্পনায় ঘটনার স্বাভাবিকতা বাড়ে নাই। দ্বিতীয়তঃ "মহুয়ার" কথাবার্ত্তা ও গান সর্ব্বত্র বেদের দলের মেয়ের যোগ্য হয় নাই। তাহার পক্ষে রাবীন্দ্রিক ভাষায় ও সুরে গান গাওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক মনে হয়। কথাবার্ত্তাতে সম্পূর্ণ সাদা সিধা হওয়া উচিত ছিল। স্নেহাসক্তিবশতঃ হুমরা নদের চাঁদের হাতে মহুয়াকে সঁপিয়া দিল না, ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। নাচের দৃশ্যগুলি মন্দ নহে কিন্তু অনেক স্থলে পাশ্চাত্য প্রভাব বড়ই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য ছবিতে দ্বীপবাসী আদিম মানব সমাজের যে সকল রীতিনীতি ভাব ভঙ্গী দেখা যায় এছবিতে তাহারই ছায়া পড়িয়াছে। এদেশী বেদের জীবন স্বাভাবিক ভাবে ফুটিতে পায় নাই। গানের ভাষায় কোথাও 'লিব' কোথায় 'নিব' কোথাও সাঁওতালী কোথাও ঢাকাই—অনেক রকম বাক ভঙ্গী মিশিয়া গিয়াছে। আর বেদের দলের যে মেয়ে আয়না দেখে নাই সে যখন গাহে "পথিকের পদধ্বনি" তখন একেবারেই অবাক হইতে হয়। এইসব খুঁটি নাটির দিকে লক্ষ রাখা একান্ত উচিত ছিল। তাহা হইলে আমরা নূতন ধরণের একখানি সুন্দর ছবি পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম। যাহাদের কথা লইয়া ছবি তুলিতেছি তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে ছবি স্বাভাবিক হয় না। বেদের জীবন পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া তাহাদের জীবন কথাকে রূপ দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। এদেশী ঐতিহাসিক ছবিতেও দেখি যে যুগের কাহিনী লইয়া ছবি সে যুগের রীতিনীতি, সামাজিক অবস্থা, বেশভূষা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য পরিচালকগণ চেষ্টা করেন না। ফলে ছবিখানি সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। ছবি তুলিবার জন্য অর্থ আছে, আগ্রহ আছে, কাহারও কাহারও স্বাভাবিক অভিনয় নৈপুণ্যও হয়ত আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন আন্তরিকতা ও শিল্প সাধনা মিলিত না হইলে বাংলার ছায়া ছবির উন্নতি সাধন সম্ভব নহে।

. লণ্ডনে দেবীকা রাণী =

[বিমান ডাকে নিজস্ব সংবাদ দাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত]

লণ্ডন —

[লণ্ডন হইতে ছায়াচিত্র সম্পর্কিত সংবাদ আনয়নের ব্যবস্থা সম্প্রতি আমরা করিয়াছি। আমাদের সংবাদ দাতা একজন লণ্ডন প্রবাসী বাঙ্গালী—রূপরেখা সম্পাদক]

'কর্ম্ম' বাঙ্গালাদেশে দেখান হইয়াছে এবং দেবীকা রাণীর অভিনয় প্রসংশিত হইয়াছে, এই সংবাদ এখানে আমরা পাইয়াছি। আমরা জানিতাম যে দেবীকারাণীকে বাংলাদেশ প্রসংশা করিবে। কর্ম্মকে কি করিবে তাহা জানিতাম না।

এখানকার সংবাদ পত্র সমূহে দেবীকারাণী ও কর্ম্মের বিশেষ প্রসংসা হইয়াছিল—বিশেষতঃ দেবীকা রাণীর। তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ, সুকুমার দেহ, ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, এখানকার সমালোচক গণ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রশংসার মধ্যে একটু মুরুব্বিয়ানার ভাব ছিল। যে মনোভাব হইতে একজন বড় কুস্তিগীর সাকরেদের কুস্তির প্রশংসা করে তাহাদের প্রশংসার মধ্যে সেই ভাবই ছিল সঠিক্। একজন সমালোচকের সহিত আমার এই সম্পর্কে আলাপও হইয়াছিল আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা কর্ম্মকে প্রশংসা করিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন "কর্ম্মকে" নহে। দেবীকা রাণীকে। আমি—দেবীকা রাণীকেই বা কেন? লণ্ডনে কি এমন নটীর অভাব আছে নাকি?

তিনি—না ভারতে আছে। ভারতকে আমাদের মালের খদ্দের হিসাবেই আমরা ভাবি। সে যে নিজেও অভিনয় করিতে পারে একথা ভাবিনাই। এখন দেখিতেছি কালে হয়তঃ পারিবে।

এইটাই হইল মূলকথা—"কালে হয়তঃ পারিবে। যাহা করিয়াছে তাহার জন্য নহে। যাহা দেবকী রাণী হয়ত করিবে। ভারত হয়তো কালে পারিবে। তাহা লক্ষ্য করিয়াই প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হইয়াছে।

এখানকার ভারতীয়েরা "কর্ম্মকে" চিত্র হিসাবে উচ্চস্থান দেন নাই। তাঁহাদের কথা এই "কর্ম্মে" কোন প্লট নাই। যেন কয়েকটা দৃশ্যকে জুড়িয়া তাহার মধ্যে একটুখানি প্রেমের অভিনয় দেখাইবার জন্য 'কর্ম্মের' আখ্যান ভাগ লিখিত হইয়াছে। গল্প মামুলী—অন্ধকারে আততায়ীর ছোড়া, শিকার—সর্পদংশন—হিন্দুমন্দির এইযে শেষের তিনটী ব্যাপার—শিকার, সর্পদংশন ও হিন্দুমন্দির ইহা যেন য়ুরোপীয় দর্শকদের দেখাইবার জন্যই প্রদর্শণ করা হইয়াছে। রাজপুত্রের শিকার। গাছের উপড় একটা বস্তার মত তাহার বসিয়া থাকা। সর্পদংশনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নির্ব্বিকার পুরুষের মত বসিয়া পরা রাজপুত্র দূরে থাকুক আধুনিক কোন যুবকের উপযুক্ত নহে। তার পর দুই হাত ঘোমটা টানিয়া মেয়েদের নাচ, ইত্যাদী দৃশ্য—মনে হয়, ইউরোপকে দেখাইবার জন্যই তৈরী হইয়াছে এবং তাহাতে ইউরোপের মনে ভারতের সম্পর্কে ঘৃণার ভাবই জাগে, মোটের উপর 'কর্ম্ম' দেখিয়া ভারতীয়েরা কেহই তৃপ্ত হয় নাই। হিমাংশুরায়কে দেখিয়া কেহ তৃপ্ত হয় নাই—তৃপ্ত হইয়াছে দেবীকা রাণীকে দেখিয়া। দেবীকারাণী রাতারাতি ষ্টার হইয়া উঠিয়াছে তাহাও আমরা মনে করিনা। যে নূতন যুগ ভারতীয় ছায়াচিত্রে আমরা কামনা করি দেবীকা রাণীকে সেই যুগের প্রথম সূচনা বলিয়া আমরা মনে করি।

দেবীকারাণী যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন একদল ভারতীয় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার সুমিষ্ট হাস্য যাহা চিত্রে সবাই দেখিয়াছেন সেই হাস্যে তিনি ও তাঁহার স্বামী হিমাংশু বাবু সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সেদিন ছায়াচিত্র সম্পর্কে অনেক কথাই হইয়াছিল। হিমাংশুবাবুর দৃষ্টি এইদিকে অত্যন্ত খোলা, তিনি নিজে প্রথম শ্রেণীর প্রযোজক না হইতে পারেন কিন্তু ভারতীয় ছায়াচিত্রের অভাব কি এবং কোথায় সে সম্পর্কে তাহাকে খুব সচেতন দেখিলাম। দেবীকারাণী এই সব টেক্নীক ও উপাদানের প্রশ্নে আসিতে চান না। তাহার এক কথা-চিত্র জগতের দরকার প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট। অন্যান্য উপাদান ষ্টুডিও অর্থ ইত্যাদি আপনি জুটিবে।

আর এই জন্য প্রথমেই দরকার মেয়েদের আব্রুর বাঁধন ভাঙ্গিয়া তাহাদের ছায়াচিত্রে অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট করা। তিনি বলিলেন—আমাকে আপনারা বলেন যে আমি একজন সত্যিকার আর্টিষ্ট—কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের বাঙ্গালী ঘরে এমন অনেক মেয়ে ও বঁধু আছেন যাঁহারা আমা অপেক্ষাও ভাল অভিনয় করিতে পারেন।

পারিলে কি হইবে—তাঁহাদের নিকট এই প্রসঙ্গ উথাপন করিলেই তাঁহারা হয়ত দাঁতে জিভ কাটিবেন। তাঁহারা মনে করেন এস্থান নাজানি কত ভয়ানক। হিমাংশু বাবুর দিকে

চাহিয়া ঈষৎ হাস্তে বলিলেন—এখানে কেবল বাঘ ভাল্লুক বাস করে তোমাদের পুরুষ জাতির উপর কি সুন্দর কম্প্লিমেন্ট"।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হাসিলেন, একজন বলিয়া উঠিলেন আচ্ছা আপনি কি আর অভিনয়ে নামিতেন যদি আপনার স্বামী নিজে অভিনেতা না হইতেন আর এখনও কি আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গ ছাড়া অভিনয় করিতে রাজি আছেন।

দেবীকা রাণী হাসিয়া বলিলেন—অবশ্য যদি প্রডিউসার (Producer) বলেন, আমিতো তাঁর তাবেদার মাত্র।

এবার উত্তর দেওয়ার পালা হিমাংশু বাবুর—তিনি বলিলেন আমার চিত্রের জন্য যদি প্রয়োজন হয় অবশ্য দিব। তুমি কি মনে করিয়াছ আমি নিজেকে ভাবি—তখন একটা বিবেচনা করি তুমি আমার স্ত্রী কিনা। কক্ষনো না। আর আমিই কি অপর কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় করিনি নাকি? তুমিই বা সেই সুবিধা পাবে না কেন?

তার পর কথাবার্ত্তা যাইয়া পড়িল—আমাদের দেশে ভাল ষ্টুডিওর অভাব সম্পর্কে। বারান্তরে সেই কথার সমালোচনা হইবে।

সকলে বিদায় লইয়া আসিলেন। সঙ্গে আসিল একটি সুন্দর স্মৃতি। দেবীকারাণীর অভিনয়ের মূল সূত্র কোথায়, তাহা যেন বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। সে তাহার স্বাভাবীকতা। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে লেখকের লক্ষ্য ছিল, কোন সুরে তিনি কথা বলিতে ছিলেন। দেখাগেল "কর্ম্মের" মধ্যে যে মেয়েটী রাণীর ভূমিকায় নামিয়া ছিলেন আর যিনি সকলের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে ছিলেন। তিনিই এই দেবীকা, আর যে স্বাভাবীকতা তাঁহার অভিনয়ে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এরই নিজস্ব।

বাইরের মদ=

অধ্যাপক—শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী এম্-এ।

যে-কথাটা খুব সহজ আর সরল তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে লেখা আরম্ভ করার প্রয়োজন আছে মনে করি। সমালোচনা আর দোষ-দর্শন একই জিনিষ নয়। আমাদের দেশের তৈরী ছবিকে যখন আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করি তখন তার গুণ যে গ্রাহ্য করি না এমন নয়, তবে দোষই দেখাই বেশী. তবুও একে নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিসম্পন্ন সমালোচনা ব'ল্বো, কারণ, দেশী ছবির সমালোচনায় যে-দোষগুলোর নিন্দা ক'রতে আমরা বাধ্য হই সে-নিন্দা মিথ্যা দোষারোপ নয়, সত্য-কথন। আমাদের দেশের শিল্প উন্নত হোক্, পূর্ণ হোক্,—এই শুভকামনার প্রবলতাই দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠুর সত্যকথা ব'ল্বার সাহস আমাদের দেয়।

অনুকরণ সম্বন্ধে আলোচনার ভূমিকা আর এক দিন করা হয়েছে। আজ সে আলোচনার অবতারণা অসঙ্গত হবে না। বিদেশী ছবির অন্ধ স্তুতিবাদ থেকে জন্ম হয়েছে অন্ধ অনুকরণের। বাংলার চিত্র-কর্ত্তারা বাংলা ছবির প্রয়োজন মেটাতে পার্‌ছেন না। যে-সব ছবি তাঁরা আমাদের সাম্‌নে ধর্‌ছেন তাতে বিজাতীয় ভাব ষোল আনা। দর্শক চায় আরও বাংলা ছবি, চিত্রগৃহ চায় দর্শককে তৃপ্ত ক'রতে, কিন্তু কর্ত্তাদের অবহেলায় তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। বাংলা ছবি কম তৈরী হ'চ্ছে, ভারত-জোড়া বাজার দখল ক'র্‌বার জন্য চিত্র অধিকারীরা হিন্দী ছবিই নাকি তুল্‌চেন বেশী। লাভের লোভ অধিকারীদের ক'রেছে অন্ধ। তাঁরা বুঝতে পার্‌ছেন না যে তাঁদের চিত্র-শিল্পের স্থায়ীত্ব আজকের বাজারে লাভের উপর নির্ভর করে না, বরং তা' নির্ভর করে ভবিষ্যতের সুখ্যাতি ও পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমিক অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায়। সেই অগ্রগতি সার্থক হবে যদি তাঁরা সাময়িক লাভের চেয়ে সৌন্দর্য্যের ও শিল্পের কুশলতার দিকে একটু লুব্ধ দৃষ্টি দেন। চিত্র-সৃষ্টির জন্য যারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাঁদের আমরা অনুরোধ করি একটু স্থির হয়ে সুচিন্তিত পথে গতি নিয়ন্ত্রিত ক'র্‌তে। আজ যদি তাঁরা বাংলা ছবিকে নিয়েই এক্‌স্পেরিমেন্টের পর এক্‌স্পেরিমেন্ট ক'রে চলেন, তবে তাঁদের চেষ্টা যে একদিন সার্থকতার খুবই কাছাকাছি পৌছবে তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো এমন দিন আস্‌বে যেদিন ভারতের চিত্রজগতে বাংলা ছবি শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রবে। আমরা বাঙ্গালীর কলানৈপুণ্য বিশ্বাস করি বলেই এমন একটা স্বপ্নও আজ আমাদের মনে আস্‌ছে যে বাংলা ছবির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে একদিন বঙ্গভাষা ভাষী দর্শক ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশের দর্শকেরাও সানন্দে বাংলা ছবিকে গ্রহণ ক'র্‌বে যেমন আজ তারা ইংরাজী ছবিকে প্রাধান্য দেয় এবং অভিনন্দন ক'রে নেয়—যদিও ইংরাজী তাদের ভাষা নয় এবং যদিও খুব কম লোকেই ইংরাজী ভাষা বোঝে। চিত্র-মাধুর্য্যই ইংরাজী ছবির সর্ব্বজনীন তৃপ্তির জন্য দায়ী। আজ যদি আমাদের দেশের চিত্র-প্রণেতারা পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে কেবল বংলার ছবিকে নিয়েই অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রেন তবে আশা করা যায় যে কল্পনা একদিন বাস্তবরাজ্যে নেমে আস্‌বে। বাংলা ছবি খুব অল্প দিনে যতটা উন্নতি ক'রেছে তাতে চিত্রামোদী মাত্রেই আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছে। এই উন্নতি সংরক্ষিত হবে এ-আশা করা অন্যায় হবে না। আমরা চাই যে হিন্দীর চেয়ে বাংলা ছবির প্রকাশই হোক্ বেশী।

এই প্রস্তাবের সমর্থক কায ক'রলে চিত্র-কর্ত্তারা নিষ্কাম ভাবে কেবল মাত্র শিল্পের জন্যই শিল্পের (Art for art's sake) উন্নতি ক'র্‌তে বাধ্য হবেন, তাঁদের লাভের কোঠায় অঙ্কবৃদ্ধির কোনো আশাই থাক্‌বে না—একথা আমরা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারিনি। লাভ তাঁদের বাড়বেই—স্থায়ী লাভ—যদিও সাময়িক একটু কষ্ট সহ্য তাঁদের ক'র্‌তে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজী ছবির কথা এখানে তোলা যায়। ইংরাজী ছবির শৈশবেই যদি ইংরাজ চিত্র-প্রণেতারা continental ও colonial market capture করবার জন্য নানা ভাষায় বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে চিত্র-প্রকাশ ক'র্‌তেন তাতে ফল হ'তো এই যে ইংরাজী ছবির শৈশব কাটিয়ে আজকের দিনের যৌবনের পূর্ণতার মধ্যে আসা সম্ভব হতো না। বিজ্ঞ দূরদর্শী ইংরাজ চিত্র-কর্ত্তারা তা করেননি তাই বহু সাধনার ফলে আজ তাঁদের চিত্রের জয়গান।

এসব ছাড়াও একটা বড় কথা আছে। বাংলা ছবির সফল পরিণতিতে বাংলার আসন হবে আরও উচ্চে ; আর চিত্র-স্রষ্টারা বাংলাকে সম্মানিত করার জন্য আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর্‌বেন। আমাদের এই ছোটো দেশের ছবির উন্নতি কর্‌তে হ'লে এর স্বকীয়তাকে সতর্ক অধ্যবসায়ের সাহায্যে চয়ন ক'রে নিতে হবে এর ছায়া ঢাকা গ্রাম থেকে, বেণুকুঞ্জের অন্তরালে

ছোট্টো কুটীরের ছোটো খাটো সুখ দুঃখের কাহিনী থেকে, বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের পাতা থেকে; এবং একথা আমরা জোর ক'রেই ব'ল্‌তে পারি যে তাতে বাঙ্গালী দর্শক তৃপ্ত হবে, তাতে সে পাবে তার দেহ-মনের স্বাভাবিক খাদ্য—যে খাদ্য তার দেশজ। দেশের জলবায়ু, সজল সুফল দেশের মায়া যাকে ক'রেছে তার একান্ত আপনার আর হতভাগ্য বাঙ্গালী যা' ভুলে ফেলে দিয়ে আজ গ্রহণ ক'রেছে "বাইরের মদ।" শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রক্তকবরীতে" এই ধরনের একটা কথা বলেছেন—"যখন প্রাণের মদ শুকিয়ে আসে তখনই বাইরের মদের দরকার হয়।" সোনারখনির মজুরেরা তাদের গ্রামের স্নেহঘন কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যখন সোনার তাদের গরম আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়্‌লো তখন তাদের প্রাণের মদ গেল শুকিয়ে। সোনার খনিতে তারা হ'লো গৃহহারা প্রবাসী। দূর গ্রামের প্রাকৃতিক পূর্ণতায়, বনের কোলে, কাজল মেঘে, প্রাণের সরল সহজ স্ফূর্ত্তিতে যে মদ, যে প্রাণমাতানো মাধুর্য্য ছড়িয়ে ছিলো—সেই মদই ছিল তাদের প্রাণের মদ, তাতেই তাদের প্রাণ-পুরুষ বেঁচে রইতো। কিন্তু আজ ধনিকের ধন পিপাসার যন্ত্র হয়ে, প্রকৃতির নীড় থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা হারিয়ে ফেলেছে সেই মদ, তৃষাতুর তাদের অন্তরাত্মা। তাই দিক্‌ভ্রান্ত হ'য়ে মিথ্যা চেষ্টা করছে তারা প্রাণের মদের অভাব পূর্ণ করতে বাইরের ভাঁটিখানার মদ দিয়ে। তাতে "তৃপ্তি নেইকো আছে নেশা"। প্রাণ-পুরুষ তাতে সাড়া দেয় না। নূতন সভ্যতার শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় বাঙ্গালীর প্রাণপুরুষ আজ মুমূর্ষু। বিদেশ আগত যৌন-ইঙ্গিতে ভরা চিত্রে যে রূপ ও রসের পান পাত্র আজ তার মুখের কাছে ধরা হ'চ্ছে তা' সে গ্রহণ ক'র্‌ছে না,—এতো তার প্রাণের মদ নয়—একেবারে বাইরের মদ।

আমরা চাই বাংলার স্বকীয়তা আবার উদ্বুদ্ধ হোক্‌, বাংলার জীবন থেকে রস ও রূপ আহরণ ক'রে বাংলার ছবি বাঙ্গালীর প্রাণের মদ প্রতি গৃহে গৃহে বিতরণ করুক এবং জাতির আত্মোপলব্ধির প্রস্ফুটনে সহায়তা করুক। এই ভাবেই হবে বাংলা চিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। নান্যঃ পন্থাঃ॥

সামাজিক জীবনে ছায়াচিত্রের প্রভাবঃ

শ্রীঅখিল নিয়োগী-

বর্ত্তমান জগতে ছায়াচিত্র, সামাজিক জীবনে যেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে এমনটি আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এক কথায় বল্‌তে গেলে বিংশ শতাব্দীর লোক—হলিউড বাসিনী তারকাদের নামে উন্মাদ বল্‌লেও অত্যুক্তি করা হয়না।

বাড়ীর পাশে কি ঘটছে—কে মরল—কে বাঁচলো তার কোন খোঁজ নেই—কিন্তু হলিউডে বসে আজ গ্রেটাগার্ব্বো কার সঙ্গে সন্ধ্যা যাপন করলো এ সংবাদ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে—ও প্রান্ত বাসীর একেবারে কণ্ঠস্থ।

এই তারকার দল বিশ্ববাসীর চোখে অপ্সরী কিন্নরীর চাইতেও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে।

আজ মার্লিন কি ধরণের পোষাক পরিধান করল—কাল মেক্সিকো সুন্দরী তারি অনুকরণ করতে উন্মত্ত।

কাল—ক্লডেট কলবার্ট কি রকম চটুল চাহনীতে তার ছবির প্রেমিকের সঙ্গে কথা কইল তাই—প্যারিসের তরুণীরা আয়ত্ত করতে উঠে পরে লাগলো!

এই তারকার দল যে কত জনপ্রিয় তার প্রমাণ পায় ওদেশের পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারীর দল।

কিছুদিন আগে কেউ যাকে জান্‌তো না—তারকা শ্রেণীভুক্ত হবার পর—তার নামে আসতে সুরু করল—গাড়ী গাড়ী চিঠি—প্রেম পত্র—উপরোধ—অনুরোধ হস্তাক্ষর—প্রার্থনা অশ্রুজল জ্ঞাপন আরো কত কি—শোনা গেছে জনি ওয়েসমুলার টার্জ্জনের পার্ট করবার পর পৃথিবীর নানান্ দেশের তরুণীরা তাকে যে প্রেম পত্র লিখতে সুরু করলে—তা পৌঁছে দেবার জন্যে পোষ্টাপিসের কর্ত্তৃপক্ষকে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এক সময় মার্লিন ডিট্রিক ঢিলে পাজামা পরতে সুরু করলে।

আর যাবি কোথায়? আমেরিকার মেয়েরা ক্ষেপে উঠল। তারাও সবাই সেই ঢিলে পাজামার ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে।

তারপর কার অনুরোধে প'রে মার্লিন পা জামা পরা ত্যাগ করলে—সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর দলও।

বাটার ফ্লাই গোঁফ সম্পর্কে একটা প্রচলিত গল্প আছে।

একদিন নাকি এক অপিসের বড় বাবু দাড়ি কামাতে বসে গোঁফের একটা দিক বেশী ছেঁটে ফেলেছিলেন। সেই দিকটার সঙ্গে 'ব্যালেন্স করবার জন্যে তাকে অপর দিকটাও খানিকটা কেটে ফেল্‌তে হলো। বড় বাবুর এই—নতুন ধরণের গোঁফের পরিণতি দেখে অফিসের সবাই তার অনুকরণ করে বসল। আস্তে আস্তে সেই বাটারফ্লাই গোঁফ সমাজ-চল হয়ে গেল।

তারকাদের সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে।

আজ যদি মেওয়েষ্টের প্রসাধনে কোনো রকম ত্রুটি থাকে কালকের গোটা নিউইয়র্ক সহরে তাই 'ফ্যাসান' বলে গৃহীত হবে একথা এতটুকু অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জিত নয়।

ছায়াচিত্র সামাজিক জীবনের যেমন ভালও করতে পারে—তেমন ক্ষতিও করতে পারে।

শোনা গিয়েছিল এক সময় চুরি ডাকাতি ও ডিটেক্টিভের রোমাঞ্চকর ছবি দেখে গোটা আমেরিকায় গুণ্ডামী ও রাহাজানি বহু পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।

শেষটায় পুলিসকে বল প্রয়োগ করে সেই ধরণের ছবির প্রকাশ অনেকাংশে বন্ধ করে দিতে হয়। এই ভাবেই "চিত্র শাসক সমিতির" জন্ম।

বর্ত্তমানে আমেরিকার চিত্র জগত "সেক্স অ্যাপিল" বলে

একেবারে পাগল। এ জিনিষটি না থাকলে রসিক সমাজে ছবি নাকি একেবারে অচল!

'ইট' গার্ল আর "সেক্স অ্যাপিল" আজ আমেরিকাকে পেয়ে বসেছে।

কালিদাসের আমল থেকে কবিরা বলে আস্‌ছিলেন—তরুণী তন্বী না হলে—তাকে সুন্দরী বলা চল্‌বেনা। কিন্তু সম্প্রতি মে ওয়েষ্ট রূপ-পিপাসুদের এই চিরাচরিত মত উল্টে দিয়ে সগর্ব্বে ঘোষণা করেছেন দেহের স্থূলতাও সৌন্দর্য্যকে বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে মেয়েরা লোকচক্ষে সুন্দরী হবার জন্যে অনেক সময় দেহকে শুকিয়ে তন্বী আখ্যা লাভ করত কিন্তু আজ—আমেরিকার তরুণী দল মে ওয়েষ্টের এই নব বানী লাভ করে মোটা হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

সামাজিক জীবনে ছায়াচিত্রের প্রভাব এমনই অসাধারণ!

এখানে আর একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই।

O. K কথাটা (all right) ও দেশের ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখে হামেশা লেগেই আছে। অন্য দেশের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু আমাদের শান্ত শিষ্ট বাঙালী ছেলেমেয়েরাও আজ কাল প্রতি ঢোক চা পানের সঙ্গে O. K. উচ্চারণ করতে সুরু করছেন। এমনিই নাকি এর মোহ!

কোথাকার এক পাদ্রী নাকি ঘোষণা করেছেন মেয়েদের মধ্যে এই যে অবাধ সিগারেট খাওয়ার প্রচলন হয়েছে এর জন্যে পৌণে ষোল আনা দায়ী সিনেমা।

এতে মেয়েদের স্বাস্থ্যই যে শুধু নষ্ট করে দিচ্ছে তা নয় তাতে নারীর কোমলতা এবং মাতৃত্বেরও যথেষ্ট হানি হচ্ছে।

ছায়া চিত্র শিল্পের এই অন্ধ অনুকরণ জগতের শিক্ষিত সমাজকে কোন পথে চালিত করবে তা ভাববার কথা।

চিত্র চয়ন

হলিউডের কথা ঃ-

ঠিক্ হয়ে গেছে যে চার্লস্ লাফটন্ মেরী য়্যান্ট-য়নেট্ যে ছবিতে অভিনয় করবেন তাতে নায়িকা হবেন ব্যারেট্স্-অব-উইম্পোল-ষ্ট্রীটের অভিনেত্রী শ্রীমতী নর্ম্মাশেরার।

"হাউস্-অব্-রথ্চাইল্ডের" বিখ্যাত অভিনেতা জর্জ্জ আর্লিস্ লণ্ডনে 'আয়রন্ ডিউক' নামক চিত্রে অভিনয় করবার জন্য ফিরে এসেছেন। এই ছবিখানা তোলা শেষ হ'লেই তিনি কার্ডিন্যাল্—রিসলুতে 'রিস্লুর' ভূমিকা নিয়ে আমেরিকায় যাবেন।

বিলাতের গমন্ট্ উফা কোম্পানী এবছর সব চেয়ে ভাল ভাল ছবি দেখিয়ে আমেরিকায় পর্য্যন্ত সুনাম কিনেছে। এবার নাকি তারা "থারটি নাইন্" নামে এক খানা ভৌতিক চিত্র তোলবার ব্যবস্থা কোরেছেন।

জনপ্রিয় শিল্পী কনর্যাড্ ভীটের পরবর্ত্তী চিত্র হ'বে 'আইসার্ভ', প্রযোজনা করিবেন লোথার্মেন্ডিস্। যাঁহারা 'জুসাস' দেখেছেন, এ ছবিখানা তাদের আরও ভাল লাগবে।

বিলেতে একটি নূতন কোম্পানী খুলেছে। এই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রথম চিত্রে একত্রে ক্লাইভ্ব্রুক্ ও ওয়ার্লড মুভ্স্-অন-এর-নায়িকা শ্রীমতী ম্যাডেলীন ক্যাবল অভিনয় করিবেন।

তুরস্কের অত্যাচারী সুলতান আব্দুল হামিদের ইতিহাস অনেকেই জানেন। এই সুলতানের জীবনী অবলম্বনে ব্রিটিশ-ইন্টার ন্যাস্ন্যাল পিকচার্স—আবদুল হামিদ নামে একখানা ছবি তোলবার ব্যবস্থা কোরেছেন। আর এতে থাকবেন নিলস্ য়্যাস্থার্ও য়্যাড্রিনীয়্যামেস্।

চার্লস ল্যাফটন 'ডেভিড্ কপার ফিল্ড' চিত্রে অভিনয়ের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পেয়েছেন।

জ্যাকীকুপার বাল্যকালে যে টাকা উপায় করেছে তা' থেকে তার ট্রাষ্ট ফণ্ডে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জমা আছে। এই টাকা তাঁর ৫০ বৎসর বয়স না হ'লে খরচ করতে পারবে না। যৌবনে তার প্রথম ছবি হ'বে "কোড্-অব্ দি-ওয়েষ্ট। বর্ত্তমানে জ্যাকী কুপারকে মাইনে দেওয়া হয় সপ্তাহে মাত্র ২১ টাকা।

বৃটীশ ফিল্ম অভিনেত্রী মিস ইভিলিন লেয়ির সহিত বৃটিশ অভিনেতা মিঃ ফ্রাঙ্ক নর্টনের গত ৭ই ডিসেম্বর আরিজোনায় বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ইভিলিন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই লণ্ডনে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে সোনিহেগের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং ১৯৩১ সালে তাঁহার সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

* * * *

এরূপ প্রকাশ যে, গ্রেটা গার্ব্বো ৬০,০০০ পাউণ্ডে মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ারের সহিত আর একখানি ছবি তুলিবার চুক্তি করিয়াছেন। তাঁহার "পেণ্টেড ভেল" ছবির কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং এই ছবিতে গ্রেটা ৫৪,০০০ পাউণ্ড পাইয়াছেন।

"রেনিগেড" নামক একখানি ছবি তুলিবার জন্য গ্যারি কুপার আলাস্কা যাইতেছেন। ইহা একখানি অভিযানের ছবি হইবে। ক্যারল লোম্বার্ড নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের এখন কয়েক মাস এই ভীষণ শীতে আলস্কায় থাকিতে হইবে।

* * * *

নির্ব্বাকযুগের প্রসিদ্ধ ছবিগুলিকে সবাকচিত্রে পুনর্ব্বার তুলিবার হুজুগ সম্প্রতি হলিউডে বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। "দি উইনিং অব বারবারা ওয়ার্থ" ছবিখানি সবাকচিত্রে তুলিবার আয়োজন চলিতেছে।

ডলোরেস ডেলরিও

হাফ্ নেকেড্ ট্রুথ চিত্রের একটি দৃশ্য

চিত্রচয়ন
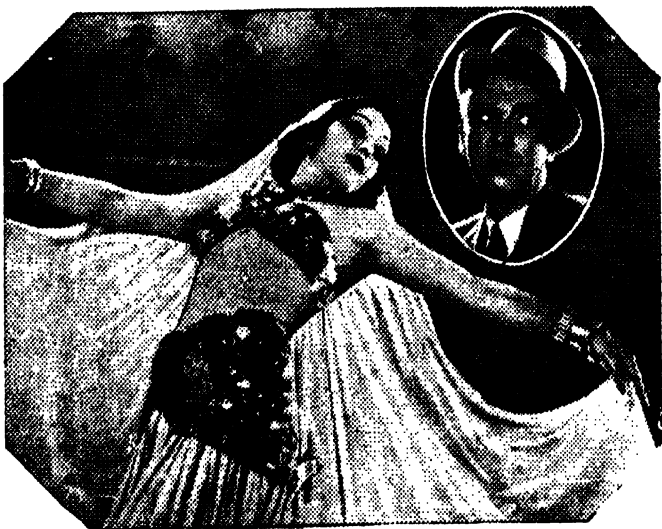
ঐ নির্ব্বাক ছবির অভিনেতা গ্যারি কুপারই সবাকেও অভিনয় করিবেন। তবে সেই সময় এই ছবির জন্য সপ্তাহে ৫০ ডলার পাইয়াছিলেন এবং এখন এই জন্য সপ্তাহে ৫০০০ ডলার পাইবেন। "বো জেষ্ট" ছবিখানিকেও সবাকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। নির্ব্বাকের অভিনেতা অভিনেত্রীগণ—রোনাল্ড কোলম্যান, উইলিয়ম পাওয়েল, নিল হ্যামিলটন, মেরী ব্রায়ান, ভিক্টর ম্যাকল্যাগনান, নোয়া বেরী এবং এলিস জয়, অভিনয় করিবেন।

* * * *

"কুইন অব শিবা" নামক একখানি ছবি তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কুইনের ভূমিকায় মে ওয়েষ্ট এবং সলোমনের ভূমিকায় চার্লস লাফটন অভিনয় করিবেন।

এই বৎসর ভিনিসে যে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক ফিল্ম প্রদর্শনী হইয়াছে তাহাতে জুরীগণ একমত হইয়া ওয়ালেস বেরীকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বর্ণ পদক প্রদান করিয়াছেন। জুরীগণ মনে করেন যে, মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ারের ছবি 'ভিভা ভিলা'তে 'ওয়ালেস বেরী' পাঞ্চোভিলার ভূমিকায় যে অভিনয় দেখাইয়াছেন সেইরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় গত দুই বৎসরের মধ্যে কোন অভিনেতা দেখাইতে পারেন নাই।

* * * *

দর্শকগণের নিকট কোন কোন অভিনেত্রী বা অভিনেতা সকলের চেয়ে প্রিয়, তাহা ঠিক করিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকায় ৬০০০ সিনেমাতে ব্যালটের সাহায্যে দর্শকগণের ভোট লওয়া হইয়াছে। আপনারা হয়ত অনেকে বিস্মিত হইবেন যে, এই ভোট গ্রহণে "গ্রেটা গার্ব্বো" প্রথম ছয়জনের মধ্যেও স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। মে ওয়েষ্ট—প্রথম; জোয়ান ক্রফোর্ড—দ্বিতীয়; নর্ম্মা শিয়ারার—তৃতীয়; কে, ফ্রান্সিস—চতুর্থ; জেনেট, গেনর—পঞ্চম এবং জীন হারলো—ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। অভিনেতাদের মধ্যে 'ক্লার্ক গেবল' প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তারপর যথাক্রমে উইল রজার্স, ওয়ালেস বেরী, বিং ক্রসবি, জর্জ্জ আলিস, এবং এডি ক্যান্টর পরবর্ত্তী স্থানগুলি লাভ করিয়াছেন।

* * * *

প্যারামাউন্টের 'লাইভস্ অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার' ছবিতে গ্যারি কুপার নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। এই ছবিতে ফ্রাঙ্কট টোনের সহিত গ্যারি কুপারের একটী যুদ্ধের দৃশ্যে যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ ফ্রাঙ্কট টোন ১২ ফুট উচ্চ মঞ্চ হইতে একটা মেসিন গানের উপর পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যান।

* * * *

নিউ আয়ার্স এবং লিলিয়ান হার্ভের "মাই উইকনেস্" নামক চিত্রখানি জার্ম্মাণীতে প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছবিখানিতে যতটুকু পোষাক আছে তাহাতে নাকি জার্ম্মাণীর নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিতে পারে।

অক্সফোর্ডের কাউন্টেসের পুত্র প্রযোজক অ্যান্টনি অ্যাসকুইথ "দি রেন অব জর্জ্জ দি ফিপ্থ"র প্রযোজনা করিবেন। মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল ইহার আখ্যানভাগ লিখিয়াছেন।

জাপানে সবাক চিত্র—

ব্যবসায় বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই কোন নূতন ব্যবসায় গড়িয়া উঠে তাহা শুধু এক স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে না পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রসার আরম্ভ হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই তার উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয়।

অন্যান্য দেশের মত এই অল্পদিনের মধ্যেই জাপানেও চিত্র শিল্পের যে দ্রুত উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একে একে অনেকগুলি চিত্র প্রতিষ্ঠানের উন্মেষ হইয়া ভাল ভাল অনেকগুলি জাপানী চিত্র তৈয়ারী হইয়াছে এবং জাপানের এই নব উদ্দম মার্কিনী চিত্র প্রস্তুত কারকদের অনেকখানি স্বার্থ হানি করিতে পারিয়াছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পক্ষে ইহা একটি গৌরবের কথা।

যে সকল কোম্পানী অধিক সংখ্যক ভাল ভাল চিত্র তুলিতে পারিয়াছে বা বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দাড়াইতে পারে তাহার মধ্যে—

Shochiku kinema Company, Nikkatsu kinemaco, Photo. Chemical laboratory, vyumassa talkie production company, Daito kinema company এবং **Taka Razuka kinema company**ই বিখ্যাত।

জাপানে যে কেবল চিত্র শিল্পেরই প্রসার হইতেছে তাহা নহে। এই অল্পদিনের মধ্যেই এখানে নানা প্রকার মুখর যন্ত্রেরও নব উদ্ভাবন হইয়াছে এবং কি ভাবে সুস্পষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রন, ও সূক্ষ্ম ভাবে চিত্র গ্রহণ করা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় প্রত্যেকটি কোম্পানীই একটি বিভিন্ন সিষ্টেমানুযায়ী চিত্রের শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। উজুমাসা-ইউ, এস্ এর, জেন কিন ; শিঙ্কো কিনেমা 'জুৎসীহাশী টকী' সিষ্টেম্ এবং শোচিকু ও চিজো প্রডাকশন কোম্পানী 'জুকাগোশী টকী' সিষ্টেমানুযায়ী চলচিত্র প্রস্তুত করিতেছে।

কালীফিল্মস্-

[সত্ত্বাধিকারী মিঃ, পি, এন, গাঙ্গুলী]

এদের প্রেম ও ভক্তি মূলাত্মক চিত্র 'তুলসীদাস" উত্তর কলিকাতার রূপবাণী চিত্রগৃহে সগৌরবে পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে চলছে।

পাতালপুরীর Shooting প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভূমিকা লিপি আমরা পূর্ব্বেই জানিয়েছি।

"প্রফুল্ল" ও 'বিদ্যাসুন্দরে"র কাজ শীঘ্রই পুনরারম্ভ হবে। এদের বহু প্রশংসিত 'মনিকাঞ্চনের" দ্বিতীয় পর্ব্ব তোলা হ'চ্ছে। এই ছবি "পাতালপুরীর সঙ্গে রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। এদের 'তরুণী' ও 'মনিকাঞ্চন' পূর্ণ থিয়েটারে চলছে।

নিউ থিয়েটার্স

এদের "অবশেষের" কাজ প্রায় শেষ হ'ল। শীঘ্রই চিত্রায় মুক্তিলাভ কোরবে। এই ছবির পরিচালনা কোরেছেন মিঃ ডি, আর, দাস।

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসের শুটিং চলছে, পরিচালক শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্—

পরিচালক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় বর্ত্তমানে ৩খানি ছবি তুলছেন। "ব্লড এণ্ড বিউটী" উর্দ্দুতে তোলা হচ্ছে। গল্পাখ্যান ধীরেন বাবুর নিজেরই লেখা। বিদ্রোহী—হিন্দী ও বাঙলা উভয় সংস্করণই হচ্ছে। বইখানি সুসাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষের লেখা।

ডিরেক্টর মধুবোসের "সেলিমার" শুটিং প্রায় শেষ হল।

কেশরী ফিল্মস্—

সতীশ দাসগুপ্তের পরিচালনায় এদের বাঙলা সবাক "বাসবদত্তা"র কাজ চল'ছে। নায়ক ও নায়িকা—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও কানন বালা।

ভারতলক্ষী পিকচার্স—

"বলিদানের" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল।

এই প্রতিষ্ঠানে আরও ২ খানি বাংলা সবাক চিত্র "কারাগার" ও "ফুল্লরা" তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

অখিল নিয়োগী লিখিত শুভত্রাহস্পর্শ ছায়ায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

রাধা ফিল্মস্—

শ্রীযুত চারু রায় পরিচালিত "রাজনটি বসন্তসেনা," গেল ২২শে ডিসেম্বর চিত্রায় আত্মপ্রকাশ কোরেছে।

এদের আর একখানা বাংলা সবাক চিত্র "দক্ষযজ্ঞ" ১২ সপ্তাহ ধরে ক্রাউনে দেখান হচ্ছে।

শ্রীযুত তড়িৎ বোস পরিচালিত উর্দ্দু সবাক চিত্র "ওয়ামক্ এজ্‌রার" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল।

শ্রীযুত জ্যোতীষ ব্যানার্জ্জির মানময়ী গার্লস্কুলের বহির্দৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে।

প্রভাত গ্রীণ পিক্‌চাস্‌

. কালীপদ দাশ পরিচালিত 'শেষপত্র" এর কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা এই শিশু প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

রেখা পিক্‌চাস'—

আমরা শুনতে পেলাম রেখা পিক্‌চার্স নাম নিয়ে, একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এরা নাকি ছোট্ট ছোট্ট গল্প চিত্রে রূপান্তরিত কোরবে। এদের প্রথম ছবির নাম হবে 'ব্লাক ডকয়েট্'। প্রতিষ্ঠানটির নামটি যেমন মুখোরোচক, এদের ছবি সেরূপ হয়ে উঠ্‌বে কিনা না দেখা পর্য্যন্ত বলা যায় না। যা হোক আমরা এই শিশু প্রতিষ্ঠানটিরও দীর্ঘজীবণ কামনা করি।

বোম্বে—

সাগরমুভীটোন্‌—

'ভেন্‌জেন্‌স্ ইজ মাইন্‌—এই ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে। শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।

সিল্‌ভার কিং—এই ছবির শুটিং চল্‌ছে। শ্রেষ্ঠাংশে মিস-সবিতাদেবী অভিনয় কোরছেন। পরিচালক মিঃ চিমন লাল লুহার। ছবির কাজ বর্ত্তমান মাসেই শেষ হবে।

জাজ্‌মেন্ট্ অব আল্লা—ছবির কাজ দ্রুত চলেছে। এর দৃশ্য পরিকল্পনা খুব উপভোগ্য হবে বলে এরা আশা করেন।
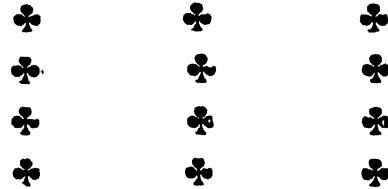
সরোজ মুভীটোন—

এদের "সাহে বেরাম"এর কাজ শেষ হয়েছে। এই ছবি ইদপর্ব্বউপলক্ষে ভারতের ১০।১২ টি বিভিন্ন স্থানে এক সময়ে প্রদর্শিত হবে।

প্রকাশ পিকচার্স—

এদের উর্দ্দু সবাকচিত্র "নাই দুনিয়ার" কাজ শেষ হয়েছে। বর্ত্তমান মাসেই আত্মপ্রকাশ কোরবে। "বোম্বে মেইল্" ও "রাজপুত রমণী"র কাজ আরম্ভ হ'য়েছে।

ওয়াডিয়া মুভীটোন্—

"ব্লাকরোজ"—এই ছবি বোম্বাইয়ে সুপার টকিতে গেল ২১শে ডিসেম্বর মুক্তিলাভ কোরেছে। এই ছবির প্রধান আকর্ষণ বিখ্যাত সুন্দরী মিস্ শেরিফার অভিনয় ও মাষ্টার ফিরোজ দস্তুরের অপূর্ব্ব সঙ্গীত। ছবিখানা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে ব'লে জানা গেল।

সরলা সিনেটোন—

এদের "জাণ নিসার" মুক্তিপ্রতীক্ষায়। শ্রেষ্ঠাংশে সর্দ্দার আক্তার, জেবুন্নেসা ও মারুতি রাও অভিনয় কোরেছেন।

এর পরে "কিস্‌মৎ" নামে আর একখানা ছবি তুলবার আয়োজন চল্‌ছে।

শান্তিসিনেটোন—

"লাফিং ক্যাভেলিয়ার" শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ কোরবে। এর পরবর্ত্তী চিত্রের জন্য গল্প বাছাই হচ্ছে।

অম্বিকা মুভিটোন্ -

"এদের দল্‌তি নাইয়া" বোম্বাইয়ে ম্যাজেষ্টিক টকি

হাউসে গেল ১৫ই ডিসেম্বর থেকে প্রদর্শিত হচ্ছে। এর পরবর্ত্তী চিত্র "অপরাধী"র কাজ দ্রুত চল্‌ছে। ছবিখানা খুব উপভোগ্য হবে ব'লে এর কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন।

হনি টকিস্—

"আজ কা আল্লাদিন্" এই ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ কোর্‌বে। এর পরবর্ত্তী চিত্র "বিজ্‌লী"র প্রাথমিক আয়োজন চল্‌ছে।

জয়ন্ত পিকচার্স—

"জাঙ্গে আজরাদি" "ম্যাজিক হর্স" ও "টাক্‌দির"। এদের কর্ত্তৃপক্ষ এই তিন খানি ছবি ইদ পর্ব্ব, উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম বাজারে ছাড়বেন ব'লে ঠিক কোরেছেন।

সারদা ফিল্মস—

"প্রিজনার্স অব লভ্" এই ছবির শূটিং আরম্ভ হয়েছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন মাষ্টার ভিটল্।

এর পরবর্ত্তী চিত্র হবে "আন্‌জুমান আরা"।

"বাওয়াফা আসিক"—কৃষ্ণা ষ্টুডিওয় এই ছবির শূটিং চল্‌ছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কোর্‌ছেন মিস্ রতন বাঈ, মিস্ আমিরজান প্রভৃতি।

এদের পরবর্ত্তী চিত্র হবে 'ভারত কি বেটী'—পরিচালনা কোরবেন নিউথিয়েটার্সে'র ভূতপূর্ব্ব পরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

শ্রীশক্তি মুভীটোন—

'সজীব মুরতী'—এই ছবির কাজ শেষ হয়ে এল বর্ত্তমান মাসেই আত্মপ্রকাশ কোরবে। শ্রেষ্ঠাংশ অভিনয় কোরেছেন মিঃ ভি, কুমার, কুমারী আশালতা দেবী, মিস্ রোসেনারা প্রভৃতি। পরিচালনা কোরেছেন মিঃ এস্ এফ্ হাস্‌নাইন্।

পূণা ঃ—

সরস্বতী সিনেটোন—

"সাভাজির" শূটিং ইত্যাদি শেষ হয়েছে, শীঘ্রই বোম্বাইয়ে মুক্তিলাভ কোরবে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন মিঃ সালভি, মাষ্টার ভিটল, মিস্ শকুন্তলা প্রভৃতি।

সিকন্দর সিনেটোন—

এদের উর্দ্দু ছবি "পিয়ারা দুস্‌মন" স্বরস্বতী ষ্টুডিওর তোলা হচ্ছে। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মাষ্টার দিলগিবের এই ছবিতে নেমেছেন। বর্ত্তমান মাস মধ্যেই এই ছবির কাজ শেষ হবে।

কোলাপুর ঃ—

কোলাপুর সিনেটোন—

"কালীয়া মর্দ্দন"—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাই এই ছবির আখ্যান বস্তু। এই ছবিতে অভিনয় কোরেছেন মিস্ লীলা, মিস্ ইন্দুবালা, মাষ্টার মধুকর, বসন্ত প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় চিত্রের মধ্যে এইখানা কি বিষয় বস্তুতে, কি অভিনয়ে, কি দৃশ্যপটে সর্ব্ব বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় হবে বলে এর কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন। ছবি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ কোরবে।

লাহোর ঃ—

নিউইণ্ডিয়া ফিল্মস্ লিঃ—

'দি ব্লাড্ ফিউএড্'—পরিচালক—শ্রীপ্রফুল্লরায় এই ছবির প্রাথমিক আয়োজন কোরছেন। এই ছবিতে অভিনয় কোরবেন নিউথিয়েটার্সে'র, সাইগল, পৃথীরাজ, নবাব ও দিল্লীর মিস্ কমলাদেবী প্রভৃতি

বালীগঞ্জে নূতন চিত্রগৃহ আলেয়া—

এই চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব গত ২৩ শে ডিসেম্বর সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বহু গণ্য মান্য নাগরীক উপস্থিত ছিলেন। Caravan চিত্র দ্বারা প্রথমারম্ভ করা হয়। চিত্রগৃহটি ছোট হইলেও অতি আধুনিক সাজসজ্জায় সুসজ্জিত। এর গঠন কার্য্যও কারুকার্য্য অতি মনোরম। এই চিত্র গৃহের ক্রমোন্নতি আমরা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করিতেছি এবং এর পরিচালক ডাঃ সিংহকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

এম্প্রেস্ই "সুকল্যাণী" হইল।—

ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এম্প্রেস্ টকি হাউসকে তাদের তত্ত্বাবধানে নিয়া সুকল্যাণী নামকরণ করিয়াছেন। "Dancing lady" নামক চিত্র দ্বারা এই গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। কর্তৃপক্ষ এই গৃহটি মেরামত করিয়া আধুনিক রুচি সম্মত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তুলসী বাবুর এ প্রচেষ্টা সার্থক হউক ও চিত্রগৃহটি জনপ্রিয় হইয়া উঠুক এই প্রার্থনা।

ভবানীপুরে নবনির্ম্মিত চিত্র গৃহ—

বিজলী –

ছবিঘরের পরিচালক ও সত্বাধিকারী মিঃ এইচ, পাল এই চিত্রগৃহটি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। আগামী মাসেই এই চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইবে বলিয়া জানা গেল। চিত্রগৃহটি অতি আধুনিক রুচি সম্মত ও সুবৃহৎ। এর গঠন পরিকল্পনা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা মিঃ পালকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভারতলক্ষ্মীর হাস্যরসাত্মক চিত্র—

শুভ ব্রহ্মস্পর্শ—

বইখানি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও শিল্পী অখিল নিয়োগীর লেখা। কমিক গল্প হিসাবে বইখানি বেশ ভালই। এর চিত্ররূপ গেল ২৯শে ডিসেম্বর থেকে ছায়ায় প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ছবিতে অভিনয় কোরেছেন চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, আশুবোস, ইন্দুবালা প্রভৃতি।

গনেশ টকি[illegible] [illegible]ডিগাল—

রঞ্জিত মুভিটোনের [illegible] সর্বজন প্রশংসিত চিত্র গেল ২২শে ডিসেম্বর থেকে [illegible] প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠাংশে গহর ও ই, বিলিমোরিয়ার অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছে। ঘোরী ও ডিক্সিট (বোম্বাই [illegible]রেল ও হার্ডি) এঁদের অভিনয়ও বেশ উপভোগ্য। মিস্ গহরের সঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রেট এম্পায়ার সার্কাস—

এদের ক্রীড়াচাতুর্য্য অতি আশ্চর্য্য ও মনোরম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর 'কামানের গোলা হয় জীবন্ত মানুষ"। এইটিই এই সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রায়ের পরিচালনায় ও সুন্দর ব্যবহারে এই প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আর-কে-ও এলফিনষ্টোন—

আর, কে,ও রেডিও পিক্চার্স, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিকচার প্যালেসটী লইয়া ইহার নতুন নামকরণ করিয়াছেন, আর কে-ও এলফিন্‌ষ্টোন্"। এই চিত্র গৃহে যে শুধু রেডিওর ছবিই দেখান হইবে তাহা নহে, অন্যান্য কোম্পানীরও শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহ দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গেল শনিবার রেডিওর নৃত্য ও গীত মুখর চিত্র "গে ডিভোরসি" চিত্র দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই ছবির নৃত্য দৃশ্য গুলি যথার্থই মনোরম।

ঃ রূপবাণী ঃ

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ এম,এ, বি,এল।

১৯৩৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় তুলসীদাস চিত্র প্রদর্শনের পূর্ব্বেই স্কীন কর্পোরেশন লিমিটেড পরিচালিত রূপবাণীর দ্বিতীয় বার্ষিক দিবসে উহার যুগ্ম কর্ম্মসচিব শ্রীযুত মনোরঞ্জন ঘোষ এম,এ বি,এল তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে সম্মিলিত দর্শক বৃন্দের সম্মুখে যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা এই—

সহৃদয় দর্শকবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমহিলাগণ ও বন্ধুগণ! আজ স্কীণ কর্পোরেশন লিমিটেড্ পরিচালিত "রূপবাণীর পরিচালক বর্গের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাই। করুণাময় ৺ জগদীশ্বরের কৃপায় "রূপবাণী" আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল, ঠিক দুইবছর পূর্ব্বে ১৯৩২ সালের ১৯ সে ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গলার জ্ঞানী, গুণী ও রসপিপাসুগণের উপস্থিতিতে "রূপবাণীর" শুভ উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্বয়ং বিশ্ব কবিই এই চিত্রগৃহের নাম করণ করিয়াছিলেন—"রূপবাণী" ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেদিন কবির আশীর্ব্বাদ ব্যতীত রূপবাণীর আর কোন পরিচয় পত্রিকা ছিলনা।

বিগত দুই বৎসর যাবৎ আমরা আপনাদের সকল রকম সন্তোষ বিধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, বাঙ্গালীর অর্থে নির্ম্মিত ও বাঙ্গালী কর্ম্মীদল কর্তৃক পরিচালিত—"রূপবাণী" আপনাদিগকে যথা সম্ভব প্রথম শ্রেণীর চিত্রই সকল সময়ে দেখাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমি আমি আপনাদিগকে কালী ফিল্মস্ সম্বন্ধে ও দুই একটা কথা বলিতে চাই। আপনরা জানেন যে কালী ফিল্মসের সুযোগ্য সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় চিত্র ব্যবসায়ে অনেকদিন যাবৎ ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক বৎসরের ও কিছু অধিক হইল তিনি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইনডাষ্ট্রীজ নামে এক চিত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরে তাঁহার স্বর্গগত পুত্র শ্রীমান কালীধনের স্মৃতির উদ্দেশে ঐ চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম কালীফিল্মস নামে পরিবর্ত্তিত করেন এবং উপর্য্যুপরি ৬।৭ খানা প্রথম শ্রেণীর সবাক চিত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার সমস্ত বাঙ্গলা চিত্রগুলিই রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহা বাঙ্গলার কলানুরাগী দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে কতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা আপনাদেরই বিচার্য্য। আজ আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি, এবং শুভেচ্ছা কালী ফিল্মস্ এবং রূপবাণী এই দুই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে—ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি এবং আজ ৺ভগবৎ চরণে এই প্রার্থনাই করি যেন আমরা আপনাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারি।

অদ্য রূপবাণীর দ্বিতীয় বার্ষিক দিবস, দুই বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকবি যে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন আজ তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় প্রমোদ নিকেতন রূপে পরিগণিত হইয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে অতীব গৌরব আনন্দের বিষয়। বাঙ্লার জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সমূহ এবং ছায়া চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পত্র রূপ-বাণীর প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া রূপবাণীর জয় যাত্রার পথ সুগম করিয়াদিয়াছেন এজন্য আমরা তাহাদের নিকট ও অল্প ঋণী নহি।

আশাকরি আজ আমাদের সমস্ত দোষ ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখবেন। আজ আপনাদের সম্মিলিত অধিবেশন এবং শুভেচ্ছা আমাদিগকে নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করুক! বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদ "রূপবাণী" বর্ষের পর বর্ষ বাঙ্গালীকে আনন্দ দান করুক, বিশ্বপতির চরণে এই আমাদের মিনতি। আজিকার দিনে শুধু এই প্রার্থনাই করি যেন "রূপবাণী" আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি পাইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চালিত হয়। আপনারা আমাদের সাদর অভিনন্দ গ্রহণ করুণ! ইতি

বিনীত—

রূপবাণী
বুধবার ১৯শে ডিসেম্বর
১৯৩৪।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ।
রূপবাণীর পরিচালকবর্গের পক্ষ হইতে।

Printed and Published by Jyotish Chandra Ghosh from Grosvenor House 21, Old Court House Street, Calcutta.

Cover and art plates printed at Gaya Art Press, Calcutta

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সা...
সম্পাদক—শ্রীজ্যোতীশ চন্দ্র ঘোষ।

Vol. II. No. XV.
9th August, Friday,
1935

দ্বিতীয় বর্ষ :: পঞ্চদশ সংখ্যা
৯ই আগষ্ট, শুক্রবার, ১৯৩৫

বার্ষিক সডাক :: চারি টাকা
প্রতি সংখ্যা :: এক আনা

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠা তারকা—
—ডলোরেস্ ডেল্‌রিও।
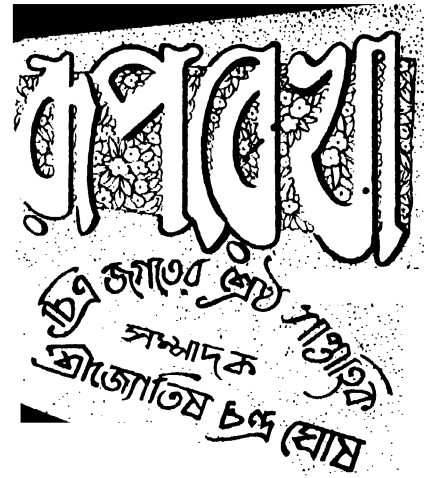
দ্বিতীয় বর্ষ   পঞ্চদশ সংখ্যা
৯ই আগষ্ট   শুক্রবার, ১৯৩৫

ইম্পিরিয়াল ফিল্মের "ইন্দিরা এম-এ" চিত্রের নায়ক ও নায়িকা—
—মিঃ ডি, বিলিমোরিয়া ও মিস্ - সুলোচনা।

ভারজিনিয়া রেইড্ ।

মেনকা পিক্‌চার্সে'র "কাত্‌লে - আম" চিত্রের একটী দৃশ্য ।

আমাদের কথা :—

আমরা ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনকারীদের একটা ছবি আঁকবার আইডিয়া বাতলাইয়া দিতেছি। চশমা চোখে, টাক্ পড়া, আধ ময়লা বছর পঞ্চাশেকের এক ভদ্রলোক মাঝখানে দাঁড়াইয়া—আর তার দুইধারে দুইজন লোক একজন ধরিয়াছেন তাঁর ডান হাত একজন বাম হাত। ডানদিকের লোকটির ডান হাতে একখানি চুক্তিপত্র, তিনি তাহা ভদ্রলোকের নাকের ডগায় মেলিয়া ধরিয়াছেন, আর বামদিকের ব্যক্তিটির বামহাতে একখানি হাজার টাকার রসিদ—সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে ভদ্রলোককে ধরিয়া টানাটানি জুড়িয়া দিয়াছে। দুইজনেরই গায়ের রং ফর্সা—ডানদিকের লোকটির শরীর মেদবহুল, সাহেবী পোষাক পরিয়া আছেন, টানাটানি করিতে করিতে নেক্টাইয়ের বাঁধন আলগা হইয়া আসিয়াছে। টানাটানিতে বামদিকের ভদ্রলোকের চশমার একটা ধার কান হইতে সরিয়া গিয়াছে—আর একটু পরেই তাহা ধূলাবলুণ্ঠিত হইবে।

যদি চিত্রের নীচে কোন কথা বসাইতে হয়, কার্টুনিষ্ট এই লিখিতে পারেন—

বামদিকের লোকটি—এই আমার কনট্রাক্ট—আপনি আমাদের দল ছেড়ে ওদের দলে যাবেন কি রকম।

টাকওলা ভদ্রলোক—সে তো সত্যি কথাই।

ডানদিকের লোকটি—বল্লেই হল যাবেননা, এই যে আপনার হাজার টাকার রসিদ। সইটা চিন্‌তে পারেন? আপনি আমাদের দলে আসবেন বলে টাকা নেননি।

টাক্‌ওলা ভদ্রলোক—(গম্ভীরভাবে) এও তো মিথ্যা বলতে পারিনে।

বামদিকের লোক—মিথ্যা যদি বল্‌তে নাই পারেন, তবে আমার সঙ্গে চলে আসুন।

ততক্ষণ ডানদিকের লোকটি তাহার হাত ধরিয়া বিষম টানাটানি করিতেছে। বামদিকের লোকটি আবার একটু দুর্ব্বল কিছুতেই ভদ্রলোককে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সে কেবল বলিতেছে—

"এই বুঝি আপনার কথা—আমি কিন্তু কাগজে একথা লিখ্‌ব—কালই আমি ফরওয়ার্ডে লিখব।"

ডানদিকের লোক—ফরোয়ার্ড ছাড়া জগতে যেন আর কাগজ নেই—আমি এ্যাডভান্সে লিখব।

ডানদিকের লোকটি শেষ পর্য্যন্ত টাকওলা ভদ্রলোককে লইয়া চলিল।

* * * * *

কিছুদিন পুর্ব্বে শ্রীযুক্ত মন্মথরায়ের খনা লইয়া একটা গোলমালের কথা শুনিয়াছিলাম। তাহাতে যেন পড়িয়াছিলাম যে খনার স্বত্ব লইয়া দুইদলে কি একটা ঝগড়া লাগিয়াছে। আবার সমূহ শুনিতেছি—পরিচালকের স্বত্ব লইয়া গোলমাল বাধিয়াছে। একদিকে রাধা ফিল্ম অপরদিকে পায়োনিয়ার—ছায়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোকে লইয়া টানা হেঁচড়া করিতেছেন। এসব হয় কেন—তাহার সহজ উত্তর মনে আসে এই যে, গ্রন্থকার বা পরিচালক যেমন করিয়াই হউক দুইদলের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলেন। অধিকতর টাকা প্রাপ্তির জন্য জড়ান একথা সত্য বলিয় মনে হয় না কেননা দুইদলের সঙ্গে চুক্তি যে শেষ পর্য্যন্ত আদালতে গড়াইতে পারে—তাহা বালকেও বোঝে। ইহার অপর এক অর্থ হইতে পারে। দুইদলের সঙ্গে কথা চালাইয়া নিজের দাম বাড়ানো। ইহা অশোভন হইলেও অন্যায় নহে।

* * * * *

সুতরাং এসব ব্যাপারের মূলে রহিয়াছে অর্থ। আমাদের দেশের অভিনেতারা বা পরিচালকরা যে অর্থ পারিশ্রমিক রূপে পাইয়া থাকেন তাহাতে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ ও কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার অভিনেতা বা পরিচালকের অত্যধিক বেতন যেমন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তেমন আমাদের দেশের অতি নিম্ন পারিশ্রমিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে অভিনেতা নাই—ভাল পরিচালক নাই বলিয়া যখন তখন আমরা বিলাপ করিয়া থাকি। কিন্তু কি করিয়া ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী বা পরিচালক পাওয়া যাইতে পারে, যেখানে কেহ অভিনয়কে জীবিকারূপে অবলম্বন করিতে সাহস পায় না? অভিনয়কে একমাত্র জীবিকারূপে অবলম্বন করার অর্থ—আধপেটা খাওয়া। পোষাক পরিচ্ছদ ও আনুসঙ্গিক খরচ করিয়া নিজের পেটে দেবার মতন কিছু অবশিষ্ট থাকেনা—তারপর যদি কাহারও স্ত্রী পুত্র থাকে, তাহা হইলে তো কথাই নাই।

* * * * *

কিন্তু দর্শকরা টাকা দিয়াই ছবি দেখে, দর্শকদের সংখ্যাও একেবারে কম নহে—সে টাকাটা যায় কোথায়? যায় সেখানে যেখানে আমাদের অর্থনৈতিকজীবনের সমস্ত টাকা যায়; যেখানে চিরক্ষুধিত চাষীর অপরিসীম শ্রমলব্ধ শস্য যাইয়া জময়েৎ হয়; যায় সেখানে যেখানে সমস্ত ব্যবসায়ের টাকা যাইয়া জমায়েত হয়; জমা হয়, চিত্রগৃহের মালিকদের হাতে, জমা হয় চিত্রের নির্ম্মাতা ধনিকের হাতে! আমাদের দেশে লেখক খাইতে পায় না—পুস্তক বিক্রেতাদের টাকা উপচিয়া পড়ে, আমাদের দেশে কাহিনী রচয়িতা, অভিনেতা, পরিচালক—শুকাইয়া মরে, ফাঁপিয়া উঠে চিত্রগৃহের মালিক, ফাঁপিয়া উঠে চিত্রনির্ম্মাতা।

আলাপ ও আলোচনা

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেউ মেসের বাসিন্দা থেকে থাকেন আর তাঁর বয়স যদি প্রথম যৌবন পেরিয়ে গিয়ে থাকে—তিনি নিশ্চয়ই জানেন গত ২ হপ্তা যাবৎ মেসে বাস কি প্রকার অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। চাকর যে চুরি করে, ঠাকুর যে অমুক বাবুকে একখানা বেশী মাছ দিয়েছে, ঝিয়ের টানটা যে অমুকের উপরই বেশী, এ মাসের ম্যানেজার কোন কর্ম্মের নয়—এসব আলোচনা কোথায় গেল? পঞ্চম টেষ্টে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে কিনা, ইতালী আবিসিনিয়ার যুদ্ধ বাঁধবে কিনা, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে কিনা—এ সব আলোচনাও আজকাল আর শোনা যায় না। সহসা পাশের বাড়ীর কালো চোখ মেয়েটির নয়নের কৃষ্ণ তারকায় গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা খোঁজবার দিকেই যেন সকলের রোখটা চেপেছে, আমাদের মেসের সামনের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যে মেয়েগুলি যায়, তাহাদের হৃদয়ের সুগোপন ব্যথার কল্পনায় আমাদের মেসের যুবকদের নয়ন অশ্রুসিক্তিত হয়ে উঠছে। একটা হায় হায় আবহাওয়া মেসটার উপর মূর্চ্ছে পড়েছে, ক্রোধ, ক্ষোভ ও ব্যথার কাজল মেখে সকল মুখগুলি আচ্ছন্ন আর তার মধ্য হতে গর্জ্জে উঠছে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, বর্ষিত হচ্ছে অনর্গল বাক্য স্রোত।

কি নিয়ে এত সব ব্যাপার তা বলিনি, বলার বোধ হয় দরকারও ছিলনা যে এ লেক প্রসঙ্গ। লেক তরুণ তরুণীর বিহারস্থল ছিল—বাইরে কে এর নাম জানত? আজ বাংলার সমস্ত নরনারী জানছেন যে কলকাতায় একটা লেক আছে। তাতে আমাদের আপত্তি ছিলনা—আপত্তি এখানে যে সেই হ্রদের সুশীতল জল—আমাদের মেসে জেলেছে বাড়বানল। আমাদের মেসের মন্মথ আর স্মরজিৎ যে কখন ঘুসোঘুসি বাঁধিয়ে দিয়ে একটা বিয়োগান্ত কাব্যের সৃষ্টি করে ফেলে এই আশঙ্কায় আমরা তটস্থ আছি।

*　　*　　*

মন্মথ আমাদের ভাল ছেলে—স্মরজিতের মত গুণ্ডা নয়। এই কয়দিন বেচারীর দিনরাত্রি যে কি করে কটেছে জানেন বুঝি ওর অন্তর্য্যামী। যে যে কাগজে লেকের সেই তরুণ-তরুণীর মৃত্যু প্রসঙ্গ উঠেছে সেইগুলি কিনেছে, কাঁচি দিয়ে যত্ন করে সেইগুলি কেটেছে, বাঁধিয়ে রাখবে বলে। মন্মথএর মধ্যে তিন চার দিন লেক ঘুরে এসেছে, আমাকে এসে বলেছে (আমি নোপার্টি ম্যান বলে)—"দাদা, এ তীর্থস্থান, এর প্রতি ধূলিকণায় সেই প্রেমময়ীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।" আমি মাথা নেড়ে সহানুভূতি জানিয়েছি। কিছুক্ষণ বাদে স্মরজিত এসে বলছে—"দাদা তুমি এসব—গুলোকে সহ্য করো কি করে—এই সব নেতিয়ে পড়া, প্রেম গদগদ অকালকুষ্মণ্ডগুলোকে! এই গুলোকে কিছুদিনের জন্য একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠান উচিত সেখানে ওদের কাজ হবে—জমি চাষ করা বা দড়ি বোনা। দেখি কাব্য কাননের শ্রেষ্ঠ পারিজাত কয়দিন বেঁচে থাকেন। অপরিসীম অবসর, অলস কল্পনা, আর মিষ্টি কথা—এই দিয়ে গড়া বস্তুটির নাম যুবক যুবতী।" অতি গম্ভীর ভাবে আমি মাথা নেড়েছি। স্মরজিত ওর কথার সায় পেল ভেবে খুসী হ'য়ে উঠে গেল।

কিন্তু রাত্রি যখন হয়—তাদের তর্কের রোল নিদ্রায় শান্ত হয়ে আসে তখন আমারও মনে পড়ে এদের কথা—কেন মলো! মরে লোক তখনই যখন না মরে উপায় থাকে না—যখন রোগ এসে শরীরের হাড়-মাস চূর্ণ করে দিচ্ছে, তখন লোকে আত্মহত্যা করে, যখন দারিদ্র্য এসে পৌরুষকে গলা টিপে ধরেছে—যখন আত্মসম্ভ্রম আর থাকে না, তখন লোকে আত্মহত্যা করে—যখন নিজের জীবন দিয়ে কোনো মহৎ কিছু বা কোন প্রিয়জনকে রক্ষা করা চলে—তখনও লোকে আত্মহত্যা করে—এরা কেন আত্মহত্যা করলো? এরা দরিদ্র ছিল না, এদের আত্মসম্ভ্রম কেউ পিষে মারতে যায়নি, কাউকে এরা নিজেদের জীবন দিয়ে বাঁচাতেও গেল না—তবে কিসের জন্য মলো! স্মরজিতের কথাই কি সত্য যে এইসব লঘু তরল মন একটা আসঙ্গ লিপ্সার হাল্কা ভাবের পরিতৃপ্তির অন্য পথ না পেয়ে মলো। অথবা সত্য আমাদের মন্মথেরই কথা—তারা মরেনি তারা বেঁচেছে, তাদের প্রেমকে বাঁচিয়ে। তারা মরেনি—মেরে গেছে সামাজিক অন্যায়কে, সামাজিক অত্যাচারকে। সেই মেয়েটির কাছে এই প্রশ্ন এসেছিলো—সে কাকে নেবে! মান-সম্ভ্রম, সম্পদ, পুত্রকন্যা—তাকে—না তাকে যাকে সে তার হৃদয় দিয়েছিল। টাকা পয়সা—ঐহিকের বস্তুপুঞ্জের উর্দ্ধে সে দেখতে পেল—সে তার দয়িতকে, শেষ প্রিয়ালিঙ্গনের মধ্যে সে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে বরণ করে নিল।"

মন্মথের কথাগুলি অত্যন্ত কাব্যগন্ধি, তাই তার সত্যতা সম্পর্কে বেশ সন্দেহ জাগে। তবু একথা অস্বীকার করতে পারিনে—ভুল কোথাও হয়েছিল। ভুল হয়েছিল যে মেয়েকে একটি যুবকের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হলো অথচ বিবাহের মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছুতে দেওয়া হলো না; ভুল হ'য়েছিল যে ছেলেটি একটি মেয়েকে নিজের দিকে টান্‌লে অথচ তার শেষ পরিণতি যে বিবাহ তার কথা ভাবলে না; ভুল হয়েছিল যে প্রিয়তমকে চিত্ত দান করার পরেও মেয়েটি বিবাহে সম্মত হল—সম্মত সে হয়েছিল, আঠারো বছরের মেয়েকে কেউ আর জোর করে বিয়ে দিতে পারে না; তারপর চরম ভুল—সে যখন স্বামীগৃহ হতে পিতৃগৃহে ফিরে এল—তখন তাদের আবার মিশতে দেওয়া হল। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী সমাজ নহে, দায়ী ছেলেমেয়ের অভিভাবকরা—দায়ী তরুণ-তরুণীর দুর্ব্বলতা, যাকে তারা চাইলো—জোর করে তাকে চাইতে পারলো না।

ডায়েরীর ক'পাতা

(গল্প)

শ্রীননীগোপাল ঘোষ।

ঝম্...ঝম্...ঝম্...

আকাশ ভেঙ্গে অবিরল ধারায় জল ঝরে পড়ছে ধরণীর বুকের ওপর! মানুষও যদি এম্নি ক'রে হৃদয়ের দুঃখ গ্লানিগুলি চোখের জলে ধুয়ে দিতে পারত...! সকাল থেকেই সারা আকাশখানা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে আছে! জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলাম ঐ আকাশটারই মুখের দিকে,...অনেকক্ষণ,...আর ভাবছিলাম নিজের মনে,...ঐ অনন্ত, অসীম, উন্মুক্ত আকাশতলে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে বেড়াবার দিন ত আমার এ জন্মের মতই শেষ হ'য়ে গেছে।...জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে, এম্নি ভাবে রোগশয্যায় শুয়ে...মৃত্যুর জন্য গভীর অপেক্ষা নিয়ে।... তারপর যেদিন আসবে মৃত্যুর দূত,... সেইদিন...সেইদিনই আমি মুক্তি পাব আমার এ আজন্ম-পরিচিত ঘরখানি থেকে!...সেদিন হয়ত বা ঐ আকাশের নীচ দিয়েই নিয়ে যাবে, কিন্তু আমি ত তা আর দেখ্‌তে পাব না!!... সীমা...সীমা...আমার সীমা...আজ তুমি কোথায়...কতদূরে...!

আজ আমার এই জীবন-সন্ধ্যায় অতীতের ছোট বড় কত কথাই না মনে হচ্ছে!...আবার যদি সেই মধুর অতীত ফিরে পেতাম, তবে জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতাম নূতন ধারায়,...কোন দুর্ব্বলতা,...কোন অসম্পূর্ণতা না রেখে!...এত মায়া এই মাটির পৃথিবীর...!

মৃত্যু...কঠোর, ভীষণ মৃত্যু!...আমার জন্য সকলে আশঙ্কা করেন, কিন্তু আমিও ত মৃত্যুকে ভয় করি না! সে যে আমার বন্ধু... সে অন্ধকারে আমায় হাত ধরে নিয়ে যাবে সীমার কাছে,...তাই ত তাকে এত ভালবাসি! হে বন্ধু তোমায় নমস্কার!

* * *

আজ সকালে কাশির সঙ্গে রক্তের পরিমাণটা অত্যধিক হওয়ায় সকলেই বিশেষ শঙ্কিত হয়ে প'ড়ছেন! ডাক্তারবাবু আজও বার বার অনুরোধ করে বললেন,—"অসীম বাবু, আপনি দয়া করে ও খাতাপত্রগুলো তুলে রাখ্‌তে দিন্...ওতে আপনার..."

একটু ক্ষীণ হাসি হেসে আমি বল্‌লাম,—"আরও বেশী আশঙ্কার কারণ আছে,...নয় কি?" তারপর আবার একটু দম লইয়া ব'ল্‌লাম,—"ডাক্তার বাবু, পৃথিবীর সঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ আমার সঙ্গে হ'য়ে গেছে...তবে আর যে ক'টা দিন আছি, সে ক'টা দিন যাতে আমি একটু শান্তি পাই, তার ব্যাঘাত ক'রবেন না। এ গুলো আমার কাছেই থাক্!...এগুলো কি জানেন?...এগুলো আমার..." আর বল্‌তে পারলাম না,...হঠাৎ এমন ভীষণ কাশি এলো, যে দম বন্ধ হ'য়ে যাই আর কি!...সঙ্গে সঙ্গে একঝলক রক্ত,... লাল টকটকে...।

সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলেন!...মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়লো...। যাবার সময়ও ডাক্তার বাবু বার বার সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন, যেন বেশী চিন্তা না করি,... মনটাকে প্রফুল্ল রাখ্‌তে চেষ্টা করি, আরো কত কি...। চিন্তা...চিন্তা...! চিন্তা যে আমার জীবন-সঙ্গিনী...! তাকে কি ক'রে ত্যাগ করি!...

আজকে সীমার কথাটা কেবল মনে হ'চ্ছে! দিনরাত সে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে,— 'এসো...এসো'...!

সীমা কে ছিল? সীমা ছিল আমার বোন্ লীলার বন্ধু, এবং আমার সতীর্থ সলিলের বোন্!—

তারপর...ভালবেসেছিলাম তাকে,...সমস্ত অন্তর দিয়ে...সেও...। আর কেউ প্রথমে একথা জান্‌ত না...শুধু জান্‌ত লীলা।—

আর একজন জান্‌ত; সে আমার এই 'জীবন-খাতা' ডায়েরী খানি। আমার যা কিছু ছোট বড় সুখ দুঃখ সবই আমি এঁকে রেখেছি এর বুকে! তাই আমার এই জীবন-সাথীকে আমার একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল আমার এই খাতা। একে বুকে করেই আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেব।

আর বলেছিলাম সলিলকে। শুনে সেও বেশ খুসীই হ'ল। ব'লল,—"বেশ ত, তার আর ভাবনা কি? সীমার পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্, তারপর আমিই প্রস্তাব ক'রব; কারো কোন অমত হবে না, বিশেষতঃ মা তোকে বেশ ভাল বলেই জানেন।"

* * *

তারপর হঠাৎ এল আমার জীবনের পরিবর্ত্তন। জীবনের সব কিছু ভুলে গিয়ে একদিন জননী জন্মভূমির কার্য্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বের হ'য়ে পড়লাম। সলিল-ই আমায় এ কার্য্যে প্ররোচিত করেছিল। তারই কিছু পরে যেদিন রাজদ্রোহের অপরাধে

অভিযুক্ত হ'য়ে সলিলেরই সঙ্গে দীর্ঘদিনের জন্য কারাবরণ করে নিলাম, সেদিনও জানিনা যে কী রত্ন আমি হারাচ্ছি।

কারাগারের অন্তরালে আবদ্ধ থাকলেও মন ছিল বাইরে একটা অতি চির পরিচিত ঘরের মাঝে। বন্দী-জীবনে সীমার ভাবনাই ছিল আমার একমাত্র আশ্রয় স্থল! তার চিন্তায় বিভোর হ'য়েই আমি দিনাতিপাত ক'রতাম।

তারপর দীর্ঘদিন কারাবাসের পর যেদিন মুক্তি মিল্‌ল, সেদিন আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লাম দেশের আর এক নূতন রূপ! কোথায় গেল সে অসীম উদ্দাম কর্ম্ম-স্রোত— যার প্রবাহে আমরা ভেসে গিয়েছিলাম আত্মীয় স্বজন সব ত্যাগ ক'রে (?)

মনে ধীক্কার এল, উদ্বত অশ্রু কোনমতে রোধ ক'রে বহুদিন পরে আবার ঘরের ছেলে, ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।···

কিন্তু বাড়ী ফিরে লীলার কাছে যখন শুনলাম যে, সীমার বিয়ে হ'য়ে গেছে, তখন যে আমার মনের অবস্থা কি হ'য়েছিল, তা আমিই জানিনে। অন্যান্য কথার পর লীলা ব'ল্‌ল যে 'সীমা'র স্বামী বিদ্বান হ'লেও নাকি মারাত্মক রোগ-গ্রস্থ। প্রথমে কেউ টের পায়নি, পরে বের হ'য়ে পড়েছে। ওর মা দিবারাত্রি কঁদেন, বাবাও লজ্জায় আর কোনো কথা বল্‌তে পারেন না। সীমাও আর আসেনি আন্‌তে গেলে সে নাকি ফিরিয়ে দিয়েছে।···

সবই শুন্‌লাম! আমার বালির প্রাসাদ চূর্ণ হ'য়ে গেল।

তারই কিছুদিন পরে, যেদিন 'সীমা' সিঁথির সিঁদুর মুছে, থান পরে বাপের বাড়ী এল, সেদিনটাও কী, না মনে পড়ে!···তাও দেখেছি এই চ'খে, সয়েছি এই বুকে!

দিন দিন সীমা যেন কঙ্কালসার হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। বুঝলুম ওর শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে দিন দিন! কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি যে ও স্বামীর রোগটা বুকে পুষে নিয়ে এসেছে।

প্রায়ই ঘুসঘুসে জ্বর হ'ত, ও সঙ্গে সঙ্গে কাশি হ'তে লাগ্‌ল। সলিলকে বল্‌লাম, যত্ন নিতে, হয়ত ভবিষ্যতে থাইসিস্‌ হ'তে পারে! কোনো ওষুধ খাবার কথা বল্‌লে সীমা বলে উঠ্‌ত,—"কী হবে আর ছাই ভস্ম গিলে?" কিন্তু যখন কাশির সঙ্গে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়তে লাগ্‌ল, তখন আর কারো কোনো সন্দেহ রইল না!

অনেক ভাল ভাল ডাক্তার দেখানো হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না!···শেষ পর্য্যন্ত সলিল কোন ভাল 'স্যানাটোরিয়াম' এ নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতেই সীমা বল্‌লো— "দাদা, বাঁচবনা ত আর বেশী দিন, তবে যে ক'টা দিন আছি, সে ক'টা দিন তোমাদের কাছেই থাকতে দাও,··· দূরে তাড়িয়ে দিওনা।" বলে কেঁদে ফেল্লে। সলিল তারপর আর কোনো কথা বল্‌তে সাহস করেনি। ডাক্তার বল্লেন "গ্যালপিং কেস্‌·· বেশীদিন টিকবে না।···হ'ল ও তাই!···

সেদিন সীমা বল্‌ল "আজ যেন একটু ভাল মনে হ'চ্ছে অসীম দা!···বিকেলে বাগানটায় একটু বেড়াব।" বল্‌লাম "না বেড়িয়ে কাজ নেই! ভয়ানক দুর্ব্বল, পড়ে যাবে, তার চেয়ে বাগানে ইজি চেয়ার পেতে দেব, তাতে শুয়ে থেকো।"

একটু ক্ষীণ হাসি হেসে ও বল্‌ল "কেন,

কি হবে আর ? এ জীবনের আর কী-ই বা মূল্য আছে" বলে উদাসভাবে অন্যদিকে তাকাল ! বল্লাম, মূল্য থাক্ বা না থাক্, সে কথা ত হচ্ছে না !··· রোগীর আব্দার সব সময় রাখ্‌তে গেলে চলেনা !···

বিকেলে ওদের বাড়ীর সামনের ছোট বাগানখানিতে খান কয়েক চেয়ার পাত্‌লাম। একটা ইজি চেয়ার পেতে আস্তে আস্তে সীমাকে নিয়ে গিয়ে তার ওপর শুইয়ে দিলাম।

লীলা প্রায়ই যেত ওকে দেখ্‌তে। সেদিনও গিয়েছিল। সীমাকে বল্লাম বই পড়ব,··· শুনবে ?

"শুনব।" ও বল্ল।

ও রবিবাবুর কবিতা খুব পছন্দ করত, তাই পড়লাম অনেকগুলো

লীলা জিজ্ঞাসা করল—"গান শুনবে সীমা ?"

ও সম্মত হ'ল। লীলা বল্ল,—"কোন্‌টা গাইব ?"

ও বল্ল,—সেই গানটা গাও,—"আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন···!"

লীলা গাইল।···সীমার দৃষ্টি ছিল যেন কোথায় কতদূরে।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বল্লাম, চল এইবার তোমায় ঘরে নিয়ে যাই।

আকাশে চাঁদ উঠেছিল। ও বল্ল "থাকিনা আর একটু ?"

"না আর দরকার নেই, আবার হয়ত জর হবে।" বলে কোন কথা না শুনে ওকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম !

হঠাৎ ঘণ্টা দুই পরে আবার জর এলো, যত রাত বাড়তে লাগল, জরও ততই বেড়ে চল্ল ! তারপর অনেক রাত্রিতে নিজ্জিবের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সলিলকে বল্লাম, "এইবার তুমি একটু ঘুমিয়ে নাওগে ! দু'দিন ত মোটেই ঘুমোতে পাওনি !"

ও ত কিছুতেই যেতে চায় না, জোর ক'রে ওকে পাঠিয়ে দিলাম। সীমার গায়ের চাদরটা ভাল করে টেনে নিয়ে আমি একটা বই খুলে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সীমা যেন কেমন ক'রতে লাগ্‌ল ! চাউনিটা আমার ভাল বোধ হ'লনা। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সীমা কি খুঁজছ ?

আমার দিকে চেয়ে ও বল্ল, "এই যে তোমাকেই"!

ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, আমায় কিছু বল্‌বে ?"

হ্যাঁ, আর বোধ হয় বল্‌বার সময় হবে না ! আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো। তারপর একটু থেমে আবার বল্ল, এ জন্মে তোমায় পেলুম না, পরজন্মে যেন তোমায় পাই ! আমি গিয়ে তোমার অপেক্ষা করব ! একটু পায়ের ধূলো দাও আমায়। বলে এদিক ওদিক হাত বাড়াইতে লাগিল। আমি পায়ের ধূলো দিলাম !

হঠাৎ ও দারুন হাঁপাতে লাগল ! চীৎকার করে সলিলকে ডাকলাম ! সলিলের সঙ্গে ওর মা ছুটে এলেন। সীমা শুধু ওর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে একবার ডাক্‌লে 'মা'

তারপর একটা প্রচণ্ড কাশি এলো চোখ্ মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে গালের দুপাশ দিয়ে খানিকটা লাল তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ে সব শেষ হ'য়ে গেল !

ওর মা কেঁদে উঠ্‌লেন। সলিল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে পড়ল, আর আমি ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

তখনও ভোর হ'তে কিছু দেরী ছিল ! শুক্‌তারাটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল সেই দিকেই চেয়েছিলুম অনেকক্ষণ ধরে ! হঠাৎ ফিরে দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে সলিল ! রুদ্ধ কণ্ঠে বলল' "চল, এইবার হতভাগিনীকে নিয়ে যাই ! একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লাম, হ্যাঁ চল !"

তখন সবে উষা ! প্রথম জাগ্রত বিহগের কলগানের সঙ্গে আমার ইহজীবনের ধ্যানের রাণীকে, আমার যথা-সর্ব্বস্বকে বয়ে নিয়ে শ্মশানের দিকে পা চালিয়ে দিলাম। দূরে একটা বাউল গাইছিল, "ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এলো না।"

* * *

সীমার অন্তিম প্রার্থনা দেবতার কাণে পৌচেছে ! সে যে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবে ; আমার ত যাওয়া চাই শীগ্‌গির !! তাই ভগবান তার রোগটা আমায় দিয়ে দিয়েছেন ! দেবতার সে দান, আশীষরূপে আমি গ্রহণ করেছি ! আজ তাই 'সীমা'র পানে 'অসীমে'র জয়-যাত্রা !

ছোট ভাই সসীম হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলে, "ওকি দাদা, কাঁদছ তুমি ?" তারপর পাশটিতে বসে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, —"ওঃ বাইরে আজ কী ভীষণ দুর্য্যোগ, আর অন্ধকার ! জানালাটা বন্ধ করে দিই দাদা।"

আমিও মনে মনে ভাবি,—আমার চলার পথ, জয়যাত্রার পথে ত এম্নিই দুর্য্যোগ, এম্নিই অন্ধকার ! সেই পথেই ত আমায় চলতে হবে। ঐ অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রে আমি লীন হ'য়ে যাব পৃথিবীর আলো আর আমি দেখ্‌তে পাব না ! আমার চারিদিকে থাক্‌বে শুধু সীমাহীন অন্ধকার···অন্ধকার···আর অন্ধকার !···

কলিকাতায় যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা

ডাঃ শ্রীঅশ্বিনী কুমার মজুমদার।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই দেখা যায় যে, রোগ যতই উৎকট হউক না কেন, তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেই রোগ যতই নূতন হউক না কেন, ইহার চিকিৎসার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা হয় সরকার, নয় দেশের নেতৃবর্গ করিয়া থাকেন। কেবল একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের সম্বন্ধেই এই উক্তিটী প্রযোজ্য। তাহার কারণ এই যে এদেশের জনসাধারণ জীবনকে মূল্যবান মনে করেন না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানব জীবনকে অমূল্য জ্ঞান করার ফলে সেখানে জীবন রক্ষার এ সুব্যবস্থা দেখা যায়। অবশ্য এ দেশের লোক গরীব, এ ওজর দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, এদেশে টাকার অভাব অপেক্ষাও বড় অভাব হইতেছে দরদের। দেশের নেতা বলিয়া যাঁহারা সমাজের পূজনীয়, তাঁহারা দেশের জনসাধারণের জীবনের জন্য বড় একটা গ্রাহ্য করেন না, বা মাথা ঘামাইতে চাহেন না। আমাদের দেশে রথসচাইল্ড বা রকফেলারের মত ধনী লোক নাই সত্য, কিন্তু দেশের উপকার করিতে রথসচাইল্ড বা রকফেলার না হইলেও চলে। দশের সম্মিলিত অর্থে দেশের অনেক কাজ হইতে পারে। কিন্তু এ পোড়া দেশে তাহাও হইবার নয়।

সমস্ত ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়া শুধু বাঙ্গলা দেশের কথা ধরা যাউক। এদেশে যক্ষা রোগে প্রতি বৎসর বহু সহস্র লোক মারা যাইতেছে। সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা অনুমান ১০লক্ষ। আক্রমণ বা মৃত্যুহারের দিক দিয়া দেখিলেও প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার সমুদয় রোগ সমস্যার মধ্যে যক্ষ্মারোগের স্থান দ্বিতীয়। কেবলমাত্র এক কলিকাতা সহরেই প্রায় ৩০ হাজার নরনারী এই অকাল ব্যাধিতে ভুগিতেছে, এবং বৎসর বৎসরই তিন সহস্রাধিক রোগী এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই সহরে যক্ষা রোগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ২'৫। এরূপ মৃত্যু সংখ্যা অন্যান্য সভ্য দেশে হইলে সমগ্র দেশে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া তোল পাড় হইয়া যাইত। কিন্তু কলিকাতার তথা বৃটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহরের অধিবাসীগণের ইহাতেও চৈতন্য হইতেছে না।

এবার কলিকাতায় যক্ষা চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা বলি। সমগ্র সহরে ৩০ হাজার যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নরনারীর জন্য মাত্র ২০০ শতের বেশী শয্যার ব্যবস্থা নাই। যাদবপুর স্যানাটোরিয়ামে ১০৩টী, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ১২টী, ক্যাম্বেলে ২০টী, কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে ২০টী এবং মেডিকেল কলেজ হাঁসপালে মাত্র ২৪টী শয্যার ব্যবস্থা আছে। পাতিপুকুরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যক্ষারোগীদের জন্য একটা হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। ইহাতে ৪০টী শয্যার ব্যবস্থা থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষগণ মাত্র ১০।১২টী শয্যার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে কলিকাতাবাসীর লজ্জা হওয়া উচিত। সমগ্র সহরে এই ৩০ হাজার নরনারীর জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৫০০০ হাজার শয্যার ব্যবস্থা থাকিলে, এই মারাত্মক রোগের গতিরোধ করা যাইত।

কিন্তু কলিকাতাবাসী গরীব লোকগণ কর্তৃপক্ষের এবং নগর প্রধানগণের এই ঔদাসীন্যে হাল ছাড়িয়া না দিয়া এবং এই মুষ্টিমেয় শয্যা কয়টির জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়াও এই মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে নিজেদের জীবন রক্ষা করিতে পারেন। বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের "রচি" কোম্পানীর তৈয়ারী "সিরোলীন রচি" এই যক্ষ্মারোগের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ। ইহা সেবনে গত ৪০ বৎসর যাবৎ সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রোগী এই কাল ব্যাধির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড বিশ্ববিখ্যাত। সেখানকার যক্ষ্মানিবাস সমূহে এই "সিরোলিন রচি" প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা সেবনে যক্ষ্মাজীর্ণরোগীর সমস্ত উপসর্গ ত্বরায় দূরীভূত হয়, এবং তাহার পূর্ব্ব-শক্তি অচিরকালমধ্যেই ফিরিয়া আসে। এই ঔষধের প্রসংশাপত্রের সংখ্যা খুব কম হইলেও ৪০ হাজারের উপর হইবে। "সিরোলিন রচি" সম্বন্ধে বোধ হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে নেপল্‌সের আন্তর্জাতিক যক্ষা সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক রেঁজি এই মারাত্মক রোগের চিকিৎসায় সুফল প্রাপ্ত হইয়া, ইহাকে যক্ষা রোগের যাবতীয় প্রতিষেধক ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। এই সমস্ত রিপোর্ট হইতে এবং আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিয়াছি যে, "সিরোলিন রচি" যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় নিয়মিতভাবে সেবন করিলে এই রোগের মারাত্মক গতি ত্বরায় প্রতিরোধিত হয়, রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়। নিয়মিত "সিরোলিন" ব্যবহারে দূষিত রক্তমিশ্রিত কাশি উঠা বন্ধ হইয়া যায় এবং শরীরের ওজন ও হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমার বিশ্বাস, এই ঔষধ সেবন করিলে কলিকাতায় যক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব শীঘ্রই কমিয়া যাইবে এবং এই সহরের জনবলের এবং অর্থবলের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

গান

(শ্রীশৈলেন রায়)

বল বল সখি ! তরণী ভিড়াবো কি ?
ও কূলে ফুটেছে ব্যথায় করুণ কেতকী—
এ কূলে পাখীরা ঘুমালো কুলায়
নব নীপ রেণু লুটালো ধূলায়
ঢেউ গুলি ওঠে চাঁদের কিরণে ছলকি,
দুকূল ছাড়ায়ে মোরা ভেসে যাই
সে কোন দেশে—
প্রাণের সাগরে সেথাকি প্রাণের
তটিনী—মেশে—
চল চল সখী কূল ছেড়ে যাই
কূল হারাবার গান খানি গাই
মোর হাসি ওঠে তোমার নয়নে ঝলকি !

তমিস্রা

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অমৃতমন্থনে যে বিষের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা পান করিয়াছিলেন মহাদেব, আর বাংলার এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যে বিষের সঞ্চার হইল ইহা পান করিবে কে ?

কাঁদিবার সময় এ নয়, চন্দ্রপতি ইহা জানিত। কিন্তু, মানুষ জানিয়া শুনিয়াতো অকূল পাথারে ভাসিতে চায়। হয়তো ভাবে, বলিষ্ঠ বাহুর একাগ্র প্রক্ষেপনে অকূলেরও কূল মিলিতে পারে। চন্দ্রপতি ইহা ভাবে নাই। সে ভাবিয়াছিল,—সূর্য্য যদি তার জীবনাকাশে আর উদয় নাই হয়, তবে সে ঐ অসহ্য অন্ধকারকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে ভবিষ্যতের আলোকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য। অথচ, এইযে এক নবীনতম সমস্যা—ইহার সমাধান করিবার মত সময় তাহার নাই! সম্মুখে তার, জীবন আর মরণের লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে—সামান্য, অসাবধানতায় পদস্খলিত হইলেই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

মরিয়মকে দোষ দিবার মত কিছুই নাই,—তাহাকে সে ভালবাসিয়াছে, তাহার জন্য আজ সেও ডুবিতে বসিয়াছে, অথচ ইহার কিছুমাত্র প্রতিদান দিবার মত ক্ষমতা তাহার নাই।

সহসা তাহার মনে পড়িল মরিয়ম এই অজানা রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে একলা চলিয়া গিয়াছে। কি জানি তাহার বুকের মধ্যটা সহসা কেমন করিয়া উঠিল। অশ্বারোহণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সে সহরাভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

* * *

এদিকে অভিমানক্ষুব্ধ মরিয়ম (দিলদার) রেখা-চিহ্নবিহীন এই গ্রাম্য পথ ধরিয়া সহরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার অশ্ব বারংবার সুমুখের পা তুলিয়া অগ্রগমনে আপত্তি জানাইতে লাগিল। হয়তো বিপদ আছে—হয়তো সে পথ ভুল করিয়াছে, কিন্তু, তাহার বুকের মধ্যে যে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার তুলনায় এই বিপদ তুচ্ছ। মরিয়ম অশ্বকে থামিতে দিল না।

অশ্বরাজও বুঝি অবশেষে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতে লাগিল। এইরূপে একসময় পথিমধ্যস্থ একটি খানাকে উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া অশ্বটা আর টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

মরিয়মও ছিটকাইয়া গিয়া পার্শ্বস্থ এক নিম্নভূমির উপর পড়িল।

* * *

অনতিবিলম্বে চন্দ্রপতি এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই তাহার অশ্ব একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িল। চন্দ্রপতিও ঝপ করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

সম্মুখে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়া জলে কাদায় একেবারে দুর্গম হইয়াছিল, চন্দ্রপতি ইহা জানিত। একটু নজর করিয়া অনুসন্ধান করিতেই দেখিল একটি অশ্ব ঐ খানার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

অভাবনীয় আশঙ্কায় চন্দ্রপতির হৃদপিণ্ডের গতি থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—মরিয়ম!

নরম মাটিতে পড়িয়া আঘাত তত গুরুতর না হইলেও শ্রান্ত মরিয়ম পাশের মাঠের মধ্যে বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল। চন্দ্রপতির কণ্ঠস্বর তার কাণে পৌঁছাল, কিন্তু সাড়া দেবার মত স্পৃহা তাহার হইল না, তথাপি চন্দ্রপতির কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে আকুলতা প্রকাশ পাইল, তাহার আঘাতও মরিয়মের বুকে বড় কম করিয়া বাজিল না। মরিয়ম সাড়া না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

* * *

মরিয়ম কহিল, চন্দ্রপতি তুমি আমায় ঘৃণা কর জানি, তবে আবার এ অভিনয় কিসের জন্য?

চন্দ্রপতি মরিয়মকে নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া জবাব দিল, অভিনয় নয়, মরিয়ম, সত্যি।

মরিয়ম নড়িল না, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি ?

হাঁ, মরিয়ম, সত্যি। আর এ সত্যকে নিজের কাছে গোপন করার জন্য যে বৃথা চেষ্টা করেছি তার আঘাতে আমার বুকের মধ্যটা সর্ব্বত্র একেবারে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে—

রজনী একেবারে নিস্তব্ধ।

প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার, হাসিবার, পাগলামো করিবার এমন সুযোগ আর মিলিবে না।

মরিয়ম নীরবে চন্দ্রপতির বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কহিল,—হয়তো এও মিথ্যা এও দুরাশা, তবুও আজ আমি ভাব্‌ব এই বক্ষের সমস্ত উষ্ণতা আমারই জন্য ভগবান সৃষ্টি করেছিলেন। আমি রমণী, তুমি পুরুষ, চন্দ্রপতি, শুধু এই পরিচয়ই কি দুনিয়ার দরবারে যথেষ্ট নয়? হিন্দু,—মুসলমান, এ খেতাবী না-ইবা রইল। না-ইবা রইল মান অপমান!

প্রত্যুত্তর করিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চন্দ্রপতি মরিয়মের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—মরিয়ম! কোথাও তোমার আঘাত লাগেনি তো?

মরিয়ম কহিল,—হাঁ, লেগেছে।

বিভ্রান্তভাবে চন্দ্রপতি জানিতে চাহিল, কোথায়?

মরিয়ম চন্দ্রপতির ডান হাত খানা টানিয়া লইয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল এই খানটায়!

চন্দ্রপতি মনে মনে নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, মরিয়ম! আমার সঙ্গে আমার ঘোড়ায় চড়িয়া বাকী পথটুকু যেতে পারবে?

আর একটু ব'স, চন্দ্রপতি! শিবিরে গেলে আমার মন কেমন করে।

উপায় নেই মরিয়ম! প্রভাতের সঙ্গে গঙ্গার বক্ষে তোমার পিতার কামান গর্জ্জে উঠবে—আর সেই সঙ্কেতে আমার সৈন্য ওদের দুর্গ আক্রমণ করবে!

আচ্ছা চন্দ্রপতি! যুদ্ধ তোমার ভাল লাগে?

খুব ভালো লাগে,—আজ আরও ভাল লাগছে!

কেন?

জানিনা। তবে মনে হয় এই যুদ্ধে চন্দ্রপতির হিসাবনিকাশ, কড়ায়গণ্ডায় চুকে যাবে—বলিয়া চন্দ্রপতি মরিয়মের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চল!

মরিয়ম ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিল আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

কেন?

তোমার প্রাণ নেই—তুমি পাথর!

না গো না, পাথর আমি নই। মরিয়ম, আমার জীবনেও সখ আছে—আকাঙ্খা আছে—আগ্রহ আছে! কিন্তু, সে যে নিছক স্বপ্ন! বলিয়া সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল।

মরিয়মের মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া একটি চুম্বনের কলঙ্কে উহাকে একেবারে অবশ করিয়া দিল। এবং পুনরায় কহিল—ক্ষমা ক'রো মরিয়ম! এ দুর্ব্বলতাকে আজ ইচ্ছে করেই প্রশ্রয় দিলুম! আগামী কালের ইতিহাস যদি আগুনে পুড়ে যায়—আজকের কলঙ্কে তা সঞ্জীবিত হয়ে থাকবে।

(ক্রমশঃ)

নানা গল্প

রাজনীতিতে মনস্তত্ত্ব—মনের ঠিক ভাবটি জাগ্রত করার কৌশল জানতে পারলে কেমন করে সহজে কার্য্যোদ্ধার হয়—তার একটি গল্প ইংল্যাণ্ডের মহাযুদ্ধ কালীন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের সূক্ষ্ম স্মৃতিতে রয়েছে। নিম্নে সেইটি দেওয়া গেল—মহাযুদ্ধের সময়ে ওয়েলসের খনির শ্রমিকেরা ব্যাপক ধর্ম্মঘটের উদ্যোগ করে। যদি ধর্ম্মঘট সফল হয়—তাহলে যুদ্ধে হার অবশ্যম্ভাবী কেননা অস্ত্র তৈরী নির্ভর করে—কয়লার উপর। শ্রমিকদিগকে শান্ত করার ভার পড়ল আফ্রিকার বিখ্যাত জেনারেল স্মাটসের উপর। জেনারেল স্মাটস্ লয়েড জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রমিকদের তিনি কি বল্‌বেন। লয়েড্ জর্জ্জ কিছু ভেবে পেলেন না—নানা কথার মধ্যে তিনি অবান্তর একটা কথা বল্লেন যে ওয়েলসের লোকেরা সঙ্গীত-প্রিয় এবং চমৎকার গান গাইতে পারে।

পরদিন জেনারেল স্মাটস্ শ্রমিকদের সভায়—বক্তৃতা দেবেন বলে উপস্থিত হলেন। শ্রমিকেরাও দৃঢ় চেতা তারা ঠিক করে এসেছে জেনারেল স্মাটস্ যাই বলুন, ধর্ম্মঘট তারা চালাবেই। জেনারেল স্মাটস্ আরম্ভ করলেন এই বলে—"মহোদয়গণ আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় বল্‌তে শুনেছি যে ওয়েলসের অধিবাসীরা চমৎকার গান গাইতে পারেন। বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে আমি একটা গান শুনতে চাই—আপনারা আপনাদের দেশের একটা গান আমাকে শোনান।"

সেই জনতার মধ্য হইতে সহসা কে "আমার জন্মভূমি" গানটি গাইতে সুরু করে দিলে, অমনি সমবেত সমস্ত লোক অকুতোভয়ে তাহাতে যোগদান করলে।

সঙ্গীত সমাপ্ত হলে জেনারেল স্মাটস্ বল্লেন—"মহোদয়গণ আজকের সভায় বক্তৃতা করার বড় কিছু নেই। আপনাদের ভ্রাতাগণ হাজারে হাজারে পশ্চিমের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছেন। শত্রুকে পরাজয়ের চেষ্টা যেমন চলেছে সেখানে—তেমন চলেছে এখানে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আপনারা যে জন্মভূমির গান গাইলেন, তাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করবেন" জেনারেল স্মাটস্ আর একটি কথাও বল্লেন না।

পরদিন সমস্ত শ্রমিকেরা কাজে ফিরে এল।

বক্তৃতায় মনস্তত্ত্ব—যাঁরা বক্তৃতা শুনতে যান—তাঁরা যে সব সময়েই বক্তৃতা শোনেন তা নয়, কেউ পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করেন, কেউবা ঘুমিয়েই পড়েন। শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বক্তাকে নানান কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এখানে এক আধটা দেওয়া গেল :—

মিথ্যে নাম বলা—বক্তৃতা হবে মাদারীপুর—বক্তা এসে দেখেন সভায় কেউ গল্প করছে কেউবা হাই তুলছে, বক্তৃতা শোনার মন তেমন কারু নেই। তিনি উচ্চৈস্বরে আরম্ভ করলেন আজ আপনাদের ফিরোজপুরে এসে—অমনি চারিদিক হতে চীৎকার উঠ্‌ল "মাদারীপুর মাদারীপুর—ফিরোজপুর নয়"

হেসে বক্তা বল্লেন—"আমি জানি, আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম আপনারা জেগে আছেন কিনা। আশাকরি আমার বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত আপনারা জেগে থাকবেন।"

বিজ্ঞানের সাহায্যে—একজন বক্তা বক্তৃতা দিতে এসেছেন হুগলী জেলার এক বিদ্যালয়ে। বক্তৃতার বিষয় ছিল—ইঙ্গিতের প্রভাব। স্কুলের বড় হলে শিক্ষক; ছাত্ররা এবং ভদ্রলোকরা বসেছেন। বক্তা বক্তৃতা দেবার পূর্ব্বে পকেট থেকে একটি সুন্দর শিশি বারকরে তার ভিতরের তরল পদার্থ টেবিলের উপর ঢেলে বল্লেন "দেখুন আমি টেবিলের উপর এই এসেন্স ঢাললুম। আপনাদের নাকে গন্ধ পৌছুতেই-তা যদি আপনারা হাত তুলে জানান তো বিশেষ উপকার হয়! তাহলে আমরা বলতে পারবো গন্ধ কত সময়ে কতদূরে পৌছায়" এই বলে তিনি হাতঘড়ির দিকে চাইলেন।

বক্তৃতা আরম্ভ হলো।

এদিকে প্রথমে সামনের সারি হতে, তারপর দ্বিতীয় সারি হতে হাত উঠ্‌তে লাগলো বক্তা—মাথা নেড়ে তাদের ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। যখন শেষ বেঞ্চি হতে হাত উঠ্‌লো তখন বক্তা বল্লেন—"আপনাদের মনে থাকতে পারে যে আমি ইঙ্গিতের প্রভাব সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছি। আমি এখানে যা ঢেলেছি তা এসেন্স নয়—পুকুরের জল, বিশ্বাস না হয় আপনারা এই শিশি শুঁকে দেখ্‌তে পারেন।"

এর পরে আর অমনোযোগ সম্ভব কি!

মেরী লুইসকে লিখিত নেপোলিয়নের প্রেম পত্রাবলী

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এ।

বীরকেশরী নেপোলিয়নের বিবাহিত জীবনের উদয়াস্ত দুই তীরে দাঁড়াইয়া আছে দুইটী মহীয়সী নারী, জোসেফাইন ও মেরী লুইস্।

রূপসী জোসেফাইন, প্রেয়সী জোসেফাইন,—মহাবীরের যৌবনানিকুঞ্জের প্রথমা সঙ্গিনী জোসেফাইন অদৃশ্য হইল বিবাহ বিচ্ছেদের যবনিকার অন্তরালে। সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী,—সাম্রাজ্ঞী মেরী লুইস্।

প্রশ্ন জাগে, নেপোলিয়ন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীকে প্রকৃতই ভালবাসিতে পারিয়াছিল কিনা। ঐতিহাসিকগণ ও নেপোলিয়নের জীবনচরিত রচয়িতারা উপযুক্ত মালমশলার অভাবে বিশ্ববীরের জীবনের এই রহস্যাবৃত অধ্যায়টীর উপর তেমন আলোকপাত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গত বৎসর মেরী লুইসকে লিখিত নেপোলিয়নের ৩০০ খানি চিঠি আবিষ্কৃত হওয়ায় এদিকের কুহেলীগুণ্ঠনখানি যেন অনেকটা পরিস্কার হইয়া আসিয়াছে।

এই চিঠিগুলির সাহায্যে বীরকেশরী নেপোলীয়নের ব্যক্তিগত জীবনখাতার দুচারিটি পাতা আজ উল্টাইতে বসিয়াছি।

সুন্দরী জোসেফাইনের উচ্ছল যৌবন-জোয়ারে অনেককাল ভাঁটার ডাক আসিয়া গেছে। কিন্তু ছলাকলা পটীয়সী জোসেফাইন তাহার বুদ্ধিচাতুর্য্যের সম্মোহনজালে ভাঁটার পথেও অশ্রান্ত কলতানে নেপোলীয়নকে কিছু-কাল বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুঝি বা চিরকালই পারিত যদি সাম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের ক্রোড়ে একটা শিশুর আবির্ভাব হইত।—ফরাসী সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারীর জননী হইবার সৌভাগ্য তাহার হইল না। গমনোন্মুখ যৌবনের ফাঁক যদিওবা মোহিনী জালে সে পূর্ণ করিতে পারে, মাতৃত্বের ব্যর্থতা সে ঢাকিবে কি দিয়া! নিঃসন্তানা বিষাদময়ী জোসেফাইনকে সুতরাং সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। ফ্রান্সের মহামান্যা সাম্রাজ্ঞীর পদে অভিষিক্তা হইল অষ্ট্রিয়ার উনবিংশতি বর্ষীয়া শান্ত সুশীলা মেরী লুইস।

উপরোক্ত ৩০০ খানি চিঠির অধিকাংশই মেরী লুইসকে লেখা নেপোলিয়নের প্রেমপত্র। প্রথম পত্রখানি অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে তাঁহার কন্যার পানিগ্রহণ প্রস্তাব করিয়া লেখা। নেপোলিয়নের বয়স তখন চল্লিশের কোঠা পার হইয়া গেছে। উনিশ বৎসরের অষ্ট্রিয়ান কুমারী তাঁহাকে যে মাতৃভূমির শত্রু বলিয়াই মনে করিবে সে সম্বন্ধে নেপোলিয়ন সচেতন ছিলেন। তিনি রাজকুমারীকে আশ্বাস দিলেন যে ফরাসীবীর তাহার গুণমুগ্ধ, তাহার রূপপিপাসী এবং ভবিষ্যতে রাজদুহিতা কখনও পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইবে না। প্রতিদানে নেপোলিয়নও প্রত্যাশা করেন, রাজকুমারীও যেন প্রমাণ করিয়া দেন যে তিনি শুধুই পিতৃআজ্ঞায় যূপকাষ্ঠ তলে আত্মবলিদান করেন নাই।

সুন্দরী জোসেফাইনকে কেন্দ্র করিয়া যেখানে অজস্র প্রেমধারা দিনে দিনে ক্ষরিত হইয়া গেছে, হৃদয়ের সেই মধুভাণ্ডে মেরী লুইসের জন্য কতটুকু সঞ্চয় আর অবশিষ্ট ছিল, আমরা এখন সেই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হইব।

নেপোলিয়ন তখন জীবনের অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিছক হৃদয়াবেগ ছাড়িয়া সম্রাট এখন গভীর চিন্তাভিমুখী। লুইসের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার সতর্ক দৃষ্টি, কারণ এই লুইসের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিবে ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট। তাহারই আগমন প্রতীক্ষায় বীরকেশরী উন্মুখ হইয়া আছে। জোসেফাইন ও মেরী লুইস্ এই দুই নারীর প্রতি তাঁহার ভালবাসার তুলনামূলক দৃষ্টি—বিচারের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাগত শিশু নেপোলিয়ন। মনে হয় পত্নী লুইস্ বুঝি শুধু ভাবী জননী বলিয়াই তাহার এত প্রিয়তমা। তাই প্রত্যহ পত্নীকে দুইখানি করিয়া চিঠি দিয়া সে তাহার স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সংবাদ জানিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহার ব্যাকুলতা, প্রেমবিহ্বলতা, তাহার অপরিসীম দরদের পরিচয় প্রত্যেক চিঠির ছত্রে ছত্রে। চিঠিগুলি কতক লেখা নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান কালে, কতগুলি লিপ্‌জিনের যুদ্ধে পরাজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে। ১৮১৪ সনের বসন্ত সমাগমে মিত্রশক্তিকে পরাভূত করিতে নেপোলিয়ন যখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই সময়ের কয়েকখানি চিঠিও এই প্রেমপত্র সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে।

রাশিয়া-অভিযান প্রাক্কালে নেপোলিয়নের গৌরবসূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে,—সমগ্র ইউরোপ তাঁহার পদানত, রাষ্ট্রগুলি যেন তাঁহার বিজয় রথের অশ্বযূথ, বলগা তাঁহার হাতে, তিনি ইচ্ছামত কশিতেছেন, টানিতেছেন, খুসী হইলে আলগা করিতেছেন। জার্ম্মাণী পর্য্যুদস্ত, ইতালী করায়ত্ত, ধর্ম্মগুরু পোপের উদগ্র মহিমা এখন নতশির অবমাননায়। কেবল সবেধন নীলমণি ইংলণ্ড দূরে বলিয়াই কোন গতিকে ঝড়ের বেগ সামলাইয়া লইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই ইংলণ্ডের শাসন তরণীও উন্মাদ রাজাও দুর্ব্বল রাষ্ট্ররথীদের হাতে পড়িয়া বানচাল হইবার উপক্রম! ছয় লক্ষ অনুচর লইয়া নেপোলিয়ন প্রবেশ করিল রাশিয়ায় আর দিনের পর দিন মেরীলুইসকে পাঠাইতে লাগিল প্রেমপত্রের পর প্রেমপত্র! উচ্ছ্বাসময় আবেগপূর্ণ পত্র বিনিময়! সব চিঠিতেই পত্নীর স্বাস্থ্য ও শিশু যুবরাজের কথায় ভরা। 'পাপা ফ্রানসিস' অর্থাৎ তাঁহার শ্বশুর অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে পত্র লিখিবার কর্ত্তব্যে কন্যাকে সচেতন করিয়া দিত প্রত্যেক চিঠি-তেই। ইহার পিছনে রহিয়াছে রাজনৈতিক চালবাজি; কারণ অষ্ট্রিয়া কোন কালেও নির্ভর-যোগ্য মিত্রপক্ষ ছিল না, সুতরাং কন্যাকে দিয়া কন্যা তথা জামাতার কল্যাণ কামনার দিকে পিতাকে সচেতন রাখাই এই দৃশ্যতঃ শ্বশুর-প্রীতির প্রকৃত কারণ। এই সময় নেপোলিয়ন মস্কো হইতে প্রায় ২০খানি চিঠি লিখেন মেরী লুইসকে।

তারপর ঘটিল রাশিয়ায় নেপোলিয়ানদের ভাগ্য বিপর্য্যয়। বিরাট বাহিনী ফ্রান্স প্রাপ্ত হইল, নিদারুণ শীতে অর্দ্ধনগ্ন, অর্দ্ধভুক্ত সৈন্যদল ফিরিয়া চলিয়াছে অপমান শিরে বহন করিয়া মাতৃভূমির দিকে। কিন্তু এই দুর্দ্দশার বাখ্যা-টুকুও পাওয়া যায় না নেপোলিয়নের প্রেমপত্র-গুলির মধ্যে, যেমনি উচ্ছ্বাসমুখর, তেমনি প্রেমার্দ্রসুন্দর চিঠির পর চিঠি—সুদূরের দয়িতাকে বিরহী বীরের হৃদয় নিবেদন। আর কেবলি যথাসর্ব্বস্ব পুত্রের কুশল সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। এই চিঠিগুলির

কয়েকখানি শত্রুহস্তে পড়িয়াছিল। কিন্তু কসাক নেতারা হতাশ হইয়াছে। চিঠির মধ্যে এতটুকু সুবিধার সূত্র সুচতুর নেপোলিয়ন তাহাদের জন্য ভুলেও রাখে নাই!

গোটা ১৮১৩ সন নেপোলিয়নকে জার্ম্মাণীতে কাটাইতে হইল। ফরাসী-বাহিনী তখন একসঙ্গে রাশিয়া, প্রুশিয়া ও সুইডেনের সঙ্গে যুঝিতেছে। অষ্ট্রিয়া সম্বন্ধে সম্রাটের দারুণ আশঙ্কা রহিয়াছে। সৈন্যবাহিনীর কার্য্যকলাপও মস্কোর লঙ্কাকাণ্ডের বর্ণনা, আর পত্নী ও পুত্রের কুশল প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু জামাতার উদ্বেগে এইসময়কার চিঠিগুলি পরিপূর্ণ! ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিলে অষ্ট্রিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে,—মেরী লুইসকে মাঝখানে রাখিয়া এই ভীতি-প্রদর্শন করিতেও নেপো-লিয়ন ত্রুটি করেন নাই। পত্নীকে যেন তিনি এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এতদিনকার জোর করিয়া রাখা মিতালীর চমৎকার যোগসূত্র করিয়া ছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ফ্রান্সিস্ জামাতা নেপোলীয়নের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল!

একদিকে পিতা ও মাতৃভূমি, অন্যদিকে বিশ্ববীর স্বামী নেপোলীয়ন! এই দুই বিপরীত স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে সম্রাজ্ঞী লুইসের তৎকালীন মনোভাব বুঝিয়া উঠা দুরূহ। কারণ যে ৩০০ চিঠি আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার সবগুলিই নেপোলীয়নের লেখা। তথাপি নেপোলীয়নের প্রেমবিহ্বল প্রত্যুত্তর গুলির মধ্যে মেরী লুইস যে স্বামীর প্রতি আগেকার মতই অনুরক্তা তাহার আভাস পাওয়া যায়। যতদিন লুইস, ফ্রান্সে ছিল নেপোলিয়নকে যে সত্যসত্যই ভালবাসিত সে সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নাই। আজ্ঞা পালন করাই শান্ত মেরী লুইসের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃভূমির শত্রুকেই সে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল!

ফঁতেনব্লুতে সিংহাসন ত্যাগের পরে নেপোলীয়নের সঙ্গে লুইস কেন দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই সেজন্য তাহার প্রতি অভি-যোগের অন্ত নাই। কিন্তু তখনকার রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই দোষারোপ টিকিতে পারে না!

লুইসের সঙ্গে নেপোলীয়নের শেষ দেখা তুলেরিজে। বীরকেশরী তখন বিপক্ষ শক্তিকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্যারী অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিবে। হয়ত তাহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারিত যদি তাহার এইসময়ের এক চিঠিতে সে লুইসকে মার্লেতে যাইবার সঙ্কল্প খুলিয়া না লিখিত। এই চিঠিই হইল কাল! ব্লুচার এই চিঠি হস্তগত করিল! নেপোলীয়ন স্ত্রীকে আদেশপত্র পাঠাইল,—অবিলম্বে কিং অব রোমকে (যুবরাজ) লইয়া সে যেন ব্লয় অভিমুখে যাত্রা করে। এ আদেশ অমান্য করিবার সাহস বা স্বভাব ছিল না মেরী লুইসের, করিতে পারিলেই ভাল ছিল। তবে জীবনে শুধু একটি দিনের জন্য লুইস যদি স্বামীর অবাধ্য হইতে পারিত তবে ইতিহাসের পাতা আজ অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম। মেরী প্যারীতে থাকিলে অন্ততঃ নেপোলীয়ন যতক্ষণ আসিয়া না পৌঁছায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাধাপ্রদান নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। একখানি গুপ্ত প্রেমপত্র ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির ভাঙ্গাগড়ার দুর্ব্বার প্লাবনের মোড় ফিরাইয়া দিল ভিন্নপথে। চিঠি পড়িল ব্লুচারের হাতে। স্বামীর আদেশ লুইস একটিবারের জন্যও অমান্য করিতে পারিল না। নেপোলিয়-নের সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন সূর্য্য অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়িল।

নেপোলীয়নের সঙ্গে মেরী লুইসের আর দেখা হয় নাই। মেরী অনেক চেষ্টা করিয়াছে ফঁতেনব্লুতে একটীবারের জন্য স্বামীর দর্শন লাভ করিতে! কিন্তু প্রতিবারই পিতা আসিয়া মাঝে দাঁড়াইয়াছে। পিতা কন্যাকে বিস্তর বুঝাইয়া, প্রবোধ মানাইয়া তাহাকে কিং অব রোমকে লইয়া ভিয়েনা যাইবার নির্দ্দেশ দিতেন!

তারপর লুইস্ এল্বাতে যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া চারিদিক হইতে বাধা পাইয়াছে। বিদ্রোহ করিয়া বাহির হইবার মত দুঃসাহসিকতা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। নেপোলীয়নের সান্নিধ্য হইতে লুইস্ বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে ঘা শুকাইল, দাগও মিলাইল! মেরী লুইসের পার্মার জীবন রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দেখা দিল এক নূতন অভিনেতা,—কাউন্ট্ নেপার্গ!

প্রেমের পূজা

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মার্চ্চ ৩, ১৯২৫

গ্রেটার কাছ থেকে তৃতীয় চিঠিখানা পেয়েছি, চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত ; লিখেছে—'আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করো।

বার্লিনের এই অধম ভাড়াটে বাড়ীতে কয়মাস ধরে আছি, না পারি ঘুমোতে, না পাই শান্তি। দিন যেন আর কাটতেই চাইছিল না।

গ্রেটার চিঠি অনুযায়ী তার হোটেলে গেলাম। ও হেসে আমায় আহ্বান করল বটে ওর গালে কিন্তু চোখের জল তখনও শুকোয় নি।

ও বল্‌লে, সিগার্ড, তোমাকে আমার জন্যে সুইডেনে ফিরে যেতে হবে—সেখানে আমাদের শৈশবের শত স্মৃতি মাখানো রয়েছে ; আর কখনও তোমায় বলব না। আমি শীঘ্রই বার্লিন ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। একটা বড় সিনেমা কোম্পানির ম্যানেজার, মিঃ লুইস মায়ার, 'গোষ্টা বার্লিং'এর চিত্র এখানে দেখেছেন এবং তৎক্ষণাৎ ম্যারিৎস-এর সঙ্গে চুক্তি ক'রে ফেলেছেন। আমি যেতে রাজী না হ'লে ম্যারিৎসকে তারা নেবে না। সুতরাং আমাকে অবিলম্বে আমেরিকায় চলে যেতে হবে।

আমেরিকা! আমাদের মাঝে দুস্তর আটলান্টিক মহাসাগর!

আমি ব'লে উঠলাম, 'গ্রেটা, তুমি কি যেতে চাও ?'

ওর অঙ্গভঙ্গীতে একটা দারুণ বিতৃষ্ণার আভাষ পাওয়া গেল। ও ব'লে উঠল, 'না না! আমেরিকার নামেই বিতৃষ্ণায় আমার চিত্ত ভ'রে ওঠে। কেন যে এরকমটা হয় তা বলতে পারিনে। যদি আমার যাওয়া না-যাওয়ার উপর এতটা নির্ভর না করত তাহলে নিশ্চয়ই আমি যেতাম না। আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, এখন একবার আমার জন্মভূমির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কায়মনোবাক্যে উন্মুখ হয়ে পড়েছি। সিগার্ড, তোমায় কথা দিতে হবে যে তুমি সুইডেন ফিরে যাবে। স্বেন ও হেল্‌ভাকে গিয়ে আমার সব খবর দিবে। তোমায় পেলে তারা ভারী খুশী হবে। আমি আমার অদৃষ্টের অনুসরণ ক'রে চলব, তবে আমার মন তোমার কাছেই বাঁধা থাকবে।'

আমি অগত্যা প্রতিশ্রুতি দিলাম।

মে ৪, ১৯২৬

কেন আটলান্টিক মহাসাগরগামী একখানি জাহাজের রান্নার জোগান দেওয়ার সামান্য চাকরী করছি, তা আমার চারপাশের কেউ ধারণাও করতে পারবে না। আমার কাজ—এখানকার থালা-বাসন সব ধুয়ে মুছে দেওয়া। জাহাজখানা দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে, দোলার তালে তালে নিজেকে সর্ব্বক্ষণ কাজে ব্যাপৃত রাখি। ডেকের উপর কোন অবলম্বন নেই, দোলা লেগে মাথা ঘোরে। চেষ্টা ক'রে সময় সময় একটু আধটু লেখার সুযোগ ক'রে নিই। বছরখানেক আগে গ্রেটা এই জাহাজে চড়েই হলিউড যাত্রা করেছিল। বার্লিন থেকে সুইডেন চলে যাই এবং আমেরিকা যাত্রা করবার আগে গ্রেটা একবার ষ্টক্‌হলম্ এসেছিল। কেন না সুদূর বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে একবার মা, ভাইবোনদের কাছথেকে বিদায় না নিয়ে সে যায় কেমন ক'রে।

তার দেশ ছাড়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে খানিকক্ষণের জন্যে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ওর পোষাকপরিচ্ছদ অনেকটা পুরুষালি গোছের, এরকম পোষাকই সে সবসময় প'রে থাকে। আর এ পোষাকে তাকে যেন বড় মানায়। তার মেজাজটা ক্ষণে-ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল—ক্ষণে কাঁদছে, আবার পরক্ষণেই সে হাসছে। হেলভার হাত জোরে আঁকড়ে ধরে ছিল—চোখে মুখে অজস্র চুম্বন দিয়েও যেন তার তৃপ্তি হচ্ছিল না—তার এ আচরণ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত এই যে সে শেষ বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

'মা, সপ্তাহে সপ্তাহে আমায় চিঠি দিয়ো। আমি তোমাকে প্রচুর টাকা পাঠিয়ে দেব। আর আমি যে সব টাকা পাঠাব, তাই দিয়ে তোমার ইচ্ছামত খরচ করবে, কেমন, ঠিক ত ?'

ও যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল আমি গিয়ে তখন সেখানে উপস্থিত হলাম। ওকে দেখতে পেয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না, কেন-না, আমার ধারণা, ও এখনও বার্লিনেই আছে, ও যে এসেছে এ সংবাদ আমার জানা ছিল না। আমার আগমন প্রতীক্ষায়ই যেন ও আছে, এমনি ধারা আমায় দেখে মুচকি হেসে উঠল। হেলভাকে লক্ষ্য ক'রে বলল, 'হেলভা, তুই ভাই সিগার্ডকে একটু দেখিস্।'

তার পর ও চলে গেল, মুখে চোখে একটা তৃপ্তির আভায, হাতে গুণানুরাগীদের দেওয়া ফুলের তোড়া।

হেলভা, স্নেহপ্রবণা ও মঙ্গলার্থিনী ভগিনী। গ্রেটা যে ভবিষ্যতে কতটা প্রসিদ্ধিলাভ করবে সে সত্য আমাদের দুজনার অজানা ছিল না। আমরা তার সম্বন্ধে কত কথা বলাবলি করতাম, নানা রকম কল্পনার প্রাসাদ গড়ে তুলতাম এবং অধীর আগ্রহে তার চিঠির প্রতীক্ষা করতাম। হেলভা গ্রেটার হয়ে আমাকে যত্নআদর করে। আহা বেচারী! গ্রেটার সেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তার কাছে কর্ত্তব্যের গুরুভার বলেই হয়ত মনে করেছে। গ্রেটার প্রথম চিঠিতে তার হতাশা ও নিরুৎসাহের খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলাম।

গ্রেটা লিখেছে—

'এখানে আমার একদম ভাল লাগে না। এরা যে আমায় নিয়েছে, তা শুধু ষ্টিলারের জন্য। ওরা মনে করে আমি কুৎসিত, বীভৎস। আমরা যখন 'প্রবাহ' (দি টরেণ্ট)—এর মহলা দিচ্ছি, আমাদের পরিচালক মণ্টা বেল। কিন্তু মণ্টা বেল ষ্টিলার নন, কাজেই আমার আদপেই ভাল লাগছে না, এতটুকুও শান্তি পাচ্ছি নে। কেন এরকমটা হচ্ছে তা বলতে পারিনে। এখানকার নরনারীদের আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। এই ছবিতে অভিনয় করতে আমার ভাল লাগার কথা। মেট্রো-গোল্ডউইন

ম্যায়ার কোম্পানিতে যোগ দিতে ম্যরিৎসই আমাকে পরামর্শ দেন কিন্তু তাঁরা যা চান, আমি তা দিতে পারিনে। তাই জন্যে আমাদের মনে স্বস্তি নেই।'

দিন কয়েক পরে ওর আর একখানি চিঠি পেলাম, তাতে ও লিখেছে—

'সাস্তা মনিকায় একখানি বাগানবাড়ী ভাড়া নিয়েছি, কিন্তু সকল সময়ই আমার কেবলই মনে হয় যে, সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তোমাদের স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যাই। এখানে কারুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি। আমার বন্ধু বলতে একমাত্র সাগরের নাম করতে পারি। সাগর আমার বড় প্রিয়। হেল্‌ভা, বোন, এখানকার সবকিছুই নীল। আমার বাগানের দেয়ালে যে গোলাব ফটে থাকে, তার মত সুন্দর গোলাব পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি-না জানিনে। এখানকার আবহাওয়া আর্দ্র, গরম। ম্যরিৎস বলে এই আবহাওয়ায় আমার চেহারা নাকি বেশ ভাল হচ্ছে। হেল্‌ভা ভাই, তুমি যখন আমার এখানে এসে থাকবে তখন তোমার স্বাস্থ্যও কেমন সুন্দর হবে, চেহারাও হবে মনোরম।'

ওর চিঠির প্রতিটি শব্দ আমি মুখস্থ বলতে পারি। ওর চিঠি পড়তে পড়তে হেলভার চোখ দুটি জলে ভরে আসে। বেচারী হেল্‌ভা! সে যে আমাদের চোখের সুমুখেই আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে এটা আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি। এ রোগ আমাকেও আস্তে আস্তে গ্রাস ক'রে ফেলছে। হেল্‌ভা কিন্তু মনের স্থৈর্য্য এতটুকু হারায়নি, তার চিত্তের তৃপ্তি ও আনন্দ দেখতে পেলে আশা হয়, মনে হয়, ওর কোন ব্যাধি নেই। সে পরম উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, 'গ্রেটা জীবনে [illegible]তি করতে পারবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দেশের, জগতের সর্ব্বত্রই নরনারীর মুখে মুখে তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে।'

গ্রেটার শেষ চিঠিতে আর একখানি ছবির উল্লেখ দেখতে পাই, সে লিখেছে—

'আমরা আর একখানি ছবির মহলা দিচ্ছি। ছবিখানির নাম 'টেম্পট্রেস্'। ম্যরিৎসও এই ছবিতে আছেন। তাঁর সঙ্গে যখন 'দি ষ্ট্রীট অফ সরো' ছবিতে অভিনয় করি, সেদিনে আমার মনে যে সুখ যে আনন্দ ছিল, আবার যেন সেদিনের সাক্ষাৎলাভ করেছি। এখানকার লোকগুলো কি অদ্ভুত! ম্যরিৎস একজন খাঁটি শিল্পী, ব্যবসাদারেরা যখন তাঁর কাজে হাত দিতে চায় তখন বিস্বাদে মনটা ভরে উঠে। ম্যরিৎসও তাদের এরূপ ব্যবহারকে মেনে নেওয়ার মত দুর্ব্বল নন। তিনি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন এবং আর যে এদের

এখানে থাকবেন এমন ত মনে হয় না। সুতরাং আমাকেও ছেড়ে দিতে হবে। তিনি আমাকে সর্ব্বদা সাহস দিচ্ছেন—কোন ভয় নেই, এমনি সাহসিকার মতই চলতে হয়।'

'হেলভা, আমার প্রিয় জন্মভূমি সুইডেনে ফিরে যাওয়ার জন্য কি দুর্দ্দম আকাঙ্খাই না আমার হয়। প্রসিদ্ধ তারকা অভিনেত্রী গ্লোরিয়া সোয়ানসন-এর গৃহে একটা ভোজে ম্যারিয়ন ড্যাভিস আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিনি। তোমরা জান, আমি এরকম ভোজসভা মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে। একা থাকতেই আমার ভাল লাগে—আমার বাগানবাড়ী, তার বিভিন্ন বিচিত্র ফুলসম্ভার, অদূরে নীলাম্বু, আমার আর কিছুরই আবশ্যক হয় না।'

গ্রেটার এ চিঠিখানি পাওয়ার দিনকয়েক বাদেই হেলভা পরলোক গমন করে।

সে রাত্রির কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না, তার সে মৃত্যুমলিন রক্তহীন মুখখানি আমার পানে তুলে ধরেছিল। মৃত্যুর একটু আগেও আমায় ওর মাথার একগোছা ধানিরঙের চুল কেটে দিল। চুল কাটা নিয়ে স্বেন ও তার মা আপত্তি জানালে ও চুপি চুপি বলল, 'আমি জানি গ্রেটার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। এই চুলের গোছা আমায় স্মরণ করবার জন্যে তাকে দিও।'

হেল্‌ভা ভাল ক'রেই জানত যে তার দিদির সঙ্গে আমার কখনও দীর্ঘকাল ছাড়াছাড়ি হতে পারে না। হেল্‌ভার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর গ্রেটা আমাদের যে চিঠিখানা লিখেছে সেই-খানিই তার শেষ চিঠি, সে লিখেছে—

'মা, এ পৃথিবীটা কি নিষ্ঠুর, কি কঠিন! হেল্‌ভার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু উজ্জ্বল সবই যেন বিলীন হয়ে গেছে। আজ আমার সূর্য্যালোকও আর ভাল লাগছে না, অথচ একদিন এই সূর্য্যালোকই আমার কত না ভাল লেগেছে। আজ আর তার সে আলোক হেল্‌ভাকে উজ্জ্বল করতে পারছে না।'

'ম্যারিৎস ষ্টিলার বলছেন তিনি ষ্টকহল্‌মে ফিরে যাবেন। আমারও চলে আসা উচিত কিন্তু এরা বাধা দিচ্ছে। ওরা বলছে, আমার ভবিষ্যৎ, আমার স্বাস্থ্য, আমার সাফল্য—সবকিছুই এখানে রয়েছে। কিন্তু বলতে পার মা, আজ এসবে আমার কিছু প্রয়োজন আছে? এদের সঙ্গে আমার যে চুক্তি আছে তা শেষ হতে এখনও তিনমাস বাকী। তারপরই আমি তোমার কোলে ফিরে যাচ্ছি এবং তোমায় নিয়ে হেল্‌ভার কবরে তার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করব।'

আমি ওকে দেখবার জন্য আমেরিকা যাওয়ার রাহা খরচ সংগ্রহ করতে কি অসাধারণ চেষ্টাই না করেছি। কেননা, হেল্‌ভার শেষ দান ওকে যে আমার পৌঁছে দিতেই হবে। কায়-ক্লেশে সামান্য কিছু অর্থ জমা ক'রে যে জাহাজ, আমার গ্রেটাকে আমাদের কাছ থেকে একদিন সুদূর আমেরিকায় নিয়ে গেছে সেই জাহাজেরই এঁটো বাসনথালা পরিষ্কার করবার চাকরি নিয়ে আটলান্টিকে পাড়ি জমিয়েছি।

—ক্রমশঃ—

এলেক্জাণ্ডার কর্ডা

(সব্যসাচী)

['হেন্‌রি দি এইট্থ্' ছবিখানির নামের সঙ্গে সঙ্গে কর্ডার নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তার পরেই এলো 'প্রাইভেট্ লাইফ্ অভ্ ডন্ জুয়ান'! আগেকার ছবিখানি আমাদের দেখতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তার পরের ছবিটি আমরা দেখেছি। কর্ডা যে একজন শক্তিশালী পরিচালক তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই। ছবি সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিমত কি, এবার আমরা তাই জানালাম। আরও কয়েকজন বড় বড় ডিরেক্টারের অভিমত পরে জানাব।]

আমার নিজের ছবি সম্বন্ধে কথা যত কম ওঠে ততই ভালো। নিজের ছবি সম্বন্ধে বেশী-কিছু আমি বলতে চাইনা। একবার যে ছবি শেষ হয়ে গেল, সে ছবি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার আলাপ-আলোচনা আমি সেইখানেই শেষ ক'রে-দিই। অথচ আমার দুর্ভাগ্য, আমার সঙ্গে কোনও নতুন লোকের পরিচয় হবামাত্র তিনি আমার ছবি সম্বন্ধেই আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করে' বসেন। ভদ্রতার খাতিরে জবাবও আমায় দিতে হয়।

একখানা ছবি যেই শেষ হয়ে গেল, তার সম্বন্ধে চিন্তাও আমার সেইখানেই শেষ। তখন আমি ভাবতে বসি তার পরের ছবির কথা! কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়ার কোন্ জিনিষে আমি সব চেয়ে বেশী আনন্দ পাই, তাহ'লে আমি বলব—ছবি তৈরী করে'। সত্যি কথা বলতে কি এত আনন্দ আমি কিছুতেই পাই না।

সম্প্রতি আমি এইচ, জি, ওয়েল্‌সের একখানি বইএর কথা ভাবছি। বইখানির নাম—'দি সেপ অফ থিঙ্গস্ টু কাম' কাজেই বুঝতে পারছেন, এখন 'স্কার্লেট পিম্পারন্যাল' এর কথা আমার আর মনে নেই, "ডন্ জুয়ান"এর কথাত' অনেক আগেই ভুলে গেছি।

ভাল একখানি ছবি তৈরী করতে হ'লে কি করা উচিত—আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে আমি বলব—আমার মতে ভাল ছবি যিনি তৈরী করতে চান, সর্ব্বাগ্রে প্রাণেমনে তাকে একজন শিল্পী হতে হবে। আবার ভাল একজন শিল্পী হ'লেই যে তিনি ভাল ছবি তৈরী করতে পারবেন তার কোনও মানে নেই। তবে শিল্পী না হ'লে যে হবে না—সেকথা সত্যি।

সিনেমার চিত্র-পরিচালকের থাকবে টন্‌টনে রসবোধ, আর ছবি তৈরীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

ছবি তৈরী করতে গিয়ে অনেক পরিচালককে আমি বলতে শুনেছি—'আরে মশাই,
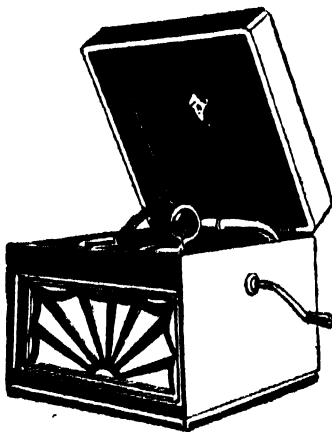
জনসাধারণ অশিক্ষিত, তাদের সন্তুষ্ট করতে হ'লে আমায় আরও নীচে নামতে হবে।'

কিন্তু এর মত ভুল আর কিছু নেই।

জনসাধারণকে এতখানি অশিক্ষিত আর বোকা ভাবা কখনই উচিত নয়। যতখানি বোকা তাদের ভাবি ততখানি বোকা তারা নয়!

আসল কথা, নিজের শিল্পী মন দিয়ে সব কিছুকে বিচার করা উচিত। আমি ত' অন্ততঃ তাই করি। আমার শিল্পী-হৃদয় যদি তৃপ্তি লাভ করে, তখন আমি বুঝতে পারি সকলেরই হৃদয় তাতে সায় দেবে। কাজেই রসের বিচার নিজের মন দিয়ে করাই উচিত।

তাই বলে, মনে করবেন না—আমি খুব উঁচুদরের এমন একটা কিছু করতে চাই, জনসাধারণের কাছে যা চিরকালের জন্যে দুর্বোধ্য এবং হেঁয়ালীই থেকে যাবে। অজস্র অর্থব্যয় করে' যে ছবি আমি তৈরী করলাম, সে ছবি ভাল হয়েছে আমি তখনই বলব, যখন দেখব তার চতুর্গুণ অর্থ আসছে জনসাধারণের কাছ থেকে। তখনই জানব আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে। কাজেই এর অর্থের দিকটা অবজ্ঞা করলে চলে না। তাতে কারও কোনও লাভ নেই। না নিজের, না জনসাধারণের, না কোম্পানীর।

সব দেশের সব সমাজেই এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যাঁরা ছবির মধ্যে উঁচুদরের আর্ট খোঁজেন। তাঁদের সন্তুষ্ট করতে যাওয়া বৃথা। সংখ্যায় তাঁরা সর্ব্বত্রই অল্প। ছবি শুধু তাঁদের জন্যে নয়। ছবি জনসাধারণের জন্যে। কাজেই জনসাধারণকে নিয়েই আমার কারবার। জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে হবে। অবশ্য খুব নীচে নেমে গিয়ে নয়। সেকথা আমি আগেই বলেছি।

ছবিতে সাজ-পোষাকের জাঁকজমক্ থাকা একটুখানি ভালো। 'হেনরি দি এইট্থ্' যখন আমি তৈরী করি তখন ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ থেকে কত টেলিগ্রাম যে আমি পেয়েছিলাম তার ইয়ত্তা নেই। প্রত্যেকেই আমায় উপদেশ দিয়েছিলেন—ও ছবি আমি যেন না করি। তাঁদের বলবার উদ্দেশ্য—এযুগে সাজ-পোষাকের জাঁকজমক্ কিছুতেই চলবে না, অর্থাৎ এটা কষ্টিউম প্লের যুগ নয়। কিন্তু কারও কথা আমি শুনিনি।

এখন দেখছি—'হেনরি দি এইট্থ'এর পর থেকে জমকালো সাজ-পোষাকওয়ালা ঐতিহাসিক গল্পের ছবি তোলবার দিকেই সকলে ঝুঁকে পড়েছেন।

আবার এমনও দেখলাম, আমারই একখানি ছবি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করলো, কিন্তু ছবিখানি তুলে আমার কেমন যেন মন ভরলো না। 'প্রাইভেট লাইফ্ অভ্ হেলেন্ অভ্ ট্রয়'র কথা বলছি। আমার 'ক্যাথারিণ দি গ্রেট্' ছবিখানিও আমার তেমন ভাল লাগেনি।

ছবি তোলার ব্যাপারে সব চেয়ে দরকারী কথা হচ্ছে এই যে, কারও একার চেষ্টায় এ জিনিস ভাল কখনও হতে পারে না। ছবির ক্যামেরা, শব্দের ক্যামেরা আর আলো—এই তিনটি জিনিসের জন্যে যন্ত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। কাজেই এই তিনটি ব্যাপারে এমন তিনজন ব্যক্তির থাকা দরকার, যন্ত্রের উপর আধিপত্য যাঁদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। তারপর অভিনেতা অভিনেত্রী, সঙ্গীত-পরিচালক ও শিল্প-নির্দ্দেশক। এ-সবের ওপরে সিনারিও-লেখক ও পরিচালক। পরিচালকের হাতে থাকবে রাশ। এই এতগুলি মানুষকে একটি গাড়ীতে পরিচালক যদি ঠিক মত রাশ ধরে' থাকতে পারেন তাহ'লে গাড়ী তাঁর সোজাপথে চল্‌বে।

কাজেই একখানি ছবি ভাল হ'তে হ'লে এতগুলি লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। চেষ্টাটা ঠিক সমবেত হচ্ছে কিনা পরিচালকের সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যদি পরিচালকের না থাকে তাহ'লে অনেক কিছু গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

ছবির পরিচালক হ'তে হ'লে আরও দুটি জিনিস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। একটি—দেশের সাহিত্য, আর একটি দেশের শিল্প। সাহিত্য বলতে গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির কথাই বলছি। কারণ এইগুলিই আমাদের ছবি তৈরির উপাদান।

ছবি সম্বন্ধে বলবার আছে আরও অনেক-কিছুই। ভবিষ্যতে কোনদিন সুযোগ পাই ত' বলব।

আর্থিক বাঙ্গলা

পল্লীর উন্নতির সরকারী পরিকল্পনা

ভারত সরকার পল্লীর উন্নতির জন্য যে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন বাঙ্গলার ভাগে তাহার ১৬ লক্ষ টাকা পড়িয়াছে। বলাবাহুল্য ১৬লক্ষ টাকায় বাঙ্গলার পল্লী সমস্যার প্রান্তদেশও স্পর্শ করা যাইতে পারে না। তাহাহইলেও এই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা লইয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। বাঙ্গলার সরকার সম্প্রতি ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করায় এই জল্পনা কল্পনার অবসান হইল বটে, কিন্তু সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল তাহা আরও দৃঢ়মূল হইবে এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিসাবের তালিকায় একবার চোখ বুলালেই এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে; তাহা এইরূপ :—

(১) কৃষির জন্য বীজ প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; (২) গোজাতির ও গবাদি পশুর খাদ্যের উন্নতি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; (৩) হাঁস মুরগী ইত্যাদির উন্নতি ৫০০৲ টাকা; (৪) জিলায় জিলায় প্রচার কার্য্য ২০ হাজার টাকা; (৫) মেদিনীপুর জিলায় বেতারের ব্যবস্থা ৮২ হাজার টাকা; (৬) ধান ও পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ৫০ হাজার টাকা; (৭) দড়ি প্রস্তুত শিক্ষা দান ৪০ হাজার ৭ শত টাকা; (৮) ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে ডিস্পেন্সারী স্থাপন ও পানীয় জলের উন্নতি বিধান ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; (৯) কোনও কোনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে খেলার মাঠ প্রস্তুত করা, পাঠাগার ও সভাগৃহ প্রতিষ্ঠা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; (১০) বয়স্কাউট, গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী আন্দোলনে সাহায্যদান ২০ হাজার টাকা; (১১) পল্লী অঞ্চলে ছোটখাট পয়ঃপ্রণালী ও জলের ব্যবস্থা ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, (১২) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতিবিধান ২৫ হাজার টাকা; (১৩) কমিশনারগণ এবং সদরওয়ালাগণের বিবেচনামত খরচের জন্য ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৮ শত টাকা।

এই ভাবে মোটামুটি একটা হিসাব ধরা হইয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে এক দফার বরাদ্দ হইতে টাকা লইয়া অপর দফায় খরচ করা যাইবে। কিন্তু মোট খরচ ১৬ লক্ষ টাকা ছাড়াইবে না।

এই তালিকা দেখিয়া মোটেই মনে হয় না যে সরকার বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের সমস্যা হৃদয় দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমস্যা হইতে নিদারুণ আর্থিক দৈন্য এবং তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ব্যাপক অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শিক্ষাহীনতায়। সুতরাং আমরা যখন সরকারকে সমগ্র বাংলার পল্লীর উন্নতির নামে মোট মাত্র ১৬ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করিয়া একটি জেলার বেতারের ব্যবস্থার জন্যই ৮২ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য করিতে দেখি তখন এই পরিকল্পনাকে কি নামে অভিহিত করিব ভাবিয়া পাই না। সরকারের বুঝা উচিত ছিল যে, শুধু তালিকার দৈর্ঘ্য দেখাইয়া লোককে প্রবোধ দিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। সরকার যদি বাস্তবিক দেশবাসীর হৃদয় জয় করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অন্যপথ ধরিতে হইবে। আমরা বারান্তরে এই পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

ভারত সরকার এ বৎসর (১৯৩৫-৩৬ সালে) দুইটী ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; একটি লণ্ডনে এবং একটী ভারতবর্ষে। লণ্ডনের ঋণটীর পরিমাণ ১কোটি পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষের ঋণটী ১৫ কোটি টাকা। ভারতবর্ষে ঋণটীর জন্য গত ৫ই আগষ্ট আবেদন গ্রহণ করা হয়। ঋণপত্রের চাহিদা এত বেশী হইয়াছিল যে, মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে নগদে ও কোম্পানীর কাগজে ২৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন পাওয়া যায় এবং বিশ মিনিট পরেই আবেদন গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঋণটীর সুদ শতকরা ৩৲ টাকা এবং তাহা ১৯৫৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পরিশোধনীয়। সরকার প্রতি এক শ' টাকায় ঋণ পত্র ৯৬৷৷০ আনায় বিক্রয় করেন। কিন্তু প্রথম দিনেই তাহার মূল্য টাকা বাড়িয়া ৯৭৷৷০ আনায় দাঁড়ায়।

সরকার প্রতি এক শ' টাকার ঋণপত্রের বিক্রয় মূল্য যখন ৯৬৷৷০ টাকা ধার্য্য করেন তখন ব্যবসায়ী মহলের অনেকেই বলিয়াছিলেন যে, এই মূল্য অত্যন্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে। এবং সরকার করদাতাদের টাকায় বড় বড় ব্যাঙ্ক ও মহাজনী প্রতিষ্ঠাতা সমূহকে লাভবান করিয়া দিতেছেন। এই সমালোচনা যে অসঙ্গত নহে তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে "ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স" পত্রিকা বলেন, "যাঁহারা পরামর্শ দিতে সক্ষম সরকার যদি তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে, দাদনকারীগণ নূতন ঋণের প্রতি এক শ' টাকায় ঋণ পত্র ৯৯৲ টাকায়ই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে। যে সমস্ত বড় বড় ফার্ম্ম প্রথমেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বপ্রথম ঋণ পত্র ক্রয় করিয়াছে তাহাদিগকে সরকার প্রতি এক শ' টাকার ঋণ পত্রে যে ২৷৷০ টাকা করিয়া সুবিধা দিলেন তাহার ফলে দেশের ৩৭৷৷০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল।"

ভারত সরকার ১৯৩৫-৩৬ সালে কি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিবেন অর্থ সচিবের বাজেট বক্তৃতায় তাহার আভাষ দেওয়া হয়। অর্থ সচিব বলেন, ভারত সরকারকে ১৯৩৫ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৬৷৷০ টাকা সুদের ১৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বণ্ড এবং ১৯৩৫ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৫৲ টাকা সুদের ১১'৪ কোটি টাকার বণ্ড পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তাঁহারা ১৯৩৫-৩৭ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৬৲ টাকা সুদের ১কোটি ১৯ লক্ষ পাউণ্ডের ষ্টার্লিংবণ্ড এবং ১৯৩৫-৫৫ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৪৷৷০ টাকা সুদের ৩৫ লক্ষ পাউণ্ডের একের দুই আট আর ছিবে-

ঋার ষ্টকও পরিশোধ করিতে পারেন অথবা নাও পরিশোধ করিতে পারেন। কাজেই গভর্ণমেণ্ট মোট আনুমানিক ৪৮ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। কিন্তু অর্থ সচিব আশা করিয়াছিলেন যে, ২৫ কোটি টাকার বেশী নূতন ঋণ গ্রহণ না করিয়াই এই সমস্ত ঋণ পরিশোধ ও "হোম চার্জ্জ" বাবদ লণ্ডনে ২.কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পাঠান সম্ভব হইবে। লণ্ডনে সম্প্রতি যে এক কোটী পাউণ্ড ঋণ গৃহীত হইয়াছে টাকায় পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩॥ কোটী টাকা। ভারতবর্ষে নূতন ঋণ গৃহীত হইল ১৫ কোটি টাকা। সুতরাং মোট নূতন কর্জ্জের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ২৮॥ কোটি টাকা—অর্থাৎ বাজেটে যে পরিমাণ নূতন কর্জ্জের হিসাব ধরা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৩২॥ কোটি টাকা বেশী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারত সরকার এবৎসর মোট ৪৮ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন। তাহা হইতে বর্ত্তমান বৎসর যে দুইটি ঋণপরিশোধ সরকারের ইচ্ছাধীন তাহা বাদ দিয়া, অবশ্য পরিশোধনীয় ঋণ দুইটির পরিমাণ-ই ২৭।৪ টাকা। তাহা ছাড়া বোম্বাই সরকারের শতকরা ৬॥০ টাকা সুদের ১০ কোটি টাকার বোম্বে ডেভেলপমেণ্টলোন গত বৎসরের শেষ দিকে পরিশোধ করা হইয়াছে। এই তিনটী ঋণই ভারতবর্ষে গৃহীত হইয়াছিল। এই ৩৭ কোটি টাকা হইতে ভারতবর্ষে গৃহীত নূতন ঋণের ১৫ কোটি টাকা বাদ দিয়া ভারতের বাজারের অতিরিক্ত দাদনযোগ্য টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ২২ কোটি টাকা। সুতরাং ভারতের কোম্পানীর কাগজের বাজার শীঘ্রই বেশ চড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে, সরকার লণ্ডনে যে এক কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহ করিরাছেন ভারতবর্ষ হইতেই তাহা অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু এই সম্পর্কে সরকার ভারতবর্ষের দাবীতে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ভারতের জাতীয় ঋণভার যেরূপ বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে একেতো সব সময়ে নূতন ঋণ গ্রহণই সমর্থনযোগ্য নহে; তার উপর ষ্টার্লিং ঋণ গ্রহণ বহু দিক দিয়া আরও আপত্তিজনক। ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বৈদেশিক ঋণভার শুধু বর্ত্তমানে নহে ভবিষ্যতের পক্ষেও ভারতের সমূহ বিপদের কারণ ভারতসরকারের বর্ত্তমান ঋণ গ্রহণ নীতির পরিবর্ত্তন না হইলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়াই ইংলণ্ডের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা চিরস্থায়ী হইবে।

সরকারী কৃষি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের ১৯৩৩-৩৪ সনের রিপোর্টের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ডঃ জি, পি, হেক্টর এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ছুটী লইলে মিঃ কে, ম্যাকনিয়ান আলোচ্য বৎসরের অবশিষ্টকাল তাঁহার পদে কাজ করেন।

সাধারণ অবস্থা

আলোচ্য বৎসরে শরৎ ও শীতকালীন শস্য ভালই হইয়াছিল। রবিশস্যও একরূপ মন্দ হয় নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থা খারাপই চলে, পাট ও চাউল খুব কম দরে বিক্রয় হয়। খরচ কমানোর জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫টি জেলা কৃষিকর্ম্মচারীর পদ উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলার পাট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে তদন্ত কমিটির সভ্যগণের মতভেদ থাকাতে গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে অর্থনীতি তদন্ত বোর্ডের পরামর্শ চাহেন। ইত্যবসরে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ব্যাপকভাবে পল্লী অঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালানো হয়। কিন্তু উহার ফল আশাপ্রদ হয় নাই।

গবেষণা ও পরীক্ষা

প্রাদেশিক রাজস্বের যে অবস্থা ছিল তাহাতে গবেষণা ও পরীক্ষার কাজ বাড়ানো সম্ভবপর হইত না। কিন্তু কৃষিগবেষণার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সহায়তায় অর্থের অনটন সত্বেও বর্ত্তমান বৎসরে কৃষিগবেষণার ৭টি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি নূতন পরিকল্পনা—একটি কৃষ্ণনগরে ফল সম্বন্ধে গবেষণা এবং অন্যটি ইক্ষুচাষের খরচ সম্বন্ধে তদন্ত কার্য্য।

কৃষিগবেষণার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের অর্থসাহায্য কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়।

কৃষি বিভাগের চেষ্টার ফলে গত বৎসর অপেক্ষা এবার ইক্ষু চাষের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনটি সাদা চিনির কারখানা নূতন খোলা হইয়াছে। তাহাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। কতকগুলি গুড়ের কারখানাতে কাজও চলিয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, ইক্ষুর মণ চার আনার উপরে হইলে আর তাহাদের লাভ হয় না।

তামাকের চাষও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তামাকের দাম কমে নাই। অনেক স্থলে শিলাবৃষ্টির দরুণ তামাক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

যে সমস্ত জেলায় পাট জন্মে, তথাকার কৃষকদিগকে বেশী পরিমাণে বাদাম উৎপাদনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।

গৃহপালিত পশুর উন্নতি

ব্যয়সঙ্কোচের জন্য রংপুরের কৃষিশালা উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মালদহ, রাজসাহী, নদীয়া ও হুগলী জেলায় নির্ব্বাচিত ষাঁড় বিতরণ করিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। পশু খাদ্যের চাষবৃদ্ধি—বিশেষতঃ নেপিয়ার ঘাসের চাষ বৃদ্ধি, গবর্ণমেণ্টের গৃহপালিত পশুর উন্নতির পরিকল্পনার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

পশুদের পরিপুষ্টির সম্বন্ধেও এ বৎসর গবেষণা করা হইয়াছে।

প্রচার কার্য্য

নানা জেলায় ম্যাজিক লণ্ঠনে বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং উন্নত ধরণের শস্য প্রদর্শন করা হয়। গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ লাউড স্পীকারযুক্ত একটি মটরগাড়ী বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করেন। ঐ সমস্ত জেলার কৃষিকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত থাকিয়া উহার সহায়তায় বক্তৃতা করেন এবং কৃষিসম্বন্ধীয় গবেষণার ফল প্রদর্শন করেন।

কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা

আলোচ্য বৎসরে ৫৬টি স্কুলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ৩,০৩০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে।

ফরিদপুর কৃষিশালায় ভদ্র যুবকদিগকে হাতেকলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষা এখনও দেওয়া হইতেছে। ৫ম দল শিক্ষালাভ করিয়া চরে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ৬ষ্ঠ দল কৃষিশালায় কাজ শিক্ষা করিতেছে।

কৃষি-যন্ত্র

ইক্ষুকলের উন্নতি সাধনেই কৃষিবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলেন। 'ওপেন প্যান' প্রণালীতে চিনি তৈয়ারী প্রদর্শনের জন্য রাজসাহীতে একটি কারখানা খোলা হয়। মালদহ সমবায় শর্করা প্রস্তুত সমিতিও মালদহে এইরূপ একটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রেশমকীট-পালন

এই বিভাগের খরচ কমানোর জন্য এই বিভাগের একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮ জন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে চাকুরী হইতে ছাড়ান হয়। টাঙ্গিগঞ্জ, অমৃতি, কুমারপুর, ঢাকা ও মুকুন্দের নার্সারী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল যে সমস্ত জেলায় রেশম উৎপন্ন হয় সেখানে ৭টি নার্সারী আছে। কম খরচে প্রচুর তুঁত পাতা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে এ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্যও চালানো হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কয়লা ব্যবসা

রায় বাহাদুর ডি ডি ঠক্কর "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে কয়লার ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দুর্গতির নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(১) অত্যধিক রেল ভাড়া এবং তাহার উপর শতকরা ১২৷৷০ টাকা সার-চার্জ্জ। কয়লা শিল্পকে মাল প্রেরণের জন্য সম্পূর্ণরূপেই রেলওয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। কয়লা খনিগুলির নিকট কোনও জলপথ বা মাল প্রেরণের অপর কোনও সুবিধা না থাকায় মাল বহনের ভাড়ার ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিযোগিতা নাই বলিলেই চলে। সুতরাং রেলওয়েগুলি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার উপভোগ করিতেছে। অত্যধিক রেলভাড়ার জন্য দেশের সুদূর অঞ্চলে মাল প্রেরণ করার অনন্ত অসুবিধা হইতেছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কয়লা শিল্পের পক্ষ হইতে সর্ব্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কোন ফলই পাওয়া যায় নাই।

(২) পূর্ব্বে বিদেশের বাজারে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় কয়লা বিক্রয় হইত; বর্ত্তমানে এই সমস্ত বাজার ভারতের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপের সমস্ত দেশ নিজের শিল্প সমূহকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করিয়া রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে

একমাত্র ভারতবর্ষেই এখনও অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হইতেছে। ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষ মাত্র ৮ লক্ষ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী করে। রেল ভাড়া, বন্দর শুল্ক, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি যথোচিত পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইলে বা উপযুক্ত রিবেট প্রদান করা হইলে এই দিক দিয়া ভারতীয় কয়লার কাট্‌তির যথেষ্ট সুবিধা হইত।

(৩) বিদেশী কয়লার প্রতিযোগিতা। আমদানীশুল্ক স্থাপন করিয়া ইহা বন্ধ করা যাইতে পারে।

(৪) অতিরিক্ত কয়লা উৎপাদন। আমরা যে পরিমাণ কয়লা বিক্রয় করিতে পারি তদপেক্ষা বেশী কয়লা উত্তোলন করি। ইহার ফলে অস্বাস্থ্যকর, অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে এবং খনি সমূহের মধ্যে পরস্পর হইতে দাম কমাইয়া মাল বিক্রয়ের চেষ্টা চলিয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে আইনের সাহায্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। সরবরাহ যাহাতে চাহিদার উপর একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে না পারে সেইভাবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত অসুবিধাগুলির সবগুলিরই প্রতিকার গভর্ণমেণ্টের হাতে। কয়লা একটি মূল শিল্প; সুতরাং ইহা গভর্ণমেণ্টের নিকট অবিলম্বে এই সমস্ত অন্যায় ও অসুবিধার প্রতিকার দাবী করিতে পারে।

সিমেণ্ট কোম্পানী

বোম্বাইএর এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সমস্ত সিমেণ্ট কোম্পানী আছে সেইগুলিকে লইয়া বোম্বাইএ একটি কর্পোরেশন গঠিত হইবে। সিমেণ্ট কোম্পানী গুলির বর্ত্তমান বাজার দর ধরিয়া নূতন কর্পোরেশন তাহাদের সমান মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিবেন। অফিসাদিরও অন্যায় ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে কমানই প্রস্তাবিত কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যেক কোম্পানীকেই উচ্চ বেতনের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিতে হয়। প্রস্তাবিত কর্পোরেশন গঠিত হইলে প্রত্যেক কারখানার জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না। সমগ্র কর্পোরেশনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিলেই চলিবে।

রেলওয়েযোগে মাল প্রেরণের ব্যয় যথাসম্ভব কমাইয়াও অনেক টাকা বাঁচান যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে পাঞ্জাবে যে সিমেণ্ট কোম্পানীর কারখানা উহা যদি বোম্বাই বা মান্দ্রাজ হইতে কোন অর্ডার পায় তাহা হইলে উহাকে অনেক রেলভাড়া দিয়া মাল প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় স্থানীয় কারখানা হইতেই অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাঞ্জাব হইতে যে সমস্ত অর্ডার আসিবে পাঞ্জাবের কারখানাই সেই সমস্ত অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিবে। সেইরূপ দক্ষিণ ভারত হইতে যেসমস্ত অর্ডার পাওয়া যাইবে দক্ষিণ ভারতের কারখানা সেই সকল অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিবে এবং অন্যান্য স্থান সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ইহার অর্থ এই যে, মাল

প্রেরণের জন্য বিশেষ কোন ব্যয়ই পড়িবে না।

সকলেই আশা করেন, প্রস্তাবিত কর্পোরেশন গঠিত হইলে ব্যবহারকারীগণ উপকৃত হইবে। যদিও বর্ত্তমানে বিভিন্ন সিমেণ্ট কোম্পানীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে কর্পোরেশন গঠিত হইলে সেই প্রতিযোগিতা আর থাকিবে না। প্রকাশ যে, প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের অধিকাংশ ডিরেক্টরই ভারতীয় হইবেন।

বিদেশে ট্রেড কমিশনার

বিদেশে ট্রেড কমিশনার রাখা কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে রুমেনিয়া ভারতীয় পণ্যের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। মিলানস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনার রুমেনিয়া গভর্ণমেণ্টকে জান'ন, তাঁহারা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হইয়াছে, কারণ ভারতবর্ষ রুমেনিয়ায় যত টাকার পণ্য রপ্তানী করে, রুমেনিয়া তদপেক্ষা বেশী টাকার পণ্য ভারতবর্ষে রপ্তানী করিয়া থাকে। প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের সহিত রুমানিয়ার বাণিজ্যের প্রকৃত তথ্য রুমেনিয়া সরকারের গোচরীভূত করার পর তাঁহারা ভারতীয় পণ্য আমদানীর জন্য পুনরায় লাইসেন্স প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই সম্পর্কে আর কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু ভারতীয় রপ্তানীকারকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লাইসেন্স ব্যতীত রুমেনিয়ায় মাল রপ্তানী করা যাইবে না।

পশম ব্যবসায়

পশম শিল্প সম্বন্ধে ট্রাফিক বোর্ডের রিপোর্ট ভারত সরকারের পরীক্ষাধীন আছে ; কিন্তু প্রকাশ যে, এ বৎসর এই সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না। ইতিমধ্যে জাপানী প্রতিযোগিতার ফলে যে সমস্ত বৃটিশ স্বার্থ গুরুতররূপে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহার অবিলম্বে প্রতিকারের জন্য দাবী জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে এক কোটি টাকার পশমী বস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী করে ; ১৯৩৪-৩৫ সালে এই আমদানীর মূল্য বাড়িয়া ১৪০ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। অথচ বৃটেন হইতে আমদানীর মূল্য যেখানে ১৯৩৩-৩৪ সালে হইল ৫৭।৪ লক্ষ টাকা, সেখানে ১৯৩৪-৩৫ সালে তারা কমিয়া দাঁড়ায় ৪৬৷৷০ লক্ষ টাকায়।

এদিকে জাপান হইতে আমদানী পশমী বস্ত্রের মূল্য চারিগুণ বাড়িয়া ১৫ লক্ষ টাকা হইতে ৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

ফ্রান্স হইতে আমদানীর মূল্য ১৭ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৪ লক্ষ টাকায় এবং ইতালী হইতে আমদানীর মূল্য ২২ লক্ষ টাকা হইতে ৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

একমাত্র জার্ম্মাণীর অংশ একলক্ষ টাকা বাড়িয়া যায়।

বৃটেন হইতে আমদানীর মূল্য যেরূপ কমিয়া গিয়াছে তাহাতে অনেকে মনে করেন যে, ট্রাফিক বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার বৃটিশ রপ্তানীকারকদিগকে শুল্ক বিষয়ে সুবিধা প্রদান করিতে পারেন।

খেলা ধূলা

খেলার মাঠে মারামারি

এমন বৎসর যায় না যে খেলার মাঠে মারামারি না হয়, বছর দুই হইল মারামারিটা বাড়িয়াছে। প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়রূপে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আবির্ভাব ও মারামারির সংখ্যা বৃদ্ধি একসঙ্গে বাড়িয়াছে। এই দুইটার মধ্যে যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই তাহাও বলিতে পারি না। এই বৎসরই কালিঘাট ও মহমেডানের মারামারি দৃষ্টান্ত স্থল, মহমেডানের কয়েকজন খেলোয়াড় আসিয়া অকারণে কালিঘাটের কয়েকজন খেলোয়াড়কে ধরিয়া মারধর করিতে লাগিল, কি চমৎকার খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে কোন হিন্দু টিমের খেলা পড়িলে সকলেই মারামারির আশঙ্কা করিতে থাকেন—কি পুলিশ, কি দর্শক! ঐদিনের খেলায় মাঠে লাল পাগড়ির আধিক্য ঘটিয়া থাকে, ইহা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ খেলার মাঠে আমরা—হিন্দু ও মুসলমান—কোন নিয়ম মানিয়া খেলা করিতে পারিব না, ইহা একপ্রকার জানা কথা। আমাদের মৈত্রী—আমাদের জাতীয়তা, আমাদের রাষ্ট্র শাসনের যোগ্যতা সম্বন্ধে কি চমৎকার দৃষ্টান্ত। দ্বারভাঙ্গা শীল্ডে মোহনবাগান বনাম মহামেডানের খেলায় ইহারই পুনরাভিনয় গত শনিবার ১০ই আগষ্ট হইয়া গিয়াছে। একজন মুসলমান দর্শক খেলার মাঠে নামিয়া মোহনবাগানের একজন খেলোয়াড়কে মারিতে যায়, ভাগ্যে মাঠে পুলিশ ছিল এবং তাহাদের হাতে হাণ্টার ছিল তাই রক্ষা। কাগজে পড়েছি মহামেডান ক্লাবের সেক্রেটারী আসিয়া ঐ লোকটাকে পুলিশের হাত হইতে ছাড়াইয়া আনে। সেক্রেটারী মহোদয় কেন যে আইনকে নিজের গতিতে অগ্রসর হইতে না দিয়া লোকটাকে বাঁচাইতে গেল, ইহাই আশ্চর্য্য,—কোন হিন্দু যদি রসিদকে মারিবার জন্য দৌড়াইত, তাহা হইলে কি তাহার হৃদয় হইতে কি করুণা ঝড়িয়া পড়িত? আমরা জানি তাহা হইলে বাঁধিত দাঙ্গা। জোর—কেবল গায়ের জোর—ইহাকেই মূল্য করিয়া যাহারা জীবন কাটাইতে চায় এবং সমাজ জীবনের প্রত্যেক অংশে এই নীতি খাটাইতে চায় তাহাতে প্রকৃত স্থান আর যেখানেই হউক খেলার মাঠে না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের "বিদ্রোহী" ও "রাতকাণা"

বিদ্রোহী—

প্রযোজক—বি, এল, খেম্‌কা।
কথা-শিল্পী—চারুচন্দ্র ঘোষ।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
আলোক চিত্রশিল্পী—প্রবোধ দাস।
শব্দ যন্ত্রী—সি, এস, নিগম্‌।
গীত-রচয়িতা—শৈলেন রায় ও অজয় ভট্টাচার্য্য।
সুরশিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে ও হিমাংশু দত্ত।
সম্পাদনা—ধরম বীর।

ভূমিকালিপি :—অম্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী; রামচন্দ্র—ভূমেন রায়; যশোবন্ত রাও—ললিত মিত্র; অজয়—বাণীভূষণ; তুলসী—জ্যোৎস্না গুপ্তা; মাধবী—ডলি দত্ত; রাণী মল্লিকা—সুনীতি; কল্যাণ—পূর্ণিমা; নাগরিক—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী; নাগরিক পত্নী—ইন্দুবালা; চারণদ্বয়—অনুপম ঘটক ও শচীন দেব বর্ম্মণ প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি শনিবার ৩রা আগষ্ট রূপবাণীতে।

সংক্ষেপে ছবির আখ্যানভাগ এই :—

অম্বর—রাণা যশোবন্ত রাওয়ের সেনাপতি। ইন্দ্রিয় বিলাসী রাজার রাজ্য পরিচালনে ঔদাসীন্যের সুযোগে অম্বর রাজ্যে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করে। তাহার এই যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল রাজপুত যুবক রামচন্দ্র। অম্বরের কন্যা মাধবী রামচন্দ্রের অনুরক্তা ছিলেন। অম্বরের আদেশে রামচন্দ্রের পুরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।

রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অম্বরের ক্রোধের সীমা রহিল না। রামচন্দ্রকে ধরিয়া আনিবার জন্য অম্বর শত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করিবার কালে অম্বর পথিপার্শ্বে একটি বালককে দেখিতে পাইয়া রামচন্দ্র কোনদিকে গিয়াছে তাহা বালককে জিজ্ঞাসা করিল। বালকের নিকট প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া ক্রোধান্ধ অম্বর তাহাকে হত্যা করিল। রামচন্দ্র আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিল এ হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া শিরস্ত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না।

এই বালকটিরই বোন্ তুলসী। রামচন্দ্র তাহাকে অপহরণকারী রাজসৈন্যের হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজ গৃহে আশ্রয় প্রদান করিল—তাহারা পরস্পরে অনুরক্ত হইল।

একদিন রামচন্দ্র অম্বরের নবনির্ম্মিত দুর্গ দখল করিতে গেল। দুর্গ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—তুলসী নাই। রামচন্দ্র তুলসীর অনুসন্ধানে বাহির হইল। অম্বরের গৃহে পৌঁছিলে মাধবী তাহাকে তুলসীর সন্ধান বলিয়া দিল।

এইখানে রামচন্দ্র ও অম্বরে সাক্ষাৎ হইল—পর্ব্বত গহ্বরে। রামচন্দ্র অম্বরের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে প্রাণভিক্ষা দিতে চাহিল—অভিমানী অম্বর তাহা গ্রহণ করিল না—আত্মহত্যা করিল।

রামচন্দ্র ও তুলসীর বিবাহ হইল। আখ্যানটি রোম্যাণ্টিক। প্রেম, যুদ্ধ, অগ্নিকাণ্ড, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র রোম্যান্সের সকল উপাদানই বর্ত্তমান, তবু ছবিখানি তেমন জমাট হয় নাই।

ছবিতে অশ্বারোহীর দল, দুর্গ আক্রমণ করা প্রভৃতি একটা বড় অংশ জুড়িয়া আছে। একথা সত্য যে অন্য কোন বাংলা ছবিতে ও শ্রেণীর ঘটনা ও দৃশ্য ইতোপূর্ব্বে দেখান হয় নাই।

ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকা যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহই অভিনয় জগতে অপরিচিত নহেন। প্রধান ভূমিকায় আছেন—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা; শ্রীমতী ডলিদত্ত। অহীন্দ্র বাবুর সম্পর্কে আমরা বলিয়াই থাকি যে তিনি দর্শকের চিত্তে এমন একটা প্রত্যাশা জাগাইয়া তোলেন—যাহা অভিনয় সকলতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ছবিতে অম্বরের ভূমিকায় তাঁহার বয়োচিত ও ক্ষত্রোচিত বীর্য্য-প্রকাশের ভঙ্গী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার অভিনয় যেন মাঝে মাঝে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। রামচন্দ্রের ভূমিকায় ভূমেন রায়কে মানাইয়াছিল চমৎকার। কিন্তু তাঁহার অভিনয়, সত্য কথা বলিতে গেলে, ভাববিহীন হইয়াছে—সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রেম ও যেন চিত্রে ঘোড়-সওয়ারী মনোভাব লইয়া করিয়াছেন। জ্যোৎস্না ও ডলির প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে সময় লাগিবে। আচ্ছা ডলির স্বাস্থ্য কি কখনও ভাল হইবে না?

তাহার ঐ যে নেহাৎ দুর্ব্বলের মত টানিয়া টানিয়া কথা—ইহা শুনিতে কষ্ট হয়। জ্যোৎস্না এই ছবির নায়িকা—তাহাকে এই ভূমিকায় নির্ব্বাচন সুষ্ঠ হয় নাই। চল্‌তি অভিনয়ের উপরে উঠিয়া কৃত্রিম জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা গড়া জ্যোৎস্নার পক্ষে সাধ্যাতীত মনে হয়। নিজেকে সে কাহিনী বর্ণিত চরিত্রে উন্নীত না করিয়া চরিত্রকে টানিয়া আনিয়াছে নিজের স্বাভাবিক সুরে। সুতরাং তাহার ভূমিকা কোথাও জমাট হইয়া উঠে নাই—বরাবর বেসুরো বাজিয়াছে। ছবিতে চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও ইন্দুবালা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী রূপে হাল্কা ধরণের হাস্য-রস জোগাইয়াছেন। নৃত্য পরিচালনা করিয়াছেন নীহারবালা এবং নিজেও নৃত্য করিয়াছেন। বাহুল্য আর একটু কম হইলে—আরও সুন্দর হইত। অনুপম ঘটকের গানটি উপভোগ্য হইয়াছে। শচীন দেব বর্ম্মনের গানটি মাঝারি ধরণের হইয়াছে।

ফটোগ্রাফি ভাল হইয়াছে—রেকর্ডিং মন্দ নয়।

তবু বলিতে হইবে বাংলাদেশে এক নূতন শ্রেণীর ছবির ইহা পথি প্রদর্শক। অভিনয় যেমনই হৌক—ইহার মধ্যে যে রোম্যান্স আছে যে এড্‌ভেঞ্চারের গন্ধ আছে—তাহা উপভোগ্য।

রাতকাণা -

কথা-শিল্পী—রায় নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

পরিচালক ও আলোক-চিত্র-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস।

শব্দযন্ত্রী—জ্যোতীষ সিংহ।

শ্রেষ্ঠাংশে—রণজিৎ রায়, দুনিয়া বালা, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, ইন্দুবালার মাতা, সুহাস সরকার, নগেন্দ্র বালা প্রভৃতি।

এই ছবিখানি "বিদ্রোহীর" সঙ্গে দেখান হইতেছে।

আখ্যানভাগ—গোবর্দ্ধন ছিল রাতকাণা; জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য সে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিল, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর কাছাকাছি যাইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল এবং গোবর্দ্ধন শ্বশুর বাড়ীর একটি গরুর লেজ ধরিয়া গিয়া তাদের গোয়ালে উপস্থিত হইয়া শ্যালক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইল। একটি রাত্রের মধ্যে সে অনেকগুলি কাণ্ড করিয়া বসিল, স্ত্রীকে শাশুড়ী বলিয়া প্রণাম করিল, শাশুড়ীকে বিড়াল ভাবিয়া এক চড় মারিল এবং শেষে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া কুয়ার মধ্যে পড়িল।

আখ্যানভাগটি সুন্দর এবং হাস্যরসবহুল কতকগুলি সুন্দর দৃশ্যসংস্থান আছে। গোবর্দ্ধনের ভূমিকায় রণজিৎ রায় এবং তার স্ত্রী খেঁদীর ভূমিকায়—দুর্গাবালার অভিনয় ভালই হইয়াছে।

পরিচালনা ও ফটোগ্রাফী বেশ ভাল হইয়াছে।

চিত্রচয়ন :—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ :—

এদের "বিদ্রোহী" ও "রাতকাণা" রূপ-বাণীতে দ্বিতীয় সপ্তাহে প'ড়ল।

* * *

শ্রীযুত জ্যোতীষ মুখার্জ্জি পরিচালিত হেমেন রায়ের "পায়ের ধূলো" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

* * *

এদের উর্দ্দু "খাইবার পাশে"র কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। গল্প ও পরিচালনা ক'রেছেন—মিঃ গুল্‌হামিদ্‌।

পপুলার পিকচার্স :—

এদের "মন্ত্রশক্তি" আস্‌ছে ১৭ই আগষ্ট শনিবার উত্তরায় মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবি-খানার পরিচালনা ক'রেছেন শ্রীযুত সতুসেন। এই প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত যামিনী কুমার মিত্র ছবিখানাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রতে ত্রুটী করেননি। ছবিখানি তোলা হ'য়েছে কালী ফিল্মের ষ্টুডিওতে। শব্দ গ্রহণ ক'রেছেন শ্রীযুত মধুসূদন শীল। আশাকরি এই ছবিখানি জনসাধারণকে আনন্দ দেবে।

কালী ফিল্মস্ :—

এদের উত্তরা আগামী ১৭ই আগষ্ট শনিবার পপুলার পিক্‌চার্সের "মন্ত্রশক্তি" দিয়ে দ্বারো-দ্ঘাটিত হবে।

* * *

"বিদ্যাসুন্দর" মুক্তি প্রতীক্ষায়। শ্রীযুত নরেশ মিত্রের পরিচালনায় এঁরা নির্ব্বাক "সরলার" সবাকরূপ দেবেন। আগামী বারে ইহার ভূমিকালিপি জানাতে চেষ্টা ক'রব।

* * *

শ্রীযুত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় "প্রফুল্ল"র শুটীং আবার আরম্ভ হ'য়েছে। এঁরা নির্ব্বাক "কাল পরিনয়ে"রও সবাক চিত্ররূপ দেবেন বলে জানা গেল।

নিউ থিয়েটার্স :—

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত হিন্দী "দেবদাস" মুক্তি প্রতীক্ষায়। শোনা গেল এই ছবিখানি নাকি বাংলা সংস্করণের চেয়েও উপভোগ্য হ'য়েছে।

শ্রীযুত বড়ুয়ার পরবর্ত্তী ছবি হবে শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ে"।

শ্রীযুত নীতিন বোসের পরিচালনায় "ভাগ্যচক্রের" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। হিন্দী সংস্করণ "ধূপছাওন"ও একই গতিতে এগুচ্ছে। ছবিখানি একটু নতুন ধরণের হবে বলে আশা করা যায়। পাহাড়ী সান্যাল, উমাশশী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় ক'রেছেন।

* * *

এদের তামিল ছবি "রাজা ভোজার" শুটিং সেদিন আমরা দেখে এসেছি। ছবিখানি যে ওদেশে সুনাম অর্জ্জন ক'রবে এ বিষয় সন্দেহ নেই।

* * *

শ্রীযুত হেমচন্দ্রের পরিচালনায় "লেডি ইন্ ডিসট্রেস"এর জোর শূটীং চল্‌ছে।

বেঙ্গল টকীজ :—

প্রসিদ্ধ পরিচালক শ্রীযুত মধু বোসের পরিচালনায় এদের প্রথম হিন্দী সবাক চিত্র "ওয়ান ফ্যাটাল নাইট"এর কাজ প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে এলো। ছবিখানি ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে তোলা হচ্ছে। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী জেরিনা খাতুন অভিনয় করিতেছেন।

রাধা ফিল্মঃ—

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীফণী বর্ম্মার যুগ্ম পরিচালনায় এঁদের বাংলা সবাক "কৃষ্ণ সুদামা"র শূটীং গেল সপ্তাহে আরম্ভ হ'য়েছে। ভূমিকালিপি :—কৃষ্ণ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য; সুদামা—অহীন্দ্র চৌধুরী; নারদ—মৃণাল ঘোষ; সুদামার স্ত্রী—শ্রীমতী রাধারাণী; রুক্মিনী—শ্রীমতী কাননবালা প্রভৃতি।

* * *

শ্রীযুত জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি "কণ্ঠহারে"র চিত্রনাট্য লেখা শেষ ক'রেছেন। শীঘ্রই শূটিং আরম্ভ হবে।

ভূমিকায় দেখা দেবেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, কাননবালা,জহর গাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, ভূপেন রায়, রাধারাণী, মৃণাল ঘোষ, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

শ্রীযুত তড়িৎ বোসের "ওয়াগাক্ এজরা" ও "থাণ্ডার বোল্ট" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

ভারতলক্ষ্মী ঃ—

শ্রীযুত চারু রায়, এঁদের "বাঙালীর" সবাক চিত্ররূপ দিচ্ছেন।

এঁদের "ডাকু-কা-লেড়কা" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

নিউটন ফিল্মস্ ঃ—

"আহ-ঈ-মাজলুমান" শীঘ্রই নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ ক'রবে।

মিঃ বুলচন্দনীর পরিচালনায় "ডাব্বি-কা-শীকারে"র শূটীং জোর চলছে।

এভার গ্রীন পিক্‌চার্স ঃ—

এঁদের প্রথম বাংলা সবাক "শেষ পত্র" আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবিখানি তিন রিলের; কাজেই অন্যান্য ছবির সঙ্গে দেখান হবে। এই ছবিতে অভিনয় ক'রেছেন—মলিনা রায়, ললিত মিত্র, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। এদের দ্বিতীয় চিত্র "পঞ্চবানে"র কাজ দ্রুত চ'লছে।

রূপকথা ঃ—

গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের হিন্দি সবাক "মহারাণী" এই শনিবার হ'তে দেখান হবে। ভূমিকায়—পদ্মাদেবী, রাজাপণ্ডিত, সিরিণ বানু, মোবারক মার্চ্চেণ্ট, এন চাপেকার, এম বাবু রাও প্রভৃতি। এই ছবিখানা সরল হিন্দি ভাষায় তোলা। কাজেই বাঙ্গালী দর্শকদের বুঝ্‌তে অসুবিধা হবে না। এর সঙ্গে সুধাকণ্ঠী আঙ্গুরবালার "সজন্ হিট দেখান হবে।

দীপালী ঃ—

আগামী শনিবার থেকে দীপালীতে বিগত মহাযুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিত্র "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট" দেখান হবে। বিগত মহাযুদ্ধের এমন জীবন্ত চিত্র আর কোন চিত্রেই দেখান হয়নি। লীগ অব নেসন্ এই ছবি খানিকে খুব উচ্চস্থান দিয়েছেন। এই ছবিখানি সকলেরই দেখা উচিত।

ছায়া :—

আস্‌ছে শনিবার থেকে "ছায়ায়" টুয়েন্‌টিয়েথ সেঞ্চুরীর "বুলডগ ড্রামণ্ড ষ্ট্রাইক্স ব্যাক্" চিত্র দেখান হবে। প্রধান ভূমিকায়—রোণ্যাল্ড কোলম্যান ও লরেটা ইয়ং চমৎকার অভিনয় ক'রেছেন। ছবিখানা দর্শকদের আনন্দ দেবে বলে আমরা আশা করি।

* * *

আগামী ১৭ই আগষ্ট "ছায়া" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ ক'রবে। এই উপলক্ষে উক্ত দিবসে উৎসবের আয়োজন করা হবে। কোন বিশিষ্ট নেতা এই উৎসবের পৌরোহিত্য ক'রবেন। এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র "উই লিভ্ এগেন" দেখান হবে।

মুকুল থিয়েটার (ঢাকা)

এখানে সিসিল বি, ডি, মিলের শ্রেষ্ঠ চিত্র "ক্লিওপেট্রা" প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরেছেন, ক্লদেৎ কোল্‌বার্ট। চিত্রামোদী মাত্রেরই এই শ্রেষ্ঠ ছবিখানি দেখা উচিৎ।

চিত্রালয় (ঢাকা)

এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বহু প্রতীক্ষিত বাংলা বাণী চিত্র "বিদ্রোহী" আস্‌ছে শনিবার থেকে প্রথম প্রদর্শিত হবে। প্রাচীন ভারতের রাজপুতনার চিত্ত আলোড়নকারী বীরত্বগাথা হচ্ছে এর গল্পাংশ। এই ছবিখানি বাংলার ছায়াচিত্রে

নূতনত্ব সৃষ্টি ক'রেছে। ছবি খান' যে চিত্রপ্রিয়দের সন্তুষ্ট ক'রবে এ বিষয় আর সন্দেহ নেই।

রোগমুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রেষ্ঠ নট শ্রীযুত শিশির কুমার ভাদুড়ী দীর্ঘ ছয়মাস পর আগামী শনিবার হইতে পুনরায় "বিজয়া"য় রাসবিহারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। শ্রীযুত ভাদুড়ী ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এত দিন কলিকাতার বাইরে ছিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছেন। শোনা গেল তিনি শীঘ্রই একখানা নূতন বইর নাট্যরূপ দেবেন।

বিশ্ব বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্কর

উদয়শঙ্কর ও তাহার সম্প্রদায় আগামী ৩১শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ম্যাডান থিয়েটারে নৃত্যকলা প্রদর্শন ক'রবেন। এই সম্প্রদায়ে—লাহোরের মিস্ জহরা—দক্ষিণ ভারতের মিঃ রাঘবম এবং মণিপুরের একজন নর্ত্তক যোগ দিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের শ্রীমতী কনকলতা এখনও অসুস্থ। সম্ভবতঃ তিনি এই বার নৃত্যকলা প্রদর্শন ক'রতে পারবেন না। আমরা তাঁহার শীঘ্রই আরোগ্য কামনা করি।

Edited, printed and published by Jyotish Chandra Ghosh from **Rup-Rekha Press**, 6, Bhubon Chatterjee Lane, Calcutta.
Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshab Chandra Sen Street (New name for Mechuabazar Street) Calcutta.

রূপরেখা

(চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক)

সম্পাদক - শ্রীজ্যোতীষ চন্দ্র ঘোষ।

Vol. II. No. XVII.
30th August, Friday,
1935
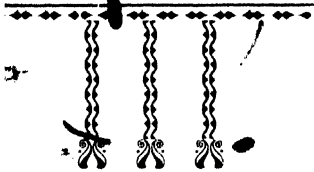
দ্বিতীয় বর্ষ :: সপ্তদশ সংখ্যা
৩০শে আগস্ট, শুক্রবার, ১৯৩৫

বার্ষিক সডাক :: চারি টাকা
প্রতি সংখ্যা :: এক আনা

জনপ্রিয় অভিনেত্রী—
মিস্—মেহ্‌তাব।

রূপরেখা

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ :: সপ্তদশ সংখ্যা

৩০শে আগষ্ট :: শুক্রবার, ১৯৩৫
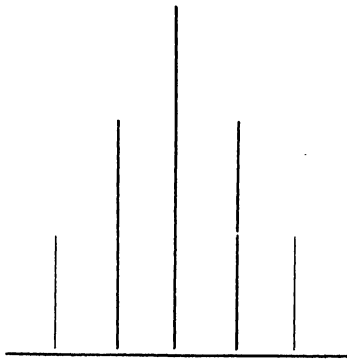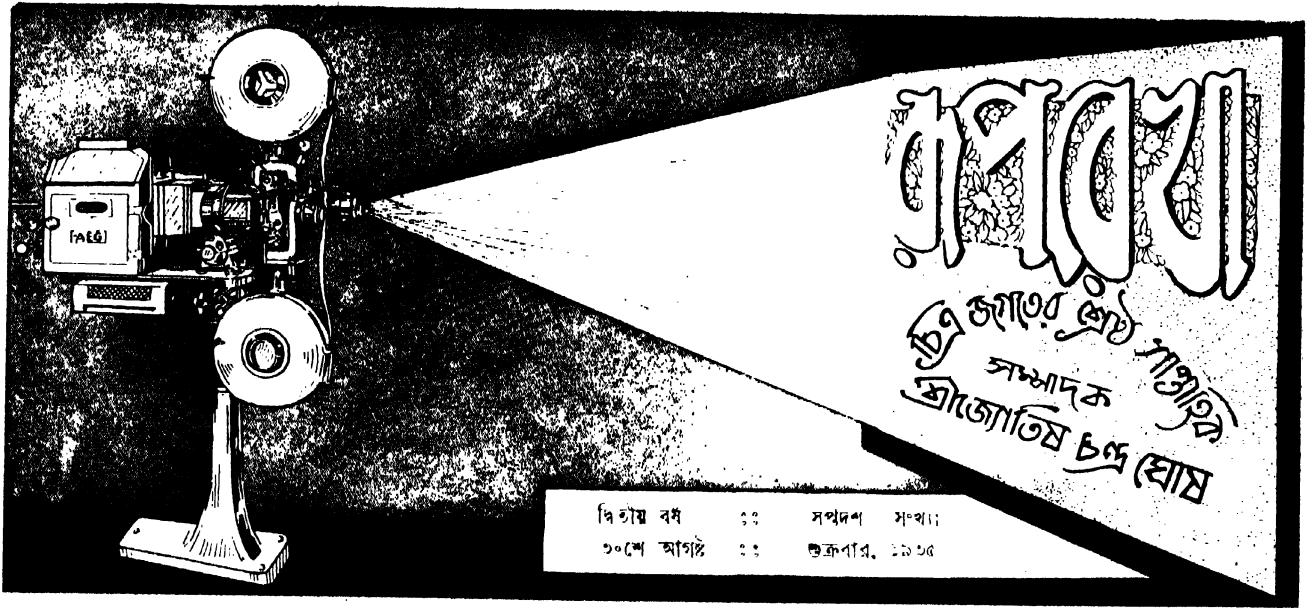
"রেড্-লেটার" চিত্রের নায়িকা—
মিস্—পান্না।

"লেট্‌ 'এম হ্যাভ ইট" চিত্রে—
রিচার্ড আর্লেন ও ব্রুস ক্যাবট্‌
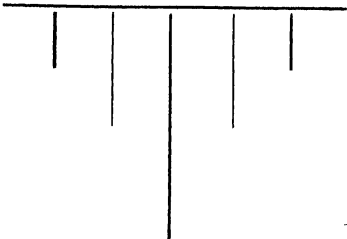
"লা মিজারেবল্‌" চিত্রে—
ফ্রেড্রিক মার্চ, ফ্লোরেন্স
এলড্রিজ্‌ ও চার্লস লাটন।

(ইউনাইটেড্‌ আর্টিষ্ট)

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী "দেবদাসে"
মিঃ সাইগাল ও মিঃ বেগ্।

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা সবাক—
"ভাগ্য চক্রের" একটী দৃশ্য।

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী "দেবদাসের" একটী দৃশ্য।

হিন্দী "নবজীবন" চিত্রের একটী দৃশ্য।

আমাদের কথা :—

এক দেশে জলকষ্ট উপস্থিত—ঘরে ঘরে লোক জল না পাইয়া মারা যাইতেছে। যে সব বড়লোকের বাড়ীর পুকুরে যা এক আধটু জল আছে, কিন্তু তাহা 'ছোট' লোকের পক্ষে প্রাপ্তি অসম্ভব। 'ছোট' লোকদের জন্য বড়দের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা একটা কন্‌ফারেন্স বসাইলেন—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য। বহু তর্ক-বিতর্ক, মাথা নাড়া, ওয়াক আউট ইত্যাদির পরে স্থির হইল যে একটা সব-কমিটি গঠিত হইবে এবং তাঁহারা স্থির করিবেন জলাভাবের কারণ কি—বৃষ্টির অভাব, না সমুদ্রে কি ব্যাপার হইয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

সংবাদিক সম্মেলনের বিদেশে ভারতের কুৎসা প্রচার সম্পর্কে—আলোচনা ও সভায় গৃহীত প্রস্তাব পড়িয়া আমাদের সেই গল্পটিই মনে আসিতেছে। সাংবাদিক সম্মেলন একটি সর্ব্বরোগ হর সব-কমিটি নিযুক্ত করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন এবং মিঃ আঙ্কেলসারিয়া আমেরিকায় সংবাদপত্রের যে কি অসীম প্রভাব সেই সম্পর্কে—আমাদের জ্ঞানের পরিসর বাড়াইলেন। কিন্তু কুৎসা—যতদিন সব-কমিটির রিপোর্ট বাহির না হইবে ততদিন, সে সম্পর্কে চুপচাপ না থাকিয়া উপায় কি?

*　　*　　*　　*　　*

আমরা সাংবাদিক সম্মেলনকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—যে এই বিদেশে ভারতের কুৎসা প্রচার সম্পর্কিত কথাটা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কেন? তাঁহারাও জানেন—সাধারণেও জানেন যে, ইহা উঠিয়াছে কয়েকটি চলচ্চিত্রে—যথা বেঙ্গলী, কিড্ মিনিয়নস্ ইত্যাদিতে ভারতের কুৎসা করা হইয়াছে বলিয়া। কোথায় আমরা আশা করিয়া আছি সম্মেলন এই সম্পর্কে একটা সরাসরি ব্যবস্থা কিছু করিবেন—এই সকল কোম্পানী যারা ভারতীয় পকেটের উদ্বৃত্ত অর্থ আমোদ যোগানোর নাম করিয়া লুটিয়া লয়, তাদের হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিবেন না তাঁহারা সব-কমিটি বসাইলেন বিদেশে প্রচার কার্য্য করিয়া তাঁহারা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিবেন। ভারতের কৃষ্টি-সভ্যতা—ইত্যাদির পরিচয় বিদেশে দিবেন। এই যে প্রচারকার্য্য তাহা এক ভারতের বাইরে হয় না—ভারতেই হয়। ভারতেই বসিয়া ইহারা প্রচারের মাল-মসলাজোগাড় করে, পেট ভরতি করে। এখানে ইহাদের কিছু বলা হইবে না, কিন্তু বিদেশে যাইয়া যখন ইহারা প্রচার করিবে, তখনই আমরা বলিব—ইহা মিথ্যা সত্য নহে। বাঃ—চমৎকার। ভারতের কৃষ্টি প্রচার করিবেন। কোন কৃষ্টি প্রচার করিবেন? কৃষ্টি মানুষের। ভাল হউক মন্দ হউক, অতীতের ভারতীয় বা তাঁহাদের কৃষ্টিসহ মরিয়াছেন। প্রচার করিতে হইবে তো নবীন ভারতের নবীন চিন্তা। কিন্তু প্রচারের পূর্ব্বেই যে কীটের মত দুর্ব্বলতা আমরা একটা সহজ ব্যাপারে দেখাইতেছি, তাহাতে বৈদেশিকদের আমাদের কৃষ্টির প্রতিভা বুঝিতে আর বড় বাকী নাই—পদদলিত, কুৎসিত ভাষিত কীট কুৎসার উত্তরে শাস্ত্র বাক্য শোনায়, অতীতে কবে কোন্ কৃষ্টি ভারতের কোন ভূখণ্ডে প্রচারিত হইয়া কোন শতাব্দীর মরুভূমিতে আসিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—তাহার এক সুদীর্ঘ কাহিনী শুনাইবে। কথা আর কথা—শূন্যগর্ভ গাথা রচনা। দুর্ব্বল বাহাস্ফোট—

*　　*　　*　　*　　*

এইটিই একমাত্র কমিটি নহে—আরও যে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এলবার্টহলের সভায় বাংলার জননেতাদের উপস্থিতিতে—জনসাধারণ তাহা প্রায় ভুলিয়া উঠিয়াছে। বাক্য সম্বল করিয়া যে জাতি চলে তাহাদের অবস্থা এই প্রকার হয়। প্রাণ দিয়া কোন জননেতা কিছু বিশ্বাস করে না, জনসাধারণও তাহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। আজ গালি দিলে —ছয়মাস পরে সভাসমিতি করিয়া—শয়ন, বিশ্রাম, আরাম কোন কিছু বর্জ্জন না করিয়া, যাহারা গালির প্রত্যুত্তর দিতে আসে তাহাদের সেই পরম হাস্যকর অবস্থার কথা তারা না জানিলেও যারা গালি দেয় তারা জানে।

*　　*　　*　　*　　*

মিঃ আঙ্কেল সারিয়া বলিয়াছেন যে আমেরিকায় সংবাদপত্রের অসীম প্রভাব। তিনি এই সঙ্গে একটি কথা তিনি বলেন নাই যে সেখানে জনসাধারণ ও জননেতা উভয়েই সচেতন জীব। জাতীয় জীবনের ঘটনা তাহাদের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। আমাদের দেশে তা নয়। আমাদের দেশে কথা—শব্দ মাত্র, গালিই দাও, দাবীই কর আর পরামর্শই দাও—আমরা সমান দার্শনিকতার সহিত তাহা অবহেলা করি। এই রূপরেখার পৃষ্ঠায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমরা একদিকে জনসাধারণকে অপরদিকে জননেতাদের—পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছি—ছায়াচিত্রে কুৎসা প্রচার সম্পর্কে অবহিত হইতে। অবশেষে একদিন এলবার্টহলের সভা হইতে হ্রেষারব শোনা গেলো—একটি ডিম্ব প্রসব হইয়াছে—তাহার নাম সব কমিটি।

*　　*　　*　　*　　*

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আবারও বলিতেছি যে ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এক কুৎসিৎ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে—ছায়াচিত্র দর্শকদের ফাঁকি দিবার জন্য। একটা জাতির মধ্যে সাধুও থাকেন চোরও থাকে—বীরও থাকে কাপুরুষও

থাকে কিন্তু যদি কোন জাতির মধ্যে অধিকাংশই চোর বা অধিকাংশই কাপুরুষ হয়—তখন। পল্লীগ্রামের ভাষায় বলা যায় সে জাতির আর 'ভাত্য' নাই। ছায়াচিত্র জগতেও প্রায় সেই অবস্থাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার ছবি ছাইই হোক আর ভস্মই হোক এমন সংবাদপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, যাহা বলিবে, তোমার চিত্র হইয়াছে—ভূত ন ভবিষ্যতি। এক আধখানা সংবাদপত্র এরূপ হইত তো কথা ছিল না—কিন্তু প্রায় সবই এইরূপ। সুতরাং ছায়াচিত্রের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ আশাপ্রদ তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

* * * * *

কথাটা আরও একটু সবিস্তারে বলি। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ইহা একদিকে যেমন—সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থার-ব্যক্তির সম্পদ আর একদিকে তাহা জাতীর সম্পদ। যাহা জাতীর সম্পদ তাহার উন্নতি অবনতিতে সমগ্র জাতির উন্নতি অবনতির প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং জাতীর শিল্পকলা বাণিজ্য ইত্যাদির উপর যদি সত্য ও কঠোর সমালোচনার আলোকপাত না হয়, তাহা হইলে তাহা বাড়ে না। বর্ত্তমান যুগে সংবাদপত্রের উপর আছে এই সমালোচনার কঠোর দায়িত্ব—যেমন পুলিশের উপর থাকে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব—পুলিশ যদি চোরের সহযোগিতা করে তাহা হইলে যেমন শান্তিরক্ষা হয়। সংবাদপত্র যদি ছায়াচিত্রের 'রাইট আপ' লেখাতেই আত্মনিয়োগ করে তবে ছায়াচিত্র শিল্পের উন্নতিও সেইরূপই হয়। আমরা বাংলা দেশে সেই উন্নতিই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ব্যক্তিগত আত্মীয়তা, বিজ্ঞাপন, চিত্রগৃহে পাশ এই তেকাঠার মধ্যে পড়িয়া ছায়াচিত্র শিশু দম বন্ধ হইয়া মরিতেছে। ফল যে তার কি হইতেছে—তাহা তো দেখিতেছিই। এতদিনকার মধ্যে একখানি চিত্র পাঠান যাইতেছে না—বিদেশে। সেখানে এমন কাকা মামা নেই যে সত্য সমালোচনাকে বাধা দিবে। এতই যদি অপূর্ব্ব চিত্র বাংলাদেশে তৈরী হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে—যাহা প্রত্যহ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকি, পাঠান হউক না তাহার দুই একখানি বিদেশ পরিক্রমায়—সমস্ত জগতের জয়মাল্য কুড়াইবার জন্য। সংবাদপত্রগুলি কি একথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে "খোকা আমাদের বড় বীর" এই আদুরে গোপাল নীতি সমস্ত ছায়াচিত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিতেছে। হায় পাব্লিসিটি, হায় প্রোপাগাণ্ডা, হায় বিজ্ঞাপনও পাশ।

—সন্ধ্যায়—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রবি অস্ত যায়,
সন্ধ্যার স্বপনমালা মাধুরী ছড়ায়।
এ কূলের অনন্ত কল্লোল,
ধরিত্রীর লক্ষ্য কলরোল
অস্ফুট বাণীর সম ভেসে গিয়ে সুদূরে মিলায়
পার হ'য়ে সন্ধ্যামেঘ, পশ্চিমের কূল
আমার মানস-তরী ছুটিছে আকুল,—
খুলে' গেছে অন্তরের পথ,
কোথায় মিলায়ে গেছে আঁখির জগৎ।
হেরিলাম বিমুগ্ধ নয়নে
অনন্ত রূপের স্রোত দূরান্তরে বহে কলস্বনে।
আমার কল্পনাতরী বাহি' চলে অকূল সাগর
চৌদিকে তরঙ্গমালা কল্লোলিছে নিত্য-নিরন্তর।

-গান-

কথা শ্রীশৈলেন রায়। সুর—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

ভ্রমর এ'সোগো ফুলেরই কামনা
চকোর চাঁদেরই প্রণয়ে যাপনা
ভুবনে গগনে মধুর লগনে
গোপনে আমারই স্বপনে নামো না!
গুঞ্জনে কূজনে গাহিগো ভূপালী
অঝোর ঝরিবে জোছনা রূপালী
বলগো সজনী এ মধু রজনী
তুমি যে আমারই সে কথা ভাবো না।

আলাপ ও আলোচনা

কলিকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গেলো। সভাপতি হয়েছিলেন লিডার পত্রিকার সম্পাদক চিন্তামণি। কলিকাতার সহরে সম্মেলন হয়েছিল বলে কলকাতার প্রতিনিধির সংখ্যাই বেশী হয়েছিল। এতে প্রেস আইন হতে আরম্ভ করে নানা বিষয়ে বিবিধ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। নানা দেশের সাংবাদিকগণ মেলা মেশা করে পরস্পরের পরিচয় লাভ করেছেন।

* * *

সাংবাদিকরা বর্ত্তমান জগতের চোখ। তাঁরা যে জিনিষটাকে যে ভাবে দেখেছেন তা জনসাধারণকে জানিয়ে দেন—জনসাধারণ তা শুনে নিজেদের মতামত গঠন করে। জনসাধারণের মতামত গঠন করে বলেই সংবাদপত্রের এত প্রভাব। অন্য কথায় বলা যায় চিন্তাহীন জনসাধারণকে সংবাদপত্র চিন্তা করতে শেখায় আর যারা চিন্তা করতে জানে, সংবাদপত্র তাদের ভালো করে চিন্তা করতে শেখায় বিশেষতঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে।

* * *

সুতরাং সংবাদপত্র আধুনিক জীবনের একটা বড় স্থান জুড়ে আছে। শিক্ষকরা জাতিকে গঠন করেন বলে যে গৌরব দাবী করে এদ্দিন এসেছেন—সাংবাদিকরা তার একটা মোটা অংশ অনায়াসেই দাবী করতে পারেন। সমস্ত জাতি এইজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

* * *

কিন্তু কার্য্যতঃ এই কৃতজ্ঞতার মূল্য কতটা তাহা সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার আনন্দবাজার কাগজের সম্পাদক। সে হিসাবে সাংবাদিকদের জীবনের সুখদুঃখের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান থাকা খুব স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন—"আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাগণ জানেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না—কি অভাব, কি অভিযোগ, কি অপমান বেদনার মধ্য দিয়া আমাদের সাংবাদিকগণের জীবনযাপন করিতে হয়। আমাদের বেতন বেকার সমস্যার হারে নির্দ্ধারিত হয়। অনেক স্থানে শিক্ষানবীশের পর শিক্ষানবীশ লইয়া মালিকগন কার্য্য চালাইয়া থাকেন।" আমাদের এই সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। প্রধান সাংবাদিকের এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে যে দুইটি ব্যক্তিকে আমরা জাতীয় জীবন গঠনের ভিত্তি বলে মনে করে থাকি—তাদের উভয়ের অবস্থাই সমান অর্থাৎ ক্ষুধাতুর দুইটি বৃত্তি ভার লইয়াছেন জাতীয় জীবন গঠনের।

* * *

বস্তুতঃ জাতি গঠনই কি—আর অন্য কাজই বা কি ব্যবসাদারী আজ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করেছে। সাংবাদিকও যখন কোন কাগজে চাকুরী লন তখন জাতি সেবার জন্য তথায় যান না—যান ক্ষুন্নিবৃত্তির অর্থ সংগ্রহ করিতে আর যে লোক তাকে খাটায় সেও অধিকতর লাভের উপায় খোঁজে। এত বড় যে জাতীয়তা তাও ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের আর্থিক সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের উপায় মাত্র। নানা প্রকার বুলির দ্বারা জাতীয়তাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। সকলেই আজ জিজ্ঞাসা করতে শিখেছে—কিসের জন্য, কার জন্য? সাংবাদিকরা যে এতদিন পড়ে একথা বলেছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে জাতীয়তার রঙ্গিন চশমা তাঁরাও ত্যাগ করতে আরম্ভ করেছেন। মনে রাখতে হবে, শ্রীযুক্ত মজুমদার বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র আনন্দবাজারের সম্পাদক আর তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছে সাংবাদিকদের আর্থিক দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে এত বড় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র—যার কাটৃতি ৪০ হাজারের চেয়েও বেশী, যার আয়ত্ত কাটৃতিরই অনুরূপ, যে প্রতিষ্ঠানকে বাংলার অনেকে জাতীয়তার শীর্ষস্থান বলে জানে সেখানকারই চাকুরেগণ অপমান বেদনায় ক্লিন্ন, ক্ষুধায় বিশীর্ণ, বেকার সমস্যার হারে মাহিনা পান।

গত সপ্তাহে আমরা পাঠকদের দীর্ঘজীবন লাভের ও চিরস্থায়ী যৌবন লাভের উপায় বলে দিয়েছিলাম। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ভাষায় তাঁদের জানাচ্চি—এখনও যদি তাঁরা অমৃত পান না করে থাকেন তবে সত্বর অবহিত হৌন—বিলম্বে হতাশ হবেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের তো ভুলবেন না—এমন কি বাড়ীর বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পর্য্যন্ত পান করতে দিন।

* * *

কিন্তু গত সপ্তাহে আমরা একটা পরম ভুলও করিয়াছিলাম। এবার তাহা শুধ্‌রে দিচ্ছি।

গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম যে চা পানে যৌবন চিরস্থায়ী হয় বটে কিন্তু তার দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভের কোন সুবিধা হয় কিনা ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি সে কথা জানাননি। এইজন্য আমরা দীর্ঘজীবনলাভের আর একটা ফর্মুলা দিয়ে ছিলাম—মদ, তামাক ও সিনেমা। সম্ভবতঃ কোনও ক্রমে আমাদের লেখাটা টি সেস কমিটির চোখে পড়ে গিয়েছিল, তাই তারা অত্যাধুনিক বিজ্ঞাপনে সেটা শুধরে নিয়েছেন।

* * *

কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, আমরা এ সব বানিয়ে বলছি, রহস্য করার জন্য বলছি এ জন্য একেবারে কোটেশন দিচ্ছি। আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৪২ সাল চার পাতা দেখুন মোটা মোটা হরফে লেখা আছে—"ভারতীয় চা-পান করুন পরমায়ু বাড়বে।" তারপর ঐ পাতায়ই ক্ষুদ্রতর হরফে আছে "পরমায় বাড়ে কিসে?—যা পরমায় বাড়ায়, সে চা খাওয়া অভ্যাস করা দরকার।" যুগ-যুগান্তের মানুষের সুচির সঞ্চিত আশা আজ পূর্ণ হল ধরণীতে চা এলো। চা শুধু চা। এখন থেকে বাজে খাদ্য সব ছেটে ফেলে দিন খান চা। ভাত ডালের দরকার নেই চা-খান! ঔষধ-পত্রের দরকার নেই দিন চা। শীতকালে খান চা—শরীর উষ্ণ হবে। গ্রীষ্মকালে খান চা শরীর শীতল হবে। বর্ষাকালে খান চা শরীর শুষ্ক থাকবে। সকালে চা খান—শরীর পরিষ্কার হবে, ভোজনের পূর্ব্বে চা খান খিদে বাড়বে, ভোজনের পরে চান খান হজম হবে। হায়, হায়, এমন চমৎকার জিনিসের সন্ধান আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা পান নাই—তাই তাঁরা চির-যৌবন ও দীর্ঘজীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি!

* * *

হ্যাঁ আর একটি সংবাদ আছে। কেমন করে চা তৈরী করতে হবে জানেননা বোধ হয়। টি সেস কমিটি আশঙ্কা করেছেন—আপনারা বোধ হয় চায়ের পাতাই চিবুতে আরম্ভ করবেন। সেটা আপনাদের ভুল হবে! প্রক্রিয়াটা শিখে রাখুন—ভালো চা নিন। টাট্‌কা জল ফোটান। প্রত্যেকের জন্যে এক চামচ করে, আর পাত্রের নামে আর এক চামচ বেশী নিন। পাতাগুলির ওপর ফুটন্ত জল ঢালুন। পাঁচ মিনিট ঢেকে রাখুন, তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

* * *

যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকদের ধন্যবাদ। যারা এ সংবাদ সাধারণ্যে প্রচার করেছেন তাঁদের শত শত ধন্যবাদ। কেবল ভাবছি—আচার্য্য রায়ের কথা। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর আ-জীবনের থিওরী ভেঙ্গে তোল চা বিষ নয়—চা অমৃত।

তমিস্রা

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বারুদের ধোঁয়া পরিষ্কার হইয়া গেলে সবিস্ময়ে মাধবী চাহিয়া দেখিল সুমুখে দাঁড়াইয়া স্বয়ং চন্দ্রপতি : সর্ব্বাঙ্গে রক্তরেখা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দেহের রং মলিন হইয়া গেছে।

মাধবী চীৎকার করিয়া উঠিল,—দাদা—দাদা—তোমার একি হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রপতির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল !

উর্ম্মিলা স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে চন্দ্রপতির দিকে চাহিয়া রহিল ! পিতৃ-বিয়োগের ব্যথা, বাঙ্গালীর মুক্তির উদ্দেশ্যে অপশারিত হইয়া গেছে। বিনম্রকণ্ঠে চন্দ্রপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি আজ ধন্য—আর ধন্য হয়েছে সমগ্র বাংলা।

মাধবীর কান্না থামিয়া গেল, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল,—উর্ম্মিলা একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার দাদার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দাদাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—আমারই মত হতভাগিনী শেঠজীর মেয়ে !

বিস্ময়, ব্যথা, করুণা, কোন কিছু প্রকাশ করিবার মত মনের অবস্থা চন্দ্রপতির ছিল না। বিশুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—সময় থাকতে তোমরা চল বাবার কাছে পৌঁছে দি

*　　*　　*

মেঘে মেঘে আকাশ ছাইয়া গেছে ! এই মহাযুদ্ধের অবসানে এ কালরাত্রি আরও যেন ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে। আহতদের আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকার,—আধমরাদের গোঙানী—শবলোভী শৃগাল কুক্কুরের মারামারি, খাওয়া খাওয়ি এই সবে মিলিয়া এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। আর এই রাত্রে এই দুর্যোগের মধ্যে আহত চন্দ্রপতি উর্ম্মিলা ও মাধবীর হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে পথ অতিক্রম করিতেছিল !

চন্দ্রপতি চলিতে চলিতে টলিয়া পড়ে।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে মাধবী প্রশ্ন করে, ওকি দাদা, তুমি অমন কচ্ছ কেন ?

জবাবে চন্দ্রপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বোন, ঘাটের কাছে এসে তরী বুঝি ডুব্‌ল আর পাচ্ছি না !

মাধবীর বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের গতি সহসা যেন একেবারে থামিয়া গেল।

উর্ম্মিলা কহিল,—আজ না হয় নাই গেলাম! এইখানে বসে একটু বিশ্রাম করুন! কণ্ঠস্বরে অনুনয়, মায়া, আকাঙ্খিতের নিঃশেষ কামনা সব যেন একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া গেল।

চন্দ্রপতি কহিল,—না চল বসলে আর হয়ত উঠ্‌তে পারব না!

চলিতেই লাগিল!

কিন্তু চালাবে কে? এই মহাযুদ্ধের চালক যুদ্ধজয়ের অবশেষে ক্রমশঃই যে অচল হইয়া পড়িতেছে। তার দেহের সবটুকু তাজা রক্তই বুঝি সে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছে, পাপস্খালনের জন্য!

অকস্মাৎ আর টাল সামলাইতে না পারিয়া চন্দ্রপতি পড়িয়া গেল!

মাধবী চীৎকার করিয়া উঠিল!

উর্ম্মিলা সস্নেহে চন্দ্রপতিকে যথাসাধ্য তুলিয়া ধরিয়া নিজের দেহের উষ্ণতার মধ্যে জড়াইয়া রাখিল!

* * *

যুদ্ধ থামিয়া গেলে মরিয়ম (দিলদার) অশ্বারোহণে দলপতির বাড়ী গিয়া দেখিল, বাড়ী শূন্য! শুধু মতিশেঠ ও দলপতির দুইটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে।

ফিরিয়া সে শিবিরে আসিল। দেখিল চন্দ্রপতি শিবিরে ফেরে নাই। নিশ্চয়ই সে মাধবীকে লইয়া তাহার বাড়ীর দিকে গিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া সেই পথের দিকে ছুটিয়া চলিল! চলিতে চলিতে নিকটেই সহসা নারী-কণ্ঠের আর্ত্তচীৎকার শুনিয়া সে আসিয়া পড়িল এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

* * *

উর্ম্মিলার কোলে মাথা রাখিয়া মুমূর্ষু চন্দ্রপতি কহিল,—মাধবী, পারলুম না। যদি পার কাল সকালে বাবার কাছে চলে যেও! আর চন্দ্রপতির শেষ প্রণাম তাঁকে জানিও!

মাধবী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল! এর চাইতে যে তার মরণ হইলে ভালো হইত!

উর্ম্মিলা আস্তে আস্তে চন্দ্রপতির বুকের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

আকাশের মেঘ, গর্জ্জন করিয়া ফিরিতে-ছিল! ক্ষণে ক্ষণে বিজলী চম্‌কায়। অন্ধকারের রাক্ষসীটা যেন দাঁত বাহির করিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া ওঠে!

হায়রে! মাধবী কাঁদে—উর্ম্মিলাও কাঁদে! আর একটু বাদে বিশ্বদুনিয়াও বোধকরি কাঁদিতে সুরু করিবে।

সহসা এই অন্ধকারের মধ্য হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল চন্দ্রপতি—চন্দ্রপতি! আমি মরিয়ম।

চন্দ্রপতির কাণে ঐ পরম-পরিচিত কণ্ঠস্বর পৌঁছিল। জবাব দিতে গিয়া কণ্ঠের মধ্যেই স্বর আবদ্ধ হইয়া রহিল।

অবস্থা বুঝিয়া উর্ম্মিলাই সাড়া দিল।

মরিয়ম পাগলের মত উহাদের কাছে আসি-তেই বিদ্যুৎ চমকাইল। সেই আলোকে সে দেখিল,—দেখিল সব—বুঝিতেও কিছু বাকী রহিল না। তার সমস্ত চিন্তা—সমস্ত কল্পনা, জীবনের সমস্ত সার্থকতা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে অর্থহীন হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠেই কহিয়া উঠিল,—চন্দ্রপতি! নিষ্ঠুর—কেন এমন কল্লে। আমি কেমন করে থাকব।

মরিয়ম একটু সুস্থ হইলে, চন্দ্রপতি অতি কষ্টে মরিয়মের হাতখানি নিজের শীতল হাতের মধ্যে ধরিয়া অস্ফুটে কহিল, মরিয়ম চললুম। ওরা রইল—

কড় কড় কড়াৎ—!

বজ্রপাত হইল!

বৃষ্টি নামিল!

আর? আর, চন্দ্রপতি চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজিল!

মাধবী, মরিয়ম, উর্ম্মিলা তিনটী বিপন্না রমণী তাদের পরম সম্পদের শেষ প্রয়াণে এই দুর্য্যোগে হাহাকারে গুমরিয়া মরিতে লাগিল!

—শেষ—

আইডিয়া

(গল্প)

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা বি, এ।

পল্লব। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। সদ্য জাগ্রত প্রতিভায় রঙীন স্বপ্ন দেখার বয়স। দু'একটা কবিতা লেখে বন্ধুসমাজে উদীয়মান তরুণ কবি বলে পরিচিত হোল। বন্ধুরা তার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করলেও সে গায়ে মাখত না। কলেজে লেক্‌চার চলেছে প্রায় সবারই মনোযোগী দৃষ্টি প্রফেসারের মুখের উপর নিবদ্ধ। পল্লব বসত সবার পেছনে, লেক্‌চার তার কানে পৌঁছত কিনা কে জানে। না পৌঁছলেই বা। তার ভেতরে একটা মধুর গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছে। সে তর্‌তর্ করে লিখে চলেছে কবিতা। অমলিন ছিল কলেজের সর্ব্বনাশী ছেলে। সে দেখ্‌লে পল্লব তার লোভী দৃষ্টি মেলে মলিনার দিকে চেয়ে আছে। অমলিন পল্লবের খাতায় আড়দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পড়্‌লে……

হে মোর প্রেয়সী
মানস সুন্দরী—
(তব) নীলঘন কবরী ফাঁকে
যেরূপ হেম আভা
রেখেছ আবরি।…

আর পড়তে না পারলেও অমলিন চট্ করে বুঝে নিলে ব্যাপারখানা। বেশ ন্যাকাটী সেজে লেক্‌চারে মনোযোগী হোল। লেক্‌চার শেষ হ'লে অমলিন পল্লবকে ধরে বস্‌ল। পল্লব আর যায় কোথা।

—পল্লব, তোর খাতাটা দেত ভাই।

—কেন?—

ওয়ার্ডস ওয়ার্থ সম্বন্ধে যে নোট্‌টা দিয়েছেন তা লিখে নোব।

পল্লব বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেল। অমলিন যেমন তেমন ছেলে নয়। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। পল্লব বিস্মিতভাবে বল্‌ল—কৈ আমিত কিছু লিখিনি।

অমলিন সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বল্‌লে—ঢের হয়েছে—ন্যাকা আর কি, তবে এতক্ষণ ধরে করছিলি কি?

—কিছুই না।

—বল্লেই হোল আর কি। এই বলে অমলিন চট্ করে পল্লবের হাত থেকে খাতাটা লুফে নিয়ে মুহূর্ত্তে ছাত্রদের দলে মিলিয়ে গেল—ছুটীর পর কাতারে কাতারে তারা চলেছে। রাগে পল্লবের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। রাজপথের উপর আশে-পাশে জ্বালাময়ী দৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে বাসায় চলে গেল।

পরদিন! লেজার পিরিয়ডে কয়েকজন এক জায়গায় জড় হয়েছে। সেখানে অমলিন—শঙ্কালজ্জাহীন মুখখানা কোন ব্যথিতের বেদনায় মলিন অসম্ভব রকমের গাম্ভীর্য্যে কঠিন—আওড়ে যাচ্ছিল কতকগুলো কবিতা এক হুতাশীর প্রেম নিবেদন। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। অমলিন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শেস করল—

প্রিয়ে—সোহাগ অমিয় হাসি
লুকায়ে অধর প্রান্তে,
যেওনা ভুলায়ে চমকে
মিনতি কোমল চরণে।
(মোর) সকল পিয়াস মিটায়ে;
বাঁধ মোরে নোটের মত,
তব বক্ষে ভূজ বন্ধনে।

কবিতা শেষ হোল—আর অমিন তার পিঠে চটাপট্ চটাপট্ শব্দ। বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন চপল ছেলে হাসিতে ফেটে পড়ছে আর কি। তাই উল্লাসের আতিশয্যে অমলিনের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে কেউবা সাবাস্, হুর্‌রে কেউবা গ্র্যাণ্ড ইত্যাদি বিবিধ ধ্বনি সংযোগে আসর সরগরম করে তুলেছিল। অমলিন তেমনি, স্থির, শান্ত অবিচল, অচঞ্চল। তার দশা আরও কয়েকজন মুগ্ধ সমঝদারের হয়েছিল। আহা-হা—বেচারী তারা। সবাই যেন সারাদিন কোন প্রিয়ার পেছনে ছুটে ছুটে হয়রাণ হয়ে দিনের আলোর শেষে ঘরে ফিরে এসেছে। তাই হুতাশী কবির মরমবেদনায় তাদের অন্তর যেন কেঁপে উঠ্‌ল। নোট্‌বুকের পাতায় জলশূন্য চোখের জল মুছতে মুছতে অমলিনকে জিজ্ঞাসা করলে—এ কোন কবির লেখারে?

অমলিন গম্ভীরভাবে বল্‌ল—একজন অখ্যাতনামা কবি। তবে বেশীদিন সে আত্ম-গোপন করে থাক্‌তে পারবে না। প্রতিভা ওর ছড়িয়ে পড়বে পুষ্প সৌরভের মত।

এমন সময় কলেজের ঘণ্টা পড়ল। সেটা ছিল তাদের বাঙ্গলার টিউটরিয়েল পিরিয়ডে। কবিতার বৈশিষ্ট্য—কবিতার ধর্ম্ম ছিল সেদিনের আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক তাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করতে বল্‌লে। কিন্তু সবাই মৌন নিস্তব্ধ। কুমারী মলিনা দেবী উঠে বল্লে—কোন একটা বিশেষ ভাবকে ভাষায় ও ছন্দে রূপ দেওয়াই হোল কবিতার কাজ যাহা অব্যক্ত অস্পষ্ট ভাষা দিয়ে কবিতায় তাকে করতে হয় স্বচ্ছ সুন্দর। মানব মনের সবুজ অনুরাগ অনুভূতিগুলি কবিতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। কবিতার আইডিয়া হবে আলোর মত স্পষ্ট। এই স্পষ্টতার স্বচ্ছতায় পাঠকের মন পুলকে দুলে ওঠে—এবং এই স্পষ্টতার অভাবেই কোন কোন কবিতা হয়ে দাঁড়ায় কতগুলো নীরস কথার গাঁথুনি—প্রাণহীন।

মলিনা দেবী বসলে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাদের মধ্যে এমন আর কি কেউ নেই যে কিছু বল্‌তে পারে। পল্লব উঠে দাঁড়াল সবারই কুতুহলী দৃষ্টির সুমুখে। বেশ কায়দা করে দু'হাতের উপর দেহভার রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বল্‌তে লাগল—বোন্ মলিনা দেবী কবিতার শুধু একটা দিক বলেছেন। কোন কোন কবিতার ভাব অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে মানব মনে একটা মধুর আবেশময় অনুভূতি জাগায়। কার মধুর পরশ

হরষে আমাদের সমস্ত বুকটা দুলে উঠে যেন। ভোরের আলো। সাঁঝের উদাসী হাওয়া, পাখীর কাকলী—রাখালের বাঁশী, ফুলের নীরব চাওয়া, চাঁদের রূপালী হাসি—ইহারা সবাই আসে গোপনে—মনের কোনে। আমাদের মনে এঁকে দেয় স্বপন লাগায় চমক্। যে মুহূর্ত্তে ওদের বুঝতে চেয়েছি নিবিড় পরশের জন্য হাত বাড়িয়েছি অমনি অদৃশ্য হয়েছে এমনি কায়াহীন ছায়াভরা তারা। কবিতার মধ্যে এইভাবে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করতে হয়। এই সব কবিতায় আছে অনুভূতির আনন্দ। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেলে নিরাশ হতে হয়। এই বলে পল্লব বসে পড়ল। রুমাল দিয়ে স্বেদাসক্ত মুখটা আল্‌গোছে মুছে নিলে। অধ্যাপকের মুখের হাসি প্রমাণ দিচ্ছিল যে তিনি উভয়েরই মত শুনে খুসী হয়েছেন। ছাত্রেরা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মৃদু হাসিমাখা দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল। শুধু যথাসম্ভব গম্ভীর ছিল একপাশে মলিনাদেবী আর একপাশে পল্লব। মলিনা কোলের উপর অযথা একটা বই নিয়ে পড়বার ভান করছিল—আর পল্লব একাগ্রমনে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে হয়ত একটা কবিতার অস্পষ্ট আইডিয়া খুঁজছিল। তার গা' টিপে অমলিন ডাকল পল্লব ?

—কিরে ?

—এ জন্যে তাই মলিনাদেবী তোকে অত পছন্দ করেন।

—যা-যা ফাজ্‌লামি করিস্‌নি।

—আরে সত্যি তোর খাতাটা সেই যে নিলে এখনও দিলে না।

পল্লব যেন অবাক হয়ে গেল এমনি ভাব দেখিয়ে বল্লে—খাতাটা তাকে দিয়েছিস্ নাকি ?

—হ্যাঁ, তোর কবিতাটি পড়ে ভারী খুসী হয়েছেন। তিনি যে সাহিত্যানুরাগিনী। মাসিকেও লিখে থাকেন।

কি এক অভিনব পুলকবন্যায় পল্লবের সমস্ত চিত্ত ভরে গেল। ময়ূরের মত নেচে উঠ্‌ল তার তরুণ মন। কিন্তু বাইরে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বল্‌লে আমার খাতা তাকে দিতে গেলি কেন ? এ তোর ভারী অন্যায়।

আজই আমার খাতাটা ফেরৎ চাই কিন্তু। বুঝলি ?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে মেয়েলি ঢঙে অমলিন বল্লে—তাই হবে গো—তাই হবে। ছুটির পর পথে মলিনার সঙ্গে পল্লবের চোখা-চোখি। মলিনার চোখের কৃতজ্ঞতাভরা স্নিগ্ধ মধুর হাসি তাড়িতের মত তার অন্তর স্পর্শ করলে। একটু অপ্রতিভতার সঙ্গে প্রত্যাভিবাদন করে মলিনার অভিবাদন গ্রহণ কল্লে।

বাসায় ফিরলে চিন্তা-তন্দ্রাহীন সুগভীর চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। মলিনা দেবী, তরুণী লেখিকা, রূপবতী। যার দরশনে কত আইডিয়া মাথার মধ্যে খেলে যায়। সে যদি সত্যি সত্যি তার জীবন-সঙ্গিনী হ'য়ে দাঁড়ায় তবে হয়ত সেই দুনিবার অনুপ্রেরণায় উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় তার সাহিত্য সাধনার পথ সুগম হবে। মলিনায় যৌবন-লাবণ্যভরা দেহের নরম পরশে হয়ত কত অস্পষ্ট সুপ্ত আইডিয়া মুকুলিত বিকশিত হবে। ধীরে ধীরে মলিনার প্রতি একটা আসক্তি ও আকর্ষণ অনুভব করল, তার নিজের অজ্ঞাতেই পল্লব মলিনার প্রেমে পড়ে গেল, মলিনাকে কি করে লাভ করা যায়, সে তরুণ কবি। কবি প্রতিভা দিয়ে তাকে আকৃষ্ট করবে হয়ত বা মলিনা আকৃষ্ট হয়েছে,—না হোলে তার লেখা পড়বার এত আগ্রহ কেন ? কালকের সে মিষ্টি চাউনি টুকু তার প্রমাণ নয় কি ? এমনি সব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অমলিন ও পল্লবের প্রিয় হয়ে উঠ্‌ল। তার পরদিন থেকে পল্লব মলিনার বেশী দূরে বসত না, লেক্‌চারের সময় একদৃষ্টে মলিনার পানে হাঁ করে চেয়ে থাকৃত। ক্রমে ক্রমে পল্লবের এই অস্বাভাবিক ভাব-গতি সকলের দৃষ্টিতে পড়তে লাগল। কলেজের ছেলেরা সবাই তার নামে বিশ্রী কুৎসা রটাল, অমলিন কিন্তু তাদের প্রশ্রয় দিত না। সে তাদের অমূলক সন্দেহ দূর করত এই বলে যে পল্লব হয়ত ওর মধ্যে আইডিয়া খোঁজে ওর দৃষ্টিতে মোহ কিংবা আবিলতা নেই। কবির দৃষ্টি সাধারণ দৃষ্টির অনুরূপ হয় না।

এরূপভাবে যতই দিন যেতে লাগল্ পল্লব ততই অস্থির হয়ে উঠ্‌তে লাগল। মলিনার সঙ্গে আলাপ করবার কোন সুযোগ পাচ্ছিল না,—অথচ তার আশে-পাশে থাকৃতে কেমন ভাল লাগে। মলিনার আঁচলের হাওয়াই, মিষ্টি মধুর দৃষ্টিতে সুমিষ্ট বাচনে পল্লব কত আইডিয়া পায়। তার মিশ্‌মিশে কাল চুলের খোপা তার বুকে তরঙ্গ তোলে। একদিন অমলিন এসে বল্লে—

—পল্লব, চল একটা ড্রাইভ্ দিয়ে আসি পল্টন অবধি, সেখানে বসে কলেজ ম্যাগাজিনের পূজা সংখ্যার জন্যে একটি কবিতা লেখ্‌বি।

—লেখবার মুড্ এখন আমার নেই, অনেক দিন ধরে কোন আইডিয়া খুঁজে পাচ্ছি না।

—কিন্তু মলিনা দেবী যে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

মলিনার নামোল্লেখে পল্লব উদ্দীপ্ত হোল, এ্যাদ্দিন্ ধরে যে—আইডিয়া খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে উঠ্‌ছিল তা' যেন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত আর বিলম্ব করা কোনমতেই বিধেয় নয়, পল্লব বল্লে—আচ্ছা চলনা তবে।

তার স্বরে একটু চঞ্চলতার আমেজ লক্ষ্য করলে অমলিন। তারা যখন পল্টন গ্রাউণ্ডে গিয়ে পৌঁছল তখন দিনের আলো কালো হয়ে সাঁজের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। খাণিক দূরে বাটুলি পাহাড়, বিচিত্র বণালী ফুলে সৌজ সবুজ শাড়ী পরে প্রিয়তম আসে দাঁড়িয়ে যেন কোন তরুণী প্রিয়া। নীচে মাঠের মাটীর শ্যামালম, উপরে আকাশের নীলিমায় কিশোর শরতের আবির্ভাব সূচনা করছিল, তাই আজ রূপসীর মুখে ফুলের হাসি কণ্ঠে গান মধুর—বুকের সবুজ চঞ্চল আঁচলখানা থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছিল মৃদু হাওয়ার পরশ লেগে—হয়ত বক্ষের হরষ স্পন্দনে !

অমলিন একটা গাছের নীচে দুহাতের তলায় মাথাটা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে একটা গানের সুর ভাঁজছিল। আর পল্লব মলিনাকে নিয়ে একটা সৌখিন গাছের চারিদিকে বাঁধানো শিলার উপর বসল। একটা সঙ্কোচের জড়তায় উভয়েই নীরব, পল্লব কোনমতেই নিজের অপ্রতিভতা কেটে উঠ্‌তে পারছিল না। কত আশা-বাসনা রঙীন আকাঙ্খাগুলি তাকে প্রকাশ-চঞ্চল করে তুলেছিল। অথচ প্রথম ভাষণের একটি মর্ম্মস্পর্শী কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না, ভাষা বিদ্রোহ করেছে, কথারশিল্পি আজ কথার কাঙাল, পল্লবের এই অস্বাচ্ছন্দ্যকর জড়সর ভাব লক্ষ্য করে মলিনা মুচ্‌কি হাসলে। এই অপ্রীতিকর আবহাওয়াকে স্বচ্ছ করবার উদ্দেশ্যে সহজভাবে বল্‌ল—পল্লববাবু, চিরন্তনীতে আপ-

নার কবিতাটী পড়ে ভারী খুশী হয়েছি! সত্যি বল্‌তে কি আপনার কবিতার মধুর ভাব সহজ ভাষায় মনো লোভনীয় হয়ে ওঠে, স্বাভাবিকতা আপনার কবিতার প্রাণ—মনে হয় যেন কোন গ্রাম্য কিশোরী স্বভাবসৌন্দর্য্যে সুন্দরী,—এতে শুধু আপনার অন্তরের পরিচয় দিচ্ছেন। মহিমাময়ী আপনি তাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকে তুচ্ছতম ও শ্রেষ্ঠ আসন দিতে যাচ্ছেন!

অমলিন মাঝে মাঝে তাদের দিকে আড়দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছিল, পল্লবকে একটু বিমনা দেখে ডাক্‌লে—

কি কবিবর?

পল্লব মুখ ফিরালে। অমলিন উঠে কাছে এসে বল্লে—কিছু লিখেছিস ত?

—না ভাই, আইডিয়া পেয়েছি, বাসায় গিয়ে লিখব।

-তা হলে চলুন কুমারী মলিনা দেবী, রাত অনেক হয়ে গেলো, উনি হয়ত আইডিয়া ভুলে যাবেন। মলিনা দেবী অমলিনের দিকে চেয়ে একটা দুষ্টুমি ভরা মুচকি হাসিতে ভৎর্সনা করলে। পল্লব তা টের পেল না!

চারবৎসর পরের কথা। অমলিন এম, এ, পাশ করে বিলেত যাবার বন্দোবস্ত করছে। পল্লব স্থানীয় একটা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। সাহিত্য সমাজে সে পরিচিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠালাভও করেছে। কিন্তু একটা মাত্র আশার অপূর্ণতায় তার জীবন ব্যর্থ, শূন্য ফাঁকা বলে মনে হয়, মলিনাকে সে আজ পর্য্যন্ত লাভ করতে পারল না। মলিনা হয়ত তাকে পছন্দ করেছে তবে মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারছেনা। 'বাঁশের বাঁশী' পত্রিকায় 'আজি মোর আঙ্গিনায় কার পড়ল ছায়া' কবিতাটী তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয় কি এ নিশ্চয় তার প্রতি মলিনার গোপন প্রেমের আভাস। কিন্তু অমলিনকে কেন প্রায় তার সঙ্গে দেখা যায়। সেদিন ফুটবল খেলায় অমলিন চোট পেল—আর মলিনা এসে গাড়ী করে তাকে নিয়ে গেল, অথচ এ নিয়ে কেউ আন্দোলনও করলে না। হয়ত সাহস করে না, তা ছাড়া পার্কে সিনেমায় তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পায়, তবে কি মলিনা অমলিনকে ভালবাসে? কি একটা আশঙ্কায় পল্লবের বুকটা দুলে উঠ্‌ল, না—না তা হবে কেন? মলিনা রূপসী—আধুনিক, সে এমন একটা নীরস প্র্যাক্‌টিকেল গোছের যুবককে কিছুতেই আত্মদান করতে পারে না। হয়ত মলিনার প্রতিবেশী বলে তাদের অন্তরঙ্গতা জন্মেছে।

পরদিন পল্লব তার কবিতার খাতাটী নিয়ে মলিনার বাসার দিকে চল্‌ল, ঠিক করলে মলিনাকে তার সমস্ত কবিতাগুলো পড়িয়ে শোনাবে, তাকে মুগ্ধ করবে, সে আকৃষ্ট হবে, কিন্তু মলিনার বাসার দরজার কাছে এসে চম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াল—অমলিন বিছানায় শুয়ে কি একটা বই পড়ছে—আর পাশে অর্দ্ধশায়িতা মলিনা। মলিনার একটা হাত অমলিন তার বুকের উপর চেপে ধরেছে, খোপা হতে মাথার কাপড় খসে পড়েছে। পল্লবের বুকের রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে সে এ দৃশ্য দেখতে পারবে না, অসহ্য!—অসহনীয়; যাবার জন্য পা বাড়াতেই অমলিনের দৃষ্টি পড়ল, ডাকল—পল্লব! পল্লব ফিরে দাঁড়াল। মলিনা চঞ্চল হয়ে অঁচল সংযত করে নিলে। পল্লবকে একটা অভিবাদন করে মলিনা চা আনবার জন্য নীচে নেমে গেল। সেই সুযোগে অমলিন পল্লবকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—মলিনা আমার ইয়ে—বুঝলিত? ইস্কুলে পড়বার সময় আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়, তবে আমাদের মধ্যে কথা ছিল কেউ এ বিষয় প্রকাশ করতে পারবে না, তাই রহস্য অনাবৃত রেখেছিলুম, আজ তোর কাছে ধরা প'ড়ে গেলাম, এই বলে অমলিন হেসে উঠ্‌ল। পল্লব সে হাসিতে যোগ দিতে পারলনা, ঘৃণায়—লজ্জায় অপমানে তার মাটীর সঙ্গে মিশে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। মৌণ মূক হয়ে বাইরের অন্তহীন আকাশের পানে চেয়ে রইল। এমন সময় মলিনা চা' নিয়ে এল।

চিঠি-পত্র

শ্রীযুক্ত রূপ-রেখা সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সবিনয় নিবেদন, রূপ-রেখার গত ২ই আগষ্ট সংখ্যায় "আমাদের কথা"য় আপনারা লিখিয়াছেন "শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের "খনা" লইয়া একটা গোলমালের কথা শুনিয়াছিলাম। তাহাতে যেন পড়িয়াছিলাম যে খনার স্বত্ব লইয়া দুই দলে কি একটা ঝগড়া লাগিয়াছে।" গ্রন্থকার সম্বন্ধে আপনারা লিখিয়াছিলেন "ইহার অপর এক অর্থ হইতে পারে। দুই দলের সঙ্গে কথা চালাইয়া নিজের দাম বাড়ানো। ইহা অশোভন হইলেও অন্যায় নহে।"

খনার অভিনয় স্বত্ব লইয়া সম্প্রতি হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা হইয়া গেল তাহার বিস্তৃত বিবরণ ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল দৈনিক কাগজেই প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা তাহা পড়িয়াছিলেন লিখিয়াছেন অথচ কি করিয়া যে আমার সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন আমি ভাবিয়া পাইতেছি না। অধুনালুপ্ত নাট্যকুঞ্জের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা এবং নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষ—ইঁহাদের কাহারো নিকটই আমাকে নিজের দর বাড়াইতে যাইতে হয় নাই। বস্তুতঃ ঐ মোকদ্দমায় আমি কোন পক্ষই ছিলাম না—হাইকোর্টের মোকদ্দমার কাগজপত্রেই তাহা দৃষ্ট হইবে। প্রকৃত বিবরণ এই যে অধুনালুপ্ত নাট্যকুঞ্জের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা "খনার" রঙ্গমঞ্চে অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করিতে চাওয়ায় আমি উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করি এবং উহা নাট্য-কুঞ্জে বিক্রীত হওয়ার কথা প্রচার পত্রে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

তৎপর নাট্যকুঞ্জ উঠিয়া গেলে সম্প্রতি নাট্য-নিকেতন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহার নিকট হইতে উক্ত নাটকের অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করিতে চান এবং তদনুযায়ী পরস্পরের যে কথা-বার্ত্তা হয় আমি তাহার সাক্ষী ছিলাম মাত্র। ইতি

নিবেদক—

শ্রীমন্মথ রায়।

হাসি পায়

জনৈকা অভিনেত্রী হলিউডের কোনও ষ্টুডিওর ম্যানেজারকে প্রশ্ন করেছিলেন—মশাই—এখানকার ষ্টুডিওয় কি করলে একটা চাকুরী পাওয়া যায়!

ম্যানেজার—ডিরেক্টরদের সঙ্গে গোপন প্রণয় থাকলে।

* * *

(পড়ার ঘরে বসে) জনৈক কলেজের ছাত্র তার কোন বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করছিল

(সময় সন্ধ্যা)

ঐ ছেলেটির মা ডাকলেন বিনয়—সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে আছিস কেন রে?

ছেলেটির নাম বিনয়—চেঁচিয়ে বল্ল—রিডিং।

মা—অন্ধকারে বসে রিডিং কি রকম?

বিনয়—মা তুমি ওটা ভাল বুঝবেনা—থট্ রিডিং।

* * *

সদ্য বিবাহিত যুবক স্ত্রীকে খুসী করতে গিয়ে বল্‌ছে আমি আজ থেকে কোন পরস্ত্রীর মুখদর্শন করব না।

স্ত্রী—তা ভাল কথা—আজ তোমার বোন ও মাকে এখানে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছি।

* * *

গৃহকর্ত্রী—জানালার কাচের ভিতরকার দিকটা পরিস্কার করছিস আর বাইরের দিকটা বাদ দিয়েছিস কেন?

ঝি—দেখুন ভিতরের দিকটা পরিষ্কার করলাম আপনার রাস্তার লোকদের ভাল করে দেখবার জন্য, আর বাইরের দিকটা পরিষ্কার করিনি যাতে অন্যকেহ আপনাকে দেখতে না পায়।

* * *

সমর—হ্যাঁরে রবীন্ তুই ঐ ছেলেটিকে চিনিস?

রবিন্—আরে তা-আর চিনিনে—ও' ত রোজ হিষ্টরীর ক্লাসে আমার পাশেই বসে ঘুমোয়।

* * *

জনৈক ভদ্রলোক—আচ্ছা দ্যাখ—আমি প্রায় রোজই গালি-গালাজ পূর্ণ চিঠি পাচ্ছি। এসব বন্ধ করার জন্য কি কোন আইন নাই?

জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি—কেন থাকবে না? নিশ্চয়ই আছে। এও ত ভারী অন্যায় কথা। এসব কে বা কাহারা করেন তা অনুমান করতে পারেন কি?

ভদ্রলোক—তা পারি বৈ কি!

এরা আর কেউ না—ইন্‌সিওর কোম্পানীর সেক্রেটারী ও ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।

* * *

প্লাবণপ্রপীড়িত অঞ্চল সমূহে সেবা-কার্য্যের জন্য কোনও চাঁদা সংগ্রাহক লেক অঞ্চলের নবাগত ধনীর নিকট সাহায্য চাইতে গেলে তিনি অবিলম্বে চেক্ বহিতে সেবাকার্য্যে দান বলিয়া ৫০০৲ টাকার চেক্ লিখিয়া দিলেন।

সংগ্রাহক—(চেক্এ সহি না দেখিয়া বলিলেন) দেখুন চেকে সইটা ত করলেন না!

দাতা (সহাস্যে) দেখুন আমার বিবেক বলে যে দান করো কিন্তু কেউ যেন না জানে এমনকি ডান হাত দিয়ে, বাম হাতে টের না পায়। তাই টাকা দিলাম বটে কিন্তু—সহি করে নাম জাহির করতে পারব না—মাফ্ করবেন।

মানব যন্ত্রের বিকার ও তাহার মেরামতি

ডাঃ প্রফুল্লকুমার রায়।

এই শাস্ত্রীয় বাক্যানুযায়ী দেখা যায় যে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন এবং ভয় এই চারিটী জিনিষ মানুষ এবং পশু উভয়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের বলেই পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানের অপব্যবহারেই মানুষের যত দুঃখ কষ্ট আসিয়া থাকে।

এই মানব দেহ অতি বিচিত্র জিনিষ। ইহা একটী যন্ত্র বিশেষ, ঠিকভাবে চালাইলে বহুকাল পর্য্যন্ত ভালরূপেই কাজ করিতে থাকে। কিন্তু যন্ত্রকে যেমন নিয়মিতভাবে তৈল আঁঠা প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা পরিষ্কার ও চলমান রাখিতে হয়, মানব দেহকেও সেইরূপ উপযুক্ত ব্যায়াম ও আহার বিহারাদি দ্বারা সর্ব্বদা সতেজ রাখিতে হয়। নতুবা ইহা বিগড়াইয়া যায়। অল্পবয়স হইতেই অনাচারের ফলে, অথবা পূর্ণবয়স হইতেও অমিতাচারের ফলে যুবকের সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়। অপরিণত বয়সেই সে পাকাচুল দাড়ি সমেত দেহে এবং মনে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে ও তাহার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম এককালে চলিয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে :—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে
মেদোমোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুক্রই শরীরের সার জিনিষ। নষ্ট শুক্র হইয়া জীবনধারণ করা অভিশাপ মাত্র। প্রতি মূহুর্ত্তে জীবনে ধীক্কার জন্মে। ক্রমাগত অনাচারের ফলে পরিনামে শুক্র তারল্য রোগ জন্মে। ইহাতে মলমূত্র ত্যাগকালে, অথবা, কিঞ্চিন্মাত্র কামভাব হইলেই শুক্রপাত হয়। চক্ষুর চারিদিকে কালবর্ণ দাগ পড়ে ও রক্তশূন্যতা, শরীরের রং ফ্যাকাশে হইয়া যাওয়া এবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়।

বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মানবের অবধাদ ও দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ব্যাধির সাধারণ কারণগুলি দমন করিতে সক্ষম, এই প্রকার অনেক উদ্ভিজ্জ এবং ধাতব জিনিষের আবিষ্কার করেন। ইহারা মানবদেহ ক্ষয়কারী উপসর্গগুলিকে বিনষ্ট করিয়া মানুষকে কার্য্যক্ষম ও দীর্ঘজীবি করিয়া তোলে। বহু বৎসরের পরিশ্রম এবং গবেষনার ফলে এই সমস্ত জিনিষগুলিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে একত্র করিয়া এমন একটী ঔষধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা মানবের চির সুহৃদ হিসাবে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই সুবিখ্যাত রচি ল্যাবরেটরীর আবিষ্কৃত 'রচিটোন' নামক মহোপকারী টনিক।

এই টনিক ধাতুবল এবং বয়সের তার তম্যানুসারে সেবন করা উচিৎ। ইহা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। ইহা সেবনে মেধা, স্মৃতি এবং শুক্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ইহা বলকারক ও কামসন্দীপক। নিয়মিত সেবনে ইহা মানুষকে যুদ্ধে সাক্ষাৎ ভীমসদৃশ পরাক্রমশালী করে, এবং ইহা অপেক্ষা উৎসাহ এবং উদ্যম প্রদায়ক ঔষধ আর নাই।

এই টনিকের সঙ্গে শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্ত-কণিকাবর্দ্ধক পথ্যাদি গ্রহণ করিলে ঔষধের ক্রিয়া অতি দ্রুত পরিলক্ষিত হয়। দুগ্ধ এবং ঘৃত, মাখন, পুঁটিমাছ ভাজা, রোহিত মৎস্যের মাথা, কই এবং মাগুর মাছ, তাজা শাক সব্জী ইত্যাদি শুক্রদোষগ্রস্ত রোগীর পক্ষে মহোপকারী।

প্রেমের পূজা

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯২৬

ষ্টিলারের সঙ্গে দেখা করেছি। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই বটে! তিনি যখন মেট্রোর ষ্টুডিওতে ছিলেন আমি তখন সেখানে সামান্য মজুরের কাজ করতাম,—তখন একবার মাত্র তিনি আমায় দেখেছিলেন। আমায় দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। সহসা আমায় দেখেই তিনি আমার নাম ধরে ডেকে উঠ্‌লেন। তিনি আমার জন্যে যা করেছেন, জীবনে সে ঋণ কখনও ভুলতে পারব না। তিনি আমায় সঙ্গে ক'রে গ্রেটার বাড়ী নিয়ে গেলেন। গ্রেটা তখন বাগানে ফুলের তদারক করছিল, তার মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারায় বাগানের ফুলগুলিকে অভিসিঞ্চিত করছিল। তার পরণে শাদা জামা, পায়ে নীচু গোড়ালিওয়ালা জুতা, মাথার চুলগুলি খোলা—অবিন্যস্ত। আমায় দেখতে পেয়ে সহসা ওর মুখখানি শ্বেতপদ্মের মত শাদা হয়ে গেল।

গ্রেটা চেঁচিয়ে উঠল, 'সিগার্ড যে! তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছে?'

আমরা ঝর্ণার পাশে বসে বসে ওর মা, পরলোকগতা বোন হেলভা ও ছোট ভাই স্বেনের কথা আলোচনা করলাম। ওর মুখে চোখে শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল বটে কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়াল না।

মেট্রোর একজন ধনী অংশীদারের কাছে আমার জন্যে ও সুপারিশ করতে চাইল কিন্তু আমি তার এ অনুগ্রহ যখন বার বার প্রত্যাখ্যান করলাম তখন ব্যর্থতার দুঃখে ও মুখ নীচু করে রইল। ওর চেহারা দেখে মনে হল, ওর মনের সুখশান্তি যেন উবে গেছে।

ওর যে অনেকখানি পরিবর্ত্তিন হয়েছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই! ওকে আর আমার কল্পনার সে তুষার রাণী বলে মনে করতে পারলাম না। তা সত্বেও একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, ওর যতই কেন পরিবর্ত্তন না হোক ওকে আগের চাইতে হাজার গুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুইডেনে রাত্রিতে আমরা যে খানা সব প্রথম খেয়ে ছিলাম সেইভাত মাছ ভাজা, পেসষ্ট্রি ইত্যাদি খেতে চাইলুম।

ম্যরিংস্ ষ্টিলার আমায় নিয়ে লসএঞ্জেলেসে ফিরে গেলেন। আমার প্রতি তার বন্ধুর মত ব্যবহারে মনে মনে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, অবশ্য তার কারণ জানতাম না। তিনি আমায় বললেন যে, দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি চলে যাবেন এবং হলিউডেই গ্রেটাকে থাকতে অনুরোধ করবার জন্যে আমায় পরামর্শ দিলেন। কেন-না, এখানেই তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রেটা ফিরে গেল, কেন-না, নইলে তার উপকারের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট অপকার হবার সম্ভাবনা ছিল। এ সব তিনিই আমার মনে জাগিয়ে দিলেন। তিনি যখন এসব কথা আমায় বলে ছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছিল। । তিনি বেশ বুঝে ছিলেন যে, ওর কাছ থেকে দূরে থাকলে তিনি বাঁচবেন না। তাঁর চিত্তে এই সান্ত্বনা টুকুও ছিল না যে, তিনি আমার মতই ওকে অনুসরণ করে বেড়িয়েছেন।

তিনি আমায় প্রসঙ্গক্রমে বললেন, ও তোমায় ভালবাসে, তুমি কিন্তু ওকে কখনও একা ছেড়ে দিও না।'

ওঁর মৃদু হাসি ও দৃষ্টি আমার অন্তরকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মত আঘাত করল। ওঁর জন্যে আমার ভারী দুঃখ হল; ওঁকে কথা দিয়েছি যে, কালই গ্রেটাকে গিয়ে বলব যে তার যাওয়া হবে না।

সেপ্টেম্বর ১৭,১৯২৬

নারীর মন কেমন দিনে দিনে বদলে যায়। গ্রেটাকে ষ্টিলারের সঙ্গে না গিয়ে এখানেই থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে তার ওখানে গেলাম কিন্তু গ্রেটার তখন অনেকখানি মনের বদল হয়ে গেছে,—তার চিত্তের সেই অপ্রসন্ন ধৈর্য্য যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, তার জায়গায় হাস্যমুখর এক তরুণী এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল।

ও আমায় বললে; সিগার্ড, আমার সঙ্গে মেট্রোর ষ্টুডিওতে চল। তারা আমায় একখানা নূতন ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে সিনারিও দিয়েছে। এই ভূমিকার মত ভূমিকাই আমি এতদিন চেয়ে আসছি। এই ভূমিকাটি পেয়ে সত্যই আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি, ভয়ও যে কিছুমাত্র হচ্ছে না, এমন মনে করবারও কারণ নেই। এই ভূমিকায় আমি সাফল্য এনে দিতে পারব বলে কি তুমি মনে কর না? যিনি নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন তাঁর উপর আমার অনেকখানি নির্ভর এবং তাঁরই জন্য আমার মনের এই নূতনত্ব দেখতে পাচ্ছ।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁকে ও চেনে কি-না।

হ্যাঁ, কাল তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে তিনি ভরপুর—দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ, কাল চোখ এবং মুখে মিষ্টি হাসি। এরকম লোকের সঙ্গে অভিনয় করতে আমার ভালই লাগবে।'

এই বলে গ্রেটা তার মুক্তোর মত শাদা দন্তরাজি বার ক'রে হেসে উঠ্‌ল। আমার মনে হ'ল যদি হলিউডের লোকগুলি তখন ওকে দেখ্‌তে ত ওকে দাম্ভিক নির্ব্বিকার বলেই ধারণা করে বসত। তাকে তরুণী ছাড়া আর কিছুই ত বলা চলে না।

ও ওর নতুন আলাপীদের কথা ক্রমাগত বলে চলল। বললে, 'ভদ্রলোক এত আমুদে আর কাজে কর্ম্মে এত উৎসাহ যে বিস্মিত হতে হয়। তিনি তার বন্ধুদের কথা, কোম্পানীর কথা—কত কথাই না আমার কাছে বলেছেন। ওঁর কাছেই প্রথম শুনলাম যে, অনেক বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী আমায় নাকি সইতে পারে না। তবে একথাও বলেছেন যে, তাঁরা সকলেই ক্রমে ক্রমে আমার হাবভাব চালচলনকে বুঝতে পারবেন, তখন তাঁদের কাছে আমার প্রতিপত্তি হবে অসাধারণ, একদিন যে তাঁরা আমায় বুঝবেনই সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

এ কথার জবাবে আমার কিছুই বলবার ছিল না বটে কিন্তু আমি ওর দিকে তাকালাম; দেখলাম ওর নীল চক্ষু দুটি, সোণালী কেশ-গুচ্ছ—সর্ব্বোপরি ওর পরিপূর্ণ নারীত্বের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, আমায় মুগ্ধ করে দিল। আমি যখন ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম তখন একবাক্স অর্কিড ফুল নিয়ে এল—আমার তখন মনে হল আমরা ছেলে-বেলায় এমনি করেই পাহাড়ের ধারে নীল মার্গারেট চয়ন করেছি। আজ সে দিন কোথায়!

ও হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'এ ফুলগুলি এসেছে সেই পাগলা জ্যাকের কাছ থেকে।'

নবেম্বর ৪, ১৯২৬

আমি যদিও গ্রেটাকে কথা দিয়েছিলাম যে আবার ফিরে এসে হেলভার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব, কিন্তু কাযতঃ তা করে উঠতে পারিনি। গ্রেটা এখন সুখী, এখন তার কাছে দুঃখের কথা আলোচনা করে লাভ কি? আমি তাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, সুতরাং তার সঙ্গে হাসতে আমার কোনই অসুবিধা নাই।

রোজই ও জন্ গিলবার্টের সঙ্গে মেট্রোর ষ্টুডিওতে যায়। তার স্বভাব ওর চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সে হৈ চৈ লাফালাফি ভালবাসে কিন্তু তা সত্ত্বেও গিলবার্ট ওকে যথেষ্ট স্নেহ আদর করে, ও তার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ বলেই যেন মনে হয়। গিলবার্টের নারী চরিত্র বুঝবার ক্ষমতা সে যথেষ্ট আছে তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই, কেন না, গ্রেটার মত অদ্ভুত মেয়েকে সে বুঝতে পেরেছে। ও গ্রেটাকে মূল্যবান ঐশ্বর্য্য মনে করেই আদর যত্ন করে, ফলে এখন ষ্টুডিওর অন্যান্য সকলেই তাকে সম্মান করতে সুরু করে দিয়েছে। এখন আর ও নিজেকে আগন্তুক মনে করে না। ও যে তাদেরই একজন এটা মনে করতে এখন আর ওকে বাধে না।

মোটের উপর গিলবার্ট খুব আমুদে লোক, আর গ্রেটা সুখ শান্তির পিয়াসী। তার বঞ্চিত আত্মা গিলবার্টের আদরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। গ্রেটা ষ্টিলারের কথা উঠলে তাঁকে অভিভাবক বলেই ভক্তি করে কিন্তু সঙ্গী হিসাবে তাকে ভালবাসতে পারে না। সেদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ ওর দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। ও এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বললে। চারপাশের লোকজন দারুণ বিস্ময়ে আমাদের দিকে চেয়েছিল। পরের দিনের সবগুলি দৈনিক কাগজে লিখবে যে গ্রেটা এতটা উদার প্রকৃতির যে ষ্টুডিওর সামান্য কুলী মজুরের সঙ্গেও আলাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

গ্রেটা যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন জন্ গিলবার্ট এসে তাকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেল। তারা উভয়েই এখন এক সঙ্গে থাকে, আর তাদের যখনই একসঙ্গে দেখি, আমার মনের দুঃখ অসহ্য হয়ে ওঠে।

—ক্রমশঃ—

আর্থিক বাঙ্গলা

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

হিট্‌লার যদি বাঙ্গালী হইতেন

বিগত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণজাতির যে অবস্থা হইয়াছিল আজকাল বাঙ্গালীর অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। সারপ্রদেশ জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। এই সেদিন নব্যজার্ম্মাণীর প্রতিষ্ঠাতা মহামতি হিট্‌লারের উদ্যোগে ঐ স্থানের অধিবাসীদের ভোট লওয়া হয় ও তাহাদের খুব বেশী সংখ্যা জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত থাকিতে যাওয়ায় জাতিসঙ্ঘ সার জার্ম্মাণীকে ফিরাইয়া দেন। বাঙ্গলার একদিকের সীমানা বরাকর নদী। এইখানে বাঙ্গলা শেষ হইয়া বিহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু যদি কেহ মগ্‌মা, কালুবাথান, ধানবাদ, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে যান দেখিবেন এই সমস্ত জায়গার বাসিন্দা লোক সবই বাঙ্গালী। কয়লা বাঙ্গলার হীরা। বাঙ্গালীর ভাগ্যদোষে এই হীরা আজ কাচমূল্যে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এই প্রকাণ্ড কয়লা-খনির দেশ আজ বাঙ্গলার বাহিরে। ভারতের সকল জাতির মধ্যে বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম কয়লার খনির ব্যবসায়ের পথ দেখায়। তাহারই চেষ্টায় এই শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শস্যসম্ভার-পরিশূন্য এই বিশাল ভূভাগে মানুষের বসবাস হইয়াছে কিন্তু এ অঞ্চল তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া বিহারীকে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলার অধিবাসী বাঙ্গালী কিন্তু এ অঞ্চল আসামকে দেওয়া হইয়াছে। সারের মত এসব জায়গার লোকের ভোট লওয়া হইলে দেখা যাইবে তাহারা বাঙ্গলার ভিতরে থাকিতে চায়।

জার্ম্মাণীতে হিট্‌লার দেখিলেন ইহুদীরা সমস্ত কারবার হাত করিয়াছে ও ইচ্ছামত জিনিসের দর বাড়াইয়া দিতেছে। সেইজন্য তিনি ইহুদী তাড়াইতে লাগিলেন। আন-ষ্টাইনের মত বৈজ্ঞানিককে ইহুদী বলিয়া জার্ম্মাণী ছাড়িতে হইয়াছে। এখন অন্যদেশীয়ের দোকানের সাম্‌নে সাইনবোর্ড ঝুলান হইয়াছে—এই দোকান জার্ম্মাণের নহে। হিট্‌লার রাষ্ট্র-নেতার পদ অধিকার করিবার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে "জার্ম্মাণী জার্ম্মানের জন্য" এই আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গলার বড় বড় কারবার হস্তগত করিয়া মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শীরা যাহা ইচ্ছা মূল্যে দ্রব্য বেচিয়া যাইতেছেন। গত বৎসর হঠাৎ সরিষার দর চড়াইয়া দেওয়ায় সর্ষপতৈলের দর প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়, সৌভাগ্যের বিষয় ইহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। লবণের একশত মণের মূল্য ৪২৲ হইতে ৫০৲ টাকা করা হইয়াছে। সীমেণ্ট জাপান হইতে আমদানী হইয়া ২৩৲ টন বিক্রয় হইতেছিল। পর্ব্বতপ্রমাণ রক্ষণশুল্ক বসাইয়া দেওয়ায় তাহার পড়তা বেশী হইয়া যাওয়ায় সেই সুযোগে অন্যপ্রদেশের সীমেণ্টের কারখানা-ওয়ালারা এখন ৪৮৲ টন দরে আমাদিগকে বেচিতেছেন। চিনির উপর রক্ষণশুল্ক না থাকিলে আজ আমরা ৫৲ মণ কিনিতাম, ৯৲ মন দিতে হইত না। দশহাতী জাপানী কাপড় আমরা একটাকা জোড়া পাইতাম সেইস্থলে বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড় আমরা ২৲ যোড়া কিনিতেছি। এই সকল কলকারখানার মালিক বাঙ্গালীকে জিনিস বেচিতেছেন কিন্তু বাঙ্গালীর জিনিস একপয়সা কিনেন না। বোম্বাই, আমেদাবাদের কলওয়ালারা বৎসরে বারো কোটী টাকার কাপড় আমাদিগকে বেচিতেছেন অথচ এক কোটী টাকার কয়লা আমাদিগের নিকট হইতে লইতেছেন না। যদি লইতেন কুড়ি হাজার বেকার বাঙ্গালী যুবকের কাজ হইত। বিহারে যুক্তপ্রদেশে ভারতীয়দের চিনির কারখানায় বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীর প্রবেশ নিষিদ্ধ অথচ সেইখানকার ইংরাজের চিনির কলে বাঙ্গালী কায করিতেছে। এই কলিকাতা সহরে মাড়োয়ারী, বোম্বাই মুসলমান প্রভৃতিদের কলে বাঙ্গালী কোনও মাল বেচিতে পারে না বলিলেই চলে অথচ ইংরাজের পাটকল, চা-বাগান, কয়লার খনি প্রভৃতিতে লোহালক্কড়, কাগজ, কালি, কলম বেচিয়া অনেক বাঙ্গালী লক্ষপতি হইয়াছেন। ইংরাজের জাহাজে মালপত্র বেচিয়া অনেক বাঙ্গালী প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। অবাঙ্গালী ভার-তীয়দের যে জাহাজ কোম্পানি কলিকাতায় আছে তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট হইতে জিনিস লওয়া হয় না। জাতীয়তাবাদী মাড়োয়ারীদের অফিস হইতে পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর বাঙ্গালী ছাড়াইয়া সেই জায়গায় মাড়োয়ারী বসান হইতেছে।

বাঙ্গলাকে শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা অর্জ্জন করিব অথচ বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্র সাহায্য করিব না এই নীতি বঙ্গদেশে কতদিন চলিতে দেওয়া হইবে? বাঙ্গালী বেকার যুবক আত্ম-হত্যা করিবে, আর আমাদের পয়সায় বোম্বাই আমেদাবাদের কলওয়ালাদের প্যারিসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সমকক্ষ ভিক্টোরিয়া হোটেলে বাস ও রোলস্ রয়েস্ চড়া কতদিন চলিবে? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার তথাকথিত নেতারা জাতীয়তার দোহাই দিয়া এই লুণ্ঠনের সমর্থন করিতেছেন। এক রাজা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ছাড়া অপর কেহ এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানান নাই। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ বলিয়াছেন বাঙ্গলায় অবাঙ্গালীর আসা পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। টাউনহলের ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভায় তাঁহার দুইটি বক্তৃতা গত দশ বৎসর বঙ্গদেশে যাহা কিছু বলা হই-য়াছে তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতম। বঙ্গদেশ আশা করে তিনি এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া শ্রীচৈতন্য, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, মধুসূদন, সরস্বতী, রামকৃষ্ণ ও সুরেন্দ্রনাথের বংশধর বাঙ্গালী জাতীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন। হিটলার পরাজিত বিধ্বস্ত জার্ম্মাণীকে বাঁচাইয়া-ছেন, তিনিও আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমিকে বাঁচান।

খেলাধূলা

কুচবিহার কাপ বিজয়ী মোহন-বাগান দল

তিন গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল পরাজিত

মোহন বাগান (৩) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

আই এফ এ শিল্ডের পর কুচবিহার কাপ এখানকার ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে একটী বড় প্রতিযোগিতা। যে কোন ভারতীয় টিম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই যে কোন টিমে এগারজন শীল্ড খেলোয়াড় (ভারতীয় হইলে) খেলিতে পারে।

প্রতিযোগিতাটি বহু পুরাতন। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে ট্রেডস কাপের খেলা আরম্ভ হয়। তাহার পর ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ড এবং কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়। মোহনবাগান ক্লাব উপরোক্ত তিনটি প্রতিযোগিতায়ই জয়ী হইয়াছে। তবে কুচ-বিহার কাপ প্রতিযোগিতায় যতবার জয়ী হইয়াছে, অন্য কোন প্রতিযোগিতায় ততবার জয়ী হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

একবার দুইবার নহে—মোহনবাগান ক্লাব একাদশবার এই কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। যে প্রতিযোগিতার খেলায় কোন টীমেরই যে কোন খেলোয়াড়ের যোগদানে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, সেই প্রতিযোগিতার খেলায় এতবার জয়ী হওয়া কম গৌরবের কথা নহে।

কালীঘাট, মহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি নামকরা টিমকে হারাইয়া মোহনবাগান এবার ফাইনালে উঠে। ইষ্টবেঙ্গল টিম বিজয়ী স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের সহিত ফাইনালে তাহাদের খেলা পড়ে। এই খেলাটি ইতঃপূর্ব্বে একদিন হইয়াছিল। ঐ খেলায় কোন পক্ষের গোল না হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিত থাকে।

শেষ মীমাংসার জন্য বৃহস্পতিবার মোহন-বাগান মাঠে উপরোক্ত দুই দলকে আবার খেলিতে হয়। এবার মোহনবাগান তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হইল।

মোহনবাগান : কে দত্ত; আর চৌধুরী ও বিরাজ ঘোষ; বিমল মুখার্জ্জি, সোমেন দেব ও এস মিশ্র; আর সাহা, এন মুখার্জ্জি, এ দেব, কে ভট্টাচার্য্য ও এস চৌধুরী।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন :—এইচ রায়; বি সেন ও মণ্ট রায় চৌধুরী, এন ঘোষাল, বীরেন সেন ও সিদ্দিক; এন ঘোষ, জি নন্দী, পি মুখার্জ্জি, ডি ভট্টাচার্য্য ও আর দত্ত;

রেফারি—এম আমেদ

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণ

১৮৯৩ ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল
১৮৯৪ ন্যাশনাল এসোঃ
১৮৯৫-৯৬ ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল
১৮৯৭-৯৯ ন্যাশনাল এসোঃ

১৯০০ হেয়ার স্পোর্টিং
১৯০১ ন্যাশনাল এসোঃ
১৯০২ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
১৯০৩ ন্যাশনাল এসোঃ
১৯০৪-৫ মোহনবাগান এ সি
১৯০৬ মহমেডান 'এ'
১৯০৭ মোহনবাগান এ সি
১৯০৮ এরিয়ান্স ক্লাব
১৯০৯ মহমেডান স্পোর্টিং
১৯১০ এরিয়ান্স
১৯১১ পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুর জন্য কোন খেলা হয় নাই।
১৯১২ মোহনবাগান এ সি
১৯১৩ কুচবিহারাধিপতির মৃত্যুতে খেলা হয় নাই।
১৯১৪ টেলিগ্রাফ ষ্টোরইয়ার্ড
১৯১৫ তাজহাট এফ সি
১৯১৬ মোহনবাগান এ সি
১৯১৭ কুমারটুলী ইন্
১৯১৮-১৯ তাজহাট এফ সি
১৯২০ ফাইন্যাল খেলা হয় নাই
১৯২১ মোহনবাগান রিজার্ভ
১৯২২ মোহনবাগান
১৯২৩ ভবানীপুর স্পোর্টিং
১৯২৪ ইষ্টবেঙ্গল
১৯২৫ মোহনবাগান
১৯২৬ মেডিকেল কলেজ
১৯২৭ ভবানীপুর ক্লাব
১৯২৮ মোহনবাগান এ সি
১৯২৯ ভবানীপুর ক্লাব
১৯৩০ ই বি আর
১৯৩১ মোহনবাগান
১৯৩২-৩৪ এরিয়ান্স ক্লাব

সাঁতারু ভি এন গড়বোল

নাগপুর, ২৮শে আগষ্ট

মাত্র ৮ ঘণ্টা জলে থাকিয়া সন্ধ্যা ৬।৪০ মিনিটে মিঃ ভি এন গড়বোল জল হইতে উঠিয়া পড়িলেন। একাধিক্রমে দীর্ঘকাল সাঁতার
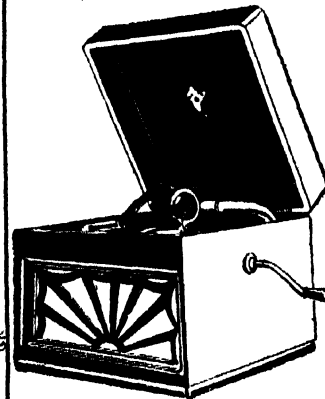
কাটার মানসে মিঃ গভর্নেস সকাল ১০।৪০ মিনিটে নামিয়া ছিলেন।

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের ফলাফল

প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৬৭ রাণ

মিচেল ও ডেল্টন শতাধিক রাণ করিলেন

দক্ষিণ আফ্রিকা—১ম ইনিংস ৪৭৬ রাণ

ইংল্যাণ্ড—১ম ইনিংস ৪ উইকেটে ৩১৩ রাণ

ওভাল মাঠে পঞ্চম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দল ৪৭৬ রাণে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। পরে ইংল্যাণ্ড ব্যাট করিতে আরম্ভ করে এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহ আউট না হইয়া তাহারা ২৪ রাণ করে।

খেলা শেষে ইংল্যাণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ৩১৩ রাণ করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রথম ইনিংস

সিড্‌লে ক এমস ব রবিনস	৩৫
মিচেল ক এমস ব রিড	১২৮
রোয়ান এল বি ডব্লিউ ব রবিনস	০
নোর্স ক প্যারাটি ব বাওয়েস	৩২
ভিলজোয়েন ক ক্লে ব রিড	৬০
ক্যামেরণ ক মিচেল ব রিড	৮
ওয়েড ক হ্যামণ্ড ব বাওয়েস	০
ডেল্টন ক রবিনস ব রিড	১১৭
ভিনসেণ্ট ব রবিনস	৫
ল্যাংটন নট আউট	৭৩
ক্রিস্প ক এমস ব বাওয়েস	০
অতিরিক্ত	১৮
রাণ	৪৭৬

বোলিং : রিড ১৩৬ রাণে ৪, নিকলস ৭২ রাণে ০, বাওয়েস ১১২ রাণে ৩, হ্যামণ্ড ২৫ রাণে ০, ক্লে ৩০ রাণে ০, রবিনস ৭৩ রাণে ৩ এবং প্যাটি ৩ রাণে ০ উইকেট।

হ্যাকওয়েল নট আউট	১৫
মিচেল নট আউট	৯
মোট (কেহ আউট না হইয়া)	২৪ রাণ

বাঙ্গলা বারহাজার টাকা দিবে

ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের প্রতিশ্রুতি

সোমবার ইডেন উদ্যানে বাঙ্গলা ও আসামের ক্রিকেট বোর্ড অব কন্ট্রোলের এক সভা হয়। মেসার্স জে আর ফাক হাসন, আর বি ল্যাম্পডেন, এম রবার্টসন, সি এ নিউবেরি, জি এম ওয়েব, পি ই আর ডোভার, পাটু মুখার্জ্জি, এম ও রায়, এন ডি সাত্তকর, এ এ খণ্ড ও খাঁ সাহেব, এম এ রসিদ প্রভৃতি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অষ্ট্রেলিয়ার আগমন সম্পর্কে আলোচনা চলে। তাহাতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অফ কনট্রোলের প্রত্যুত্তরে স্থানীয় বোর্ড জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া টীমের আগমন সম্পর্কে ১২০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। ইহা ছাড়া টিকেট বিক্রয়ের লভ্যাংশের শতকরা ৪০ টাকাও তাঁহারা দিবেন। অষ্ট্রেলিয়া এবং অল ইণ্ডিয়া টীমের কোন ব্যয় ছাড়াই উপরোক্ত টাকার কথা বলা হইয়াছে।

বাংলাবাজারের সোণার বাংলা ও রূপবাণী

ঢাকার 'বাংলাবাজার' পীঠস্থান! সেই পীঠস্থানের পত্রিকা 'সোনার বাংলার' পট-সমালোচক চিত্র সেন সম্প্রতি কলিকাতার 'রূপবাণীর' হয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতে চান 'রূপবাণী'ই বাংলাদেশের আদর্শ চিত্র-গৃহ, আর এখন যে 'বিদ্রোহী' ছবিখানি সেখানে দেখান হচ্ছে সেইখানিই বাংলাদেশের আদর্শ চিত্র। এমন কি 'বিদ্রোহী'তে সপ্তাহে কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে তার সঠিক খবরও দিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন—বিদ্রোহীর বিক্রি সপ্তাহে মাত্র ৫০০৲ পাঁচ শ' টাকা করে কমেছে। সুতরাং 'বিদ্রোহী' খুব ভাল ছবি!

আমরা কিন্তু এই সবজান্তা ভদ্রলোকের কথার সমর্থন করতে পারলাম না! আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি 'বিদ্রোহী' একখানি ভাল ছবি হ'তে পারতো, কিন্তু তা হয়নি 'বিদ্রোহী' ছবির গল্প যিনি লিখেছেন তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, ছবির পরিচালনা যিনি করেছেন তিনিও আমাদের হিতৈষী সুহৃদ, কাজেই ছবিখানির প্রশংসা করতে পারলে আমরাই বোধকরি সব-চেয়ে বেশী খুসী হতাম, কিন্তু সমালোচকের কর্ত্তব্য বড় কঠোর, অপ্রিয় সত্যকথাও নিঃসঙ্কোচে আমাদের প্রকাশ করতে হয়; তাই চিত্র সেনের মত একটুখানি বিজ্ঞাপনের লোভে নিজেদের কর্ত্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে নিছক্ স্তাবকতা করতে আমরা পারিনি, কোনদিনই পারব না।

'বিদ্রোহী'র বিরুদ্ধে লেখা কয়েকখানি চিঠি 'নাগরিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রসেন বলেছেন, চিঠিগুলি মিথ্যা, ওগুলি তাঁরা নিজেরাই রচনা করেছেন! বলবার কারণ—নাগরিক' ছাড়া আর কোনও পত্রিকায় পত্রপ্রেরকেরা যখন পত্র লিখেননি, তখন ওগুলি বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে না। ভাল কথা। আমরাও তেমনি বলতে পারি, কলকাতার কোনও পত্রিকাই রূপবাণীর 'বক্স আপিসে' সপ্তাহে কত টাকার টিকিট বিক্রি হয় তা যখন বলতে পারে না, অথচ ঢাকার বাংলাবাজারে মাত্র তার সঠিক সংবাদ গিয়ে পৌঁছে, তখন সে সম্বন্ধেও আমাদের দারুণ সন্দেহ আছে।

সন্দেহ যদি নাও থাকতো, তাহ'লেও আমরা বলতাম—'রূপবাণী' বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ নয়, 'বিদ্রোহী'ও দর্শনযোগ্য ছবি হয়নি। বাংলা ছবির প্রথম কয়েক সপ্তাহের বিক্রি দেখে ছবির ভাল-মন্দ বিচার যারা করেন, তাঁদের বিচার বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ একটুখানি করতে হয় বৈ-কি! ছবির বিক্রি না দেখেও ছবির ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের আছে—সেকথা আমরা জোর করে' বলতে পারি। ছবি দেখে তার ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যাঁদের না থাকে, তাঁরাই বক্স-আফিসের দিকে হাঁ করে' তাকিয়ে থাকেন।

রাধা ফিল্মসের আর ভারতলক্ষ্মীর 'চাঁদসদাগর' ও 'দক্ষযজ্ঞ' কম পয়সা দেয়নি, কিন্তু তাই বলে ওই ছবি দু'খানিকে যদি ভাল ছবি বলতে হয় তা'হলে আমরা নাচার! অনেক ছবি অনেক চিত্রগৃহে অনেকদিন ধরেই থাকে, এবং এই কায়েমী বন্দোবস্তের পশ্চাতে ছবি ও ছবিঘরের মালিকের মধ্যে কি সম্বন্ধ যে স্থাপিত হয় সে সংবাদও আমরা কিছু কিছু রাখি, সুতরাং তাই দিয়ে ছবির ভাল-মন্দের বিচার যদি করতে হয় ত' 'বাংলাবাজারে'র চিত্রসেনেরা করুন আমরা করব না।

চিত্রসেন লিখছেন—'বিদ্রোহী'র অনেক সমালোচক চেনেন না—কে অনুপম ঘটক আর কে শচীন দেব বর্ম্মণ! তাই তাঁরা কেউ কেউ অনুপম ঘটককে বলেছেন শচীন দেব, আর শচীন দেবকে বলেছেন অনুপম ঘটক।

সর্ব্বনাশ! আর্টিষ্টদের নাম, চেহারা, বাড়ীর ঠিকানা এ-সব না জানলে কি কখনও সমালোচনা হয়? সে-সব করবেন চিত্রসেন। কারণ বাংলার নট-নটীদের যত কিছু গোপন তথ্য তাঁর নখ-দর্পণে।

তা ছাড়া আর একটি নূতন সংবাদ তিনি দিয়েছেন। সংবাদটী 'বিদ্রোহী' সংক্রান্ত। বড় মজার সংবাদ। লিখেছেন—বিদ্রোহীর হিন্দি ও বাংলা দুটী সংস্করণে ছবি তুলতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার খরচ হয়েছে—এক লক্ষ সাত হাজার টাকা! কিন্তু কোনও এক চিত্র-গৃহের মালিক স্বপ্ন দেখেছেন—এই 'বিদ্রোহী' চিত্রখানি দেখবার জন্যে গত জন্মাষ্টমীর দিন স্বর্গ থেকে কয়েকজন দেব-দেবীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রূপবাণীতে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন। ছবি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সাদা কাগজে অঙ্ক কষে তারা বলে গেছেন—'বাচ্চু, জিতা রহো। 'বিদ্রোহী'মে তেরা সাট্ লাখ্ রোপিয়া মুনফা হো যায়েগা!

এ-খবর আপনারা কেউ পান নি। এখন শুনুন। শুনে মুণ্ডটা আপনার ঘুরে' যাক্।

বাংলাবাজারের চিত্র সেনের আরও অনেক সমালোচনা আমরা পড়েছি। পড়ে' এইটুকু আমাদের ধারণা জন্মেছে যে ছবি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান একেবারেই নেই বললেই হয়। তিনি যদি রাজি হন ত' আমরা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে প্রস্তুত।

ওপারের হালচাল

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

বিখ্যাত হাস্যরসাভিনেতা উইল রোজার্স পরলোকে

ইনি এরোপ্লেনযোগে মস্কো হইতে আলাস্কা যাইবার সময় পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় নিহত হন। ইনি তখন জগদ্বিখ্যাত বৈমানিক উইলিপোষ্টের সঙ্গে একত্র বিমান পথে যাইতেছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈমানিক উইলিপোষ্টও নিহত হইয়াছেন। মিঃ রোজার্স ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর আমেরিকার কোলাগায় জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকায় তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক ষ্টেজে যোগদান করেন ও পরে ফক্স ফিল্ম কোম্পানীতে যোগদান করেন। মৃত্যুদিন পর্য্যন্তও তিনি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়াছেন। ইনি যে শুধু ভাল অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে কাউবয় ফিলসফার অন দি পিস কনফারেন্স নামক একখানা বই লিখিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে সমস্ত চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত চিত্রগুলির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—ডাউন টু আর্থ, জুবিলি, এমবেসেডরবিল, হ্যাপিডেজ, দে হ্যাড টু সি প্যারিস এবং এর শেষ চিত্র "লাইফ বিগিনস্ এট্ ফরটি" এই চিত্র শীঘ্রই এখানকার প্রাজায় প্রদর্শিত হইবে।

* * *

ক্যাথারিন হেপবার্ণের পরবর্ত্তী চিত্র সিল্ভিয়া স্কারলেট। এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন ক্যারি গ্রাণ্ট।

* * *

মার্লিনের "দি পার্লনেকলেস" ছবি শেষ হইলে—এর পরের ছবি হবে "ইনভিটেসন টু হ্যাপিনেস" এই ছবির পরিচালনা করিবেন ক্লাইস মাইলষ্টোন।

* * *

জোয়ান ক্রফোর্ডের সহিত ফ্রাঙ্কট টোনের বিবাহ হইবে এই ব্যাপারে হলিউডে মস্ত একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে! কিন্তু বিবাহ যাহাদের হইবে তাহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। হলিউডে গুজবের অন্ত নাই কাজেই এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ এ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে পারে না।

* * *

মার্গারেট স্যলেভানের পরবর্ত্তী ছবি হইবে "সো রেড দি রোজ" এই ছবিতে বিভিন্ন অংশে ওলিনলণ্ড ও রুডলফ স্কট অভিনয় করিবেন।

* * *

সম্প্রতি ফক্সফিল্মস টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী পিকচার্সের সমস্ত ছবির প্রচার স্বত্ব লইয়াছেন।

* * *

পরিচালক—ডারিয়ল জানুক বর্ত্তমান বৎসরে টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীর হইয়া আটখানা ছবি তুলিবেন। এই ৮খানা ছবিতে ৫॥০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে স্থির করিয়াছেন।

* * *

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পিকচার গোয়ার কর্মপিটিসনে অভিনেতাদের মধ্যে ক্লার্কগেবল—ইট্ হ্যাপেন্ড ওয়ান নাইট চিত্রে অভিনয় করিয়া—ঐ বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পাইয়াছেন। অভিনেত্রীদিগের মধ্যে কুইন ক্রিশ্চিনা চিত্রে অভিনয় করিয়া গেটাগার্ব্বো এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

* * *

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৩৫-৩৬) ফক্স ফিল্ম কোম্পানী এই ১২ খানি ছবি তুলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "ডেন্টস্ ইন্ ফারনো," "মিষ্ট্রীজ অব প্যারীস" "অণ্ডার টু ফ্লাগ," "র‍্যামোনা," "হক এণ্ড দি ডেজার্ট" "ওয়ে ডাউন ইষ্ট," "দি ফারমার টেকস্ এ ওয়াইফ," "রেড হেডস্ অন্ প্যারেড," "আরজেন টিনা," "হিয়াস টু রোমান্স," "দি ড্রেস মেকার" ও ব্রড ওয়ে কো এড্।

* * *

হলিউডের জনরব এই যে জর্জ্জ ব্রেন্টের সহিত গ্রেটা গার্ব্বোর সম্প্রতি বিশেষ ভাব দেখা যায় ও এই সখ্য ক্রমে বিবাহে পরিণত হইতে পারে। তবে "গার্ব্বোর" বিবাহ—না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

চিত্রচয়ন :—

উত্তরার উদ্বোধন

গত ২০শে আগষ্ট মঙ্গলবার উত্তর কলিকাতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রঘরের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা হইয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট এই চিত্রগৃহের উন্নতি কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে চিত্রগৃহগুলির দায়িত্ব অনেক। তারা জনসাধারণের নৈতিক জীবন ও শিক্ষার ও সুরুচির অনেক সহায়তা করিতে পারে, আমার বিশ্বাস আ. উত্তরাও তার বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া সুশিক্ষা ও সুরুচির দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে সক্ষম হইবে।

যবনিকা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়াচিত্রে রাণীবালা উত্তরার উদ্বোধন সঙ্গীতখানি গাহিলেন। গানখানি জনপ্রিয় গীতি কবি শৈলেন রায়ের রচনা। গানখানির রচনা-মাধুর্য্য আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি। শৈলেন রায় তার নিজের বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছেন—লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গানখানি আমরা প্রকাশ করিলাম।

উত্তরায়নে উত্তরা আজি
অবগুণ্ঠন খোলে ;
পূর্ব্বাচলের অরুণ কিরণে
নয়ন-পদ্ম খোলে !
কত হৃদয়ের মুকুল গন্ধ,
কত দিবসের ভাষা ও ছন্দ,
কত যে কালের কত যে কাহিনী
জাগে তার কল্লোলে !
উত্তরা বলে, "হে অতিথি বস,
বিছাইয়া দিনু উত্তরী
রূপায়িত মোর স্বপন শোনাব,
হৃদয় উঠিছে মঞ্জরী !
কত জীবনের কত ছায়া ছবি,
প্রাণে প্রাণে আঁকি, আমি শুধু কবি,
কত সুন্দর আলোক শিশিরে
আমারই চক্ষে দোলে"

তারপর বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরদী গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) শৈলেন বাবুরই আর একখানা গান গাহিয়া আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেন।

তারপর বিপুল জলযোগের দ্বারা উত্তরার কর্ত্তৃপক্ষগণ নিমন্ত্রিতগণকে আপ্যায়িত করেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট উত্তরার অনন্ত জীবন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চিত্র-গৃহটি বেশ সুরুচি-সম্পন্ন—আসনগুলি চমৎকার। ফ্যানের ব্যবস্থাও ভালো।

ছায়া :—

গেল ১৭ই আগষ্ট শনিবার সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথ নাথ চৌধুরী কে, টির পৌরোহিত্যে এদের প্রথম জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। সভায় ডাক্তার ডি, এন, মৈত্র, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা ও সভাপতি মহাশয় ছায়ার শুভকামনা ক'রে বক্তৃতা করেন। আমরাও উত্তরোত্তর ছায়ার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

* * *

আগামী শনিবার থেকে "ছায়ায়" ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে গৃহীত চিত্র "স্কার্লেট পিমপার্ণাল্" প্রদর্শিত হবে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন লেস্‌লি হাওয়ার্ড ও মারলে ওবেরণ।

নিউ থিয়েটার্স :

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত হিন্দি "দেবদাস" মুক্তি প্রতীক্ষায়। শ্রীযুত বড়ুয়া শীঘ্রই একখানা হিন্দি ছবির কাজ আরম্ভ করবেন।

* * *

মিঃ ডি, আর, দাস পরিচালিত ব্যাঙ্গচিত্র "অবশেষে" চিত্রায় মুক্তিলাভ ক'রেছে। শ্রেষ্ঠাংশে—প্রমথেশ বড়ুয়া, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অমর মল্লিক, মলিনা প্রভৃতি।

* * *

পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান নীতিন বোসের "ভাগ্যচক্রে"র কাজ দু'টো ইউনিটেই জোর চলেছে। ছবিখানা যাতে পূজার পূর্ব্বেই মুক্তি-লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদের "ধূপচাওনের" কাজ প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছেন।

বেঙ্গল টকীজ :—

শ্রীযুত মধু বোস পরিচালিত প্রথম হিন্দি ছবি "ওয়ান ফ্যাটাল নাইটে"র শূটিং ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে জোর চ'লেছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় ক'রেছেন সুন্দরী অভিনেত্রী মিস্ জেরিনা খাতুন, মাষ্টার গামা, কাঁপুর, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ইন্দুবালা, মণিলাল, সুলতান্ সিকুদার, আজুমৎ বেগম প্রভৃতি।

কালী ফিল্মস্ :—

এদের "বিদ্যাসুন্দর" মুক্তি প্রতীক্ষায়। "প্রফুল্ল"র শূটিংও প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

শ্রীযুত দেবকী বোস এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে একখানা ভক্তিমূলক ছবি "নিমাই সন্ন্যাসের" চিত্ররূপ দেবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা ক'রবেন অন্ধগায়ক শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দে।

এদের "সরলা"র কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

রাধা ফিল্মঃ—

এদের বাংলা সবাক "কৃষ্ণ সুদামার" সুটীং জোর চল্‌ছে। ছবিখানা পূজার সময় মুক্তিলাভ ক'রবে বলে আশা করা যায়। শ্রেষ্ঠাংশে—অহীন্দ্র চৌধুরী, কাননবালা, বীণাপাণি প্রভৃতি।

* * *

এদের "কণ্ঠহারের" শুটীংও আরম্ভ হয়েছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় ক'রছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, কাননবালা, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

পাইওনিয়ার ফিল্মস্‌ঃ—

এখানে শ্রীসুশীল মজুমদার রসরাজ অমৃতলালের "তরুবালা"র চিত্র-রূপ দিচ্ছেন। ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোৎস্না, মীরা দত্ত প্রভৃতি।

এভার গ্রীন পিক্‌চার্সঃ—

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাণী-চিত্র "শেষ পথ" দীপালীতে ২য় সপ্তাহ চল্‌ছে।

এদের দ্বিতীয় সবাক "পঞ্চবাণে"র কাজ সম্প্রতি বন্ধ আছে। এদের সুবৃহৎ ইলেক্‌ট্রিক্‌ ষ্টুডিওর নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এল। নির্ম্মান কার্য্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "পঞ্চবানে"র কাজ আবার আরম্ভ হবে।

পপুলার পিকচার্সঃ—

এদের প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র "মন্ত্রশক্তি" উত্তরায় দেখান হচ্ছে। ছবিখানির পরিচালনা ক'রেছেন শ্রীযুত সতু সেন। স্থানাভাবে এই সপ্তাহে এই ছবির সমালোচনা করা সম্ভব হ'ল না। আগামী বারে আমরা ইহার বিশদ সমালোচনা করব।

দীপালীঃ—

আগামী শনিবার হইতে এখানে ওয়ার্ণার বাদার্সের বিখ্যাত নৃত্য-গীতপূর্ণ চিত্র "গোল্ড ডিগার্স অব ১৯৩৩" প্রদর্শিত হইবে। নৃত্য-পরিকল্পনা ও সেটিংস চমৎকার। প্রায় ৩০০ সুন্দরী তরুণী নর্ত্তকীর নৃত্যে ছবিখানি অতি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

রূপকথাঃ—

আগামী শনিবার হইতে এখানে বিশ্ব-বিখ্যাত পরিচালক সিসিল, বি, ডি, মিল পরিচালিত "ক্লিওপেট্রা" প্রদর্শিত হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন "ক্লদেৎ কলবার্ট"। এর অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। এই ছবির পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। চিত্র-প্রিয় মাত্রেরই এই সুবিখ্যাত চিত্র বিশেষ উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।

তিনটী ফিল্ম বাঙ্গলায় প্রদর্শন নিষিদ্ধ

সপরিষদ বাংলা গবর্ণরের আদেশক্রমে বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর 'সমাজ কি ভুল' নামক ফিল্ম খানা বাঙ্গলায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলার সেন্সর বোর্ড "ব্লাকসিউর্টি" এবং 'আবদুল দি ড্যামনড' নামক অপর দুইখান ফিল্মকেও বাঙ্গলায় নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন কারণে এই ফিল্মগুলি বাঙ্গলায় প্রদর্শিত হইবে না।

Edited, printed and published by Jyotish Chandra Ghosh from Rup-Rekha Press, 6, Bhubon Chatterjee Lane, Calcutta.
Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshab Chandra Sen Street (New name for Mechuabazar Street) Calcutta.

রূপলেখা

[চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক]

প্রথম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

সম্পাদক — শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মূল্য /০ আনা

প্রশংসা-মুখরিত পঞ্চম সপ্তাহ!

দক্ষ-যজ্ঞ চিত্রের

অভাবনীয় সাফল্য গুণী-জনের
প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে এবং
শত্রুর মুখ বন্ধ করিয়াছে।

এ সপ্তাহে আপনাকে স্বয়ং আসিয়া
এই সত্য উপলব্ধি করিতে
অনুরোধ করি।

ক্রাউনে মহা সমারোহে

চলিতেছে

রাধা ফিল্মের আর এক খানি অপূর্ব্ব
সুষমা মণ্ডিত বাংলা বাণী চিত্র

রাজ-নটী

বসন্ত-সেনা

আগামী বড়দিনের পূর্ব্বেই কলিকাতায়
কোন সুবিখ্যাত ছবি ঘরে
মুক্তি লাভ করিবে।

পরিচালক চারু রায়

শ্রেষ্ঠাংশে—বীণাপাণি, রবি রায়, ধীরাজ এবং
ফনি বর্ম্মা।

মুক্তি তারিখের প্রতীক্ষায় থাকুন।

RUP-REKHA

VOL. I NO. 8.

FRIDAY, 16th NOVEMBER, 1934.

প্রথম বর্ষ : অষ্টম সংখ্যা ঃ

শুক্রবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

Dolores Delrio
R. K. O.

অবকাশ ও আনন্দ

যে মহা উৎসবের জন্য বাংলা এতদিন উন্মুখ হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। বাঙ্গালী সেদিন বিশ্বদুনিয়াকে পরম মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী সেদিন কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিয়াছে :

"চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

আমরা আবার আজ কর্ম্মজগতের সম্মুখীন হইলাম। তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছাই আমাদের পরম রত্ন।

আমাদের শারদায়া সংখ্যাটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যে সমস্ত লেখক ও শিল্পী অকল্পিত সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইব না।

এখন আমরা চিত্রজগতের কয়েকটী বিষয় নিয়া আলোচনা করিব।

পূজায় আনন্দবিধান করিবার জন্য কলিকাতায় অনেক ইংরেজী ও বাংলা ছবির উদ্বোধন হইয়াছে। ইংরেজী ছবি বাদ দিলে, বাংলা ছবি দক্ষযজ্ঞ ও মা'র কথাই উল্লেখযোগ্য।

দক্ষযজ্ঞ চিত্র মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে। Settings, রূপসজ্জা ও পারিপাটিক ব্যবস্থা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নাটকের চরিত্রচিত্রণে আরও একটু দক্ষতা ও চতুরতার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল।

"মা" চিত্র মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

আমাদের দেশের (অর্থাৎ বাংলার) চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি আজ একটা ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। কেহই আর বাংলাছবি তুলিতে চাহে না, তাহার একমাত্র কারণ, বাজার। অবাংলা ছবি প্রচুর পয়সা ঘরে আনে! কিন্তু সেদিক দিয়া বম্বে ছবির অনেক বেশী প্রসার। জাতির মনোবৃত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা নিত্য নূতন ছবির সৃষ্টি করিতেছে। সম্ভব, অসম্ভব, রোমাঞ্চকর কাহিনীর সমাবেশ করিয়া।

মানুষের মনোবৃত্তির কোন মাপকাঠি নাই সত্য, কিন্তু জাতীয় মনোবৃত্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়, তার ধর্ম্মে, শাস্ত্রে ও সাহিত্যে।

ছায়াছবি সাহিত্যের সজীব প্রকাশ। সামান্য কদর্য্যতার মোহে, অনেকে হয়ত অনেক-রকম মনোরঞ্জন কাহিনী সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু, তাহা জাতীয় মনোবৃত্তির অতিশয় দুর্ব্বল দিকটাই প্রকাশ করিয়া দেয়।

একথায় কেউ যেন না মনে করেন যে ঐ জাতীয় ছবি অপ্রয়োজনীয়। আমার বলিবার উদ্দেশ্য শুধু এই যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের ধারা বজায় রাখিয়া পথ চলিবেন, কাহারও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। বরঞ্চ, নানাবিধ সম্ভারে দেশ সমৃদ্ধ হয়; তাহা না করিয়া বম্বেকে অনুকরণ করিয়া এখানেও যদি ঐ প্রকার ছবি তুলিবার প্রচেষ্টা করা হয় তাহা হইলে তাহা একটা দেশের ক্ষতির মধ্যে গণ্য হইবে।

হয়ত ইহাতে সাময়িক সুবিধার চিহ্ন দেখা যাইবে, কিন্তু, ভবিষ্যতের জমার খাতায় উহাদের চিহ্ন ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতে থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

অভিনয়

—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।

বাংলা ও হিন্দী সবাক্ ছবির সংখ্যা দিনদিনই বাড়িতেছে, ইহা সুলক্ষণ বটে; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলির শিল্পগত উন্নতি হওয়া আবশ্যক।

অভিনয়ে যদি জীবনের আভাষ না পাওয়া যায়, তবে দর্শকের মন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। বাংলা ছবিতে নানারকমের অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিকতা রসানুভূতির পক্ষে বাধা জন্মায়।

কাহিনীর কালগত ও দেশগত স্বাভাবিক আবেষ্টন রক্ষার জন্য যথোচিত যত্নের প্রয়োজন। একটী ছবিতে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণযুবা, যখন আধুনিক ডিগ্রীধারী বাঙ্গালা যুবকের বেশে, পাশে-বোতামওয়ালা পাঞ্জাবী পরিয়া দেখা দেন, তখনই সে দৃশ্য অদ্ভুত মনে হয়। অথচ, আবার, কাবুলীওয়ালার পোষাকে চৌরোদ্ধরণিকে পাঠাইয়া পরিচালক প্রাচীনত্ব-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চৌরোদ্ধরণিক না হইয়াছে সে-যুগের, না হইয়াছে এ-যুগের।

আর একটিতে এক প্রৌঢ়া ঝগড়াটে ভদ্রঘরের ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাহার চালচলন, কথাবার্ত্তা সুমধুর না হইলেও নিতান্ত ইতরজন হইতে একটু অন্যরূপ হইবেই। কিন্তু ছবিতে তাহা মোটেই হয় নাই।

এমনি অনেক ছবিতেই। কোথাও বা চতুর্দ্দশশতাব্দীর কাহিনীতে আধুনিক সাজপোষাক, কোথাও রাজগৌরবহীন রাজার দৌড়ের পাল্লা, কোন ছবিতে মরা-পক্ষিরাজ সৈন্য-সামন্তের শ্লথগতি, আবার কোনও চিত্রে সুন্দরী-নায়িকার কুশ্রী আকৃতি! এগুলির প্রতিকার কি যথার্থই সম্ভব নয়? অথবা, পরিচালকগণের যত্নের অভাব?

এ-সকল বিষয়ে অবহিত না হইলে চিত্রপরিচালকগণ ব্যবসায়ের দিক্ দিয়াও কি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না? বিদেশী ছবি ক্রমশঃ আমাদের রুচি ও রূপবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে। দেশী ছবি আমাদের নিজেদের জিনিষ বলিয়া তাহার প্রতি আমাদের আকর্ষণ একটা আছে। কিন্তু ছবি দেখিতে যাইয়া যদি দর্শকেরা অতৃপ্তি লইয়া ফিরিয়া আসেন তবে ছবির মালিকদের দুর্নাম রটিবেনা কি? এবং তাহার ফলে কি তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না? যাহাই দেখাই, ভিড় ত' জমিতেছে, এ মনোভাব ছবির মালিকদের পক্ষে সঙ্গত নয়। উত্তরোত্তর উন্নত ও সুন্দর জিনিষ দেখাইতে পারিলেই তাঁহারা দেশবাসীর মন জয় করিতে পারিবেন। নহিলে, লোক-খ্যাতি অচিরে হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বাংলা ফিল্মের ভবিষ্যৎ

শ্রীরেবতী মোহন লাহিড়ী, এম্-এ, বি-এল্।

শোনা যায় বাংলা ফিল্ম নাকি বাল্যকাল উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। ১৯২৩ সন থেকে ১৯৩৩ সন এই দশ বৎসরে বাংলা ফিল্মের ক্রমোন্নতি ও বিস্তার লাভ দেখে আশাবাদীরা অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছে। এই ক'লকাতা সহরের বুকের উপরই তো ১০।১২টি বাঙ্গালী ফিল্ম প্রতিষ্ঠান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। ছবি দেখানোর সুরুও হয়েছে অনেকগুলি, সেগুলি বহু ব্যয়ে এবং সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত হয়েছে, এবং অনেক প্রতিষ্ঠান শব্দ মুখর চিত্রও তৈরী করার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলেছে কত না ছবি। এই বিষয়গুলি যখন ভাবা যায় ১৯৩৩ সনের শেষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিগত ১৯২৩এর দিকে মুখ করে যখন "চন্দ্রনাথ" বা "আঁধারে আলোর" মত ছবি মিটে মিটে আলোতে প্রেক্ষাগারে উঁকি মারছে তখন সত্য সত্যই মনটা আনন্দে ভরে উঠে। এ ছাড়া এর ব্যবসা হিসাবে অর্থনৈতিক দিকটা নেহাৎ ছোট নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং সংখ্যায় বাড়িতে থাকে তবে অসংখ্য আলোক চিত্রকার অসংখ্য শব্দযন্ত্রীকে এবং অসংখ্য নট-নটীকে মুখের অন্ন দিবে। কিন্তু এই যে উন্নতি, এই যে চোখ ধাঁধানো অসংখ্য অট্টালিকা এবং দৃশ্য পট—একে যদি একটু তলিয়ে দেখি—রূপকারের বা art criticএর চোখ দিয়ে তবে দেখবো কত বড় ব্যর্থতা, অসঙ্গতি, অন্ধ অনুকরণ অকৃতকার্য্যতা এর পিছনে রয়েছে। এই জিনিষটির উন্নতির পর আমাদের সমাজ জীবনের একদিককার শুভাশুভ, উন্নতি অবনতি, এর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত রয়েছে। এই চারুকলা শিল্প যদি প্রকৃতভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তবে ইহা কেবল জাতীয় অবদান বলে গণ্য হ'য়ে দেশ বিদেশে আমাদের মুখোজ্জ্বল কর্‌বেনা। এই অন্নহীন, নিরানন্দ দেশে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহেই খাদ্য এবং আনন্দ একই সঙ্গে বহন ক'রে আনবে—যার অস্পষ্ট আভাষ ইতি মধ্যেই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

আমরা বাইরে থেকে যাকে বলি সফলতা, উন্নতি সেটা সব সময়েই অভ্রান্ত ব'লে গণ্য হয় না—বাইরের উন্মাদনা, জাঁকজমক, আমাদের বিচার বুদ্ধিকে অনেক খানি আচ্ছন্ন করে ফেলে তাই আমরা প্রকৃত তথ্যকে এড়িয়ে চলি এবং ক্ষণিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে—সেই আনন্দের—রেখাপাত করি আমাদের যা কিছু প্রিয় প্রতিষ্ঠানের উপর। আমাদের এই ক্ষণিক আনন্দ যখন নিভে যাবে তখন আমাদের রঙে রঙ্ ধরানোর ছবি বিমলিন ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। একথা অস্বীকার করা যায় না আমাদের এই বাংলা ফিল্মের উন্নতির মূলে রয়েছে বিদেশী ফিল্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভাব এবং আমাদের নব জাগরিত স্বাদেশিকতা দেশ প্রেম বা দেশী জিনিষের প্রতি দরদ কোন কারণেই নিন্দনীয় কিন্তু সেটা যখন গণ্ডী ছাড়িয়ে মা যে 'কাণা ছেলেকে পদ্মলোচন নাম" দেয় তখন বাপ মা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে বটে কিন্তু পাড়াপড়শীরা বেশী দিন খুসি থাকে না। বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর তোলা দেশী ছবির প্রতি শিক্ষিত দেশবাসীর আন্তরিক স্নেহ আছে বা দেখা যাচ্ছে আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই স্নেহ যদি বরাবর অবিমিশ্রিত থেকে যায় তবে সেটা নিতান্ত দুঃখের বার্ত্তা হবে কিছুদিন পরে, যখন প্রতিযোগিতায় তাকে

ম্যাডানের "আনোকা প্রেম"
মিস—কজ্জন।

ম্যাডান থিয়েটারের "আনোকা প্রেম" চিত্রের
একটী দৃশ্য।

সম্মুখীন হতে হবে। দেশের লোকের স্নেহ-প্রীতি একটা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা বহুদিন যদি না শিল্পের ভিতরে বাহিরের রস ও আলো আহরণ করার মত শক্তি না থাকে।

দশবছর পূর্ব্বে বাঙ্‌লা ফিল্মের যে fundamental defects ছিল আজও তাই রয়েছে একথা যদি বলি তবে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হবেন সন্দেহ নাই কিন্তু একটা বড় সত্য কথা বলা হবে। দৃশ্যপট পরি-কল্পনার এবং ফোটোগ্রাফিতে যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু ফটোগ্রাফিতো শিল্পীর বা প্রযোজকের মনের পরিচয় দেয় না—দেয় তার হস্ত কৌশলের বা যন্ত্রের উন্নতির পরিচয়। "আঁধারে আলো" থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল" বাঙ্‌লার ফিল্ম জগৎ আঁধার থেকে আলোর প্রকাশই বটে কিন্তু "কৃষ্ণকান্তের উইল" থেকে "শ্রীকান্ত" আবার সেই আলো থেকে আঁধারেই পুনরাবর্ত্তন। পাশ্চাত্য জগতের ছবির সঙ্গে আমি এই দেশের শিশু শিল্পের তুলনা ক'রে এ উক্তি করছি একথা কেউ যেন মনে না করেন কারণ পাশ্চাত্য জগতে নির্ব্বাক চিত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রেছে। বিষয় নির্ব্বাচনের দিক থেকে, দৃশ্য পটের পরিকল্পনার দিক থেকে এবং ভাব প্রকাশের দিক থেকে—ফটোগ্রাফির তো কথাই নাই, আর আমাদের দেশে চলেছে প্রদোষ অন্ধকারের যুগ। আর এই জিনিষটার ওদেশে উৎকর্ষ লাভ ক'রতে কেটেছে এক শতাব্দীর সিকি অংশ। প্রচুর ওদের ধনবল, অদম্য ওদের উৎসাহ এবং অপূর্ব্ব ওদের সাধনা এবং আন্তরিকতা। কিন্তু যে মনোভাব থেকে এই শিল্পের বা সকল চারু শিল্পের জন্ম হয়েছে আমাদের সেই মনোভাব অত্যন্ত দীন ও শোচনীয়। আমাদের রস পরিবেশন জ্ঞান বর্ণ সুর সঙ্গত, সৌন্দর্য্য বুদ্ধি অত্যন্ত কম। তাই আমাদের দেশে ফিল্ম জগতে এখনো অন্ধকারের যুগ চলেছে।

যে কোন বাঙ্‌লা চিত্র অনুধাবন ও বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের কোন বালাই নাই। স্থান কাল ভেদে দৃশ্যপট নির্ব্বাচনের কোন প্রয়োজন নাই। পাত্র পাত্রীর বয়স বা দৈহিক সৌন্দর্য্য জ্ঞান বা সাজ সজ্জার বিচার এখানে যেন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। পর্দ্দায় ছবি দেখানোর সব চেয়ে যে বড় জিনিষ—acting বা ভাবপ্রদর্শন ও জিনিষটি এখানে একেবারে বাদ দিচ্ছি কারণ আমাদের দেশে রাতারাতি কেউ Douglas Fairbanks বা Marlene Dietritch হয়ে উঠ্‌বে এ আশা করা নিতান্ত বাতুলতা ও বস্তুটি সাধনা ও সময় সাপেক্ষ। যখন দেখি কিশোর ইন্দ্রনাথ সেজেছে ৩২ বছরের ভুঁড়িওয়ালা জোয়ান মর্দ্দ এবং অন্নদা দিদি জঙ্গলে স্বামীর সঙ্গে ঘর করছে কালে হাল ফ্যাসানের ইয়ারিং এবং দামী aerograph সাড়ী পরে এবং পূজারিণী মন্দিরে চলেছে পান দোক্তা খেয়ে এবং নৌকার মাঝি হাল ধরেছে হাতে wrist watch বেঁধে, তখন মনে হয় আমাদের এ অন্ধকার আর কাট্‌বে না—কারণ এ মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হবে কস্মিন কালে কারণ একই রকম ভুল "চণ্ডীদাস" বা অধুনা মুক্ত "মনুষ্যত্ব" থাকে কি রকম করে। "চণ্ডীদাসের" মত নাম করা এবং successful film এও এ প্রকার দৃশ্যই বা কত না চোখে পড়ে। জলে তুলো ছিটিয়ে দিয়ে পদ্মফুল তোলার ব্যর্থ চেষ্টা না কল্লেই হতো। ভোজপুরী দারওয়ানের ব্যবহার সে আমলে ছিল কি? ছোট্ট একটু চালা ঘরে আগুন দিতে অত লোক ছোটার কি দরকার ছিল? আর তারা ভীম বিক্রমে লাঠি ঘুরিয়ে ডগ্‌মাসি চড়ে অভিনয় কচ্ছিল। অভিনয় অভিনয় নয় একথা ছবি ওয়ালারা ভুলে যান কেন?

দর্শকরাও এ অসঙ্গতি বা অদ্ভুত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন নির্ব্বিচারে হজম করে যান বলেই মনুষ্যত্বে বেদের নাচ বলে ওদেশের মেম সাহেবী পরিচ্ছদ যে কোন নাচই নির্ব্বিবাদে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে—oriental dance বা কতটুকু আর পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণইবা কতটুকু কে এর বিচার করে— সকলেই তো আর উদয়শঙ্কর নয়! আর সত্যিকার বেদেরাই বা

খবরই বা কে রাখে আর orientation বোলেও একটা জিনিষ আছে। কথোপকথন এবং নাটকীয় বিষয়ের development এর দিক দিয়ে এত অসঙ্গতি চোখে পড়ে যাহা বস্তুতঃ সত্যই কষ্টদায়ক। মনে হয় কতকগুলি বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাবেগের অবতারণা করা হয়েছে। ছবি দেখতে গিয়ে যদি নাটকের বিষয়কেই বাদ দিতে হয় তবে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলীর ব্যবস্থা কোর্‌লেই হয়—হরেক রকম জিনিষও দেখনো যাবে এবং সমালোচনার দায় থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় এই সমস্ত minor points গুলির দিকে যদি চিত্র পরিচালকেরা বিশেষ ভাবে নজর রাখেন তবে বাঙলার ফিলম্ ব্যবসায়ের প্রাথমিক গণ্ডী পার হয়ে সত্যিকার কৈশোরে পদার্পণ করবে তখন photography বা পাত্রপাত্রীর ভাব প্রকাশের ক্রমশঃ উৎকর্ষের কথা ভাবা যাবে বা বলা যাবে।

ছায়ায় পাইওনিয়র ফিল্মসের "মা"

পরিচালক—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ।
সহপরিচালক—শ্রীদেবকুমার বোস, এম্‌ এ, বি এল্‌।
চিত্রশিল্পী—পল ব্রিকে।
শব্দ যন্ত্রী—ব্র্যাড্‌ বার্ণ।
শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরেছেন—বিনয় গোস্বামী, ভাস্করদেব (এমেচার) ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কাননবালা, পদ্মাবতী, প্রভাবতী।

ছায়ায় এই ছবিখানি ১২ই অক্টোবর থেকে প্রদর্শিত হচ্ছে। "মা" উপন্যাস শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা এবং বিশেষ জনপ্রিয়। নাটকীকৃত হয়ে এতদিন নাট্যনিকেতনের মঞ্চেই আবদ্ধ ছিল আজ তা চিত্ররূপ পেয়ে চিত্রপ্রিয়দের আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে! পাইওনিয়র ফিল্মস্‌ এই বই খানাকে চিত্ররূপ দিয়ে সত্যই প্রশংসার কাজ কোরেছেন। বই সম্বন্ধে নূতন করে কিছু বলবার নেই কারণ "মা" বইখানা সাহিত্য থেকে বিশেষ সমাদর হয়েছে এবং ইহাই অনুরূপা দেবীর শ্রেষ্ঠ দান। ছোট খাটো ক্রুটী থাক্‌লেও ছবি মোটা-মুটি মন্দ হয়নি। তবে সুদক্ষ পরিচালক শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় এই ছবি আরও অনেক উচ্চস্তরের হবে বলে আমাদের ধারণা ছিল।

"অজিত ঝড় জলে ভিজে যখন মেসে ফির্‌ল তখন কাপড় জামা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুক্‌নো"। সবচেয়ে বিসদৃশ ঠেক্‌ল অজিতের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামীর অভিনয়। তার দেহ, ভাব, বয়স ঐ চরিত্রোপযোগী হয় নি এইখানেই সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি হয়েছে। গরীব অজিতের সাজসজ্জা ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা কোর্‌তে পারেনি। ব্রজরাণীর বিয়ের পর থেকে শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত ঐ একই ভাবেই চলিল—কালের গতিতে তাঁর বেশভূষা, চেহারা, অবয়ব কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেনি। এইরূপ আরও অনেক ছোটখাটো ক্রুটী চোখে পড়ল তবে শ্রীযুত ঘোষকে মাত্র একমাসকাল মধ্যে এই ছবির কাজ সম্পূর্ণ ক'রতে হয়েছে সেই হিসেবে তাঁকে সম্পূর্ণ দোষী করা চলেনা।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকায়—সান্তু গোস্বামীর অভিনয় চলনসই হয়েছে। অরবিন্দের ভূমিকায় ভাস্কর দেব—এমেচার হিসেবে এঁকে প্রশংসা করা যেতে পারে কারণ যাঁরা ছায়া-ছবির সঙ্গে বেশ বহুদিন পর্য্যন্ত জড়িত আছেন তাঁদের তুলনায় এঁর অভিনয় ভালোই হয়েছে।

অজিতের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামীর অভিনয় আমা-দের মোটেই খুসী করতে পারেনি তবে তার দেওয়া সুরে গানগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে। এদিক থেকে উচ্চ প্রশংসা করা যেতে পারে।

ছোট অজিতের ভূমিকায় মাষ্টার প্রবোধের অভিনয় ভালই হয়েছে।

ব্রজরাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালা। এঁর গান-গুলি অতি চমৎকার হয়েছে। তবে অভিনয় ভাল হয়নি। কয়েকটী দৃশ্যে অতি স্বাভাবিক করতে গিয়ে অস্বাভাবিক করে ফেলেছেন। এক কথায় বলতে গেলে অভিনয় চরিত্রোপযোগী করতে পারেননি।

মনোরমার ভূমিকায় পদ্মাবতীর অভিনয় বড় একঘেয়ে ধরণের হয়েছে। তবে নিন্দনীয় নয়।

অন্যান্য ভূমিকা মোটামুটি চলনসই হয়েছে। ফোটো-গ্রাফী ও সাউণ্ডরেকর্ডিং ভালোই হয়েছে।

ছোটখাট বহু ক্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছবিখানা বেশ সুনাম অর্জ্জন কোরেছে। চিত্রগৃহে বেশ জনসমাগম হচ্ছে ছবিখানা এখানে আরও কিছুদিন বেশ চলবে বলে মনে হয়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "সেলিমা" চিত্রের নাম ভূমিকায় মিস্ মাধুরী (পরিচালক—মধু বোস)

Katharin Hepburn & Adalyn Doyle.
(R. K. O.)

Miss Violet in Anokha Prem.
(Madan)
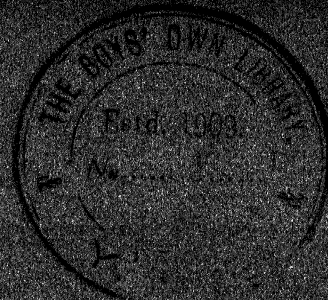
Stuart Erwin & Dorothy Wilson in Radio's "Before Dawn."

Ginger Rogers and Norman Foster in Radio's "Rafter Romance."

Douglas Fairbanks (Jr.) & Colleen Moore in Radio's "Success at any price."
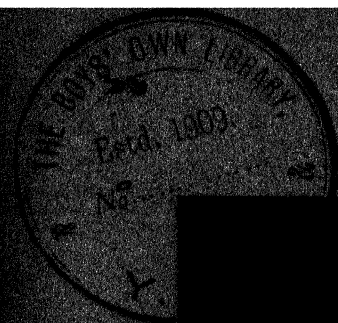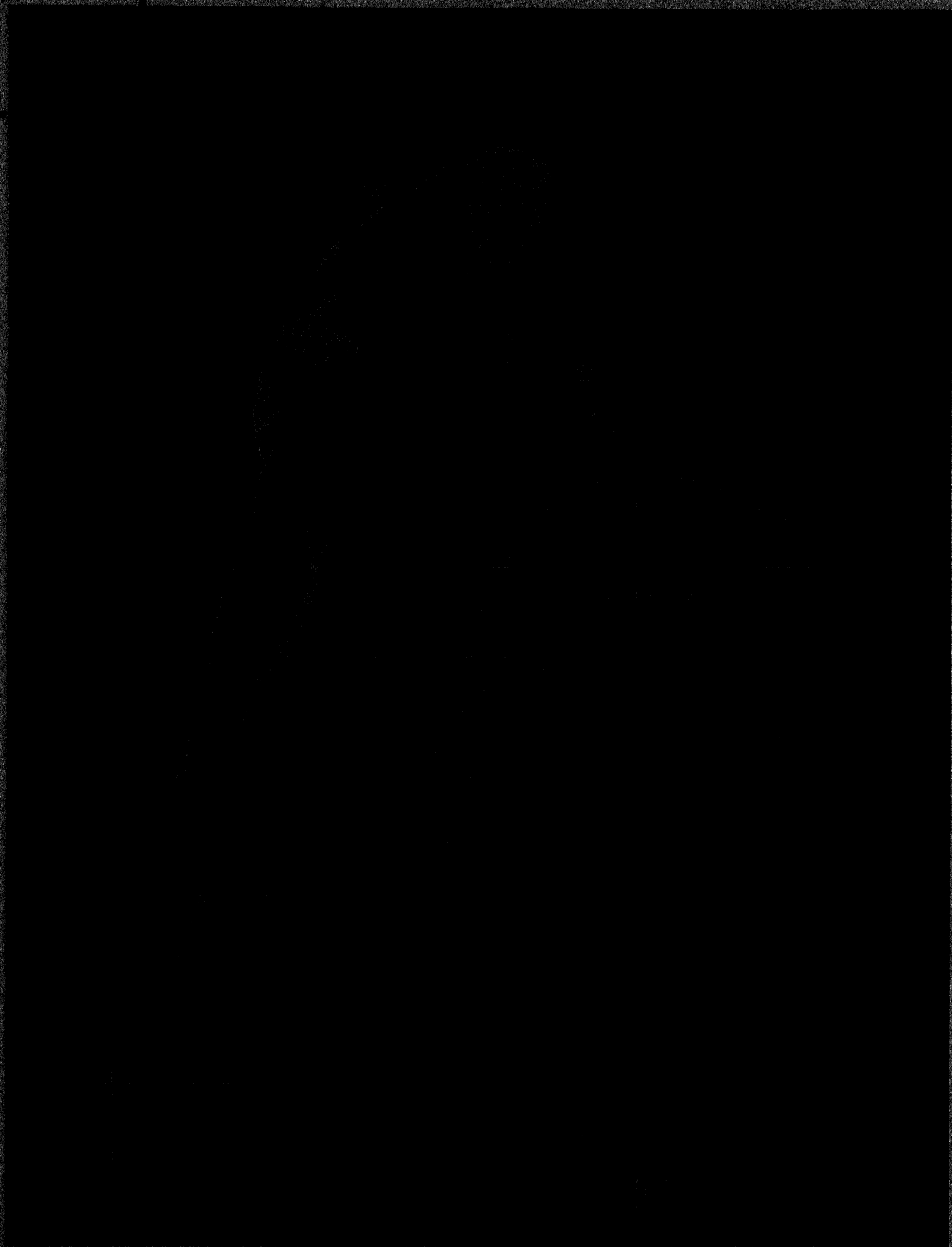
Ann Harding Glamorous R. K. O. Radio Star.

তমিস্রা

শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ।

জাহাঙ্গীরাবাদ

চন্দ্রপতির দিল্লী যাত্রার পর ছয়দিন অতিবাহিত হইয়া গেছে।

রাজপ্রাসাদের মরিয়মের প্রাণটা ক্রমশঃই যেন আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রহরে প্রহরে গবাক্ষ খুলিয়া অসীম দূরের পানে চাহিয়া থাকে। কখনও বা দূরবিহারী কোন অশ্বারোহীকে দেখিয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে। বুকের মধ্যে সহসা একটু আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ঐ দূরের যাত্রী অপরিচয়ের অন্তরালেই মিলাইয়া যায়।

মরিয়মের তখন কেন জানিনা কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

সুন্দরী মরিয়ম—নবাবনন্দিনী মরিয়ম—সকলের আদরিণী মরিয়ম,—সে কেন এমন বিভ্রান্ত হয়?

এমনি করিয়া দিবাশেষের কোন এক নীরব মুহূর্ত্তে মরিয়ম ছাদের অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

সহসা কোথায় যেন কে গাহিয়া উঠিল। করুণ তার স্বর, সার্থকতায় ভরপুর।

মরিয়ম অবাক হইয়া শুনিল—শুনিল, পথবিহারী গায়ক তার মনের কথাই গাহিয়া গেল।

আমার মন যে কেমন করে।
বনের মাঝে ফুলেরা সব
পড়িতেছে ঝরে।

আকাশ আলোর ঐ ও পারে
ডাক দিয়েছে সব হারায়ে
আমি দূর পানে চাই সব ভুলে যাই
আমার কাকে মনে পড়ে!

আমি চাহিয়া দেখি আঁখির তলে
সচেনা মণি,
আমারে দেখি নীরবে হাসে
প্রমাদ গণি!

ওগো, আমার মনের মালিক ওগো,
মিনতি করি ঘুমিওনাকো জাগো,
আজ বাহিরে হাওয়া একেলা দুঃখে
কেবলি কেঁদে মরে।

মরিয়মও কাঁদিয়া ফেলিল।

সখী ফতেমা চুপি চুপি আসিয়া মরিয়মের কণ্ঠলগ্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে সখী।

মরিয়ম কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিতে লাগিল, ফতেমা, মরিয়ম নেই, সে মরেছে।

ফতেমা পরিহাস করিয়া কহিল, কোথায় ডুবল, সমুদ্রে না সরোবরে?

মরিয়ম জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ফতেমা পূর্ব্বের মত টানিয়া টানিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র নয়, সরোবরে—কালো তার জল—শীতল, টল্ টলে। অজস্র জলকমলে ভরে আছে তার সর্ব্বত্র। ভ্রমরের গুঞ্জনে আসে আবেশ, মধুগন্ধে প্রাণ—

মরিয়ম বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল, ফতেমা, মানুষের সবখানিই কি শুধু পরিহাস?

ফতেমা যেন জবাবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কহিল, না, সখী, পরিহাস নয়, পরিকল্পনা। আজিকার ভাবনা আগামী কালের জীবনে মুদ্রিত হয়ে থাকে। আজিকার চোখ চাওয়া ভবিষ্যতের কাব্য রচনা করে।

মরিয়ম প্রতিজবাব দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না! কহিল অন্য কথা:—ফতেমা, তুই এত কথা কইতে কবে থেকে শিখ্‌লি—

ফতেমা উত্তর দিল:—যেদিন থেকে সখী আমার অতল জলে নাম্‌তে সুরু করেছে।

মরিয়ম বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, ফতেমা, আজ যদি, এই মুহূর্ত্তে একটা ভূমিকম্প হয়—মাটি যাবে ফেটে, এই প্রকাণ্ড বড় ইমারত ধূলায় যাবে গড়াগড়ি—তা'হলে আমার কী আনন্দই না হয়—

ভূমিকম্প হবে না—ঐ দেখ কে আসচে

মরিয়ম, দূরে চাহিয়া দেখিল, এক অশ্বারোহী অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ছুটিয়া আসিতেছে।

মরিয়ম চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, কে ঐ অশ্বারোহী!
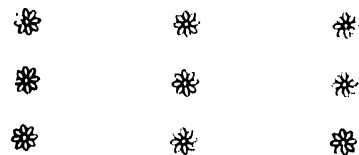
সমাজ ও শিল্পী

শ্রীকুমারেশ ঘোষ।

সংসারের নিয়মই এই

যত খারাপ কাজই করা যাক্ না কেন—সেটা লুকিয়ে করতে পারলে—সমাজে তার সম্মান ঠিক আগের মতই থেকে যায়।

মদ খাও—লুকিয়ে; চুরি করো—কেউ যেন না জানে; পরের সর্বনাশ করো—অবশ্য অন্যের অজ্ঞাতে দেখো, সমাজে তোমার মান ঠিক আগের মতই আছে।

কথাটা শ্রুতিকটু।

তা হোক—তবু সত্য।

সমাজ!

একে মানা যেন মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। একে না মানলে যেন আমাদের চলে না; তখনই আমাদের জীবনে এসে পড়ে—বিশৃঙ্খলা।

বিশৃঙ্খলাকে ভয় করে ব'লেই মানুষ মানে সমাজকে

তা সে ধনীই হোক—আর নির্ধনই হোক।

এই সঙ্গে একটা খবর জানালে হয়-তো অশোভন হবে না যে সাধারণ গৃহস্থ যেমন সমাজকে ভয় করে চলে—সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কিংবা ছায়াচিত্রের অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাও সমাজকে ঠিক তেমন চোখেই দেখে! আর দেখে ব'লেই তো চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেতা মারিস্ সিভালার ছায়াচিত্রের অভিনেত্রীদের কতকগুলো উপদেশ দিয়েছেন।

উপদেশ দিয়েছেন সাত্যি—তবে অভিনয় করবার বিষয়ে নয়, কি করে পুরুষের হৃদয় জয় করতে পারা যায়—সেই বিষয়ে।

তাঁর উপদেশ মত ছায়াচিত্রের অভিনেত্রীরা যদি পুরুষের হৃদয়-রাজ্য জয় করতে যাত্রা করে, তবে কেউ সে কথা জানতে পারবে না, সুতরাং সমাজও তাদের নিন্দা ক'রতে পারবে না।

উপদেশগুলো একটু নূতন ধরণের—'এটা ক'রো, ওটা ক'রো'—এসব নেই তাতে; বরং ঠিক তার উল্টো। এক কথায় মারিস্ সিভালার কতকগুলি 'না-বাণী' দিয়েছেন—

সেগুলি হচ্ছে

১। অধীর হ'য়ো না।

২। বেশী কথা ব'লো না; বিশেষ ক'রে পোষাক, পুরোনো প্রেম, আর রিজ খেলা নিয়ে।

৩। কখনো কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা ক'রো না—সে তোমায় ভালবাসে কিনা।

৪। পুরুষের কথামত সব সময়ই 'এনগেজমেন্ট' ক'রো না, আর করলেও ঠিক সময়ে যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখো।

৫। তুমি যে পুরুষকে ভালবাস না—তার সঙ্গে বাইরে বাইরে বেড়াতে যেয়ো না।

৬। বেশী সাজ-সজ্জা ক'রো না; বিশেষ করে ঠোঁটে বেশী 'লিপষ্টিক' লাগিয়ো না।

৭। কারোর সাজ-সজ্জায়, কথা-বার্তায়, এবং আচার-ব্যবহারে বিচলিত হ'য়ো না।

৮। লজ্জা ক'রো না আর ছেলেমানুষের মতো সব কথা ব'লো না।

৯। নিজের পরিপাটি নিয়ে আলোচনা ক'রো না।

১০। যদি কেউ 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' না প'ড়ে থাকে কিংবা এ. এ. মাইলনকে পছন্দ না করে—তবে তা শুনে যেন আশ্চর্য্য হ'য়ো না।

১১। অন্যলোককে তোমার প্রিয়-র প্রশংসা করতে শুনে—তুমিও যেন প্রশংসা করতে আরম্ভ ক'রো না।

১২। তোমার ঈর্ষা যেন তোমার নিজের উপর কিংবা তোমার প্রিয়-র উপর প্রকাশ না পায়। আর মনে রেখো—হিংসা জিনিষটা 'লিপ্ষ্টিক'-এর চাইতেও খারাপ।

১৩। আশার ছলনায় ভুলো না।

১৪। তোমার প্রিয়-র দেয়া শেষ সিগারেট নিয়ে কখনও ধূমপান ক'রো না।

এই উপদেশগুলো বিশেষ ক'রে ছায়াচিত্রের অভিনেত্রীদের জন্যে; কিন্তু তাদের পক্ষে এগুলো মানা যে কত-সম্ভব—সেইটাই ভাববার কথা।

জন্ বোল্‌স্

— শ্রীসরোজ ঘোষ।

১৯০০ সালের ২৮শে অক্টোবর—টেক্সাসের অন্তর্গত 'গ্রীণভিলা' সহরে এক ব্যবসায়ীর একটী শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। পরবর্ত্তী যুগে এই শিশুরই গুণ-গরিমায় চিত্র-জগৎ মুখরিত হ'য়ে উঠে। তখনকার সেই শিশু আজকের ছায়াজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট—জন বোল্‌স্।

টেক্সাস বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করার পর পিতা মাতার ইচ্ছানুযায়ী জন ডাক্তারী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হন।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছার উপরেও যে একটী অদৃশ্য শক্তি মানুষকে চালিত করে—একথা অস্বীকার করা যায় না। হয়ত সেই কারণেই ডাক্তারী শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে জন সামরিক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হন।

আমেরিকা তখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জনের নাম সৈন্য-তালিকাভুক্ত দেখা গেল। পূর্ব্ব হ'তেই তাঁর ফরাসী ভাষা জানা ছিল বলেই ফ্রান্সে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই জনকে গোয়েন্দা বিভাগে ভর্ত্তি করা হ'ল।

যুদ্ধ বিরতির পর জন দেশে ফিরে এলেন। ডাক্তারী শিক্ষার আগ্রহ তখন তাঁর মোটেও নেই। আকাঙ্ক্ষার পথ তখন ঘুরে গেছে রঙ্গমঞ্চের দিকে। গায়ক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে যোগদান করা ছেড়ে তাঁর আর কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নি।

সঙ্গীত শিক্ষার জন্য জন নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হ'লেন। আর্ট উপায়ের পথ তাঁর কাছে আপনা হ'তে উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। তিনি এক বালিকা বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। নিউইয়র্কে কিন্তু সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধে না হওয়ায় তিনি ফ্রান্সে গিয়ে ওস্কার সিগল্' ও' জীন ডি রেজ্‌কো'র কাছে শিক্ষা লাভ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু প্রধান অন্তরায় দাঁড়াল অর্থ। তবে ইচ্ছা থাকলেই নাকি উপায় হয়। জন ছাত্রদের ইউরোপ ভ্রমণের পরিচালক হ'য়ে ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হলেন।

দু'বছর পরে জন আমেরিকায় ফিরে একটী ঐক্যতান বাদন দল গঠিত করলেন—পয়সা উপায়ের জন্য। কিন্তু লোকে পয়সা ব্যয় করে ঐক্যতান বাদন শুনতে না যাওয়ায় তিনি বাধ্য হ'য়েই নিউইয়র্কে আসেন—রঙ্গমঞ্চে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। আর্থিক অবস্থা তখন তাঁর মোটেও ভাল নয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটী সঙ্গীর সাহায্য এবং সহানুভূতি না পেলে জনের নিউইয়র্কে বাস করাই কঠিন হ'ত। বন্ধুর বাসায় থেকে জন প্রত্যহ থিয়েটারের অফিসে চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাস। জনের ভাগ্য-গগনে দুর্দ্দিনের মেঘ কেটে গিয়ে প্রভাত সূর্য্য বেশ উজ্জ্বল হ'য়েই দেখা দিল। "Little Jessie James" নামক গীতি নাট্যে তিনি একটী ভূমিকা নিয়ে সর্ব্ব-প্রথম দর্শকদের অভিবাদন করেন। তারপর দু'তিন খানা নাটকে অভিনয় করবার পর 'Kitty's Kisses' গীতি নাট্যে তাঁর গঠনে এবং উচ্চ শ্রেণীর অভিনয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

A scene from
R. K. O. Radio
"Double Harness"

Greta Garbo and John Gilbert
in "Queen Christina"

A scene from "Private Life of
Don Juan."

R. K. O. Chief Mr. Armour back to India

THERE is a great news in our World this week. Mr Reginald Armour the R. K. O. Radio Pictures India Office Chief who has lately been on a tour of the United Kingdom and the Continent solely for the purpose of selecting the right pictures for the Indian Screen is back to Calcutta and the programme he brings for the next season, we frankly admit, takes our breath away. The R. K. O. has indeed already made history—not the least part of it, as we all know, in this country. Within the space of a few years it has risen to the position of unchallenged supremacy in the film market of India in the teeth of competition from much longer established rivals. It gave King Kong, Flying Down to Rio, etc., which have established records that remain yet unbeaten. But the bill that now comes, we are sure, will outshine all previous achievements even of its own, not to speak of those of other organisations. Let the official announcement of Home Company speak for it : first comes Lytton's "The Last Days of Pompeii", Sir Rider Haggard's "She", John Galsworthy's "The Forsyte Saga", Sir James Barrie's "The Little Minister", Alexander Dumas "The three Musketeers", Edgecumb Pinchon's "El Dorado", Charles Morgan's "The Fountain", Edith Wharton's "The Age of Innocence", Ethel M. Dell's "The Rocks of Valpre", L. M. Montgomery's "Anne of Green Gables", Geno Stratton Portor's "Laddie" and Freckles". But they are not all. In Musical pictures where R. K. O. has the reputation of always providing something different "Down To Their Last Yacht", "The Gay Divorcee", "Roberta", "The World by the Tail" and "Radio City Revels", promise to bring to the packed houses that saw and admired its Rio Rita and Flying down to Rio, added charm and freshness. On the side of technique it has secured the exclusive rights on the new Technicolor Process which has caused such a sensation through the Radio Pictures, "La Cucaracha" which has been made in the new process. This is a veritable feast for the Fans. And the spice is added by the Stars.

These will be interpreted on the Screen master of literature by the outstanding artistes of the age. Radio pictures are rightly concentrating on the fact that "great stories Make great pictures" rather than build stories round much boosted stars. From experience any film fan or producer will acknowledge that this method of [illegible] the public only star power and flimsy stories has proved a failure. We consider this happy combination as the most remarkable feature of the programme, for it answers to the demand of the man who pays to see the pictures.

India may well congratulate the R. K. O. As for Mr Armour, he is already a force here. The head of the largest film organisation and a representative of the Radio Corporation of America which by the way, has more talkie equipments installed in the Theatres of this country than any three others put together. Mr. Armour is intimately known to exhibitors throughout the country to whom all he has endeared him by his unfailing charm of manners. The Cinema goers, in general, probably know him. But he will stand not the less near to them when the programme, bearing the stamp of the fine judgment of their tastes which he undoubtedly possesses and which recently led the London Press to hail him as a leading authority in the matter, is released with the New Year. We extend to him a hearty welcome back to India.

তৎকালীন অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী গ্লোরিয়া যোয়ানসন সেই সময় তাঁর "The Loves of Sunya" চিত্রের জন্য একজন নায়ক খুঁজছিলেন। "Kitty's Kisses" এর অভিনয় দেখবার পর তিনি জনকেই নায়ক মনোনীত করলেন।

চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জীবনের দুর্গম পথকে সুগম করার চিন্তা কোন দিনই তাঁর মনে উঁকি দেয়নি। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের সাধক। তবু কতকটা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কতকটা বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে জন হলিউডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

একখানি মাত্র চিত্রাভিনয়েই জনের প্রশংসায় সমগ্র হলিউড মুখরিত হ'য়ে উঠল। মানুষের কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হয় কোথায় আর তার পরিণতিই বা কোথায়; সবই যেন স্বপ্ন!

এরপর জন Fox কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং Fazil, Romance of under world, We Americans, Shepherd of the Hills, The Last Warning প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করে বিশ্ব বিখ্যাত হন।

এই সময় সবাক্ ছবির ঢেউ এসে নির্ব্বাক যুগকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং সেই স্রোতের ঘূর্ণিপাকে পড়ে বিখ্যাত অখ্যাত বহু অভিনেতা অভিনেত্রীই সমাধি লাভ করে।

কিন্তু সবাক চিত্রের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনের খ্যাতি আরও প্রসার লাভ করে। কারণ তাঁর মত একজন সুগায়ক তখন চিত্ররাজ্যে বিরল। ওয়ার্ণার ব্রাদার্স তাঁদের গীতি বহুল চিত্র "The Desert Song" এর জন্য একে Fox এর কাছ থেকে ধরে নেন। তারপর জন Rio Rita, Song of the West, King of Jazz, One Heavenly Night, Resurrection, Six Hours to Live, My leaps Betray, Only Yesterday, Beloved প্রভৃতি বহু চিত্রে অভিনয় করে চিত্রজগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট বলে পরিগণিত হ'য়েছেন।

সংসারিক জীবনেও জনের মত সুখী লোক অল্পই দেখা যায়। তিনি বিবাহিত। হলিউডের এক সুন্দর বাড়ীতে জন স্ত্রী, একটী পুত্র এবং একটী কন্যা নিয়ে সুখে বাস করেন।

ফরাসী সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী। দু' একজন বন্ধু বান্ধব ছাড়া তিনি বিশেষ কারও সঙ্গে মিশতে চান না। অবসর সময়ে তিনি গান বাজনা করেন এবং পাখী বা খরগোস স্বীকার করতে তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই।

বাদামী চুল, নীলাভ চক্ষু এবং পুরা ছ'ফিট লম্বা এই হ'ল জন বোলস' এর দৈহিক পরিচয়।

ক্রাউনে রাধাফিল্‌ম্‌সের "দক্ষযজ্ঞ"

পরিচালক—শ্রীজ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোকচিত্রশিল্পী—মিঃ ডি, জি গুণে।

শব্দযন্ত্রী—ডক্টর অনীকেশ রক্ষিত, ডি এস সি।

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রাবতী ও বীণাপাণি। ছবিখানি ১৩ই অক্টোবর থেকে ক্রাউনে প্রদর্শিত হচ্ছে। শুধু চলছে নয় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কোরেছে। গল্পটি অতি পৌরাণিক ও ভক্তি-মূলাত্মক। সতীর দেহত্যাগই এই গল্পের মূলকথা। ধর্ম্মের ছাপ আছে বলে এই ধর্ম্মভীরু দেশে ছবিখানা সকলের কাছে সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। ছবি হিসেবেও অভিযোগ করার মত কিছু বিশেষ ক্রটী আছে বলে মনে হয় না। দৃশ্য-পরিকল্পনা অতি চমৎকার হয়েছে। রেকর্ডিং ও ফোটো-গ্রাফীর যথেষ্ট বাহাদুরী আছে—কতকটা অভিনব বলা যেতে পারে। Dr. Rakshit and Mr. D. G. Gune-কে এর জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাজসজ্জা বেশ চরিত্রোপযোগী হয়েছে। সব দিক থেকে দেখতে গেলে ছবিখানিকে Real Box office success বলা যেতে পারে।

দক্ষের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছে তবে movements কতকটা মঞ্চঘেঁসা বলেই মনে হ'ল।

শিবের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। প্রধানতঃ তার মেয়েলি চেহারা এই ভূমিকার অন্তরায়। অভিনয়ও তেমন সুবিধা কোরতে পারেননি।

সতীর ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অভিনয় হয়েছে এই ছবির প্রধান আকর্ষণ। তাঁর অবলীল চলাবলাও উল্লেখযোগ্য। তবে গানগুলি ভাল লাগেনি।

প্রসূতির ভূমিকায় বীণাপাণির অভিনয় ও গান উভয়ই বেশ হয়েছে।

নারদের ভূমিকায় মৃণাল ঘোষের গানগুলি সত্যই উপভোগ্য।

দধীচির ভূমিকায় রবি রায়ের অভিনয় আমাদের ভাল লাগেনি। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলিও বেশ চলনসই হয়েছে। সুদক্ষ পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিখানি যথার্থ ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। বুকিং অফিসের সামনে দর্শকের ভীড় দেখে মনে হয় এই ছবিখানা Box office record break কোরতে সক্ষম হবে।

আমাদের মনে হয় রাধাফিল্মস্ এ পর্য্যন্ত যত বাংলা ছবি produce কোরেছেন "দক্ষযজ্ঞ" তার শীর্ষস্থানীয়। রাধা ফিল্মের এই সাফল্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিত্রচয়ন

(কলিকাতা)

কালী ফিল্মস্ :—এঁদের 'তরুনী' ও মণিকাঞ্চন কর্ণওয়ালীস টকী হাউসে প্রদর্শিত হচ্ছে।

'তুলসীদাস' এর shooting ইত্যাদি শেষ হয়েছে—সম্পাদনার কাজ চল্‌ছে। শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে বলে জানা গেল।

সম্প্রতি প্রিয়নাথ বাবু "পাতালপুরী"র shooting এর জন্ম বাহিরে গেছেন। বহিখানি ছায়া সম্পাদক শৈলজানন্দ বাবুর লেখা—এই ছবিতে অভিনয় কোরবেন জীবন গাঙ্গুলী, পটল বাবু শ্রীমতী শিশুবালা, মিস্ মায়া মুখার্জ্জি প্রভৃতি। বইখানা কয়লার খনির মুটে মজুরদের সামাজিক কাহিনী। আমরা আশা করি সুযোগ্য পরিচালক প্রিয়নাথ বাবুর পরিচালনায় এই ছবিও জন সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবে।

রাধাফিল্মস্ :—এদের সর্ব্বজন প্রশংসিত ধর্ম্মমূলক পৌরাণিক চিত্র "দক্ষযজ্ঞ" ক্রাউন টকীতে সগৌরবে ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করেছে। দর্শকের ভীড় দেখে মনে হয় এই ছবি খানি বেশ কিছু দিন চল্‌বে।

"কুলঝুরী (দুই রীলের উর্দ্দু কমিক চিত্র) shooting শেষ হয়েছে। এই ছবির পরিচালক তড়িৎ বোস এম্-এ।

"সাচ্চিমহব্বৎ"—(উর্দ্দু চিত্র)-শ্রীতড়িত বসুর পরিচালনায় এই ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। বইখানা আরব্য প্রেমের কাহিনী। নির্ব্বাক যুগের যশস্বী অভিনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন। মিঃ ডি, জি, গুনে ছবি তুলছেন ও ডাঃ রক্ষিত এবং মিঃ পাল উভয়ে শব্দ-নিয়ন্ত্রিত কো রছেন।

শ্রীযুত জ্যোতীষ বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "মানময়ী গার্ল স্কুলের" কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ২।৪ দিন মধ্যেই shooting আরম্ভ হবে। এই ছবির নায়িকার (নীহারিকার) ভূমিকায় শ্রীমতী বীণাদেবীর নাম্‌বার কথা ছিল কিন্তু অন্য ছবিতে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ঐ ভূমিকায় বীণাদেবীর স্থলে শ্রীমতী কাননবালা এবং 'চপলার' ভূমিকায় অন্য কোন উপযুক্ত অভিনেত্রীকে নামান হবে বলে জানা গেল। দামোদরের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্ত্তী, মানসকুমারের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, রাজেন্দ্র বাড়োড়ার ভূমিকায় মৃণাল ঘোষ, হারানিধির ভূমিকায় কুমার মিত্র, মিঃ কার্ণেসে ডেজের ভূমিকায় জানকী ভট্টাচার্য্য এবং মানময়ীর ভূমিকায় রাধারানী অভিনয় কোরবেন।

"রাজনটি বসন্তসেনা"—চারুরায় পরিচালিত এই বাঙ্‌লা ছবির বড়দিনের পূর্ব্বেই এখানকার কোন প্রসিদ্ধ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ :—শ্রীদেবকী বোসের পরিচালনায় এঁদের "আফ্‌টার দি আর্থ কোয়েকের" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। শীঘ্রই ছবি আত্মপ্রকাশ কোরবে।

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স :—"কুমারী বিধবা" পণ্ডিত সুদর্শনের পরিচালনায় এই ছবির কাজ চল্‌ছে।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর অসুস্থতার জন্য কারাগারের কাজ সম্প্রতি বন্ধ আছে। তিনি একটু সুস্থ হয়ে ফিরলেই আবার ছবির কাজ আরম্ভ হবে।

নিউ টন ফিল্ম :—আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ইঁহাদের প্রথম চিত্রের কার্য্য বড়ুয়া ষ্টুডিওতে আরম্ভ হইবে। চিত্র খানির নাম হইবে আহে মজ্লুমা পাঞ্জাবের সুবিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুত এরেবিয়ান গল্পাংশের রচয়িতা। শ্রীযুক্ত আর, নিকান্নুর, ইন্দুবালা, আজমত বিবি প্রভৃতি এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, প'রচালনায় চিত্রখানি সত্যই অত্যন্ত মনোজ্ঞ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

For further particulars please apply to Manager—**Grosvenor House, Calcutta.**

Printed at the FINE ART PRESS, 60, Beadon Street and Published by Jyotish Chandra Ghose from Grosvenor House, Calcutta.

রূপরেখা

(চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক)

সম্পাদক—শ্রীজ্যোতীষ চন্দ্র ঘোষ।

Vol. II. No. XIV.
2nd August, Friday,
1935

দ্বিতীয় বর্ষ ঃঃ চতুর্দ্দশ সংখ্যা
২রা আগষ্ট, শুক্রবার, ১৯৩৫
বার্ষিক মূল্য ঃঃ চারি টাকা
প্রতি সংখ্যা ঃঃ [illegible] আনা

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী —
—শ্রীমতী দেবিকারাণী।

রূপরেখা

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় বর্ষ :: চতুর্দ্দশ সংখ্যা
২রা আগষ্ট :: শুক্রবার,

সুন্দরী তারকা
সিড্‌নি ফক্স

নিউ থিয়েটার্সের
—বাংলা সবাক—
"ভাগ্য চক্রে"র
একটা দৃশ্য।

মেনকা পিক্‌চার্সের—
"কাত্‌লেআম" চিত্রের
একটা মনোরম দৃশ্য।

নিউ থিয়েটার্সের
– বাংলা সবাক –
"ভাগ্য - চক্রে"র
নায়ক ও নায়িকা।
উমা ও পাহাড়ী।

পপুলার পিক্‌চার্সের
"মন্ত্রশক্তি"র একটী দৃশ্য।
অম্বর -রতীন বন্দ্যোঃ
বাণী -শান্তি গুপ্তা
ডাঃ—মনোরঞ্জন ভট্টাঃ
নার্স —রেণুকা ঘোষ

উটন ফিল্মের
আহ-ই-মজলুমান
একটী দৃশ্য

আমাদের কথা :—

অবশেষে !

[অবশেষে বাংলার নেতৃবৃন্দ অনুভব করিতেছেন যে 'ইণ্ডিয়া স্পীকস্' ও 'বেঙ্গলী' চিত্রে ভারতের সত্যই কুৎসা প্রচার হইতেছে। প্রথম যখন সংবাদটা আসিয়াছিল—তাহার পর অনেকটা সময় গিয়াছে, তাহার পর 'বেঙ্গলী' বা 'লাইভস্ অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার' এ কলিকাতা সহরেই প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের বছর আঠারো মাসে। এখানকার গ্রীষ্ম, এখানকার কর্পোরেশনীয় এবং উপদলীয় নানা ব্যাপারের মধ্যে অবসর অত্যন্ত অল্পই মিলিয়া থাকে—তবে না হওয়ার চেয়ে দেরীতে হওয়াও ভাল বলিয়া একটা কথা আছে। সুতরাং দেরীতে হইয়া থাকিলেও আমরা খুসী।]

* * * * *

চারিটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং সব কয়টিই যে প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে—আমরা সভার অধিবেশন সম্পর্কে দু'-একটা কথা বলিতে চাই। সভার আলোচনা হইতেছে ছায়াচিত্রের। অথচ কলিকাতার ছায়াচিত্র গৃহগুলির কোন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন—এমন কোনও কথা সংবাদপত্রে দেখিতেছি না। সভায় কথা হইয়াছে অনেক—একথাও হইয়াছে যে দরকার হইলে মেয়েদের সাহায্যে ছায়াচিত্রগৃহে পিকেটিং করা হইবে। আপত্তিকর ছায়াচিত্র কিংবা ইহার নির্ম্মাতা কোম্পানীর ছায়াচিত্র যে পাশ্চাত্য মালিকদের পরিচালিত ছায়াচিত্রগৃহেই প্রদর্শিত হয় তাহা নহে। অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হয়—ভারতীয় মালিকদেরই ছায়াচিত্রগৃহে। দর্শকদের সিনেমায় যাইতে যেমন নিষেধ করা হইয়াছে, প্রদর্শকদেরও সেই হিসাবে নিষেধ করা চলিত, কেননা তাহাদের মধ্যেও ভারতীয় আছেন এবং আশা করা যায় যে, ভারতের অপমানে তাঁহারাও ব্যথিত হন। চিত্রগৃহের মালিকদের একটি সমিতি আছে। উদ্যোক্তারা সেই সমিতি হইতে কাহাকেও আমন্ত্রণ করিতে পারিতেন এমন কি তাহাদের কাহাকেও কমিটিতে গ্রহণও করিতে পারিতেন।

* * * * * *

শুধু ইহাই নহে—আরও একটু কাজ তাঁহারা করিতে পারিতেন। কলিকাতায় ছায়াচিত্র সম্পর্কে যে সকল বিশিষ্ট পত্রিকা আছে তাহাদের মধ্য হইতে কোনও সম্পাদককে তাঁহারা প্রস্তাবিত কমিটিতে গ্রহণ করিতে পারিতেন কেননা অনায়াসেই আশা করা যায় যে, ইহারাই ছায়াচিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল। সুতরাং এতৎসম্পর্কিত সংবাদ তাহাদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করার সুবিধা ছিল। প্রস্তাবিত কমিটির প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হয় নাই—অনায়াসেই তাঁহারা নূতন সভ্য গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা আশাকরি কমিটি তাহাদের ভ্রম সংশোধন করিবেন।

* * * * *

এখন দেখা যাক সভা ইহার প্রতিবিধানকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন। সভায় বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে ইহার প্রতিবিধান কল্পে (১) ভারত সরকারের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের সরকারকে অনুরোধ করা—তাঁহারা যেন তাঁহাদের দেশে ভারতের কুৎসা-কারী ছবির প্রচার না হইতে দেন। (২) এই সমস্ত ফিল্ম আমদানীকারক ও প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা। (৩) নূতন ফিল্ম তৈরী করিয়া আমেরিকার কুৎসা প্রচার করা। (৪) তরুণ তরুণীরা যদি স্বেচ্ছায় এই চিত্র বর্জ্জন না করেন—তাহা হইলে মেয়েদের সাহায্যে পিকেটিং করাইয়া দর্শকদের সিনেমায় যাওয়া বন্ধ করা।

* * * * * * *

বিভিন্ন দেশের সরকার যদি তাঁহাদের দেশে ভারতের বিরুদ্ধে চলচ্চিত্রে কুৎসা বন্ধ করিয়া দেন—তাহা হইলে তো কথাই নাই। তাঁহাদের হৃদয় যদি সত্যই এত মহৎ ও উদার হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা শুধু চলচ্চিত্র কেন ভারতের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার কুৎসা প্রচারই বন্ধ করিতে পারেন—তাহা বক্তৃতায়ই হৌক, সংবাদপত্রেই হৌক কিংবা পুস্তকাদিতেই হৌক। কিন্তু ইহা সম্ভব মনে হয় না। কারণ এই কুৎসা যে আকস্মিক একটা ঘটনা কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কাজ তাহা আমাদের মনে হয় না। ইহা একটা প্রবল শক্তিমান সঙ্ঘের কাজ—আমাদের দুর্ণামে যাহাদের লাভ আছে। আমাদের এখানে এমন এক সঙ্ঘের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে—যাহারা আমাদের চেয়ে কম শক্তিমান নহে। আমাদের অনুরোধ শুধুই অনুরোধ—তাহার পশ্চাতে না আছে শক্তি, না আছে প্রতিদান দিতে পারি এমন কোন লাভের বস্তু। সুতরাং আমাদের অনুরোধে বড় জোর মৌখিক সহানুভূতি আমরা পাইতে পারি, কিন্তু এই আন্দোলন যখন থামিয়া যাইবে, তখন আবার সুরু হইবে—এরূপ ছবি। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা সত্য যে, জাপানের জোর আছে বলিয়াই কেহ তাহার কুৎসা করেনা আর আমাদের জোর নাই বলিয়া সকলেই করে। এই —

সুতরাং দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ সরাসরি কোন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, এদেশেও আমেরিকার কুৎসা করিয়া ছবি তৈরী করা হউক এবং প্রচার করা হউক। আমরা ইহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমেরিকার সব লোকই কিছু আর এই কুৎসা প্রচারে যোগদান করেন নাই—সেখানেও অনেক লোক ইহার বিরোধিতা করেন কিংবা চিত্রে প্রদর্শিত কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাহা ছাড়া আমেরিকা অন্যায় করিয়াছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঠিক সেই অন্যায় আমরাও না করিয়া অন্য কোনও উপায়ে প্রতিকারের পন্থা অনুসন্ধান করা উচিত।

* * * * *

সেই প্রতিকারের পন্থা ঐ দিনকার সভায় অনেকেই বলিয়াছেন—এই সব ছবি প্রস্তুতকারক ও আমদানীকারক কোম্পানী গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা। যেসব বিদেশী ছবি আমাদের দেশে আসে তাহা প্রদর্শিত হয়—হয় বৈদেশিকদের পরিচালনাধীন ছায়াচিত্র গৃহে অথবা ভারতীয় পরিচালনাধীন ছায়াচিত্রগৃহে অথবা উভয়ত্র! বৈদেশিকদের পরিচালনাধীনে যে চিত্রভবনগুলি আছে তাহার উপর আমরা জোর খাটাইতে না পারি কিন্তু ভারতীয় পরিচালনাধীন গৃহগুলির উপরাপুরি। বিদেশী চিত্রগুলি প্রায় সর্ব্বত্র কাটে ভারতীয় চিত্রভবনের মালিকদের হাত দিয়া। যদি ভারতীয় চিত্রগৃহের মালিকেরা একজোট হইয়া যে কোম্পানী ভারতের কুৎসা প্রচারকারী চিত্র তৈরী করে বা বিতরণ করে, তাহাদের কোন ছবি না নেয়—উহারা বাধ্য হইবে নতজানু হইতে। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি কেন চিত্রপ্রদর্শক সমিতির কোনও প্রতিনিধির কমিটিতে থাকা প্রয়োজন। যদি ভারতীয় চিত্রভবন গুলির মালিকেরা কমিটির অনুরোধে কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তখন আমাদের যাইতে হইবে ছায়াচিত্র দর্শকদের কাছে—তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে কতকগুলি বিশেষ চিত্রগৃহে না যাইতে। আমাদের তো খুব ভরসা আছে যে নেতৃবৃন্দ যদি সম্মিলিতভাবে দর্শকগণকে কোন নির্দেশ দান করেন—তাহারা তাহা মান্য করিয়া চলিবে। যদি না করে—তবে পিকেটিং করা যাইতে পারে। কিন্তু পিকেটিং করিতে হইলেই মেয়েদের নাম ওঠে কেন? বাংলা দেশে কি ব্যাটাছেলেদের অস্তিত্ব লুপ্ত যে কোন কাজ যতই রূঢ় হৌক, অশোভন হৌক—মেয়েদের না ডাকিলেই নয়।

* * * * *

এই সম্পর্কে একবার সেন্সর বোর্ডের কথা তুলিব। পাঠকগণ বোধহয় ভোলেন নাই যে চীনদেশের সেন্সর বোর্ড "লাইভস অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার" ছবিখানির প্রদর্শন চীনে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অথচ আমাদের দেশের সেন্সর বোর্ড এই বিষয়ে অন্ধ ছিলেন এবং অন্ধ আছেন। "হেনরী এইটথ" চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা হয়, যদিও তাহার ঘটনা প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে গৃহীত, যদিও তাহা শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে—আর অনায়াসে চলিয়া যায় সেই পুস্তক যাহা ভারতের কুৎসায় পূর্ণ। এমন কি কোন উপায় নাই যাহাতে সেন্সর বোর্ডকে ঐ সম্পর্কে অবহিত করা যাইতে পারে—এমন কি কোন উপায় নাই—যাহাতে সেন্সর বোর্ডে এমন সব লোক প্রবেশ করেন, যাঁহারা চিত্র সম্বন্ধে কিছু বোঝেন, ভারতকে একটু ভালো বাসেন।

* * * * *

উপরে যে সব আলোচনা করিয়াছি—তাহা প্রতিক্রিয়ামূলক আলোচনা। বিদেশে যে ভারতেরও প্রচার কার্য্য চালান প্রয়োজন সেই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জোর দিয়াছেন, বর্ত্তমানে প্রচারের অন্যতম অঙ্গ হইতেছে ছায়াচিত্র। এটা কি দুঃখের বিষয় নহে যে ভারতীয় কোন চিত্রই এখনও বিদেশে প্রদর্শনের জন্য যায় নাই—কর্ম্ম বা খুচরা এক-আধখানি ছবির কথা ধরিতেছি না! বাংলার কথাই বলি। বাংলায় যেসকল চিত্র-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁহারা কি সম্মিলিত ভাবেও বৎসরে এমন একখানি চিত্র গড়িতে পারেননা—যাহা বিদেশে প্রেরণ করা যায়, যাহার মধ্য দিয়া বিদেশীরা ভারতীয় সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতির মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারে?

আলাপ ও আলোচনা

মানুষের সমাজে দুই রকম লোক দেখতে পাই—একদল উদরান্ন সংস্থানের জন্য সর্বদাই খাটে, তাতেও উদরান্ন সংস্থান হয় কিনা জানিনা শুধু এইটুকু জানি যে সে আর কিছু করবার অবসর পায় না। আর একদল লোকের হাতে সময়টা অনাবশ্যক ভাবে রাজ্যের টাকার মত পড়ে থাকে, কিভাবে তা ব্যয় করতে হবে তা তারা ভেবে পান না তাস, পাশা, গল্প, শিল্প চর্চা ও সাহিত্য চর্চা কিছু দিয়েই যখন সময়টা ভ'রে উঠে না, তখন তাদের রাজনীতি চর্চা ছাড়া আর অন্য কোন কাজ থাকে না। জাতির নেতা মানে তো রাজনৈতিক নেতা—সুতরাং রাজনীতি চর্চার ফলে অন্যান্য বিষয়ে নেতৃত্ব অত্যন্ত সহজ ভাবেই তাদের হাতে আসিয়া থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনীতি লোকসমাজে খ্যাত হবার একটা সহজ পন্থার জন্ম দিয়েছে সে হচ্ছে রাজনীতি।

* * *

রাজনীতি চর্চা সম্মান আনয়ন করে, সুবিধা বুঝে করতে পারলে অর্থ আনয়ন করে, অর্থ ও সম্মান থাকলে কোন কাম্য না লাভ হয়? তারপর বর্ত্তমানকালে পরোপকারের অর্থই তো রাজনীতি চর্চা,—সুতরাং ধর্ম্মসাধনও হ'ল, মরবার পরে একটা শোকসভা তো অবশ্য হবে। স্মৃতি-রক্ষার ফণ্ডও নিশ্চয় হবে এবং যদি ফণ্ডের সম্পাদকের প্রয়োজনীয় খরচ নির্ব্বাহের পর কিছু অবশিষ্ট থাকে তা'হলে একটা স্মৃতিস্তম্ভও খাড়া হ'তে পারে—অর্থাৎ সহজ ভাষায় রাজনীতি চর্চার ফলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে। সাহিত্য দর্পনকার সাহিত্য চর্চার ফলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বর্ত্তমানে রাজনীতি চর্চাই সেই চতুর্ব্বর্গ দান করতে পারে, সাহিত্য চর্চা নহে।

বর্ত্তমান যুগে "দেশোদ্ধার" হচ্ছে শক্তির অভাব "রাজনৈতিক দল" এর আশীর্বাদই সম্বল।

* * *

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কতকটা পরিমাণ বর্ব্বরতা লুক্কায়িত আছে এবং কৃষ্টি ও সভ্যতা সত্বেও তারা আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। একথা সত্য হ'লে বলতে হবে রাজনীতি চর্চা এই প্রকৃতির একটা পথ মাত্র। বক্তৃতায় ও লেখায় প্রতিপক্ষকে সর্ব্বপ্রকার নীতি ও ভদ্রতা অতিক্রম করে আক্রমণের সুযোগ লাভ হয়ে থাকে। ইহার উদাহরণের জন্য আমাদের পুরাণো পুঁথি ঘেঁটে গবেষণা করার প্রয়োজন নেই সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলিই যথেষ্ট। কাহারও কোন দোষের একটু সন্ধান পাইলে আর রক্ষে নেই—সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখার কোন প্রয়োজন নেই, সেই তুচ্ছ বা কাল্পনিক অপরাধটীকে দিনের পর দিন পল্লবিত করে, ভাষা চয়ন করে, জমকালো শিরোনামা দিয়ে প্রকাশ করাতো সাময়িক সংবাদপত্রের নিত্য কর্ম্ম। যদি বেগতিক হয় তাহ'লে তো ক্ষমা প্রার্থনা, সম্পাদক বদল করা আছেই। কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের বর্ব্বর প্রকৃতিটা তৃপ্ত হয়।

* * *

আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম আবশ্যকীয় অঙ্গ সভা-সমিতি। রাষ্ট্র বলতে শুধু রাজনীতির সমষ্টি না, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সব। এর প্রত্যেকটি বিষয়েই অসংখ্য সভা সমিতি হয় এবং তাতে নাগরিকগণ যোগ দিয়ে থাকেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, প্রায় সব সমিতিতেই কতকগুলি নাম সাধারণ অর্থাৎ ইহারা সব সভা-সমিতিতেই যোগদান করে থাকেন। সভাসমিতিতে যোগদান অপরের কাছে সখের হতে পারে, কিন্তু ইহাদের কাছে নেশার পেশার।

সভা সমিতিতে পুরুষদের একচেটে অধিকার ভাঙতে সুরু হয়েছে। কোন সভাসমিতিই আজকাল সর্ব্বাঙ্গ নহে মহিলার উদ্বোধন ছাড়া, কোন সভাসমিতিই সর্ব্বাঙ্গ নহে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি সঙ্গীত ছাড়া। আর সঙ্গীতে তো মেয়েদেরই অধিকার। একশ্রেণীর ছেলে ব্রাহ্মসমাজে আগে যেত এখন যায় কিনা জানিনে—প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি সঙ্গীত শুনবার জন্য। আজকালকার সভাসমিতিতে এ শ্রেণীর ছেলেদের অনেককে দেখা যায়। তাতে করে ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় সভার উপাসক সংখ্যা হ্রাস হয়েছে কিনা ঠিক জানিনে।

* * *

ভাল খারাপ জানিনে, এটা স্বাভাবিক বলেই জানি ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের টানে। সুতরাং সভা সমিতিতে যুবক যুবতীর বাহুল্য যে পরস্পরের কাছে অত্যন্ত মনোরম তাহাতে সন্দেহ মাত্র নেই। আপত্তিরও তেমন কিছু দেখতে পাইনে। তবে একটা সন্দেহ থেকে যায়—তাতে সভাসমিতির কাজ কতটা অগ্রসর হয়। সভাসমিতির বিজ্ঞাপনে এমন কথা লেখা থাকে না যে, এখানে যুবক যুবতীরা বহুসংখ্যায় উপস্থিত থাকবেন আনন্দে থাকবেন বরং এই লেখা থাকে যে কোন বিশেষ বিষয় আলোচিত হবে। ভালো লাগার অবসরে আলোচনাটাই বাদ না পড়ে যায় এই আমাদের আশঙ্কা। আমার একজন বন্ধু বলছেন তুমি ভুল করছো, চিত্তের প্রসাদ হলে আলোচনাটা আরো জমাট বাঁধে। তা'ওতো বটে, তাহ'লে আলোচনার গাঢ়ত্বর জন্য বিজ্ঞাপনীতে একথাটা লিখে দেওয়া ভালো সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয় বিশেষ করে যুবক যুবতীর।

তন্দ্রাহারা

(গল্প)

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা বি, এ।

—কেমন আছ পরাগ ?

ফিরিয়া দেখিলাম হাসিমুখে দরজার কাছে মাসীমা দাঁড়াইয়া, সঙ্গে অঞ্জলি। অঞ্জলি আসিয়া আমার পায়ের ধূলা নিল। নিরালা বারান্দায় বসিয়া দু'-একটি গল্পের প্লট চিন্তা করিতেছিলাম। অনেকদিন পরে অঞ্জলি ও মাসীমাকে দেখিয়া সত্যই অসীম আনন্দ উপভোগ করিলাম। মাসীমা আমার চৌকির উপর বসিলেন। অঞ্জলি আমার টেবিলের পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া আনত দৃষ্টিতে একখানা কারেণ্ট রূপরেখার পাতা উল্টাইতে লাগিল। মাসীমাই সর্ব্বপ্রথম বলিলেন—তুমি আমাদের ওদিকে যাও না কেন পরাগ ? আমাদের ভুলে গেছ বোধ করি।

—ভুলব কেন মাসীমা।

— তবে ?

—সময় হয়না তাই।

—অফিস থেকে যাবার বেলায় একবার ওদিক হ'য়ে আসতে পারনা কি ?

—আজকাল ফিরতে বড় রাত হ'য়ে যায়।

মাসীমা আর কিছু বলিলেন না। কি ভাবিয়া নীরব রহিলেন। মাসীমাকে মৌন দেখিয়া অঞ্জলির পানে তাকাইয়া বলিলাম—পড়াশুনা কেমন হচ্ছে—অঞ্জলি ?

—ভালো আপনিত আমাদের ভুলে গেছেন।

—তোমাকে কি অত সহজে ভুলতে পারি অঞ্জু ?

অঞ্জলির গালে লাল আভা, চোখে সরমের কুণ্ঠা দেখিয়া আমি কথার সুর ফিরাইয়া বলিলাম,

—নতুন মাষ্টার তাহ'লে ভাল পড়ান।

অঞ্জলি কোন উত্তর দিল না।

এইবার মাসীমা প্রশান্ত স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন—তুমি চলে আসার পর থেকে ওর কি আর পড়া হচ্ছে। মাষ্টার আসেন সত্যি কিন্তু পড়ানোর দিকে খেয়াল নেই। তুমি যেমনটী পড়াতে তেমনটি আর কেউ পারবে বাবা।

নিজের অধ্যাপনার খ্যাতি শুনিতে কেমন ভাল লাগিতেছিল না। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য আমি বলিলাম,

—মা, কাল বেনারস থেকে ফিরেছেন। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বলছিলেন। এই সংবাদে মাসীমা ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অঞ্জলি তখন গভীর মনোযোগের সহিত "রূপরেখাতে" প্রকাশিত আমার একটা লেখা পড়িতেছিল। অল্পক্ষণপরে মাসীমা যাইবার জন্য অঞ্জলিকে ডাকিলেন। অঞ্জলি পুরাতন কয়েকটা রূপরেখা হাতে নিয়া বলিল, আপনার রূপরেখা গুলো নিতে পারি কি ?

দৃষ্টি তার মিনতিকরুণ। আমি একটু যেন আহত হইলাম। তথাপি স্মিতহাস্যে বলিলাম—

তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই অঞ্জু।

অঞ্জলি চলিয়া গেল। অপরাহ্ন-বেলা সাঁজের অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে। কাল যবনিকার আড়ালে চলিয়াছে ধরণী আর আকাশের প্রণয়লীলা। বাতায়নের দ্বারে দ্বারে বধূদের কালো চোখের প্রতীক্ষাব্যাকুল চাহনি থামিয়া গিয়াছে। আমি তেমনিভাবে বাহিরে সীমাহীন পথের পানে দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া রহিলাম। একটানা—জনহীন শব্দশূন্য শান্তপথ দিগন্তহারা নীলিমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। হারাণো প্লট কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। অঞ্জলি, রূপসী। অনেক মেয়ের চেয়ে সুন্দরী। রূপ—হয়তঃ যৌবনেরই ধর্ম্ম। তাই আজ অঞ্জলিকে অনুপম অপূর্ব্বশোভনা দেখাইতেছিল। আমি যখন পড়াইতাম তখন সে ছিল কিশোরী। সেই কিশোরী এখন রূপবতী যুবতী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তখন থেকে বড় আনমনা ছিল সে, যখন তার ছোটবোন আলোকে পড়াইতাম, সেই অবসরের সুযোগ নিয়ে সে আমার মুখের উপর লুব্ধদৃষ্টি মেলে কি খুঁজত জানি না। একদিন আমার কাছে ধরা পড়ল। লজ্জায় সীমাহীন লজ্জায় সে এতটুকু হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল যেন। সরমে আনত নয়নে ফুটিল রাঙা আভা। সে রূপ তখন অপরূপ। যেন প্রভাতের আলোয় রাঙা উর্ব্বশী রূপসী। কিন্তু এ সরম শঙ্কা কাটিয়া উঠিতে তার বেশীক্ষণ লাগিল না। পরক্ষণেই আমার সঙ্গে কত বিষয় নিয়ে আলাপন করিত। আমার আর তার মধ্যে কোন ব্যবধান সে মানিত না। তাই সহজ সরল আলাপ জমিয়া উঠিত। কিন্তু আজ অঞ্জলিকে দেখা গেল পূর্ণা সরসীর মত গম্ভীরতর, সংযত, অচপল, অচঞ্চল, আমিও ত পূর্ব্বের মত আলাপ করিবার সহজ ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। তৃতীয়তঃ অনেকদিন মিলনের অভাবে অন্তরঙ্গতার বন্ধন একটু শিথিল হইয়াছে, কিম্বা অঞ্জলির বিকশিত যৌবন যেমন অঞ্জলিকে সজাগ করিয়া দিয়াছে তেমনি হয়ত আমাকেও সাবধানের ইঙ্গিত করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ফোটা বিশেষ বিশেষ ফুলের মত মানুষের মনোভাবও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। ঋতু পর্য্যায়ের ন্যায় মানব মনের চিরন্তন বৈচিত্র।

এরপরদিন বন্ধু সোমেশ আসিয়া উপস্থিত। সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—অঞ্জলিকে তোর কেমন লাগে পরাগ ?

—কেন ? সম্বন্ধ হবে নাকি ?

—হলেই বা বলতে কোন আপত্তি আছে কি তোর ?

—তা হবে কেন ? তবে আমার সন্দেহ হ'চ্ছে হয়ত তুই তার প্রেমে পড়িছিস্।

—পরাগ, তুই দৃষ্টিশক্তিহীন। না হোলে তোরই পাশের কাননে যে যুঁই ফুলটী ফুটে

চারিদিকে তার গন্ধ, সুষমা বিলোচ্ছে তার খবর তুই রাখিস্ না।

—পিপাসু ভ্রমর কিনা তুই, তাই—

—হ'তে পারে। তাইত উদ্যানের যে কুসুমটি এখনও আধ-বিকসিত অথচ লোক-চক্ষুর অগোচরে পাতার আড়ালে রয়েছে ঢাকা, সেই অযত্নমান কুসুমটি আমি নোব। মালায় গেঁথে গলায় পরব। তোদের নয়নে তখন লাগবে চমক। অনুতাপে মরবি জ্বলে।

—কখন তুই তাকে দেখলি ?

—কদিন আগে তার বাবার সঙ্গে সিনেমায় "তরুণী" দেখতে যাচ্ছিল, একখানা ধোয়ারঙের শাড়ী পরে। পাতলা চকের মত সাদা আট-শাট শরীরে বেশ মানিয়েছিল। কোয়াইট-আপ-টু ডেট্। সেই আমার প্রথম দর্শন—যাকে বলে লভ এ্যাট দি ফার্ষ্ট সাইট।

—তারপর থেকে আর কোনদিন ?

—হ্যাঁ তারপর থেকে রোজ তাকে একবার দেখা চাই—না হলে সারাদিন আমার কিছু ভাল লাগে না। নয়টার সময় ওদের স্কুলের গাড়ী আসে। আমি সে সময় পাশের বাড়ী থেকে তাকে দেখি।.........

—ও পাশের বাড়ীটাত সুধাংশু বাবুর।

—উনি আমার বাবার বন্ধু। কাল থেকে ওবাসায় থাকব।

—কারণ ?

—কারণ আমাদের বাসায় বড্ড গোলমাল তাই তিনি নিজ হতে পরীক্ষার কয়দিন ওখানে থাকতে বলেছেন।

—সামনে বুঝি তোর পরীক্ষে। তাহলে ওসব ছেড়ে দিয়ে ভাল করে পড়াশুনা কর।

—সব ছেড়েছি। ওর দৃষ্টি আমার মন ভুলিয়েছে। কতরকমে কত ভঙ্গীমায় তাকে দেখি—তৃপ্তি পাইনা। এ যেন "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" কখনো দেখি দর্পনের সামনে প্রসাধনরতা কখনো গায় অর্গেন নিয়ে সুমধুর তানে, নিশীথ নিঝুম রাত্তের বাঁশীর সুরের মত যে মদির সুর আমার কানে ভেসে আসে আমাকে পাগল ক'রে—আমার বুকে তরঙ্গ তোলে। তোর মত কবি হোলে হয়ত কত কবিতা লিখে ফেলতুম।

—অত অধীর হোস্‌নি সোম্। আগে পাশটা কোরে নে। তাহলে অঞ্জলির মনেও তোর প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে।

—আচ্ছা তাই দেখব। এই বলিয়া আরাম কেদারায় হতাশভাবে গা এলাইয়া দিল। বোন্ নীহারিকা চা টোষ্ট নিয়া আসিল।

—চা খান সোম্‌দা।

চা টোষ্টের যথাবিধ সৎকার করিয়া সেদিনের জন্য সোমেশ বিদায় নিল। এর কয়েকদিন পরে আলো আসিয়া সেমিজের ভিতর থেকে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিল।

অঞ্জলি লিখিয়াছে

পরাগদা,

আমাকে ভুলেছ বোধ করি। একবার এসো। তোমার রূপরেখা খানা নিয়ে যেয়ো।

তোমার—

অঞ্জলি।

অঞ্জলি। অঞ্জলি আমার কে ? ছাত্রী। কিন্তু আরও অনেক ছাত্রীকে পড়াইয়াছি, ভুলিয়াছিও, তবে অঞ্জলি কেন আমার স্মৃতিতে চেতনা-অচেতনার প্রতি অনুতম অনুতে মিশিয়া রহিয়াছে। লগ্নে লগ্নে আমার কানে বাজে যেন তার মৃদুমধুর কণ্ঠস্বর! চোখে ভাসে তার আয়ত ডাগর চোখ। মুখ তার ভুলিতে পারি নাই, ভুলিতে পারিব না। হয়ত তাকে ভালবাসিয়াছি।

এরপরে হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া সোমেশকে বলিলাম যে অঞ্জলি তাকে পছন্দ করিয়াছে। সোমেশ আত্মহারা হইয়া গেল। এ যে হবেই। যাকে সে স্বপ্নে কামনা করি-য়াছে—সেই মানস-সুন্দরী যদি জীবন-সঙ্গিনী হইবার সাধ ব্যক্ত করে তবে কোন তরুণচিত্ত স্থির থাকিতে পারে কি ? আনন্দের আতিশয্যে সোমেশ অঞ্জলির কাছে একখানা প্রণয়লিপি লিখিয়া বসিল ? সেই লিপিখানা হইল তার কাল। অঞ্জলি সেই চিঠি তার বাবার হাতে দেয়। চারিদিকে বন্ধুর নামে কুৎসা রটিয়া গেল। সোমেশের কানেও আসিল। প্রত্যাখান! অশ্রদ্ধার সঙ্গে, অব-মাননা—তীব্র। সুগভীর অপমান! সে কি

করিয়া সইবে? এই আঘাতে তার সমস্ত দেহ মন ভাঙ্গিয়া গেল। সীমাহীন লজ্জায় অপমানে সে কারও কাছে মুখ দেখায় না। আমার এখানেও আসে না। উচ্ছাসী বন্ধুর এই অপমানে···অপবাদে নিজের মনেও বেদনা অনুভব করিলাম। সোমেশ আমার আবাল্য সাথী। আমিই তার নির্য্যাতনের মূল। আমার কাছে আশ্বাস পাইয়া সে অঞ্জলির কাছে পত্র লিখিতে সাহসী হয়। সোমেশের বাসায় গেলাম। সোমেশ তখন র‍্যাপার মুড়ি দিয়া উদাসী আনমনে কি ভাবিতেছিল। আমি গিয়া তার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলাম—সোমেশ?

—কি বল।

অঞ্জলীকে তুই বিবাহ করতে রাজি আছিস?

অভিমানহত কণ্ঠে সোমেশ বলিল—না।

—কিন্তু তাতে ত অঞ্জলির কোন দোষ নেই। তোর চিঠিখানা ও সেমিজের ভিতর রাখে। ভাত দেবার সময় অসাবধানতায় পড়ে যায়। ওরা অযথা অঞ্জলির দোষ দিচ্ছে—তোর দুর্ণাম রটিয়েছে। আমি অঞ্জলির মা বাবার সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা অঞ্জলিকে তোর হাতে দিতে পারলে খুসী হন।

—আমি বিয়ে করব না পরাগ।

আমি যে তাদের কথা দিয়েছি বন্ধু।

সোমেশ আর কিছু বলিল না। তার মৌনতাকে সম্মতির ইঙ্গিত মনে করিয়া চলিয়া আসিলাম।

অঞ্জলির বাবা আমার প্রস্তাবে রাজী হইলেন। সোমেশ। উঁচু জাতের ছেলে, অবস্থাও স্বচ্ছল, আপত্তি করিবার কিছুই নাই। বিবাহের দিনও ঠিক হইয়া গেল, আর দু'দিন মাত্র বাকী। ইতিমধ্যে অঞ্জলির একখানা লিপি পাইলাম। অঞ্জলি লিখিয়াছে—

পরাগদা,

তুমি যে এতবড় দয়ামায়াহীন হোতে পার তা'ত জানতাম না। যাকে আমি কোনদিন ভালবাসিনি, বাস্‌তে পারবনা—তাকে আমি কিছুতেই আত্মদান কোরবনা। ইতি—

হতভাগিনী

সর্ব্বনাশ! পরদিন বিবাহ। চোখে মুখে আঁধার দেখিলাম। অঞ্জলিকে অনেক বুঝাইলাম। সোমেশ বড়লোক—সুদর্শন—সে অসুখী হইবে না, কিন্তু অঞ্জলি কোনমতেই বুঝিতে চাহিল না। তার রুদ্ধ বেদনার ফল্গুধারা অশ্রুর রূপ নিয়া বাহির হইল। সজলনেত্রে বলিল—

—আমি যে তোমাকে ভালবেসেছি পরাগদা। তুমি যে আমার হৃদয়ের সমস্ত আসনখানা জুড়ে বসেছ।

—ভুলে যাও অঞ্জু। নতুন জীবন পথে নতুন দেবতা প্রতিষ্ঠিত কর।

—তা আমি পারবনা—পারবনা কিছুতেই পারব না।···

উচ্ছ্বাসের আবেগে অঞ্জলি কাঁদিয়া ফেলিল। আমার ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মৌনমূক হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে অঞ্জলি শান্ত হইয়া আঁচলে চোখের জল মুছিয়া আমার পায়ের ধূলা নিয়া বলিল—আমি বিবাহ কোরব কিন্তু তোমার পূজা তোমার ধ্যানই আমার জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে থাকবে।·········

সোমেশের সঙ্গে অঞ্জলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তারা একসঙ্গে ঘর করিতেছে। আমিও মস্ত বড় একটা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু অঞ্জলির কথাগুলি আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল যে, তাদের জীবন মধুময় হইবে না কি? যদি না হয়—যদি সোমেশের অজস্র বুকভরা ভালবাসা অঞ্জলি গ্রহণ করিতে না পারে, তবে হয়ত তার দীর্ঘশ্বাসে আমার বুকটাও পুড়িয়া যাইবে। আমি আমার অভিশপ্ত জীবনে শান্তি পাইব না। অঞ্জলিকে যে আমি ভালবাসিতাম—তবে আমাদের মিলনের অন্তরায় কি ছিল! নিয়তি—ভবিতব্য দুর্ব্বার অজেয়, বিধির বিধান। এরপর থেকে কতদিন অঞ্জলির কথা মনে পড়ে—ব্যাকুল হয়ে উঠি। বুকটা কাঁপে চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়। তন্দ্রাহারা হইয়া অঞ্জলির কথা ভাবি। একটা বোবা ব্যথায় পীড়িত মন ছুটে যেতে চায় কোথায় কে জানে।

———

জোয়ান ক্রফোর্ডের প্রেম

(সিগারেটের ধোঁয়া যেন)

শ্রীঅশোক কুমার সেন রায়, এম, এ।

আশ্চর্য্য দেশ ঐ হলিউড। সিনেমায় বসে যখন ঐসব দেশের মায়াখেলা পরদার ওপর দেখে আসি, তখন মনে কত কথার পর কথা জেগে ওঠে। ভাবি কি শান্তিতে ওরা জীবন কাটায়! প্রেমের ছবি দেখে ভাবি—হ্যাঁ এরাই, জানে কি ভাবে প্রেম করতে হয়। যখন প্রেমের কথারই মধ্যে এসে পড়েছি তখন জোয়ান ক্রফোর্ড-এর কথাই ধরা যাক্। জোয়ান ক্রফোর্ডের পরিচয় বেশী করে দেবার দরকার নেই। আমার ত মনে হয় এমন কোন সিনেমা-দর্শক নেই যাঁরা ক্রফোর্ডের অভিনয় না দেখেছেন। সেই ঠোঁট, সেই চোখের চাহনি, দেহের লীলায়িত ভঙ্গী—যা দেখলে প্রত্যেকের শরীরেই একটা রোমাঞ্চ দিয়ে যায়।

ক্রফোর্ড যখন খ্যাতি লাভ ক'রে বিশ্বের দরবারে নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে পরিচিত করেন তখন কোনও এক টাকার কুমীরের ছেলে মাইকেল ফুডারির সাথে পড়ে গেলেন প্রেমে। প্রেমের রাজ্যে সাঁতার কেটে যখন দু'জনেই হাবুডুবু খাচ্ছেন তখন এক প্রতিযোগিতা আসলো নাচের। ক্রফোর্ড ও ফুডারি দু'জনে নেচে একখানা কাপ পেলেন। এই আনন্দে তাঁরা দুজনে গেলেন ভয়ানকভাবে মেতে। একসাথে বেড়ানো—টেনিস খেলা—একসাথে সাঁতরানো—মানে সব সময়ই একসঙ্গে কাটাত!

ষ্টুডিওর মালিকরা দেখ্‌লেন ভারী বিপদ তো! কোথাথেকে মাইকেল এসে ক্রফোর্ডের ঘাড়ে চেপে বসেছে ভুতের মতো। রাত নেই, দিন নেই—খালি বেড়ান, খেলা আর গল্প। এদিকে ষ্টুডিওর মধ্যে যে ক্রফোর্ডের কাজ জমে রয়েছে সেদিকে লক্ষ্যই নেই। আচ্ছা দাঁড়াও মাইকেল, তোমাকে তাড়াতে কতক্ষণ। একদিন ষ্টুডিওর বড়কর্ত্তা ক্রফোর্ডকে বল্লেন, "মিস্ ক্রফোর্ড তোমার যদি কাজ না ক'রে মাইকেল ফুডারির কাছেক, াছেই থাকতে ইচ্ছে করে তবে তাই করনা কেন? সংসার আর ষ্টুডিও এক জিনিষ নয় বুঝলে। যদি সংসারে খ্যাতি, ধন আর প্রতিপত্তি চাও তবে আস ষ্টুডিওতে আর না যদি চাও তবে চলে যাও ঘরে।"

বড় কর্ত্তার কথার ঝালে জোয়ান যেন একটু কেমন হয়ে গেল। আস্তে আস্তে চোখের জল চেপে বল্ল—"আমাকে কয়েকদিনের সময় দিন—ভেবে আপনাকে উত্তর দেবো।"

জোয়ান তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে বাড়ীতে এসে পোষাক না ছেড়েই শরীরটাকে ছেড়ে দিলেন বিছানার ওপর। সারারাত্রি—প্রেমের স্বপ্ন দেখে ঐ ডাগর চোখ ফুলিয়ে পরদিন ভোরে উঠলেন। যাক শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের স্বপ্নটাকেই কাঁচের গ্লাসের মত ঝন্ ঝন করে ভেঙ্গে-চুরে পরদিন ঠিক সময়মত ষ্টুডিওতে গিয়ে হাজির হ'লেন। বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগলো। কিছুদিন যেতেই স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল মাইকেলের সেই মধুর হাসি—আর বুক ভরা ভালবাসা তার মনের কোণ থেকে। জোয়ান ষ্টুডিওতে যোগ দিলেন প্রাণ ঢেলে।

এর পর কয়েক বছর কেটে গেল এইভাবে। কতলোক দেশ-বিদেশ থেকে চিঠি দিয়ে প্রেম নিবেদন করলেন—কিন্তু জোয়ান কাউকেও কোন আশা ভরসা দিলেন না।

কোন অশুভ কি শুভ দৃষ্টিতে জানিনা ক্রফোর্ড আর আমাদের সেই পৃথিবী বিখ্যাত এডভেঞ্চারের রাজা উদীয়মান নট জুনিয়ার ডগলাসের সাথে দেখা হ'লো। চারচোখের মিলন হলো—দুজনেই একটু ফিক্ করে হেসে উঠলো—তারপর একদিন ডিনার পার্টি—বল ড্যান্স—তারপর ডগলাসই হয়ে উঠল অন্তরঙ্গ। পরে একদিন নেমন্তন্নের চিঠিতে জানতে পারলুম ওদের দু'জনের হবে বিয়ে।

আজ ভাবছি, ভাগ্য না মেনে কোন মানুষেরই উপায় নেই। আজ যদি মাইকেল ফুডারির সঙ্গে আমাদের এই প্রিয় নটীর বিয়ে হতো তবে আজ তাঁকে কে চিনতো, সো কেশের পুতুলের মত ধনীর ঘরেই শোভা পেতেন।

জোয়ান জুনিয়ার ডগলাসকে বিয়ে ক'রে কি বোলেছেন যদি শোনেন তবে নিশ্চয়ই খুসী হবেন। শুনুন কি বলেছেন।

আজ আর আমার ধনের অভাব নাই। আমি আমার জীবনটাকে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই রাখতে পারবো—যদি দিন পনরপাউণ্ড করেও খরচ করি, কিন্তু এর চেয়ে বেশী সুখী হয়েছি—ডগলাসকে বিয়ে করে। এতো সুখ যে একজনের জীবনে ঘটতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত ছিলো। আজ আমি সত্যই সুখী।"

আপনাদের আর একটা ব্যথার সংবাদ শুনিয়ে আজ বিদায় নেব। যে জোয়ান ক্রফোর্ড নিজকে একদিন সুখী মনে করেছিলেন—ডগলাসকে বিয়ে করে—আবার সেই ক্রফোর্ডই আজ কিছুদিন আগে ডগলাসকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমার মনে হয় হলিউডের প্রেমের ব্যাপার একটা সিগারেটের ধোঁয়ার মত ক্ষণস্থায়ী—আপনাদের মত কি?

যেকথা আমরা জানিনা

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল বসু।

পুরাকালে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করেছিলেন; মথিত সমুদ্র হ'তে বেরিয়ে এলো অমৃত, যা পান ক'রে দেবতারা হ'লেন সৌন্দর্য্যশালী, কান্তিমান, অমর। মানুষ সমুদ্র মন্থন কর্‌তে পারে না, কিন্তু অমৃতের সন্ধান তারা পেয়েছে। প্রকৃতির ফসল মন্থন করে, তাদের দেহ যে লোহিত আসব তৈরী করে, তাকে আমরা বলি রক্ত। সে রক্ত দান করে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য, সে রক্ত কর্‌তে চায় মানুষকে অমর।

যখন আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি একটি অসহায় জীবন নিয়ে, জীবনের বিরুদ্ধে তখনই সুরু হয় মৃত্যুর মন্ত্রনা। রোগের বীজাণু-জগতে সাড়া পড়ে যায়, তারাই মৃত্যুর অগণিত সৈন্যদল কিনা। তখন থেকেই চল্‌তে থাকে দেহের উপর তাদের আক্রমণ। দেহরক্ষী যেসব প্রহরী তখন এগিয়ে এসে তাদের বাধা দেয়, তারা দেহের রক্তকণিকা।

উপমা নয়, উপাখ্যান নয়, এ নির্ভুল সত্য কথা। মৃত্যুর আক্রমণ বার বার ব্যর্থ করে দেয় রক্ত, আমাদের দেহকে সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় ঘিরে রাখে। তাই দেখ্‌তে পাই, রক্তহীন দুর্ব্বল দেহ নিয়ে মৃত্যু দিনরাত করতে থাকে টানা হেঁচ্‌ড়া। সে দেহকে রক্ষা করতে হ'লে রক্তসঞ্চারের দ্রুত প্রয়োজন। প্রতিদিনের আহার্য্য জীর্ণ ক'রে তা'থেকে রক্ত জমিয়ে নেওয়া ভগ্নদেহের পক্ষে অসম্ভব। তাই দেহকে তখন এমন জিনিষ গ্রহণ করতে হয় যা আমাদের ক্ষুধাকে বাড়িয়ে দিয়ে, খাদ্য বস্তুকে হজম করে দেয়, যাতে রক্তের উপাদান থাকে প্রচুর আর প্রত্যক্ষ, আর যা এই শীর্ণদেহে নতুন করে বল ও জীবনীশক্তি এনে মৃত্যু-দূতকে হারিয়ে দেয়। সেরকম জিনিষ আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য নয়, তা হচ্ছে একমাত্র "রচি" কোম্পানীর "রচিটোন"। এর অসীম কার্য্যকারিতার গুণে দেশ বিদেশে নর-নারীরা বহুল পরিমাণে "রচিটোন" ব্যবহার ক'রছেন। রচিটোন নতুন উদ্দীপনাশক্তি এনে দিয়ে, রোগজীর্ণ রোগীকে নতুন মানুষ বানিয়ে দেয়। এর আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় মানুষ পূর্ণ যৌবন লাভ করে।

পরাণের কথা

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

পরাণের কথা রয়ে গেল প্রাণে
আজিকে ক'ব তা কেমনে,
তোমার হিয়ার গোপন-বেদনা
ঝরিছে বুঝি ও নয়নে।

তাই আজি মোর নয়নের ধারা—
বহিছে ব্যাকুল বন্ধন-হারা,
আমার হিয়ার গোপন-কথাটী
মূরছি পড়েছে গোপনে।

ফুল হয়ে যবে ফুটেছিলে তুমি
আমার হৃদয়-কাননে,
তোমারে করিতে কণ্ঠেরই হার
গিয়েছিল সাধ জীবনে।

পেনু শুধু তায় কণ্টক ক্ষত
বেদনার বিষে হৃদয় আহত,
সেই আঁখিজল করিব সফল
চরম বিদায় লগনে।

প্রেমের পূজা

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯২৪

কাল বালিনের পথে একটি ভদ্রলোক আমায় আপনা থেকেই কিছু সাহায্য করতে চাইলেন, অথচ আমি কিন্তু তাঁর কাছে কোনরকম ভিক্ষা চাই নি,—আমি গ্রেটার আসার প্রতীক্ষায় একটা থিয়েটারবাড়ীর সুমুখে পাইচারী করছিলাম। আমাকে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সম্ভবতঃ ওঁর মনে হয়েছিল যে, আমি সাহায্য চাইছি,—আমার জামাকাপড়, চেহারা সবকিছুতেই একটা চরম দৈন্যের ছাপ ছিল! তাঁর অযাচিত দান আমি প্রত্যাখ্যান করি নি, কেন না, আমি ছিলাম তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত।

আমার চাইতে বলবত্তর একটা কোন শক্তি আমায় গ্রেটার অনুসরণে এখানে টেনে এনেছে। ম্যারিৎস্ ষ্টিলার এখন উফা ফিল্ম কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক, আর গ্রেটা তাঁর অধীনেই অভিনয় করেছে। সে যে আজ তার ছেলেবেলার খেলার সাথীকে একদম ভুলে গেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, আজ তার জন্মভূমি সুইডেন থেকে সুদূরে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে সে তার নিজের জন্যে একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তুলেছে নিশ্চয়। আজ তার পরিচালকের নির্দ্দেশে সে দুনিয়ার শেষ প্রান্তে যেতেও কুন্ঠিত হবে না—আর গৃহহীন শারমেয়ের মত তাকে অনুসরণ করে আমায় চলতে হবে।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একটা দোকানে আমি সামান্য চাকরী পেয়েছি। ওর কাছাকাছি কায়ক্লেশে থাকবার পক্ষে আমার সে সামান্য আয় যথেষ্ট।

দিন পনর চেষ্টা করেও ওকে একটিবার দেখতে পেলাম না, তাই আমার চিত্তে উদ্বেগের সীমা ছিল না। আজ তাকে দেখতে পেয়েছি। রঙ্গমঞ্চগৃহের সুমুখে ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করার পর ওকে একটিবার দেখতে পেলাম। অভিনয় শেষে দলে দলে লোক বার হ'য়ে আসছিল, ভীষণ জনতা ও অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্য দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। ষ্টিলার হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ছিল। আমার মনে হ'ল ষ্টিলার যেন অনেকটা বুড়ো হয়ে গেছেন—তাঁকে শ্রান্তক্লান্ত ও অসুখী বলেই মনে হ'ল। তাঁরা বাইরে এসেই একখানা মোটরে উঠে বসলেন—আমার দৃষ্টি সাগ্রহে তাদের অনুসরণ করল। বলা বাহুল্য, গ্রেটা আমার উপস্থিতি জানতেও পারে নি। যদি সে আমায় দেখতেও পেত তাহ'লেও অত ভিড়ের মধ্যে আমায় চেনবার যো ছিল না।

ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯২৪

গ্রেটা হঠাৎ কনষ্টাণ্টিনোপল চলে গেল। আর ত তার অনুগমন করতে পারি নে—সে যে আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। দৈন্য আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। মাসের পর মাস না খেয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে গ্রেটাকে দেখতে পাওয়ার জন্যে অর্থ সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিলাম অত দূরের রাস্তা, অনেক টাকা আবশ্যক, সামান্য আয়ে তা সম্ভব ছিল না! অথচ ওকে একটিবার দেখবার জন্যে অদেয় আমার কিছুই ছিল না।

এদিকে ও হঠাৎ আবার একদিন ফিরে এল, আমি জানতেও পারিনি। দৈবক্রমে একদিন ওকে একটা মনোহারী দোকান থেকে বার হ'তে দেখলাম। ওর সঙ্গে ছিল উফা ফিল্ম কোম্পানীর আর একজন অভিনেত্রী, তার নাম আস্টা নীলসেন। ওর চলার ভঙ্গী দেখে আমার মনে হ'ল ওর পা দুখানি যেন ওকে আর বইতে পারছে না। ওর মুখে হাসি ছিল বটে কিন্তু ওর মনে যে সুখ ছিল না তা বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। ওর যেন কোন বিষয়েই কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। আস্টা নীলসেন কি যেন বলতে বলতে যাচ্ছিল, আমার মনে হ'ল গ্রেটার কাণে তার এক বর্ণও পৌছুচ্ছে না। সহসা ওর দৃষ্টি আমার উপর পড়ল—আমি নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। ওযে আমায় চিনতে পেরেছে তা ওর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। ও ছুটে আমার কাছে এল, ওর মুখ চোখ যেন মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। ও চেঁচিয়ে উঠল, কে? সিগার্ড! তুমি!! ও যেন ওর দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আস্টাকে বিদায় দিয়ে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করে আমায় ওর বাড়ী নিয়ে গেল। বাড়ীতে গিয়ে ও দুহাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে দুঃখের সঙ্গে তাকাল।

'সিগার্ড, তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? এযে আমি সইতে পারিনে!' ওর স্বরে আন্তরিক দরদের সুর ফুটে উঠল।

ও সবই বুঝে ফেলেছে। আমি বেশী কিছু বলতে পারলাম না, কেবল এই বললাম, তুমি আমায় নবজীবন দিয়েছ। আর সেই জীবনই আমি এখন যাপন করছি।

মিনিট কয়েক ও নীরবে ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াল। তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, 'সিগার্ড তোমাকে সুইডেনে ফিরে যেতে হবে। যাবে না?

আমি হেসে ফেললাম।

আমি কোথায় থাকি, কি করি—সবকিছু ও জানতে চাইলে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে ও ডেকে পাঠালে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত আদায় করে নিল।

ও চেহারাটি ফুলের মত সজীব, তাহলে ওর দৃষ্টিতে যেন একটা উৎকণ্ঠার আভাষ পেলাম।

(ক্রমশঃ)

পাঠকের বৈঠক

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

হরেক রকম

সম্পাদক মহাশয়—

খবরগুলি আপনারা পাইয়াছেন কিনা জানি না। যদি না পাইয়া থাকেন ত আপনাদের দুর্ভাগ্য।

প্রথম খবর—

'বাতায়ন' পত্রিকাখানি বড় হইয়াছে। এত বড় যে হঠাৎ দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইবারই কথা। সেইজন্য 'বাতয়নে'র লেখক-সঙ্ঘের এক অধিবেশনের সভাপতি শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল মহাশয় নিজ প্রতিকৃতি সহ এক প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথমেই বাংলার পাঠকমহলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন—'রাতারাতি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের মত,' 'বাতায়নে'র এই দেহ পরিবর্ত্তন (?) পাঠক-পাঠিকা বা বন্ধুমহলে, আশাকরি কোন অসঙ্গত উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে না। ইহার জন্য আপনাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

সান্যাল মহাশয়কে আমরা বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের তরফ হইতে ধন্যবাদ জানাইলাম। একথা লিখিয়া তিনি যে বাংলাদেশের কত উপকার করিলেন তাহা আর বলিবার নয়।

বহু পাঠক-পাঠিকাকে অকস্মাৎ হার্টফেল্ হইতে বাঁচাইয়া তিনি অনেকগুলি জীবহত্যা নিবারণ করিলেন।

'বাতায়ন' ছিল ছ'পাতার কাগজ, এখন হইয়াছে আট পাতার। কভার ছাপা হইয়াছে আর্টপেপারে। আবার যে-সে কভার নয়। আলাদা একটা কাগজের স্লিপ জুড়িয়া দিয়া লাল কালিতে 'কভারের পরিকল্পনা ও ছবি' বিষয়ে ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজখানি আমাদের হাতের কাছে নাই, থাকিলে লেখাটি এইখানে তুলিয়া দিতে পারিতাম। তবে যতদূর আমাদের মনে আছে তাহা এইরূপ :—

কভারের উপরে যে ছবিটি আমরা ছাপিলাম সে ছবি কাহার জানেন? জানেন না? হায়-হায়-হায়-হায়! তবে আর আপনি ছাই জানেন।

শুনুন! ছবিখানি সুপ্রসিদ্ধা স্বনামধন্যা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রাধা ফিল্মের 'সবে ধেনু রামকানু' আমাদের (আপনাদের নয় হেঁ-হেঁ) শ্রীমতী কাননবালা।

আর ওই যে বিশেষ রকমের ট্যারা পোজ্‌টি উনি দিয়াছেন ওটি আপনাদের কাহারও জন্য নয়, আমাদের 'বাতায়নে'র জন্য।

বিগত বাইশে সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা পাঁচটার সময় তাঁহার নিজস্ব শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া হাতে-টানা রিক্সা গাড়ীতে চড়িয়া ধরমতলার সুপ্রসিদ্ধ 'গ্যাস ষ্টুডিওতে' তিনি অবতরণ করেন পাঁচটা তিরিশে। তাহার পর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বারো সেকেণ্ডের সময় ষ্টুডিওর মালিক শ্রীল শ্রীযুত হারাধন পাল ক্যামেরায় ফোকুশ্ করিয়া খট্ করিয়া বাল্‌বটি টিপিয়া শ্রীমতীর যে তস্বিরটি তুলিয়াছেন— এটি সেই তস্বির।

কিন্তু ছবিখানি 'এক্সক্লুসিভলি ফর বাতায়ন' হইলেও রাধাফিল্ম ও ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সে'র প্রচার-বিভাগ যদি ব্লক করিয়া না দিতেন তাহা হইলে হায় হায় কেয়া আফ্‌শোস হইয়া যাইত। কিন্তু ব্লক তাঁহারা করিয়া দিয়াছেন, আমরাও পাইয়াছি এবং ছাপিয়াছি।

দ্বিতীয় খবর—

'বাতায়নে'র লেখক-সঙ্ঘের নাম—শ্রী শ্রীশ চক্রবর্ত্তী এটর্নী, শচীন সেন এম-এ, বি-এল, সুধীরেন্দ্র সান্যাল বি-এ, ডাঃ বিজয় সুর এম-বি, অখিল নিয়োগী, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবাণী মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, এম-এ, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য্য পাল, সুধীন্দ্র দেব এম-এ, বি-এল, রাসবিহারী মণ্ডল বি-এল, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, আশুতোষ সান্যাল ও মৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম-এ।

ইঁহারা কি জানেন?

'ইহাদের মধ্যে শতকরা আশীজন বাংলা-দেশের নামজাদা সাহিত্যিক।'

এটি আমাদের কথা নহে। শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল লিখিত 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধের একটি বাক্য।

আরো একটা গুরুতর সংবাদ—

'রূপবাণী' চিত্রগৃহের সহযোগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ বি-এল, মহাশয় সেদিন অর্থাৎ ১৯শে জুলাই ১৯৩৫ সাল, বাংলা ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪২ সাল ১৮৫৭ শকাব্দাঃ শুক্রবার প্রাতে ৮-৩০-৫ সেকেণ্ডের সময় 'চিত্রা' চিত্রগৃহের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত বি-এন সরকারের পিতা স্যার এন-এন সরকারের সঙ্গে তাঁহার নিজস্ব বাসভবন ৩৬।১, এলগিন রোডে মোটরে চড়িয়া গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। এবং শুধু সাক্ষাৎ নয়, পুরা আঠারো শ সেকেণ্ড মনোরঞ্জনবাবু তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।

আলাপ-আলোচনার মোদ্দা কথাটা এই যে, কলিকাতা সহরে একটি সিনেমা লাইব্রেরীর একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব্বনাশ! এত বড় কথাটা যিনি স্যার এন-এন সরকারের মুখের উপর শুনাইয়া আসিতে পারেন সে বীরপুরুষের উপযুক্ত সম্মান করিতে আমরা জানি না, তাই যে সব পত্রিকায় রূপবাণীর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, শুধু সেই সব পত্রিকায় মাত্র এই সংবাদটি ছাপা হইল। আমরা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ বি-এল এর প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। ঘোষ মহাশয়ের কণ্ঠে মোটা রকমের একটা জয়মাল্য পরাইয়া দিয়া তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া আমরা ড্যাং ড্যাং করিয়া সহরময় ঘুরাইয়া আনিতে চাই। তবে সেটা আজ নয়। সিনেমা লাইব্রেরীর স্বপ্ন অদ্যাবধি অনেকেই দেখিয়াছেন। একবার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র ঘোষ নামে এক উদ্যোগী যুবক নিজের পয়সা খরচ করিয়া একটি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। সেই রকম যেদিন দেখিব ঘোষ মহাশয়ের অর্থে একটি সিনেমা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইল,

সেইদিন মনের আনন্দে 'রয়টার'কে সংবাদটা দিয়া আসিব।

অন্য কেহ এ স্বপ্ন দেখিলে অবশ্য আমরা একথা বলিতাম না। বলিলাম শুধু এই জন্য যে, এবার যিনি এই সিনেমা লাইব্রেরীর স্বপ্নটি দেখিয়াছেন নিজস্ব ব্যয়ে একটি সিনেমা লাইব্রেরী করিয়া দিবার মত অর্থ এবং সামর্থ্য তাঁহার দুইই আছে।

সংবাদের আর অন্ত নাই—

কালী ফিল্মসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী 'ক্রাউন' ও 'কর্ণওয়ালীস' চিত্রগৃহ দুইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং এই সূত্রে এই মর্ম্মে তিনি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, ক্রাউন চিত্রগৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া 'উত্তরা' নামে শীঘ্রই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইবে। সংস্কারের জন্য কিছুদিন তাহা বন্ধ রহিল।

এই বিজ্ঞাপনটি লালরঙে ছাপাইয়া কালী ফিল্মস্ উত্তর কলিকাতার দেওয়ালগুলি একেবারে লালে লাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় দেখিলাম—নিতান্ত যেগুলি সিঁড়ি ছাড়া নাগাল পাওয়া যায় নাই সেগুলি ছাড়া বাকি সমস্ত বিজ্ঞাপন হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। ভাবিলাম—ইহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোনও মিত্রপক্ষের কাজ নহে।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় নজরে পড়িল, হাতীবাগানের টিনের উপর যে বিজ্ঞাপনগুলি আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল একটা লোক সেগুলি টানিয়া ছিঁড়িতেছে আর এদিক ওদিক তাকাইতেছে।

কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ শত্রুতা কেন করছো বাবা?

লোকটা বিড় বিড় করিয়া পাগলের মত বকিতে বকিতে খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

আবার তাহার কাছে গেলাম। হাতের নাগালের বাইরে উঁচু একটা প্রাচীরের মাথায় এম্নি একটা বিজ্ঞাপন আঁটা ছিল। আঙুল বাড়াইয়া সেইটা দেখাইয়া বলিলাম—ওটা তুমি কি ক'রে ছিঁড়বে?

লোকটা বলিল—রাত্রে একটা সিঁড়ি নিয়ে আসব।

বলিলাম—এত কষ্ট ক'রে পরের উপকার নাই-বা করলে বাবা!

লোকটা বলিল—লাল রঙে ছাপিয়েছে কিনা! এই লাল রঙটা আমার ভাল লাগছে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এমনি লাল রঙের সব বিজ্ঞাপনই কি তুমি ছিঁড়ে ফ্যালো?

আজ্ঞে না। যখন যেটার অর্ডার পাই।

নিবেদক—
শ্রীপার্ব্বতী রায়।

এলবার্টহলে চলচ্চিত্রে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের একটী প্রতিবাদ সভা

বিগত ২৭শে জুলাই এলবার্টহলে মৌঃ এ, কে, ফজলুলহকের সভাপতিত্বে চলচ্চিত্রে ভারতের কুৎসা প্রচারের এক প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে।

সভায় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্ল রায়, শ্রীযুত নরেন্দ্র কুমার বসু, শ্রীযুক্তা অমৃত কুমারী, খানবাহাদুর আব্দুল মোমিন, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, মিস জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভায় চারিটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে চলচ্চিত্রের সাহায্যে আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতের বিরুদ্ধে যে অন্যায় প্রচারকার্য্য করা হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রচারকার্য্যের প্রতিবিধানকল্পে এবং ভারতের চিত্র-প্রদর্শনের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে। কমিটী প্রয়োজনবোধে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সভ্যগণের নাম—শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; মেয়র মৌলবী এ, কে ফজলুল হক, ডেপুটি মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত জে, এন, বসু, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত, মিঃ মালেক আব্দেল সারিয়া, খান বাহাদুর আব্দুল মোমিন ও মৌলবী সামসুদ্দিন হোসেন।

তৃতীয় প্রস্তাবে চলচ্চিত্রে ভারতের কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রশংসা করা হইয়াছে।

চতুর্থ প্রস্তাবে উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলির অনুলিপি ভারত গবর্ণমেণ্ট, ভারত সচিব, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং হলিউডের মিঃ উইল হেজের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বহুদিন যাবৎ আমেরিকায় ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চলিতেছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া স্পীকস্ ও বেঙ্গলী নামক দুইটি জঘন্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। ব্যবস্থা পরিষদে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে কোথাও এই চিত্র প্রদর্শিত হয় না, কিন্তু ইহা সত্য নহে। ক্যানাডায় ইণ্ডিয়া স্পীকস্ দেখান হইয়াছে। ভারতেও বেঙ্গল চিত্রটি কাটছাট করিয়া লাইভস্ অব এ বেঙ্গলী ল্যান্সার নাম দিয়া দেখানো হইয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিবিধান করা উচিত। এইজন্যই এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এইরূপ প্রস্তাব দ্বারা বিশেষ লাভ হইবে না। কারণ তাঁহার মতে এই সমস্ত কুৎসিত প্রচারকার্য্যের প্রকৃত প্রতিকার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে না আসিলে উহার প্রকৃত প্রতিকার করা যাইবে না। জাপান আজ স্বাধীন বলিয়াই পৃথিবীর কোন জাতি তাহার বিরুদ্ধে কোন কুৎসা প্রচার করিতে পারে না। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর যদি এবিষয়ে কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইতেছে, এই সমস্ত চিত্র প্রস্তুতকারক ও আমদানীকারক কোম্পানীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা।

নরেন্দ্রকুমার বসু বলেন—ভারতবাসীকে হয় এই সমস্ত চিত্র প্রস্তুতকারক ও আমদানীকারক কোম্পানীগুলিকে বর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা তাহাদিগকে নূতন ফিল্ম তৈরী করিয়া আমেরিকার কুৎসা প্রচার করিতে হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্ল রায় বলেন—বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য এই সমস্ত ফিল্ম আমদানীকারকদিগকে বর্জ্জন করা। আচার্য্য রায়ের আশা এই যে, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি এইরূপ ফিল্ম বর্জ্জন করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।

শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারীও এইরূপ প্রচারকার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন।

খান বাহাদুর আব্দুল মোমিন বলেন—এদেশে যেসমস্ত বিদেশী ফিল্ম আমদানী করা হয়, তাহাদের শতকরা আশিটিই আপত্তিকর। এইসব ফিল্ম এদেশের তরুণতরুণীদের নৈতিক অবনতি ঘটাইতেছে। তাঁহার মতে ফিল্ম-সেন্সরবোর্ডে যাহাতে আরও বেশী ভারতীয় প্রতিনিধি থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী বলেন—প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত ফিল্ম কোম্পানী বর্জ্জন করিতে হইবে। বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীরা যদি স্বেচ্ছায় বর্জ্জন না করে তাহা হইলে তিনি মেয়েদের দ্বারা পিকেটিং করাইয়া সিনেমায় যাওয়া বন্ধ করিবেন। তাঁহার আশা এই যে, পিকেটিং করার মত অবস্থা আসিবার পূর্ব্বে ঐসমস্ত ফিল্ম বাঙ্গালার তরুণ-তরুণীরা বর্জ্জন করিবে।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বলেন প্রত্যেক দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির এই সমস্ত কুৎসা প্রচারকারী সিনেমা বর্জ্জন করা উচিত।

সভাপতি মৌঃ এ, কে ফজলুল হক বলেন—ভারতবাসী এই কুৎসা প্রচার নীরবে সহ্য করিবে না; আজ যে সভা হইল ইহা মাত্র প্রতিবাদের সূচনা। এরূপ আরও শত শত সভা ভারতের বিভিন্ন স্থানে হইবে! ভারতবাসীকে ও ভারতীয় সভ্যতাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে প্রতীচ্যের রাষ্ট্রসমূহের একটা ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। কিন্তু যেভাবে এইরূপ প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে তাহাতে ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত এরূপভাবে জাগ্রত হইবে যে, উহার ফল বিষম বিপদসঙ্কুল হইবে।

মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, সভাপতি এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

নানা গল্প

ডাক্তারীতে মনস্তত্ত্ব—ডাক্তারেরা কেবল শারীরিক রোগের ঔষধই দেননা—সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনও দেখেন। সকল ডাক্তারই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হ'তে বল্‌তে পারেন কেমন করে অনেক সময় তাঁরা রোগীকে একটু ফাঁকি দিয়ে আরোগ্যের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন রোগী আছে তাদের ওষুধ চাই-ই—ডাক্তার তখন কি করেন জলে একটু সিরাপ গুলে হয়তো ওষুধ বলে চালিয়ে দেন আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হলে সুগার অব মিল্ক। এখানে বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার লেম্যাতর সম্পর্কে এমনি একটি গল্প দেওয়া গেল ঃ—যুদ্ধের সমকার কথা। লেম্যাতর একটি সামরিক হাসপাতালের অস্ত্রচিকিৎসক। একদিন একজন ফরাসী সৈন্য এল—তাহাকে অস্ত্র করা দরকার। অস্ত্র করার পূর্ব্বে দেখা গেল তার শরীর এত দুর্ব্বল যে অস্ত্র করা সইতে পারবে কিনা সন্দেহ—চোখ নিষ্প্রভ, হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। ডাক্তার এসে নাড়ী দেখলেন—মিনিটে ১৮০। নাড়ী দেখেই ডাক্তার সৈনিকের হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—তারপর তাকে অকথ্য ভাষায় কাপুরুষ, এ-তা বলে তার উপর ফরাসী ভাষায় চোখা চোখা বাক্যবর্ষণ করতে লাগলেন। সৈনিকটিই কেবল আশ্চর্য্য হলো না—আশ্চর্য্য হলো আশে পাশের আর সবাই। ভ্রূ উঁচিয়ে চোক পাকিয়ে কটমট করে সৈনিকটির দিকে চেয়ে ডাক্তার গটগট করে বাইরে চলে এলেন।

ডাক্তার বাইরে এলে একজন জুনিয়র ডাক্তার তার কাছে এল জিজ্ঞাসা করতে ব্যাপারটা কি? ডাক্তার তার কথার উত্তর না দিয়ে তাকে বল্লেন—"যাও আগে দেখে এসো রোগীর নাড়ী কতবার বিট করচে।" জুনিয়র ডাক্তারটি গিয়ে দেখলে রোগী কনুইতে ভর করে বিছানায় প্রায় উঠে বসেছে, আর ডাক্তারকে উদ্দেশ করে ঘুসি বাগাচ্ছে। নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে জুনিয়রটি অবাক হয়ে গেল মিনিটে—১২০ বার।

দৌড়ে গিয়ে সে ডাক্তারকে খবরটা জানালে লেম্যাতরের মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, বললেন—"এইবার তাকে অস্ত্রকরার জন্য নিয়ে এসো।"

অস্ত্র করা হলো এবং রোগী আরোগ্যলাভ করলো।

আর্থিক বাংলা

(বাণিজ্য-সম্পাদক)

বর্ত্তমান ব্যবসা মন্দা বাঙ্গালীকে অর্থ নৈতিক বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ-গণেরই আলোচনার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সাধারণ লোক বা ইংরাজীতে যাহা-দিগকে ম্যান ইন দি ষ্ট্রীট বলে তাহাদের এই সমস্ত বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে ইহা কেহই মনে করিতেন না। কিন্তু আমাদের এই ঔদাসীন্য অতি রূঢ় আঘাতেই দূরীভূত হইয়াছে; এবং আজকাল অর্থ নৈতিক সমস্যার আলোচনায় প্রায় সকলকেই অল্পবিস্তর আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যাইতেছে।

এই আগ্রহের কারণ অবশ্যই আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি। মন্দা দেখা দিবার পূর্ব্বে আমাদের কোনও অর্থ নৈতিক সমস্যা ছিল না এমন নহে। কিন্তু আমরা অল্পে সন্তুষ্ট আয়াসপ্রিয় জাতি, কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে নূতন অনিশ্চিত পথে পা বাড়াইতে আমরা একান্তই অনিচ্ছুক। মন্দার পূর্ব্বে পাটের দাম ছিল----কৃষক পাট চাষ করিয়া দু'পয়সা পাইত, জমিদার যথারীতি খাজনা পাইত, মহাজন চড়া সুদ আদায় করিত, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মোটা ফি পাইত, শিক্ষক নিয়মিতভাবে বেতন পাইত, সর্ব্বোপরি শিক্ষিত যুবকগণ চাকুরী পাইত। সুতরাং শিল্প বাণিজ্যের অনিশ্চিত পথ আমরা যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছি। আর আজ! আজ কৃষকের ঘরে যেমন অন্ন নাই, তেমনি জমিদার, মহাজন, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক সকলেরই ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। শিক্ষিত যুবকগণের চাকুরী জুটিতেছেনা এবং যেখানে জুটিতেছে সেখানেও চাকুরীর আয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণতো দূরে থাকুক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের অন্ন-বস্ত্রেরও সংস্থান হইতেছে না।

কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার কি? এই প্রশ্নের সচরাচর আমরা যে উত্তর শুনিতে পাই তাহা এই যে, বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মন্দাই যখন আমাদের আর্থিক দুর্গতির কারণ তখন মন্দার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশারও অবসান হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকেরই অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। উত্তরটী খুবই সহজ এবং সত্যও হয়ত হইতে পারে। কিন্তু এই মন্দার স্বরূপ কি এবং কিরূপে ও কখন ইহার অবসান হইবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তত সহজ নহে এবং সকলে সে বিষয়ে একমতও নহেন। এমন কি আন্ত-র্জ্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা কখনও আবার মন্দার পূর্ব্ববর্ত্তী পরিস্থিতিতে ফিরিয়া যাইবে অনেকে ইহা বিশ্বাসও করেন না। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুন্নতির আশায় যাহারা আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে বলেন

তাহাদের পরামর্শ শুনিতে গেলে আমাদিগকে চিরদিনই হয়ত নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে হইবে।

অবশ্য কিপ্রকারে আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি সে প্রশ্নের উত্তরও সহজ নয়। পরাধীনতার দরুন আমাদের সমস্যার সমাধান আরও দুঃসাধ্য। কিন্তু যতই দুঃসাধ্য হউক বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদিগকে এই সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে এবং অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিলে আমাদের চেষ্টা অন্ততঃ আংশিক-ভাবে নিশ্চয়ই সফল হইবে।

"আর্থিক বাংলা" বিভাগে আমরা প্রধানতঃ বাঙ্গলায় এই অর্থনৈতিক সমস্যা ও তাদের সমাধানের আলোচনাই করিব। কিন্তু অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে। শুধু তাহাই নহে বর্ত্তমান যুগে কোন দেশই অন্যান্য দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও মুদ্রা-নীতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারে না, ভারতবর্ষ যে তাহা পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে অন্যান্য দেশের মতিগতির সহিতও আমাদিগকে যথাসম্ভব পরিচিত হইতে হইবে।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত বাঙ্গলা বা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজনৈতিক মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে অর্থনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে এই মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না। বস্তুতঃ এই পথ আত্মহত্যার পথ বলিয়াই আমরা মনে করি। পরাধীন ভারতকে তাহার পরাধীনতার সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুসারেই অর্থনৈতিক সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে এইরূপ সংগঠন কার্য্য তাহার রাজনৈতিক মুক্তির অন্তরায় হইতে পারে না, তাহা সহায়কই হইবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা অর্থনৈতিক অস্ত্রের প্রয়োজন বহুবার স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু খাঁটি অর্থনৈতিক মনোভাব লইয়া আমরা এই অস্ত্র গ্রহণ করি নাই, করিয়াছিলাম রাজনৈতিক মনোভাব লইয়া। আমরা যখন স্বদেশী আন্দোলন করিয়াছি তখন ল্যাঙ্কা-সায়ারকে জব্দ করার প্রতি আমাদের যতটা লক্ষ্য ছিল বাঙ্গলাকে শিল্পসমৃদ্ধ করার প্রতি ততটা লক্ষ্য ছিল না। সেইজন্যই আমরা "স্বদেশী" দ্বারা বুঝিয়াছিলাম প্রধানতঃ বিলাতীর পরিবর্ত্তে বোম্বাই মিলের কাপড় ব্যবহার—বাঙ্গলাকে বস্ত্র শিল্পে সমৃদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নহে। ফলে বাঙ্গালীর স্বদেশ প্রেম ও ত্যাগের সুযোগেই বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্প যখন ফাঁপিয়া উঠিল তখন শুধু স্বদেশী ব্রত উদ্‌যাপনের গৌরব লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট রহিলাম; বাঙ্গলার শিল্প সমৃদ্ধি যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেল।

কিন্তু বাঙ্গালীর ত্যাগের সুযোগে যে মিলগুলি বোম্বাই বা আহাম্মদাবাদে স্থাপিত হইয়াছে সেগুলি তথায় স্থাপিত না হইয়া বাঙ্গলায় স্থাপিত হইলেই বাঙ্গালীর সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইত এমন মনে করিবারও কোন কারণ নাই। বাঙ্গালীর ত্যাগ শুধু সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানই দাবী করিতে পারে যাহারা কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের লাভের উপায় না হইয়া বাঙ্গলার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সমস্যা বাঙ্গলার নরনারীর অন্ন বস্ত্রেরই সমস্যা।

খেলা ধুলা

আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল :—

২৭শে জুলাই ইষ্টইয়র্ক ও লয়্যাল রেজিমেণ্টের মধ্যে আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলায় ইষ্টইয়র্ক এক গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলাকেই বৎসরের শেষ খেলা হিসাবে গণ্য করা হয় সুতরাং ক্রীড়ামোদীদের ভীড় হয়ই। কিন্তু একটা মজার কথা এই যে ফাইন্যালের ভীড়ের চেয়ে সেমিফাইন্যাল কিংবা ৪র্থ রাউণ্ডের খেলায়ও এর চেয়ে বেশী ভীড় দেখা গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা সেমিফাইন্যালে ইষ্টইয়র্ক ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের উল্লেখ করতে পারি। ঐদিনকার খেলায় মোট টিকেট বিক্রয় হইয়াছিল ১৩৮৬৬ টাকার, আর ফাইন্যালে হয়েছিল ১২৮০০ টাকার অর্থাৎ সেমিফাইন্যাল খেলায় ভীড় হইয়াছিল ফাইন্যালের চেয়ে বেশী। মোহনবাগান দলের যেদিন হার হোল, সেদিন মাঠে যে ভীড় হয়েছিল তাও ফাইন্যালের চেয়ে বেশী। এতে আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই এই জন্য যে—বাংলার যে দুইটি টিম সবচেয়ে লোকপ্রিয়—মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং—তাদের দুয়েরই হার হয় আগে। এই যদি মোহনবাগান বা মহমেডান স্পোর্টিং ফাইন্যালে উঠ্‌তে পারতো—তাহলে মাঠে সেদিন স্থান সঙ্কুলান কিছুতেই হতোনা।

ইষ্টইয়র্ক দল সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তারা আই এফ এ ফাইন্যালে উঠ্‌লেন ২৫ বৎসর পরে—এর আগের বারের ফাইন্যাল খেলার বৎসরটি চিরস্মরণীয়, কেননা সেইবার বাঙ্গালী প্রথম ও অদ্যাবধি শেষ শীল্ড নিয়েছিলেন। ইষ্টইয়র্ক সেইবার ফাইন্যালে হেরেছিলেন মোহনবাগানের সহিত।

এবারকার খেলার ফাইন্যালে উল্লেখযোগ্য খেলা এক ইষ্টইয়র্কের গোলকিপার পটারের। অনেকে বলেছেন—এতবড় গোলকিপার নাকি গত দশ বৎসরের মধ্যে আর দেখা যায় নি। দশ বৎসরের হিসেব মেলাতে পারছিনে—তবে উঁচুদরের গোলকিপার সন্দেহ নেই। তার বল মারবার আগেই বলের দিক নির্ণয়, বল ধরার কায়দা—চমৎকার। মহমেডানের বিরুদ্ধে এই পটারই ইষ্টইয়র্ককে সেমিফাইন্যালে জয়ী করেছে আর এই পটারই তাকে ফাইন্যালে জয়ী করেছে। সে দাঁড়িয়েছিল একা একটা প্রাচীরের মত। যত জোরেই বল আসুক না কেন যত মারাত্মকই সেই বল হৌক না কেন—দর্শকদের মনে পটার এই ভাব জাগাতে পেরেছিল যে গোল হবে না, বল পটারের হাত ফস্কাতে পারবে না। পটার তার অনুরাগীদের নিরাশ করেননি।

খেলার একমাত্র গোলটি হয় খেলার প্রথমার্দ্ধে। সেণ্টার হাফ পুলেন বল ব্লেককে পাশ করেন ব্লেক রাইট আউট হলকে — হল

গোলে সট দেন। রয়্যাল দলের গোলকিপার রিলি বল থামাতে চেষ্টা করলেন—বল থামালেনও বটে, কিন্তু ধরতে পারলেন না বল গোলের ভিতর ঢুকে পড়ল।

দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম:—

ইষ্টইয়র্ক	গোল	য়্যাল রেজিমেণ্ট
পটার		রিলি
	ব্যাক	
হকিনস্		লিচ্
রবসন্		নিক্সন
	হাফ	
ফসেট		ব্যাচিলর
পুলেন		সার্গিনসন্
লেনাগান		ইয়েটস্
	ফরোয়ার্ডস্	
হল		গোল্ডিং
কার্পেণ্টার		মরিস
ব্লেলক		ক্লেগ
গ্রীণ		লিথশো
ইয়ং		হাবগেট

নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় ফুটবল দল:—

ভারতীয় হকি খেলোয়াড়েরা নিউজিল্যাণ্ডে খেলতে যেয়ে জয়ের পর জয় লাভ করে ভারতের ক্রীড়াজগতকে সম্মানিত করেছে। তার একটা পরিচয় এই পাওয়া গেছে যে, নিউজিল্যাণ্ড ভারত থেকে একদল খেলোয়াড়কে ফুটবল খেলার জন্য নিউজিল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠেছেন। নিউজিল্যাণ্ড ফুটবল এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ স্যামন হকি টিমের অন্তর্গত বিখ্যাত বাঙ্গালী রেফারী শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্তকে প্রথম অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাঁরা আই এফ এ অনুরোধ করতে যাচ্ছেন খেলোয়াড় দলপাঠাবার জন্য। তাঁরা খেলোয়াড় দলকে সুন্দর সর্ত্ত দিতে রাজী। সর্ত্ত কয়টি নীচে দেওয়া গেল:—

(১) বোম্বে বা ক'লকাতা থেকে নিউজিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া।

(২) নিউজিল্যাণ্ডে থাকবার সময়কার সমস্ত খরচ।

(৩) খেলোয়াড়দের সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও ভারতে একত্র করার খরচ।

(৪) জাহাজে থাকার সময় সপ্তাহে দশ শিলিং করে—আর নিউজিল্যাণ্ডে থাকার সময় সপ্তাহে ৩০ শিলিং করে হাতখরচ।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়া দল:—

ভারতের ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড অষ্ট্রেলিয়ার একদল ক্রিকেট খেলোয়াড়কে ভারতে পাঠাবার জন্য অষ্ট্রেলিয়াকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—বড় বড় খেলোয়াড়দের খেলা দেখলে এবং তাদের সঙ্গে খেললে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা অভিজ্ঞতা সফল করতে পারবে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা করেছেন যে, নিম্নলিখিত ক্রিকেটবীরগণ ভারতে আস্তে পারবেন না:—

(১) এ এফ কিপ্যাক্স (২) এইচ্ সি চিলভার্স (৩) আর অক্সেন হাম (৪) কে ই রিগ (৫) ডব্লু এম উর্ডফুল (৬) ডব্লু এইচ পন্সফোর্ড (৭) এইচ সি নিসকে।

যে দলে পন্সফোর্ড, উড্ফুল, নিপ্যাক্স থাকবেন না—সেই খেলোয়াড়দল এলে ভারত শিখবে কি? কেবল মাঝ হতে অর্থব্যয়। খুব সম্ভব ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড এই সর্ত্তে খেলোয়াড়দল আন্তে চাইবে না।

ওপারের হালচাল

একখানি শ্রেষ্ঠ ছবির জন্মকথা :—

পারী।

চাল‍স্ লাফটন্ তাঁর বন্ধু আলেকজান্দার কোর্দার সঙ্গে এক হোটেলে বসে খানা খাচ্ছেন। কথা উঠ্‌লো—ছবি কত কম খরচায় তৈরী করা যায় আর ছবিতে সোস্যালিজম্ নীতি অবলম্বন করা যায় কিনা। দু'জনে পরামর্শ করে একটা মতলব স্থির করে ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ড।

চার্লস্ লাফ্‌টন্ ডাকলেন তার পরিচিত দরিদ্র আর্টিষ্টের দলকে—বল্‌লেন মাইনে কেউ পাবেনা—লাভ হয়তো অংশ পাবে আর লোকসান হয়তো তারো অংশ দিতে হবে।

তারা স্বীকার হলো।

মূলধন না নিয়ে আরম্ভ হলো ছবি তৈরী। ক্যানভাস আর পেষ্টবোর্ড দিয়ে তৈরী হল সব সেটিং। অভিনয় করার সময় অভিনেতারা এই আশঙ্কা নিয়ে অভিনয় করতে লাগলেন যে সেটিং বুঝিবা তাদের ঘাড়ে পড়ে তাদের দম বন্ধ করে মেরে ফেল্‌বে। পাচ সপ্তাহে ছবি তৈরী শেষ হ'ল—খরচ পড়লো নামমাত্র। তারা ঠিক করলেন, যে কেউ ছবিখানি কিনতে চাইবে—তাকেই তা বেচে দেবেন। কিন্তু খদ্দের আর জুটলোনা। ভয় ভাবনা নিয়ে কোর্দা ছবিখানি মুক্ত করলেন।

তারপর যে ব্যাপার ঘটলো—তাতে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল—কোর্দা, লাফটন, আর আর অভিনেতারা—সবাই। চিত্রগৃহে লোক আর ধরে না। চিত্র পরীক্ষকরা এই চিত্রে চার্লস লাফ্‌টনকে ছায়াচিত্রজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে সম্মান দান করলেন।

বোধকরি আর বলার দরকার নাই যে, এইখানিই সেই প্রসিদ্ধ ছায়াচিত্র, ভারতে নিষিদ্ধ "হেন্‌রী দি এইট্‌থ্।"

তরুণ পরিচালকর :—

আইরিন ডান নতুন যে ছবিতে নামছেন তার নাম "সুইট এডিলাইন", এই চিত্রের পরিচালক তরুণ মার্ভিন ল্য রয় বয়স মাত্র ৩৪।

হলিউডে যে চারজন পরিচালককে প্রথম শ্রেণীর বলে গণ্য করা হয়—ল্য রয় তাঁদের অন্যতম। অল্প বয়সে বড় পরিচালক হওয়ার সম্মান খুব কম লোকেই পেয়েছে।

আইরিন ডানকে দিয়ে কেমন করে তিনি ছবি তোলান তার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল :—

ল্য রয় ও আইরিন—একটি দৃশ্য পুনঃ-পুনঃ রিহার্সাল দিচ্ছেন। আইরিন যথাসাধ্য চেষ্টা করচেন কিন্তু বুঝতে পারছেন তাঁর ওভার এ্যাক্টিং হচ্ছে। ল্য রয় বললেন—এবার শুটিং নেওয়া যাক্।

শুটিং হ'লো।

ল্য রয় মৃদু হাস্যে আইরিনকে বল্‌লেন—আর একবার ছবি লওয়া যাক্।

আইরিন একটু ম্লান হয়ে বল্‌লে—"এটা ভাল হয়নি না?" সঙ্গে সঙ্গে ল্য রয় বল্‌লেন—"চমৎকার হয়েছে"। আইরিন বিষণ্ণ হলো—অনভিজ্ঞ হলেও, অভিনয়টা যে ঠিকমত হয়নি—এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ল্য রয় আবার বল্‌লেন—"আমি ঠিক জানি, তুমি আরও ভালো পারো। এস চেষ্টা করে দেখি।"

আবার ছবি তোলা হ'লো। কিন্তু আইরিন আগের মতই অভিনয় ক'রলো—অভিনয়ে প্রাণ ছিল না, শুষ্ক। আইরিন শঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকালো—ল্য রয় প্রায় চেঁচিয়ে বল্‌লেন—"অপূর্ব্ব—আইরিন অপূর্ব্ব। তুমি সুরটা ঠিক ধরেছ।"

আইরিণের মুখে হাসি এলো।

হাল্কা ভাবে—যেন অবান্তর এমনি সুরে ল্য রয় বল্‌লেন—কি সুন্দর ছবি হ'য়েছে। দেখো—আমি বলি আর একবার শুটিং নেওয়া যাক্। মালিকদের দেখান যাক্ যে আমরা কাজই করি—বসে থাকিনে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করো। আমার কিছু বলার নেই। তুমি যেমন করেছ—তেম্নিই করে যাও। ব্যস্—আর একবার।"

আইরিনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আবার আইরিন সবটা অভিনয় কর্‌লো। এবার আর জড়তা নেই—তার হৃদয় খুলে গেছে। আর অতি অভিনয় নেই—ছবি প্রাণবন্ত হ'লো।

এই হচ্ছে ল্য রয়ের শিক্ষাদানের পদ্ধতি।

চিত্রচয়ন ঃ—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ঃ—

আগামী ৩রা আগষ্ট ইষ্টইণ্ডিয়ার বিদ্রোহী চিত্র রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। এই ছবিখানির পরিচালক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আখ্যানভাগ রচয়িতা হচ্ছেন—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ। আমরা ষ্টুডিওতে ইহার কতকটা অংশ দেখেছি। শ্রীযুক্ত খেম্‌কা ছবিখানির জন্য লক্ষ টাকার উপর খরচ করেছেন। যে কোন ছবিরই শেষ সমালোচনা দর্শকদের হাতে—তবে নিঃশংসয়েই একথা বলা যায় এই ধরণের গল্প ও ছবি বাংলা ছায়াচিত্রজগতে আর দেখা যায় নাই। পরিচালক হিসাবে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সুনাম আছে। শ্রীযুক্ত চারু ঘোষও চিত্রাখ্যায়িকা রচনায় সুনাম অর্জ্জন করেছেন। তবে তাঁর অন্যান্য গল্প অপেক্ষাও এই গল্পের রচনা, বিন্যাস ও কথা অনেক ভাল হ'য়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

চিত্রশিল্পী যতীন দাস পরিচালিত 'রাতকাণা'ও বিদ্রোহীর সঙ্গে মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবিখানা দর্শকদের যথেষ্ট হাসির সুযোগ দেবে।

পপুলার পিকচার্স ঃ—

এদের বহু-প্রতীক্ষিত 'মন্ত্রশক্তি' আসচে ১০ই আগষ্ট উত্তরায় (অধুনালুপ্ত ক্রাউনে) মুক্তিলাভ করবে। ছবিখানাতে অভিনয় ক'রেছেন—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টচার্য্য, শান্তি গুপ্তা, মিস্ লাইট ও চারুবালা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। চিত্রশিল্পী শ্রীসুরেশ দাস, স্বরযন্ত্রী শ্রীমধু শীল, পরিচালক শ্রীসতু সেন। ছবিখানা মঞ্চের মত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কালী ফিল্মস্ ঃ—

এদের 'বিদ্যাসুন্দর' মুক্তি প্রতীক্ষায়। "প্রফুল্ল"র কাজ আবার আরম্ভ হয়েছে। পরিচালনা ক'রছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। নির্ব্বাক কালপরিণয়েরও সবাক রূপ দিচ্ছেন।

এদের 'উত্তরা' ১০ই আগষ্ট পপুলার পিক্‌চার্সের "মন্ত্রশক্তি" নিয়ে উদ্বোধিত হবে।

"শ্রী" হবে আসছে মাসের মাঝে।

বেঙ্গল টকীজ ঃ—

শ্রীযুত মধু বোসের পরিচালনায় এদের প্রথম হিন্দি সবাক চিত্র 'ওয়ান ফ্যাটাল নাইটের' কাজ ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে।

নিটউন ফিল্ম প্রডাকশন ঃ—

মিঃ বুলচন্দনীর পরিচালনায় এদের দ্বিতীয় চিত্র "ডার্ব্বি-কা-শিকারের" কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। এদের প্রথম চিত্র "আহ্-ঈ-মাজলুমান্ বোম্বাইয়ে বেশ নাম করেছে বলে জানা গেল।

নিউ থিয়েটার্স ঃ—

"ভাগ্যচক্রের" শূটিং দ্রুত গতিতে চলছে। এই মাসের মাঝামাঝি ছবির কাজ শেষ
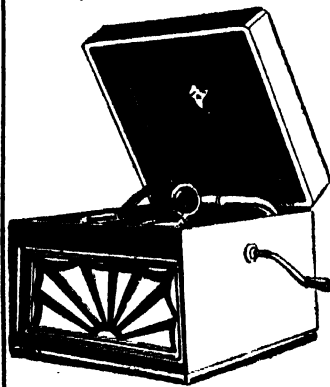
হবে আশা করা যায়। হিন্দি "ধূপচাওন" ও প্রায় শেষ হয়ে এলো। উভয় চিত্রেরই পরিচালনা করেছেন চিত্রশিল্পী শ্রীনীতিন বসু।

"বিজয়া"র শুটিংও শীঘ্রই আরম্ভ হবে। পরিচালনা করবেন শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত হিন্দি "দেবদাস" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

সোনেরয় পিকচার্স ঃ—

এই প্রতিষ্ঠানটী শীঘ্রই স্বর্গীয় অমৃতলালের সুপ্রসিদ্ধ কৌতুক নাটিকা "খাসদখল" এর চিত্র রূপ দেবেন এদের এই প্রথম উদ্যম সফল হোক এই প্রার্থনা।

রাধা ফিল্ম ঃ—

শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলার কয়েকটী নামকরা শিল্পী নিয়ে শীঘ্রই "কণ্ঠহারে"র কাজ আরম্ভ ক'রবেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী রণলাল ও মধুর ভূমিকায় দেখা দেবেন।

এদের "কৃষ্ণ-সুদামা"র শুটিংআরম্ভ হ'য়েছে।

পরিচালক নিয়ে টানাটানি ঃ—

পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দুই ফিল্ম কোম্পানীতে টানাটানি চলেছে। রাধা ফিল্ম কোম্পানী বলছেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদের কোম্পানীতেই আছেন ও থাকবেন—পাইয়োনিয়ার বলছেন তাঁদের সঙ্গেও কনট্রাক্ট সই করেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুই নৌকায় এক সময়ে চাপ্‌তে গিয়েছেন—একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

ছায়া ঃ—

"ক্লাইভ অব ইণ্ডিয়া"—টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর ছবি। পরিচালক—রিসার্ড বোলেস্লাবস্কি ভূমিকায়—রোনাল্ড কলম্যান, লরেটা ইয়ং, কলিন ক্লাইভ, সি অব্রেী স্মিথ, ফ্রান্সিস লিষ্টার, সিজার রোমিরো। প্রভৃতি শনিবার হইতে ছায়ায় প্রদর্শিত হইবে।

দীপালী ঃ—

শনিবার হইতে "দীপালী" চিত্রগৃহে একখানি অতি সুন্দর চিত্র দেখান হইতেছে। ছবিখানির নাম "ডক্টর এক্স"; ভূমিকায়—লাওনেল এটিলি, ফে রে, প্রেসটন ফসটার প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ ছবি খুব অল্পই আছে।

আগামী মঙ্গলবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত দীপালীতে বিখ্যাত ছবি "চু-চিন-চৌ" দেখান হইবে। আলিবাবা এবং ৪০টি দস্যুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি তোলা। প্রধান চৈনিক অভিনেত্রী আনা মে ওয়াং অভিনয় করিয়াছেন।

রূপকথা ঃ—

নিউ থিয়েটার্সের 'মহুয়া' শনিবার হইতে রূপকথা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে। ভূমিকায়—দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জি, মলিনা, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

রূপকথার পরবর্ত্তী আকর্ষণ গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের "মহারাণী"। প্রধান ভূমিকায়—শ্রীমতী পদ্মাবতী অভিনয় করিয়াছেন।

মুকুল থিয়েটার (ঢাকা)

এখানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র ক্লিওপেট্রা দেখান হইবে।

চিত্রালয় (ঢাকা)

এখানে এফেয়ার্স অব সিলিনি দেখানো হইবে।

রঙ্গ-মঞ্চ

নাট্য নিকেতনে খনা ঃ—

নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় বিরচিত খনা নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইতেছে।

এই খনা নাটকখানি লইয়া যে দুইদলে একটা টানাটানি লাগিয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন—এমন কি নাটকখানির অভিনয় বন্ধ হইয়া যাইবার মতন অবস্থা হইয়াছিল। যাহা হোক তাহা যে হয় নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহা অভিনীত হইয়াছে ইহাতে আমরা সুখী।

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স ইহা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রধান প্রধান ভূমিকায় কোন্ কোন্ অভিনেতা অভিনেত্রী নামিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল :—

খনা—শ্রীমতী সরযূবালা; বরাহ—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী; মিহির—শ্রীযুক্ত জীবন গাঙ্গুলী; কামন্দক—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; ভৈরব—শ্রীযুক্ত মণিঘোষ।

খনার ভূমিকায়—শ্রীমতী সরযূবালা চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয়ে কোথাও কৃত্রিমতা ছিল না। সহজভাবে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় করিয়া ছন।

বরাহের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীও সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অহীন্দ্র বাবু যে ভূমিকাই গ্রহণ করেন না কেন—দর্শকদের মনে প্রত্যাশা জাগে নূতন কিছু দেখিতে পাইব। অহীন্দ্রবাবু কখনও এ প্রত্যাশা নষ্ট করেন না।

কিন্তু মিহির সম্পর্কে আমরা সেকথা বলিতে পারি না—চলনসই মাত্র।

তবে সকল দুঃখ মিটাইয়া দেন—কামন্দক। তাঁহার সংস্কৃত শ্লোক অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল।

ভৈরবের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মণিঘোষের কিছু বাচন ছিলনা কিন্তু তাহা তিনি মৌণ ভঙ্গীর দ্বারা ফুটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কতকগুলি ভঙ্গী আমাদের অস্বাভাবিক ও অতি-অভিনয় বলিয়া মনে হইয়াছে।

আরও অনেকগুলি ভূমিকা আছে যথা—বিক্রমাদিত্য, বরাহের স্ত্রী, বরাহের পালিতা কন্যা ইত্যাদি—ইহাদের সম্পর্কে ভালো-মন্দ নাই কিছু বলিলাম। নাটকটা খাড়া করিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন ছিল এবং ইহারা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন—ব্যস্। সাজ-সজ্জা, দৃশ্যপট মন্দ নহে। নাটকের গান গুলি শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী রচনা করিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্‌ম কোম্পানীর

নবতম, অভিনব, অপরূপ অবদান

বিদ্রোহী

প্রয়োগ শিল্পী—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোক চিত্রশিল্পী—

শ্রীপ্রবোধ দাস

অপরূপ অভিনেতা অভিনেত্রী সমন্বয়

অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ডলি দত্ত, ইন্দুবালা, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, পূর্ণিমা, ললিত মিত্র ও শচীন দেববর্মণ।

তৎসঙ্গে কৌতুকাত্মক নাটিকা

রাতকাণা

পরিচালক ও আলোক চিত্রশিল্পী—

শ্রীযতীন দাস

শব্দ যন্ত্রী—

শ্রীজ্যোতিষ সিংহ

ভূমিকালিপি :-

রঞ্জিত রায়, ভুনিয়া বালা, ইন্দুবালার মাতা, সুহাস সরকার, কেষ্ট মুখার্জ্জি, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি।

মহাসমারোহে ৩রা আগষ্ট শনিবার

রূপবাণীতে

:: শুভ-উদ্বোধন ::

বি

বিদ্রোহী

হী

Edited, printed and published by Jyotish Chandra Ghosh from Rup-Rekha Press, 6, Bhubon Chatterjee Lane, Calcutta.
Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshab Chandra Sen Street (New name of Mechuabazar Street) Calcutta.

RUP REKHA Vol. 1 No. 6
Single copy 1 anna

প্রথম বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা।
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪১।
21st September, 1934.

আমরা ও বহির্লোক

পথিকের গতি ক্লান্ত হইয়া আসে,—পথিপার্শ্বে আশ্রয় খুঁজিয়া লয়, চলার গতিকে নির্ব্বিবাদে নিঃশেষ করিয়া দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়ে। কিন্তু কালের গতি অবিরাম ধারায় চলিয়াছে, চলিবে অনন্ত কালের স্মৃতি বহন করিয়া অপরূপ ধারায়। সত্য ও অসত্যের পৃথক গণ্ডী রচনা করিয়া। রূপরেখাও রূপের আলেখ্য রচনা করিবে, নিঃসঙ্কোচে—অনন্ত লীলায় চলিবে তার গতি।

আজিকার দিনের নৈবেদ্য আগামী দিবসের জঞ্জাল, কিন্তু আজিকার যে শিশু, ভবিষ্যতের সে প্রতিজ্ঞার প্রতীক। ইহা বাস্তবিক সত্য। ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্র। রজনীর একান্ত নির্জ্জনতা দিবসের অজস্র কোলাহলকে— উপভোগ্য করিয়া তোলে। ক্ষণিকের উত্তেজনাই ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করে।

বাঙ্গালীর বহুমুখী প্রতিভা আজ সহসা মূক হইয়া গেছে। অর্থের অভাবে প্রয়োজনের দায়ীত্ব ঘাড়ে চাপিয়া বসে। তখনই মানুষ পায় নতুনের অভিব্যক্তি। কিন্তু স্বচ্ছলতার কোলাহলে সত্য থাকে অন্তরালে, আর বিপথের লিপ্সায় অন্তর হয় উচ্ছলিত।

বাঙ্গালী আজ দেহে ও মনে কাজে ও অকাজে অন্যকে অনুকরণ করে। আর প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে আজ আর মৌলিকতা নাই। আজ বাংলার পূজার মন্দিরে পূজারীর স্থান নাই, তন্ত্রধারকের প্রাধান্য।

কিন্তু, আমাদের বক্তব্য বিষয় বাংলার ছায়া চিত্র প্রতিষ্ঠান। আমরা এখানে গণ্ডীবদ্ধ। সেখানে আজ আমরা দেখি বিচিত্র প্রভাব। মাকাল ফলের লোভে দলবদ্ধ হইয়া ছুটিতেছে।

National tradition এর মর্য্যাদা আজ নাই। ইহারা আজ Greater Bengal এর মিথ্যা মোহে অবাংলার ছবি তুলিয়া নিজেদের প্রচার বৃদ্ধি করিতেছে। জানিতে ইচ্ছা হয়, বাঙ্গালী ছবি তোলে, আর পরিপুষ্ট হয় অপর ভাষা, রূপ পায় অপরে, কল্যাণ হয় অপরের ইহার সার্থকতা কোথায়? বাংলার বাহির হইতে এমন খবরতো পাইনা যে তারা বাংলা ছবি তুলবার প্রচেষ্টা করিতেছে।

Greater Bengal এর idea বোধ করি ইহাতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যদি বাংলা ছবি আজ নিত্য নতুন সম্ভারে সজ্জিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিত। অপর দেশ এই বাংলা ভাষায় বাংলা ছবি দেখিবার জন্যই উন্মুখ হইয়া উঠিত। তখনই হইত বাংলার শ্রীবৃদ্ধি—বাংলার প্রসার।

সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর দুরবস্থা দেখিয়া ইহাই কি মনে হয় না যে বাঙ্গালী আজ প্রবল চেষ্টায় আপনাকে লুপ্ত করিতে ব্যস্ত? কেন? সে তার ভাষায় রত ভাবে রত—জীবন যাত্রায় সে তো বিজয় ধ্বজা বহুপূর্ব্বেই উড়াইয়া দিয়াছে। তবে আজ কেন তার অবস্থা দেখিয়া চোখে জল আসে?

মুখর চিত্রে সুরের স্থান

[শ্রীহীরেন্দ্র কুমার বসু।]

ছবির পর্দ্দায় যখন প্রথম ছায়া নড়ে চড়ে বেড়াতে সুরু কর্লে তখন নড়াইচড়াইটাই হয়ে উঠ্‌লো তার সার্থকতা ভাষা নেই তাই এলো লেখনীর সৃষ্টি তাতেই হ'ত রস প্রকাশ— আজ আর সে দিন নেই ছবি হয়েছে মুখর সে পারে সজীব মানুষেরর মত কথা কইতে ভাব প্রকাশ কর্ত্তে। সৃষ্টির গতি বেড়ে চলেছে-পৃথিবীর সার্থকতাই হচ্ছে সেখানে। মানুষের সৃষ্ট পদার্থ রূপ নিতে শিখেছে তার সে বিকাশ রূপের রেখা টেনে চলেছে-তাই হয়েছে সে অচেতনের মাঝে গতিশীলা।

পূর্ব্বে নির্ব্বাক ছবির পেছনে কতগুলি লোক প্রাণপণ চেষ্টা কর্ত্ত যন্ত্র সঙ্গীত দিয়ে তাকে সজীব করে তুল্‌তে—মানুষের সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টির মত অনাদি-যা হয়নি তা হতে পলক মাত্র তাই তারা সুবিধার জন্যে—প্রাণ সঞ্চারের জন্যে সৃষ্টি কর্ল এক মহা শব্দ যন্ত্র যার মধ্যে সাত সুরের বাসস্থান আছে শুধু সুবিধা মত চাবি টিপ্‌তে পারলেই তার নির্ব্বাক-নির্ব্বাক ছবি হাস্‌তে লাগলো-নাচ্‌তে লাগলো নানা শব্দে মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো।

তারপর এলো মুখর পর্দ্দা ভাষা এলো ভাবের নিশ্বাস প্রশ্বাসের রেশটুকুও ফুটে উঠ্‌লো—সঙ্গীতও তার আসন যথাযথ স্থান অধিকার করে বস্‌লো—ছবি শতকরা ৫০ বা কোন কোন জায়গায় শতকরা ৭৫ ভাগ সজীব করে তোলে এই সঙ্গীত সাত সুরের সমন্বয়।

কেবল একটা সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে না, এদেশে যা সঙ্গীত বল্‌তে ওস্তাদি বা বৈজ্ঞানিক সঙ্গীত, ছবির জন্যে তা নয় প্রমাণ করা।

সত্যই ছবির সঙ্গীত ওস্তাদি বা তবলচিওয়ালার সুরের কস্‌রত নয় তা হচ্ছে ছবির সঙ্গতির সঙ্গে পা ফেলে গিয়ে তাকে মধু করে তোলাই। এরকম সঙ্গীত ভারতের ছবিতে পাওয়া যায় না—যা পাওয়া যায় তা ঐকতান বাদন বা সুরের আলাপ।

আলাপ বা কত্তন বা সা রে গা মা কিংবা প্রকৃষ্ট রাগ রাগিণীর খেলাই ছবির সঙ্গীত হয়ে উঠেনা যদি না তাতে গতি থাকে। ছবি অর্থে নিশ্চল ছবি না, সচল সঙ্গীত অর্থে ঠিক এই বুঝ্‌তে হবে, নিশ্চল নয় সচল ও সবাক। সঙ্গীত কথা বল্‌বে—গতিশীলা হবে—ভাবের বন্যা আন্‌বে তবেই ছবির সঙ্গীতের সার্থকতা।

ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্র অগাধ অফুরন্ত অথচ ভারতীয় যে কোন ছবির সঙ্গীত এত অসহায় যে তার তুলনা নেই তার কারণ যে কী তা কেউ নির্ণয় করেন নি। এ বিষয় গবেষণার প্রয়োজন হয় না। যদি ধীর বুদ্ধিতে ভাবা যায় তা হলেই লক্ষ্য করা যায় যে ভারতীয় সঙ্গীত অর্কেষ্ট্রা বলে কিছুই নেই— সেইটায় অন্যতম কারণ। ভারতীয় সঙ্গীত হয় ত অগ্নির সৃষ্টি করে বাদল ধারায় তা নেভাতে পারেন কিন্তু বাস্তবে সেটার ব্যবহার শেখেন নি অর্থাৎ সঙ্গীতের দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হয় ত ভারত হয়েছেন কিন্তু বাস্তব জীবনের রস সৃষ্টির দিকে ভারত নজর রাখেন নি—তাই বেদের বৈদিক সঙ্গীতেই ভারতের আদি সঙ্গীত সমাপ্ত।

মুসলমান রাজত্বে বাদশারা যখন বাস্তব জীবনের আনন্দ ধারা মধ্যে সঙ্গীতের আসন স্থাপন কর্ত্তে সঙ্গীতের দার্শনিকতা কমালেন তখনই ভারতে সঙ্গীত কলার চর্চ্চা বেড়ে গেলো—তখন সে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পারলে-এলো তখন রাগ রাগিণীর বিস্তার—জন্মালো-রাশি রাশি ওস্তাদ।

তারপর ভারতে এলো ঝঞ্ঝার প্রলয়— সঙ্গীত কেন যতকিছু কলা কৌশল গেল ভেসে—মানুষ চায় বাঁচতে রূপ রেখার এলো অবসান। তারপর যখন ভারতের এলো চেতনা তখন কোথায়ই বা সঙ্গীত-কোথায়ই বা অন্যান্য কলা চর্চ্চা। যাদের মুখে মুখে কিছু ছিলো তারা বৃথা কৌলিন্যের আভিজাত্যে ফেটে পড়লেন সঙ্গীত গেল ডুবে—ভাবের ঘরে হলো চুরী—ডাকাতি। পেশাদারীতে সঙ্গীতের রূপ বেচ্‌তে লাগলো—কাজেই সঙ্গীত গেলো অতলে তলিয়ে।

যাদের জীবনে সাধারণ সুখ স্বচ্ছন্দতা বাস্তবের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে যেতে পারেনা তাদের দেশে কলা কৌশল পরিস্ফুট হবে কি করে? পেটভরলে তবে কাপড় পরি—কাপড় পর্‌তে পেলে আসে সৌখীনতা—পোষাক পরিচ্ছদ আভরণ। তার যখন চূড়ান্ত হয় তখন চাই চাঁদের আলো সোনার ঝরণা সুধার সাগর—তা দেখে যখন হই তৃপ্ত তখন আমরা চাই আমাদের জীবনের সঙ্গে তাকে তালে তালে পা ফেলিয়ে চালাতে। তাই আজ যারা সুর বা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছেন হয় তারা কর্চ্ছেন জবাই না হয় করছেন সাধনা। কিন্তু তাকে পেয়ে কেউ জীবনের প্রয়োজনীয় সৌখীনতার মত ব্যবহার কর্ত্তে পারছেন না কাজেই, তার ব্যবহার কেউ জানেন না বাস্তবে তার গতি কেউ বোঝেন না—কাজেই যাকে প্রকৃষ্ট রূপে চেনা গেলনা—বোঝা গেলোনা তাকে দৈনন্দিন জীবনে কি করে ব্যবহার কর্ব্বে। পর্দ্দার ছবি মানুষের জীবনের ছায়া—তাতে সঙ্গীতের রূপ জীবনের দৈনন্দিন স্বচ্ছন্দতা—এ দুটি যখন সমান তালে সামঞ্জস্য রেখে পাশা পাশি হাঁট্‌তে পারবে সেই দিনই ছবির সঙ্গীতের হবে পূর্ণ বিকাশ।

চিত্রালয়

— শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী —

চিত্রের জন্ম হবে অসার্থক যতক্ষণ না তার পূর্ণ উপলব্ধি আর অনুভূতি হয় দর্শক-হৃদয়ে। স্বীকার করি তার জন্মমাত্রই শিল্পীর হ'লো আনন্দ—প্রকাশ-ব্যাকুলতা হ'লো শান্ত। কিন্তু যদি দর্শকের দৃষ্টি-দীপ তার আরতি না করে তাহ'লে চিত্রের পূর্ণতার অনেকটাই আঁধারে ঢাকা থেকে যায় একথা কি আমরা স্বীকার ক'রবো না। নিজের প্রবল অনুভূতি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠুক্ দর্শকের অনুভূতিতে-দর্শক হোক বোদ্ধা ও সৌন্দর্য্য-দরদী—এই ইচ্ছাটাও প্রকাশ কাতরতার সঙ্গেই জড়িত থাকে চিত্র-সৃষ্টির মূলে। সমস্ত শিল্প-সৃষ্টির সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তাই চিত্র যখন এসে দাঁড়ায় দর্শক সমাজের সম্মুখে—চিত্র-নিহিত ভাবধারা এসে আঘাত করে আমাদের ভাবলোকের দ্বারে। এই দুই দিককার ভাব-স্রোতের সংঘাতে বা মিলনে হয় আনন্দ-সৃষ্টি, রস-সৃষ্টি। এই মিলন বা সংঘাতের পূর্ণতার উপর নির্ভর করে চিত্রের সমগ্রতা ও সফলতা। এর ব্যাঘাত যাতে ঘটাবে তাকেই আমরা ব'লবো চিত্র-বিরোধী—রসভঙ্গের কালো কুটিল যন্ত্র।

আমরা জানি আজকালকার চলচ্চিত্র জগতে দর্শক-মনের ও শিল্পী-মনের এই মিলন ঘটায় চিত্রালয়! চিত্রালয়কে আমরা ব'লতে পারি-একটা 'ছাইফেন' বা সংযোজক—যা যুক্ত ক'রে দেয় জীবন্ত মনের ছবির সঙ্গে অপর জীবন্ত মনকে এবং এই মিলন-কেন্দ্রে রচনা করে সুন্দরের আসন। রূপের বার্ত্তা, রসের বিহ্বলতা, সুরের মূর্চ্ছনা এবং সঙ্গীতের মোহ এনে দেয় আমাদের সমস্ত চেতনার-উপর এই চিত্রালয়। দর্শক ও প্রদর্শকদের এই সংযোগ ঘটে আসছে প্রাচীনতম কাল থেকে—এ না হ'লে যে চলে না। উদার আকাশের অন্তহীন নীলের আলো-ছায়ার তলায় প্রাচীন গ্রীসে বস্‌তো এই ধরণের আনন্দ-মেলা। প্রাচীন ভারতের নাট্য-সভাগুলোও এই সংযোগের সংবাদ দেয়। আর আমাদের প্রগতিশীল আধুনিকতাও চিত্রালয়ের প্রয়োজন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারেনি। জানি না আগামী কাল কি হবে! "টেলিভিসন" চিত্রালয়ের হাত থেকে চিত্রকে মুক্ত ক'রে আলো ও বায়ুর মতো তাকে সহজ-প্রাপ্য ক'রে দিতেও পারে। যদি দেয় তো দেবে—আপাততঃ সে-চিন্তা আমাদের ব্যস্ত করে না। চিত্রালয় এখন রূপ-পরিবেশনের ভার নিয়েছে। আমরা আলোচনা ক'রে দেখ্‌বো এই পরিবেশকের কাজ চিত্র-গৃহগুলো রীতিমত করছে কিনা।

উপরে নির্দ্দিষ্ট আলোচনা আরম্ভের আগে আদর্শ-চিত্র পরিবেশনটা কি তা জানা দরকার। আমরা দেখেছি যে দর্শক-মন যখন হবে যুক্ত শিল্পীর সৃষ্টির অন্তরালে যে মন আছে তারই সঙ্গে তখনই হবে চিত্রের সার্থকতা। পরিবেশক চিত্রকে আমাদের কাছে এমন ভাবে তুলে ধ'রবেন যাতে এই গোপন মিলন হয় সার্থক। এ-মিলনকে গোপন-মিলনই ব'ল্‌বো কারণ, প্রেক্ষাগৃহের কোলাহল-মুখরিত প্রশংসাবাচন এর ব্যাঘাত ঘটায়। দর্শকদের বর্ব্বর করতালি করে ছন্দঃপতন, মনে পড়ে বাধা, তাল যায় কেটে। সেই গৃহে মনে মনে যে মিলন হয়, দর্শকে আর শিল্পীতে-সেই মিলনেই চিত্রের সফলতা, তারই মাধুর্য্য চিত্র-দর্শনের আনন্দ—যে আনন্দ মনকে রাখে আবেশে অবশ ক'রে। এই মিলনকে যে সহায় করে, সম্ভব করে তাকেই বলি সত্যকার চিত্রালয়—পরিবেশন হয় সার্থক, আসে তৃপ্তি, আসে পূর্ণানন্দ।

এই মিলনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি চিত্রালয়ের যে খুব বড় একটা কর্ত্তব্য একথা আমরা ভুলে যাই। বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে নূতন চিত্র-চালনায় আমাদের চিত্রগৃহগুলো সুপটু—তারা মনে করে লাভের কোঠায় অঙ্ক-বৃদ্ধি এতেই হয় সম্ভব। কিন্তু সুরুচি-সম্পন্ন দর্শকের মন যে বিমুখ হয়ে ফিরে আসে আমাদের চিত্রগৃহের পরিবেশনের ব্যবস্থা দেখে এদিকে কারুর নজর আছে ব'লে তো মনে হয় না। চিত্র-নাট্য যত ভালোই হোক্ না উপযুক্ত গৃহ না হলে তার সম্যক্ বিকাশ ব্যাহত হয়।

আমরা চিত্রালয়ে যাই কেন? ক্ষণিকের জন্য আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেল্‌তে চাই এক নূতন লোকে। এই হারিয়ে ফেল্‌বার সহায়তা করা হচ্ছে চিত্রালয়ের কায। সুচিত্রিত চিত্র-গৃহের দেয়াল প্রদর্শকদের চিত্র-শ্রী'র পরিচয় হয় তো দেয়—কিন্তু চিত্র-গৃহের শান্তি-বিধানের ব্যবস্থার অভাবের দিকে তাকালে মনে হয় না যে প্রদর্শকদের রুচি ব'লে কিছু একটা আছে। দর্শক চায় বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চিত্র-গৃহের রূপ-ছায়ার আশ্রয়ে। মুহূর্ত্তেই তার ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। শান্ত আবহাওয়া ভঙ্গ ক'রে শোনা যায় পুস্তিকা-বিক্রেতা ও খাদ্য-বিক্রেতার কর্কশ আর্ত্তনাদ। বাইরে থেকে আশ্রয় নিতে এসে ঘটে বিড়ম্বনা। বাহির ভিতরে এসে করে প্রবেশ। বাইরের ধূলি কর্দ্দম কলকোলাহল নিষ্ঠুর ভাবে সাড়া দেয় চিত্র-

[ইহার পর দশম পৃষ্ঠায় দেখুন।]

চিত্র সমালোচনা ও চিত্র বিজ্ঞাপক।

— শ্রীসুধীর রাহা —

একটা গল্প আছে।

একদিন কোন বন্ধু সম্মেলনে কথা উঠিয়াছিল—বর্ত্তমান সমাজের বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধে। সহসা একজন একটি হেঁয়ালীর অবতারণা করিলেন—কোন্ শ্রেণীর লোক সমাজ জীবনে প্রয়োজন অথচ যাঁহার কথার সত্যাসত্যতা সম্পর্কে কোন কথা বিশ্বাস করিয়া উঠা দায়, যাহাকে দেখিলে তুমি পাশ কাটাইতে পারিলে বাঁচো।

একজন উত্তর করিলেন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, ইনস্যুরেন্স এজেণ্ট।

দ্বিতীয় বলিলেন—টিকটিকি পুলিস

তৃতীয় বলিলেন—রিপোর্টার

চতুর্থ বলিলেন—দালাল

হেঁয়ালির উত্তরগুলি সত্য কি মিথ্যা—সে আলোচনা করিব না। উত্তর হইতে এটুকু বোঝা গেল যে কাহারও কাহারও মতে এই কয় শ্রেণীর লোকের কথা নিছক খাঁটী নহে!

আমরা একজন চিত্র বিজ্ঞাপকদের কথাই বলিতে চাই।

ফিল্মের ব্যবসায় আজ জগৎ জোড়া—আর আমাদের দেশে প্রদর্শিত অধিকাংশ চিত্রের জন্ম আমেরিকায়। সেখানে বসিয়াই চিত্র বিজ্ঞাপকেরা জগৎময় তাঁহাদের চিত্রের সুখ্যাতি, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সুখ্যাতি ছড়ান। এই বিজ্ঞাপনের পন্থা সহজ নহে বিচিত্র ও জটিল, মানুষের মনকে বিভিন্ন দিক হইতে যত ভাবে আঘাত করা চলে, তাহা মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারেই করা হইয়া থাকে। ফলে যখন আপনি চিত্র দেখিতে যান তখন বিজ্ঞাপকেরা আপনার মনকে এমনভাবে তৈরী করিয়া বসিয়াছে, আপনি নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের মত দ্বারাই প্রভাবান্বিত হন।

পি জি উড্‌হাউস তাঁহার একখানি হাস্যরসবহুল উপন্যাসে এক জন বিজ্ঞাপকের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন! একজন নর্ত্তকী তাঁহার নাচের বিজ্ঞাপনের জন্য একজন বিজ্ঞাপক নিযুক্ত করিলেন। বিজ্ঞাপক নর্ত্তকীর জন্য একটি সাপ ও বানর কিনিলেন। ইহা আবার বিজ্ঞাপনের ধরণ!

শুনুন তাহা হইলে বিজ্ঞাপক কি চাহিল। বিজ্ঞাপক চাহিতে ছেন—এই সাপ ও বানরটি যেন কিছু অঘটন ঘটাক। সাপটি কোন সময় গৃহের কাহারও গলার ফাঁস জড়াইয়া ধরুক আর বানরটি কাহাকেও কামড়াইয়া দিক, জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া অস্বস্তি করুক যাহাতে তিনি সংবাদপত্রের জন্য একটি মনোরম গল্প তৈরী করিতে পারেন। তাহার দুঃখ এই যে বানরটি যথেষ্ট শান্ত নহে। তারপর একদিন সত্যই বানরটি বে-তরিবৎ হইল—সেদিন বিজ্ঞাপকের কি আনন্দ! বানর—মহা উৎপাত সুরু করিল—জিনিষ পত্র ভাঙ্গিল, লোকজনকে ঢিল ছুঁড়িল, একজনের আঙ্গুল কামড়াইয়া দিল, সকলে সসব্যস্ত! কিন্তু এদিকে বিজ্ঞাপক বলিতেছেন—উহাকে কিছু বলিও না, আরও উৎপাত করিতে দাও। গৃহকর্ত্রী নর্ত্তকীটি আপত্তি জানাইলে বিজ্ঞাপক উত্তর করিলেন—এতো কিছুই নয়, ইহাতে আর ক লাইনই বা লেখা যাইবে। একবার বিজ্ঞাপক হিসাবে এক নর্ত্তকীকে একটি বাঘ কিনিয়া দিয়াছিলাম। বাঘ একদিন খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহিরে গিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল এবং কয়েকজনকে ঘায়েল করিল! একটা প্রথম শ্রেণীর চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। বাঘের মালিক হিসাবে নর্ত্তকীটির নামও ছড়াইয়া পড়িল।

উপন্যাসকারের রহস্য কথা নহে, পাশ্চাত্যে বিজ্ঞাপন প্রচারে এমন শত শত কৌশল অবলম্বিত হয় তাহার কয়েকটি একত্র করিয়া দিলে দেখা যাইবে, ঘটনাগুলির সব সত্য ও চমকপ্রদ উপন্যাসের কাহিনীকেও হার মানায়।

কিন্তু তাহা হইলে চিত্র দর্শনকামীদের উপায় কি? কোন ফিল্ম সম্পর্কে এই যে সাপ্তাহিক, বার্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছে, সেইগুলি। তাহারাই তো চিত্রের যথার্থ-রূপ উদ্ঘাটন করিয়া পব্লিক সাধারণকে দেখাইবেন, এইখানেই তো তাহাদের সার্থকতা আর এই জন্যই তো পাঠকরা পয়সা দিয়া এইগুলি কেনেন।

নীতি হিসাবে এ চমৎকার! আসুন তাহার একটি প্রমাণ লওয়া যাউক। একখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকার যেখান সেখান হইতে নমুনা লওয়া হউক।

৮ই ভাদ্র—

বিটার টি অফ জেনারেল ইয়েন" "মধুর প্রেমের চিত্র—খুব উপভোগ্য হইবে।"

মরেল এণ্ড সনস্—"প্রত্যেকেরই দেখা উচিত"।

চাঁদ সদাগর—·········অভিনয় অতুলনীয়"।

২ শে ভাদ্র শনিবার,

লাফিং বয়—"প্রেমের চিত্রে র‍্যামন নুপভ্যালের অভিনয় অতুলনীয়।"

গ্যালাণ্ট লেডি—"এই সব সুবিখ্যাত তারকার সমন্বয় গঠিত এই চিত্রটি সত্যই এ সপ্তাহের একটি বড় হাফটন হইবে।"

[ইহার পর দশম পৃষ্ঠায় দেখুন]

A scene from "George Whipe's Scandal" (Fox production)

DOUGLASS MONTGOMERY and MARGARET SULLAVAN in "LITTLE MAN, WHAT NOW?" UNIVERSAL

THE WOMAN ACCUSED

(সপ্তম পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

গৃহের আড়ালেও। দর্শকের সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন যায় ভেঙ্গে—স্বপ্নের ঊর্দ্ধলোক থেকে সে হতভাগ্য নেমে আসে মর্ত্ত্যের মৃত্তিকার খুবই কাছে চিত্র উপভোগে পড়ে বাধা।

বাংলার চিত্রালয়ে এই দোষ খুবই দেখা যায়। বিদেশী পরিচালিত যে কয়েকটী চিত্রগৃহ কোল্‌কাতায় আছে তাদের এই দোষ স্পর্শ করেনি। কিন্তু আমাদের দেশবাসী পরিচালিত চিত্র-গৃহে এই কলরবের অভাব কোনোদিন ঘটেনা। সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শকের হয় শান্তি ভঙ্গ তার মুখের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তৃপ্তির পান-পাত্র। যাকে "ইউনিটী অব্‌ ইম্প্রেশন" বলে তা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় চিত্র-নাট্যের আরম্ভে ও মধ্যে অবসরে এই কলরবের অবাধ গতিতে। প্রদর্শকেরা ক্রেতা বিক্রেতার এই হাট না বসালেও পারেন—নীরবে দৈহিক ক্ষুধার তৃপ্তির ব্যবস্থা তো অনায়াসেই করা যায়। তবে কেন এই নির্লজ্জ কোলাহলকে আমল দেওয়া ?

চিত্রালয়ে আমরা যাই চিত্র উপভোগ ক'রতে—চিত্র মন্দিরে আমরা যাই সুন্দরের পূজা করতে। কিন্তু নগ্ন নির্লজ্জ ক্ষুধার আর্ত্তনাদ আনে চিত্ত-বিক্ষেপ—আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি—দেখি চিত্র-মন্দির হ'লো রাজপথ, পণ্য-বিপণি - সুন্দরের আসন পড়্‌লো ধূলায়——

"হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায় !"

[অষ্টম পৃষ্ঠার শেষ অংশ]

রেনিগেডস্‌ অব দি ওয়েষ্ট—"উদ্দীপনাময় ছবি। ...বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।"

পুঁথি বাড়াইয়া লাভ নাই। সকল পত্রিকায়ই এইরূপ ! কাহার নাম করিব !
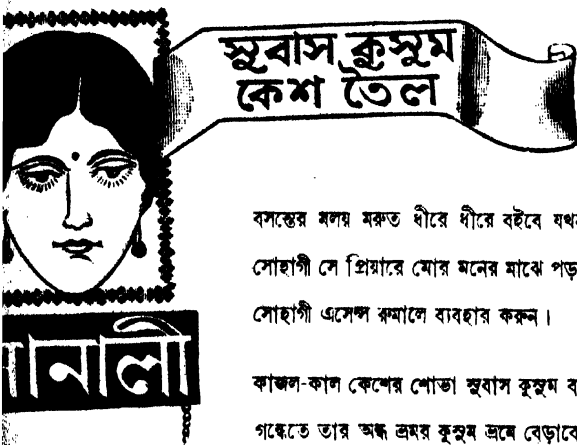
এখন এটা কি কেহ সম্ভব মনে করেন যে সকল পুস্তকই চমৎকার হয় ! স্বাভাবিক কাণ্ড জ্ঞানেই বুঝা যায় তাহা সম্ভবপর নহে। পাঠক সাধারণের এইরূপ আলোচনা হইতে কি প্রশস্ত হইল !

যাহারা ভিতরের কথা জানেন—তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বলিতে পারেন, কেন এমন হয় ! অর্থাৎ যাহাতে চিত্রগৃহের অধিকারীরা লাভবান হয় অথবা অন্ততঃ তাহাদের ক্ষতি না হয়, এমন কথাই কেন চিত্র-পরিচয়ে দেখিতে পাই ! চিত্রের মালিক যাঁহারা, চিত্র প্রদর্শন করেন যাঁহারা, আর সংবাদ পত্র পরিচালকেরা—একযোগে বলেন 'এই ছবি ভাল—তোমরা দেখ !"

কিন্তু পাঠকের তাহাতে কি আসে যায়—পাঠক কাগজ কেনেন—"কেন দেখিবে, কোথায় বৈশিষ্ট্য জানিবার জন্য"— কাহারও উপদেশে সবাক চিত্র দেখিয়া পয়সা খরচ করিবার জন্য নহে।

চিত্র-সমালোচকদের মধ্যে তিন শ্রেণীতে মোটামুটি ভাগ করা যায়—কঠোর সমালোচক, প্রশংসাকারী সমালোচক এবং এই দুইয়ের মাঝামাঝি ! আমাদের দেশে কঠোর সমালোচনা তো বড় একটা দেখিতে পাই না, পাই বাকী দুই শ্রেণী। প্রশংসাকারী সমালোচক-দের হাতের কলম ও লেখার কথা ঠিক হইয়া আছে—কথা না বলিয়া 'গৎ' বলিলে ভাল হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহে তাঁহারা যে

[ইহার পর ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন।
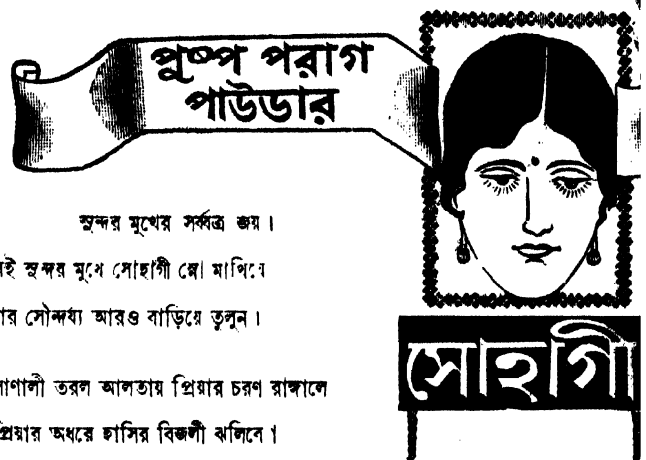
কালের খেলা।

[শ্রীপ্রশান্ত কুমার দাস।]

প্রাচীন কালে এদেশে পূজা পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যে গ্রামে ও সহরে স্থানে স্থানে বহু আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হইত। কবি, ঢপ, যাত্রা, কথকতা, নাচ গান এবং আরো কত কি আনন্দের আয়োজন সরলপ্রাণ দেশবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিত। আমি দেখিয়াছি একদিনের খাদ্য চিড়া গুড়, কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া পল্লীবাসীগণ ১৫।২০ মাইল দূরে কোথায় "গান'' হইবে তাহা দেখিবার জন্য যাইতেছে। তখনকার দিনে খাদ্য এবং অবসরের প্রাচুর্য্য ছিল, সুতরাং এক দিনের পথ হাঁটিয়া গিয়াও তাহারা উৎসবাদিতে যোগদান করিতে বিরত হইত না। কোন গ্রামে আনন্দোৎসবের একটী আয়োজন হইলে সে গ্রামের এবং তাহার চারিপার্শ্বস্থ ৪।৫ মাইল ব্যাপী স্থান সমূহে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত। ক্রমে দেশের হাওয়া বদলাইতে সুরু করিল। সহর হইতে থিয়েটারের প্রভাব গ্রামবাসীকেও মত্ত করিল। কোনখানে পেসাদার থিয়েটার পার্টী অভিনয় করিবে এ কথা শুনিলে আর লোকে কবি, যাত্রা ইত্যাদি শুনিবার জন্য অপেক্ষা করে না। এখন ত গ্রামে গ্রামে বহু থিয়েটার পার্টী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটী শিশিরবাবু ও দানীবাবুর "মিনিয়েচার" সংস্করণ গজাইয়া উঠিতেছে। এখন কিন্তু থিয়েটারের "ড্রপ সিন্" খানা ঠিক সময় মত না উঠিলে লোকে বিদ্রূপ করে, অস্থির হয়, হৈ চৈ করিয়া প্রেক্ষাগৃহ গরম করিয়া তুলে। লোকের অবসর যেমন একদিকে কমিয়াছে তেমনই অন্যদিকে তাহাদের রুচিতে শান পড়িতেছে। গানের আসরে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ওস্তাদের সুর বাঁধুনি শুনিতে আর তাহারা চাহেনা। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক রকম উপভোগ করাই তাহাদের লক্ষ্য।

ক্রমে ক্রমে যখন 'ছায়াচিত্রের' বন্যা আসিয়া দেশের উপর প্লাবন আনয়ন করিল তখন লোকে থিয়েটারগুলিকে অনাদরের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। অভিনয়ের উৎকর্ষ সত্ত্বেও জন সাধারণ অত দীর্ঘকাল আবদ্ধ হয়ে থাকিয়া আমোদ উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি হারাইল। রঙ্গমঞ্চে হাহাকার পড়িল—'ফ্রি' পাশের সংখ্যা বাড়িয়া গেল: কত থিয়েটার কোম্পানী চিরকালের জন্য যবনিকা ফেলিল। নূতন থিয়েটারও অনেক গড়িয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তাহা আর পূর্ব্বের দেহ লইয়া দেখা দিল না। আধুনিক-কাল-উপযোগী ছাঁচে ঢালিয়া এক অভিনব ঢঙে থিয়েটারকে আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করান হইয়াছে। নব কলেবরে থিয়েটারগুলি সময়ের মূল্য বুঝিয়াছে, অল্পসময়ে ঠিক নির্দ্দিষ্ট কালে প্রত্যেকটী দৃশ্যাবলী অভিনীত হইতেছে। দর্শকগণের ধৈর্য্য যেন আশ্রয় পাইল। থিয়েটারগুলিও অল্পাধিক পরিমাণে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল।

ছায়াচিত্র কিন্তু চারিদিকে শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া ক্রমেই প্রসারিত হইতে লাগিল। ইহার চমৎকার বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাগুলি একটীর পর একটী আসিয়া দ্রুতগতিতে এমন ভাবে দর্শকের অপলক দৃষ্টিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল যে দর্শক মনে করিল এমনটীই সে চাহিয়া ছিল বুঝি। সে দেখিল (Lapland) ল্যাপল্যাণ্ডের তুষারাবৃত জনপদ, আফ্রিকার বন্য হিংস্র জন্তু সঙ্কুল গভীর বন প্রদেশ, সাহারার মরুভূমি, লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ, প্যারিসের পানালয়ে বিলাসী নর্ত্তকী, আমেরিকার কোটীপতির জীবন ধারা, জাপানের অগ্ন্যুৎপাত, জার্ম্মানীর কুচকাওয়াজ, ইটালীর রণসম্ভার, আমাজনের জলপ্লাবন, ডি ভ্যালেরার বক্তৃতা এমন আরও কত কি তাহাকে দু'ঘণ্টায় বিশ্ব জগতের অগণিত রূপরাশি প্রদর্শন করিয়া যায়। যখন "সিনেমা" সমাপ্ত হয় দর্শক জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চয় এবং মনোমন্দিরে আনন্দ আহরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং নূতন উদ্যম লইয়া দেখে এখনও রাত্রি অধিক হয় নাই, সে তাহার বাকি কাজ সামাধান করিতে পারে। দর্শক এইরূপে সিনেমার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে। সে জন্যই দেখি বাংলার সহরগুলিতে নিত্য নূতন 'চিত্র গৃহ' মাথা তুলিতেছে। চিত্রের 'গতিবেগের' আবেশ দর্শককে অভিভূত করিয়াছে। কথকতা, কবিগান, অতীতের কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাইন হার্ড ও তাঁহার সৃষ্টি।

(শ্রীভবানী রায়)

আমাদের দেশে প্রায় সকলেই লুবীশ, ম্যামুলিয়ান্, ভ্যান ডাইক্, কোর্ডা, ডিমিলি, ইন্ গ্রাম্ ন্যামুলী প্রভৃতি প্রযোযকদের নাম জানেন এবং তাঁহাদিগকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কিন্তু রাইন হার্ড (Rein Hardt) যে কে ছিলেন এবং তাহার শক্তি যে ছিল কত বিশাল তাহা হয়তঃ অনেকেরই জানা নাই। জার্ম্মান প্রযোযক রাইন হার্ড বিংশ শতাব্দির একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রযোযক। বর্ত্তমান চলচ্চিত্র ও জার্ম্মান মঞ্চে তাঁহার প্রযোযনার কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিকই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী ও প্রযোযকই তাঁহার নিকট অভিনয় শিক্ষা লাভ করিয়া আজ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে লুবীশ আজকাল শ্রেষ্ঠ প্রযোযক বলিয়া খ্যাত তিনিও একদিন ছিলেন রাইন হার্ডের এক শিষ্য ও একজন ক্ষুদ্র হাস্যকৌতুক অভিনেতা, উপযুক্ত গুরুর অধীনে থাকিয়া তিনি গুরুর থিয়েটারে ছোট ছোট অভিনয় করিতেন এবং অবসর সময় জ্ঞান চর্চ্চায় মন দিতেন। তাঁহার অভিনয় দর্শনে আনন্দিত হইয়া কিছু দিন পর এক জার্ম্মান কোম্পানী তাঁহাকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য আহ্বান করেন। তিনিও সম্মতি দেন। কিছু দিনের ভেতরই উপযুক্ত গুরুর পরিচালনায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রযোযক হইয়া পড়েন।

রাইন হার্ড ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাশালী। অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ। মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও রূপ তিনি বুঝিতেন দৃষ্টি মাত্রই। এই ক্ষমতা তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি এত বড় বড় প্রযোযক ও শিল্পী সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি বলে তিনি জার্ম্মানী মঞ্চে রূপ রস দিয়া যে নব আলোক সম্পাত করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার মত এমন একজন রূপদক্ষ জাতীর সম্পদ্।

রাইন হার্ড শুধু লুবীশকে নহে অনেককেই শিক্ষাদানে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড় বড় অধিকাংশ প্রযোযক ও শিল্পীই জার্ম্মাণ দেশীয়, এবং প্রায় সকলেই রাইন হার্ডের শিষ্য।

উফার (UFA) বিখ্যাত চিত্র Faust, Tastuffe The last laugh এবং ফক্সের (Fox) Sunrise চিত্রের প্রযোযক মুরনান ও (Murnan) এই একই গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষানবিশী কালে তাঁহার চেষ্টায় অভিনয়ে দক্ষতা লাভ করিয়া Miracle নামক মঞ্চাভিনয়ে নাইটের অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে চিত্র প্রযোযনা আরম্ভ করেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে "Blossom Time" নামক যে চিত্র প্রদর্শিত হইল সেই চিত্রের অষ্ট্রিয়ান প্রযোযক পল ষ্টেনও বহুদিন রাইন হার্ডের স্কুলে অভিনয় শিক্ষা করেন। তিনি খুব ভাল চিত্রনাট্য লিখিতে পারিতেন বলিয়া রাইন হার্ড তাহাকে "উফাতে" প্রেরণ করেন এবং উক্ত কোম্পানীতে অভিনেতা ও চিত্র নাট্যকার নিযুক্ত হন্। অভিনয় করিবার কালেই তিনি প্রযোযকদের সাহায্য করেন, এবং ক্রমে তিনি পোলানেগ্রীর অভিনীত কয়েক খানা জার্ম্মাণ চিত্রের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

আগামী মাসে নিউ এম্পায়ারে জু সাস (Jewsuss) নামে এক খানা চিত্র আসিতেছে। ঐ চিত্রের প্রযোযক লোথার মেণ্ডিস (Lothar Mendis) ও অভিনেতা কনর‍্যাড্ ভীট্ (Conrad Veidt) প্রথম জীবনে রাইন হার্ডেরই ছাত্র ছিলেন।

কনর‍্যাড্ ছিলেন একজন চিত্র শিল্পী। তিনি প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রাইন হার্ডের অভিনয় ও প্রযোযনায় মুগ্ধ হইয়া মঞ্চে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন। ১৯১৩ খৃঃ তিনি এক বন্ধুর সাহায্যে রাইন হার্ডের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান। তাহার কার্য্যকালে বিখ্যাত এমিলজেনিংসও তাহারই মত শিক্ষানবিশী করিতে ছিলেন। কনর‍্যাড্ কিছুকাল পর অভিনয় আরম্ভ করেন এবং এই অভিনয়ের পর হইতেই ইংলণ্ডে চলিয়া আসেন। এই ভাবে তাহার চলচ্চিত্র জীবন আরম্ভ হয়। মার্লিন ডিট্রিকও রাইন হার্ডের ডিসী থিয়েটার ড্রামাটিক্ স্কুলে দীর্ঘ দিন শিক্ষালাভ করেন। তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া "Taming of the Shrew" নামক অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শীতা দেখান।

যাঁহারা আজ বড়, যাহাদের নাম আজ সর্ব্বত্র ধ্বনিত, তাঁহারাই এক সময় রাইন হার্ডের চরণ তলে বসিয়া রূপ সাধনা করিয়াছেন। রাইন হার্ড অমর। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার কৃষ্টি এবং তাঁহার শক্তি তাঁহাকে শীর্ষ স্থানীয় করিয়া দিয়েছে।

জয়ন্ত পিক্‌চার্সের "বসন্ত সেনায়"— মিস্ জহরী।

Ruth Etting, the "Shine on Harvest Moon" girl, arrives in Hollywood to do a series of music comedies for R. K. O. Radio Picture.
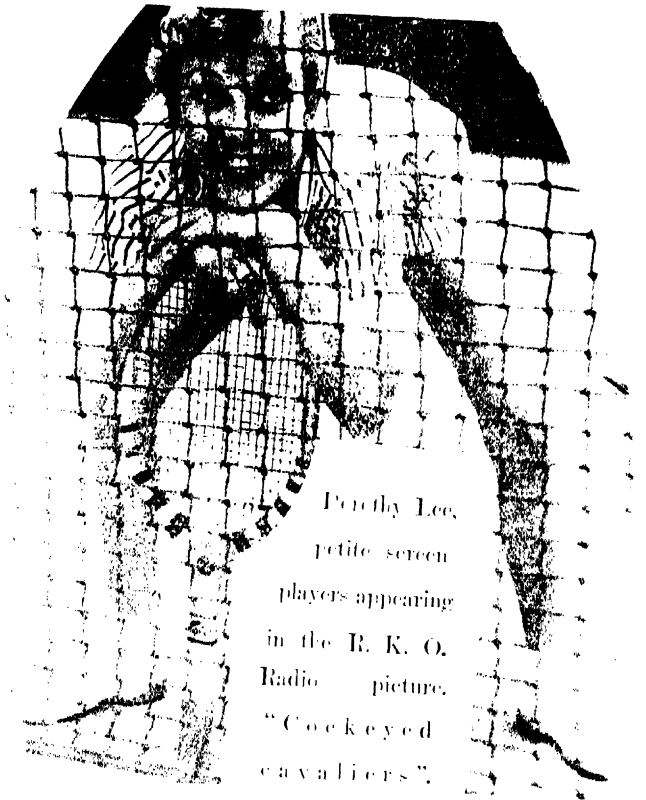
Dorothy Lee, petite screen players appearing in the R. K. O. Radio picture, "Cockeyed cavaliers".

When Robert Woodsey took the air for the Carnera-Baer scrap filmed by Radio cortez was there to see him off and may be to place a wager.

Dorothy Lee, appearing in R. K. O. "Cockeyed Cavaliers" demonstrates tennis as it should not be played.
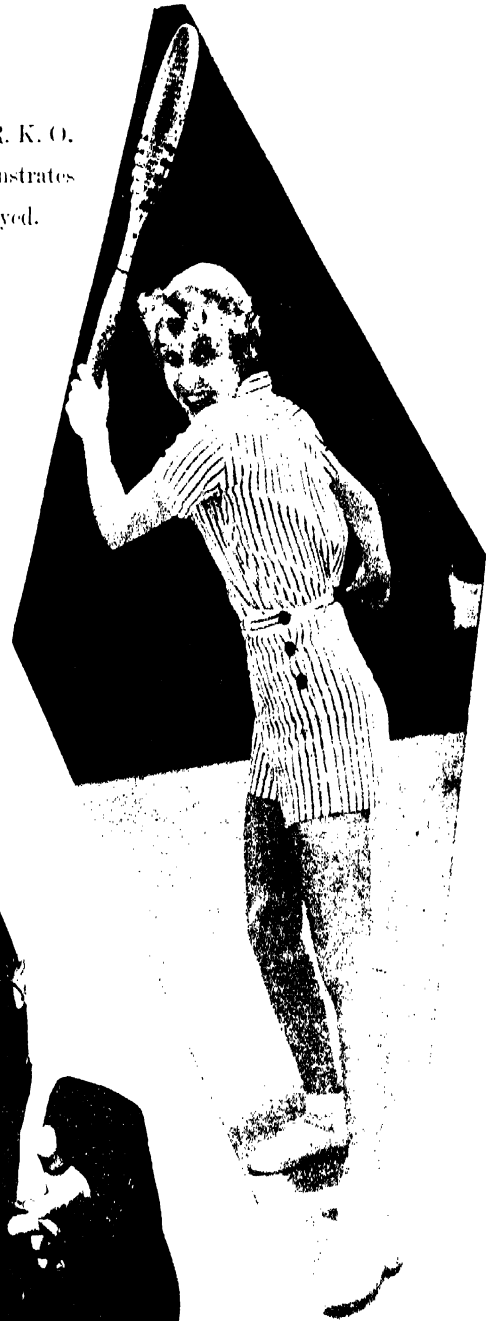
Frank Buck far-famed for "Bringem Back Alive was snapped" as he recently arrived in Los Angers to make a personal appearance in conjuction with his latest R. K. O. Radio Adventure Picture, "Wild Cargo" coming to India soon.

Dorothy Lee, petite screen player appearing in the R.K.O. Radio picture "Cockeyed Cavaliers" demonstrates the correct position for back hand stroke if you are a left hander.

রাধা ফিল্মের "নাগানার" একটি দৃশ্য

তমিস্রা

শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ।

চন্দ্রপতি দিল্লী অভিমুখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে। এক একটা মুহূর্ত্ত যেন তার কাছে এক বৎসরের মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইতে লাগিল।......

আর এদিকে হুগলীতে তখন অন্য লীলা চলিতেছিল।

পর্ত্তুগীজদের দলপতির গৃহ। আসবাবে ঐশ্বর্য্যে, অপরূপ।

ইহারই একটী নির্জ্জন কক্ষে উর্ম্মিলা একটী সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অঙ্গের বসন বিস্রস্ত—মাথার চুল রুক্ষ এলায়িত, সর্ব্বদেহ যেন বেদনায় অবনমিত। কিন্তু উপায় নাই—!

বাহিরে, ভিতরে—সর্ব্বত্র তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

আর এমন সময় উর্ম্মিলার ঘরের রুদ্ধ দরজায় কার যেন মৃদু করাঘাতের শব্দ হইল। উর্ম্মিলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, কে?

বাহির হইতে একটী পরিচারিকার কণ্ঠস্বর আসিল, আমি।

কেন?

শেঠজী, আপনার সঙ্গে ক্ষণেকের জন্য দেখা করতে চাইছেন।

রুক্ষকণ্ঠে উর্ম্মিলা জবাব দিল, শেঠজী! শেঠজী কে?

আপনার বাবা—

আমার বাবা নেই—বলগে দেখা হবে না!

উর্ম্মিলা পুনর্ব্বার নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল।

পরিচারিকা কতক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিল জানিনা—খানিক বাদে দেখা গেল, নীচে বসিবার ঘরে মতিশেঠ দলপতিকে আশ্বাস দিতেছে, হুজুর, ও সব ঠিক হয়ে যাবে—ভাববেন না কিছু—শুধু একটুখানি ধৈর্য্য!—

কিন্তু উর্ম্মিলা সে জাতের মেয়ে নয়। শেঠজী ভুল করিয়াছে। যে স্বাস্থ্য, যে আবরু অন্তর্লীন, যে সৌন্দর্য্য মেয়েদের সর্ব্বত্র ঘিরে থাকে, তাহা উর্ম্মিলার ছিল। উর্ম্মিলা কাঁদিয়া অপরকে কাঁদাইতে পারিত - হাসিলে অপরে আনন্দে আপ্লুত হইত, আর নিজের স্বতন্ত্র রূপে সে ছিল অপরূপ।

পর্ত্তুগীজ দলপতি, এত জানিত না, তাই বারে বারে ঘা খাইয়া খাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

শেঠজীও জানিত না। মাতৃহীনা কন্যাকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে জীবন তার সার্থক হইবে এই ছিল তার ধারণা।

হায়, শেঠজী! অর্থ ও মানুষ, আলাদা উপকরণে তৈরী! তুমি যত পার অর্থ সংগ্রহ কর—পর্ত্তুগীজদের ক্রীতদাস হইয়া থাক—আর এ কাহিনীর ধারা বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করিয়া তোমাদের পরিণামের দিকে অগ্রসর হউক।

*　*　*　*

কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে বিদেশীদের আনন্দ কোলাহলে নগরের সর্ব্বত্র ঝম ঝম করিতেছিল! আর নীচের ঘরে দলপতি অজস্র মদ্য পানে বুঁদ হইয়া বসিয়াছিল। এমন সময় উর্ম্মিলা আস্তে আস্তে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে কিসের কোলাহল তাহা জানিবার জন্য নয়—দলপতি কোথায় তাহা জানিবার তার আদৌ আগ্রহ ছিল না, শুধু সে নিঃশব্দে আসিয়া ঘরের দরজাটা খুলিয়া ফেলিল।

পরিচারিকাটী ঝিমাইতেছিল, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

উর্ম্মিলা নিজের কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া উহার হাতের মধ্যে দিয়া অস্ফুটে কহিল, নতুন মেয়েটী কোন্ ঘরে?

পরিচারিকা সম্যক কিছু বুঝিতে পারিল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত উর্ম্মিলাকে একটী ঘরের কাছে আনিয়া কহিল, এই ঘরে।

দুয়ার খোল—

দুয়ার বন্ধ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

পরিচারিকা কহিল, আপনি ডাকুন,—দোর বোধ করি খোলাই প'ড়ে আছে।

পরিচারিকা চলিয়া গেল।

বাহিরের অদম্য কোলাহল তখনও থামে নাই।

উর্ম্মিলা দুয়ারের গায়ে মৃদু করাঘাত করিল।

ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, কে ?

তোমার বন্ধু—আমর ?

ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না। উর্ম্মিলা দুয়ার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মৃদু একটা আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে ছিল।

উর্ম্মিলা চাহিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে সর্ব্বত্র তাণ্ডবের খেলা চলিয়াছে। এযে কিসের চিহ্ন তাহা উর্ম্মিলার বুঝিতে বাকি রহিল না। আস্তে আস্তে বিছানার কাছে আসিয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল, বোন !

বিছানার মধ্য হইতে মেয়েটী মুখ তুলিয়া চাহিল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমার তো বান্ধব কেউ নেই—তুমি কে ?

উর্ম্মিলা চাহিয়া দেখিল মাধবীর অন্তরে বাহিরে প্রবল কুজ্ঝটিকা ! অমন সুন্দর দুটি চোখ অবরুদ্ধ বেদনায় ভারাক্রান্ত ! উর্ম্মিলা অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিল, কহিল, বোন, সত্যি আমি তোমার বন্ধু ! আমার জীবনে ও তোমার জীবনে বাহিরের সূর্য্য আর আলোক প্রদান করবে না !

মাধবী বুঝিল না, কহিল, সেকি ?

হাঁ বোন, সত্যি তাই। যে নিষ্ঠুর আজ তোমায় এই নরকে এনেছে, সে তার নিজের কন্যাকেও রেহাই দেয়নি !

মাধবী, কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, ভাই, তিমিরাবৃত এ জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকু একেবারে শেষ করে দেওয়া যায় না।

উর্ম্মিলা তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, না ভাই, এর হয়ত প্রয়োজন ছিল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দুবোনে দেখ্‌ব, ঝড় ওঠে কি না—অসম্ভব অপেক্ষার প্রান্তদেশে এসেও যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না হয়, তবে নে, এই ধর, -পাথেয় রইল। বলিয়া উর্ম্মিলা তার আঙ্গুল হইতে একটা হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া মাধবীর আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। এবং পুনরায় কহিল, আজ চল্‌লুম, আবার আসব—

উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মাধবী অতীব বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পুনর্ব্বার বিছানার মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িল !

ক্রমশঃ

মানসী

শ্রীশ্যামল চন্দ্র ঘোষ, বি, এ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পাহাড়ের পায়ের তলায় বিস্তীর্ণ বন্ধুর নিম্নভূমি। আশে পাশে ছোট বড় পাহাড়। এখানে ওখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শালবন। অদূরে ছোট্ট পার্ব্বত্য নদী বালুতে ভরিয়া গিয়াছে। মাঝখানে সংকীর্ণ স্রোতের রেখা পাথরের উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্ণ। সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। একটা মস্ত বড় পাথরের উপর হইতে যেখানে নীচে গড়াইয়া পড়িতেছে সেইখানে এক নিরাভরণা পার্ব্বত্য তরুণী আপন মনে স্রোতের জল লইয়া খেলা করিতেছিল আর গান করিতেছিল। দূরে দূরে পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকেরা বালুর গর্ত্ত হইতে জল ভরিয়া মাথায় কলসী করিয়া নর্ত্তনের ভঙ্গীতে ধাঁওড়ার দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে। একটা কুকুর চড়ার উপরে বসিয়া তরুণীর জলক্রীড়া দর্শন করিতেছে আর মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হইয়া স্রোতের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে কাহার বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তরুণী চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্খলিতবসন কটীদেশে জড়াইতে জড়াইতে জল হইতে উঠিয়া আসিল। সিক্ত কেশ, সিক্ত বসন, অটুট স্বাস্থ্য, সারা অঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের অনাবিল উদ্দামতা—বাঁশীর সুর লক্ষ্য করিয়া তরুণী ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিল। পশ্চিমের আকাশ তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লালিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম দৃশ্য।

অনতি উচ্চ ছোট পাহাড়টার সারা অঙ্গ ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। নীড়ে ফেরা পাখীর সম্মিলিত কূজনে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। দিগন্তে সন্ধ্যার শান্ত ছায়া ঘনাইয়া আসিল বলিয়া পার্ব্বত্য যুবক আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছে। সন্ধ্যার বাতাসে বাঁশীর সুর কোন্ সুদূরের পানে যাত্রা করিয়াছে কে জানে। মাথার উপরে ফুলের শাখা নুইয়া পড়িয়াছে। শাখায় শাখায় অগুন্তি ফুল—লাল, নীল, সবুজ—ফুলে ফুলে কত গন্ধ ! যুবক বাঁশী বাজাইতেছে—তাহার চঞ্চল চক্ষু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কাহার প্রতীক্ষায় !

তরুণী আসিতে আসিতে হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার সমস্ত অনাবৃত অঙ্গ ছাপাইয়া একটা সলজ্জ পুলকের স্রোত বহিয়া গেল। যুবকের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া তরুণী যুবকের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকের বাঁশী তখনও বাজিয়া চলিয়াছে। পিছন হইতে দুইখানা হাত যুবকের চক্ষু চাপিয়া ধরিল। মুখ হইতে বাঁশী নীচে পড়িয়া গেল। জোর করিয়া হাত ছাড়াইতেই তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যুবকের চক্ষু আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তরুণী ঘুরিয়া আসিয়া যুবকের পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল। যুবক মাথার উপরে হাত বাড়াইয়া ফুল তুলিয়া তুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তরুণীর সিক্তকেশে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। গোধূলির ম্লান আলো তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিল এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশ !

Mr. P. D. Camac.

The 1st Indian to win the "Quigley award."

The "Quigley first mention Award" for publicity work in connection with motion pictures has been won by Mr. P. D. Camac, Manager of the Globe Theatre, Calcutta for his publicity campaigns in connection with the pictures—Queen Christina & Devil Tiger shown at that Theatre recently.

The award is keenly competed for by Cinema public men all over the world and a committee of experts in America Judge the work of the different entrants.

Mr. B. B. Kahane,

President of R. K. O. Studio's.

[দশম পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

সমালোচনা করেন তাহা যদি পাঠক একত্র করিয়া পড়িতে পারেন—তবে তিনি দুটি শব্দে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন – "বাঁধা গৎ !" ইহার একটা পরম হাস্যকর দিক আছে ! সমালোচক তো কোন একখানি চিত্রের প্রশস্তিবাচন করিলেন। দিন কয়েক পরে দেখা গেল প্রশস্তি-বাচন সত্ত্বেও চিত্রগৃহে জনসমাগম হয় না-তখন! কেহ যদি তখন সমালোচকের কাছে উপস্থিত হইয়া বলেন- "মহাশয় আপনার প্রশস্তির মূল্য কতটুকু !"—নিজের কথাই চাবুক হইয়া তখন সমালোচককে মারিবে !

মধ্যপন্থী সমালোচকরা ঠিক এই ভয়েই মন্তব্য লিখেন। মাঝারি চিত্রকে তাঁহারা বলেন উত্তম। চিত্র তাঁহাদের পছন্দসই হয় তো নয় তবু চলিয়া যাইতেছে, এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের উত্তম বিশেষণটি প্রযুক্ত ! কিন্তু যখন দর্শকরা কোন চিত্র পছন্দ করিতেছেন না তখনও তাঁহারা বলিবেন না, খারাপ ছবি। বলিবেন "আমাদের তো ভালই লাগিল" বড় জোর "মন্দ নহে"।

কিন্তু যে কথাটা একবার বলিয়াছি, তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলি যে সকল চিত্র ভাল হওয়া কি সম্ভব ! এই প্রকার মতামতের উপর নির্ভর গঠিত কতদিন করিবে, সেও একেবারে "কচি খোকাটি" নহে, তাহারাও একটা নিজস্ব মতামত আছে। বস্তুতঃ এই নীতিতে চিত্রের মালিক বা প্রদর্শকরাও শেষ পর্যান্ত লাভবান হলনা। তাঁহাদের এই "ধাপ্পায়" বালক ঠকিবে, কিন্তু অভিজ্ঞেরা পারিবেন না ! তবে যদি জাতকে জাত বালক হয় তো স্বতন্ত্র কথা ! আমার এক বন্ধু বলেন—রসজ্ঞান হিসাবে আমরা নাকি বালক মাত্র !

এদিকে আবার একদল সমালোচক উল্লাসিত হইয়াই আছেন—কিছুই নাকি তাঁহাদের ভাল লাগেনা, কেননা ভাল লাগিলে আর সমালোচক হওয়া যায় কি করিয়া—এ একটা রোগ বিশেষ। পাঠক আপনার ব্যক্তিগত মন্তব্য শুনিয়া বাহবা দিতে চাহেনা—তাঁহাদের বলুন ছবির মধ্যে চিত্তপ্রসাদের, কৌতুহলের, "মজার" কিছু আছে কিনা—কি হইবে, তাঁহাদের জানিয়া যে ফটোগ্রাফির কোথায় কি খুঁৎ রহিয়া গিয়াছে, কোথায় কি অনাবশ্যক রূপ একবারে কি করিয়া ফেলিয়াছে। বড় জোর বলিতে পারেন—আমার ভাল লাগিল না-কিন্তু দর্শকের ভাল লাগিতে পারে ; কিংবা আমার ভাল লাগিল—হয় তো তাদের ভাল লাগিবে না।

পাঠক চাহেন, চিত্রগৃহের অধিকারীর মুখ না চাহিয়া, চিত্রের মালিকের মুখ না চাহিয়া—কেবলই তাহাদেরই জন্ম আপনি লিখুন, কেননা এই উদ্দেশ্যেই পয়সা খরচ করিয়া কে আপনার কাগজ কিনে !

RUP-REKHA

Continued from 4th Issue.

is a growing thing. Hence the Indian films will always find a market side by side with foreign films, and dependent on quality, both can prosper without taking away anything from the other.

But Indian films depicting modern themes would probably never be uniformly successful. The production of films as theme traditional and mythological subjects, of the lives of great heroes and scholars who flourished during the glorious days of ancient Indian Civilization, must possess a more vivid appeal to the people of India as a whole than any modern theme. Far from damaging the success of the foreign films, both foreign and Indian films are benefitting the motion picture industry in general in as much as they are gradually bringing to the theatre goers who formerly did not frequent the motion picture.

For reasons previously given which limit the appeal of Indian films in any form, it would not be quite fair to make a comparison of production methods, American films are produced for world entertainment, whereas Indian films have by reason of language differences a limited appeal.

There is ample room for improvement in Indian films, and there is every reason to feel that this improvement will sooner or later be brought about. Better production methods are being gradually introduced, the standard of photography and recording is being improved, and the "slow tempo" which distinguished indian films in the past will undoubtedly be overcome. "Production of Indian pictures", concluded Mr. Groves, "is an industry with a great potential future, and producers and others interested in this industry realise the magnitude of the work they have undertaken."

চিত্রায় নিউ থিয়েটার্সের
"মহুয়া"

আমরা চিত্রায় "মহুয়া" সে দিন দেখে এসেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এই ছবিকে ভীষণ বন্য চিত্র বলে ঘোষণা কোরেছেন কিন্তু ছবি দেখে তা সম্যক উপলব্ধি হ'ল না। তবে জঙ্গলী দৃশ্যও যে কিছু না আছে তা নয়। এর গল্প কাহিনী আমরা ময়মনসিংহ গীতিকায় পড়েছি বহু দিন আগে—কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে পরদায় দেখ্‌লাম কথা ও কাহিনী রচয়িতা—শ্রীমন্মথরায়, এর তাৎপর্য্য আমরা ভালরূপ বুঝতে পারিনি।

এই ছবির পরিচালনা কোরছেন শ্রীহীরেন বোস—"মহুয়ার" গল্প যেমন Appealing ঠিক সেই অনুযায়ী গল্পের Treatment আরও ভাল হওয়া উচিৎ ছিল। চিত্রনাট্যকার যদি আরও একটু ভাল কোরে সাজিয়ে গুছিয়ে বই খানাকে দাঁড় করাতেন তা হ'লে আমাদের মনে হয় মিঃ বোসের এই ছবি বেশ ভালই হ'ত কারণ ছবি দেখিলে মনে হয় তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ই কোরেছেন। সেই চেষ্টার ফলে Back ground music, নাচ, গান ইত্যাদি অভিনব হয়েছে। এদিক্ দিয়ে মিঃ বোসকে আমরা উচ্চ প্রশংসা কচ্ছি।

অভিনয়—

নাম ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন শ্রীমতী মলিনা—অভিনয় হিসেবে ভালই কোরেছেন—চলাবলী ভাবভঙ্গী বেশ আবলীল হয়েছে এর উপর আমাদের মাত্র অভিযোগ এই যে দু-তিন শ' বছর আগেকার বেদেদের সেই মহুয়ার মুখেই আজ বিংশ শতাব্দীর চিত্রগৃহে রাবীন্দ্রিক ঢংএর গান বেশ খাপ ছাড়াই মনে হল। নাচ এর বেশ ভালোই হয়েছে কিন্তু অগ্নির বেষ্টনীর মধ্যেকার নাচ্‌টা একটু অতি আধুনিক ধরণের হয়েছে এটা একটু বিশদৃশই ঠেক্‌ল।

হুমড়ো সর্দ্দারের ভূমিকায় অহীন বাবু—সু অভিনয় কোরেছেন—তার make up প্রশংসনীয়।

নদেরচাঁদের ভূমিকায়—বাংলার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা দুর্গাদাস বাবুর অভিনয় আশানুরূপ হয়নি—আমরা কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণও হয়েছি।

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী—"পালঙের" ভূমিকায় মন্দ করেনি তবে বেদেনীর মুখে ওরূপ মার্জ্জিত ভাষা বেরুবে এ আমরা আশা কোরতে পারিনি।

উল্লিখিত ত্রুটীর জন্য অভিনেতৃদের দোষ দেওয়া চলে না—চিত্রনাট্যকার আশা করি এসম্বন্ধে ভবিষ্যতে একটু নজর রাখ্‌বেন।

যে মহুয়ার কাহিনী বইয়ে পড়ে অনেকেই চোখের জল রোধ কোরতে পারে না সেই মহুয়ার প্রেমের জীবন্ত কাহিনী পরদায় দেখে সবাইকে সে দিন হাসি মুখেই বাড়ী ফির্‌তে দেখা গেল এতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে চিত্রনাট্যকার গল্পটাকে চলচ্চিত্রোপযোগী কোরতে গিয়ে ভেতরকার জিনিষ হারিয়ে ফেলেছেন।

চিত্রশিল্পী—সুবোধ গাঙ্গুলীর ফটোগ্রাফী অনেক যায়গাই বেশ ভাল হ'য়েছে কিন্তু দু-একটী দৃশ্য খারাপ কোরে ফেলেছেন।

শব্দযন্ত্রী—লোকেন বোস ও বাণী দত্ত—এদের কোন বিশেষ ত্রুটী দেখা গেল না।

ছোট খাটো ত্রুটী সত্ত্বেও ছবিখানি বেশ জন প্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু দিন চলবে বলে মনে হয়।

আশা করি নিউ থিয়েটার্স এর কর্ত্তৃপক্ষ একখানা সত্যিকার বন চিত্র Produce কোরে তাদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখ্‌বেন।

"তরুণী"

সে দিন ভারতীয় মোসান পিকচার্স এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী কথায় কথায় বলেছিলেন বাংলার রুচি জ্ঞান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অতি মার্জ্জিত, বাংলার জন্য ছবি তুলতে হ'লে তা হওয়া চাই নিখুঁত ও আধুনিক। আর তাতে থাকবে একটু ভাবের পরশ & emotional touch পরশ" কথাটা খুবই সত্যি কিন্তু আজ কাল যে সকল ছবি তোলা হয় তার অধিকাংশই হয় এর বাইরে। বাংলায় রূপদক্ষ ডিরেক্টর নেই একথা আমরা অস্বীকার করিনে। কারণ পুরণ-ভকৎ ছবি তোলবার পরে ও কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু থাকলে কি হবে, মালিকদের রসজ্ঞানের চেয়ে অর্থ লিপ্সাই বেশী। তাই ডিরেক্টার হারিয়ে ফেলেন তার ক্ষমতা। ফলে বের করতে হয় একটা বাজে ছবি।

বাংলা দেশ ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্ম নিয়ে একটা অদ্ভুত অতি নিকৃষ্ট ছবি বের হ'লেও হাউস থাকে ভর্ত্তি। কর্ত্তারা ভাবেন মন্দ কি। কিন্তু যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত, যাঁরা পৃথিবীর খবর রাখেন তাঁরা বলেন "বাংলা ছবি কি দেখব।" দোষ তাঁদের নয়। দোষ হ'ল প্রডিউসারদের।

আজ পর্য্যন্ত ২।১ খানা ছাড়া বিশেষ ভাল দেশী ছবি দেখিনি, অবশ্য টকীর যুগে। বিদেশীয় ছবির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের দেশের ডিরেক্টারদের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে ও নট নটী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা একটু কম।

সেই জন্যই বিদেশী ছবি যারা ভাল বাসেন দেশী ছবি তাদের ভাল লাগে না। যাঁরা দেশী ছবির নাম শুনলে ভয় পান তাঁদের আমি কালী ফিল্মস্ এর "তরুণী" দেখতে অনুরোধ করি। ছোট খাট দোষ সত্ত্বেও যে ছবি খানা তাঁদের ভাল লাগবে একথা ঠিক। দুজন তরুণ তরুণীর আখ্যায়িকা নিয়ে এই চিত্র গড়ে উঠেছে। গল্প লিখেছেন সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায়। প্রযোজনা করেছেন জ্যোতিশ Mukharjee।

অভিনেতার ভেতর ভূমেন রায় ও জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় হয়েছে চলনসই আর তাঁরা খুব ভাল করতে পারেন নি তার কারণ তাঁরা ছবি তোলবার সময় ভুলতে পারেন নি যে তাঁরা মঞ্চের অভিনেতা। তবে অন্যান্য নায়করা অভিনেতার চেয়ে সাবাস হয়েছে তা নয়। আমরা আশা করেছিলাম তাঁরা আরও ভাল করবেন। রাণীবালা ও জ্যোৎস্নার অভিনয় হয়েছে খুব সুন্দর আর স্বাভাবিক। রাণীবালার অভিনয় আমার এত ভাল লেগেছে যে তাঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠা নটী বলতে আপত্তি নেই। তিনি যদি সাধারণ অভিনেত্রী হ'তে একটু সংযত ভাবে জীবন যাত্রা সুরু করেন তবে আমার মনে হয় তিন বিদেশী অভিনেত্রীদের মত সম্মান লাভ করতে পারবেন।

কুমারী ডলি দত্তকে জানি না। যদি তিনি আধুনিকা হয়ে থাকেন তবে যে ভূমিকায় তিনি নেমেছেন তা তাঁর সাফল্যই ঘোষণা করেছে। তাঁর গানের সুর ও মাধুর্য্য বহুদিন আমাদের মনে থাকবে। তার কালাপাহাড়, বাংলা চিত্রে এমন অভিনয় বিরল। অভিনেতার গলার স্বর আরও উন্নত হ'লে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'ত। জয়নারায়ণের কবির'ভূমিকা কবিরই অনুরূপ।

রেকর্ডিংও ভাল হয়েছে। সাজসজ্জা দৃশ্যপট কোন কিছুই খারাপ হয়নি। এমন আধুনিক একটি ঘটনা নিয়ে বাংলা ছবি এই প্রথম। প্রযোজককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গেও বলছি যে তিনি পরিচালনার দিক দিয়ে চিত্রনাট্যকারের হাতে একটু বাধা ছিলেন। বাঙ্গালা ঘরের মেয়ে গীতা। যত আধুনিকাই হ'কনা কেন অসুখের সময় অমন বাপ মা ছাড়া কেন। ওখানে একেবারে তরুণ বন্ধুর হাতে গীতাকে না ফেলে দিয়ে বাপ মার হাতে ছেড়ে দিলে কি ভাল হ'ত না। আধুনিক বাঙ্গালী ঘরেও এমন প্রগতি কি এসেছে!

কালী ফিল্মস্ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর পরিচালনায় কালী ফিল্মসএর "তরুণী" বাংলার চিত্রে জাগরণ এনেছে। আমরা কালী ফিল্মসএর সাফল্যের জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

— চিত্র চয়ন —

ইষ্ট ইণ্ডিয়া :—নাইট্ বার্ড—পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্প্রতি ইনি দার্জ্জিলিং থেকে কতক বাহিঃ দৃশ্য তুলে কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই ছবির মাত্র একটা, দৃশ্য বাকী আছে। শীঘ্রই শেষ হবে আশা করা যায়। ইনি "লাভ ফ্যাক্টরী" নামক একখানা কমিক চিত্র তুলছেন। শীঘ্রই শেষ হবে। এর পরবর্ত্তী চিত্র হবে "পিলগ্রীম" (তীর্থযাত্রা) এই বইয়ের হিন্দী ও বাংলা উভয় সংস্করণই হবে। এই বইয়ের জন্য আর্টিষ্ট নির্ব্বাচন চল্‌ছে।

"আবেহায়াৎ", "মমতাজ বেগম" ও "সুলতানা"—মুক্তি প্রতীক্ষায়।

মিঃ মধু বোস "সেলিমার" কাজ এখনও আরম্ভ কোরতে পারেন্‌নি।

রাধাফিল্ম :—এঁদের হিন্দি "রাজনটী" সম্পূর্ণ হয়েচে, সম্প্রতি এর সম্পাদন কার্য্য চলচে। "দক্ষযজ্ঞ" এর সম্পাদন ও কাট ছাট শেষ হ'য়ে এসেচে।

সম্প্রতি এঁদের দুই যুগল যন্ত্র শিল্পী, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন দে, জয়পুর থেকে কতকগুলি Topical ছবি তুলে ফিরে এসেছেন। জয়পুরের মহারাজা বাহাদুরের আদেশে কতকগুলি State Function এর ছবি তোলবার জন্য এঁরা আদিষ্ট হয়ে ছিলেন এবং ছবিগুলিও বেশ ভাল ভাবেই তুলে এনেছেন।

গত হপ্তায় দিল্লী থেকে কতকগুলি বাহ্যদৃশ্য তুলে আনবার জন্য একজন পরিচালকের অধীনে একদল রওনা হয়েছেন। তাঁরা সেখানে সম্প্রতি ছাব তুলছেন।

এঁদের পরবর্ত্তী উর্দ্দু ছবি "সাচ্চি মহব্বৎ" ও "দুলারী বেটীর" জন্য আর্টিষ্ট নির্ব্বাচন সুরু হয়েচে।

নিউ থিয়েটার্স :—চিত্রায় এঁদের "মহুয়া" কাল ৪র্থ সপ্তাহে পদার্পণ কোরবে, বইখানা বেশ চল্‌ছে। "ডাকুমনসুরের" কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। শ্রীযুত দেবকী বোসের পরিচালনায় "আফ্‌টার দি আর্থকোয়েক" এর কাজ বেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

মিঃ বড়ুয়া "স্যাটানের" কাজ শীঘ্রই আরম্ভ কোরবেন।

কালী ফিল্মস্ :—এদের "তরুণী" ও "মণিকাঞ্চন" কাল তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ কোরবে। বই দু-খানা অতি সুন্দর হয়েছে।

"তুলসী দাসের" কাজ বেশ দ্রুত গতিতে চল্‌ছে।

"প্রফুল্ল"র shooting বেশ চল্‌ছে।

এই বই দুখানা পূজোর সময়ই পর্দ্দায় দেখা যাবে আশা করা যায়।

নিউ এরা ফিল্মস্ :—আমরা শুনতে পেলুম মিঃ এস্ রাই এর পরিচালনায় শীঘ্রই একখানা বাংলা ছবি তোলা হবে। Artists নির্ব্বাচন চল্‌ছে। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানটীর সাফল্য কামনা করি।

Coming R. K. O. Radio Pictures :—

Lord Lytton's—"Last days of Pompeii", Alexander Dumas'—"Three Musketeers" Sir Rider Haggard's —"She"

এই তিন খানা বিখ্যাত ছবি শীঘ্রই এখানে প্রদর্শিত হবে। আমরা এর প্রতীক্ষায় রইলাম।

* * *

Katherine Hepburn

Radio Picture—এর সুঅভিনয়ের জন্য পুনরায় দুই বছরের জন্য Contract কোরছেন। এই দুবছরে ইনি ৬ খানা ছবি তুলবেন জানা গেল এর প্রথম বই হবে "The Little Minister"

Paramount Pictures

আমরা গেল বুধবার Empire Theatre এ এঁদের "Scarlet Empress" ছবি খানি দেখে এসেছি। শ্রেষ্ঠাংশে মার্লিন ডিট্‌ট্রিক্ এর অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছে।

ক্যাল্‌ক্যাটা সিনেমা নিউজ :—

(শনিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে)

চিত্রা :—ভারতের সর্ব্বপ্রথম বন্যচিত্র "অজন্তা"
শ্রেষ্ঠাংশে—দুর্গাদাস, অহীন্দ্র ও মলিনা।

রূপবাণী :—কালী ফিল্মসের "তরুণী" ও "মণিকাঞ্চন"।
শ্রেষ্ঠাংশে—ভূমেন রায়, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, রাণী বালা ও ডলি দত্ত।

ক্রাউন টকী হাউস :—ভারতলক্ষ্মীর "চাঁদ সদাগর"
নাম ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী

কর্ণওয়ালিস্ টকী শো হাউস :—রাধা ফিল্মসের "শচী দুলাল" নাম ভূমিকায়—শ্রীমতী পূর্ণিমা।

ছায়া :—"বাওয়ানী"।

ছবিঘর :— "ডক্টার এক্স"।

টকী শো হাউস :—"সাগারঙ্গ"।

[illegible] মহল :— "ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট"।

ইটালী টকিজ হাউজ : "ওল্ড ডার্ক হাউস ও হিডেন গোল্ড"।

নিউ এম্পায়ার :—"চু চিন্ চৌ"।

আগামী সপ্তাহে "রূপ-রেখার" পূজা সংখ্যা বাহির হইবে।

'মায়াকি-ছায়া' চিত্রে—
ভিটল দাস পাঁচোটিয়া
ও
রাজকুমারী (পাঞ্জাব)

ভিটল দাস পাঁচোটিয়া :—
ম্যাডান কোম্পানীর "গোয়রী
গোলা" তুলেদেবার জন্য
সত্যবদ্ধ হয়েছেন।

নিউ থিয়েটার্সের ডাকুমনসুরের একটী দৃশ্য।

Printed at the Fine Art Press, 60 Roadon Street, and

(চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক)

প্রথম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মূল্য /০ আনা

প্রাইভেট লাইফ্ অব ডনজোয়ান্ চিত্রে
চিত্র জগতের উজ্জ্বল তারকা—
ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্।

Rup Rekha

VOL. 1. NO. 10.

FRIDAY, 30th NOVEMBER, 1934.

প্রথম বর্ষ : দশম সংখ্যা ঃ

শুক্রবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৪১

লরেটা ইয়ং

আমাদের কথা

অনেকেই প্রশ্ন করেন, যে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক কাহিনী ও আধুনিক সমাজের ছবিকে চিত্রপটে রূপ দেবার চেষ্টা কেন হয় না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কারণ আমরা আজ নির্দ্দেশ করিব।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক চিত্র তোলার পথে অনেক অন্তরায় আছে। ভারতের ইতিহাস, মানে, জগতের সর্ব্ব-জাতির আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস। অতএব কোন ঐতিহাসিক চিত্র তুলিতে গিয়া যদি হিন্দু মুসলমানের উভয়ের সম্পর্কিত কোন ঘটনাকে আশ্রয়স্থল করা হয়—তবে সে ছবি নির্ব্বিবাদে চলিবে কিনা সন্দেহ! চরিত্র ব্যাখ্যানের ও ঘটনা প্রকাশের দিক্ দিয়া বহু সাবধানতা অবলম্বন করিলেও "রায়ট" (Riot) বাঁধিবার সম্ভাবনা।

যে দেশের ইতিহাস এই দুইটা জাতের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত রহিয়াছে সেখানে যদি সামান্য জাতিগত গোঁড়ামীর জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ইতিহাসকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে হয় তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়!

উদাহরণ স্বরূপ যবন হরিদাসের কাহিনীটাই ধরিয়া লইতে পারা যায়। হরিদাসের জন্ম মুসলমান বংশে, কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনী লইয়া গল্পরচনা চলিবে না। যে হেতু মুসলমান হিন্দু হইয়াছে, এ কথা ইতিহাসে থাকিলেও অগ্রাহ্য এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের অপরিপোষক।

এই প্রকার সামান্য কারণেই অনেক সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী কাহিনী চিত্রপটে রূপান্তরিত হইবার অবকাশ পায় না।

ইহা ছাড়া বৈদেশিক জাতি সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারের তো কথাই নাই—হয়ত Censor পাশই হইবে না! এই সব

কারণে এ প্রকারের ছবি তোলা কর্ম্মকর্ত্তারা নিরাপদ মনে করেন না।

তারপর সামাজিক চিত্র। এপথে পা দেওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান সমাজের জটিল সমস্যা লইয়া ছবি তুলিতে গেলে, অনেক কিছু বাদ রাখিয়া তবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

সমাজের গুপ্ত-জীবনের যে কাহিনী লইয়া গল্পলেখা চলে, তাহাকে রক্তমাংসের রূপ দেওয়া চলিবে না। কেননা তাহা হইলে নাকি সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধবাদিতা করা হয়। মনে করুন বর্ণাশ্রমী সমাজের যে কোন দুটি বিভিন্ন বর্ণের দুইটী নরনারী একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া, নানাবিধ হের-ফেরের মধ্যেও তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত মিলন সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল। এইপ্রকার ঘটনা হয়ত নিত্য নিয়তই ঘটিতেছে, কিন্তু, এই কাহিনীকে তো ছবিতে রূপ দেওয়া চলিবে না। সমাজের গোঁড়ার দলেরা হয়ত ছবি দেখিতে গিয়া পরদা শুদ্ধ ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

উপরোক্ত কাহিনীকে সমাজের মুখরোচক করিয়া তৈরী করিতে গেলে মৌলিক সৌন্দর্য্য সে হারাইয়া ফেলিবে। সে আখ্যান লইয়া তখন ছবি তৈরী করা অসম্ভব।

এইরূপে সমাজের, অপেক্ষাকৃত যে কোন জটিল সমস্যার (যাহা চিত্রের উপযোগী) আশ্রয় গ্রহণ করিলেই এই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

সমাজের মনোবৃত্তি আরও ব্যাপক না হইলে বর্ত্তমান সমাজের ছবি তোলা অসম্ভব।

সর্ব্বোপরি, আজ এ দেশে ফিল্ম শিল্পের যাঁহারা অধি-নায়ক ও স্বত্বাধিকারী তাঁহারা চান, এমন ছবি তৈরী করিতে যাহাতে প্রচুর অর্থসমাগম হয়। সস্তা Stunt ও নীচজাতীয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়া বম্বের কোন কোন কোম্পানী বিস্তর পয়সা লুটিতেছে দেখিয়া এখানের কর্ত্তারাও তদনুরূপ রুচির চিত্র তৈরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। সামাজিক, অসামাজিক সব কিছুতেই এখন নানাবিধ Stunt এর আরোপ না করিতে পারিলে ছবি অচল হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা!

চলচ্চিত্রে নগ্নতা

শ্রীভবানীপ্রসাদ সেন গুপ্ত।

আজকাল বিদেশী ছবিগুলিতে প্রায়ই দেখতে পাই—নায়িকাদের পোষাক-পরিচ্ছদের স্বল্পতা; ঠিক "স্বল্পতা" তাকে বলা চলে না, ওটা ইচ্ছাকৃত শারীরিক অর্দ্ধ-উলঙ্গতা। এই নগ্ন-সৌন্দর্য্যকে যে ভাবে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা হ'চ্ছে, তাতে সত্যকার "শ্রী"র সন্ধান প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। বিদেশী নাচ-গানের ছবিগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, serious ছবিগুলিতে পর্য্যন্ত এমন একটা কুশ্রী নগ্নতা দেখা যায়—যা সত্যই চোখকে পীড়া দেয়। তারপর, কোথাও কোথাও হয় ত আগাগোড়া একটা আচ্ছাদন আছে; কিন্তু তথাপি নায়িকাকে এমন pose দেওয়ান হোয়েছে যাতে সে আচ্ছাদনের অভ্যন্তরের সমস্ত কুশ্রীই ফুটে ওঠে। এই সব দেখে আজকাল চলচ্চিত্রের গতি কোন্ দিকে চলেছে বুঝতে পেরে সত্যই আতঙ্ক হয়। বাংলা ছবি অবশ্য আজও এতটা "উন্নতি" (?) লাভ ক'রতে পারেনি; কিন্তু এ বিষয়ে "বোম্বে"-ছবি অনেকটা এগিয়েছে। আশা করা যায় বাংলা ছবিও বেশী দিন আর এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকবে না। এই যে শারীরিক নগ্নতা—বা অর্দ্ধনগ্নতাকে প্রকাশ ক'রে মানুষের বিশেষ রিপুকে জাগিয়ে তুলে পয়সা উপার্জ্জনের ফন্দি এটা ঠিক কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তা বোধ হয় বিশদ-ভাবে বলবার আবশ্যক নাই।

অনেকে বলেন, নারীর সুগঠিত দেহ-সুষমা সত্যই দেখবার জিনিষ:—তা চোখকে তৃপ্তি দেয়,—আত্মাকে মুগ্ধ করে এবং এতে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন তাঁদের মনকেই overhauling করা প্রয়োজন। কিন্তু আমি সত্যই বুঝতে পারি না, চিত্রগৃহের দর্শকবৃন্দের মধ্যে—দু'টা-একটী সমালোচক ভিন্ন—সকলেরই কি ঐরূপ 'শুকদেবের" মত মনোভাব? প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে এই যে শত শত তরুণ-তরুণীর ভীড়,—এদের শতকরা একশ'জনের মনেই কি ঐ সব ছবি দেখে কোন চাঞ্চল্য জাগে না?—ঐসব লালসা-পঙ্কিল বিলাসময়ী তরুণীর নগ্নদেহের বিশ্রী ইঙ্গিতে তাদের হৃদয়-সমুদ্র বিক্ষুব্ধ-পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে না?

কিন্তু তাই ব'লে নগ্নতা মাত্রই কি রিরাংসামূলক? তা

নয় অবশ্য। "Song of Songs"-এ মালিনের মুখে এবং তার ভাস্করের চোখে-মুখে এমন একটা সরলতা ও শিল্পী-মনের ছাপ আছে যে মালিনকে নগ্না হ'তে দেখেও মনে—কৌতূহল জাগলেও—"কাম" জাগে না। কিন্তু আজকাল অনেক চিত্রে আমরা যে ভাবে নগ্নতা প্রকাশিত হোতে দেখি, তাতে জাগিয়ে তোলে মানুষের মাঝে সেই প্রবৃত্তি যা তাকে টেনে নিয়ে যায় পশুত্বের পর্য্যায়ে। আমি শুধু সেই রিরাংসা-মূলক, ইচ্ছাকৃত নগ্নতার সেই জ্ঞানকৃত পাপের প্রতিবাদ কর্ত্তেই চাই।

জগৎজোড়া এই যে চলচ্চিত্রের বিরাট অভিযান এর পশ্চাতে থাকা উচিত অন্ততঃপক্ষে একটা উদ্দেশ্য এবং তা হওয়া দরকার। চলচ্চিত্রের propaganda-শক্তিকে কেউই বোধ হয় অস্বীকার কোরবেন না এবং প্রথমতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই হয়েছিল এর বিস্তার। তাই ব'লে অবশ্য "কলা-লক্ষ্মীকে" মোটেই বাদ দিতে আমি বলি না। সত্যকার রস বোধকে বাঁচিয়ে রেখে যা করা সম্ভব তাই কোরতে বলাই আমার উদ্দেশ্য। তবে সকল চিত্রের পেছনেই একটা morale থাকা দরকার। কিন্তু musical ছবিগুলিতে ত বটেই—তা ছাড়াও বহু ছবিতে যা আমরা দেখতে পাই তার পেছনে morale ঠিক যা আছে ব'লে মনে হয় তা অত্যন্তই অস্বাস্থ্যকর—ঠিক সুস্থমনে গ্রহণ করা যায় না। মন্দ হবার দিকে মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাতে এই ছবিগুলি অতি সহজেই তাদের কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী কোরে নিচ্ছে এবং ধীরে ধীরে জনগণমনের মধ্যে নিম্নগামী spirit এর সঞ্চার হ'তে চ'লেছে। আমার এ আশঙ্কা যে সত্যই অমূলক নয় তা আজকালকার চলচ্চিত্রের গতি এবং কোন্ কোন্ type-এর ছবি বেশী জনতা আকর্ষণ ক'রতে পাচ্ছে—তা দেখলেই বোঝা যায়।

বাংলা "চণ্ডীদাসে" রামী অত জনপ্রিয়া হোয়ে উঠেছে কেন?—তার flirtation-এর জন্য। কেন না, তা গিয়ে মানবমনের সেই বিশেষ তারে আঘাত দিয়ে তাতে শিহরণ জাগাতে পেরেছে ব'লে। এ-ও শারীরিক নগ্নতার জ্ঞাতি তবে এ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আমার নিজস্ব কথা আপনাদের ব'লব।

তবে, বাংলা দেশের চিত্রজগতেও যেভাবে "প্রগতি" দেখা যাচ্ছে এবং সেই সব চিত্র দেখতে একত্রে মা-মেয়ে, বাপ-ছেলে, ভাই-বোনকে যেতে দেখতে পাচ্ছি তাতে সত্যই আতঙ্কিত হোয়ে উঠ্‌বার যথেষ্ট কারণ আছে। হয়ত এ 'গতি' রোধ করা যাবে না—হয়ত কালের ধর্ম্মই এই; কিন্তু "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন—" ব'লে চুপ কোরে থাকতেও যে পারা যায় না। ওপারের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ত প্রায় শান্ত হ'য়ে এসেছে; কিন্তু তার উচ্ছ্বাস এসে আমাদের তটভূমিকে যে প্রায় ভেঙে ফেলল—একে কি রোধ করা যাবেই না? চুপ ক'রে এর প্রশান্ত হবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরতে গেলে, অনেক-কিছুই তার উত্তাল আলোড়নে ভেঙে যাওয়া দেখতে হবে। কিন্তু কঃ পন্থা?

এ্যাফেয়ার্স অফ সেলিনি চিত্রে

: : কনষ্ট্যান্স বেনেট : :

হুপলা চিত্রে

: ক্লারা বো :

: : 'নানা চিত্রে' অ্যানা ষ্টেন্ : :

তমিস্রা

শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ।

অধিক রাত্রে মরিয়ম যখন চন্দ্রপতির ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল, তখন সহসা সেনাপতি মবারকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, শাহজাদী, এত রাত্রে? এদিকে?

মরিয়ম জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল, কহিল, মবারক, মরিয়মকে এরূপ প্রশ্ন করবার ধৃষ্টতা স্বয়ং নবাবের পর্য্যন্ত নেই? পথ ছাড়—

জবাবে এবম্বিধ প্রত্যুত্তর লাভের আশা মবারক করে নাই, তাই কতকটা সামলাইয়া লইয়া জবাব দিল, না, না, শাহজাদী—

মরিয়ম ত্রস্তে পথ চলিতে লাগিল।

মবারক আগাইয়া আসিয়া অনুনয় করিয়া কহিল, শাহজাদী, আমি তোমার চক্ষে ঘৃণিত, উপেক্ষিত! এই দুঃখ নিয়েই কি এ যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব?

মরিয়ম ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, মবারক, তোমার ও হেঁয়ালীর কথা দুর্ব্বোধ্য! অন্যকথা থাকে বল!

মবারক মরিয়মের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, না, শাহজাদী, আমার আর কোন কথা নেই! শুধু সুখে, দুঃখে, জীবনের অন্তিম কালেও যেন ও মুখ স্মরণ করবার অধিকার থাকে, এইটুকু ভিক্ষে দিও।

মরিয়ম হাঃহাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল— পাগল—

মরিয়ম চলিয়া গেল।

মবারক সেই অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল এবং ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া চন্দ্রপতির গৃহে উপস্থিত হইল।

অন্ধকারে অন্ধকারে আরও কে একজন উহাকে অনুসরণ করিল।

* * * *

চন্দ্রপতি, নিদ্রা যায় নাই। একটা মানচিত্র খুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি যেন দেখিতেছিল। সহসা দুয়ারের দিকে শব্দ হইতেই মুখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল মবারক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

চন্দ্রপতি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অভিবাদন করিয়া কহিল, সেনাপতি, এত রাত্রে!

মবারক গম্ভীর ভাবে কহিল, দেখ্‌তে এলুম, হিন্দু ব্রাহ্মণের সন্তান কেমন করে মুসলমানীর প্রেমে হাবুডুবু খায়!

চন্দ্রপতি প্রায় চীৎকার করিয়াই কহিয়া উঠিল, খবরদার মবারক, পুনর্ব্বার ও কথা উচ্চারণ কল্লে তোমার শির দেহচ্যুত হবে!

মবারক মৃদু হাসিয়া কহিল, মবারকের সুমুখে এতবড় কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ উচ্চারণ করতে পারেনি—বলিয়া সে নিমেষের মধ্যে কোষ হইতে অসি বহির্গত করিল।

চন্দ্রপতিও নিশ্চেষ্ট ছিল না, পাশের দেওয়াল হইতে অসি লইয়া কহিল, মবারক, বাঙ্গালার নতুন সেনাপতির, অস্ত্র চালনায় কি তোমার বিশ্বাস নেই?

মবারক কোন কথা না কহিয়া চন্দ্রপতিকে আক্রমণ করিল।

মবারককে নিরস্ত্র করতে চন্দ্রপতির বেশী বেগ পাইতে হইল না বলিষ্ঠ বাহুর অপূর্ব্ব অসি চালনার মুখে মবারকের অসি সহসা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল।

চন্দ্রপতি মৃদু একটু হাসিয়া কহিল, মবারক, তুমি বাংলার কলঙ্ক। যাও, এ মূর্খতার কাহিনী আমি চিরকাল অপ্রকাশ রাখব!

ভুল করেছ চন্দ্রপতি! এমন সুন্দর সংবাদ অন্ধকারে অবলুপ্ত থাক্‌লে, জাহাঙ্গিরাবাদের অপযশের সীমা থাকবেনা— বলিয়া মরিয়ম গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

বেতারে-সবাক চিত্র দর্শন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে বহুদিনের কথা, যখন মানুষ কল্পনায় করে নি যে আকাশের ঐ ঝকমকে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর শিখা, যার পরশে মাত্র শুধু বিশ্বের এক একটী সুন্দর সৃষ্টি ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোন কাজ হতে পারে? তাকেই একান্ত বাধ্য ভূতের মত মানুষের অঙ্গুলি হেলনে যেমন খুসী খাটিয়ে নেওয়া সম্ভব। প্রথম যাঁরা তাই করবার কল্পনা কল্লেন, তখন তখনকার বিজ্ঞের দল মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "পাগল ওদের ধরে চিকিৎসা করাও। কিন্তু সাধক যখন তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন, হাতে কলমে সকলের চোখের সামনে ধরে দিলেন তার সাধনার ফল তখন একদল লোক তুল্লে তাঁর জয় ধ্বনি, সন্দিগ্ধের দল তখনও বল্লে উহুঃ ওর ভেতর নিশ্চয়ই কোন কারচুপি আছে—নইলে আকাশের বিদ্যুৎ তাকে কি আবার ধ্যাৎ—তাদের সহস্র সন্দেহ সত্ত্বেও বিধাতার ঐ চঞ্চলা মেয়েটী যিনি এতদিন কেবল মাত্র মুক্ত আকাশের বুকে মেঘের দোলায় দুলে মানবের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে চপল নৃত্য করে বেড়াতেন,—তিনি সত্য সত্যই সেবাদাসীর মত এসে ঐ মানুষেরই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন সে ইতিহাস আজ নূতন নয়। ছোট্ট একটী ছেলেকে জিজ্ঞেস্ করলেও সে আজ গড়গড় করে বলে যাবে—ঐ চিরস্থায়ী সন্দিগ্ধের দলও এখন আর মাথা নাড়েন না।

ধীরে ধীরে নবজ্ঞানের দেবতাটী তার কলকাঠি নাড়ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নব নব রূপে বিজলী রাণী মনুষ্যের নব নব প্রয়োজন, বিলাস আনন্দের উপকরণ গুলো দাসীর মতই সরবরাহ করে যাচ্ছেন। তারই ফলে আজ ঘরে বসে হাজার মাইল দূরের বন্ধুর কণ্ঠস্বর নিমেষে আপনার কানে এসে পৌচচ্ছে—শুধু তারে নয় বেতারেও। কিন্তু এও আজ পুরাণোই হয়ে গেছে বল্লে বোধ হয় কেউ আপত্তি তুলবেন না। কারণ শুধু কলকাতার অলি গলিতে নয় সুদূর মফঃস্বলেরও দু একটা জায়গায় দু' চারটে বাড়ীর ছাতের দিকে চাইলেই নজরে পড়ে যায় দুদিকে দু'টো খোঁটার মাথায় বাঁধা বেতারের তার। কিন্তু আমি অদ্য যে কথা বলতে চাই সেটা সত্যিই নূতন—সম্ভব কি অসম্ভব সেইটীও বোঝাবার চেষ্টা করব। ঘরে বসে বেতারে গান ও নাটক প্রভৃতি ত অনেকেই শুনেছেন অচ্ছা, ঘরে বসেই মাত্র একটী বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে বাইরের বহুদূরের প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত সবাক-চিত্র যদি দেখতে পান তাহ'লে সেটা খুব আরামের আর মজার হয় না কি? নূতন ছবি বেরুল—দেখতে গিয়ে টিকেট পেলেন না যদিও বা পেলেন তাতে হয় ত ভীড়ের ধাক্কায় আপনার জুতোর একপাটি, সার্টের একটা হাতা, হাত ঘড়ির কাচ এমনি কত কি সব খুইয়ে দু'খানা টিকেট নিয়ে এলেন। এমনি সব হাঙ্গামা পুইয়ে তবে দেখলেন নূতন ছবি কিন্তু সেই ছবিই একটী মাত্র মোটরের সাহায্যে যদি আপনার ঘরের দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা যায় তাহ'লে সেটা খুব মজার আর আরামের হয় না কি?

এখন এটা সম্ভব কিনা তাই হচ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়। বিষয়টা নূতন তাই হয় ত অনেকে সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়বেন কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন জিনিষটা অসম্ভবও নয় কঠিনও নয়।

সহরের বাইরে বহুদূরে একটী প্রেক্ষাগৃহ (Show house) তৈরী হল। তার Projection Room ছাড়া সবটাই হবে ছাতবিহীন। আর যে পর্দ্দাখানার উপর ছবি দেখানো হয় সেখানা হবে পুরু আয়নার তৈরী। আর Projection Roomএর ঠিক উপরে একটী লৌহস্তম্ভের উপরের দিকে একখানা খুব বড় আয়নার থালা (Plate) এমন ভাবে সংলগ্ন থাকবে যা'তে পর্দ্দা হইতে প্রতিফলিত কাচ-খণ্ডের উপর নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সহজেই প্রতিফলিত হতে পারে। স্তম্ভের উপরিস্থিত কাচের থালার বেগে পেছনে একটী মোটর সংলগ্ন থাকিবে যাহার সাহায্যে ঐ কাচের থালাটী সহজেই আবর্ত্তিত হইতে পারে যদৃচ্ছা

বেগে এবং ঐ থালার সম্মুখে গ্যাস পরিপূর্ণ একটি কাচের নল (Tube) রাখতে হবে। এমন গ্যাস দিতে হইবে যাতে electrones বা পরমাণুর ভাগ বেশী থাকে।

এখন একটি খুব জোরালো আলোর সাহায্যে Projection Room থেকে পর্দ্দারূপে ব্যবহৃত আয়নার উপর আপনি চিত্র প্রদর্শন শুরু করলেন, প্রদর্শিত চিত্র, পূর্ব্বলিখিত স্তম্ভস্থিত আয়নায় প্রতিফলিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আপনার পেছনের সেই মোটরের সাহায্যে সেই আয়না (স্তম্ভের উপরের) খানা খুব জোরে ঘোরাতে লাগলেন আর তা থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মি পূর্ব্বোল্লিখিত নলের (Tube) ভিতরকার গ্যাসের সাহায্যে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল (পূর্ব্বেই বলেছি এমন গ্যাস দিতে হবে যাতে electrone থাকবে পরিমাণে খুব বেশী কারণ তাতে বাইরের কোন গ্যাস আপনার আলোক প্রবাহকে বন্ধ করে রাখতে পারবে না) সেই আলোকরশ্মি বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া সমস্ত সহর ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। গ্যাসের শক্তি (Power-length) যত বেশী হবে আলোর বিস্তৃতিও সেই পরিমাণে বেশী হবে।

আপনার বাড়ীতে ছাদের উপর সেই Projection Room এর উপরকার লৌহস্তম্ভে মোটরযুক্ত আয়নার মত স্তম্ভ ও মোটরযুক্ত একখানা আয়না স্থাপন করুন। প্রেক্ষাগৃহে যখন চিত্র প্রদর্শিত হবে তখন দেখতে পাবেন আপনার বাড়ীর সেই আয়নায়ও একটি আলোর রেখা ফুটে উঠেছে তখন আপনি মোটরটি চালিয়ে দিলেন আয়নাটী ঘুরতে লাগল ঠিক যে সময় আপনার আয়নাটি প্রেক্ষাগৃহস্থিত সেই ঘূর্ণায়মান আয়নাটির সঙ্গে সমান তালে ঘুরতে থাকবে তখনি দেখতে পাবেন আপনার দেয়ালে অথবা দেয়ালে টাঙানো পর্দ্দার উপর ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে সেই ছবি যা ঐ প্রেক্ষাগৃহে তখন প্রদর্শিত হচ্ছে। আচ্ছা, ব্যাপারটি এইভাবে হ'লে খুব আরামের হয় না কি! —না হ'ক ঘেরাণী হওয়ার দায় মুক্ত আরামের সঙ্গে ছবি দেখা চলে নাকি! এখন শব্দ—। সে বিষয়ে বারান্তরে আলোচোনা করব। (ক্রমশঃ) *

রাধা ফিল্মের "মানময়ী গার্ল স্কুল" এর নায়িকা—
মিস্ কানন বালা।
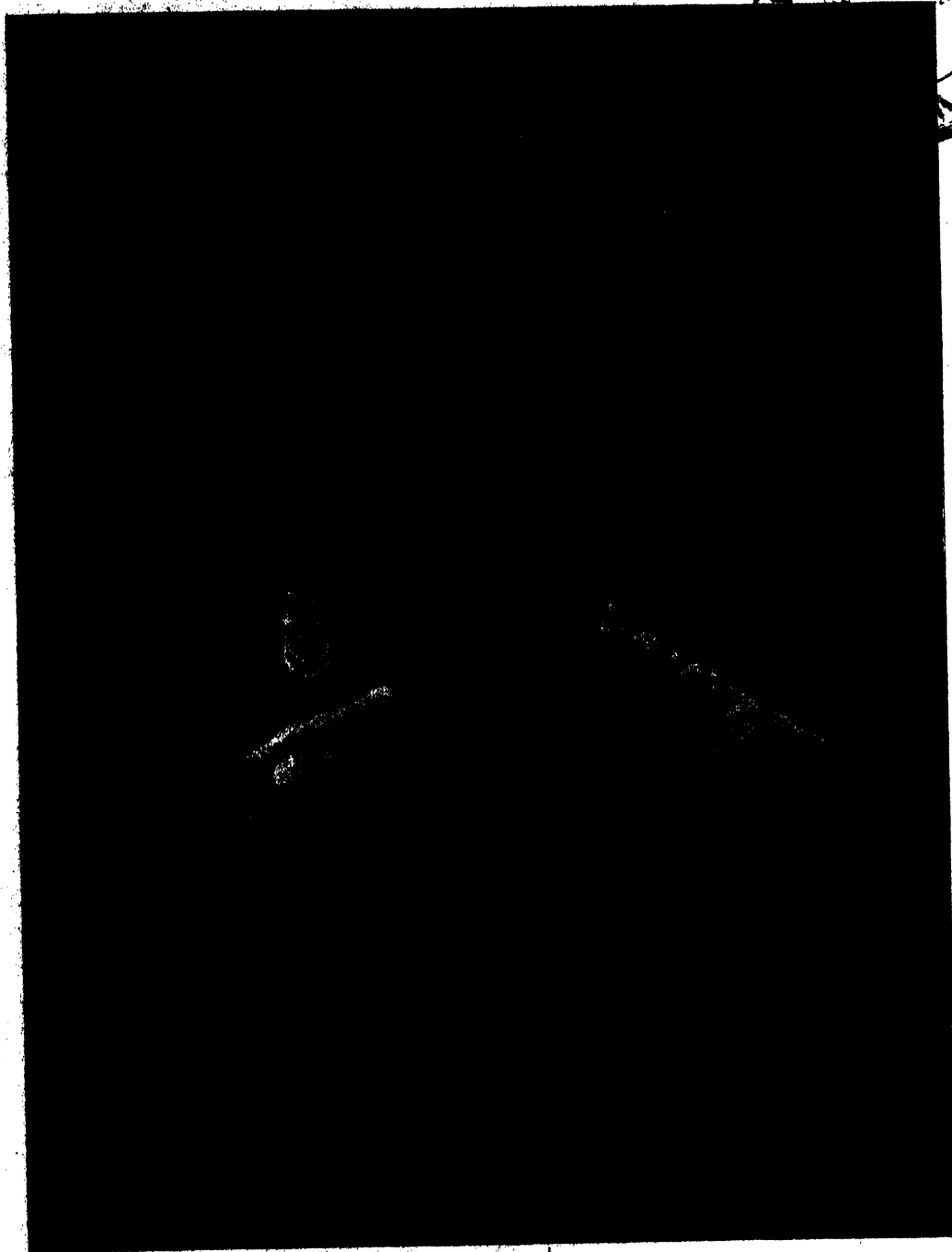
শিল্প-সাধক—শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

—শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ

শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রভৃতি যাহাদের লইয়া জাতি সগৌরবে দুনিয়ার দরবারে আত্মপরিচয় দিতে সমর্থ হয়, যাহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী যুগ যুগান্তব্যাপী অমর হইয়া থাকে শিল্পীও তাহাদের মধ্যে একজন। সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা বৈজ্ঞানিক যেমন জগতের কল্যাণকর নানাবিধ আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকেন—শিল্পীও তেমনি তার সাধনার দ্বারা মানুষের রস ও আনন্দ উপভোগের খোরাক জোগাইয়া সমান কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের অধিকারী হন! কিন্তু আমার মনে হয়, সত্যিকারে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে শিল্পীর অবদানের মূল্য একটু বেশীই। কারণ বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের উপাদানের যদি অভাব ঘটে তবে, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি যতই নব নব সৃষ্টির দ্বারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলুন তাহা মানুষের পক্ষে একটা দুর্ব্বিসহ বোঝার মত হইয়া দাঁড়াইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। সাধনার পন্থা বিভিন্ন হইলেও তাহাতে যে একাগ্রতা ও ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন হয় তাহা সকলেরই সমান ইহা নূতন কথা নহে। সত্যিকারের সাধক তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করেন না ইহাও পুরাতন কথা। এমনও দেখা যায় সাধক হয় ত কোন নির্জ্জন অন্ধকারে লোকলোচনের অন্তরালে সাধন পীঠে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়, অখ্যাত, অজ্ঞাত থাকিয়াই লয় প্রাপ্ত হন।

সাধক ধীরেন্দ্র নাথ:—শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা সত্যিকারের সাধকের সেই বৈশিষ্ট্যটীর প্রকাশ বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই! রুদ্ধকক্ষে, লোকলোচনের অন্তরালে, হয় তাঁহার সাধনার আরম্ভ! দুঃখ কষ্ট জর্জ্জরিত অবসাদগ্রস্ত মানুষকে মুহূর্ত্তের জন্যও সকল ভুলিয়া প্রাণ খোলা হাসি হাসাইবার জন্য, তিনি একাকী নাচিয়াছেন, একাকী গাহিয়াছেন, একাকী নানারূপে নানাভাবে নিজকে সাজাইয়াছেন তারপর যখন দেখিয়াছেন যে তাঁহার সাধনার ফলটী, কোথাও একটু কাঁচা, ডাঁসা বা কীটদষ্ট না হইয়া পূর্ণভাবে পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি সেটীকে পরিবেশন করিয়াছেন, বিশ্বের দরবারে। দ্রষ্টা হিসাবেও তিনি তাহার সাধনার দ্বারা যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহার ঐ সাধনার দ্বারা—তাহাও অসাধারণ কোথায় কোন্ একটী রেখার আকুঞ্চনে; প্রসারণে মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তির ছাপ তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠে, তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি তাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন আবার তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য তিনি যে দারুণ শ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও অভূতপূর্ব্বই বলিতে হইবে!

বাংলা সাহিত্যজগতের বড়দাদা শ্রীযুত জলধর সেন ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রচারিত ভাবের অভিব্যক্তি বইখানার ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না বরং ধীরেন্দ্রনাথের শিল্প সাধনার প্রচেষ্টাকে ঐ প্রবীণতম রসগ্রাহী সাহিত্যিক যে কীরূপ মর্ম্মের সহিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই বুঝা যাইবে, তিনি বলিয়াছেন, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রের এই 'হাস্য-রস-শিল্প সাধনাকে আমি সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে চাই এইজন্য, যে সে অপরাপর হাস্য-রসিক শিল্পীদের মত সাধনার প্রথম স্তরেই সামান্য পুঁজি লইয়া লোক সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে নাই—হাততালি অর্জ্জনের জন্য সে যখন আসিল, তখন সঙ্গে আনিল রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার,-প্রত্যেকটী নূতন যাহা নিত্য দেখিয়াও মানুষের আশ মিটিবে না। সংসারের কোলাহলে মন বিকারগ্রস্ত হইলে ধীরেন্দ্রের এই আনন্দের খনির এক একটী মনি মঞ্জুষা কিছুকালের জন্যও সকল ভুলাইয়া মানুষকে একটী বিভিন্ন লোকে টানিয়া লইয়া যাইবে।" জ্ঞান-বৃদ্ধ সাহিত্যিকের বাণী মিথ্যা বা চাটুবচন নহে! সত্যসত্যই, যাঁহারা সত্যিকারের রসগ্রাহী তাহারাও

বড় দাদার কথাটী একবাক্যে সমর্থন না করিয়া পারিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্রষ্টা হিসাবেও ধীরেন্দ্রনাথের স্থান এতদ্দেশীয় শ্রেষ্ঠ রসশিল্পীদের বহু ঊর্দ্ধে! শুধু অভিব্যক্তির দিক দিয়া নহে, সংসার ও সমাজের নানারূপ খুটীনাটীর ভিতরেও তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে তিনি এমন ভাবে প্রেরণ করিয়া তাহার ভালমন্দটুকু বাছিয়া আনিয়া হাসির ছলে তাহার প্রকাশ করিয়া স্থান বিশেষে এমন মিষ্টি চাবুক দিয়াছেন যাহাতে তাহাকে সত্যসত্যই সশ্রদ্ধায় বলিতে ইচ্ছা হয় "তুমিই শ্রেষ্ঠ লোক-শিক্ষক।" চাবুক তিনি মারিয়াছেন, কিন্তু মজা এই যে তাহাতে তাদেরও হাসিতে হইয়াছে আর অন্তরে জ্বলিয়া মরিতে হইয়াছে ঐ চাবুক যাহাদের পৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে।

রূপ সজ্জাকর হিসাবে প্রথম যৌবনেই ধীরেন্দ্রনাথ যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা এদেশে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। তখনকার রসবেত্তা সমালোচকেরা তাহাকে একবাক্যে প্রাচ্যের "লনচ্যানি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! তাহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাংলা সরকার তাহাকে গোয়েন্দাবিভাগের ছদ্মবেশ ধারণ করিবার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিযাছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের বয়সের যুবক—বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ সম্মান লাভ বোধ হয় ঐ প্রথম।

চিত্রকর ধীরেন্দ্রনাথ :—শুধু হাস্যরস রসিক বা প্রসিদ্ধ রূপসজ্জাকর হিসাবেই যে ধীরেন্দ্রনাথ তাহার আসনটীকে সকলের চাইতে উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, চিত্রকর হিসাবেও তিনি সমগ্র ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—তাহার অঙ্কিত চিত্রের সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ হইয়া হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে নিজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার শুধু বাংলার কেন সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকলাবিদের পক্ষে ঐ অধ্যক্ষের আসনটী একটী বিশেষ কাঙ্ক্ষিত পদার্থ ধীরেন্দ্রনাথ যখন ঐ আসনে উপবিষ্ট হন তখন ভারতে ভাল ও প্রবীণ চিত্রকরের অভাবও ছিল না। কিন্তু রসগ্রাহী ও গুণগ্রাহী নিজাম বাহাদুর এই তরুণ বাঙ্গালী চিত্রকরকে ঐ সম্মানিত আসনে বসাইয়া তাহার সত্যিকারের রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকর হিসাবে ধীরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। একটী বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে সুদূর দাক্ষিণাত্যের একটা স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিদত্ত এই মহৎ সম্মান লাভ সমগ্র বাংলার গৌরবের কথা ইহা অস্বীকার করা চলে না। মানুষের প্রতিভার বিকাশ যখন হইতে থাকে তখন সে অন্তরে একটা একটা প্রেরণা অনুভব করে। আর সেই প্রেরণায় তাহাকে এমনভাবে নূতনত্বের দিকে টানিয়া লইয়া চলে যে নির্দ্দিষ্ট কোন একটা কাজ লইয়া সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ধীরেন্দ্রনাথেরও তাহাই হইল ফিল্ম-শিল্প তখন ভারতে একটু একটু করিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল! ধীরেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঐ ফিল্ম শিল্পটী বুকে তুলিয়া লইবার জন্য সব ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন (ক্রমশঃ)

প্রেম ও প্রতিষ্ঠার সন্ধিস্থলে গ্রেটা গার্বো

—শ্রীভবানী মোহন রায়—

আজ গ্রেটার শেষ চিত্র পেইণ্টেড্ ভেইল (Painted veil) শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেট্রোর সহিত তাঁহার চুক্তি ছিন্ন হইয়া গেল। একদিকে খ্যাতি আর একদিকে নারী-সুলভ প্রেম। তিনি এক গভীর সমস্যায় নিমজ্জিতা। কি করিবেন কিছুরই সমাধান করিতে পারিতেছেন না।

গ্রেটা নারী। নারীর সত্ত্বা, নারীর ক্ষুধা, নারীর কল্পনা সকলই তাঁর আছে। তিনিও চাহিয়াছিলেন নারীর হৃদয় লইয়া প্রেমের অর্ঘ্য সাজাইতে কিন্তু একদিন যখন তাঁর জগতের কাছে পরিচয় ছিল না—তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন জীবনে ভালবাসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, প্রেমের প্রথম উন্মেষেই যশোস্পৃহা তাঁহাকে সে পথ হইতে নিবৃত্তি করিয়াছিল। গ্রাম্য বালিকার মূর্ত্তি লইয়া তিনি যেদিন হলিউডে আসিয়াছিলেন সেই দিনই ফ্লেস এণ্ড দি ডেভিলের (Flesh and the Devil) নায়ক জন্ গিল্‌বার্ট (John Gilbert) তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল কিন্তু নিপুণ শিল্পী মরিস্-ষ্টীলারের সতর্ক দৃষ্টি গ্রেটার প্রাণে আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখা জ্বালিয়া দিয়াছিল! তিনি নিভৃতে গ্রেটাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "গ্রেটা, তুমি আজ জীবন যুদ্ধে প্রথম অবতীর্ণা। আজ তোমাকে জীবনের গতি ধারা নির্ণয় করিতে হইবে। মানুষের জীবনে এক সঙ্গে দুইটী লাভ কোন দিনই হয় না। একটাকে বরণ করিলে অন্যটাকে বলি দিতে হইবে। বিশাল জগৎ তোমার সম্মুখে। প্রেম তোমার জন্য নয়। যদি জীবনে উন্নতি তোমার শ্রেষ্ঠ কাম্য হয় তবে এই প্রেমাসক্তিই তোমার দুর্জ্জয় বাধা।"

মরিস ছিলেন গ্রেটার আরাধ্য, গ্রেটার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তবুও গ্রেটা ভাবিয়াছিলেন যে তিনি জন্‌কেই বিবাহ করিয়া তাঁর পতিত্ব বরণ করিবেন। টিয়া জুয়ানা সহরের উপকণ্ঠে এক হোটেলের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া যখন তিনি এই চিন্তায় অসহায় তখন মরিসের বাণীই তাঁর সকল সাধ ভাঙ্গিয়া দিল। সেইদিন হইতেই তিনি চাহিলেন গৌরব ও সম্ভ্রম। রাত্রির অন্ধকারে একাকী তিনি ফিরিয়া আসিলেন হলিউডে। গিলবার্ট বুঝিল না মুহূর্ত্তে কি হইল। হলিউডে এই দীর্ঘ জীবন যাত্রার মাঝে গ্রেটা আর জনের একত্র সাক্ষাৎ হইল না। কাল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেটার গৌরবাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া চলিল। অবরুদ্ধ প্রেম তাঁকে রহস্যাবৃত করিয়া বাস্তবতার বাহিরে রাখিল। গ্রেটা বুঝিলেন নারী হৃদয়ের গভীর ভালবাসাকে অবরোধ করা কত বড় শক্তির আবশ্যক। একে একে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি ক্রমান্বয়ে অভিনয় করিয়া চলিলেন। প্রেমাভিনয়ের কৃত্রিমতায় জাগিয়া উঠিল সেই পূর্ব্বস্মৃতি। অভিনয় হইল তাঁহার সাফল্যমণ্ডিত। প্রশংসার বরমাল্য হইল তাঁর সম্পদ্। দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল তাঁর জয়োগাথা। কিন্তু এই বরমাল্য গ্রেটাকে দিল সতর্ক আলিঙ্গন। গ্রেটার অন্তর কেহ উপলব্ধি করিল না।

বর্ষা বিধৌত স্যাণ্টা মোনিকা কেনিয়ন (Santa Monica Canyon) বনানীর নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রেটা তাঁর অভিনয়ের এই ক্ষণিক মুহূর্ত্তের কথা চিন্তা করিয়া ভাবিলেন এমন শুভমুহূর্ত্ত তাঁহারও বাস্তব জীবনে আসিতে পারিত। তিনিও সকলের মত সুখের জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু জগৎ যখন তাঁর অভিনয়ের কৃত্রিমতায় অকৃত্রিমতার রূপ দিল তখনই আবার তাঁহার মনে হইল এ জীবন তিনি বহুপূর্ব্বেই বলি দিয়াছেন। প্রেম ও যশের ভিতর যশকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেম যখন মানুষের মনে জাগে তখন তার সমস্ত শক্তি লইয়াই সে আসে। মানুষের সকল শক্তি সকল আকাঙ্ক্ষা

হয় তার কাছে পরাস্ত। দুর্ব্বলতা গ্রেটারও আসিল। প্রসিদ্ধ ডিরেক্টর রুবেন ম্যামুলিয়ান (Rouben Mamoulian) আসিলেন গ্রেটার সান্নিধ্যে। অতর্কিতে গ্রেটার রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। ম্যামুলিয়ানের সাহচর্য্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করিল। একত্র ভ্রমণ, একত্র গল্প নির্জ্জনে, একত্র পুস্তক ও শিল্প সমালোচনা হইয়া উঠিল তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা। একদিন কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন গ্রেটার পরবর্ত্তী চিত্র কুইন ক্রিশ্চিনার প্রযোজনা করিবেন ম্যামুলিয়ান।

নায়ক নির্ব্বাচন ভার পড়ল গ্রেটার উপর। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা ষ্টুডিওতে আসিলেন। প্রাথমিক অভিনয় চলিল কিন্তু গ্রেটা সবাইকেই করিলেন অমনোনীত। মুহূর্ত্তে গ্রেটা ভাবিলেন অতীতের কথা। সেই চিন্তাই তাহাকে অতীতের পথ নির্দ্দেশ করিল। যাকে ভালবাসিয়া নিজকে কুহেলী আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন তাহারই কথা বেশী করিয়া মনে পড়িল, জন—প্রেমিক জন। ভার্জ্জিনিয়া ব্রুসের (Virginia Bruce) সঙ্গে জীবন তাঁহার ব্যর্থ, অভিনয় শক্তি তাঁহার মলিন, রসপিপাসুর সমক্ষে আজ তিনি নিষ্প্রভ। গ্রেটার জন্। গ্রেটা ঠিক করিলেন জন্ হইবে তাঁহার নায়ক। প্রযোজক মহলে ঘোর আপত্তি উঠিল কিন্তু গ্রেটা অটল।

গ্রেটার প্রেম গ্রেটাকে করিল ছোট। ছবি যখন শেষ হইল তখন গ্রেটাও বুঝিলেন নির্ব্বাচন তাঁহার সার্থক হয় নাই। সাধারণ চিত্রখানিকে বিশেষ সমাদর দিতে পারিল না। সাময়িক মোহ গ্রেটাকে বিচলিত করিয়াছিল। তারই ফলে গ্রেটার হইল বিপর্য্যয়। নীরবে গ্রেটা বন্ধু ম্যামুলিয়া-নের নিকট ফিরিয়া গেলেন।

গ্রেটার পুরান গাড়ীতে বসিয়া উভয়ে সহরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে একত্র আহার, একত্র গল্প আরম্ভ করিলেন। গ্রেটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের আগমন চিন্তায় ভীত হইলেন। তিনি আবার নির্জ্জনতা ও সঙ্গী-হীনতাকেই তাঁর সাথী করিলেন। পর্ব্বত নির্ঝরের দৃশ্য, পাখীর কলগান তাঁকে দিল অধীরতা। তিনি আবার আসিলেন ম্যামুলিয়ানের পার্শ্বে। জগৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইল!

ইহার পরই তাঁহার শেষ চিত্র পেইণ্টেড্ ভেইল্" তোলা আরম্ভ হইল। সুদৃঢ় দেহ সুপুরুষ ইংরাজ যুবক হার্ব্বার্ট মার্শাল (Herbert Marshall) তাহার একজন নায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। রুথ চ্যাটার্টনের ভূতপূর্ব্ব স্বামী সদাসুখী চিরহাসিমাখা আয়র্লণ্ড বাসী, Irish সুপুরুষ জর্জ্জ ব্রেণ্ট (George Brent) নির্ব্বাচিত হইলেন অন্যতম নায়ক। গার্ব্বো পরিগ্রহ করিলেন এক নূতন রূপ। ষ্টুডিওর কর্ম্মচারিগণ চমৎকৃত হইলেন। একজন বলিলেন "ইহার পূর্ব্বে আমি গার্ব্বোকে এমন ভাবে কখনও দেখি নাই। দৃশ্য শেষ হওয়া মাত্রই ঘন ঘন ষ্টুডিওতে অবসর গ্রহণ; জর্জ্জ ব্রেণ্টের সঙ্গে এমন মধুর আলাপও পদব্রজে ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এবং সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ। এ যে আশ্চর্য্য, নিশ্চয়ই একটা কিছু হইয়াছে।"

এতদিন যে রুদ্ধ প্রেম গার্ব্বোকে নির্ব্বাক করিয়া বসিয়াছিল, জর্জ্জ ব্রেণ্টের ভেতরেই গার্ব্বোর সেই নীরবতার নিঃশেষ হইল। গার্ব্বো নারীত্বকে স্বীকার করিলেন। কোন গুণ্ডার ট্যালকালোকে (Talcaloke) ব্রেণ্টের গৃহ হইতে অন্ধকারে এক রহস্যাবৃতা মহিলাকে একা বাহির হইতে দেখিলেন। কৌতূহলী, ব্রেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে" ? ব্রেণ্ট শুধু হাসিলেন।

গার্ব্বোকে তাঁহার জীবন যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। যদি তাঁহার শেষ চিত্র সাফল্য ঘোষণা না করে তবে জগতে তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে, তিনি জানেন কুইন ক্রিশ্চিনায় কি ভুল তাঁহার হইয়াছিল।

কেহ বলেন রঙ্গ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাহার দেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু কেহই এমন কি গ্রেটাও জানেন না তিনি কী করিবেন। তিনি আজ জীবনকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আচরণ ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি জানেন ষ্টালারের বাণীর প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁর এই বিশাল গৌরবকে ধ্বংস করিবে। কিন্তু তিনি কি সেজন্য দুঃখ করিবেন ?

আর, কে, ও'র
"হাফ্ নেকেড্ ট্রুথ" চিত্রের
একটি দৃশ্য

আর, কে, ও'র
"হিপ্ হিপ্ স্ হুররে" চিত্রের
একটি দৃশ্য

আর, কে ও'র
"অ্যান্ ভিক্ কার্স" চিত্রের
একটি দৃশ্য

জন ব্যারিমুর

—শ্রীঅশোক সেন

জগৎ বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা মিঃ জন ব্যারীমুর ১৮৮২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফিলাডেলফিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। মিঃ জনকে inborn actor বলা যায়। কারণ তাঁর মা, বাপ, ভাই, বোন সবাই অভিনয় কোরে বেশ সুখ্যাতি লাভ কোরেছেন। এর মধ্যে তাঁর ভাই লিওনেল ব্যারীমুর ও বোন এথেলের নাম বোধ হয় সকলেরই জানা আছে।

JOHN BARRYMORE
RKO-RADIO

মিঃ ব্যারীমুরের মা, বাপ এক থিয়েটারে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। থিয়েটারেব দলে মিঃ ব্যারীমুরের বাপ, মাকে অনেক সময়ই New York এ থাকতে হোতো। ধরতে গেলে জনের শৈশব ও কৈশোর এই থিয়েটারের ষ্টেজের মাঝেই কেটে গেছে।

খুব অল্প বয়স থেকেই মিঃ ব্যারীমুরের আর্টএর দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিলো। ফিলাডেলফিয়ার এক স্কুলে জন চিত্রবিদ্যা শিক্ষা কোরতেন। তারপর New York এ এসে এক স্কুলে খুব ভালো কোরে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন ও শেষে New York Evening Journal এর Artist পদে নিযুক্ত হন।

মিঃ ব্রিশ্‌বেন ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। মিঃ ব্রিশবেন তাঁর পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ লিখ্‌তেন সেই সব প্রবন্ধ-এর ছবি আঁকতেন জন্‌। মিঃ ব্যারীমুরের আঁক্‌বার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে থিয়েটারের ও চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিয়ে সব poster ও অন্যান্য নক্সা আঁকিয়ে নিতেন। বাহিরের কাজে তিনি এতো ব্যস্ত থাক্‌তেন যে অনেক সময় মিঃ ব্রিশ্‌বেনের জন্য ছবি এঁকে উঠ্‌তে পারতেন না।

তাই—

একদিন শেষে মিঃ ব্রিশ্‌বেন তাই ব্যারীমুরকে বল্লেন "দ্যাখো বাপু জন, তোমার এখানে কাজ করা চলবে না। তোমার ভাবগতি দেখে আমি যা বুঝছি—তোমার উপযুক্ত

জায়গা হোচ্ছে থিয়েটার। সেখানে গিয়ে একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করো। আজ হোতে তোমার এখানে খতম্।"

ব্যস্—

এইখানেই মিঃ ব্যারীমুরের পত্রিকা অফিসের কাজ শেষ হোলো। জন্ প্রতিজ্ঞা কোরলেন তিনি রঙ্গমঞ্চে ঢুকে মিঃ ত্রিশূবেনকে তাঁর কলা কৌশল দেখাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু শেষে আবার কি ভেবে ছোটো একটা ঘর ভাড়া করে ছবি আঁকার ব্যবসা আরম্ভ কোরলেন। কয়েক মাস যাবার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন—পকেট প্রায়ই শূন্য।

অবশেষে—

তিনি ভাবলেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষেরা তো সবাই অভিনয় কোরে আসচেন। আমিই বা সেই পথ ধরি না কেন? সত্যিই আমি কি বোকা!" যেই ভাবা অমনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এম্নি করে দিন চল্‌তে লাগল। শেষে ১৯০৩ সালে Chicago-র এক ষ্টেজে সর্ব্বপ্রথম পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে সর্ব্বসাধারণ-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সর্ব্বপ্রথম অভিনয় Magda নামক এক নাটকে। যদিও তিনি এর আগে মাত্র ১৯ বছরের সময় বাপ মার সাথে এক Charity performance এ "A Man of the World" নাটকে অভিনয় করেন। ১৯০৩ সালেই New York এর আর একটা ষ্টেজে "Glad of it" নামক আর একটা বইয়েতে অভিনয় করেন। এর পর থেকে তিনি বহু নূতন নূতন নাটকে অভিনয় কোরতে লাগলেন। সুন্দর গঠন, চোখে মুখে ভাবের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা—তরুণ অভিনেতা মিঃ জন ব্যারী-মুর-এর আচারে দর্শকগণের প্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন। অভিনয়ে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব দেখে সকলে তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বোলে বুঝতে পারলেন। প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই তাঁর acting এর উচ্চ প্রশংসা বের হ'তে লাগল।

লণ্ডনে—

জন প্রসিদ্ধি লাভ কোরেছেন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক গল্স্-ওয়ার্দির "Justice" নাটকে। তিনি "তারকা" বা "Star" হোলেন "The Fortune Hunter" নাটকে অভিনয় কোরে। New York ও London এই দু জায়গায় Richard III ও হ্যামলেট এর ভূমিকায় তাঁকে দেখে সেই দেশের পণ্ডিতেরা তাকে "Inborn Actor" বলে ঘোষণা কোরেছেন।

দুখানা—

নাটকে তিনি, তাঁর ভাই লিওনেল ব্যারীমুর ও বোন এথেলের সাথে অভিনয় কোরেছেন। সে দু'খানা নাটক অতি উচ্চাঙ্গের হোয়েছে।

সম্প্রতি—

তিনি যে ভারতে বেড়াবার জন্য এসেচেন তা' 'রূপরেখার' অষ্টম সংখ্যায়ই জানান হয়েছে। তাঁর ভারতে বেড়াবার উদ্দেশ্য হোচ্ছে তিনি ভারতের কোনো পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে একখানা ছবি তুল্‌বেন। বর্ত্তমানে মিঃ ব্যারীমুরের বয়স ৫২ বছর।

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেতা মিঃ ব্যারীমুরকে ভারত ভ্রমণোপলক্ষে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চিত্রচয়ন

কালী ফিল্মস্

এঁদের "তরুণী ও মণিকাঞ্চন" কর্নওয়ালিস টকী হাউসে চলছে—আরও কিছুদিন চলবে আশা করা যায়।

"তুলসীদাস"—আসছে কাল থেকে "রূপবাণীর" রূপালী পর্দায় দেখা দেবেন। ট্রেলার দেখে মনে হয় এই চিত্রখানিও এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। শ্রীযুত জ্যোতীষ মুখার্জ্জি এই ছবিখানাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কোরে তুলতে—আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছেন। "রত্নাবলীর" ভূমিকায় রাণীবালার অভিনয় উপভোগ্য হবে বলে মনে হয়। শ্রীযুত মুখার্জ্জি "শ্রীকৃষ্ণ তুলাভরণ" নামে একখানি তেলেগু চিত্রের কাজ আরম্ভ কোরেছেন। ছায়া সম্পাদক শৈলজা বাবুর "পাতালপুরীর" কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সুদক্ষ পরিচালক শ্রীযুত প্রিয় নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় এই ছবিখানাকে নিখুঁত করে তোলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন ছবিখানা যে এদেশে বিশেষ সমাদৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এঁদের "মণিকাঞ্চনের" আর একটি পর্ব্ব তোলা হচ্ছে এতে অভিনয় কোরছেন শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী, শ্রীমতী উষারাণী ও শ্রীমতী প্রভা। ছবিখানা বেশ উপভোগ্য হবে বলে মনে হয়।

রাধা ফিল্মস্

এঁদের "দক্ষ-যজ্ঞ" ক্রাউনে বেশ ভালই চলছে

দর্শকের ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানা আরও কিছুদিন চল্‌বে।

শ্রীযুতচারু রায় পরিচালিত "রাজনটী বসন্ত সেনা" আসছে ১৫ই ডিসেম্বর 'চিত্রায়' মুক্তিলাভ কোরবে। ছবি খানাকে নিখুঁত করবার জন্য শ্রীযুত রায় চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই। শ্রীমতী বীণার অভিনয় এই চিত্রে প্রধান আকর্ষণ হবে।

শ্রীযুত জ্যোতীষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় "মানময়ী গার্ল স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়েছে। শ্রীযুত ব্যানার্জ্জি সম্প্রতি হিন্দী 'দক্ষ-যজ্ঞর' এডিটিং এ ব্যস্ত আছেন। হিন্দী দক্ষ-যজ্ঞ বড়দিনের আগেই "নিউ সিনেমায়" মুক্তিলাভ কোরবে। ছবিখানা এর বাংলা সংস্করণের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে আশা করা যায়।

ডিরেক্টর শ্রীযুত তড়িৎ বোসের পরিচালনায় এঁদের উর্দ্দু সবাক চিত্র "শাচ্চিমহব্বৎ" এর কাজ বেশ চল্‌ছে। বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ ইন্দিরা দেবী এই চিত্রে 'এজরার' ভূমিকায় অভিনয় কোরবেন।

নিউ থিয়েটার্স

মিঃ ডি, আর, দাশের পরিচালনায় এঁদের তামিল চিত্র "প্রমীলা-অর্জ্জুন" এর কাজ চল্‌ছে।

মিঃ দাশের পরিচালনায় এদের কমিক চিত্র "অবশেষে" র কাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই 'চিত্রায়' মুক্তিলাভ কোরবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

শ্রীযুত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়—পরিচালিত ডিটেক্‌টিভ চিত্র নাইট বার্ড মুক্তি প্রতীক্ষায়। বইখানি সুসাহিত্যিক শ্রীযুত চারু চন্দ্র ঘোষের লেখা।

শ্রীযুত গাঙ্গুলীর "লভ্ ফ্যাক্টরী"ও শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে। সম্প্রতি ইনি একখানা বাংলা ছবি তোলবার প্রাথমিক আয়োজন কোরছেন। শ্রীযুত মধু বোসের পরিচালনায় "সেলিমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন মিঃ গুল হামিদ ও মিস্ মাধবী।

মিঃ সোরাবজী কেরাওলা "ষ্টেপ্ মাদারের" কাজ আরম্ভ কোরেছেন।

নিউ ইণ্ডিয়ান ফিল্মস্—

"আফ্‌টার দি আর্থকোয়েক" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স্—

পণ্ডিত সুদর্শনের পরিচালনায় "কুমারী বিধবার" শুটিং শেষ হয়ে গেছে। এখন এডিটিং চলছে।

শ্রীযুত অহীন্দ্রবাবুর পরিচালনায় "কারাগারের" কাজ আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীযুত প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় এঁদের হিন্দী চিত্র বলিদানের কাজ শেষ হয়েছে। ছবিখানি শীঘ্রই ভারতলক্ষী টকী হাউসে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

নিউটন ফিল্ম প্রডাক্শন্

এঁদের সর্ব্বপ্রথম চিত্র "আহেমাজ্ নুমানের" মহলা প্রায় শেষ হয়ে এল। দু-চার দিনের মধ্যেই শুটিং আরম্ভ হবে। ছবিখানাকে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই শেষ কোরতে এঁরা কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা কোরছেন।

ভারতলক্ষ্মীর পাবলিসিটি অফিসার মিঃ গুলাবজির লেখা "মহারাণী" বইখানা ছবিতে তুলবেন বলে ঠিক করেছেন ও নির্ব্বাচন শুরু হয়েছে।

এঁরা আর একখানা বাংলা ছবি তুলবার প্রাথমিক আয়োজন কোরছেন।

বেহালায় এঁদের ষ্টুডিওর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়েছে ও যাহাতে ৪।৫ মাস মধ্যে নিজেদের ষ্টুডিওতে ছবি তুলতে পারেন তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কোরছেন।

পাইওনিয়ার ফিল্মস্—

শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে "পোষ্যপুত্র" তোলবার ব্যবস্থা কোরছেন। এঁদের "মা" ১লা ডিসেম্বর এম্প্রেস্ টকীতে আরম্ভ হবে।

ভেনাস্ ফিল্মস্—

শ্রীযুত সতীশ দাশ গুপ্ত "বাসবদত্তা" নামে একখানা বাংলা ছবি তুলছেন। ছবিতে অভিনয় কোরবেন শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরবি রায় ও শ্রীমতী কাননবালা। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত দাশ গুপ্তর এই ছবিখানাতে নূতনত্বের ছাপ থাকবে।

হিন্দুস্থান সাউণ্ড ষ্টুডিও

(স্বত্বাধিকারী মিঃ এস্, এন্, গুহ চৌধুরী) "ঝড়ের যাত্রী"—এই ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। শীঘ্রই মুক্তি লাভ কোরবে।

ছায়ায় 'রূপ-লা'

আসছে শনিবার থেকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ক্লারা বো'র এই প্রেমোজ্জ্বল চিত্তাকর্ষক চিত্র দেখান হইবে। চিত্রখানা চিত্র-প্রিয়দের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হবে সন্দেহ নাই। ক্লারা বো'র আবলীল নৃত্যভঙ্গী সকলকে চমৎকৃত করিবে।

রূপবাণী—

কালী ফিল্মসের পৌরাণিক ভক্তিমূলক চিত্র "তুলসীদাস" শনিবার থেকে দেখান হবে। রূপবাণী উত্তর কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ। "ভক্তী" ও "মণিকাঞ্চনের" মত এই ছবিও চিত্রামোদী মাত্রেরই উপভোগের বস্তু হবে। বাঙলার নিজস্ব চিত্র হিসেবে এই ছবি প্রত্যেক বাঙালী মাত্রেরই দেখা উচিত।

Wadia Movietone's "Vamanavater" at Ganesh Talkies :—

এই ছবি গেল শনিবার থেকে দেখান হচ্ছে। মিস্ নুরজাহানের কলাপূর্ণ অভিনয় ও ফিরোজ দস্তুর এর সুমধুর সঙ্গীত এই চিত্রের প্রধান আকর্ষণ। এই ছবিখানার দৃশ্য পরিকল্পনা ও নৃত্যচাতুর্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ক্রাউনে "দি লষ্ট ক্যারাভান্"—

এই ভীষণ অরণ্য চিত্র আসছে শনিবার থেকে দেখান হবে। কিং কং, ওয়াইল্ড কার্গো অপেক্ষা এই ছবি অনেক উচ্চস্তরের এ বিষয় সন্দেহ নাই।

For further particulars please apply to Manager—**Grosvenor House, Calcutta.**

Printed at the FINE ART PRESS, 60, Beadon Street and Published by Jyotish Chandra Ghose from Grosvenor House, Calcutta.

প্রথম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মূল্য /০ আনা

Rup Rekha

VOL. 1. NO. 11.
FRIDAY, 7th DECEMBER, 1934.

প্রথম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা ঃ
শুক্রবার, ২১এ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

ঃঃ সিনেমা কুইন চিত্রের একটী দৃশ্য ঃঃ
—— জয়ন্ত পিক্‌চার্স ——

আমাদের কথা

ছায়াচিত্র ব্যবসায় ও শিল্পকলা—রবীন্দ্রনাথ এই কথাটায় খুব জোর দেন যে, যে অন্ন আমরা খাই সে কেবল ক্ষুধার খাদ্য নহে। সে আমাদের হৃদয়েরও কিছু। হৃদয়ের কিছু বলিয়াই আমরা গরু ভেড়ার মতন গোগ্রাসে গিলি না, পরিপাটীরূপে তাহা সাজাইয়া দিই, ক্ষুধার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধেরও তৃপ্তি সাধন করি।

রবীন্দ্রনাথের এই কথা সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতে জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুরাজিকে নিরীক্ষণ। তাঁহার এই কথা যদি উদরের অন্ন সম্বন্ধে যথার্থ হয় তাহা হইলে সেই সকল বস্তু সম্পর্কে যাহা নিছক শিল্পরাজ্যের—তাহার সম্পর্কে বহুগুণে যথার্থ! কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যায়? রঙ্গগৃহ, চিত্রগৃহ রস ও সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠানভূমি, তাহাদের কথা ধরা যাক্। রঙ্গ বা চিত্রগৃহের আঙিনা—ধূলা মলিন, একধারে পানের দোকান—গায়েই হয়ত চায়ের রেস্তোরা—একান্ত নিকটে আরও একটা নোংরা স্থান আছে। এমনও দেখা যাইবে হয়তঃ এক পার্শ্বে ইট কাঠ স্তূপীকৃত হইয়া আছে।

আসুন গৃহ প্রবেশ করি। একদা প্রাচীরের যে উজ্জ্বল্য ছিল—আজি আর তাহা নাই, মলিন বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বসিবার চেয়ারের গদী হয়তো টোল খাইয়াছে কিম্বা ছিঁড়িয়াছে। আর তার মধ্যে ছারপোকার বাথান। মঞ্চে যখন পরিপূর্ণ 'ট্রাজেডি' ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে—আপনি হয়তো চেয়ারে তখন ছারপোকার সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের এক 'কমেডি' জমাইয়া তুলিয়াছেন!

হায় সৌন্দর্য্য দেবী—আর হায় তোমার সেবকদল!

গৃহকর্ত্তারা ভাবেন লোক যখন আসে অর্থাৎ পয়সা যখন আসে তখন আর কেন! আমাদের দেশে ও সব সৌন্দর্য্যবোধের দরকার নাই। দেশের লোক চায় না।

সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠানভূমিতে যদি এ অবস্থা হয়, অন্যত্র কি হইবে?

এসেন্স বস্তুটা মধুর তাহা যে শিশিটিতে ভরিয়া দেওয়া হয়, তাহারও একটা গঠন-সৌন্দর্য্য আছে। একটা ওষুধের শিশির মধ্যে যদি 'এট্কিনসনের' এসেন্স পুরিয়া দেওয়া হইত—তাহা হইলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইত তাহা ভাবিবার বিষয়। আমাদের প্রতিপাদ্য এই বস্তুর সঙ্গে তাহার বাহ্যিক অবয়বের একটা সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। ছায়াচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচিত্র সম্পর্কিত পত্রিকাও বাহির হইয়াছে। এই সব পত্রিকার ছাপা হয় জগতের প্রসিদ্ধা সুন্দরী অভিনেত্রীদের ছবি, ছাপা

হয় রূপের কথা, প্রেমের কথা। একখানা কাগজ হাতে ধরুন। ছবির অর্দ্ধেক ফুটিয়াছে তো অর্দ্ধেক ফুটে নাই। ছাপা সম্পর্কেও সেই এক কথাই। কাগজের কথা আর নাই বলিলাম। ইহার অর্থ এই যে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমরা খাইবার জন্যই খাই, পড়িবার জন্যই পড়ি, সিনেমা দেখিবার জন্যই দেখি—কোন প্রকার সৌন্দর্য্য দৃষ্টির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া নহি !

ছায়াচিত্রে যৌন আবেদন—

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যনাট্য হইতে যে রস অনুভূত হয়, তাহাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমটির নাম রতি। ইহারই অন্য নাম আদি রস।

আদিরস কাব্য-নাট্যের জীবন। ছায়াচিত্রের উপাদান মানবজীবন সুতরাং ইহার রসও আদিরস তাহা বলাই বাহুল্য ? এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কাব্যনাট্য ছায়াচিত্র, তাহার প্রত্যেকের মধ্যেই যখন রতি রসের প্রাধান্য তখন ঘটা করিয়া যৌন আবেদন কথাটি আমদানী করিয়া লাভ কি আর কেনই বা আনা হইল ? রতিরস সকল জীবনালেখ্যের অবলম্বন হইলেও তাহার পরিবেশনের তারতম্য আছে। এই পরিবেশনের মাত্রা হইতে যৌন আবেদন কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে।

নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে ভালবাসিল, তাহাদের পরস্পরের জন্য তাহাদের হৃদয় ব্যাকুল এই যে দুইটি হৃদয়ের ব্যাপার তাহা বড় বড় লেখকের কলমে এমন উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে কোথাও যে লুকাইয়া রহিয়াছে একেবারে মোটা কথা, রক্তমাংসের কথা তাহা কাহারও বুঝিবার জো নাই। প্রেম যেখানে একেবারে মহৎ হইয়া আসিয়াছে—বালকবালিকা পর্য্যন্ত যে গল্প জানে, বলে—লঘুর কিছু আর তাহার মধ্যে নাই। ইহাতে আমাদের চোখে আসে জল—হৃদয় মৃদু বেদনায় বিগলিত হইয়া যায়।

এবার এই প্রেম হইতে মুছিয়া ফেলা যাউক তাহার রঙ্গীন ছটা, আসুক নায়ক-নায়িকা মানব-মানবী রূপে—নায়িকার চোখে আসুক উজ্জ্বল কটাক্ষ, অর্দ্ধনগ্ন বক্ষোদল নিঃশ্বাসে সঘনে কাঁপিতে থাকুক, স্বচ্ছ, তরল, সূক্ষ্ম বসনের মধ্যদিয়া দৃষ্ট হউক অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন পারিপাট্য এইবার যে বস্তুটি পাওয়া গেল তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে—যৌন আবেদন।

ব্যাথায়, 'বরহে, নিষ্ঠায় মহিমান্বিত হৃদয়ের তপস্যায় যে নারীচিত্র অঙ্কিত হয়, যৌন আবেদনে তিনি নামিয়া আসেন হৃদয় হইতে শরীরের স্তরে। হৃদয় স্তর ও শরীর স্তর এর দুইটা নাম প্রাচীনেরা দিয়াছেন দেব ও পশু। পশুটা এখানে গালি নয় একটা নাম মাত্র—নামের অর্থ এই, পশুদের সঙ্গে আমাদের এই জায়গাটায় মিল আছে। সুতরাং যৌন আবেদনটা পশুস্তরের জিনিষ—ইহাতে উত্তেজিত করে দৈহিক সৌন্দর্য্যবোধ এবং আশ্লেষ পিপাসু স্নায়ু মণ্ডলীকে।

তুলসীদাস ও বাংলা চিত্র-শিল্পী

ভবানী মোহন রায়

এক সময় ছিল যখন শিল্প সাধনায় বাংলা ছিল অগ্রণী, বাংলার রুচি ছিল মাজ্জিত। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলার জন-সাধারণের কলা নৈপুণ্য ভাসিয়া চলিয়াছে। অর্থ কৃচ্ছ্রতার ঘাত প্রতিঘাতে, যেখানে অর্থ-স্পৃহা প্রবল সেই খানেই শিল্পীর নিপুণতার অভাব।

আমরা সে দিন পরিপূর্ণ গৃহে কালী ফিল্মস এর ধর্ম্ম-মূলক-চিত্র তুলসীদাস দেখিলাম। কবি তুলসীদাসের আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করিয়া গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ছবি খানা প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে আর পরিচালনা ভার লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়।

বাংলা দেশে মুখর চিত্রের জন্ম খুব বেশী দিনের কথা নহে। এই অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী বহু প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে পর্দ্দার গায়েও ছোট-বড় - ভাল মন্দ অনেক চিত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছে কয় খানা চিত্র তাহা বলিতে গেলেই বিপদ্ বাঁধিয়া উঠে। যে অপকর্ষ ভারতীয় চিত্রে দেখা যায় তার জন্য দায়ী কে? চিত্র প্রস্তুতকারক না দর্শক?

চিত্র শিল্প প্রাচ্যে যে দিন জাগিয়া উঠিয়াছে সেই দিন হইতেই নিরন্তর সেই শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। জন সাধারণও যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেছে। মিলিত প্রচেষ্টা ও উন্নত শিক্ষা শিল্পটিকে শ্রেষ্ঠতার ছাপ দিতে পারিয়াছে।

বাংলা দেশে শিক্ষার অভাব। যেখানে শিক্ষার অভাব সেই খানেই গোঁড়ামী ও ধর্ম্ম-প্রবণতা বেশী। এবং এই ধর্ম্ম প্রবণতার প্রধান কারণই হইল ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা। এই বিংশ শতাব্দিতেও সাধারণ চায় স্রষ্টার বিকৃত রূপ। বিশ্বনিয়ন্তার কূর্ম্ম বা বরাহ মূর্ত্তি। বা আর কিছু। যে দেশ দুর্ব্বল—সেই দেশেই শাসক চায় ধর্ম্মের নামে চিত্ত বিভ্রম ও অজ্ঞানতা। বাংলারও আজ তাই। বাংলা দেশে তথা ভারতে যে দিন হইতে চিত্র শিল্পির উন্মেষ হইয়াছে সেই দিন হইতেই যত চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ধর্ম্ম-মূলক। ধর্ম্মের নামে সাধারণ (mass) অস্থির। তাই চিত্র-প্রস্তুত-কারক শিল্পের দিকে দৃষ্টি না দিয়া লক্ষ্মী দেবীরই

প্রসাদ প্রার্থী। যে কোন রকমে একটা কিছু করিতে পারিলেই যখন পয়সার অভাব হয় না, তখন শিল্প সাধনার কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। বিশিষ্ট-দর্শকের অভাব বলিয়াই আমাদের মনে হয় ফিল্ম শিল্পের এই অবনতি।

গতানুগতিক রূপে কালী ফিল্মস্‌ও কবি তুলসীদাসের রূপ দিয়াছেন। কবিকে তাঁহার অকবি করিয়া তুলিয়াছেন কিনা তাহা বিচার করিতে গেলে হয়ত ২।৪ ব্যতীত আর কেহ বুঝিবেন না অতএব সে প্রসঙ্গ থাক্‌। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে বলিতে হইবে এ ছবি খানায় কালী ফিল্মস্‌ এর পয়সার অভাব হইবে না কিন্তু অভাব হইবে পূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের। আমরা তরুণীর প্রশংসা করিয়াছিলাম মুক্ত কণ্ঠে আর তুলসী দাসের বেলায় কণ্ঠ কুণ্ঠায় বন্ধ হইয়া আসিতে চায়। আমরা আশা করিয়াছিলাম কালী ফিল্মসের চিত্রের সর্ব্বদাই একটা ভিন্ন রূপ থাকিবে।

অভিনয়ে যাহারা বাস্তবতা না চাহিয়া থিয়েটারী ঢং পছন্দ করেন তাহাদের নিকট অভিনয়ের কোন ত্রুটীই লক্ষিত হইবে না। রাণীবালা দিন দিন অভিনয়ের সাবলীলতা ও অকৃত্রিমতা হারাইয়া ফেলিতেছেন। ইহা দুঃখের কথা। বাংলায় নটীর অভাব ইহা অমার্জ্জনীয়। আমরা বহুবার বলিয়াছি রাণীবালা চেষ্টা করিলে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নটীর আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন। সকল সময়ই ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি মর্য্যাদা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া শিল্পীকে গড়িয়া তোলে। সমস্ত চিত্রের ভিতর নগেন্দ্র বালার অভিনয় হইয়াছে অনিন্দনীয় ও স্বাভাবিক। আর চিত্র খানির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে—back ground music ও রেকর্ডিং। এজন্য আমরা সুর-শিল্পীদ্বয় ও শব্দযন্ত্রীকে যথেষ্ট প্রশংসা করি। দুঃখীর ভূমিকায় জয় নারায়ণের অভিনয় ভালই হইয়াছে কিন্তু যদি তিনি সর্ব্বদা একই রকম বেশ ভূষার পরিবর্ত্তন করিতেন তবেই হইত নিখুঁত। অবশ্য দোষ তাঁর নয়। ভারতীয় চিত্র প্রস্তুতকারকগণ ধর্ম্ম-মূলক চিত্র প্রণয়ন করুন আপত্তি নাই। কিন্তু পয়সার লোভে আত্ম সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবার কি সার্থকতা তাহাদের আছে তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতীয় দেবদাসী লইয়া সারা পৃথিবীতে যে আলোড়ন হইয়াছিল তাহার পর তাহাকেই বিদেশীর চক্ষে সজীব করিয়া তুলিয়া লাভ কী? তুলসী দাস হইতে দেবদাসীর অবান্তর নৃত্য বাদ দিলে কি চিত্র খানির অঙ্গহানি হইত? দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম-মূলক-চিত্রও কি একটু মৌন প্ররোচনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই স্নানের ঘাটের নগ্নতার ঐ দৃশ্যটাকে একটু সংযত করিলে কী চলিত না? অবশ্য দোষ প্রযোজকের অপেক্ষা দর্শকেরই বেশী কারণ চিত্র প্রণয়নকারী ও সরবরাহ কারী সকলেই বলিয়া থাকেন যে যে চিত্রে Sex appeal জাগাইবার জন্য নগ্নতা থাকে সেই ছবিতে লোক সংখ্যা বেশী হয়। হয়ত পয়সার জন্য কালী ফিল্মস্‌ও ঐ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। যে দেশের যুবকদের Sex impulse এত প্রবল তাহাদের লক্ষ্য কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়। বাস্তব জীবনে ইহাকে বাদ দিয়া কেহ চলিতে পারেনা সত্য কিন্তু সেই জন্যই যে ইহাকে সর্ব্বদা প্ররোচনা দিতে হইবে তাহা নহে। মোট কথা—কালী ফিল্মস্‌ এর তুলসী দাস পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক ধর্ম্ম-মূলক-চিত্র অপেক্ষা ভাল হইয়াছে এবং যাহারা সেই সকল চিত্রে আনন্দ লাভ করিয়াছেন তুলসী দাস তাহাদের অনেক বেশী ভাল লাগবে। আমরা কালী ফিল্মস্‌ এর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কারণ ইহাই সম্পূর্ণ ভাবে বাঙ্গালীর এক মাত্র নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আশা করি এই প্রতিষ্ঠান মিলিত সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

কনষ্টান্স বেনেট

ফে, রে

দি লাইফ অব ভার্জি উইন্টারস্

— চিত্রে —

—হেলেন ভিন্‌সন্—

(রেডিও)

জিন্ কম্বরস্
(রেডিও)

হেলেন ম্যাক্
(রেডিও)

চলচ্চিত্রে নগ্নতা

শ্রীভবানীপ্রসাদ সেন গুপ্ত।

বাংলা "চণ্ডীদাসে" রামীর জনপ্রিয়তার কারণ একমাত্র তার flirtation—এ-ও সত্যই যৌন আবেদনে পূর্ণ। "নিউ থিয়েটার্স" হয়ত এ ছবিখানি তুলে যথেষ্ট লাভবান হ'য়েছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের যে রূপ তাঁরা দিয়েছেন তাহা কোন আধুনিক উপন্যাসে পাওয়া যেতে পারে। "চণ্ডীদাস" ও "রামীর" নামের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন নাম তাদের দিয়ে; ছবিটার নাম পরিবর্ত্তন ক'রে দিলেও বেশ চালান যেত—কিছুই বিসদৃশ বোধ হ'ত না। "রূপলেখায়" নিউ থিয়েটার্স যেমন কাল্পনিক "অশোকের" চরিত্র সৃষ্টি কোরেছেন—"চণ্ডীদাস" দেখে সত্যই মনে হয় ইহাও একটী কাল্পনিক সৃষ্টি। কাপড় কাচতে কাচতে রামীর বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ, বাঁকা হাসি ও লীলায়িত ভঙ্গিমা, মানসপটের সেই ভক্তিমতী, প্রেমময়ী, কৃষ্ণরসাপ্লুতা রামীতে সম্ভবপর ছিল কি? চণ্ডীদাস ও রামী-রজকিনীর প্রেম—যা ছিল স্বর্গীয়, যা কল্পনা কোরেও মধুর রসে প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে উঠে—এই রামী ও চণ্ডীদাসের love-makingএর মত সস্তা হ'তে পারে কি?—তার বিন্দুমাত্রও কি নিউ থিয়েটার্সের "চণ্ডীদাস" ও "রামী" পূর্ণ কোরতে পেরেছে? সত্যকথা ব'লতে কি, এই "চণ্ডীদাস" দেখে মনে বিন্দুমাত্রও ভক্তির রেখাপাত হয় না। ইহার প্রধান আকর্ষণ হ'য়েছে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর সঙ্গীতগুলি আর তারপর রামীরূপিণী উমাশশীর হাবভাব, ছলাকলা। সত্য কথাতে সোজাসুজি বলছি, এ ছাড়া সত্যই ভক্তির বিন্দুমাত্রও রেখাপাত মনে হয় না। চণ্ডীদাসের প্রযোজক বেশ জানেন, কোন appeal ছবিতে থাকলে তা জনপ্রিয় হবে; তাই তারই প্রাচুর্য্য এ ছবিখানিতে তিনি দিয়েছেন। ভক্তিরসমূলক চিত্রও লোকের রুচি অনুযায়ী করতে গিয়ে, কোরে ফেলতে হয়েছে একেবারে আধুনিক উপন্যাস। কেননা সেই বিশেষ "appeal" না থাকলে ছবি জনপ্রিয় হয় না। কিন্তু এ-ত মঙ্গলের চিহ্ন নয়।

আমি দেখেছি high class-এর ছবিগুলি ভাল চলেনা—'মার' খেয়ে যায়। অথচ যে ছবিগুলি যৌন আবেদনে পূর্ণ—যাতে প্রায়-নগ্না তরুণীর (অ)যত্নকৃত অর্দ্ধোন্মুক্ত দেহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তার একটীতেও বড় একটা লোকসান হয় না। কাজেই বাংলার চিত্র-জগতেও এই রকম ছবি তোলা আরম্ভ হোয়েছে। বাংলার আধুনিক উপন্যাসগুলিরও অধিকাংশ হচ্ছে এই type-এর; তাই মনে হয়, যেন চারিদিক দিয়ে আরম্ভ হোয়েছে যত রকম শৃঙ্খলা ও শ্লীলতা আছে, তার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান। সাহিত্যে, শিল্পে, চলচ্চিত্রে, সহ-শিক্ষায় nudism societyর উদ্ভবে—একটা যেন মহা তাণ্ডবের সৃষ্টি হোয়েছে যা চায় যত কিছু পুরাতন আছে—ভাল বা মন্দ যাহাই হউক—সব ভেঙে ফেলতে। কিন্তু সব চাইতে বেশী শক্তিশালী হচ্ছে, এই চলচ্চিত্রের দুর্নীতি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে Co-education, birth-control, nudism প্রভৃতির পক্ষে উৎসাহী ব্যক্তি এবং সমিতির অভাব দেখতে পাওয়া যায় না; যেন সব বাধা সব আইন এবং সমাজের বিধিনিষেধ ভেঙ্গে ফেলে একাকার ক'রবার জন্যই মানুষ উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে।

তাই ব'লে পূর্ব্বের যা ছিল—তার সব কিছুই যে ভাল তাই বলা আমার অভিপ্রায় এরূপ যদি কেহ মনে করেন, তবে আমি সত্যই নিরুপায়। আমি প্রগতি চাই কিন্তু হীনতা চাইনা; স্বাধীনতা চাই কিন্তু তাহার অপব্যবহার পছন্দ করিনা। Co-education, প্রভৃতি সমস্ত প্রকার পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনের হয়ত প্রয়োজন আজ সমাজে হ'য়েছে; কিন্তু অনেক বিবেচনার সহিত তার ব্যবহার ক'রতে হবে এবং সে জন্য চাই বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণের সে বিষয়ে অগ্রসর হওয়া। কতকগুলি তরুণের আপাত মোহের বশে এই সব অতি গুরুতর বিষয় নিয়ে চীৎকার করা

সত্যই আশঙ্কার কথা।

Propaganda-শক্তি আছে বলেই চলচ্চিত্রের দুর্নীতির আমি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করছি। এতে মানুষের মন যত সহজে বিকৃত করতে পারে—এরূপ সহজে আর কিছুতেই পারেনা। এ যেন খারাপ কিম্বা ভাল হবার পক্ষে living canvassing. চোখের সম্মুখে যদি একটী অর্দ্ধনগ্না, রূপসী তরুণী তার যৌবনসুষমামণ্ডিত দেহবল্লরীর লীলায়িত তরঙ্গ তুলতে থাকে, চোখে থাকে তার কুশ্রী ইঙ্গিত, ঠোঁটে থাকে মাতাল-করা-হাসি ; তবে তাতে মনের মধ্যে একটা অননুভূত শিহরণ জাগিয়ে তুলবেই—আরও জাগিয়ে তুলবে মনের মাঝে ঐ জিনিষটী বারে বারে দেখবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা,—এতেই সুরু হ'তে থাকে মানুষের অধঃপতন।

যে সব ছবি পিতা-পুত্র একত্র হোয়ে দেখতে পারা যায়না, তা দেখতে "পিতা"রা যান না প্রায়ই ; কিন্তু যান তাঁরাই যাঁদের পক্ষে ঐ ছবি দেখা অন্যায়। পিতা-মাতা না, হয় ছেড়েই দেওয়া যাক্, সত্যই এমন সব ছবিও আজকাল দেখান হয় যা স্ত্রীর সঙ্গে বসে দেখ্‌তেও কেমন বাধ-বাধ লাগে।—এই সব চিত্র প্রদর্শিত হবার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নয় কি ?

ক্রমশঃ

শিল্প-সাধক—শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

—শ্রীযুত সুধীর কুমার ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এ দেশে নবাগত শিল্প-শিশুটীকে সুধু বুকে তুলিয়া লইয়াই ধীরেন্দ্র নাথ ক্ষান্ত রহিলেন না। সেটীকে এ দেশীয় ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য আর এক মহাসাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশবাসী তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার নূতনতর পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল। ভারতীয় অন্যান্য শিল্পীরা তখন মনে মনে করিতেন যে এতদ্দেশীয় ছায়াচিত্রাভিনয়ে অনভিজ্ঞ অভিনেতা ও অভিনেতৃ লইয়া চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অসম্ভব। দুঃসাহসী ধীরেন্দ্র নাথ সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য কয়েকজন অংশীদার লইয়া ১৯১৯ সালে Indo-British Film Co. নামে একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন এবং স্বয়ং তাহার চিত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম চিত্র-প্রতিষ্ঠান। এইখানে প্রথম উদ্যমে তিনি চারখানা নির্ব্বাক ছবি প্রস্তুত করান। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলেও ধীরেন্দ্রনাথের সেই আদর্শ এদেশে ধীরে ধীরে বহু চিত্রপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার পথ সুগম করিয়া দিল। নবাগত শিল্পটীকে জাতীয় আদর্শে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ধীরেন্দ্রনাথের সাধনা সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিল।

ছায়া-চিত্রজগতের কর্ম্মজীবনের সুরু হইতেই ধীরেন্দ্রনাথ ছোট বড় অনেক আঘাতই নীরবে সহিয়া গিয়াছেন—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার সাধন-পথ হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রথম কর্ম্মজীবনের একটী ঘটনা এই যে—নির্ব্বাক যুগের "শঙ্করাচার্য্য" ছবিখানি যাহা তদানীন্তন দেশীয় চিত্রাবলীর ভিতর একখানি প্রথম শ্রেণীর চিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয় শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ধীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া সম্পন্ন করিলেন; কিন্তু ছবিখানা যখন প্রকাশিত হইল তখন তাহার পরিচয়পত্রে ছবিখানা যে ধীরেন্দ্রনাথের প্রতিভাশালী করস্পর্শেই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন নিদর্শনই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না!

সাধক ধীরেন্দ্রনাথের এই সামান্য আঘাতের বেদনা ভুলিতে এতটুকুও বিলম্ব হইল না। কর্ম্মের প্রেরণা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া আর একটা নূতন অধ্যায়ে পদার্পণ করাইল!

হায়দ্রাবাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুন্দরের উপাসক ধীরেন্দ্র নাথের মনে বহুপূর্ব্বেই একখানি মনোরম চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল। সেই সুন্দর ছবিগুলিকে সচল চিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সেখানে টানিয়া লইয়া গেল! সেইখানেও নিজে সমস্ত দায়ীত্বের বোঝা মাথায় লইয়া Lotus Film Coy. নামে আর একটী প্রতিষ্ঠানের সংগঠন করেন ও সাতখানা ছবি প্রস্তুত করান। শিল্প সাধকেরা "সকল দেশেই" ভাগ্যদেবী কমলার শুভ-দৃষ্টি লাভে সক্ষম হ'ন না। ধীরেন্দ্রনাথের ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই কাজেই Lotus Film Coy.ও অধিককাল স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারিল না।

এদেশে তারপর হঠাৎ ভুঁইফোড় বহু পরিচালকই গজাইয়া উঠিতে লাগিল, এবং নাম জাহির করিবার জন্য নিজেদের ঢাক নিজেরাই তালে বেতালে পিটাইয়া রীতিমত একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। দেশের লোক ভাবিল, না—Film Industryর এদেশে অকাল মৃত্যুর কোন আশঙ্কাই নাই। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সেই সব পরিচালকের দল বুদ্‌বুদের মত কোথায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল তাহার কোন সন্ধানই হইল না। প্রথম পথ-প্রদর্শক ধীরেন্দ্রনাথ তখন নীরবে তাঁহার নূতন কল্পনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার সাধনায় আত্মনিমগ্ন।

১৯২৯ সালের একটী শুভ প্রভাতে ধীরেন্দ্রনাথের নব-কল্পনা British Dominion Film Coy নামক একটী খাঁটী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।
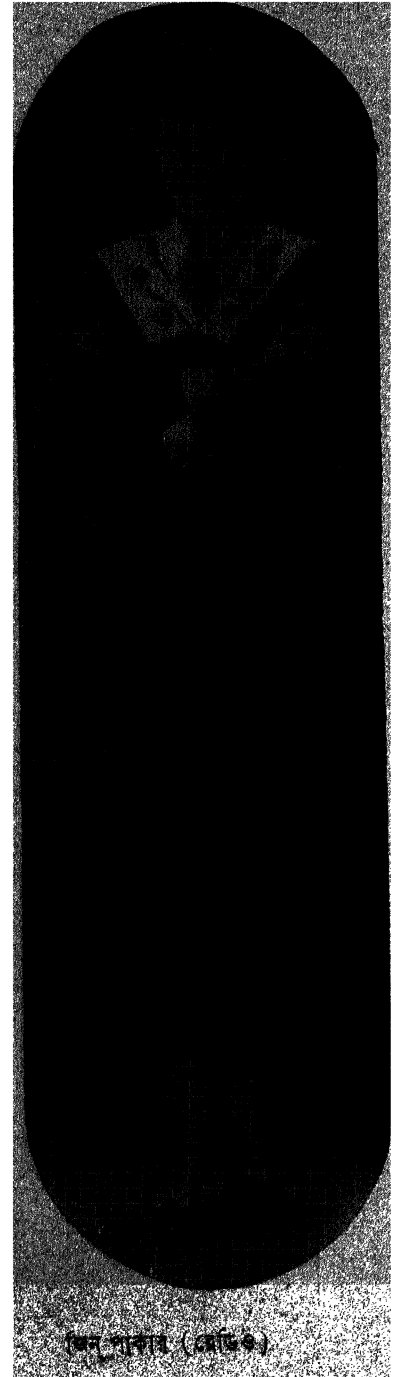
"ফ্লাইং ডাউন টু রিও" চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্য (রেডিও)

ষ্ট্রিক্‌লি ডিনামাইট চিত্রে — লুপে ভ্যালেজ ও জিমি ডুরাণ্ট্ (রেডিও)

ডাউন-টু-দেয়ার-লাষ্ট ইয়াচ্‌ চিত্রে হেমা রিচার্ডসন, জেক্স কেস্‌ট্রো ও ম্যারিয়ন সেনটোন্ (রেডিও)

জিন্ পার্কার (রেডিও)

গ্রাইং-ডাউন-টু-রিও চিত্রে—
শ্রেষ্ঠা-সুন্দরী-ডলোরেস-ডেল-রিও।
(রেডিও)

ডন্ এ'ডে—ইনি তিন বছর বয়সে যে পোষাকে প্রথম ছবি "দি মিরাকেল্ চাইল্ড"এ নামেন সেই ছোট্ট পোষাকটী এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে ইনিই—"অ্যানা শার্লি" নামে চিত্র জগতে পরিচিত।

"আয়নি অব গ্রীণ"
চিত্রের নায়িকা ষোড়শী
"অ্যানা শার্লি" ও "রেজিনাল্ড ডেনি"
(রেডিও)

'ফ্লাইং ড্রাগন দুঃ বিষ' চিত্র—উর্বশী মোহন চাকী।
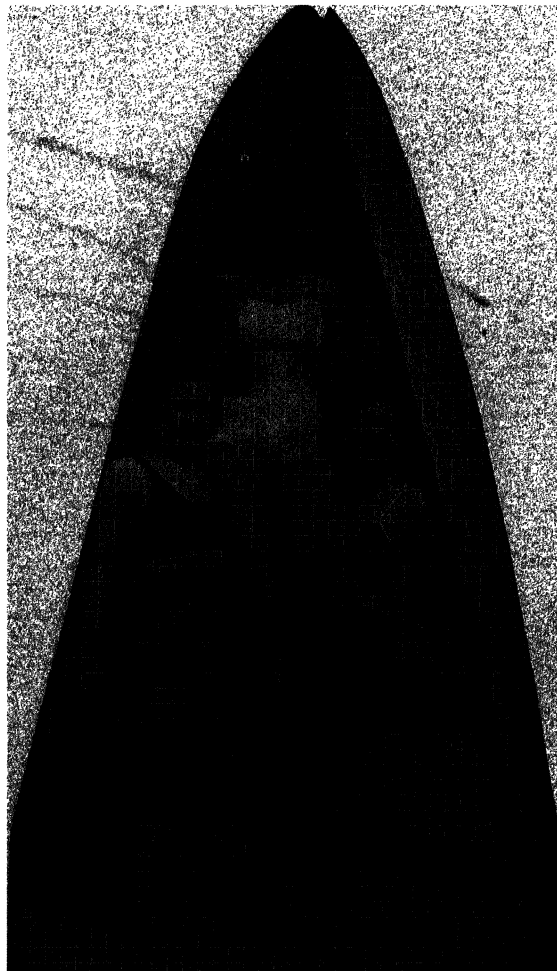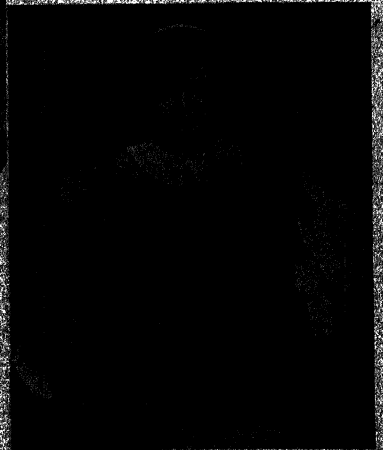
তাহার বিশেষত্ব হইল এই যে, এক ধীরেন্দ্র নাথ ব্যতীত যে সকল তরুণ বাঙ্গালী শিল্পীরা ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলেন, চিত্রজগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা তখন একরূপ অনভিজ্ঞ বলিলেই চলে। তাহাদের নিজের আদর্শানুযায়ী শিক্ষিত করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ "Flames of Flesh" নামে যে ছবিখানি প্রস্তুত করাইলেন, খাঁটী বাঙ্গালীর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে, সেখানা অপূর্ব্বই হইয়া উঠিল। পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ ছবিখানাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহই অস্বীকার করিবেন না বোধ হয়। স্রষ্টা ধীরেন্দ্রনাথের প্রযত্নে যে ছবিখানাই শুধু একটা নূতনত্বের ছাপ লইয়া অনবদ্য হইয়া উঠিল তাহা নহে তাহার সযত্ন শিক্ষায় বাংলার কয়েকটী তরুণ শিল্পীরও ঘুমন্ত প্রতিভা জাগ্রত হইয়া উঠিল ; যাহার ফলে আজ তাহারা বাংলা ও তাহার বাহিরেও সর্ব্বত্র চিত্রামোদিদের নিকট সগৌরবে আত্ম পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে নব নব চিত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ দেশের চিত্র ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। সুধু পরিচালক হিসাবে নয় চিত্রজগতের সকল বিভাগেই তাহারা সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া যাইতেছেন। আজ তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন জানিনা ধীরেন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষালাভের সেই কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করিবেন কি না? কিন্তু যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, যে বাংলার ছায়াচিত্রের প্রসারতার মূল উৎস ধীরেন্দ্রনাথের একাগ্র সাধনা ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার মন্দাকিনী ধারা হইতে উদ্গত। Flames of Flesh ছাড়া B. D. F হইতে ধীরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় আরো অনেক ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আবাল্য হাস্য-রস-রসিক ধীরেন্দ্র নাথ ছায়াচিত্র যোগে অবসাদ গ্রস্ত দেশবাসীর প্রাণে আনন্দস্রোত বহাইবার জন্য B. D. F হইতেই প্রথম হাসির ছবি "অলীক বাবু" প্রস্তুত করান ; এবং স্বয়ং তাহার নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিয়া যে মনোমত অভিনয় সৌকার্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বাংলাদেশের চিত্র দর্শকেরা আজো তাহা ভুলিয়া যায় নাই। দেশের রসবেত্তারা ধীরেন্দ্রনাথের নূতন পরিচয় পাইলেন, যে তিনি সুধু বিচক্ষণ পরিচালকই নহেন একজন প্রথমশ্রেণীর অভিনেতাও বটেন। তারপর আরো অনেক হাসির ছবিতে ধীরেন্দ্রনাথ পরিচালক ও অভিনেতা দুই কাজই করিয়াছেন। তাহার কোন একখানিতেই তাঁহার অভিনয় ও চিত্র পরিচালনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষের চিহ্নই তাহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথের পরিচালিত ও অভিনীত "মাসতুতো ভাই" ও "Excuse me sir" এখনো স্থানীয় ও মফঃস্বলের প্রেক্ষাগৃহ সমূহ পূর্ণ ও হাস্যমুখরিত করিয়া রাখিতেছে!

D. B. F এ থাকিতে ধীরেন্দ্রনাথের আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হইয়াছিল, ভদ্রঘরের সুশিক্ষিতা মেয়েদের দ্বারা চিত্রাভিনয় করাইবার। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যে শ্রেণীর মেয়েদের দ্বারা আমাদের দেশে সাধারণতঃ চিত্রাভিনয় করান হইয়া থাকে তাহাদের ভিতর এমন নিষ্ঠা কাহারও নাই যাহাতে তাহারা চিত্রাভিনয়ের সুকঠিন কলা কৌশল সহজে আয়ত্ব করিতে পারে। তোতা পাখীর মত শিখাইবার পর তাহারা যে অভিনয় করে তাহাকে কোন মতেই সত্যিকারের চিত্রাভিনয় বলা যাইতে পারে না। উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষাও তাহাদের অশিক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল, হৃদয়ে কোন কালেই জাগ্রত হয় না, তাই সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের অভিনয় প্রাণহীন ও একঘেয়ে হইয়া উঠিয়া সত্যিকারের রসবেত্তার দৃষ্টিপীড়া উৎপাদন করে। চিত্রশিল্প এইভাবে অগ্রসর হইলে ইহার উন্নতি সুদূর পরাহত। তারপর চিত্রাভিনয় লোকের মনোরঞ্জন করিলেও, যাহারা উহার সম্পর্কে থাকেন তাহাদের উপর কাহারও বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। শিল্পীর উপর শ্রদ্ধাবান না হইলে তার সৃষ্ট শিল্প, যতই কেননা মনোহারিণী হউক অধিক দিন শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে না কাজেই তাহাকে অচিরে লয় পাইতে হয়। সুতরাং চিত্রাভিনয় শিল্পীদের উপরে যদি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করা যায় তাহা হইলে ইহার অগ্রগতি পথ সুগম হইবে না। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন এমন সব শিল্পী যাঁহারা অনায়াসেই সাধারণের শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হন। কিন্তু প্রথমে কেহই বিশেষ সাড়া দিলেন না! নির্ভীক পথপ্রদর্শক স্বীয় আদর্শকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে নিজের সহ-ধর্ম্মিণীকেই টানিয়া লইলেন। সাধ্বী পত্নী রমলা দেবী স্বামীর আদেশ অকুণ্ঠিত চিত্তে মাথা পাতিয়া লইয়া স্বামীর আরব্ধ ব্রতের সহ-কর্ম্মিণী হইলেন। দৃষ্টান্তের

একটা প্রেরণা আছে—বিশেষ যদি তাহা একটা নব-আদর্শ লইয়া দেখা দেয়। তাই দেখা গেল রমলা দেবী অবতীর্ণা হইবার পরেই আরো কয়েক জন শিল্পী নিজ নিজ পত্নী সহ অভিনয় করিতে অগ্রসর হইলেন। আর আজ সেই আদর্শের প্রেরণাই বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমারীকে চিত্রাভিনয়ে অবতীর্ণা করাইয়াছে। জন সাধারণও বুঝিয়া উঠিতেছে যে শিল্পের সাধনা কোন ক্ষেত্রেই নিন্দার বা অশ্রদ্ধার নহে। নাহ'লে বাংলার সমাজের সর্ব্বোচ্চ শিখরে যাঁহাদের স্থান তাঁহাদের ঘরের মেয়েরা ইহার ভিতরে আসিবেন কেন? ধীরেন্দ্র নাথের বহুদিনের স্বপ্ন আজ ফলবতী হইতে চলিয়াছে কিন্তু হায়! যাহাকে লইয়া প্রথম দিন স্বপ্নের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তিনি আজ কোথায় কত দূরে!—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাগ্যদেবী ধীরেন্দ্র নাথের উপর সদয়া নহেন। তাই তার কুটিল কটাক্ষে B. D. F. ও ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত দায়ীত্বের বোঝা ধীরেন্দ্র নাথের মাথায় চাগাইয়া, অংশীদারেরা কে কোথায় সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার সোদর প্রতিম সহকারীরাও তাঁহাকে ছাড়িয়া নিজ নিজ পথ দেখিয়া লইলেন।—বোঝার ভার বহিতে রহিলেন ধীরেন্দ্র নাথ একা।

কবি গুরুর একটা কথা আছে,—"পরীক্ষার তরে ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে।" ধীরেন্দ্র নাথকে লইয়াও ভগবান সেই খেলাই খেলিলেন। যতই তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা শিল্প সাধনাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন ততই ভগবান আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাধন পথ হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বীর সাধক ধীরেন্দ্র নাথ সমস্ত আঘাত বুক পাতিয়া লইয়া অচল অটল ভাবে সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। বিধাতা শেষে নিদারুণ আঘাত করিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সহ-কর্ম্মিণী, প্রিয়তমা পত্নী রমলা দেবীকে অকালে তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইলেন। বিধাতা মঙ্গলময়—কিন্তু রমলা দেবীর মত নারী রত্নকে হারাইলেন, আর নিজের প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়া গঠিত B. D. F. ও ভাঙ্গিয়া গেল,—ধীরেন্দ্র নাথের বুক এই দুই কঠিন আঘাতে এবার কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িলই! বহির্জ্জগতের সকল সম্পর্কই একরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া তিনি কিছুদিন নির্জ্জনে কাটাইয়া দিলেন।

কিন্তু কর্ম্মই যাঁর জীবনের সাধনা, নিষ্ক্রিয় হইয়া সে কতদিন থাকিতে পারে? আবার তিনি পূর্ব্বারব্ধ কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। তখন কিন্তু Film World এর একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—নির্ব্বাক-যুগ যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে—আর তাহার স্থানে সবাক-চিত্র আসিয়া স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছে। প্রতিভাশালী পরিচালক ধীরেন্দ্র নাথের কিন্তু এই নব ভাব ধারার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে এতটুকু বিলম্ব হইল না। সবাক চিত্র পরিচালনার জন্য তিনি অধুনা প্রসিদ্ধ New Theatres Ltd. কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলেন। এই খানেই পূর্ব্ব কথিত হাসির ছবি "মাসতুতো ভাই এবং

Excuse me Sir" দুইখানি ছোট ছোট ছবি তুলিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ছবি ছোট কিম্বা বড় বলিয়া ধীরেন্দ্র নাথ কোন কালেই তাহার পরিচালনা কার্য্যে তারতম্য করিতেন না—এবারও করিলেন না। শুধু পরিচালনার ফলে ছবি দুখানা যে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না বোধ হয়।

ইহার পর তিনি East India Film Coyর কর্ত্তৃপক্ষ কত্তৃক তাহাদের চিত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার জন্য সাদর আহ্বান পাইয়া তিনি ঐ কোম্পানীতে যোগদান করেন।

চির-নূতনত্বের উপাসক ধীরেন্দ্র নাথ এবার ভারতে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একখানা ছবি তুলিবার আয়োজন করিলেন। চিত্র নাট্য রচনার ভারও অর্পণ করিলেন শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ নামে এক তরুণ সাহিত্যেকের উপর। নিশাচর বা Night Bird নামে একটী গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বন করিয়া চিত্রনাট্য রচিত হইল। এই ছবিখানাতে ধীরেন্দ্র নাথ যে সকল নব কলা-কৌশল, রূপ সজ্জা ও ভাব ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন উহা যে দেশীয় চিত্র জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। চিত্র খানা প্রকাশিত হইলে সত্যিকারের চিত্র-রস বেত্তারা উপভোগ করিবার মত একটা জিনিষ পাইবেন সন্দেহ নাই। ছবি খানা প্রকাশিত হইবে উর্দ্দু ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া। বাংলার লেখক, শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালকের দ্বারা পরিচালিত এই নূতন ধরণের বই খানা বাংলায় প্রকাশিত হইলে বাংলার চিত্র ভাণ্ডারে একটী মহামূল্য রত্ন সঞ্চিত হইত সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শিল্প সাধক ধীরেন্দ্র নাথের কাছে আমরা চাই এমন ছবি যাহা দুনিয়ার দরবারে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ লইয়া সর্ব্ববিষয়ে সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। চিত্রের সত্যিকারের রস গ্রহণে অনভিজ্ঞ জনসধোরণ বা Mass যে সকল কলা কৌশল বিহীন সস্তা Stunt বা হাসির ছবি দেখিতে চাহে—তাহা লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে সাময়িক ব্যবসায়ের দিক দিয়া লাভ জনক হইলেও তাহাতে চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকিয়া যাইবে। শিল্পের সাধক লোক-শিক্ষকও বটেন, তাই ধীরেন্দ্র নাথের কাছে আমাদের কথা এই যে—চিত্রের সাহায্যেই তিনি সাধারণের মনোবৃত্তিকে উচ্চাঙ্গের ছবির রস উপলব্ধি করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করিয়া তুলিতে পারেন সেই চেষ্টা করুন! তাহা হইলেই যে শিশুশিল্পটীকে বাঁচাইবার জন্য তিনি এতদিন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন সেটী দীর্ঘ জীবন লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কর্ম্মবীর তিনি তাঁহার পক্ষে ইহা শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হইলে অসম্ভব হইবে না বলিয়া আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাফল্য কামনা করিব। তাহা না করিয়া তিনি যদি তাঁহার অসীম সৃজন প্রতিভাকে বাজার চলতি সস্তা হাসি ও Stunt মার্কা ছবির ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন,—তাহার ফলে এই শিল্প লতিকাটী যে অদূর ভবিষ্যতে লুকাইয়া চলিয়া পড়িবে তাহা মৃত্যুর মতই অভ্রান্ত। তখন সমস্ত জীবন ব্যাপী অনুশোচনায়ও আর কোন ফল লাভ হইবে না। দর্শক ও সমালোচক অপেক্ষা ধীরেন্দ্র নাথের মত স্রষ্টা ও পরিচালকের বুকই সে ব্যথার বোঝায় বেশী ভারী হইয়া উঠিবে একথাও সত্য। ওঁ শান্তি—

ফিল্ম সেন্সার সম্বন্ধে দু'একটি কথা

—শ্রীসুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর মধ্যে যতপ্রকার আমোদপ্রমোদ আছে; প্রত্যেক দেশের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রত্যেকটীর উপর অল্পবিস্তর দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু তন্মধ্যে ফিল্মের উপর যেরূপ কড়া দৃষ্টি রাখা হয় অন্য সমস্তর উপর সেইরূপ কড়াকড়ির ব্যবস্থা নাই।

থিয়েটারের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সেইরূপ কড়া দৃষ্টি নাই। বেতারের প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ বেতার-কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। পুস্তক প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং পরে যদি কিছু গোলযোগ থাকে, কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেন; কিন্তু ফিল্মের দুর্ভাগ্য যে প্রত্যেক ছবি মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে দস্তুরমত অনুমতির মার্কা লইতে হইবে।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক স্থানে যেখানে যেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় সেখানে সেখানেই একটি করিয়া বোর্ড আছে তাহাকে 'সেন্সর' বোর্ড বলা হয়। সেন্সারের যে কোন রকম বাঁধা ধরা নিয়ম আছে তাহা নহে; প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক স্থানের সামাজিক বৈষম্য এবং রুচি অনুসারে 'সেন্সার' কাঁচি চালাইয়া থাকেন।

প্রত্যেক দেশেই সেন্সার বোর্ডের জন্য কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম অনুসারেই বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়। সাধারণ নিয়মগুলি আমি এই স্থানে দিতেছি:—(১) ফিল্ম শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি এই বোর্ডের সভ্য হইতে পারিবেন না; (২) ফিল্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না; (৩) শিক্ষিত এবং ভদ্র-ব্যক্তিগণের মধ্য হইতেই সভ্য নির্ব্বাচন করা হইবে।

কোন্ কোন্ ছবি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে তৎসঙ্গে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আছে। কোনপ্রকার অশ্লীল দৃশ্য, উলঙ্গ অথবা অর্দ্ধোলঙ্গের দৃশ্য—মানুষের রুচির উপর যাহা আঘাত করে; ধর্ম্মের নিন্দা, সমাজের মধ্যে দুর্নীতি প্রচার, চুরি ডাকাতির দৃশ্য সমূহ—যাহা জনসাধারণ

অ্যাফেয়ার্স অব সিলিনি চিত্রে

ঃঃ ফ্রেডারিক মার্চ ঃঃ

ঃঃ অ্যাডা ক্যাভেল ঃঃ

ঃঃ ফ্লাইং ডাউন্ টু রিও চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্য ঃঃ

অনুকরণ করিতে পারে ; উদ্বন্ধনে আত্মকথা অথবা আত্ম-হত্যার জন্য বিশেষ প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি সেন্সার বোর্ড অনুমোদন করিতে পারিবেন না। আরও অনেক দেশে অনেক রকম নিয়ম আছে তবে মোটামুটি ভাবে এই কয়েকটীর উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সেন্সার বোর্ড একখানি ছবি দেখিয়া যদি তাহার মধ্যে আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পান তাহা হইলে তাহা কোম্পানীকে দেখাইয়া দেন এবং কোম্পানী সেই আপত্তিজনক দৃশ্যসমূহ এরূপভাবে কাটিয়া দেন—যাহাতে ঘটনার মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য না ঘটে। বিশেষ আপত্তিজনক ছবিসমূহ সেন্সর বোর্ড নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশের সামাজিক আস্থা, রুচি-বিচার প্রভৃতির উপর এবং অনেক সময় খেয়ালের উপর সেন্সারের কার্য্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে ছবিখানিকে একটী দেশ দেখাইবার অনুমতি পাইল সেই ছবিখানিকেই আবার তাহার পরের দেশটী দেখাইবার অনুমতি পাইল না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ "প্রাইভেট লাইফ অফ্ হেনরী দি এইটথ্'র কথা বলা যাইতে পারে। ছবিখানি বোম্বাইতে দেখাইতে বাধিল না কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা নিষিদ্ধ করা হইল। কারণ তাহার মধ্যে অষ্টম হেনরীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাহিনী আছে। "কুইন ক্রিশ্চিনা" প্লেতে আমারা দেখিলাম এক রকম এবং পরে যখন আবার দেখান হয় তখন দেখিলাম খানিকটা কাটিয়া—বাদ দেওয়া হইয়াছে 'স্কারফেস' ছবিখানি কলিকাতায় দেখিতে দোষ নাই কিন্তু দিল্লীর চিফ কমিশনার ৩০শে নভেম্বর ছবিখানিকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই প্রকার শত শত দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে একবার একখানি ছবিকে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পরে আবার তাহা দেখাতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেন্টও আবার ফিল্মের উপর দৃষ্টি রাখেন। ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক আন্দোলনের অনেক ছবি ভারত গবর্ণমেন্ট নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কেননা গবর্ণমেন্ট মনে করেন তাহাতে গবর্ণমেন্টের উপর জনসাধারণের বিদ্বেষ আনিতে পারে। সুতরাং সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া ফিল্ম কোম্পানীকে ছবি তুলতে হয়। কারণ কোন কোম্পানীই ইচ্ছা করেন না যে তাঁহাদের ছবি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। একখানি ছবি তুলতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় এবং সময় নষ্ট হয় কোন কোম্পানীই সেই ক্ষতি স্বীকার কবিতে চান না

আজকাল ও-দেশে ছবি সেন্সার সম্বন্ধে একটী নীতির ধুয়া উঠিয়াছে,সেই সম্বন্ধে অপর এক সংখ্যায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিদেশী চিত্রচয়ন

ডলরেস ডেলরিও হলিউড্ হইতে এই প্রথম মেক্সিকোতে স্বগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছেন। প্রায় ৫০ হাজার মেক্সিকোবাসী এই উপলক্ষে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। মেক্সিকো হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি একখানা চিত্রে অভিনয় করিবেন।

——

মরিস সিভ্যালিওর বিয়ে—সম্প্রতি মেট্রোর Moony widow নামক যে চিত্র তোলা হইতেছে তাহার নায়ক মরিস সিভ্যালিও নায়িকা শ্রীমতী কে, ফ্র্যান্সিসের সহিত বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি নাকি ফ্রান্সিস্‌কে প্যারিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীমতীও গ্রহণ করিয়াছেন বন্ধু মহলের দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই ফ্র্যানসিস্ মরিসের সঙ্গে মিলিত হইবেন। যদিও শ্রীমতী বলেন—"বিয়ে কোন পক্ষকেই জীবনে উন্নতির পথে সাহায্য করিতে পারে না বরং শিল্প সাধনায় বাধাই দিয়া থাকে"

——

কুইন ক্রিশ্চিনাই কুইন মেরী—

পেইন্টেড্ ভেইল নামক চিত্রে গার্বোর পূর্ব্ব গৌরব যদি অক্ষুন্ন থাকে তবে শোনা যাইতেছে গার্বো নাকি মেরী-কুইন-অব্ স্কট্ নামক চিত্রে মেরীর ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

——

নব বর্ষের প্রারম্ভেই হেপবার্ণের নবতম চিত্র The little ministerএর Shooting আরম্ভ হইবে। এই ছবি খানায় তিনি যে গান গাহিবেন তাহার সুর সংযোজনায় কর্ত্তৃপক্ষ খুব ব্যস্ত আছেন।

——

"সেই ক্যাথারিন দি গ্রেট"র তরুণী অভিনেত্রী এলিজাবেথ বার্গনার একটি বিলিতী ফিল্ম কোম্পানীর পক্ষ হইতে আর একখানা ছবির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই ছবি খানাকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বহু অর্থ ব্যয় করিবেন। ছবি খানার নাম দেওয়া হইবে Escape me never."

——

আনা ষ্টেনের পরবর্ত্তী চিত্র We live again শেষ হইয়াছে, ইহা Resurrection নামক পুস্তকেরই রূপান্তর। ইহাতে আনা কাটুসা ম্যাস্‌লোভা ও ফ্রেডারিক মার্চ্চ প্রিন্স ডিমিট্রির ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রযোজক রুবেন ম্যামুলিয়ানের প্রযোজনায় ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ডলরেস ডেলরিও ও লুপেভ্যানের অভিনীত Resurrection চিত্র দুইখানা অপেক্ষাও ভাল হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লণ্ডনের তরফ হইতেও মাইকেল আর্লিনের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত A woman of the world" নামে একখানা চিত্র তোলা হইবে ইহাতে অভিনয় করিবেন আনা ষ্টেন ও ইংরেজ যুবক হার্ব্বার্ট মার্শাল। ইহাও জন গিলবার্ট ও গ্রেটা গার্বো অভিনীত A woman of Affairs নামক চিত্রের রূপান্তর মাত্র।

মেরী পিক্‌ফোর্ড একটি রেডিও কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে ইহার পূর্ব্বে কোন রেডিও অভিনেত্রীকে এত অধিক বেতন দেওয়া হয় নাই। শ্রীমতী পিকফোর্ড তাঁহার উক্ত কোম্পানীর সহিত চুক্তি কাল মধ্যেই THE FLAME WITHIN" নামে এক খানা ছবি নিজের খরচায় তুলিবেন। যিনি প্রযোজনা করিবেন তিনি লাভের অংশ পাইবেন।

জন ব্যারিমুরের ভারত ভ্রমণ শেষ হইলেই এবার তিনি লণ্ডন ফিল্মস্‌এর অধীনে আলেক্‌জাণ্ডার কোর্ডার প্রযোজনায় এইচ জি ওয়েলস্‌এর WHITHER MANKIND কে চিত্র রূপ দিবেন। বিকৃত মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন ব্যারীমুর নিজে। লণ্ডন ফিল্মস ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ইহাই ব্রিটিশ চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবে।

কলিকাতায় মুক্তির পরীক্ষায় কয়েক খানা শ্রেষ্ঠ চিত্র।

সে দিন নভেম্বর সংখ্যা Picture-Goer পত্রিকায় দেখিলাম জনৈক চিত্র দর্শক অভিযোগ করিয়াছেন যে "বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর প্রায় প্রত্যেক দেশে চিত্রামোদি-

দিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। অনেক সময়ই নিকৃষ্ট চিত্রকেও উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া বিজ্ঞাপিত করা হয়। ফলে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন কালে দর্শকগণ একটা বিরক্তি লইয়া ফিরিয়া আসেন।" কথাটি আমরাও সমর্থন করি অতএব রূপরেখার পাঠক পাঠিকাবর্গের সুবিধার জন্য আমরা কয়েক খানা ভাল চিত্রের নাম উল্লেখ করিতেছি।

১। চেইণ্ড্—মেট্রোর চিত্র। নাম ভূমিকায় জোয়ান ক্রফোর্ড ও ক্লার্ক গেব্‌লে।

২। জাজ প্রিষ্ট—ফক্সের চিত্র শ্রেষ্ঠাংশে উইল রোজার্স।

৩। সারভ্যান্ট্‌স্ এনট্রান্স—জেনেট গেনরের অভিনীত ইহা এক খানা সুন্দর চিত্র।

৪। ক্যাট্‌স্‌প—হারল লয়ডের অভিনীত কমিক ছবি। দেখিতে দেখিতে পেটে খিল ধরিবে।

৫। মেরী উইডো—সুন্দর নৃত্য গীতিভরা মেট্রোর ছবি—শ্রেষ্ঠাংশে—মরিস সিভ্যালিও ও জেনেট্‌ ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌।

৬। ক্রাইম্‌ উইদাউট্‌ প্যাস্‌ন—ইহা প্যারামাউন্টের এক খানি চিত্র। ম্যাক্‌ আর্থারের লিখিত ও প্রযোজিত। অভিনয় তালিকায় ক্লড্‌ রেইন্স, মার্‌গো ও হুইটনা বোর্ণী।

৭। দি রিচেষ্ট গার্ল ইন্‌ দি ওয়ার্ল্ড্‌—রেডিওর চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রী—মিরিয়াম হপ্‌কিন্স্‌ কে. রে, এবং জোয়েল মাকেরা।

—

চিত্রচয়ন

কালী ফিল্মস্—

এঁদের "তরুণী" ও "মণিকাঞ্চন" এখনও কর্ণওয়ালিস টকী হাউসে বেশ ভালই চলছে—আরও কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে চলবে।

"তুলসীদাস" গেল শনিবার থেকে "রূপবাণী" চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হ'চ্ছে। সুসাহিত্যিক শৈলজাবাবুর "পাতালপুরীর" কাজ খুব জোর চলছে। শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জি শিশুবালা ও জহর গাঙ্গুলী শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরছেন। শ্রীযুত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় এই ছবি যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ কোরবে তাতে সন্দেহ নাই।

এঁদের "মণিকাঞ্চনের" দ্বিতীয় পর্ব্ব ও প্রথম পর্ব্বের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে হয়। প্রধান ভূমিকায় শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী, শ্রীমতী উষারাণী ও প্রভা। খুব শীঘ্রই এই ছবির কাজ শেষ হবে।

রাধা ফিল্মস্ –

এঁদের "দক্ষযজ্ঞ" ক্রাউনে নবম সপ্তাহে পদার্পণ কোরল। আরও কিছুদিন সমানভাবেই চলবে মনে হয়। শ্রীযুত চারু রায় পরিচালিত "রাজনটী-বসন্তসেনা"—এই ছবি ১৫ই ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তিলাভ কোরবে ব'লে পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ছবি ২২শে ডিসেম্বর থেকে চিত্রায় দেখান হবে ব'লে পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীযুত রায় এই চিত্রখানাকে সাফল্যমণ্ডিত কোরতে যথেষ্ট চেষ্টা কোরেছেন। নামভূমিকায় শ্রীমতী বীণার অভিনয় ও নৃত্যচাতুর্য্য এই ছবির প্রধান আকর্ষণ।

শ্রীযুত জ্যোতীষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় "মানময়ী গার্লস স্কুলের" কাজ বেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমরা আশা করি এই বইয়ের চিত্ররূপ রঙ্গমঞ্চের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হবে।

"দক্ষ-যজ্ঞের" হিন্দী সংস্করণ বড়দিনের পূর্ব্বেই নিউ সিনেমার পর্দ্দায় দেখা যাবে। আমরা এর শুভ উদ্বোধন দিবসের প্রতীক্ষায় রইলাম।

"শাচিমতব্বৎ"—শ্রীযুত তড়িৎ বোসের পরিচালনায় এই উর্দ্দু ছবির কাজ চলছে। মিস্ ইন্দিরা দেবীকে এই ছবিতে "এজরার" ভূমিকায় দেখা যাবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্—

পরিচালক শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী দু'খানা ছবি তোলবার প্রাথমিক আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। প্রথম ছবি হবে "বিদ্রোহী" এর বাঙলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণ। দ্বিতীয় ছবি "ব্লাড এণ্ড বিউটি" উর্দ্দুতে তোলা হবে। বই দু'খানার লেখক তরুণ সাহিত্যিক শ্রীযুত চারু চন্দ্র ঘোষ এবং চিত্রনাট্যকার ধীরেনবাবু স্বয়ং। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধীরেনবাবুর সাফল্য কামনা করছি।

শ্রীযুত মধুবোসের পরিচালনায় "সেলিমার" কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন মিঃ গুল হামিদ ও মিস্ মাধবী।

"ষ্টেপ মাদারের কাজ চলছে।

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স—

"কুমারী বিধবার" সুটিং শেষ হয়ে গেছে—এডিটিংও প্রায় শেষ হয়ে এল। শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় হিন্দী ছবি "বলিদান" শীঘ্রই ভারতলক্ষ্মী চিত্র-গৃহে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

"কারাগারের" কাজ চলছে। পরিচালক নটসূর্য্য শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী।

নিউ থিয়েটার্স—

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দেবদাস" কে চিত্ররূপ দেওয়ার প্রাথমিক আয়োজন চলছে। পরিচালক শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া। এই ছবিতে অভিনয় কোরবেন—শ্রীযুত বড়ুয়া, অমর মল্লিক, মনোরঞ্জন বাবু ও শ্রীমতী চন্দ্রাবতী প্রভৃতি।

ম্যাডান থিয়েটার্স—

এঁদের একখানা বাংলা সবাক চিত্র তোলা হচ্ছে। পরিচালক শ্রীঅমর চৌধুরী—প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও ডলি দত্ত।

কেশরী ফিল্মস্—

শ্রীযুত সতীশ দাস গুপ্তর পরিচালনায় "বাসবদত্তা" নামে বাঙলা ছবি তোলা হ'চ্ছে। এই ছবিতে অভিনয় কোরবেন—শ্রীমতী কাননবালা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। শ্রীযুত দাশগুপ্তর এই প্রচেষ্টা সফল হউক।

হিন্দুস্থান সাউণ্ড ষ্টুডিও—

(স্বত্বাধিকারী মিঃ এম, এন, গুহ চৌধুরী)

"ঝড়ের যাত্রী" র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল—শীঘ্রই ছবি আত্মপ্রকাশ কোরবে।

পাইওনিয়ার ফিল্মস্—

শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় "অনুরূপা দেবীর" "পোষ্য পুত্র"র শুটিং চলছে। শ্রীযুত ঘোষ এই ছবি খুব শীঘ্র শেষ কোরতে চেষ্টা কোরছেন।

নিউটন ফিল্ম প্রডাক্‌শন্

এঁদের সর্ব্বপ্রথম চিত্র "আহেমাজলুমানের" সুটিং আরম্ভ হয়েছে। ছবি খানি জানুয়ারী মাস মধ্যেই বাজারে বের কোরতে চেষ্টা চলছে।

নিউ এরা ফিল্ম কোম্পানী—

কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্র যুবক মিলে এই প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে তুলেছেন। জানা গেল এঁরা নাকি শীঘ্রই একখানা ছোট বাঙলা সবাক চিত্র তুলবেন। আমরা এই নব প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে আধুনিক রুচি সম্মত চিত্র দেখতে পাব এই আশা করি। আমরা আসছে সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠানটির বিস্তৃত বিবরণ জানাতে চেষ্টা কোরব।

এভার গ্রীণ পিক্‌চার্স—ধর্ম্মতলায়।

এই নব গঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান হয়েছে। এখানেই রিহার্সেল দেবার ব্যবস্থা আছে। উপস্থিত এঁরা দমদমে Calcutta Films এর Studioতে Shootings এর ব্যবস্থা কোরেছেন। প্রতিমাসে এরা যাতে একটি short comic ছবি produce কোরতে পারেন তার চেষ্টা কোরবেন। রূপদক্ষ কালিপদবাবু চিত্র পরিচালকের পদে যোগদান কোরেছেন। এঁদের সর্ব্বপ্রথম ছবির শূটিং আরম্ভ বর্ত্তমান সপ্তাহেই আরম্ভ হবে। এই ছবিতে অভিনয় কোরবেন পরিচালক মহাশয় স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, হিতেন মজুমদার, ম্যানেজার মনীসেন, পাবলিসিটি অফিসার হীরালাল দাস ও ষ্টুডিও ম্যানেজার ভোলা মিত্র। আমরা এই নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠানটীর সাফল্য কামনা করি।

"রূপবাণীতে"

কালী ফিল্মসের প্রেম মধুর গীতি-চিত্র তুলসীদাস চলিতেছে। বাঙলার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে এই ছবি বাঙালী মাত্রেরই দেখা উচিৎ। "রূপবাণী" বর্ত্তমানে উত্তর কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র গৃহ। এখানে যে এছবি বেশ কিছুদিন চলবে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ছায়ায় "এ্যাকেয়ার্স অব সিলিনি"—

আস্‌ছে শনিবার থেকে এই চিত্র ছায়ায় প্রদর্শিত হবে। অভিনয় করেছেন ফ্রেড্রিক মার্চ, কনষ্টান্স বেনেট, ফ্রাঙ্ক মর্গান্ ও ফে রে প্রভৃতি। ফ্রেড্রিক মার্চ ও কনষ্টান্স বেনেটের অভিনয় এই চিত্রের প্রধান আকর্ষণ। চিত্রামোদী মাত্রেরই এই ছবি উপভোগ্য হবে সন্দেহ নাই।

"ছবিঘর"

"সন্‌স অব দি ডেজার্ট" ও "স্যাভেজ গার্ল" এই ছবি কাল থেকে দেখান হবে। লরেন্স ও হার্ডির সুচতুর অভিনয় ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত। নারীটারজনের নির্ভিক অভিনয় প্রশংসনীয়।

For further particulars please apply to Manager—**Grosvenor House, Calcutta.**

Printed at the FINE ART PRESS, 60, Beadon Street and Published by Jyotish Chandra Ghose from Grosvenor House, Calcutta.

খেয়ালী—শারদীয়া সংখ্যা

JOAN CRAWFORD
MYRNA LOY
NORMA SHEARER
NELSON EDDY
WILLIAM POWELL
CLARK GABLE
GRETA GARBO
JEANETTE MACDONALD
LUISE RAINER
ROBERT TAYLOR
SPENCER TRACY
ROBERT MONTGOMERY
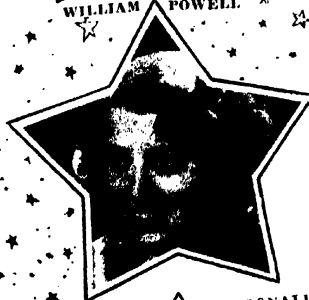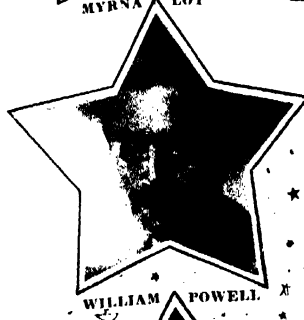
মেট্রোগোল্ডউইনের
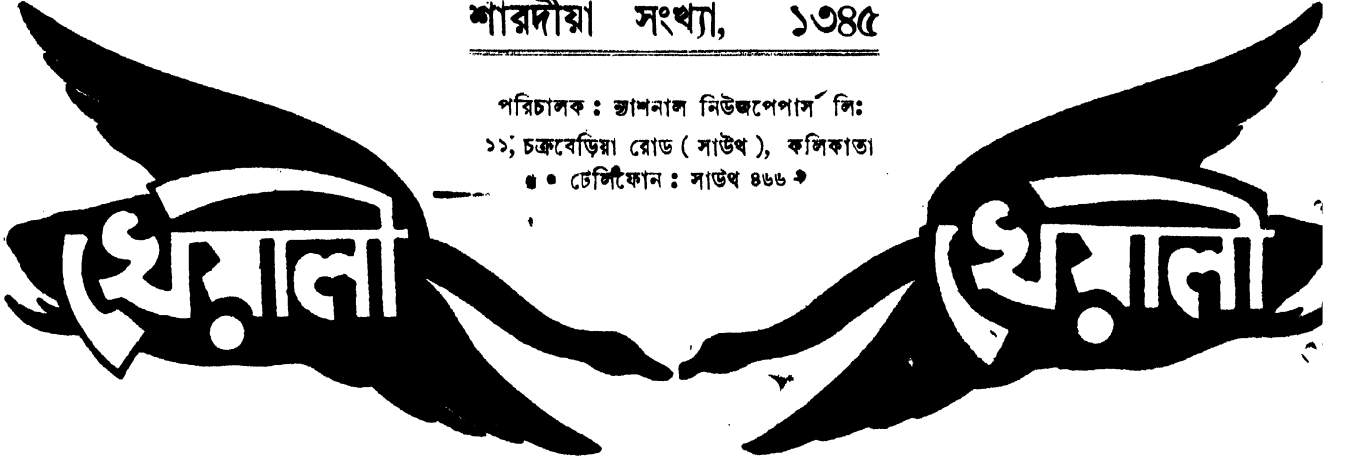
মূল্য চার আনা Price -/4/-

খেয়ালী

হে অজ্ঞাত চরম খেয়ালী,
অসামান্য হে আশ্চর্য্য পরম খেয়ালী !
তোমার নিখিল সৃষ্টি সামান্য এ মানুষের কাছে
অনাদি কালের হ'য়ে আছে—
অনন্ত রহস্যাবৃত দুর্জ্ঞেয় হেঁয়ালী !

* * *

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বিশাল ও আকাশের বুকে
সবিস্ময়ে নেহারিছে ঝুকে
কীর্ত্তি তব
নিত্য অভিনব,
তোমারি ইচ্ছায় নির্ব্বিচারে
সৌরলোকে ভ্রমে বারে বারে
সুনির্দ্দিষ্ট পথে প্রতিদিন
শ্রান্তি ক্লান্তি হীন !

* * *

নিত্য তব সঙ্গ লভি প্রকৃতির রঙ্গভূমিময়
নাহি জানি তবু পরিচয়,
হে চির অপরিচিত অদৃশ্য মায়াবী
অবাক বিস্ময়ে শুধু ভাবি
কালের প্রবাহ চলে অবিরাম কোন লক্ষ্যে ছুটি' ?

অসংখ্যের মাঝে কভু নাহি মেলে হেন কোনো দু'টি
সমতুল্য যারা পরস্পর ;
ওগো স্থষ্টিধর !
লোকে লোকে এ কি তব মায়া !
বিরাট এ বিশ্বে হেরি চারিদিকে নব নব ছায়া
অরণ্য পর্ব্বতে আবর্ত্তন
অসীম সমুদ্র মাঝে ক্ষণে ক্ষণে তাণ্ডব নর্ত্তন
ঋতুরঙ্গে অপূর্ব্ব বিকাশ
হেরি স্বপ্রকাশ !

* * *

জরা মৃত্যু রোগ শোক দিয়ে
ধ্বংসের কঙ্কাল মূর্ত্তি নিয়ে
একি তব নিষ্ঠুর কৌতুক ?
এ খেয়ালে কী যে পাও সুখ
কী আনন্দ লভ নাহি জানি,
আজ যারে তোলো সিংহাসনে করো রাজরাণী
কাল পুনঃ ভিক্ষুকের বেশে পথপ্রান্তে ছেড়ে দাও আনি !

* * *

রাখাল সাম্রাজ্য লভে,
তোমারি খেয়ালে ভবে,
রাজপুত্র বরি' নেয় প্রবজ্যা সন্ন্যাস।
আনন্দ উৎসব মাঝে অকস্মাৎ তোলো শোকোচ্ছ্বাস
শিশুরে হরিয়া লও মা'য়ের স্নেহের অঙ্ক হ'তে,
ফিরিতেছে পথে
অনাথ আতুর কত শত—
তোমারই খেয়াল খুশী মত !

* *

হে নির্ম্মম, রূঢ় খেয়ালিয়া !
দয়িতের বক্ষ হ'তে ছিন্ন কর কণ্ঠলগ্নাপ্রিয়া !
তরুণী হারায় তার হৃদয় বিল্লভ ;
তোমারি ইচ্ছায় ঘটে সব
অসম্ভব নানা অঘটন !
নিত্য নব জীবন মরণ
ফুল ফোটা ফুল ঝরে পড়া—
ক্ষণে ক্ষণে কত ভাঙা-গড়া,
হাসি অশ্রু মেশা এই ভুবনের মর্ম্মের দেয়ালি
তোমারি খেয়ালে চলে জানি জানি হে মহা খেয়ালী।

——শ্রীনরেন দেব

চিন্ময়ী চণ্ডিকা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

উপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, শাক্তাগমে তিনিই চিন্ময়ী মহাদেবী চণ্ডিকা। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের যেমন দুইটি রূপ—(১) পর (অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার পরম-ব্রহ্ম) ও (২) অপর (অর্থাৎ সগুণ সাকার ঈশ্বর)—শ্রীশ্রী৺মার্কণ্ডেয় চণ্ডীসপ্তশতীতেও সেইরূপ জগন্মাতা চণ্ডিকার ত্রিগুণাত্মিকা মূর্ত্তি ও গুণাতীত স্বরূপের উল্লেখ আছে। তবে দেবী স্বরূপতঃ চিন্ময়ী হইলেও চণ্ডীতে গুণাতীত ভাবের উপর ততদূর জোর দেওয়া হয় নাই; কারণ এই অখণ্ড নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের ধারণা করা দেহাভিমানী সাধকের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাই সাধকগণের হিতার্থ মহাদেবীর সগুণ ও সাকার রূপকল্পনাই চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে সমধিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সগুণাবস্থায় দেবী ত্রিগুণাত্মিকা জগন্মাতা—সমগ্র জগতের প্রকৃতি স্বরূপা। কিন্তু শুধু এই "প্রকৃতি" শব্দটি শুনিয়াই ইঁহাকে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বোধ করিলে বড় ভুল হইবে। এস্থলে "প্রকৃতি"-শব্দের পারিভাষিক বা রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্যুৎপত্তিগত যৌগিক অর্থ গ্রহণীয়। "প্রকৃতি" বলিতে বুঝিতে হইবে—উপাদান কারণ (material cause)। অবশ্য সাংখ্যের প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। জগদ্রূপে তাঁহার স্বতঃ-পরিণামও ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ—সাংখ্যের মতেও প্রকৃতি জগতের স্বতন্ত্র উপাদান কারণ। আবার এই পরিণাম সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের প্রচ্যুতি কদাচ ঘটে না। পরিণামিনী হইয়াও তিনি নিত্যা। এই সকল বিষয়ে চণ্ডিকাদেবীর সহিত সাংখ্যের প্রকৃতির কিছু কিছু মিল আছে সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বহু। সাংখ্যের প্রকৃতি জড়রূপা, জগন্মাতা চণ্ডিকা চিন্ময়ী। সপ্তশতী স্পষ্টই বলিয়াছেন—তিনি চিতিরূপে (চৈতন্যমাত্রস্বরূপে) সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আবার দেবীকে 'মায়া', 'মহামায়া', 'যোগমায়া', 'বিষ্ণুমায়া' প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ হইতে চণ্ডিকাস্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন মায়া বা অবিদ্যা অচেতন ও ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও সর্ব্বাংশে সাংখ্যের প্রকৃতিরও তুল্য নহে। প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সাংখ্যসিদ্ধান্তসম্মত; কিন্তু শাঙ্কর-বেদান্তে জগৎকারণ সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্রভাবে জগদাকারে পরিণাম স্বীকার করা হয় না। তাহা ছাড়া প্রকৃতি নিত্যা—অনাদি ও অনন্ত; পক্ষান্তরে মায়া অনাদি হইলেও অনন্ত নহেন সান্ত। মায়ার নাশে সর্ব্বমুক্তি; কিন্তু প্রকৃতির ধ্বংস নাই। মায়া পূর্ব্বে ছিলেন, এখনও আছেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যে চিরদিন থাকিবেনই—এমন কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন না। তাঁহাদের মতে—এমন একদিন আসিবেই আসিবে যেদিন মায়ার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্যা। প্রকৃতি ও মায়ার বিভেদ এই খানেই। অন্যান্য অংশে প্রকৃতি ও মায়ার কথঞ্চিৎ সাম্য আছে; তাই সাংখ্যের প্রকৃতি বা বেদান্তের মায়াকে শাক্তের জগন্মাতা চণ্ডিকার সহিত তুলনা করা সম্ভবে না। বরং চণ্ডিকার সগুণরূপের সহিত উপনিষদের অপরব্রহ্ম বা মায়াশবল ঈশ্বর অথবা শৈবতন্ত্রের সশক্তিক পরমেশ্বরের তুলনা করা চলে।

আদি সৃষ্টির পূর্ব্বে চণ্ডিকাদেবী ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় অব্যক্ত ছিলেন। প্রথম কল্পারম্ভে তিনি গুণময়ী হইয়া প্রথম অভিব্যক্ত হইলেন মহালক্ষ্মীস্বরূপে। তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া তিনি মহাশূন্যকে নিজ তেজোরাশিতে পূর্ণ করিলেন। এই মহালক্ষ্মী দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা—কনকাভরণে ভূষিত-দেহা। তাঁহার মস্তকে নাগ (ব্রহ্মার চিহ্ন), লিঙ্গ (রুদ্রচিহ্ন) ও যোনি (বিষ্ণুচিহ্ন)। তাঁহার করচতুষ্টয়ে—দাড়িম্বফল, গদা, চর্ম্মফলক ও পানপাত্র। এই মহালক্ষ্মী দেবীই চণ্ডিকার আদ্যা প্রকৃতি।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মহালক্ষ্মী দেখিলেন, কোথাও কোন জীব নাই। তখন তাঁহার গুণত্রয় হইতে তমোগুণের সারাংশগ্রহণে তিনি একটি অভিনবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার দেহবর্ণ মর্দ্দিত-অঞ্জনসন্নিভ উজ্জ্বল গাঢ়নীল। নয়নগুলি অতিবিশাল ও বিস্ফারিত। বদনবিবর দংষ্ট্রাকরাল। কটীদেশ ক্ষীণ। শিরোদেশ মুণ্ডমালা-বিভূষিত। বক্ষঃস্থলে কবন্ধহার প্রলম্বিত। ভুজচতুষ্টয়ে খড়গ, চর্ম্ম, ছিন্নমুণ্ড ও খর্পর বিরাজিত। ইনিই চণ্ডিকাদেবীর দ্বিতীয়া প্রকৃতি মহাকালী।

মহাকালীর আবির্ভাবের পর দেবী ত্রিগুণময়ী মহালক্ষ্মী নিজ অতি শুদ্ধ সত্ত্বগুণদ্বারা আর একটি মূর্ত্তির প্রকাশ

করিলেন। শরতের রাকাশশি-কৌমুদীর ন্যায় ইঁহার দেহকান্তি; হস্তচতুষ্টয়ে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক বিরাজমান। ইনিই চণ্ডিকাদেবীর তৃতীয়া প্রকৃতি মহাসরস্বতী।

এইরূপে মহাকালী ও মহাসরস্বতীর আবির্ভাবের পর ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীতে রজোগুণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ত্রিগুণ-সমষ্টিরূপা মহালক্ষ্মী তখন ব্যষ্টিভাবে কেবল রজোগুণাশ্রয়ে বিরাজমানা রহিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তামসী মহাকালীই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী—বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া। মধুকৈটভ বিনাশের নিমিত্ত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা ইঁহারই স্তুতি করিয়াছিলেন। তখন তিনি কজ্জলোজ্জ্বল-বর্ণা, দশাননযুতা, দশভুজা ও দশপাদাক্ত-শোভিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মুখে তিনটি করিয়া বিশাল আয়ত নয়ন। বদনসমূহ করালদংষ্ট্রাবলীর প্রভায় ভয়ঙ্কর হইলেও রূপলাবণ্যে তিনি লোকললাম-ভূতা। তাঁহার দশভুজে—খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, চক্র, শঙ্খ, ভুশুণ্ডী, পরিঘ, ধনুঃ ও গলদ্রক্ত ছিন্নমুণ্ড। এই নীলাশ্মদ্যুতি মহাকালিকা ৺সপ্তশতীচণ্ডীর প্রথমচরিতের (মধুকৈটভবধমাহাত্ম্যের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

যে অমিতদ্যুতি মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবী দেববৃন্দের তেজঃসারসমষ্টি হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে কথিত হইয়াছে, তিনিই ত্রিগুণা মহালক্ষ্মীর অপরা মূর্ত্তি। তাঁহার বদনমণ্ডল ও কুচযুগ শ্বেতাভ। হস্তসমূহ, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় নীলবর্ণ। কটিদেশ ও পাদপল্লবদ্বয় রক্তবর্ণ। তাঁহার পরিধানে সুচিত্র রমণীয় বস্ত্রযুগল। অঙ্গে বিচিত্র ভূষণরাজি ও সুগন্ধি অনুলেপন। গলদেশে অম্লানকুসুমমালিকা। সুধাপানে বদনকমল আরক্তিম। যুদ্ধকালে ইনি কভু সহস্রভুজা, কভু শতভুজা, কভু অষ্টাদশভুজা, কভু ষোড়শভুজা আবার কভু বা দশভুজা। অষ্টাদশভুজারূপে তিনি (দক্ষিণ হস্তের নিম্ন হইতে উর্দ্ধে ও বামের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে) যথাক্রমে—অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি, কুলিশ, গদা, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম, চাপ পানপাত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। এই পদ্মাসনা, প্রগলভা, মহিষমর্দ্দিনী দেবীই ৺চণ্ডীর মধ্যমচরিতের (মহিষাসুর-বধ-মাহাত্ম্যের) অধিদেবতা।

আর যিনি গৌরীর দেহকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানব-দলন করিয়াছিলেন, সেই কৌষিকী দেবীই সত্ত্বগুণাশ্রয়া মহাসরস্বতীর অপরা প্রভৃতি। ইনি অষ্টভুজা—বাণ-মুসল-শূল-চক্র-শঙ্খ-ঘণ্টা-হল-কার্ম্মুকধারিণী। শরতের সিতাংশুপ্রভা এই দেবীই ৺চণ্ডীসপ্তশতীর উত্তমচরিতের (শুম্ভনিশুম্ভ-বধ-মাহাত্ম্যের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নির্গুণা চণ্ডিকা দেবীর সগুণমূর্ত্তিত্রয়ের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দিদি
বিদ্যাপতি
দেবদাস
ভাগ্যচক্র
চণ্ডীদাস
মীরাবাঈ
ছিঁড়ে ফেল মায়া ডোর,
আবরণ ছলনার
ভেঙ্গে ফেল কারাগার
এ ধরার দেহভার।
আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সেই দিন এসেছে ফিরে, যেদিন আমাদের মাটিকে আবার মা বলে ডাকতে হবে, এই মাকে ভালবাসতে হবে, এই মাটির মা হবে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ধন—
বাংলার গৌরব নিউ থিয়েটার্স চিত্রে সেই দেশের মাটির কথা আপনাদের জানাবেন— এর ভেতর উদ্দেশ্য আনন্দ বিতরণ হলেও, মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ ও জাতিগঠন
দেশের মাটি
আমাদের অনুগ্রাহকবর্গ, পৃষ্ঠপোষক এবং আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিজয়ার আন্তরিক আমরা প্রণিপাত করি—
সকলের আশীর্বাদ যেন আমাদের কর্ম-জীবন মধুময় করে।
অরোরা ফিল্ম
নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড
পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

মহাশক্তি-উদ্বোধন

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ

"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়"—সন্তানের মঙ্গল কিসে হয়, সন্তান কিসে সুখী হয়, মায়ের সর্ব্বদা এই চিন্তা। তাই মা জগদম্বা সংবৎসরের স্নিগ্ধ মধুর প্রাতঃকাল - এই শরৎকালে, সন্তান-সন্ততির উৎসব-আনন্দ, উৎসাহ-উদ্যোগ, ধর্ম্ম মঙ্গলের জন্য এই ধরাধামে প্রকাশ ক'রেছেন স্বীয় মহাশক্তি। তাই জগজ্জননী আপামর সাধারণ সকলকেই অধিকার দিয়েছেন এই বর্ষ—প্রভাত — মহোৎসবে। তথাকথিত অনুন্নত জাতিও বঞ্চিত হয়নি তাঁর এই উৎসবাধিকারে। প্রবৃত্তিভেদে উৎসবের প্রকারভেদ আছে বটে, কিন্তু উৎসব নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে সকলেরই জন্য। 'সংবৎসরের সুপ্রসন্ন প্রাতঃকাল ধর্ম্মে, কর্ম্মে, উৎসবে আনন্দে কেটে গেলে, শক্তির উপাসনা ক'র্লে, সারা বছর ভাল যাবে', সন্তান-বৎসলা মঙ্গলময়ী মায়ের মনে বুঝি এই ভাব!

আয়, আয় মা! দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! দুর্গতিনাশিনি! দুর্গে! মা ভিন্ন আমাদের যে গতি নাই মা! আমাদের গর্ব্ব ক'র্বার জিনিষ মা, আমাদের গৌরবের সামগ্রী মা, আমাদের উৎসবের মূল মা, আমাদের সজীবতার হেতু মা। তবে কেন আমরা নির্জ্জীব? কেন আমরা বীরত্ব-বর্জ্জিত? কেন আমরা সকল রকমে হতাশ? হায় ত্রিনয়নে! দয়া ক'রে একটি বার চেয়ে দেখ্ মা। তোর হতভাগ্য ছেলেদের হাসি আছে—বিষাদের অশ্রু আছে—বিলাসের উৎসব আছে—নিরানন্দ দেহ আছে—আলস্যবিজড়িত প্রাণ আছে—ম্রিয়মাণ। আয় মা মহাশক্তিরূপিণি সর্ব্ব-দুঃখনাশিনি সিংহবাহিনি! আমরা পরিতৃপ্ত হই তোর সংহারিণী অথচ মধুর হাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখে, চিরচরিতার্থ হই তোর পদ-পঙ্কজে ভক্তি-অশ্রুমাখা কুসুমাঞ্জলিদানে, পূর্ণমনোরথ হই তোর মহাশক্তিপূর্ণ বরাভয় লাভে।

তাই ডাকি—একবার আয় মা! শিবদে! শিবরাণি! আমরা তোর পূজা করি। আহা! ঐ অদূরে বর্ত্তমান আমাদের সেই মহাশক্তি উদ্বোধনের শুভবাসর। ঐ সন্নিকটে উপস্থিত আমাদের সেই শারদীয়া মহাপূজার মঙ্গলময় মুহূর্ত্ত। এস, এস ভক্ত ভাই সব! আমরা মেতে যাই ঐ শারদ মহোৎসবের শুভ অনুষ্ঠানে, আমরা ডুবে যাই ঐ মাতৃপূজার সুগভীর মহানদীতে, আমরা ধন্য হই মায়ের ষোলকলায় পূর্ণ ঢল ঢল রূপ দেখে। বন্ধুগণ! এ পূজা একলার নয়—সকলের, এ পূজা ধনীর নয়—দীনের, এ পূজা হাসিবার নয়—কাঁদিবার, এ পূজা জড়ের নয়—কর্ম্মীর, এ পূজা সামান্য পূজা নয়—মহাপূজা! এ পূজার অন্য অর্ঘ্য নাই, অন্য বলি নাই, অন্য মন্ত্র নাই অন্য কামনা নাই। এ পূজার অর্ঘ্য—প্রেমাশ্রু, এ পূজার বলি—আত্মবলি, এ পূজার মন্ত্র—বন্দেমাতরম্, এ পূজার কামনা—মুক্তি।

"শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে!।
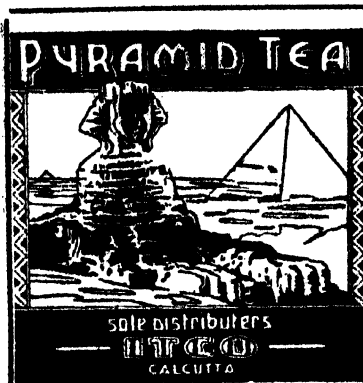
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"

—
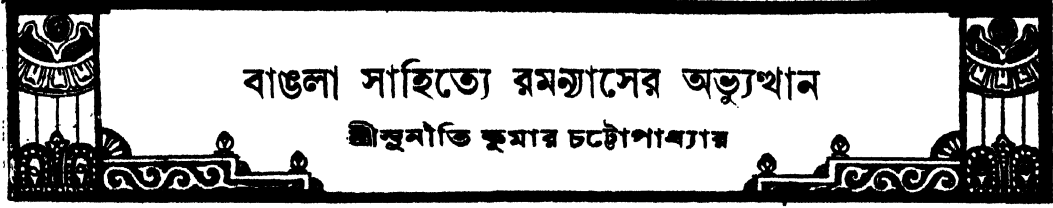
বাঙলা সাহিত্যে রমন্যাসের অভ্যুত্থান

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনিশের শতকে ইংলণ্ডের সাহিত্যের, আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপের মনের সঙ্গে স্পর্শ, বাঙলা সাহিত্যের পথে জীয়ন-কাঠির মত হ'ল— বাঙলা সাহিত্য নোতুন প্রাণ পেয়ে সম্পূর্ণ রকম নোতুন এক যুগে প্রবেশ ক'রলে। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মৃত্যু হয়—পুরাতন যুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি চরম বিকাশ ভারতচন্দ্রের কাব্যে হ'য়ে যায়। ত'ার পূর্ব্বে ষোলোর আর সতেরোর শতকে, বৈষ্ণব সাহিত্যের—মহাজন-পদে আর চরিত-সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের আর এক মহনীয় বিকাশ হ'য়ে গিয়েছিল। ষোলোর আর সতেরোর শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য, আর ঐ দুই শতকে রচিত মুকুন্দরাম কবি-কঙ্কনের চণ্ডী, বংশীদাসের পদ্মপুরাণ প্রভৃতি খান কয়েক বই; আর আঠারোর শতকে রামপ্রসাদের পদ, আর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য, এই গুলিকেই অবলম্বন ক'রে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এদিকে, বাঙালী সাহিত্য বিষয়ে তার গুণপনা দেখায়। আঠারোর শতকের প্রথমার্দ্ধেই ভারতচন্দ্রের যুগ শেষ হ'য়ে গেল। তার পরে বাঙলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে গেঁয়ো হ'য়ে প'ড়ল। হরগৌরীলীলা, রামলীলা, রাধাকৃষ্ণলীলা, আর অন্য পুরাণ কথা আর দেবতা বাদ নিয়ে ছড়া পাঁচালী যাত্রাগানে বাঙলা সাহিত্য পর্য্যবসিত হ'ল। এই ছড়া পাঁচালীর যুগের জের ইংরেজ প্রভাবের প্রতিষ্ঠার পরেও চ'লেছিল; এবং এই ধরণের গ্রাম্যসাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে দাশরথি রায়ের মত একজন প্রতিভাশালী কবি (যাঁর মৃত্যু হ'য়েছিল ১৮৫৭ সালে বঙ্কিমের সাহিত্যিক অভ্যুদয়ের কিছু আগে) বাঙলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত ক'রেছিলেন॥

বাঙলা সাহিত্য ১৯এর শতকের গোড়ায় যে অবস্থায় পৌঁচেছিল তাতে অতি প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা ক'রে অদ্ভুত রস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সত্যকার রসানুভূতি, রমন্যাস বা রোমান্সের ভাব ছিল না ব'ললেই হয়। 'রোমান্স' বললে আমরা বুঝি, বাইরের বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে এক অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় আনন্দ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি; মানব-মানবীর সাধারণ সম্বন্ধের মধ্যেও, তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও এই আনন্দবস্তুকে অনুভব করা,—আর এই সম্বন্ধ আর এই জীবনকে বর্ণনা করবার সময়ে, তার আভ্যন্তর আনন্দবস্তু বা রস-বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা। বাহ্যপ্রকৃতি এবং সাধারণ জীবন ছাড়া, সুদূর অতীত, যার সম্বন্ধে আমরা পুরো খবর জানি না, যা আমাদের কতকটা জানার আলো-আঁধারীতে আবছা-আবছা ভাবেই থাকে কিন্তু আমাদের কল্পনার রঙে রঙীন হ'য়ে দেখা দেয়, তাকে নিয়েও রোমান্স বা রমন্যাস নাড়াচাড়া ক'রতে, তার মধ্যেও শাশ্বত রসবস্তুর সন্ধান ক'রতে ভালোবাসে। এই অ-দৃষ্ট অ-শ্রুত অনির্ব্বচনীয় রসবস্তুর সন্ধানে রোমান্স কতকটা বেপরওয়া হ'য়ে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়, কিন্তু উদ্ভট বা বিকট, রস বর্জ্জিত বা অপ্রিয় ভাবের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়িত ক'রতে চায় না। রোমান্সের মধ্যে ক্লাসিক অর্থাৎ রীতি অনুসারী বিচারপন্থী সংযত সাহিত্যের যুক্তি নিয়ন্ত্রিত আত্মসমাহিত ভাব ততটা থাকে না, যতটা থাকে আত্মভোলা অকারণ অযৌক্তিক কল্পনার আবেগ আর উচ্ছ্বাস। এখন অষ্টাদশ শতকের শেষে আর উনবিংশ শতকের গোড়ায়, যে দু'পাঁচজন যথার্থ সাহিত্য রসিক পণ্ডিত বাঙলা দেশে প্রাচীন সংস্কৃত, মহাকাব্য, কাব্য, গদ্যকাব্য, আর খণ্ডকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, কাদম্বরী, মেঘদূত প্রভৃতি প'ড়চেন তাঁরা ভারতের অবিনশ্বর 'ক্লাসিক' সাহিত্যের রস কিছুটা অনুভব ক'রতে পারতেন, কিন্তু রোমান্স-এর দৃষ্টিতে তাঁরা দেখতে শেখেন নি। প্রাচীন জগতের কথা বা গল্পের মধ্যে প্রাচীন জগতের জীবনের মধ্যে আমাদের কল্পিত জগৎকে আমরা নিয়ে গিয়ে খুশী হয়, আর এইভাবে আমাদের রোমান্স যাহা অনেকটা তৃপ্ত হয়; কিন্তু সেটা ক'রতে গেলে, একটা ঐতিহাসিক বোধ থাকা চাই। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক বোধ কতকটা ছিল আকবরের আমলে। আকবর বাদশাহের সভার হিন্দু চিত্রকরেরা যেভাবে ফরাসীতে অনুদিত মহাভারতের ছবি এঁকেছিলেন তা থেকে এটা বেশ বোঝা যায়, তারপরে সে প্রকার ঐতি-হাসিক বোধ ভারত থেকে লুপ্ত হয়, ইউরোপের ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আবার সেই বোধ আমরা এখন ফিরিয়ে পাচ্ছি।

উনিশের শতকের মাঝামাঝি ইংরেজী সাহিত্য প'ড়ে, এই ঐতিহাসিক বোধ আর তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক আর প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে রোমান্সের অনুভূতি বাঙালী লাভ ক'রলে। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ক'লকাতায় বাঙালী যুবকদের ইংরিজী সাহিত্য পড়াতেন, তার সংস্পর্শে এসে এবিষয়ে বাঙালী ছেলেদের অনেকে খুব সচেতন হ'য়ে পড়ে। রিচার্ডসন সাহেব গত শতকের চারের কোঠায় Poetical Selections ব'লে কতকগুলি ইংরেজী সাহিত্যের চয়নিকা প্রকাশ করেন, তার একখানিতে ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপের সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রোমান্স-কাব্য থেকে চয়ন ক'রে দেওয়া আছে। এই রকম বইয়ের দ্বারাও বাঙালীর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হ'তে অনেকটা সাহায্য পেয়েছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবৎকাল ১৮২৩ থেকে ১৮৭৩, আর রঙ্গলাল বাঁড়ুজ্জে, জীবৎকাল ১৮২৭ থেকে ১৮৮৭ – বাঙলা সাহিত্যে এই অভিনব রোমান্সের ধারা প্রবর্ত্তন ক'রতে এরা দুজনেই হ'য়েছিলেন অগ্রণী, এক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্র নাথের অগ্রদূত ছিলেন এরাই। ইংরেজী সাহিত্যের, ইউরোপীয় সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, তারাশঙ্কর কবিরত্ন, এরা উত্তরামচরিত, শকুন্তলা নাটক, মহা-ভারত, কাদম্বরী প্রভৃতি একাধারে রোমান্সের ও ক্লাসিসিজম্‌এর খনি প্রাচীন সংস্কৃত বই বাঙলায় অনুবাদ ক'রে বা অনুসরণ ক'রে বাঙলা সাহিত্যে ঐতিহাসি-কতা বোধের দ্বারা প্রণোদিত রোমান্সের আবহাওয়া বহাতে অনেকটা সাহায্য ক'রেছিলেন। এদের বই বা লেখা বার হতে বাঙালী সোজা প্রাচীন সংস্কৃত যুগের জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রতে সমর্থ হ'ল। ভারতচন্দ্র, কাশীরামদাস, কৃত্তিবাস, দাশুরায়ের চোখে আর প্রাচীন পুরাণকথা তাকে দেখতে হোলো না।

আর একটি জিনিষ এসে বাঙলা দেশে রোমান্সের এক নবীন উৎস খুলে দিলে, সেটী হ'চ্চে কর্ণেল জেম্‌স্‌ টডের লেখা ইংরাজী 'রাজস্থান' গ্রন্থ আর তার বাঙলা অনুবাদ। রাজপুতানায় রাজপুতদের মধ্যে টডসাহেব অনেকদিন ছিলেন, তিনি রাজপুতজাতকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। ১৮২৯ সালে লণ্ডন থেকে তিনি তাঁর Annals and antiquities of Rajasthan নাম দিয়ে সুপরিচিত মহাগ্রন্থ বার করেন। এই বই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন একটি জগতের খবর দিলে—এদেশে মহাভারত রামায়ণের পাশে টডের রাজস্থানও নিজের স্থান করে নিলে। রাজপুতনার হিন্দু বীর আর বীরাঙ্গনাদের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা, রামায়ণ মহাভারতের প্রাচীন হিন্দু জগতের একটা মধ্য যুগের জের-স্বরূপ রাজপুত রাজাদের জগৎ, বাঙালীর চিত্তকে জয় করে নিলে। আধুনিক বাঙলা কাব্য, নাটক আর উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা অংশ এই রাজস্থান গ্রন্থের প্রভাবের ফল। দেশাত্ম-বোধ, স্বাজাত্য আর ত্যাগের বাণী আর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধ—এই জিনিষগুলি বাঙালীর মনের রোমান্সকে উদ্ভাসিত ক'রে দিলে, 'রাজস্থানের' চর্চ্চার ফলে।

রাজপুত জগতের খবর কাব্যে প্রথম দিলেন রঙ্গলাল, তাঁর 'পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী' আর 'সুরসুন্দরী' কাব্যত্রয়ে; মধুসূদন দিলেন নাটকে তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে, আর বঙ্কিম দিলেন উপন্যাসে—তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনীতে', 'রাজসিংহে' আর অন্য বইয়ে। পদ্যে রচিত কাব্য আর গদ্য-কাব্য বা উপন্যাস, এই দুইয়ের প্রকৃতি কোনও কোনও বিষয়ে এক। রমন্যাসের প্রস্তাবক উপন্যাসিক বঙ্কিমের যথার্থ অগ্রগামী পথিক এবং সহযোগী হ'চ্ছেন কবি রঙ্গলাল। কেবল রাজপুত জগতের প্রভাব রঙ্গলালের উপরে প'ড়েছিল, তা নয় তিনি 'কুমার-সম্ভব' অনুবাদ করেছিলেন আর উড়িষ্যার ইতিহাসের একটী মনোহর রোমাণ্টিক কাহিনী (কাঞ্চীকাবেরী) তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরভাবে বাঙ্গালায় গ্রথিত করেন। রঙ্গলাল ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের রোমাণ্টিক অভ্যুত্থানের বিশেষভাবে সচেতন পুরোহিত।

বঙ্কিমের প্রথম বই "দুর্গেশনন্দিনী" এমন কিছু বিরাট বই বা বড় বই না হ'লেও এই বই-ই বাঙলা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত ক'রলে। রাজপুত, পাঠান, মোগল আর বাঙালী—অতীতের তিনশ' বছরের বিস্মৃতি ভেদ ক'রে, যে যুগের সঙ্গে আমরা নাড়ীর টান অনুভব করি সেই যুগ বাঙালী পাঠককে নিয়ে গেল, আর হাতে ধ'রে তাকে সেই যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্নেহ, প্রেম, ধর্ম্ম, আদর্শ, বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্ঘাত-মিলন, মানুষের প্রতিযোগিতা, প্রতিশোধ, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি নানা বৃত্তির খেলা আমাদের কল্পনা-রঙ্গীন অস্ত্র-ধ্বনি মুখরিত মধ্যযুগের জীবনের পটভূমিকার সামনে দেখিয়ে দিলে—বিস্ময়ে পুলকে বাঙালী যেন নোতুন চোখ পেলে। উত্তর-কালে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্স লিখনে আরও উন্নতি করিয়াছিলেন। আর এক হিসাবে রাজসিংহ তাঁর চরম ঐতিহাসিক রমন্যাস। কতরকমের মানুষে রাজসিংহের রঙ্গমঞ্চ ভরতি, আর কত বৈশিষ্ট্যময় তাদের ক্রিয়া কলাপ। সপ্তদশ-শতকের মোগল সাম্রাজ্য তার হরেক রকমের লোকজন নিয়ে যেন বঙ্কিমের যাদুকরের দণ্ডের প্রভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে

এসে জড়ো হ'য়েছে। বঙ্কিম এর পরে বাঙালীর ঘরোয়া-জীবন অবলম্বন ক'রে তাঁর রমন্যাসের অবতারণা করেন। এখানেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই বই, বাঙলার জীবনের ভিতর আর বাহির এই দুইকেই যেন আলোকিত ক'রে দিয়েছে। বাঙলাদেশে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিককে বেশ খুটিয়ে দেখতে হয় কি ক'রে তা' বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ, আর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাচার নক্শা'য়। ঘাসের ফুলের সৌন্দর্য্য আছে—আমরা তা দেখি না; যিনি দেখেন, আর আমাদের দেখাতে পারেন, তিনিই সত্যস্রষ্টা, তিনিই ভাবনেতা, তিনিই কবি। ১৮৫০—১৮৬০ সালের দিকের কলকাতার জীবন যাত্রা প্রণালী, কলকাতার সমাজ এদুটো সব বিষয়ে সুন্দর বা সৌষ্ঠবময় ছিল না; কিন্তু এ দু'টোকে খুটিয়ে দেখেছিলেন, আর দেখে তাঁর ভালোও লেগেছিল, কালীপ্রসন্ন সিংহ; তাই তাঁর "হুতোম" বাঙলা সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে, কারণ পথ চল্‌তি সাধারণ ব্যাপারে তিনি রসের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে রস তিনি নিজে আস্বাদন ক'রেছিলেন, আমাদেরও আস্বাদন করিয়েছেন। বঙ্কিমও সেই রকম বাঙালীর ঘরোয়া জীবনেও যে রস-বস্তুর অভাব হয়নি, তা আমাদের অভিজ্ঞতা গোচর করিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই তার রোমান্স বা রমন্যাস স্রষ্টা হিসাবে কৃতিত্ব তাঁহার অমরতা।

বঙ্কিম চিন্তা-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন, ভাবুকতার রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নানা উপন্যাসে আর প্রবন্ধে। তাঁর কমলাকান্তের কোনও কোনও প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় রোমান্স ধারার অফুরন্ত উৎস হ'য়ে থাকবে। কিন্তু রোমান্সের লক্ষণ আর তার সাহিত্যিক প্রকাশ বিচার ক'রলে, বঙ্কিমের তাবৎ লেখার মধ্যে তাঁর 'কপাল কুণ্ডলা'কে সব চেয়ে প্রথম স্থান দিতে হয়। এরকম অদ্ভুত সুন্দর বই বাঙলা সাহিত্যে আর নেই, অন্য সাহিত্যেও দুর্লভ। বাঙালীর ঘরোয়া জীবন, তিন শ' বছর আগেকার বাঙালীর সমাজ; বাঙালীর ধর্ম্ম জীবনের সৌকুমার্য্য আর স্নিগ্ধতা, ভয়াবহতা আর ভীষণতা, অনবলোকিত জগতের সঙ্গে পরিদৃশ্যমান জগতের এক অচ্ছেদ্য রহস্যময় যোগ,—এই সব বিষয় 'কপাল কুণ্ডলা'য় দৃশ্যের পর দৃশ্যে আমাদের সামনে তিনি উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। প্রথম কয় অধ্যায়ে সমুদ্র, সমুদ্রতটের বনানী, আর বালিয়াড়ী, কাপালিক কপাল-কুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ এসবে যে রোমান্সের সৃষ্টি করে, তা কখনও পাঠকের মন থেকে মুছে যাবার নয়। বইয়ের পরিসমাপ্তির ও বছরের করুণ-ভীষণ ট্রাজেডীর উপযুক্ত—নদীতীরে শ্মশান ভূমির জলে ধ্বসে গিয়ে নায়ক নায়িকাকে যেন তাদের অপেক্ষাতেই র'য়েছে এমন লোকান্তরে নিয়ে গেল। এই পার্থিব আর অপার্থিব মিশ্র রহস্য লোকের মধ্যে, মোতি-বিবির চরিত্র এবং তার মধ্যে নানাপ্রকারের দ্বন্দ্ব এক অতি সূক্ষ্মতার সৃষ্টি ক'রেছে। বইটীর ভিতর নানা বর্ণনায় আর প্রসঙ্গে সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির আর রমন্যাস-উদ্বোধনের শক্তির পরিচয় আছে যে, সে সব কথা নিয়ে আজকে আর আলোচনা সম্ভব হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবিকই উনিশের শতকের বাঙালী সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন, আর এই রমন্যাস বিন্যাসেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।

রহস্যময় শরৎচন্দ্রের লেখায় বাস্তব ও কল্পনার স্থান

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার পুজোর সময় তাঁর সামতার বাড়ীতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন একলা কাটাবার অবসর ঘটেছিল। বিপুল বর্ষা নেবেছে; রূপনারাণ ফুলে ফেঁপে টল্ টল্ ক'রছে। দিনগুলোর ঝাপ্সা আলোতে আলস্য করার সত্যিই সুবর্ণ সুযোগ।

বর্ষার মজা এই যে, বন্ধু-বান্ধবরা ভিড় করে না। শরতের পক্ষে সেটাই ছিল যেন একটা বড় স্বস্তি। আমারও সময় ছিল না,—তাঁর লাইব্রেরীতে কত বিচিত্র বই—একটার পর একটা শেষ ক'রছি। সমস্ত দিনে কেউ কারুর সঙ্গে প্রায় কথা কইবার ফুরসৎ পাইনে।

সন্ধ্যে বেলায় সেদিন, আমরা তাঁর দোতালার বিস্তৃত বারান্দায় ব'সে দিনে কি সব করা গেল তারই একটা মোটামুটি হিসেব করছি।

নীচে শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে গোপাল এসে খবর দিলে: একজন বাবু, দেখা ক'রতে চান······

কে বাবু রে গোপাল?

চিনি নে।

ডেকে নিয়ে আয়······

বাবুটি এলেন, বল্লেন, কি হচ্ছে ব'সে ব'সে?

শরৎ কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। তার মানে, মনে-মনে মোটেই খুশী হ'তে পারেন নি। কিন্তু লোকটি অত সহজে দমার পাত্র নন,—বল্লেন: শুন্লাম এসেছেন, অনেকদিন দেখা হয়নি··· কেমন আছেন?

ভালো নেই, দেহ মন ক্রমেই অচল হ'য়ে আস্ছে; এসব বার্দ্ধক্যের পূর্ণ লক্ষণ, আর কি!

লোকটি একচোট হেসে নিয়ে বল্লেন একটা ভারি মজার প্লট পেয়েছি···আপনার কাজে লাগতে পারে মনে ক'রে এলুম··· বলি?

বল। ব'লে শরৎ নিশ্চেষ্টভাবে—তামাক টান্তে লাগলেন।

লোকটি অনর্গল প্লট ব'লে গেলেন। শেষ হ'লে বল্লেন: এর সবটাই সত্যি,—একটুও বানান নয়। কেমন লাগল?

বেশ।

কাজে লাগবে?

দেখি, আজকাল লিখতে মন যায় না।

কথা যখন আর কিছুতেই জমেনা তখন তিনি উঠ্লেন—ক'দিন আছেন? জিজ্ঞেস ক'রলেন।

কালই বোধ হয় চ'লে যাব।

লোকটি বল্লেন, কাল নারিট যাবো—তা' হ'লে এবার আর দেখা হবে না। ফের কবে আস্চেন?

তার ঠিক নেই।

অগত্যা বাবুটি চ'লে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করার পর, শরৎ বল্লেন, এই প্লট নিয়ে তুমি একখানা বই লিখে ফেল।

বল্লুম: আমি শুনিনি·········কি ওর মাথামুণ্ড প্লট·········

শরৎ বল্লেন: আমিও শুনিনি·········প্লেের প্লটের অভাবেই যেন লেখা হয় না। ·········এরা যে কি মনে করে আমাকে! ·········আবার বল্লে সবটাই সত্যি, বানানো নয় একটুও।·········ওদের এখনও সাহিত্য যে কি বস্তু—তারই জ্ঞান হয়নি। অত সোজা হ'লে আর ভাবনা ছিল না।

আবার খানিকটা নিস্তব্ধে কাটল।

শরৎ বল্লেন: কি জানি, প্লট নিয়ে, আর বাস্তব নিয়ে কিছু লেখা যে যায় তা' আমি মনেই ক'রতে পারিনে। আর যারাই এই নিয়ে লেখে তাদের লেখা ব্যর্থ হয়ই হয়।

বল্লুম, প্লটের কথা ছেড়েদি, কিন্তু তোমার ঐ কথা: সাহিত্য যে বাস্তব নয়, এটা বোঝা খুব শক্ত, মনে হয় তোমার কোথায় যেন ফ্যালাসি আছে।

শরৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বল্লেন, কোথাও ফ্যালাসি নেই, তোমাকে নিশ্চয় ক'রে ব'লচি।·········দেখ, বাস্তব জিনিষের বিশেষ কোন আপীল নেই মনের উপর, যদিইবা থাকেত সেটা সাময়িক, ক্ষণিক। লোকে ওটাকে তেমন মন দিয়ে নেয় না পর্য্যন্ত, কত আস্চে যাচ্চে, কটা কথা মনে থাকে? আর মানুষে গ্রাহ্যই কি করে? মানুষ, আসল হচ্চে মানুষ—যে নিত্য দিন, এই পৃথিবীতে ঘটনা গ'ড়ে তোলার মালিক। ধর ইতিহাসের কথাই। আকবর একজন মানুষের মত মানুষ—বিরাট্ বৈচিত্র্য তাঁর চরিত্রে। তাঁর চরিত্র যদি খুব ভাল ক'রে ষ্টাডি করা যায় তো দেখতে পাওয়া যাবে যে, ওঁর রাজত্বের ঘটনাগুলো যেন ঐ চরিত্রের নেসেসারি কনক্লুশন। ও ছাড়া, আর কিছুই ঘটতে পারে না। চরিত্রই বাস্তব;

—ওটিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে ঘটনার সমাবেশ এমন ক'রে করতে হবে যে, ঐটেই সত্যি হ'য়ে ফোটে। দেখ, মিলিয়ে দুজনকে, ধর ঔরঙজেব—ওঁর চরিত্রের বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে—সমস্ত ইতিহাসের ঘটনাই গেল ব'দলে। শিবাজীর সঙ্গে—আকবর হ'লে এমন ব্যবহার করতেন নিশ্চয়ই, যাতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের আয়ু হয়ত বেশ বেড়েই যেত।

বল্লুম, আরো পরিস্কার ক'রে বল, আমাদের জানা লোক নিয়ে—ও দুজনই ত, ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

বেশ, ধর আমরা আমাদের ললিতকে নিয়ে একটা বই লিখচি। ললিতকে কেন আমাদের ভালো লাগে,—কি কি তার গুণ; কোথায় তার দোষ; কিসের জন্যে তার চরিত্র বাস্তব থেকে সাহিত্যে আসতে পারে না, সেইটে আমাদের ষ্টাডি ক'রতে হবে: তারপর, তার যে সব গুণগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেগুলো এমন পরিস্থিতির মধ্যে আনতে হবে যে, সে-গুলো উজ্জ্বল আর মধুর হ'য়ে উঠে। ধর, ললিতের একটা গুণ, সে বড় পরোপকারী। এখন, সেইটেকে দু'তিন দিক দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তার বন্ধু মহেন্দ্র এক সময় তার খুব ক্ষতি ক'রেছে; কিন্তু আজ মহেন্দ্র ভারি বিপন্ন—মহেন্দ্র এসে ললিতকে ধ'রেছে—বাস্তব—ললিত হয়ত' মহেন্দ্রকে তাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ললিত তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে ক্ষমা ক'রে বুকে তুলে নেবে। এইখানে বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যের তফাৎ—এইখানে কল্পনার এলিমেণ্ট এসে প'ড়ল। সাহিত্যকে আমি এমনি ক'রে বুঝি—সাহিত্য বাস্তব আর আদর্শের মাঝামাঝি পথ দিয়ে যায়। একদিন আমাদের সাহিত্যে আদর্শ মানুষের চিত্র অনেক আঁকা হ'য়েছিল কিন্তু সে সব নিছক কল্পনার জিনিষ ব'লে লোকে নেয় নি। আবার অবাস্তব থেকে কল্পনা দিয়ে বাস্তব আঁকতে গেলেও ঠিক হবে না। আর তা' মানুষ কিছুতেই পছন্দ করে না। বহু লেখা আজও তা' ছাড়া অন্য কিছু হচ্চেনা। তাই সে ফটোর মত বাস্তবের নিখুত ছবি তা' মনকে তেমন ক'রে টানেনা আর হ'লেও আর চাহিদাও নেই।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী সামাজিক চিত্র "অধিকারে" মেনকা ও পাহাড়ী সান্যাল। ছবিখানি পরিচালনা কোরেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

খেয়ালী

একটা যেন নদী, আর একটা ক্যানেল—তাদের পার্থক্য, প্রভেদ থাকবেই। একটা কাগজের ফুল আর সত্যিকার ফুলের তফাৎ আছেই আছে। বাস্তব নৈলে সাহিত্য হ'তে পারে না; কিন্তু সে বাস্তবকে দেখার চোখ থাকা চাই, মন থাকা চাই,—সেই চরিত্রকে কঠিন সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলে না—তাতে তোমার মনের রস দিতে হবে, অনুভূতি দিতে হবে—আজকাল দরদ কথাটা বেশ চলচে এই সম্পর্কে। ··কি চুপ ক'রে রইলে যে?

বল্লুম, হজম করছি, কথাগুলো। বুঝিত সব কিন্তু লেখার সময় সরস্বতীর কৃপা না হ'য়ে, হয় গণেশের।

তার মানে ধৈর্য্যের অভাব; কিন্তু আর একটি বিবেচনার অভাব হয় অনেকের। আর সেটি খুব বড় কথা, জন প্রিয়তার দিক দিয়ে।

কি সেটি? জিজ্ঞেস ক'রলুম।

শরৎ বল্লেন: অধিকারী বিচার। এটি বঙ্কিম বাবুর ছিল চৎমকার, আমি ওঁর কাছ থেকে ওটি শিখেছি। ওঁর গোটা কয় চরিত্র নিয়ে অনেকে অনেক কঠিন আর বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছে; কিন্তু আমি জানি যে, বঙ্কিম বাবু ওটি ভুল ক'রে করেন নি, একেবারে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ওটি ক'রে গেছেন, এই উদ্দেশ্যে।

কি রকম?

কার জন্যে লিখছি বই? সেটাও খেয়াল রাখতে হয় হুসিয়ার লেখকের। রাজার কাজ যেমন প্রজা-রঞ্জন তেমনি লেখকের কর্ত্তব্য হচ্চে পাঠকের মন রসে ভিজিয়ে তোলা।

পাঠককে আরম্ভে ক্ষেপিয়ে দিলে তোমার সত্য ভাবণটা হয়ত নিখুঁত হ'তে পারে কিন্তু সেই ভাবণের উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়ে যায়। পাঠকের রুচি, সংস্কার, তার জ্ঞান এবং বোধকে অতিক্রম ক'রে গেলে কিছুতেই চলবে না, এ তোমায় বরাবর বলে আসৃচি। এর একস্‌পেরিমেণ্ট আমি দু-একখানা বইয়ে ক'রে দেখেছি। তার ফলে দেখেছি সেগুলো লেখার দিক দিয়ে ব্যর্থ হ'য়েছে। পাঠকের মনকে আঘাত ক'রে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আমার যদি নিছক সত্যের প্রচার করা কাজ হয়ত—কোন সমাজের কি ধর্ম্মের প্রচারক হিসেবে তা আমি ক'রে বেড়াতে পারি; কিন্তু রস-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ক'রতে গেলে রস মেতে যায়, গেঁজে উঠে!·········

শরৎ একটুখানি চুপ ক'রে বল্লেন: তুমি ভেবে দেখ শেষ-প্রশ্নের যা শেষ হয়েছে—তাই নিয়ে কি রকম হৈ চৈ! কিন্তু আমি ওর কোন শেষ করিনি। কোন বিলিতি ব'য়ে ওর যা' শেষ হওয়া উচিত—তা ক'রে দিলে ও-দেশের লোক হয়ত খুশী হ'ত; কিন্তু এদেশের সে অবস্থার দেরি আছে।······

ঠিক এ' কথাই খাটে কিরণময়ী সম্পর্কে—কিরণময়ীকে আমি কোথাও ছোট কি দুর্ব্বল করিনি; কিন্তু ঐ রকম ক'রে শেষ না করলে, চরিত্রহীন নিজের প্রতিষ্ঠায় আজ দাঁড়াতে পারত না। চিন্তায় আচারে, ব্যবহারে পরিবর্ত্তন আসবে; কিন্তু ততটুকুই আসবে যা দেশের লোকে—অর্থাৎ পাঠকেরা আনন্দের সঙ্গেই নিতে পারবে।

বল্লুম: তাহ'লে কল্পনার কোন স্থান থাক্‌বে না; কথা সাহিত্যের রস-রচনায়?

চিরকালই আছে, আর থাক্‌বেও,—আদর্শ ত চিরদিনই কল্পনার বস্তু, নয় কি? বলেছি ত' সাহিত্যের পথ—আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে দিয়ে রস-সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে চ'লবে। কিন্তু বাস্তব যদি সাহিত্য হ'ত ত কল্পনার স্থান থাক্‌ত না তাতে। বাস্তব কিছুতেই সাহিত্য হ'তে পারে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শরৎচন্দ্র বাস্তবকে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে কি রকমে ব্যবহার করতেন। সেখানে বাস্তবের প্রাধান্য নেই। তাকে ভেঙ্গে চুরে তিনি নিজের গঠনের কাজের উপযোগী ক'রে নিতেন। তাতে সুসজ্জিত কল্পনার রস দিয়ে এমন কিছু দাঁড় করিয়া দিতেন—যাতে বাস্তবের স্থূলত্বের রূঢ় কর্কশতা চ'লে গিয়ে কল্পনার রসমাধুর্য্যে সত্য সুন্দর এবং কল্যাণের সমাবেশ হ'য়ে সাহিত্যের চিরন্তনতার বদলে পাঠকের মনে নিবিড় আনন্দে পুরিপ্লুত হ'য়ে উঠত।

কল্পনার রসান এমন অপূর্ব্ব কৌশলের সঙ্গে তিনি ব্যবহার ক'রতেন যে, সেই সৃষ্টির মধ্যে কৃত্রিমতার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রয়াস সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠতে পারে যে, তিনি হয়ত আর্টের উচ্চ আদর্শকে ক্ষুণ্ণই ক'রেছেন। সে কথা স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার, একের বেশীবার করার তাঁর সাহস ছিল। তিনি আর্ট ফর আর্টস্ সেক—একেবারেই মানতেন না তিনি বিশ্বাস ক'রতেন যে, রস-সৃষ্টির ভিতর সমাজ, জ্ঞান, নীতি এবং ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে!

ওয়াইল্ড ক্লাব

শ্রীমন্মথ রায়

রাত্রি ১০টা বাজল।

মিসেস মাধুরী বানার্জি ডিনার খেয়ে ড্রইং রুমে এসে দাঁড়ালেন—তার চোখে মুখে একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠচে। পেছনে পেছনে এল 'বয়', তার ট্রেতে গরম জল, তুলো, আয়োডিন প্রভৃতি প্রাথমিক সাহায্যের সরঞ্জাম।

মিসেস বানার্জি ॥ উঃ গেলাম! গলায় আমার কি হল! ('বয়' তার 'ট্রে' নিয়ে এগিয়ে এল) কি এনেছিস? আয়োডিন? ইডিয়ট? কি হ'ল আমি বুঝলাম না আর তুই নিয়ে এলি আয়োডিন! সব কাজেই তোমার এমনি বাড়াবাড়ি! নিশ্চয়ই গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে। এ বাবুর্চ্চি দিয়ে আমার চলবে না—মাছে নিশ্চয়ই কাঁটা ছিল... দেখে দেয়নি। ফাইন্—আমি তাকে এক টাকা ফাইন করলাম। উঃ......গলাটা আমার গেল! গরমজল...দাও দেখি একটু গরম জল—(বয়ের ট্রে থেকে গরমজল নিয়ে মুখে দিয়েই ফেলে দিলেন) পুড়িয়ে দিয়েছে—গলাটা আমার পুড়িয়ে দিয়েছে—এত গরম জল কখনো খেতে দেয়! ফাইন! তোমাকে আমি দুটাকা ফাইন করলাম!

বয় ॥ বারো টাকা মাইনে, এ দুটাকা নিয়ে পনর টাকা ফাইন দাঁড়াল এ মাসে! তিন টাকা কি ফিরিয়ে দিতে হবে হুজুর?

মিসেস বানার্জি ॥ কি সাহস! কি দুর্জ্জয় সাহস তোমার! আমার মুখের ওপর কথা! ঐ গরম জল তোমাকে খেতে হবে—এখনি খেতে হবে—খাও—খাও নইলে আসছে মাসের মাইনে থেকে ঐ তিন টাকা কাটা যাবে—(বয় অবলীলাক্রমে সমস্ত গরম জলটাই খেয়ে ফেলল। তা দেখে, সবিস্ময়ে)—খেয়ে ফেললে! সবটা খেয়ে ফেললে। এটা শুধু আমাকে জব্দ করতে! আমি যে গরম জল মুখে দিতে পারলাম না—তুমি আমার 'বয়' হয়ে...সেই গরমজল—

বয় ॥ আপনি হুকুম করলেন—তাইতো আমি—

মিসেস বানার্জি ॥...তোমার জিভ পুড়ে যাওয়া উচিত ছিল। দেখলে না আমি মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম? একটা এটিকেট নেই! আমি যা পারলাম না—তুমি তা—

বয় ॥ আমার জিভ্ পুড়ে গেছে!

মিসেস বানার্জি ॥ There you are! পুড়ে গেছে?

বয় ॥ হাঁ হুজুর।

মিসেস বানার্জি ॥ খুব পুড়ে গেছে?

বয় ॥ হাঁ হুজুর।

মিসেস বানার্জি ॥ যন্ত্রণার কোন লক্ষণ দেখছি না তো?

বয় ॥ চেপে আছি—ভয়ে চেপে আছি।

মিসেস বানার্জি ॥ That's good. যাও, গিয়ে আয়োডিন দাও—এখনি সেরে যাবে।

বয় ॥ তা যাবে। আয়োডিন আনতেই হুজুরের গলার ব্যথা সেরে গেছে।

মিসেস বানার্জি ॥ সেরে গেছে! রাসকেল! ভাগো—ভাগো হিয়াসে! (বয়ের পলায়ন) উঃ গেলাম! গলায় কি কাঁটাই ফুটল, না আর কিছু! মনে হচ্ছে গলাটা চিরে গেছে! উঃ (ফোন করলেন)। হ্যালো, পি-কে ওয়ান টু থ্রি!......... ওঃ গেলাম! প্রাণ গেল! ইজ দ্যাট্ Wild club? ওখানে মিষ্টার বানার্জি আছেন? ছিলেন! কারসঙ্গে ছিলেন বলুন দেখি! মিসেস ব্যানার্জি! আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। মিসেস ব্যানার্জি তো আমি! গলার ব্যথায় মারা যাচ্ছি! তবু

বলছেন মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে ছিলেন? কি? মিসেস সুধা ব্যানার্জি! মাই গড! আপনাদের ক্লাবটি কি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলুন তো Wild club! যা খুশী তাই হচ্ছে, না! মিসেস সুধা বানার্জির স্বামীও তো ওখানে ছিলেন? কি? ছিলেন না? দেখুন—শুনছেন? আপনাদের এই ক্লাবটি ভেঙ্গে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে। দেবেন না? দেন কি না আমি দেখছি। সুধা বানার্জির স্বামী তো একটি আছেন। তাকে আমি সঙ্গে পাব। এমনি অনেক স্বামী—অনেক স্ত্রী আমি পাব। দল-বল নিয়ে আমি যাচ্ছি একদিন আপনাদের ওখানে—দেখে নেব সুধা বানার্জিকে—দেখে নেব আপনাকে—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—রাস্কেল! ছেড়ে দিয়েছে!

[মিষ্টার বানার্জির প্রবেশ।]

মিঃ বানার্জি॥ হ্যালো মাধুরী! হাউ-ডু ইউ-ডু?

মিসেস্ বানার্জি॥ [গর্জ্জে উঠলেন] গলার ব্যথায় আমি মারা যাচ্ছি—আর তুমি কিনা সুধা বানার্জির সঙ্গে—

মিঃ বানার্জি॥ গলার ব্যথা! ও! তাই গলাটা তোমার শাঁখের মতো বাজছে!

মিসেস্ বানার্জি॥ সাট্ আপ্। উঃ, আঃ গলায় আমার কাঁটা ফুটেচে···আর আর তুমি কি না—

মিঃ বানার্জি॥ কাঁটা ফুটেচে—

মিসেস বানার্জি॥ আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। গলার ব্যথায় আমি মারা যাচ্ছি—আর তুমি কিনা Wild clubএ—সুধা বানার্জির সঙ্গে—

মিঃ বানার্জি॥ সুধা বানার্জি নয়—

মিসেস বানার্জি॥ লায়ার! মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? ভাবছো আমি কিছু জানি না?

মিঃ বানার্জি॥ শোনো মাধু—

মিসেস বানার্জি॥ [গর্জ্জে উঠে] যা শোনবার তা আমি শুনেছি। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, শুনব না। এই গলার ব্যথাতেই আমি মরব। গলায় যে কি হল বুঝতে পাচ্ছি না। [কাস্‌তে লাগলেন—] ওঃ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! ডাক্তার বোস্ এর কি আক্কেল—আধঘণ্টা হয়ে গেল কল্ দিয়েছি—এখনো এলেন না! আজকাল সব হয়েছে সমান! যেমন হয়েছে বাবুর্চ্চি তেমনি হয়েছে আয়া—তেমনি হয়েছে 'বয়' তেমনি হয়েছে হাজব্যাণ্ড তেমনি হয়েছে ডাক্তার!

[ডাঃ বোসের প্রবেশ]

ডাঃ বোস॥ গুড্-ইভিনিং মিসেস বানার্জি! গুড-ইভিনিং মিষ্টার বানার্জি! আমি প্রায় দশমিনিট হল আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি—পেসেণ্টকে অবজার্ভ করছিলাম। আমি দেখছি পেসেণ্টকে না জানতে দিয়ে যা জানা যায়—যা দেখা যায়, রোগনির্ণয়ের পক্ষে সেটা অধিকতর মূল্যবান। আপনার গলাটা বোধ হয় চিরে গেছে।·········[কাছে গিয়ে—] হাঁ করুন দেখি—
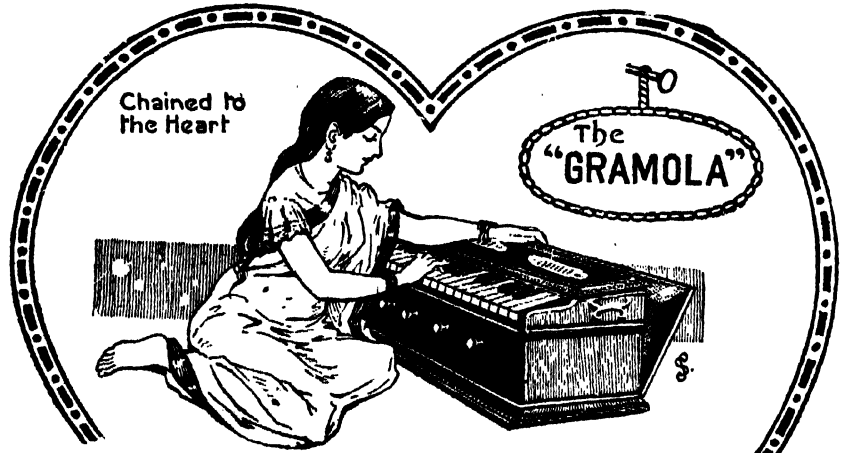
মিসেস বানার্জি ॥ [হা না করে, আতঙ্কে] চিরে গেছে! গলা চিরে গেছে!

মিঃ বানার্জি ॥ যাবে না! রাতদিন যা চেঁচাও!

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জিকে] তুমি থামো। আমার সম্বন্ধে তুমি কোন কথা কইবে না। [ডাক্তারকে] গলা আমার চিরে গেছে?

ডাঃ বোস ॥ [খুব গম্ভীর হয়ে] যদি গিয়ে থাকে তাহলে মুস্কিলে পড়তে হবে। আসুন। হাঁ করুন [ডাক্তার পকেট থেকে যন্ত্রপাতি বের করে দেখলেন। খুব সিরিয়াস-লি] সিরিয়াস!

মিসেস বানার্জি ॥ [আতঙ্কে ঢোক গিললেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ সিরিয়াস!

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জিকে] তুমি থামো। তুমি কোন কথা কইবে না।......[ডাক্তারকে] কি হবে ডাঃ বোস?

ডাঃ বোস ॥ বেশী কথা বলে বলে এই দাঁড়িয়েছে। আজ বোধ হয় খুব চেঁচিয়েছেন?

মিঃ বানার্জি ॥ শুধু আজ কেন—

মিসেস বানার্জি ॥ [মিষ্টার বানার্জিকে] তুমি কোন কথা কইবে না! ওয়াইল্ড! ভ্যাগাবণ্ড!

ডাঃ বোস ॥ [মিসেস বানার্জিকে] কিন্তু আপনিও আর কথা কইবেন না। না—একটি কথাও আর নয়। গলা চিরে গেছে—রক্ত বেরুচ্ছে মনে হচ্ছে।

মিসেস বানার্জি ॥ রক্ত বেরুচ্ছে! বলেন কি!

মিষ্টার বানার্জি ॥ গলার ঝাঁজটাও তাই একটু কমেছে!

মিসেস বানার্জি ॥ সাট্‌ আপ! কথা বলেছ কি আজ রসাতল করব!

মিঃ বানার্জি ॥ না—না, কমেনি।

ডাঃ বোস ॥ শুনুন মিসেস বানার্জি। গলাকে আজ আপনার absolute rest দিতে হবে। কথা কয়েছেন কি গলা দিয়ে রক্ত ছুটবে। গলার ভেতরকার কোমল

পর্দাটা একেবারে ছিড়ে গেছে! কথা কইলেই ওখানে ঘা হবে, পুঁজ হবে, শেষটায় পোকা পড়বে!

মিসেস বানার্জি ॥ [অকাতরে] ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস ॥ না, আর ডাক্তার বোস্‌ও নয়। গলাকে স—ম্পূ—র্ণ বি—শ্রা—ম দিতে হবে।

মিসেস বানার্জি ॥ কতক্ষণ?

ডাঃ বোস ॥ না—না—আর কোন কথা নয়। যা জিজ্ঞেস করবেন—লিখে দিন।

মিসেস বানার্জি ॥ মাই গড!

ডাঃ বোস ॥ না না—মাই গডও নয়। মুখে আর একটি কথাও নয়, সব লিখে—

মিঃ বানার্জি ॥ [ছুটে গিয়ে মিসেস বানার্জির সামনে রাইটিং প্যাড এবং পেন রাখলেন।]

ডাঃ বোস ॥ [বুঝলেন মিসেস ব্যানার্জি এতে চটে গিয়ে এখনি মিষ্টার বানার্জিকে বকতে যাবেন তাই আগে থেকেই—] না-না, কোন কথা নয় মিসেস বানার্জি। কথা কয়েছেন কি গলা দিয়ে রক্ত ছুটবে। আপনার গলার ভেতরকার কোমল পর্দাটা কথা কইলেই ফুটো হয়ে যাবে—তখন রক্ত ছুটবে—ঘা হবে—পুঁজ হবে—পুঁজ হলেই পোকা—কিন্তু তার চেয়েও ভীষণ আপনার বাক্‌শক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে! Complete loss of speech! আমি গিয়ে অষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। রেষ্ট—এবসোলিউট রেষ্ট! মিষ্টার বানার্জি! আপনি পাশেই থাকবেন—খুব লক্ষ্য রাখবেন একটি কথাও যেন উনি না বলেন এমনকি উঃ আঃ এসবও না!

মিষ্টার বানার্জি ॥ আপনি চলে গেলেই উনি—

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জির প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত—কিন্তু এবার আর কোন কথা নয়।]

ডাঃ বোস ॥ মুখ বেঁধে দেবেন। যদি কথা বলেন মুখ বেঁধে দেবেন। রোগীকে বাঁচাতে হবে তো!

মিঃ বানার্জি ॥ [কলিংবেল টিপিলেন।]

[পূর্ব্বোক্ত বয়ের প্রবেশ]

মিঃ বানার্জি ॥ তোরা আজ সবাই আমার পাশে পাশে থাকবি। আজ রাত্রে কেউ তোরা ঘুমুবি নে। বুঝলি?

বয় ॥ [পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা কইল না।]

মিঃ ব্যানার্জি ॥ কথা কইছিস না যে?

বয় ॥ [মিসেস বানার্জির দিকে একবার তাকিয়ে—] জিভ পুড়ে গেছে!

মিঃ বানার্জি ॥ কি খেয়েছিলি?

বয় ॥ গরম জল।

মিঃ বানার্জি ॥ কেন?

বয় ॥ [মিসেস বানার্জিকে দেখিয়ে] হুজুর জোর করে খাইয়ে দিয়েছেন।

মিসেস বানার্জি ॥ [চটে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—]

মিঃ বানার্জি ॥ [তা বুঝতে পেরে]—না—না, কোন কথা নয়। [বয়কে] যা ডাক্তারের সঙ্গে চলে যা—অযুধ নিয়ে আয়—

ডাঃ বোস ॥ তাহলে চললাম। মিসেস বানার্জি! আপনি ভাববেন না। আমার কথামত চললে হয়ত ভালো হবেন—অপারেসন বোধ হয় দরকার নাও হতে পারে!

মিসেস বানার্জি ॥ [হতাশাময় দৃষ্টিপাত। ডাঃ বোসের প্রস্থান। প্রস্থান কালে ডাঃ বোসের এবং ডাঃ বানার্জির ইঙ্গিতপূর্ণ সস্মিত দৃষ্টি বিনিময়।]

বয় ॥ তাহলে বাবুর্চি, খানসামা, আরদালি, ঝাড়ুদার, মেথর সবাইকে পাঠিয়ে দেব হুজুর?

মিঃ বানার্জি ॥ হ্যাঁ—পাঠিয়ে দে...... বারান্দায় বসে থাকবে।

[বয়ের প্রস্থান, প্রস্থানকালে তাহার চোখে-মুখে কৌতুক ফুটে উঠল।]

মিঃ বানার্জি ॥ এইবার মাধুরী, তোমায় বলছি—ওয়াইল্ড ক্লাবে আমার সঙ্গে কে ছিল।

মিসেস বানার্জি ॥ [সরোষে হাত তুলে কথা বলতে মানা করলেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ না না তোমার শুনতেই হবে। চিরটা-কাল তোমারই কথা কেবল শুনে এসেছি। আজ এই একটা রাত যখন কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি—

মিসেস বানার্জি ॥ সাট্—[কিন্তু 'আপ' আর বলা হল না। নিজেই বুঝতে পারলেন কথা বলা উচিত হবে না...এবং বুঝেই তখনি নিজের হাতে মুখ চেপে ধরে বসে পড়লেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ আবার কথা বলতে যাচ্ছিলে! তাহলে দেখছি মুখ তোমার বেঁধেই দিতে হচ্ছে—বয়!.. আচ্ছা, এবার থাক্। হ্যাঁ, কি বলছিলাম! হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি বলছিলে সুধা বানার্জির সঙ্গে আমি ওয়াইল্ড ক্লাবে আজ ডিনার খেয়েছি। তা নয়। প্রথমতঃ সুধা বানার্জি নয়। প্রেমলতা বানার্জি। দ্বিতীয়তঃ প্রেমলতা বানার্জির সঙ্গে ডিনার খাই নি, আমরা নেচেছি এবং গেয়েছি—কি গান... শুনবে?

মিসেস বানার্জি ॥ [অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে রোষ প্রদর্শন করছিলেন।]

[দ্বারের বাইরে খানসামারা এসে দাঁড়াল।]

মিঃ বানার্জি ॥ এই যে তোমরা সবাই এসেছ! বারান্দায় বসে থাক। মেম সাহেবকে নার্স করতে হবে। আমি ডাকলে আসবে।...হ্যাঁ, মাধুরী, এইবার এইবার শোন—গানটি শোন—

"হেসে নাও দুদিন বৈতো নয়!" [গান সুরু করলেন। শেষে নৃত্য। মিসেস বানার্জি নিরুপায় হয়ে দুকানে হাত দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন।]

[—যবনিকা—]

রূপের ধ্যানে তোমায় দেখি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন

রূপের ধ্যানে তোমায় দেখি
প্রাণ-জুড়ানো রূপময়!
তোমার ধ্যানে সুখে থাকি
সব-ভুলানো সুখময়!
ওই শ্যামলে দেখি তোমায়!
ওই আকাশে তোমার শোভায়!
বাতাস বহে মৃদু মৃদু
হাত-বুলানো শুভময়!
তোমার ধ্যানে সুখে থাকি
সব ভুলানো সুখময়!
পত্রে পুষ্পে তোমার হাসি!
পাখীর গানে সুধার রাশি!
কর্ম্মে জ্ঞানে সুরে তানে
প্রাণ-কুড়ানো সুখময়!
নাহি বিভেদ, নাহি ক খেদ
মান-গুড়ানো দুখ ভয়!

—:০:—

অতীত বলেই যা'
পুরানোকে বর্জ্জন করে না
বর্ত্তমান বলেই যা'
নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে না

গান শুনিয়েছেন ঃ

গিরীন চক্রবর্ত্তী
মৃণাল ঘোষ
ভবানী দাস
—আরও অনেকে

মেঘ ও রৌদ্র

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সকালেও আকাশ ছিল বেশ পরিষ্কার; সেই আকাশে যে হঠাৎ এমন গাঢ়ভাবে প্রকাণ্ড বড় মেঘখানা এসে দাঁড়াবে তা নারাণ আশাই করেনি।

বৃষ্টি আসবে—

পাখীরা আকাশে উড়ছিল—মেঘের ভাব দেখে সবাই আশ্রয়ের আশায় নেমে এলো ধরণীর বুকে, আশ্রয়ও মিললো গাছের পাতার মধ্যে।

খোঁড়া নারাণ বসেছিল পথের ধারে, লাঠি গাছটা যদিও তার পাশেই পড়েছিল, তবু তাকে সম্পূর্ণভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্ভরতা তাতে ছিল না। মুখ্যতঃ কোনও মানুষের দরকার, লাঠিটা গৌণ কারণ হতে পারে।

দেখতে দেখতে পথ হয়ে গেল জনশূন্য—দুই একখানা গাড়ি ছাড়া মানুষ বড় একটা দেখা যায় না।

নারাণ এদিক ওদিক চাইলে—তার চেনা মুখ দেখা যায় না কে তাকে কোন আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। একান্ত অসহায়ভাবে সামনের লাঠি গাছটা আঁকড়ে ধরে সে বসে রইলো।

সামনের বাড়ীটার ছাদে একটী মেয়েকে দেখা গেল; কাপড় তুলতে এসেছে। ভোর বেলায় কখন স্নান করে কাপড়খানা শুকাতে দিয়ে গিয়েছিল, আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় সেখানা তুলতে এসেছে।

এই মেয়েটীর মুখখানার 'পরে দৃষ্টি পড়তে খোঁড়া নারাণ চমকে উঠলো।

ঠিক সেই মুখ—

আশ্চর্য্য, মানুষের মত মানুষ থাকে? মন তার জিজ্ঞাসা করে—সেই নয় তো?

কিন্তু না, সে নয়—।

বায়স্কোপের ছবির মত রেখার কথা তার মনে হয়।

একদিন নারাণের পা খোঁড়া ছিল না,—তোমার আমার মতই সে সমান দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতো—দৌড়াতো। সে ছিল সম্পূর্ণ একটী মানুষ, আধখানা পা কেটে তা বাদ দিতে হবে, তারপর রাস্তায় বসে লোকের করুণা উদ্রেক করতে বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের দুঃখ কাহিনী বলতে হবে, ভিক্ষা নিতে হবে, সেদিন সে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

রেখা ছিল ধনী কন্যা, তাদেরই বাড়ীতে নারাণের মা কাজ করতো। রেখার মায়ের সহচরী অর্থাৎ দাসী—যতদূর সম্ভব খোসামোদ করে দেশের মেয়ে নারাণের মা রেখার মার কাছে এইটুকু অনুগ্রহ লাভ করেছিল। বলা যেতে পারে কাজই বা তাকে এমন কি করতে হতো? না করতে হতো বাসন মাজা, জল তোলা, না করতে হতো রান্নাবান্না—যা সাধারণ দাসী শ্রেণীর মেয়েরা করে থাকে। নারাণের মা তাদের চেয়ে উন্নততর কাজ করতো,—রেখার মার কাছে কাছে সর্ব্বদা তাকে থাকতে হতো, তাঁর সব ফাই-ফরমাস তামিল করতে হতো।

রেখার মা মনে করতেন তাকে অনেক কিছু সুখ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, হয়তো হয়েছেও তাই, তবু নারাণের মা মনে করতো সে দাসী ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা তারও অধম। দাসীর সে স্বাধীনতা আছে যাতে সে কাজ ছেড়ে অন্যের বাড়ী কাজ করতে যেতে পারে, কিন্তু ভদ্রকন্যা রেখার মার সাহায্য তাকে সে স্বাধীনতা দেয়নি।

ঠিক এমনই ভাবে মানুষ নারাণ, দাসী-পুত্রের সম্মান ছিল না—মর্য্যাদা ছিল না, সকলের হুকুম মানতে সে ছিল বাধ্য। তবু এরই মধ্যে সে যে কেমন করে প্রভু

কষ্ঠা রেখাকে ভালোবেসে ফেললে, তাই বলাই মুস্কিল।

সে বুঝতে পারেনি এ তার অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সে শুধু জানতো এ কথা প্রকাশ হলে কেবল তারই নয়, তার মারও বিপদ ঘটবে। তারা এখান হতে তাড়িত হলে দুনিয়ায় কোথায়ও তাদের আশ্রয় জুটবে না।

কিন্তু একটা কথা এই—ভালবাসা গোপন করে রাখা চলে না, অন্ততঃ পক্ষে তার মত লোক গোপন রাখতে পারে না।

নারাণ যে কোন ভালো জিনিস পেলে আর কাউকে না দিয়ে সেটা রেখাকে দিয়েই তৃপ্তি পায়, এটা কে জানে কেমন করে সবারই চোখে পড়ে গেল। রেখা পর্য্যন্ত তা বুঝতে পেরেছিল এবং ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল।

সেই দিনই রাত্রে নারাণ যখন বাগান হতে সন্ত ফোটা রজনীগন্ধার তোড়া গেঁথে, ভক্ত যেমন দেবীর মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে আসে, তেমনই ভাবে রেখার ঘরে টেব্‌লের উপর সাজিয়ে রেখে বিছানায় ঘুমন্ত রেখার পানে মুহূর্ত্তের জন্ম চেয়ে বার হয়ে আসছিল সেই সময় তার সামনে দাঁড়ালেন রেখার পিতা তিনি একা নন, সঙ্গে তাঁর চাকর দ্বারোয়ান সব।

নারাণ কিছুতেই বলে বুঝাতে পারেনি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সে কেবল ফুল দিতে এসেছিল।

সে কি প্রহার—

নারাণ অচৈতন্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে রক্ষা করতে এসে তার মাকেও কম আঘাত সইতে হয় নি। তারপরে তাদের স্থান নিতে হল পথে, জীবিকা হল ভিক্ষা—।

এক বৎসর পরে তার মা হাঁসপাতালে মারা গেছে।

নারাণের একটা মাত্র আশ্রয় ছিল মায়ের কোল, সে আশ্রয়ও গেছে। নিজের জন্ম নারাণ কোন দিনই ভাবে নি। মা থাকতে যেটুকু বাঁধন ছিল, তাও কেটে গেল।

জীবিকার্জ্জনের জন্ম সে না করেছে কি—দুনিয়ার যত খারাপ কাজ মন্দ কাজ সবই করেছে—।

যথেষ্ট অর্থ তার হাতে এসেছে, বাবুয়ানাও করেছে, সুখ বা শান্তি কোন দিন পেয়েছে বলে নারাণ আজ মনে করতে পারে না।

সে একদিন সন্ধ্যাবেলার কথা—সেদিন ছিল একদিনকার মত বৃষ্টি ধোওয়া সন্ধ্যা—তার স্মৃতি নারাণের মনে জেগে উঠে, জগতের 'পরে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছিল—।

সে সন্ধ্যায় হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল ফুটনোন্মুখ একরাশি রজনীগন্ধা ফুল—।

নিজেকে ভুলে সে মদ খেয়েছিল প্রচুর, এত বেশী খেয়েছিল যাতে সে মোটে দাঁড়াতে পারছিল না—তবু সে টলতে টলতে চলছিল পথ বেয়ে—

একটা গানের একটা লাইন ছিল তার মুখে—

পেয়ে মানিক হারিয়েছি মা—
আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।

"এই এই—রোখো—রোখো—" বলতে বলতে একখানা মোটর এসে পড়েছিল তার উপরে—

সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো মোটরের মধ্যে একটী মেয়ে, সে রেখা। যে লোকটী মোটর চালাচ্ছিল, তারই পাশে সে বসেছিল—।

একটা গলির মুখ, আলোও সেখানে বেশী ছিল না, লোক জনও কম—।

"রেখা—"

আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটী তার পানে চেয়েছিল, সে চাহনীটিই শেষ। লোকজন এসে পড়বার আগেই মোটর খানা নিমেষে গলির পথে অন্তর্হিত হয়েছিল।

একখানা পা তার কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

জীবনে সে বেঁচেছে, কিন্তু সে একেবারে অকর্ম্মণ্য, বিরাট বোঝা শুধু বইছে।

আকাশের মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল দমকা হাওয়ার স্পর্শ লেগে—

ছেঁড়া মেঘের ফাঁক হতে এক ঝলক রৌদ্র আচমকা হাসির মত ধরার বুকে ছড়িয়ে পড়লো।

সামনের বাড়ীটার বারাণ্ডায় টবে রজনীগন্ধা গাছে ফুলগুলো বাতাসে দোলন খাচ্ছিল। তার পানে চেয়ে চেয়ে নারাণের চোখ জ্বালা করতে লাগল। তবু আজও সে ভালোবাসে—সেই মেয়েটীকে—সেই নিষ্ঠুর মেয়েটীকে।

সে সুখী হয়েছে তা নারাণ জানে—বিবাহিতা জীবন যাপন করছে তাও সে জানে। হয়তো হঠাৎ আবার কোনদিন তার সঙ্গে এই পথের ধারেই দেখা হয়ে যাবে, সেই ক্ষণটীর আশা সে করে।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা চলছে—মেয়েটী ছাদ হতে কাপড় তুলে নিয়ে চলে গেছে।

নারাণ স্বপ্ন দেখছে রজনীগন্ধার, সে যেন এক গোছা রজনীগন্ধা এনে দিয়েছে, রেখা একটু হেসে ফুলগুলো নিয়ে মাথায় পরছে।

—:০:—

যেন

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিদায় বেলায়
অকথিত সব রহে যায়।
শুধু রেখো মনে
কত ব্যথা দূরে মরে ঘুরে—
ফোটে যেন বিরহেরি সুরে
সে ব্যথা গোপনে
আগামী চাঁদের মধু-স্বপনে।

তখন ভুলোনা প্রিয় তাহারে
বিনতি জানায় যেবা আড়ালে।
মিনতি-মলিন দিঠি ভরে'
স্মৃতির সুবাস যেন ঝরে।
থেকে থেকে স্তব্ধ দুপুর
ভরে যেন অন্তরপুর—
ছলছল ভরা নদীতে
আনে যেন তারি ব্যথা চিতে—
তব চোখে পড়ি' ম্লান রবি
আঁকে যেন তারি মুখছবি।
তখন সাজিয়ো তুমি চম্পক বসনে,
প্রসাধন কোরো তারি গন্ধিত স্মরণে।

—:০:—

N. I. P.

উপরে : নিউ থিয়েটার্সের "অধিকার" চিত্রে মেনকা, যমুনা ও পাহাড়ী সান্যাল। ছবিখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

দক্ষিণে : ফণি মজুমদার পরিচালিত "সাথী" চিত্রে সাইগাল, কানন প্রভৃতি।

প্রয়োগ-শিল্পী : ফণী বর্ম্মা

*

চিত্র-শিল্পী : প্রবোধ দাস

*

শব্দ-যন্ত্রী :
নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

ভূমিকায় : সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, মৃণাল ঘোষ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস লিঃ
কলিকাতা

প্রয়োগ-শিল্পী : হরি ভঞ্জ ঃ ঃ চিত্র-শিল্পী : যতীন দাস

শব্দ-যন্ত্রী : গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবনী চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী : হেমেন্দ্র রায়

ভূমিকায় : লীলা হালদার, সুহাসিনী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্সের পরবর্ত্তী আকর্ষণ, পৌরাণিক কথা-চিত্র—

প্রয়োগ-শিল্পী এবং প্রধান অভিনেতা ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী

Layout By N. I. P.

নির্বিঘ্ন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

কিছু ভালো লাগেনাকো, পড়াশোনা, নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া ;
সুরহীন জীবনবীণার তারগুলো
বাজে নাকো তেমন মধুরে।
'টকি' শুনি সপ্তাহে ৩ দিন ;
মাঝে মাঝে 'লেকে' যাই, নিয়মিত ফুঁকি সিগারেট ;
তবুও লাগে না ভালো ; কোথা আলো, দীপ্ত, অচপল,
প্রাণের বিজন-গেহে কল্যাণের অমৃতপ্রদীপ।
অগণ্য প্রদীপজ্বালা রূঢ় এই মহানগরীর
গূঢ় অন্ধকার মাঝে অন্ধ হ'লো অন্তরের আঁখি।
অলঙ্কৃত শবাধার কলিকাতা, নিরুদ্ধনিশ্বাস
বিগলিত শবের কবর ; মোরা তা'য় কৃমীকীট।
আবরিয়া ক্লিষ্টতনু লজ্জাহীন আন্দির জামায়,
দেঁতো হাসি মুখে আনি' কহি বাণী রবীন্দ্রনাথের।

* • •

শতকরা পঁচাত্তর কোনোরূপে হবে রাখিতেই,
কাজেই কলেজে যাই, ক্লাসে বসি, শুনি শকুন্তলা
মিশরের মমি সম শুষ্কদেহ, লুপ্ত প্রাণরস,
প্রফেসর উচ্চারিছে শ্লোক,
যৌবনের করুণ কাহিনী।
কখনো বা শুনি 'মনু', বৃদ্ধ ভারতের
পূতি গন্ধ আলস্যের অজস্র বিকায়,
যুগান্ত সঞ্চিত বর্ব্বরতা।
'কনক আসনে বসি দশানন বলী'
কাঁদে নিত্য বাংলা ক্লাসে, নাহি জানি, হায়,
কবে যে সে ক্ষান্ত হ'বে।
কবিবেশ মহি বোস ইংরাজির ক্লাশে
করে নিত্য কাব্য-ব্যবচ্ছেদ।
কভু প্রভঞ্জন ভাবী মৃদুহাসি দত্ত মহাশয়
পদ্য হতে পদ্যান্তরে লম্ফ দেন নয়ন-রঞ্জন।
Ladyগণ সনাতন আদর্শের পথে
নতমুখী, নীরব ভাষিণী।
মোরা যেন কেহই আসিনি এ কলেজে,
এহেন মনের ভাব।
বন্ধুগণ কেহ কবি, কেহ সাধু পাগলাটে কেহ,
কারো প্রাণে আদিরস তুলেছে তুফান,
নির্জ্জন প্রান্তরে ব্যানজো বাজান।

* • •

এখনো তো মনে পড়ে শান্ত এ হৃদয়ে
কোমল তরঙ্গ তুলি' স্বর্গের বাতাস
গাহিত কী অমল সঙ্গীত !
পবিত্রতা, শুভ্র নিরমল
অসংশয় স্নেহময় মন
কোথায় মিলাল ধীরে।
এখনো পড়িছে মনে কী শুভ প্রভাতে
নবীন সূর্য্যের আলো কৈশোরের স্নিগ্ধ নীলিমায়
অরুণিল অকস্মাৎ। মনের গহন বনতলে
সুপ্ত ছিল যে সঙ্গীত, কমকর পরশে তাহার
জাগিল সে মধুর গৌরবে।
আলোকে সঁপিল সুর, শব্দেরে করিল দীপ্তিময়,
গীতার দানিল ছন্দ, অপূর্ব্ব করিল সামান্যেরে
সুদূরের মোহ সঞ্চারিয়া।

* • •

সে মোহ কাটিয়া গেছে ; যতদূরে আঁখি মোর ধায়,
হেরি শুধু প্রাণহীন বাস্তবের বিমূঢ় কঙ্কাল।
কী লভেছি তা'র ফলে ! কোন্ ধন দিয়াছে সে জ্ঞান
সুবঙ্কিম দেহযষ্টি, তিক্ত মন অশান্ত, চঞ্চল,
আঁধারের গ্রাস হতে নিবু-নিবু প্রদীপশিখার
নিত্য শঙ্কা, ব্যর্থ নিবারণ !

* • •

হে প্রকাশ ! হে মোর ঈশ্বর !
হানো তব অগ্নিখড়্গ, টুটুক এ কালো আবরণ,
বিষণ্ণ, বৈচিত্র্যহীন ! জীবনের অকাল সন্ধ্যায়
আবার তোমাতে জাগি পরিপূর্ণ মেলিয়া নয়ন,
নিশীথ-প্রসুপ্ত পাখী জাগে যথা প্রদীপ্ত উষায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম

Where Angels fear to tread !

অশনি

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। কাজেই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা, তাহাই ফলিতেছে। শনির দলের কেহবা রোহিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে আর্টিষ্ট ছিলেন না, তাহাই ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বঙ্কিমকে ডাহা যৌনতান্ত্রিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেহ "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে, ইঁহাদের মনে যে দিন-দিন নবনব তত্ত্ব গজাইয়া উঠিতেছে, তাহাই ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অবলীলাক্রমে আরোপ করিয়া অসহায় বঙ্গীয় পাঠককে নূতন কথা শুনাইবার জাঁক করিতেছেন। বাস্তবিক, ইঁহাদের নবনব-উন্মেষশালিনী ছুষ্ট বুদ্ধি দেখিয়া হাসি পায়। ভাদ্রের সংখ্যা শনির কাগজখানাতে কি কারণে জানি না, এবার আর মোহিতলাল-সত্যসুন্দর-সুশীলকুমারের দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস পড়িতে না পড়িতেই—"একস্য দুঃখস্য না যাবদন্তং"—স্বয়ং সম্পাদক সজনীকান্তকে শনির 'মুখপাত' রক্ষা করিতে মরিয়া ভাবে রঙ্গস্থলে দেখা গেল। সজনীকান্তেরও নবনব রূপ, নবনব ভাব; কখনও দেখি, খিস্তিভাব, কখনও কপিভাব, কখনও বা বাণুভাব। এবার দেখিতেছি, পাত্রীভাব। তা, শ্রীরামপুরের স্থান-মাহাত্ম্যে শনির বাছনির মিশনারি—ভাবটা খুলিয়াছে ভাল।

রসরাজ অমৃতলাল একবার লিখিয়াছিলেন—

কুঁচো চিঙ্গড়ির সেজো দাদা তারও
একটাকা সের,
তার উপরে মেছোর মেয়ের আছে
দাঁড়ীর ফের!

সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে যে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদিত হইয়া বাহির হইবে বলিয়া প্রকাশ, সজনীকান্ত হইতেছেন সেই অনুষ্ঠানের সেজো কর্ত্তা। বর্ত্তমান সাহিত্য-মেছোহাটের মেছুনীরা দাঁড়ী পাল্লার ফের কসিয়া ইতিমধ্যেই কুঁচো চিঙ্গড়ীর সেজো দাদাকে টাকা-টাকা সেরে দাঁড় করাইয়াছে। সেই দর যাহাতে পোক্ত থাকে, বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্পাদনের 'সেজো কর্ত্তামি' যাহাতে অযোগ্যপাত্রে ন্যস্ত বলিয়া লোকে না মনে করে, সেই জন্যই ইন্দুকান্ত সজনী শেওড়াফুলি হইতে আরম্ভ করিয়া গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সভার সভাপতি হইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর নব নব আলেয়া-পাত করিতেছেন। কর্ম্মী ও ত্যাগী পুরুষের এইরূপ "পাত" সাহিত্য-মেছোহাটায় দুর্ল্লভ—মেছুনীদেরও ঈর্ষ্যার বস্তু! শ্রীরামপুরের বঙ্কিম শতবার্ষিকী সভায় সভাপতি সজনী দাস অমিতবিক্রমে বাহ্বাস্ফোট করিয়া শ্রীরামপুরবাসীদের "থ" বানাইয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে কলিকাতা ও অন্যান্য জেলার লোকেরাও সেই বাহ্বাস্ফোটের বীররস হইতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য পর পর দুইবার, 'আনন্দবাজার' ও 'শনিবারের চিঠি'তে, সেই বীররসের পরিবেশন করিতে কৃপণতা করেন নাই। কান্তদাস বলিয়াছেন—"অথচ কুত্রাপি দেবতত্ত্ববিষয়ে বঙ্কিমের এই লেখাগুলির উল্লেখ দেখিনা কেন? • • • অথচ এটি একটি বৃহৎ গ্রন্থ, বিষয়ের গুরুত্বের দিক্ দিয়া বোধহয় বঙ্কিম-রচিত বৃহত্তম গ্রন্থ। আমি আজ বঙ্কিমের শেষ জীবনের এই বিলুপ্ত কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় দিয়া বিস্মৃতি পুরাতনকে নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিতেছি; • • 'হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতত্ত্বে'র সন্ধানও দিতেছি।" কান্তদাসের ভাবটা এই—"তোমরা ত এ খবর জানিতে না বাবা, হুঁ হুঁ, দেখিতেছ ত, আমি কেমন কেলেবর হইয়াছি!" কিন্তু আসল কথাটা এই যে, কান্তদাস সজনীবাবু তাঁহার গোবেষর্ক বাণুলীলার অন্ত লীলায় সেকালের বঙ্কিম আমলের "প্রচার" পত্রের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাও বেশী নয়, চারিখণ্ড "প্রচার"এর প্রথম খণ্ডখানি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের পোনর আনায় মাছি মারা কেরাণী-বৃত্তির কণ্ডুয়ন করিয়াছেন। ইহাতেই আস্ফা কত? যে কেহ "প্রচার" পত্রের প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সামান্য কয়খানি পাতা পড়িয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, শনির বাণু পণ্ডিতের কেরামতি কতটুকু। বঙ্কিমের ঐ লেখাগুলি আদৌ বৃহত্তম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সে পরিচয় আমরা পরে দিতেছি। তাহার পূর্ব্বে বাণুপণ্ডিত তাঁহার কেরামতির ভনিতা করিতে গিয়া নিজের মৌলিক বিদ্যা যেরূপ মাঠময় করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় গোড়াতেই দিয়া রাখা ভাল।

বাণু-পণ্ডিতের গৌরচন্দ্রিকা:—"যে চারিজন মহাতাপসের প্রতিভায় এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে • • • আমরা তাঁহাদের

কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিয়া ধন্য হইতেছি। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন এবং বঙ্কিমের আবির্ভাব ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত থাকিত। • • বঙ্কিমচন্দ্র • • এই কারণে এই রত্নচতুষ্টয়ের • মধ্যমণি। বরফ ও বাষ্পের মাঝখানে তিনিই তরল প্রাণধারা। খনির তিমির গর্ভে যে কঠিন হীরকদ্যুতি আমাদিগকে প্রতিহত করে এবং অনন্ত আকাশলোকে যে অদৃশ্য আলোকের আমরা নাগাল পাই না, একাধারে তরল এবং সংহত করিয়া সেই কঠিন এবং বায়বীয়কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় সূর্য্যালোক-রূপে দিশাহীন মানব সমাজে বিকীর্ণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধরিতে পাই, ছুঁইতে পাই বলিয়াই বেশী ভালবাসি। এবং ভালবাসি বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিচারে আমাদের ভুল হয়।" এখন দেখা যাক্—আমরা মাত্র ঐ কয়েকটি অমূল্য ছত্র হইতে কতগুলি অমূল্য নূতন কথা শিখিলাম :—

(১) মহাতাপসদের এতদিন ধরিয়া তপস্যার কথা শোনা যাইত—এখন দেখা যাইতেছে, তাহা ভুল কথা। মহাতাপসদের "প্রতিভা" থাকে এবং বোধ করি সে "প্রতিভা" বাণু-পণ্ডিতের মস্তিষ্কের মত মস্তিষ্কে জটা বাঁধিয়া বাসা করিয়া থাকে।

(২) বিদ্যাসাগর মধুসূদন ছিলেন "বরফ" এবং রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন "বাষ্প"—ইঁহাদের মাঝখানে বঙ্কিম ছিলেন "তরল প্রাণধারা।" বাস্তবিক, এই উপমার দাপটে কবি কালিদাস পর্য্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইবেন! কি বরফ জলময়া উপমা! আমরা ত এতদিন বিদ্যাসাগর-মধুসূদনকে আগুন বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু বাণুদাস ইঁহাদের একবারে "বরফ" বানাইয়া ছাড়িলেন! "কুলপী বরফ" করিলে আরও ভাল হইত নাকি?

(৩) "হীরকদ্যুতি" অত্যন্ত "কঠিন" বস্তু এবং আকাশলোকের আলোক অদৃশ্য হইলেও বায়বীয় পদার্থ—টুস্‌কি দিলেই বাষ্পের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ছেঁদা হইয়া টস্ টস্ করিয়া ঝরিতে থাকে!

(৪) কঠিন হীরকদ্যুতি ও বায়বীয় আলোক একাধারে তরল এবং সংহত করিলেই "সূর্য্যালোক" প্রস্তুত হয়,—ঢেঁকি দিয়া চূর্ণ করিলে, বোধ করি সস্তায় বস্তা বস্তা মিলেতে পারে!

(৫) যাহাকে ধরিতে পাই এবং ছুঁইতে পাই তাহাকেই বেশী ভালবাসিতে হইবে। চোর ডাকাত বাটপাড়দের খবরদার কেহ ধরিবেন না এবং ধরিলেও ছুঁইবেন না—বেশী ভালবাসিয়া শেষে কি ধনে-প্রাণে মারা যাইবেন!

(৬) ভালবাসিলেই বিচারে ভুল হইবে। অতএব সাবধান, কাহাকেও ভালবাসিবেন না—মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সকলকেই ঘৃণা করিবেন, তাহা হইলে আর তাহাদের সম্বন্ধে ভুল হইবে না। শ্রীরামপুরবাসীদের দেখিতেছি অসীম ধৈর্য্য অথবা দুরন্ত আতিথেয়তা! নতুবা এমন "রাবিশ" তাঁহারা বরদাস্ত করিলেন কি রূপে? সভাপতির লম্বকর্ণের নাগাল কি তাঁহাদের আয়ত্বের বাহিরে ছিল?

বাণু-পণ্ডিতের প্রবন্ধের বিষয় "বঙ্কিম চন্দ্রের ধর্ম্ম"। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় লেখা ছাড়া আর যাহা কিছু বাকি রহিল তাহাই প্রকারান্তরে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, বাণুদাসের প্রবন্ধের আকার বড় হয় কেমন করিয়া? তাই, বাণু-পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত অসম্মানসূচক প্রলাপ বাক্যগুলি লিখিতে লাগিলেন এবং পাছে বঙ্কিমের প্রতি অভক্তি জনসমাজে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে, মাঝে মাঝে মিঠাবুলির বুঁদ ছাড়িতে লাগিলেন :—

(১) "আমরা কখনও তাঁহাকে (বঙ্কিম চন্দ্রকে) রূপলালসায় দগ্ধ হইয়া উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে দেখিতে পাই"………

(২) "দেশ-মাতৃকার চরণে সমর্পিত-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রেরও মধ্যে মধ্যে দেখা পাই"—

(৩) "নবকুমার হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপ বাঙালী-পাঠকসমাজে পরিচিত—তিনি আমাদের শিশু-মনের গল্পশোনার অশেষ আগ্রহ কতকটা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া।"

(৪) "'বঙ্গদর্শনে'র যুগে মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে নাই, তিনি তখনও শিক্ষানবিশী করিতে ছিলেন।"

ঐরূপ আরও অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য বাণু-পণ্ডিতের ক্ষুদে লেখাটার ভিতর বিস্তর আছে। সে সকল সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। তাহার প্রয়োজনও নাই। আমরা শুধু ইহাই মাত্র বলিতে চাই যে, যে পণ্ডিত, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে দেশ-মাতৃকার চরণে সমর্পিত-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রকে "মধ্যে মধ্যে" দেখিতে পান, প্রতি ছত্রে দেখিতে পান না এবং যিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের দপ্তর লিখিয়া শিশুমনকে গল্প শোনাইবার "বিষ্ণুশর্ম্মা" মাত্র বলিয়া চিনিয়াছেন, তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের "জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে নাই"! 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর'! যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের যুগে সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে একছত্র প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, তথা নব্য-বাঙ্গালার জন্মদাতা বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন, যে বঙ্গদর্শনের অসামান্য আধিপত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই সে-দিন স্বয়ং নিষ্ঠা-পূর্ব্বক কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাণুদাসের ঐ উক্তি যে কতদূর হাস্যকর তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি?? বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই শ্রেণীর জীবদের উপর বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদনের ভার দিয়া কি মহাপাপ করিয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন কি?

ইহার পর, বাণু-পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমজীবনে উপন্যাস ও সাহিত্য লিখিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। "উপন্যাসের শর্করাবরণে তাঁহার সাধনালব্ধ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছিল না, ইহা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন"। "সীতারাম উপন্যাস প্রকাশে "তাঁহার যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল"। "উপন্যাসপ্রিয় সাহিত্যরসিক পাঠকগণের" কাছে তাই নাকি তিনি "জবাবদিহি" করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। "এই সময়ে অকস্মাৎ একটা হতাশা অনুভব করিয়া

ছিলেন। এই সময়ের কথায় তিনি বলিয়াছেন—

আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। আমার জীবনের কতক বড়-শিক্ষাপ্রদ.........আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতিগতি অতি-আশ্চর্য্য রকমের। [সাধনা, শ্রাবণ ১৮৯৪]" বাগ্‌-পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের "হতাশা" কেমন 'সাধনা' হইতে 'কোট্' করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন, দেখিলেন ত? 'সাধনার' কোটেশন-টুকুর ভিতরে 'হতাশা'র কোনও লক্ষণই ত আমরা দেখিলাম না এবং আশা করি বাগ্‌দাস ভিন্ন অন্ত কেহই তাহা দেখিতে পাইবেন না। এইরূপ তালকাণাভাবে রবীন্দ্রনাথের একটি কোটেশন তুলিয়া প্রবন্ধের অন্ত একস্থানে বাগ্ম-পণ্ডিত ল্যাজে-গোবরে হইয়াছেন। "সীতারাম" উপন্তাস-প্রকাশে তাঁহার কোন সঙ্কোচই ছিল না। প্রচারের প্রথম খণ্ডে ৩৬২ পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণ আছে,—"স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা উপন্তাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্তাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। "সীতারাম" বন্ধ হওয়ায় অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে "সীতারাম" পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।" "প্রচারের" যে খণ্ডখানি লইয়া সজনীকান্ত এত "নপড়-চপড়" করিয়াছেন, উহাতেই ঐ কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কৈ, উপন্তাস-প্রকাশের জন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও "পবিত্র অনুতাপের" চিহ্নও-ত উহাতে দেখা গেল না। অথচ প্রচারের ঐ খণ্ডতেই সজনীবাবু কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত (?) বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখাগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ লেখাগুলি আদৌ বৃহত্তম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। উহা প্রচারের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে সজনীবাবু কৃত নির্ঘণ্ট এবং প্রচারের প্রথমখণ্ডের সূচী পাশাপাশি তুলিয়া দিতেছি। পাঠক সহজেই সকল কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন এবং সজনীবাবুর বিদ্যা ও বাহাদুরীর অবশ্যই তারিফ করিবেন:—

সজনীবাবু কৃত "হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্ব" গ্রন্থের নির্ঘণ্ট।

১। হিন্দুধর্ম্ম, ২। বেদ, ৩। বেদ, ৪। বেদের দেবতা, ৫। ইন্দ্র, ৬। কেন্ পথে যাইতেছি, ৭। বরুণাদি, ৮। সবিতা ও গায়ত্রী, ৯। বৈদিক দেবতা, ১০। দেবতত্ত্ব, ১১। দ্যাবা পৃথিবী, ১২। চৈতন্তবাদ, ১৩। উপাসনা, ১৪। হিন্দু কি জড়োপাসক? ১৫। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা, ১৬। বেদের ঈশ্বরবাদ, ১৭। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই।

প্রচার, ১২৯১, প্রথম খণ্ডের সূচী।

বেদ:—

বেদ

বেদের দেবতা

ইন্দ্র

কোনপথে যাইতেছি

বরুণাদি

সবিতা ও গায়ত্রী

বৈদিক দেবতা

দেবতত্ত্ব

দ্যাবা পৃথিবী

চৈতন্তবাদ

উপাসনা

হিন্দুধর্ম্ম

হিন্দু কি জড়োপাসক?

সজনীকান্তবাবু "প্রচারের" সূচী কপি করিতে গিয়াও মাছি-মারা কেরাণীর কাজ করিয়াছেন। প্রচারের সূচীর Sub-heading "বেদ"-এর নীচে 'বেদ' ইতি-প্রবন্ধের নির্দ্দেশ আছে। কান্তবাবু তাঁহার নির্ঘণ্টে সেইজন্ত (২) ও (৩) সংখ্যক বিভাগে দুইবার "বেদ" লিখিয়া গোবেষণার "গোবেড়ন" করিয়াছেন। মোট অধ্যায়ের বিভাগ ১৬ হইবে, ১৭ নয়। সজনীবাবু-কৃত বিভাগের শেষ তিনটি নিবন্ধ "প্রচারে"র দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। "বেদ" নামে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ 'প্রচারের' দ্বিতীয় খণ্ডে, ২২০ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নহে। এই প্রবন্ধের শেষে লেখক "হিন্দু" এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত বেদ সম্বন্ধীয় লেখাগুলিরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ তীব্র প্রতিবাদ। বস্তুতঃ, এই লেখাটি 'প্রচারে' প্রকাশিত হইবার পর, বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখা এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন। ইহাও সজনীবাবু কর্ত্তৃক পরে উত্থাপিত "বিস্ময়কর প্রশ্নের" একটি উত্তর।

সজনীকান্তের লিখিত প্রবন্ধে (শনি-বারের চিঠির ৬৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) বঙ্কিমবাবুর যতগুলি লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে প্রচারের উপরোক্ত প্রথম খণ্ডের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে আছে:—

১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা (ধর্ম্ম এবং সাহিত্য), ২১ ২২ পৃষ্ঠা (হিন্দুধর্ম্ম), ১০৭ পৃষ্ঠা (বেদ), ২০১-২০৩ পৃষ্ঠা (কোন পথে যাইতেছি), ৩৬৬ পৃষ্ঠা (দ্যাবি পৃথিবী), ৩৭৫-৩৮০ পৃষ্ঠা (চৈতন্তবাদ)। শনিবারের চিঠির ৩৭৮ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৬৭৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যেটুকু 'কোটেশন' আছে, তাহা প্রচারের দ্বিতীয় খণ্ড ৭৪-৭৯ ও ২৭৮ পৃষ্ঠা হইতে আহরিত।

পাঠক এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, শনির বাগ্‌-পণ্ডিত তাঁহার বহু ঢক্কা-নিনাদিত

গোবেষণার inspiration কোথা হইতে draw করিয়াছেন। আহা! বেচারী এই Discovery-র "আনন্দে অধীর হইয়া সভাপতির কর্ত্তব্য সঠিক পালন করিতে" পারে নাই! কিন্তু বেচারী হইলে কি হয়, বাপুদাসের জ্যাকামি ষোলআনা। "প্রচার" হইতে Discovery জনসমাজে পুনঃ প্রচার করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন, অথচ সোজাসুজি সে কথা প্রবন্ধের কুত্রাপি স্বীকার করিলেন না। ইহা না হইলে, গোবেষণা! সজনীকান্ত এইবার প্রশ্ন তুলিয়াছেন, বঙ্কিমের ঐ দেবতত্ত্ববিষয়ক লেখাগুলি বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইল কেন? ঐ লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল না কেন? "এই বিস্ময়কর প্রশ্নের সমাধান" তিনি কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। চেষ্টা করিলে, পাইতেন বৈকি, কিন্তু সে-কথা আমরা আজ এখানে বলিব না। ঐ সকল লেখা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল বৈ কি, কিন্তু "কাঙালকে শাকের ক্ষেত" আমরা সহজে দেখাইতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু সে যাহা হউক, সজনীকান্ত তাঁহার অসীম মেধা বলে ঐ "বিস্ময়কর প্রশ্নের" সমাধানও করিয়া ফেলিয়াছেন। 'যে মনোবৃত্তি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বেদ ও বেদোক্ত দেবতাদের * * * সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে নাকি তৎকালীন 'ধার্ম্মিকেরা' বিমুখ হইয়াছিলেন। "বঙ্কিমচন্দ্র সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সত্যকে প্রচলিত হিন্দুসমাজ ভয় করে"—ইহাই সজনীকান্তের সমাধান। কিন্তু "প্রচলিত হিন্দুসমাজ" ভয় করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় পুরুষসিংহ ভয় পাইবেন কেন? অন্যে যাহাই ভাবুক, তিনি যাহা সমীচীন বলিয়া বুঝিতেন, তাহা কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজে যাহা ভুল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অবশ্যই পুনঃ প্রচার করিতেন না। তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র" ধর্ম্মগ্রন্থ-হিসাবে ধার্ম্মিকদের মনঃপূত হয় নাই, তথাপি উহা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন কেন? 'সাম্য' পুস্তিকাখানির সিদ্ধান্ত যখনই তিনি আগাগোড়া ভুল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখনই তিনি লিখিয়াছিলেন—"একণে সেই "সাম্য" শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি।" দেবতত্ত্ব বিষয়ক ঐ লেখাগুলির পর 'প্রচার' আরও দুই বৎসর বাহির হইয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রও আরও সাত আট বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার আরব্ধ দেবতত্ত্ববিষয়ক প্রস্তাবের শেষ করিলেন না কেন, বা তৎসম্বন্ধে একছত্রও আর লিখিলেন না কেন? আমাদের বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র যে কারণে "দেবী চৌধুরাণী"র স্বয়ং ইংরেজি অনুবাদ করিয়াও, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অনুরোধ সত্ত্বেও, উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই, ইহাও সেই একই কারণ সঞ্জাত। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবী চৌধুরাণীর ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইলে, সাহেবরা হিন্দুর বহুবিবাহের খুঁৎ ধরিয়াই মাতামাতি করিবে, অন্ত সার-কথা কিছুই বুঝিবে না। শুধুই খোসা লইয়া টানাটানি করিবে। তিনি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে সজনী-জাতীয় পাঠক ও লেখকদের মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেই লিখিয়াছেন—"আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরিত মনে করি না"—অমনই সজনীকান্ত লাফাইয়া উঠিয়াছেন! এইত তাঁহাদের মত প্রচ্ছন্ন অবুঝ-সবুজদের মুখরোচক কথাই বটে! কিন্তু ইহার পরই, বঙ্কিমচন্দ্র ফুট-নোটে যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা সজনী বাবু বোধ করি চালাকি করিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়াছেন—"যাঁহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।" কিন্তু সে কথা কে শোনে? তাই, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দেবতত্ত্ব বিষয়ক লেখাগুলির গভীর মর্ম্মকথা কেহই বুঝিবে না, শুধুই খোসা লইয়া টানাটানি করিবে। সেইজন্যই তিনি উহাদের পুনঃপ্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে পরে আর একটি কথাও কহেন নাই।
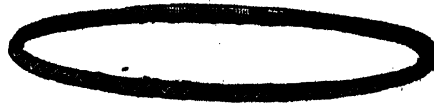
এতদ্ব্যতীত, আর একটি কারণ এই যে, দেবতত্ত্ব ও বেদ-বিষয়ক লেখাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"হিন্দু" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া জনৈক লেখক "বেদ" সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির সারবত্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের উপনীত সিদ্ধান্তের ভুলগুলি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি ঐ লেখকের লেখার কোনও প্রতিবাদ আর করেন নাই। বিশেষতঃ, মত পরিবর্ত্তন হইলে বা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে, বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বের লেখা আর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেন না, অথবা নূতন করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে এই কথা খাটে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র", ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত "বিবিধ সমালোচনা" নামক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, পরে প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পায় নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" এই উভয়ের মধ্যে যে আলো ও অন্ধকারের মত ছিল—প্রভেদ ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত দেবতত্ত্ব ও বেদবিষয়ক প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস পূর্ব্বে লিখিত Vedic Literature নামক দুইটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই Vedic Literature গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত দেবতত্ত্ব ও বেদবিষয়ক সন্দর্ভগুলি স্বতঃই বাতিল হইয়া যাইবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি আর ঐ লেখাগুলি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই, বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন নাই। ইহাই বাণুদাস-কর্ত্তৃক উত্থাপিত "বিস্ময়কর প্রশ্নের" প্রকৃত সমাধান। এই প্রসঙ্গে—"বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডের" ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের উপরোক্ত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। সেই লেখাটুকু এই:—"সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটিমাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।" আশা করি, ইহার পর বাণুদাস-উত্থাপিত কুতর্কের কথা আর উঠিতেই পারে না। অতঃপর সজনীকান্ত যে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে"—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের "শেষ কথা", ইহা মোটেই সত্য নহে। উহা বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই নহে। উহা গীতার ৯।২৩

শ্লোকের বঙ্কিমবাবুকৃত অনুবাদ। উহা "হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই"—"প্রচারের" ২৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ ছত্র। সেই প্রবন্ধের মূলটুকু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থে আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—"এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম্।
গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধি-পূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।" উহাও অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকৃত অনুবাদ। গীতার ঐ শ্লোকে "ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই"—ঠিক এমন কথা বলিতেছে না। সে যাহা হউক, পাঠক এতক্ষণে বাণুদাসের বিস্তাবুদ্ধি চালাকির বিস্তৃত পরিচয় পাইলেন, আশা করি। আমরা এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্বের এই কথাগুলিও এস্থলে স্মরণ করিতেছি।

"এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্যচক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ কি চৈতন্য, তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।"

কিন্তু সজনীবাবুরা সে কথা শুনিবেন বা বুঝিবেন কেন? "Fools rush in where Angels fear to tread!" তাই শ্রীরামপুরে গিয়া পাদরী সাজিয়া শ্রীরামপুরকে "ছিঃ রামপুর" বানাইয়া "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

এই শতছিদ্র প্রবন্ধ লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, তবে একটা কথা সজনীকান্তকে বলিয়া দেওয়া ভাল যে, "প্রচার" ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছিল বটে কিন্তু "ঐ মাসেই প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "নবজীবন" তাহার সহায় হয় নাই। "নবজীবন" ১২৯১ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনশ্চ, সজনীবাবু লিখিয়াছেন, "১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিম-সঞ্জীব-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" একবারেই বন্ধ হইয়া গেল।" এই "বঙ্কিম সঞ্জীব"-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" কি বস্তু? বঙ্কিমবাবু, সঞ্জীববাবু কি কখনও বঙ্গদর্শনের যুগ্মসম্পাদক ছিলেন? তাহা যদি না থাকেন, তবে কি উহা সজনীবাবুর অজ্ঞতা, না ভাষার জড়তা? কি জানি, বঙ্কিমের কপালে আরও কত কি আছে! আমরা এই ক্ষুদ্র ভুলগুলির উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু ইঁহারা পরের বেলায়, তারিখ অন্যান্য সামান্য ত্রুটি দেখিলেই "মহাভারত অশুদ্ধ" হইল বলিয়া মনে করেন। কাজেই ঐ ভুলগুলি দেখিয়া কবি কৃত্তিবাস কীর্ত্তিত "অঙ্গদ রায়বারের" কথা আমাদের মনে পড়িয়া গেল—

"আপ্ত ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা,
বারে বারে কথা ক'স্ মরুরে অধম ব্যাটা।"

—

দোঁহারে দোঁহে বাসি ভালো

শ্রীমতী রুচিরা দেবী
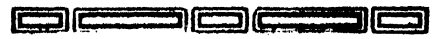
আমরা দুইজনে দোঁহারে শুধু ভালোবেসে,
দোঁহার বুকে দুহু একদা মিলেছিনু এসে।
সেদিন ধরণীর সকল রূপে রসে মোহে
আমরা যেন শুধু নূতন অধিকারী দোঁহে!
তাহার পরে দিন কেটেছে কত সুখে দুখে,
বিরহ মিলনের মধুর লীলা, মুখে মুখে,
কখন পেয়েছিনু কেবল অমৃতের ধারা,
কভুবা নিরজনে নয়ন জলে দোঁহে-সারা!
কখনো চলে গেছি কত যে দূরতম দেশে,
তবুও দুইজনে মিলেছি শুধু ভালোবেসে।

এখন মিটে গেছে প্রথম জীবনের ক্ষুধা,
সবুজ ধরণীর শ্যামল সেই রূপসুধা,
আজিও ফুল ফোটে, আজিও পাখী ডাকে বনে,
শুধু সে দোঁহাকার মিলন কোথা মনে মনে?
দুজনে কাছাকাছি, তবুও নেশা নাহি লাগে,
দখিন বাতাসের বৃথাই অধীরতা জাগে
ফাগুন আসে দেখি, কখন চলে যায় ফিরে;
চাঁদের বান ডাকে সুদূর আকাশের তীরে,
কেবল মায়াজালে এখন রচে নাকো আলো,
তবুও দুইজনে দোঁহারে শুধু বাসি ভালো॥

—:০:—

সমুদ্র-দেবতা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
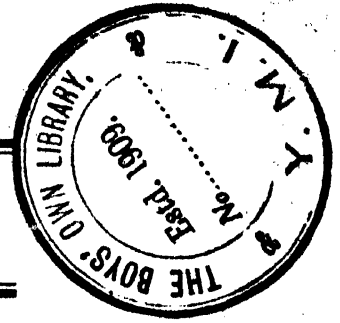
হে উন্মাদ সমুদ্র দেবতা
তব বক্ষে কল্লোলিত সুগম্ভীর ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ,
তুলিয়া তরঙ্গ বাহু কী যন্ত্রণা করে নিবেদন
উর্দ্ধ আকাশের পানে আন্দোলিয়া বিপ্লবের ধ্বজা!
কি তোমার হারায়েছে? কা'রা তব শত্রু এ জগতে?
কোন্ মহা বিচ্ছেদের স্মৃতি—
আবর্ত্তিয়া ফেনপুঞ্জ নিরন্তর করিছে হুঙ্কার
একান্ত প্রয়াস লয়ে লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের লাগি'?
বার বার ওগো সিন্ধু, ভঙ্গুর এ পৃথিবীর বুকে
কঙ্কর বালুকাময় উষ্ণবেলা ভূমে—
উন্মত্ত আছাড়ে যেন কহিতেছ দুঃসহ ক্রন্দনে
'দাও দাও ফিরে দাও জীবনের সর্ব্বস্ব আমার!'

অসীম অনন্ত ক্ষুব্ধ বেদনা তোমার
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝড়ে মর্ম্মভেদী তুলি হাহাকার,
নির্ম্মম দৈত্যের মত চাহে যেন নখরে ছিড়িতে
আকাশের ছন্দে গাঁথা গ্রহ সূর্য্য তারকার মালা।
উৎকট প্রার্থনা তব উৎকট কামনা
পূর্ণ কেহ করিল না শুনিল না নিষ্ফল ক্রন্দন
ফিরায়ে দিলনা কেহ মহৈশ্বর্য্য হারানো রতন।

মোরা ধরিত্রীর শিশু সামুদ্রিক দুঃখে ম্রিয়মান,
কালের ডম্বরু শুনি নিরাশায় বক্ষ স্পন্দমান
বালুকা বেলায় তোমার ও নীল বক্ষপানে—
চেয়ে থাকি বিস্মিত বিহ্বল;
নীরবে বুঝেছি মোরা কী গভীর বেদনা তোমার.—
কি তোমার হারায়েছে কা'রা তব শত্রু এ জগতে
কেন এ গর্জ্জন রোল, ফেনোচ্ছ্বাস উত্তুঙ্গ লহরী,
দুরন্ত বিক্ষোভ কেন? বিশ্বধ্বংসী রুদ্র মূর্ত্তি ধরি'
বুঝেছি বুঝেছি আজ হে বিপ্লবী, মহাপারাবার!
মনে পড়ে রত্নাকর অতীতের—জ্বলন্ত কাহিনী,
তোমার অরাতি বৃন্দ হীন চেতা তস্কর বাহিনী,
দুরন্ত তেত্রিশ কোটি অদিতির স্বার্থান্ধ সন্তান,
বৈকুণ্ঠের ধূর্ত্তরাজ বিষ্ণু সহ করি অভিযান,
একদা আদিম প্রাতে অতিহীন চক্রান্ত করিয়া,
মূর্খ যতো দৈত্যগণে লুব্ধ করি অমৃত প্রদানে,
মন্দর মন্থন দন্তে অনন্ত নাগের রজ্জু বাঁধি
ঘুমন্ত তোমারে বন্দী করি'—
অতর্কিতে আক্রমন করেছিল ঐশ্বর্য্য তোমার।
দেবাসুর সম্মিলিত মহাশক্তি বলে—
কী বীভৎস অত্যাচারে করেছিল তোমারে মন্থন,
দুশ্চরিত্র দস্যু সম হৃত করি সর্ব্বস্ব তোমার।

তাহাদের পাপ নাই, তাহারা যে স্বর্গের দেবতা,
সময় সুযোগ বুঝে বিপক্ষের বক্ষে দেয় ব্যথা,
হীন স্বেচ্ছাচারে মত্ত অহঙ্কার ললাটের টীকা
মৃত্যু নাই, জরা নাই, স্বর্গলোকে পরস্ব-জীবিকা।
যেখানে যা কিছু আছে—সুন্দর মহত,
বহুমূল্য লোভনীয় সৃজনের যা কিছু সম্পদ
ধূর্ত্ত তস্করের মত হরিয়াছে নির্ব্বিকার মনে
মহাসভা বৈকুণ্ঠের কূটতম রাজনীতি বলে।

দেবতার স্বর্গধামে দেখিয়াছি ওগো পয়োনিধি,
দেখেছি দেখেছি সেথা তব প্রেয়সীরে···
সুন্দরী ইন্দিরা নিত্য তোমা' হারা ভাসে অশ্রুনীরে
বিষ্ণু পদতলে বসি' দীর্ঘশ্বাস ফেলিছে বন্দিনী,
ক্রুর সর্পদল সেথা চারিদিকে সতর্ক প্রহরী।
স্বর্গলোকে শুনিয়াছি বিলাসের রঙ্গমঞ্চ পরে
অসহায় উর্ব্বশীর ছন্দোবদ্ধ নূপুর নিক্কণ,
কামান্ধ দেবতা অঙ্কে দেখিয়াছি অপমান তা'র।
দূরে কাঁদে কলানিধি সুধাহারা মহাশূণ্য মনে
কক্ষপথে বন্দী সম আদিত্যের নিত্য ব্যঙ্গ সহি',
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত শৃঙ্খলিত দাসত্ব জর্জ্জর।
হে জলধি, তব কণ্ঠে একদিন যে অমূল্যমণি

ত্রিলোকের চিত্তহরি' বিচ্ছুরিত কী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ
বিষ্ণুকণ্ঠে দ্যুতিহারা আজি সেই কৌস্তুভ রতন।
আজি তব রাজবৈদ্য ধন্বন্তরী কাঁদে অমরায়,
পারিজাত পুষ্পদল গন্ধহারা নন্দন কাননে
সুরভির দর দর ঝরে অশ্রুধারা।
তাই বুঝি এত ক্ষোভ, এত দুঃখ অন্তরে তোমার?
নির্লজ্জ দেবতাবৃন্দ সর্ব্বনাশ করিয়াছে তব
হরিয়াছে গৃহলক্ষ্মী হরিয়াছে বিপুল সম্পদ,
সাগর-শকুন দল তাই করে কর্কশ চিৎকার
সামুদ্রিক শ্মশানের রক্তাক্ত আকাশে।

তোমার বঞ্চিত হিয়া যে বিপ্লব করিছে ঘোষণা
উন্মাদ তরঙ্গ বাহু নিরন্তর হানি' বক্ষোদেশে,
ভীম ঝঞ্ঝা তুফান তুলিয়া—
ছুটিছে উদ্দাম বেগে বাধা বন্ধ হারা
অভিশপ্ত স্বর্গপুরী চূর্ণিবারে রেণু রেণু করি'।

ভীমকান্ত হে ভৈরব সর্ব্বহারা ওগো অম্বুরাজ
বহ্নিময় প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলন্ত দেখিয়াছি আজ
দেবদ্রোহি ভয়ঙ্কর তব মর্ম্মতলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে তব অগ্নিময় বিপ্লবের ধ্বজা

আহ্বান করিছে যেন ঘৃণাভরে প্রতিদ্বন্দ্বীগণে—
—উর্দ্ধে বাহু আস্ফালিয়া।
সভয়ে লুকায় মুখ দূর স্বর্গে কলঙ্কীর দল,
বিশ্বের শাসক বৃন্দ উর্দ্ধে আজ হতচিত্ত বল,
শুনেছে শুনেছে তা'রা হে বীরেন্দ্র তোমার গর্জ্জন
প্রতিধ্বনি ফিরে এল তস্করেরা দেয় নাই সাড়া
স্বর্গের তোরণ দ্বারে ঢাকিয়াছে কলঙ্কের মেঘ।
বিলাস ব্যসন ভূমি নন্দন কানন—
তব অভিশাপে আজ জ্বলে পুড়ে হ'ল ছারখার,
ইন্দ্রের সে শক্তি নাই বীরবেশে বজ্র ধরিবার
বিদ্যুৎ করেছে সেথা বিদ্রোহ ঘোষণা।
স্বর্গের পাষাণ ভিত্তি চূর্ণীকৃত হয়—
উল্কাপিণ্ড খসি' পড়ে শূণ্যে অসহায়
নীহারিকা: সৃষ্টিমেঘ ছিন্ন ভিন্ন দিকে দিকে ধায়।

স্তম্ভিত মানবশিশু শশঙ্কিত বিস্ময় বিহ্বল,
বালুময় উপকূলে শুনিতেছি অশান্ত চঞ্চল,
সম্মুখে উদ্দামগতি, মহাক্রুদ্ধ তরঙ্গবাহিনী
লুপ্ত রত্ন উদ্ধারিতে অট্টহাস্যে করে অভিযান।
প্রতিহিংসা পরায়ণ হে উন্মাদ সমুদ্র দেবতা
শুনাও জগত জনে অমৃতের উদ্ধার বারতা!
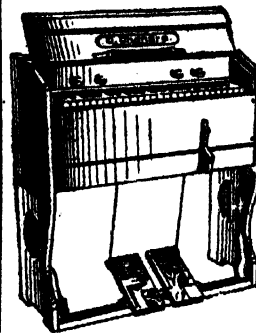
"লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।"

আজকের দিনে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শিশুও করে না। লেখাপড়া শিখে কিছুই হয় না, বাংলার যুব-সম্প্রদায় এ কথাই আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, 'লেখাপড়া' বলতে এখানে ইস্কুল কলেজের পড়াশুনোই বুঝছি, পরীক্ষায় পাশ, ডিগ্রি অর্জ্জন। ডিগ্রি অর্জ্জনটাই সত্যিকারের বিদ্যালাভ কিনা, বাংলার হাজার হাজার বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলেদের (এবং মেয়েদের) মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ক'জন পেয়েছে, সে প্রশ্ন আলাদা, যদিও আমার আজকের আলোচনার বিষয়ের একেবারে বহির্ভূত নয়।

সুবিধার জন্য আপাততঃ ধ'রে নেয়া যাক যে শিক্ষা আর কলেজের লেখাপড়া একই বস্তু। আজকের দিনে এই শিক্ষার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। ছেলে-মেয়েরা তা জানে, তাদের বাপ-মারাও তা জানেন, তাদের শিক্ষকরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও জানেন এ কথা। 'শিক্ষিত' যুবকদের মধ্যে বেশির ভাগই বেকার, কি বীমার দালাল, কি নগণ্য কেরাণী, কি সামান্য ইস্কুল মাষ্টার। শিক্ষিত লোকের রোজগারের রাস্তা ভয়াবহরকম সংকীর্ণ। এ কথা প্রমান করা বোধহয় খুব শক্ত নয় যে, একজন ভালো দরজি কি মিস্ত্রির রোজগার গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালি যুবকের চাইতে বেশি তো বটেই, তা ছাড়া কাজটাও তাদের ঢের বেশি সম্মানের। হাতের কাজ শিখলেই যে এই কৃষিপ্রধান দেশে তার মূল্য সব সময় পাওয়া যাবে তা নয়, তবু হাতের কাজের প্রতি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবজ্ঞা এই বিষম নিষ্পেষণেও দূর হচ্ছে না সেটা আশ্চর্য্য। বি-এ পাশ ক'রে পঁচিশ টাকার কেরাণী হ'য়ে আমরা প্রাণপণে আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করি।

লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না এই চৈতন্যোদয়ের ফলে কলেজে বিদ্যার্থীর সংখ্যা কিছু কি কমেছে? কমেনি, বরং দিন-দিনই প্রচণ্ডবেগে বাড়ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবারই গতবারের রেকর্ড ভাঙছে; জুলাই মাসে বন্যাজলের মতো ছাত্র দলে দলে সমস্ত কলেজ-বাড়ি উপচে পড়ছে। যত ব্যর্থতা, যত হতাশা, ছাত্রের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ঠিক তারই উল্টো হারে। পাশ ক'রে কিছুই হবে না, এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যতই, ততই দলে দলে ছাত্র এসে ভিড় করছে সহরের কলেজে দূর দুরান্তর থেকে।

কেন এমন হচ্ছে,

কারণটা অবশ্য স্পষ্ট। আর কিছু করবার নেই। ষোলো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে যত মধ্যবিত্ত ছেলে-মেয়ে, কিছুই করবার নেই তাদের জীবনে। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বি-এ এম-এ পাশ করা ছাড়া আর যে সব রাস্তা খোলা আছে তা অতি সংকীর্ণ, এবং মিস্ত্রি-মজুরের সমক্ষেত্রে মধ্যবিত্তশ্রেণী এখনো নামতে পারছে না, কি নামতে গেলে সেখানেও প্রতিযোগিতায় টেকবার আশা নেই। যে কোনো মানুষের পক্ষে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে থাকবার মতো শরীর মনের এত বড়ো লজ্জাকর ব্যর্থতা আর নেই; এবং সে অবস্থা অনিবার্য্যরূপেই একদিন আসবে প্রত্যেক ছেলেই তা জানে। সেই দিনকে যত দূরে ঠেলে রাখা যায়, সকলেরই তা-ই চেষ্টা সেই জন্যেই বি-এর আর এম-এ, এবং এম-এর পর ল; বাপ মরীয়া হয়ে খরচ জুগিয়ে যান। ছেলেরা বেশির ভাগ বেকার ও সেই কারণে বিবাহে অক্ষম; মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, তাই অগত্যা তাহারাও কলেজে যাচ্ছে।

এতো গেলো সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা। এদিকে কৃষকদের দুর্দ্দশার ফলে গ্রামের ভূমিনির্ভর শ্রেণীর অনেক ছেলে আজকাল কলেজে পড়তে আসছে। মাটির উপর আর তাদের ভরসা নেই, ইংরিজি শিখে পেটে-ভাতে অন্ততঃ থাকতে পারবে এমন দুরাশা আছে। কলকাতার বেসরকারি কলেজগুলিতে এরা ভিড় করে। বিনে-মাইনেতে বা আধা মাইনেতে ভর্ত্তি হয়। অতি কষ্টে পড়া চালায়। অতি কষ্টে পাশ করে—কি করে না। এদের মধ্যে সহরে ছেলের চাইতে পড়াশুনা সম্বন্ধে সততা বেশি দেখা যায়, কেননা এদের তবু কিছু আশা আছে। তবে সে আশা কোন রকমে বেঁচে থাকবার আশা মাত্র; সহরে ছেলের চাইতে অনেক খারাপভাবে থেকে

অভ্যস্ত বলেই সেই বেঁচে থাকার প্রহসনও তাদের মনে আশার সঞ্চার করে।

মোটের উপর, তা'হলে, পড়াশুনো করতে কোনো ছেলে কি মেয়েই বোধ হয় কলেজে আসে না। বেশির ভাগ আসে সময় কাটাতে; কেউ কেউ আসে হাল কি জাল ছেড়ে ইংরিজি শিখে পাটকলে চটকলে কেরাণী হ'তে। অবশ্য বেশীর ভাগ ছেলেরই তার চাইতে খুব বেশি জোটে না। যে অল্প দু'চারজন ভালো কাজ পায়, তারা বেশিরভাগ তা পায় দৈব কারণেই। ভালো কাজ পাবার জন্যে ভালো পাশ করা, কি একেবারেই পাশ করা অপরিহার্য্য নয়, ছাত্ররা সকলেই তা জানে। সরকারি. প্রতিযোগিক পরীক্ষার ফলে প্রতি বছর যে কটি ছেলের সংস্থান হয় তাহাদের সংখ্যা অবশ্য আঙুলে গোনা যায়, সুতরাং তারা এই আলোচনার বহির্ভূত।

একথা নিশ্চয়ই সত্য যে কোনো কাজের আর্থিক মূল্য সামান্য, তার প্রতি মানুষ বেশিদিন একাগ্রভাবে মন দিতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা। যে শিক্ষা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচবার সংস্থানও না দেয়, তার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অনুরাগ আশা করা উন্মত্ততা। বিশুদ্ধ শিক্ষা, বিশুদ্ধ শিল্প, কি বিশুদ্ধ জ্ঞান—বিজ্ঞানের মতোই অলীক কল্পনা। শিক্ষিত ব্যক্তি, কি শিল্পী, কি পণ্ডিত নিশ্চয়ই মানুষের মতো জীবন দাবি করতে পারেন, এবং সেই জীবন থেকে বঞ্চিত হ'লে শিল্প, কি জ্ঞান—বিজ্ঞান অবশ্যই তাঁদের কাছে অনেকটা মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। 'আমাদের কাজ তোমাদের লেখাপড়া শেখানো, চাকরি জোটানো নয়'; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ একথা বলতে পারেন বটে, কিন্তু কথাটায় একটা ভয়ঙ্কর গলদ আছে। এ শিক্ষার জোরে অন্ন-সংস্থানও হবে না এ কথা ছেলেরা যখন জানে, তখন শিক্ষাতে তারা কিছুতেই মন দেয় না, তার ফলে লেখা-পড়া কিছুই শেখে না—অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বাংলা দেশের গড়পড়তা বি-এ পাশ ছেলে প্রকৃত অর্থে যে প্রায় অশিক্ষিত তা যে কোনো পরীক্ষক কি চাকরি দেনে-ওলা জানেন সে ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, ইংরেজি জানে না, বাংলা জানে না—সিনেমা অভিনেত্রীদের নাম ও জীবন চরিত ছাড়া বিশেষ কিছুই জানে না।

এতই যদি এরা অশিক্ষিত, এরা পাশ করে কেমন ক'রে? করে এই কারণে যে আমাদের পরীক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অত্যন্তই নিচু। হাজার হাজার ডিগ্রিধারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। একী নিষ্ঠুর পরিহাস যে যে-দেশে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) শতকরা ন'জন লোক নাম সই করতে পারে সে দেশেই সহরের অলিতে গলিতে ডিগ্রিওয়ালার ছড়াছড়ি! এতবেশি আছে বলে আজকাল চাকরি দেনে-ওলারা যে কোনো তুচ্ছ কাজের জন্য বি-এ পাশ চাচ্ছেন ও পাচ্ছেন। কলকাতায় দুজন বি-এ পাশ ট্রাম-কণ্ডাক্টার আছে শুনলুম। ট্রাম-কণ্ডক্টারের কাজ অনেক কেরাণী কি মাষ্টারের কাজের চেয়ে ভাল মনে করি, কিন্তু তার জন্যে বি-এ পাশ করবার কোনো দরকার করে না। অন্যান্য বেশীর ভাগ কাজ সম্বন্ধেই সেই কথা। যে সব কাজ ইংরিজি অক্ষরে লিখতে পারলে কি মিশ্রযোগ পর্য্যন্ত পাটিগণিত জানলেই করা যায়, তার জন্যে এতগুলো সময় ও অর্থের অপব্যয় কেন?

এইভাবে আমরা এখন এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছি, পাশ করলে কিছু হবে না, আবার পাশ না করলে কিছু-লাভ হবে না; সুতরাং পাশই করো। ছেলেরা ও মেয়েরা তাই প্রাণপণে পাশ করছে। পাশ করাই হ'লো কলেজের এই লেখাপড়ার সাধনা ও সিদ্ধি, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। প্রতি জুলাই মাসে কলেজ স্কোয়ারে নোটের জোয়ার ডাকে, ছেলে গোগ্রাসে নোট গেলে, পরীক্ষার হলে বমি ক'রে দিয়ে চ'লে আসে। পাঠ্য বই খুব কম ছেলেই পড়ে। বাংলা দেশের এক মফঃস্বলের কলেজের ৪০টি ছেলে ইংরিজি অনার্স পড়ছে, অনার্স কিংলিয়র পাঠ্য, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র দু'জনের কিংলিয়র বইটি আছে, এমন শোনা গেছে। অধ্যাপকরা ক্লাশে যা বলেন তাও শোনবার দরকার করে না; নোটে, সব আছে। অধ্যাপকের কাজ পাশের দালালিতে এসে ঠেকেছে। পাশের তুকতাক বলে দেবার জন্যেই তাঁরা আছেন। সত্যি বলতে তারা না থাকলে কলেজের ঠাট্ বজায় থাকে না ব'লেই তাঁরা আছেন আর কোনো কারণ নেই। পরীক্ষার একশোখানা খাতা দেখলে একশোখানাতেই এক প্রশ্নের একই উত্তর পাওয়া যায়। ছেলেরা পরস্পরের খাতাটোকেনি, একই নোট মুখস্থ করেছে। মনুষ্যধর্ম্ম ও শিক্ষাধর্ম্মের দিক থেকে এদের কাউকেই এক নম্বর দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বর্ত্তমান আইন অনুসারে কিছু নম্বর দিতেই হয়। এই ভাবে এরা পাশ করে।

আমাদের কলেজগুলোতে; তাই, বহু মানবশক্তির অজস্র ও অপরিমিত অপব্যয়। হাজার হাজার ছেলে কিছু না শিখে বেরিয়ে এসে বেকার বন্যায় মিশে যাচ্ছে; শিক্ষকদের যাঁর যেটুকু দেবার আছে কোনদিনও দিতে পারবেন না জেনে কাজটার উপরই

অশ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে। তাঁরা উপলব্ধি করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁদের কিছু করবার নেই, কিছু শেখাবার নেই—কেন না শিখতে কেউ ইচ্ছুক নয়, যেহেতু শিখে কোনো লাভ নেই। বরং খেলাধুলোয় ভালো হ'তে পারলে তার বাজার দর অনেক কড়া। এই কারণে শিক্ষকরা একেবারেই ব্যর্থ বোধ করেন, অথচ এ-কথাও ঠিক যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে রুচিতে দেশের অনেক ভালো লোক এই শিক্ষক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁদের সঙ্গে ভালো রকম ব্যবহার করতে পারলে যথেষ্ট সামাজিক কল্যাণ হয়। কিন্তু তার উপায় নেই। এদিকে যে হাজার হাজার ছেলে নোট গিলছে, আর ফুটবলের মাঠে চেঁচাচ্ছে; আর সিনেমার ঘর ভর্ত্তি করে তুলছে—তাদের সমস্ত শক্তি শুধু যে তখনকার মত ব্যর্থ হ'লো তা নয়, সারা জীবনের মতোই তারা পঙ্গু অক্ষম ও নির্বোধ হ'য়ে রইলো। অথচ এদের বেশির ভাগেরই সাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিলো; মানুষের মতো বাঁচবার আশা থাকলে হয়তো এরা লেখাপড়া কিছু শিখতো; আর মানুষের মত জীবন পেলে মোটের উপর এরা দেশের সম্পদই হত, ঋণ হত না।

ছাত্রের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই এই বিরাট অপব্যয়ের হার বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি এত ছাত্র পড়তে পারছে বেসরকারী কলেজগুলোর জন্যেই। এখানে বেসরকারি মানেই বৃত্তিহীন। বৃত্তিহীন কলেজ আজকাল সভ্যজগতে এক ভারত-বর্ষেই আছে। পৃথিবীর অন্য সব দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্রেই হয় সরকারি খরচে চলে, নয় চলে ক্রোড়পতিদের বিপুল দানে। ছাত্ররা যে মাইনে দেবে তারই উপর নির্ভর করতে হ'লে ছাত্র সংখ্যার সীমা টানা সম্ভব নয়। এবং ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট রকম পরিমিত করতে না পারলে কোনো-রকম শিক্ষাই সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কথা আগেই বলেছি যে শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য পাশ করা ও পাশ করানো।

প্রত্যেক কলেজে মাত্র তিনশো করে ছেলে নিতে হ'লে দেশে আরো পঞ্চাশটা অন্ততঃ কলেজ করতে হয়, এবং সে টাকা আসবে কোত্থেকে? তবে কি আমি উচ্চ শিক্ষা কমিয়ে দেবার পক্ষপাতী? এতো দেখাই যাচ্ছে যে, যে শিক্ষা আমরা পাচ্ছি ও দিচ্ছি তা উচ্চশিক্ষা নয়, কোনো শিক্ষাই নয়। সুতরাং কমিয়ে দিলেই বা দোষ কী? দশ হাজার ছেলেকে অশিক্ষিত করবার চাইতে তার দশমাংশকে সুশিক্ষিত করা ঢের বেশি লাভের কথা। তাছাড়া,

এওতো সত্য যে, যে-রকমের কাজ পরবর্ত্তী জীবনে তারা করবে, তাতে উচ্চশিক্ষার কোনো দরকারই করে না। বি-এ পাশের সংখ্যা কমলেই চাকরির বাজারে বি-এ পাশের চাহিদা কমবে এবং পাশ করা ছেলেরা হয়তো তাদের উপযুক্ত কাজই পাবে।

একথা অবশ্য না বললেও চলে যে, কি মেয়ে, কি পুরুষ, দেশের সমস্ত লোকেরই লেখাপড়া জানা দরকার। যে দেশে শতকরা ৯১ জন নিরক্ষর, উচ্চশিক্ষা সে দেশে আসলে কোনো সমস্যাই নয়। সাধারণ লেখাপড়া নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে যেটুকু দরকার, তা প্রত্যেক লোককে শেখাতে পারলে, তারপর উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত দুর্লভ হ'লেও কিছু এসে যায় না। কেননা সত্যি যেটা উচ্চশিক্ষা, সেটা সব মানুষের জন্য নয়। খুব কম লোকেরই সত্যি সত্যি উচ্চ শিক্ষিত হ'বার ক্ষমতা থাকে। আর সেটা যাঁদের থাকে কি অন্ততঃ যাঁদের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানলিপ্সা থাকে, তাঁরা একবার লিখতে পড়তে শিখলে নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করতে পারেন, কলেজের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এক হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীর যত মণীষী, পণ্ডিত ও গুণী সকলেই স্বশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে থাকলেও আসল শিক্ষা নিজেরাই নিজেদের দিয়েছেন। না প'ড়ে থাকলেও এসে যায় না; ইউরোপের বহু কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের কথা জানি যাঁ'রা কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন নি—কেননা সে দেশে উচ্চশিক্ষা বহু ব্যয় সাপেক্ষ ও মণীষীরা বেশির ভাগই দরিদ্র সন্তান। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য আবশ্যক ও বিনামূল্যে করতে পারলে অনেক সমস্যারই সমাধান হ'য়ে যায়। তখন উচ্চশিক্ষা হবে, প্রকৃতই জ্ঞান-সন্ধানী ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের জন্য, এবং তা'হলে সেটা হবে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা। যদি আর্থিক কারণে কোনো যোগ্য ছেলে কলেজে পড়তে না পারে, তা' হ'লে শেষ পর্য্যন্ত তার কিছু ক্ষতি হবে না, সে কথা এই মাত্র বলেছি। যে সব ছেলেমেয়ের বিশেষ কোনো দিকে বিশেষ রকম ঝোঁক ও ক্ষমতা থাকে, উচ্চশিক্ষা শুধু তাদের জন্য হওয়া উচিত, কেননা উচ্চশিক্ষায় লাভবান হতে তারাই শুধু পারে। উচ্চশিক্ষিত হওয়া মানেই বিশেষজ্ঞ হওয়া, এবং বিশেষজ্ঞ সব দেশে সব সময়েই অল্প লোকই হয়েন। সাধারণ লোকের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের পরেই বিশেষ কোনো কর্মপদ্ধতির দিকে যাওয়া ভালো, যাঁরা শিল্প কি বিজ্ঞান কি বিশেষ কোনো বিদ্যার চর্চাতেই জীবন কাটাবেন, তাঁরা বাদ দিয়ে আর কোনো লোকেরই ম্যাট্রিকুলেশনের বেশি পাশ করবার কোন দরকার নেই (অবশ্য আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন এখনকার চাইতে ঢের শক্ত ও ব্যাপক হওয়া দরকার)। এই ব্যবস্থার আর একটা ফল হবে এই যে, সাধারণ লোকও পাশ করবার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হ'য় নিজের ইচ্ছায় অনেক বেশি পড়বে ও শিখবে।

প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক ও বিনামূল্যে কথা বলা যত সোজা, কাজে সেটি হওয়া তত সোজা নয়, তা আমি জানি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতিই হচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষার সমস্যা। আমি এখানে শুধু সমস্যাগুলোর উল্লেখ করলুম, কী ক'রে তাদের সমাধান হ'তে পারে, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সমাধান নিশ্চয়ই দুরূহ, এবং হয়তো শুধু আমূল সমাজ-শোধনের ফলেই সম্ভব।
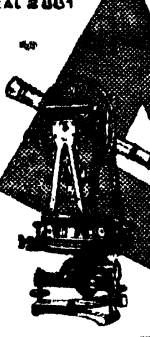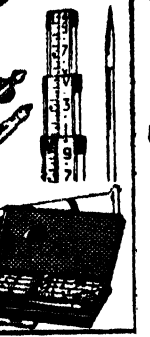
রেডিওতে কথিত।

—:o:—

মেট্রোপলিটান পিকচার্সে'র

অনবদ্য কথা-চিত্র

খনা

প্রাচীন ভারতের এক মহীমময়ী নারীর অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী

খনা

প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য সংস্কৃতি ও সাধনার চিত্তাকর্ষক পরিচয়

নাম ভূমিকায়

ছায়া দেবী
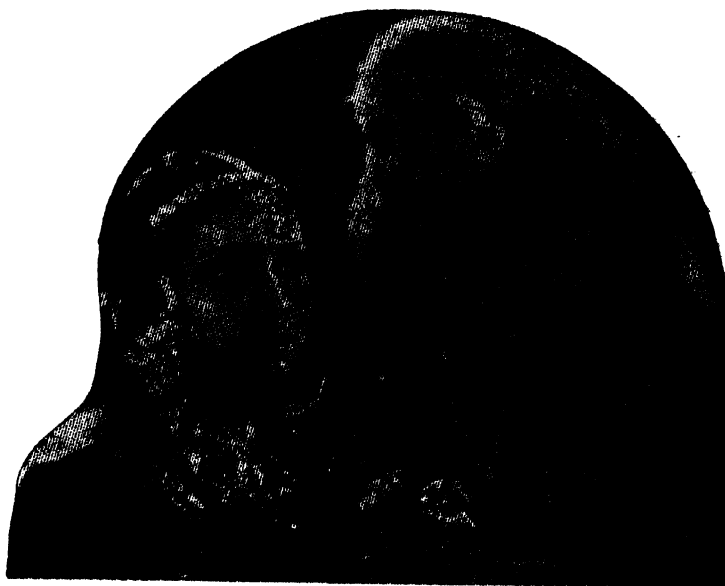
শ্রেষ্ঠাংশে

অহীন্দ্র চৌধুরী

কথা-শিল্পীঃ

মন্মথ নাথ রায় এম-এ, বি-এল

পরিচালক :

জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জী

অন্যান্য ভূমিকায় : দেববালা, সুশীল রায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণা, বীরেন মুখোপাধ্যায়, সমর ঘোষ, মনোরমা, কালী ঘোষ, জ্যোৎস্না মিত্র ও আঙ্গুর।

বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

যতীশদা আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন, কলেজেও আমার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং তাঁর বিয়ে উপলক্ষ্যে যতীশদা যখন আমায় নিমন্ত্রণ ক'রলেন তখন আমি সম্মত হ'লুম তা রাখতে কিন্তু বিস্মিতও হ'লুম।

আমরা পাটনা থেকে ট্রেনে উঠলুম। যতীশদার আত্মীয়-স্বজনরা মজঃফরপুরে থাকেন, তাঁরা সেখান থেকে যাবেন বিয়ের দিন। আমরা যেদিন ট্রেনে উঠলুম, বিবাহ তার পরের পরদিন। ট্রেনে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আর একজন প্রৌঢ় ভদ্র-লোকও সে কামরায় ছিলেন। তিনি আমাকে জিগ্‌গেস করলেন, কোথায় যাবে। "খড়দহ"-বললুতে, তিনি বললেন আমরাও সেখানে যাচ্ছি। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, খড়দহে কি প্রয়োজনে যাওয়া হ'চ্ছে? আমি জানালুম যে একটা বিবাহের উৎসবে যোগ দিতে। যতীশদা লেমনেড খেতে না পান কিনতে গেছলেন, এসে প'ড়লেন, ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময়। গাড়ীতে উঠে ব'ললেন, বাবা, ইনি আমার বন্ধু পুলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সঙ্গেই যাবেন আর থাকবেন। তখন বুঝলুম যে ভদ্রলোকটী যতীশদার পিতা। তিনি ব'ললেন, বড়ো ভালো হ'লো বাবা, যতীশের আর কোনো বন্ধু সঙ্গে যেতে পারলে না, তুমি আসাতে খুব খুসী হ'লুম। একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদের সাহচর্য্য যতীশের অনেক কাজে আসবে। ভদ্রলোক আমাকে যতীশদার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই ঠাওরালেন কেননা আর কেউ না এলেও, আমি এসেছি। কিন্তু তিনি যে অজ্ঞাত খাটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটা তখনও বুঝিনি।

পরের দিন সকালে খড়দহে পৌঁছলুম। ষ্টেশান থেকে ছ্যাকড় ভাড়া ক'রে আমাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট আবাসের অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের ষ্টেশানে নিতে আসবেন কথা ছিল, কিন্তু আসেন নি. মনঃক্ষোভের সূত্রপাত।

গাড়ী আমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল এমন সময় পথের মাঝে একব্যক্তি চীৎকার ক'রে একটা বাড়ীর কাছে আমাদের গাড়ী থামিয়ে তার মাথায় কুশাসন, ডেকচি কড়া প্রভৃতি চাপিয়ে দিলেন। যতীশদার বাবা শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে এবং যতীশদা এই ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করলেন না। যে বাড়ীতে আমাদের গাড়ী থামানো হ'য়েছিল, সেটা যতীশদার ভাবী শ্বশুর বাড়ী আর যিনি থামিয়েছিলেন তিনি ভাবী বধূর দাদামশায়।

দাদামশায়কে আমিও গোড়া থেকে 'দাদামশায়' বলতে লাগলুম—বেশ মজার লোক তিনি। বাসায় পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে প্রচুর জলযোগ করা গেল। যতীশদার ভাবী শ্বশুরের তখন পর্য্যন্ত দেখা নেই। মধ্যাহ্নে স্নানাহার সেরে আমি কলকাতা যাবার জন্যে উন্মুখ হ'লুম। বললুম, কাল রাতে বিয়ের আগেই আসবো, কলকাতার এত কাছে যখন এসেছি, জনকয়েক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসি। যতীশদাও আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি হ'তে লাগলেন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যত শ্বশ্রূগৃহের আপত্তি হোলো। ব্রজবাবু আমাকে ব'ললেন, বাবা পুলিন, তুমি ক'লকাতায় যেও না কারণ তুমি গেলে যতীশ যাবেই। আজ বাদে কাল তার বিয়ে, তাকে ছেড়ে দিতে এখানে কেউ সম্মত হ'চ্ছেন না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হোলো আমরা ক'লকাতায় যাবো কিন্তু রাত নটার মধ্যে কোনো ট্রেনে ফিরবো—ব্রজবাবুও বারাসাত যাবেন ব'ললেন তাঁর কতিপয় কুটুম্বকে নেমন্তন্ন করতে এবং রাত এগারোটা নাগাদ ফিরবেন জানালেন। আমরা সকলেই অনুরোধ ক'রলুম ঐ দুই সময়ে ষ্টেশানে যেন আমাদের জন্যে ঘোড়ার গাড়ী থাকে। শ্রাবণমাস, তায় ষ্টেশান থেকে আমাদের খড়দহের বাসা প্রায় দুমাইল, কাজেই এই সতর্কতা। ক'নের বাপের তখন পর্য্যন্ত দেখা মেলেনি। চিত্তোত্তেজনার প্রথম অঙ্ক।

রাত নটায় যখন কলকাতা থেকে ফিরে খড়দহ ষ্টেশানে নামলুম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়ছে। ষ্টেশানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলুম কিন্তু বৃষ্টি থামলো না। খবর নিয়ে জানলুম আমাদের জন্যে কোনো গাড়ী নেই। যতীশদা ভয়ানক রুষ্ট হ'লেন। যাই হোক, পদব্রজে যখন যেতেই হবে তখন ষ্টেশান থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম।

বর্ষাকাল, ছাতা আমাদের দুজনের সঙ্গেই ছিল। রাস্তায় কোনো গাছতলায় এক খানা ঘোড়ার গাড়ী দেখলুম কিন্তু তার গাড়োয়ান মদে একেবারে চুরচুরে। ভাড়া যাবার কথা ব'ল্তে, সে যা জবাব দিলে, তা ছাপার অক্ষরে লেখা যায় না।

রাত দশটা নাগাদ আমরা ও বারোটা নাগাদ ব্রজবাবুর বাসায় সুসিক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন। তাঁর জন্যেও গাড়ী ছিল না। ক্রোধের দ্বিতীয় অঙ্ক। যতীশদা গেলেন ভয়ানক চটে, তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না তার জন্যে। ব'ল্লেন এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে ক'র্‌বো না। আমি ব'ল্লুম, মেয়েটির কি হবে? প্রত্যুত্তর হ'লো, তোমার খুসী হয় তুমি বিয়ে করো। আমি ব'ল্লুম, যতীশদা, আমি মেয়েটিকে দেখে ফেলেছি বার দুই তিন। অতি শান্ত স্বভাব ব'লে মনে হোলো আমি যে রকম ছটফটে মানুষ, আমার সঙ্গে ওকে মানাবে না মোটেই। আমার বৌ হবে অত্যন্ত চঞ্চল, হৈ হৈ ক'র্‌বে খুব। অনেকের মহড়া একা নিতে পার্‌বে—

যতীশদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে ব'ল্লেন, অর্থাৎ সে হবে বীরদর্পের মেয়ে। উত্তর ক'র্‌লুম, হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের ভাষা নারীর প্রতি প্রয়োগ ক'রে ব'ল্‌ছি যে, আমি "বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন"। সে কথা থাক্, কিন্তু যতীশদা তুমি চরম কিছু একটা কোরোনা। যতীশদা কিছুতেই নরম হ'তে চাইলেন না। ব'ল্লেন, এরা আগাগোড়া আমাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা ক'রেছে, কোনোমতেই এবাড়ীর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না।

রাত বারোটায় কান্তিবাবুর দেখা পাওয়া গেল। বেচারা কোনো পাট্‌কলে চাকরী করেন, সেখানে দারুণ একটা হাঙ্গামার সম্ভাবনা ছিল বলে তিনি আটকে ছিলেন, আসতে পারেন নি তাঁকে সব কথা বল্লুম। তিনি ব্রজবাবুর শরণাপন্ন হ'লেন, কিন্তু বরকর্ত্তা জানালেন যে তিনি তাঁর ছেলেকে ভালো ক'রেই চেনেন, তার ইচ্ছে না থাকলে, বিয়ে করবার জন্যে জেদ তিনি ক'রবেন না। দাদামশায়, বাড়ীর মেয়েরা সকলের কানেই পৌছল যতীশদার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা। মেয়েরা লাগলে কাঁদতে, পুরুষরা ব'সলেন মাথায় হাত দিয়ে।

তারপর আমাকে তাদের দিক থেকে কাতর মিনতি করা হোলো, যেমন ক'রে হোক এ বিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার ক'রতে। কনের মা সাশ্রু-নয়নে আমাকে ব'ল্লেন, বাবা তুমি আমার সন্তানের মতো, আমার মর্য্যাদা রক্ষা করো। কান্তি বাবু, দাদামশায় সকলেরই ঐ কথা।

যতীশদা আমাকে বলেছিলেন, আবার যদি তাঁকে বিয়ে করবার কথা বলি তো তিনি সোজা বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন। সমস্ত পরিবারের কাতরতা দেখে, তা সত্বেও আমি তাঁকে আর একবার দ্রব করবার চেষ্টা কোর্‌লুম। মাধবিকার দিক থেকে কথা কইতে, অনেক কষ্টে তিনি অবশেষে বিয়েতে সম্মত হ'লেন কিন্তু এক সর্ত্তে। সেটি হ'চ্ছে এই, যে, সম্প্রদানের সময়, পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে তাঁর শ্বশুরকে বেশ কড়া কড়া দু'চারটে কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

শুভ সম্বাদটা সকলকে দিতে, আমার প্রতি তাঁদের প্রশস্তি উচ্চারিত হ'লো শতকণ্ঠে। আমার খাতির অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। মাধবিকাকে আমি বৌদি এখন থেকেই ব'ল্‌তে আরম্ভ করেছি। প্রকাশ করা বাহুল্য যে মাধবিকা যতীশদার হবু স্ত্রীর নাম। সেদিন রাত দুটো পর্য্যন্ত এই সব কাণ্ড-কারখানায় কেটে গেল—কাজেই পরের অর্থাৎ বিয়েরদিন সকালে সাতটার আগে আমার ঘুম ভাঙলো না। দাদামশায় এসে ব'ললেন ভায়া মুখহাত ধুয়ে ফেলে একটু চা-টা খাও। আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে দাদামশায়কে ব'ল্‌লুম 'টা'-র আর দরকার নেই একটু চা যদি আনিয়ে দেন তো ভালো হয়। তিনি বল্‌লেন, তোমার এখানে সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার, তুমি অত কুণ্ঠিত হ'য়ে কথা ব'ল্‌ছো কেন, আর তোমাকে আবার চা আনিয়ে দিতে হবে কেন? সোজা ভিতরে চ'লে যাও, তোমার সঙ্গে অন্তঃপুরিকারা সকলেইতো কথা ক'য়েছেন, সামনেও বেরিয়েছেন, বলোগে "আমার চা কই"? আমি ইতস্ততঃ ক'রছি দেখে ব'ল্‌লেন অন্ততঃ অন্দরমহলের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে 'খুকী' ব'লে ডাক্‌তে পারবে তো? সে এলে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা ব'লো, তোমার আর কিছু ভাবতে হবে না। তা-তে আমি রাজি হ'লুম, ছ-সাত বছরের একটি মেয়েকে ডেকে চা চাইতে নিশ্চয় সঙ্কুচিত হবো না। খুকীর আর তার চেয়ে কত বেশী বয়েস হবে!

কিন্তু ঐ নামের সাড়া-স্বরূপ একটি বছর পনেরোর মেয়ে এলো। আমি সলজ্জ ভাবে ব'ল্‌লুম, খুকীকে একবার ডেকে দেবেন? সে খুব খানিকটা হাস্‌লে, তার পর ব'ল্‌লে, পুলিনদা আমারই ডাক নাম 'খুকী', আমার ভালো নাম কুসুমিকা। অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী, ঐ নাম তারই সার্থক—সে যেন জীবন্ত পারিজাত পুষ্প। আর কি সপ্রতিভ! কাল রাতে হয়তো আমাকে দেখেছে কিন্তু আমি তাকে নজর করিনি, কথাতো তার সঙ্গে কই-ই-নি। অথচ একেবারে কত যেন আপনার, পুলিন-দা! এসো চা আর খাবার দেওয়া হ'য়েছে যে তোমার। আমি 'আপনি' ব'ল্‌ছিনা ব'লে রাগ কোরোনা যেন, ওরকম পরের মতো সম্বোধন আমি কাউকে ক'রতে পারিনা।

তারপর আমাদের খুব ভাব হ'য়ে গেল এক সঙ্গে কাজ ক'রে। আসর সাজানো থেকে সব গোছ-গাছ করার ভার দাদামশায় ও কান্তিবাবু আমাদের উপর দিলেন। রাতে মেয়ে পুরুষদের পরিবেশন করার কাজটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হ'লো আমাদের দুজনেরই সম্মিলিত নৈপুণ্যে। পান-সাজা প্রভৃতি অনুরূপ কাজ কুসুমিকা একাই করলে। অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতা ঐ মেয়েটির। মা (যতীশদার ভাবী শাশুড়ীকে মা ব'ল্‌ছি) আমাদের দুজনকে অনেক আশীর্ব্বাদ করলেন। সকলের মুখেই আমার সুখ্যাতি। কেবল যতীশদার স্বগ্রামের আত্মীয়রা আমার উপর খুসী ছিলেন না। তাঁরা ভাবলেন, ভালোরে ভালো, আমাদের কেউ তেমন খবরও নেয়না অথচ এ কোথাকার কে এসে এ বাড়ীতে বেশ জমিয়ে নিয়েছে দেখছি।

কান্তিবাবুকে ব'লে রেখেছিলুম সম্প্রদান স্থলে আপনাকে আমি এই এই বল্‌বো যতীশদার সর্ত্তানুসারে, আর আপনি এই এই ব'ল্‌বেন। অতএব আমি পাঁচজন

ভদ্রলোকের সামনে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লুম, আপনি যে রূঢ় আচরণ করেছেন তা'তে আমাদের উচিত বর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার শেখানোমতো যতীশদার শ্বশুরমশায় ব'ল্লেন, আমি তার জন্তে মাথা নীচু ক'রে ক্ষমা চাইছি ইত্যাদি। সবগোল গেল চুকে। যতীশদা ব'লে রেখেছিলেন বাসরঘর থেকে কোনো ছুতো ক'রে তাঁকে বাইরে আনতে, নয়তো সারারাত তাঁকে ঘুমুতে দেবেনা কেউ। আমি তদনুযায়ী ঘন্টাখানেক পরে তাঁকে ডাক্‌তে গেলুম। কিন্তু মেয়েরা সবাই বললেন এই একটা রাত তাঁদের, এতে হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত। যতীশদা বাইরে একবারটি আস্‌তে, তাঁকে সে কথা জানালুম। তিনি স্বভাবতঃই অল্পভাষী, শুধু ব'ল্লেন 'তা বটে'। বুঝলুম বৌদিকে দেখবার ফলে তাঁর ঘুমোবার প্রবৃত্তিটা অন্তর্হিত হ'য়েছে। কুসুমিকার মতো না হ'লেও, বৌদি শ্রীমতী এবং লাবণ্যময়ী।

বধূ-বর যাবার সময় এলো। যে যতীশদা শ্বশুর বাড়ীর সকলের উপর ক্রোধযুক্ত হয়েছিলেন, দেখলুম যে তিনি কান্তিবাবু আর দাদামশায়ের সঙ্গে কি একটা গভীর আলোচনায় যথেষ্ট সময় অতিবাহিত ক'রছেন। ওঁদের ঘনিষ্ঠতা দেখে সত্যিই খুসী হ'লুম। যেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে আমরা ফির্‌বো, সেই দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর যতীশদা ব'ল্লেন, পুলিন, তোমার মস্ত অনুরোধ আমি রেখেছি, আমারও একটা বিশেষ অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে। আমি অবাক্ হলুম। যতীশদা এত কথা এক সঙ্গে প্রায়ই বলেন না। কি অনুরোধ জান্‌তে চাইলুম। তখন তিনি ব'ললেন, এ বাড়ীর সকলের একান্ত কামনা তুমি কুসুমিকাকে বিয়ে করো। আমার শালী দেখতে খারাপ নয়, তোমার অযোগ্যাও নয়।

আমি প্রথমটা কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লুম না, ভাবলুম আমার মনের কথা কোন্ বিধাতা যতীশদা ও আর সবাইকে জানালেন? পরে ব'ল্লুম, যতীশদা সেদিন আর নেই যে, একজন শিক্ষিতা কিশোরীর ঘাড়ে জোর ক'রে কাউকে চাপিয়ে দেবে। কুসুমিকা যদি আমাকে বিয়ে ক'রতে না চায়? যতীশদা জানালেন মেয়েদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বহু আলাপ হ'য়েছে এবং তাঁরা বুঝেছেন যে কুসুমিকা তোমাকে স্বামীত্বে বরণ ক'র্‌তে উন্মুখ। অনেক কথা কাটা-কাটির পর, ব'ল্লুম, আচ্ছা রাজি আছি কিন্তু তোমার মতো একটি সর্ত্ত করছি এই যে, কুসুমিকা নিজে আমাকে সে কথা বলবে। যতীশদা বোঝালেন, যে কোনো কিশোরী অমন প্রস্তাব আপনা হ'তে ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবে। আমি জবাব দিলুম, তবে আমার সম্ভব হবে না তাকে গ্রহণ করা। কুসুমিকাকে আমরা কেউ ঠিক চিন্‌তে পারিনি।

অপরাহ্নে কুসুমিকা আমাকে ভিতরের কোনো ঘরে ডেকে নিয়ে গেল চা ও খাবার খেতে। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি ব'ল্লুম, কুসুমিকা, আজ চ'লে যাচ্ছি, আমার জন্তে তোমার কি একটুও মন কেমন ক'র্‌বে না? সে 'না' বলতে বিস্মিত হ'লুম। আমার ভাব দেখে, অতঃপর সে নিজেই ব'ল্লে, আমি-ও যে তোমার সঙ্গে যাবো, মা, বাবা, দিদি, দাদামহাশয় সবাইকে ব'লেছি।

তা তো হয় না কুসুমিকা, এমন ভাবে কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে তোমাকে তাঁরা যেতে দেবেন কেন?

মেয়ে মানুষ যদি পুরুষ মানুষের সঙ্গে যেতে না-ই পারে, তবে যতীশবাবুর সঙ্গে দিদি যাচ্ছেন কি করে?

কী বুদ্ধি! স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে।

তা-হলে দিনকতক পরেও তো অন্ততঃ যাবো।

তোমার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না। কেন আমি কি তোমার বৌ হবার যোগ্য নই? আমাকে গ্রহণ তুমি ক'র্‌তে কি পারবে না?

কুসুমিকা, এমন সৌভাগ্য হ'লে বর্ত্তে যাবো। আমি শুধু ভাবছিলুম, আমার মতো লোক কি? --

কুসুমিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, দম্পতীর কলহটা বিয়ের আগে থেকেই চ'ল্‌বে নাকি!

'কুসুমিকা' ব'লে পুনরায় ডাক্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে বৌদি এসে ঢুকলেন। তিনি যে আড়ি পেতেছিলেন, টের পাইনি। বললেন, পরস্পরের বিনয় প্রকাশের পালাটা আপাততঃ রেখে, দুজনে এস ঘরের বাইরে। এই মঙ্গলবার্ত্তা সকলকে দি-ই আর তোমাদের নিয়ে আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ করি।

আমরা দুজনেই বৌদির অনুসরণ ক'রলুম - বৌদি যেতে যেতে প্রশ্ন ক'রলেন, তোমাকে কি বলে ডাক্‌বে—ঠাকুরপো না জামাইবাবু?

আমি ব'ল্লুম, যতীশদার বাড়ীতে, ঠাকুরপো আর এ বাড়ীতে, জামাইবাবু।
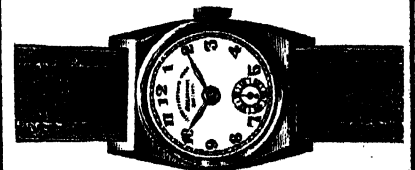
বিশ্বপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বোধ হয় দ্বিজেন্দ্র-লালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া এতাবৎকাল আর কেহ সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েন নাই। একাধারে নাট্যকার, কবি, সাহিত্যে হাসির, বিদ্রূপের, কশাঘাতের রাজা, সুরকার (composer) দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অল্পায়ু জীবনে ও কঠোর দাসত্বের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রস পরিবেশন করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা অবলীলাক্রমে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বিশ্বপ্রেমিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল বড় কবি ছিলেন, মন্দ্র কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন যে কাব্যের নয় রসকে এক আসরে পরিবেশন করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন কবি সাহসী হয়েন নাই। তিনি বঙ্গভাষায় এক নূতন শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা তাহার গতিশক্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ব্যতীত বোধহয় অতি অল্প কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বন্ধুবর্গ ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেও অনুযোগ অভিযোগ করা সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য লেখেন নাই। তিনি বলিতেন "যে দেশে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি জন্মেছেন সে দেশে আর কবির প্রয়োজন নেই—নাটকে একেবারে লোক নেই আর যারা কবি তাঁরা বড় নাটককে Seriously নেন্ না—আমি সেই দিকে চেষ্টা করি—বঙ্গ সাহিত্য, নাট্যমন্দির সমৃদ্ধ হবে।" দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ বিচার সমর্থন করা সম্ভব, কারণ নাট্যমন্দির ও সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হইয়াছে সে বিষয় এখন সন্দেহ করার উপায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হইয়াছে ১৯১৩ সালে এবং ১৯৩৮ সালেও যদি লক্ষ্য করা যায় "সাজাহান" বা "চন্দ্রগুপ্ত" বিশেষ সমারোহে আজও অভিনীত হইতেছে ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রতিভাশালী নট একই ভূমিকা যথা "সাজাহান" বা "চাণক্য" বা ঔরংজেব বিভিন্নভাবে অভিনয় করিয়া নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন যেরূপ Shakespeareএর Hamlet বা Leaa বিখ্যাত অভিনেতা Irving বা Tree অভিনয় করিয়া বিলাতে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তখন সমালোচককে স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক আজও সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ উভয়কেই সমৃদ্ধ করিয়াছে।

সত্য বটে যে আজকাল অধ্যাপক সমালোচকের লেখায় বা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রকাশিত বঙ্গভাষা ইতিহাসে হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত কোন সমালোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সমালোচকের বা আধুনিক লেখকের বিরাট ঔদাসীন্য থাকা সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি আজও জীবিত আছে ও জীবিত থাকিবে। তথাকথিত বঙ্গভাষার ইতিহাস হয়তো বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইবে—কি হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর মধ্যে এবং প্রত্যেক রচনার মধ্যে পৌরুষ বর্ত্তমান। তাহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে "আমরা মানুষ নহি, মেষ"—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে যেরূপ স্বদেশ-প্রেম ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মধ্যেও তাহাই দৃষ্ট হয়। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যি-কারের উত্তরাধিকার সাহিত্যের মধ্যে কাহারও থাকে তো দ্বিজেন্দ্রলালেরই তাহা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান (বিশেষতঃ সঙ্গীতে, সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমে ও কাব্যে বা সাহিত্যে নীতি বিষয়ে)।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম যুগের নাটক রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস দেশকে স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যে হিন্দু মুসলমান লইয়া আজ সারা ভারতে বিরাট সাম্প্রদায়িকতার ঝড় প্রবাহিত, সেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহাতে ঐক্য স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা দুর্গাদাস নাটকে লক্ষিত হয়। হিন্দু মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল না—রাণাপ্রতাপে মেহেরউন্নিসা, দৌলৎউন্নিসা, দুর্গাদাসে রাজিয়ার চরিত্র নারীর পূত পবিত্র মহিমান্বিত শিখরে মণ্ডিত। এদিকে রাণা-প্রতাপের চরিত্র আদর্শ চরিত্র হইলেও সম্রাট আকবরও যে মহৎ ছিলেন তাহা কবি সুন্দর ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া রাণাপ্রতাপের ভাই হইয়া; শক্ত সিংহ বিদ্বেষ বশে যে মেবারের সর্ব্বনাশ করিলেন তাহাও দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। দুর্গাদাসে দুর্গাদাস আদর্শ চরিত্র হইলেও দিলীর খাঁ ও কাশিমের চরিত্র দুর্গাদাস অপেক্ষা কোন

অংশে নিকৃষ্ট নহে। ঔরংজেবের চরিত্র চিত্রনে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময়ে ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া ঔরংজেবের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সে শ্রদ্ধা সমর সিংহের মুখে দুর্গাদাস নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল উপরোক্ত নাটকে স্বদেশপ্রেমকে সঞ্জীবিত করিলেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমের উপর প্রথম হইতেই আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে রবীন্দ্র নাথের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখি। রাণা-প্রতাপে যোশী তাঁহার স্বামী কবি পৃথ্বিরাজকে বলিতেছেন "এমন কাব্য লেখো, যা প'ড়ে ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে। এমন কবিতা লেখো যার গভীর সঙ্গীত বিরাট বন্যার মতন আর্য্যাবর্ত্ত ছেয়ে প'ড়ে।" রাণাপ্রতাপের কন্যা ইরা রাণাপ্রতাপকে বলিতেছেন "না বাবা পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ করবে, সে দিন অসীম অনন্ত প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে প'ড়বে, সে দিন স্বার্থ-ত্যাগেই স্বার্থ লাভ হবে"। অন্যত্র ইরাই বলিয়াছেন "সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হ'ন, হোন—তাঁকেও যেতে হবে! চিতোর তাঁর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু মনুষ্যত্ব-টুকু সঙ্গে যেতো। আমার দেশ। আমার নিয়ে দিবারাত্র এ ভাবনা—এ দ্বন্দ্ব কেন মা? পৃথিবীতে "আমার" কি আছে বাবা?"—এ বাণীই পশ্চাৎ মেবার পতনে "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ"—এই মহাসঙ্গীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেশ-হিতৈষণা এই বিশ্ব-প্রেম এই মনুষ্যত্ব—দ্বিজেন্দ্রলালই বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে প্রথমে যোজনা ও পরিস্ফুট করিয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য মন্দিরে অপ্রত্যাশিতরূপে অতি উচ্চে স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিরতরে বঙ্গবাসীর নিকট নমস্য হইয়া আছেন।

মেবারপতন নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র-লাল লিখিয়াছেন "মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটী পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র, রাণা-প্রতাপ সিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারী চরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম! আবার তারাবাঈ ও নুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তদভিন্ন সে নাটক-গুলিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটী মহানীতি

আসিতেছে ! আসিতেছে !!

আনন্দ পিকচার্সের নূতন

সামাজিক চিত্র

পি ঙ্গ লা

শ্রেষ্ঠাংশে :—ইন্দিরা ওয়াদকার

এক পতিতার করুণ কাহিনী

আপনার মনকে ভাবাইয়া তুলিবে

* * * *

চিত্রজগতের বিস্ময়

চন্দ্রশেখর

পরশমণি

আপনার চিত্র-গৃহে লাভবান হউন

বিদ্রোহী	আলিবাবা	বাঙ্গালী
পায়ের ধুলো	সোনার সংসার	চাঁদ সওদাগর
পথের শেষে	শশিনাথ	হালবাংলা

একমাত্র পরিবেশক

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরস

ভারতলক্ষ্মী ও মেট্রোপলিটান পিকচার্স ছবির একমাত্র পরিবেশক

ভারত ভবন, কলিকাতা

লইয়া বসিয়াছি।—সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিন চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য-প্রেম, জাতীয়-প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তি রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে যতদুর প্রেমকে ব্যপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। সে ঐশ প্রেম এখানে দেখান হয় নাই, নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল" —বস্তুতঃ "কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ" গানটী শুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের কেন জগতের জাতীয় সাহিত্যের একখানি অবিনশ্বর স্বর্গীয় সঙ্গীত—সর্ব্বজাতির অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। কি হাসির গান, কি ব্যঙ্গ কবিতা। কি প্রহসন, কি নাট্য-কাব্য, কি নাটক—সাহিতের যে যে বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলালের অতুল প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছে—সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র বজায় রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্ত্তক, সর্ব্বত্র তিনি স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভা গিরিনদীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে আপনার পথ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব অভ্রভেদী। ভাবের প্লাবনে সে বিরাট ব্যক্তিত্ব ভাসিয়া যায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের দোষ ত্রুটী গুণ সমস্তই তাঁহার এই বিশিষ্টতা হইতে উদ্ভূত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সামান্যই আলোচিত হইয়াছে—দ্বিজেন্দ্র লালের জীবিত কালে তাঁহার অনেক সাহিত্যিক অধ্যাপক বন্ধু আসিয়া নাটকের অভিনয় দেখিয়া অনেক মতামত প্রকাশ করিতেন। বিখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ইংরাজী সাহিত্যের দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিলেও চাণক্য বা সাজাহানকে মহানাট্যকার Shakespeare এর যে কোন শ্রেষ্ট সৃষ্টির সহিত তুলনা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে স্বকীয় নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচক ছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত নাটক চিরদিন আদর পাইবে, আর পাষাণী, মেবারপতন ও নূরজাহান দেশ অগ্রসর হইলে আশাতীত আদর পাইবে। সাজাহান চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কবির ভবিষদবাণী আজও অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে—দেশ অগ্রসর কবে হইবে এখনও বোঝা কঠিন। যখন দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বাংলার লোককে সচেতন করিতে আজও দ্বিজেন্দ্র লালের বাণীরই পুনরুক্তি করিতেছেন—

"তোদের মধ্যে ভণ্ড যে,
তাহারে দূর করিয়া দে
সবার বাড়া শত্রু সে,
আবার তোরা মানুষ হ"
(মেবার পতন)

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী বহুপূর্ব্বে হিন্দী, গুজরাটী, উর্দ্দু, মালাসালাম তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মানুষ হওয়া ব্যতীত জাতি স্বদেশকে ভালবাসিতে পারে না বিশ্বপ্রেমের মহিমায় নিজেকে মহিমান্বিত কল্পনা করিতে পারে না—। দ্বিজেন্দ্রলাল কত বড় কবি, কি কত বড় সমালোচক, কি কতো বড় নাট্যকার তাহা বিবেচনা করিবার সময় এখনও বোধ হয় আগত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহিমায় আজ দেশ সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ও কবি আজও বর্ত্তমান। দ্বিজেন্দ্রলাল আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল দার্শনিক কবি বঙ্গের অদ্বিতীয় নাট্যকার হইলেও সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন যুগ প্রবর্ত্তক, সংস্কারক ও নীতি-প্রচারক—ঋষি টলষ্টয়, রোঁমা রোলাঁর ও Bernard Shawর ন্যায়। একাধারে বিরাট পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কবি প্রতিভার এইরূপ সম্মিলন সাহিত্য জগতে বিরল। তিনি কি নাটক, কি প্রহসন, কি ব্যঙ্গ বা হাসির কবিতাতে বাঙ্গালী যাহাতে সত্যিকারের মানুষ হইয়া দেশকে, জাতিকে, সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসে তাহাই প্রচার করিয়াছেন। বিখ্যাত সমালোচক Morley সাহেব Carlyle সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে অনায়াসে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

Morley said, "Carlyle was not only one of the foremost literary figures of his own time, which is comparatively a small thing, but one of the greatest moral forces for all time"

শঙ্খ

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

সমুদ্রতল কথা কহে ওগো, তোমার বক্ষপুটে,
তাই বাজো বুঝি গম্ভীর-রবে-সাগর গাহিয়া উঠে!
শুভ্র শুভ্রতা তোমার অঙ্ক—
উঠে এলে তাই ছাড়িয়া পঙ্ক,
ওগো সাগরিকা, সাগর ত্যজিয়া নগরের কোলে এলে—
আমরা তোমায় করিব বরণ, হৃদয়ের শিখা জ্বেলে!

যত কুমারীর রক্ত-অধরে এলে চুম্বন লোভে—
তুমি যে সাগরী, তাই তো তোমাতে কোমলতা নাহি
শোভে!
দেব দেউলে বা তুলসীতলায়,
তব আবাহনে যে শুভ ঘনায়—
গভীর না হ'লে সে কি যেতে পারে দেবতার পদতলে!
সে ধ্বনি কভু কি ঠাঁই পেত তবে শ্রীচরণ শতদলে!

বিবাহ বাসরে তব ইঙ্গিতে শুচিতা সূচিত হ'ল—
দম্পতী বুকে তব শুভধ্বনি চিরদিন পাকা হ'ল।
নব জীবনের হে সেতুবন্ধ,
সুরাসুর-নর-বীরের বন্দ্য—
যুগে যুগে থাকি মনিবন্ধনে, নারীকে শ্রীমতী রাখো—
শক্তিরূপিণী রমনীর তুমি সিঁদুর বজায় রাখো!

দ্বাপরে একদা পাঞ্চজন্য ঘুচাইল অবসাদ,
ক্লৈব্য প্রাপ্ত অর্জ্জুন-কানে ধ্বনিলে রণ-নিনাদ।
বিশ্বপিতার গীতার গীতালি!
বীর্য্যের সাথে তোমার মিতালি—
মহাভারতের দেবতা পার্থ, বীর হ'ল তব হাঁকে
পার্থ সারথি সার কথা ক'ন তোমার ঠোঁটের ফাঁকে!

সব শুভ আর শুভ্রতা নিয়ে এইবার তুমি এসে,
রমণীর কর শোভি দেখা দাও—পাঞ্চজন্য বেশে।
হাঁতে শাঁখা থাক, মুখে থাক শাঁখ
বীর বিক্রমে দাও তুমি ডাক—
রমণী-মন্ত্রে হউক বিজয়ী, সব নর দেশে দেশে—
রমণী-শঙ্খ-ধ্বনিতে দাঁড়াক পতাকার তলে এসে!

বাঁশীতে আজ তুল্‌বো আমি সুর

বন্দে আলী মিয়া

পদ্মানদীর পাড়ির 'পরে ঘন কাশের বন
ওপাশে তার সবুজ চর—দূর হতে যে টানে আমার মন।
রাখাল ছেলের সঙ্গে আমি যাবো চলে সেথায় নদীর চরে
পায়রা চড়াই ঝাঁক বাঁধিয়া বিহান বেলা হোথায় এসে পড়ে;
তাদের পায়ের দাগ রয়েছে পদ্মাচরের সকল বালুময়
নদীর পাড়ে হেথায় হোথা নানান্ রঙা পালক পড়ে রয়।
তাই কুড়ায়ে গুজবো কাণে—মাথায় লবো—লবো দু'হাত ভরি
কাশের ফুল ছড়িয়ে দেবো পুব বাতাসে সারা সকাল ধরি।

রাখাল ছেলের সঙ্গে যাবো পদ্মানদীর চরে
বিহান বেলা জলের 'পরে সোণালি রোদ ঝিলি মিলি করে।
দেখবো আমি চেয়ে কেবল ঢেউ ভাঙিয়া পড়বে কিনারায়
পাল তুলিয়া নৌকাগুলো দখিন দেশে উজান বেয়ে যায়,
রাজহাঁসেরা এলিয়ে পাখা যায় যেন সে হয় গো আমার মনে
আজকে আমার সাধ হয় যে নায়ে চড়ে যাবো ওদের সনে—
ওই ও পারে কাজল রেখা—দূরের চেয়ে আরো দূরের গাঁ
কোথায় যে সে যাবো চলে কত না দূর নাইকো ঠিকানা।

পদ্মাচরে কাটিয়ে দেবো সারাটি দিন আজ
রাখাল ছেলের সাথে আমার কতো রকম থাক্‌বে কতো কাজ।
হাত ধরিয়া কিনার দিয়ে বেড়াবো আজ সারা বিহান বেলা
শামুক ঝিণুক কুড়িয়ে এনে গাছের ছায়ে করবো দু'জন খেলা।
পুবালীবায় ঝাপটা সাথে ক্ষণেক ক্ষণে আসবে চরের বালি
দুপুর বেলা রোদের আঁচে চারদিকেতে খাঁ খাঁ কর্‌বে খালি।
রাখাল ছেলে রইবে বসি—বাঁশীর মুখে তুলবো আমি সুর
ভাটিয়ালী জারির গানে ভরিয়ে দেবো আজের দুপুর।

ভাটির বেলা গাঙের ঘাটে গামছা দু'জন নিয়া
চিংড়ি বেলে কিনার থেকে ধরবো খালি চিতে চাবান দিয়া।
মাছরাঙারা মাছের আশায় থাক্‌বে বসে উচু পাড়ির দোপে
গাঙচিলেরা মাথার 'পরে উড়বে খালি ক্ষুদে পোনার লোভে—
দিনের আলো আস্‌বে নিভে—সিঁদুর গুলে যাবে নদীর জল
পাড়ির 'পরে আছাড়িয়া গানের সুরে কর্‌বে. ছলাৎছল।
সাঁঝ না হতে মোষের পিঠে বসে দু'জন আস্‌বো ফিরে গাঁয়—
পদ্মানদার চরের লাগি পরাণ আমার কর্‌বে রে হায় হায়।

[নক্সা]

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

থীসিস্ কেহ লেখে; কেহ লেখে না, শুধু জীবনে প্রতিপালন করে। প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক একটি থীসিস্ থাকে, যাহাকে আমরা লোক-ভাষায় বলি গোঁড়ামি। অথচ তার জীবনে একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য আছে, অন্তরে একটি মতবাদ আছে—যাহা সে নীরবে কাজের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলে। যাহারা মতবাদ লইয়া গবেষণা করে, কোলাহল করে, তারাই বই লেখে, ডক্টর হয়। আর যাহারা বই লেখে না, অথচ থীসিস্ লইয়া জীবন যাপন করে, তাহারা নিরুপাধি সামান্য গৃহস্থ। যেমন আমাদের সুজিৎ বাবু।

সুজিৎ বাবুর যখন বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর, তখনই তাঁর পাঁচ পুত্র, এক কন্যা। এই প্রবল বংশবৃদ্ধির মূলে কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক থীসিস্। থীসিসের প্রথম কথা—জন্মশাসনের আন্দোলনে কুঠারাঘাত। দ্বিতীয় কথা—যাহারা মাতা হইতে অনিচ্ছুক সেই সব নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিরোধ। তৃতীয় কথা—পৃথিবীতে আবার মাতৃতন্ত্র...অর্থাৎ মেট্রিয়ার্ক্যাল্ সমাজের প্রবর্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই প্রগতির গতিরোধ করিয়া, চাই পুনরায় পিতৃতন্ত্র অর্থাৎ পেট্রিয়ার্ক্যাল সমাজের প্রবর্তন। পিতৃতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে ফ্যাসিজ্‌ম্ আসিবে, সোস্যালিজ্‌ম্ পাত্তা পাইবে না।

তাই সুজিৎ বাবু একজন পুরা দস্তর পিতা বা পেট্রিয়ার্ক। তাঁর পুত্রদের কেহ তাঁকে আড়ালে বলে হিট্‌লার, কেহ বলে মুসোলিনি, কেহ বলে গান্ধী, তাঁর শিষ্য-গণের কেহ তাঁকে বলে অবতার, কেহ বলে ডেভিল্। আর তাঁর কন্যা কুমারী বাসনা বলে, "বাবা যেন কী, একটি আস্ত ইয়ে, মানে একটি মিষ্ট্রি (রহস্য)—ঠিক মিষ্ট্রি নয়—একটি করুণার পাত্র। আহা বেচারী বাবা! মা মারা যাওয়ার পর থেকে অগ্নিধারা খাপ্‌ছাড়া হ'য়ে গেছেন।"

কুমারী বাসনার মা মারা গিয়াছে প্রায় ছ' বছর আগে। মায়ের কলেরা হইয়াছিল, কিন্তু বাবা ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দেন নাই, গৃহদেবতার নির্ম্মাল্য তুলসীপাতা বাঁটিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সুজিৎ বাবু বস্তু-তন্ত্রবাদী—সংসারে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভাগীরথীকে পুনরায় নামাইয়া আনিবেন, এই ছিল পণ। কুমারী বাসনার তখন বয়স সবে দশ বছর। তবুও আজ সে-সব কথা বেশ মনে পড়ে। সে মা বলিয়া কাঁদিয়া-ছিল, কিন্তু বাবা ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন—"কান্না-টা মেয়েদের একটা অভ্যাস, দুর্ব্বলতা প্রকাশের প্রণালী মাত্র। তোর ও সাজে না বাসনা, ঐ জন্যেই ত তোকে আমি পুরুষের পোষাক পরাব আজ থেকে। তোর মা সতীলক্ষ্মী, তাই সন্তান ও স্বামী রেখে মরেছে। ফের যদি তুই কাঁদবি ত তোকে তুলে আছাড় মারবো; আমি ইমোশন্ ভালোবাসি না।"

সেদিন থেকে বাসনা পুরুষের বেশে থাকে, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে, সম্প্রতি বডিস্-এর ওপর সার্ট ও কোট পরিতে সুরু করিয়াছে। সে গ্যার্ল-ইস্কুলে যায় না, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য পড়ে।

আজ বাসনা সেই সব কথা ভাবিতেছে। সামনের চেয়ারে বসিয়া মাষ্টার উমাপতি বাবু "মানব-বিবাহের ইতিহাস" পড়িতে-ছেন। সহসা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুমারী বাসনা, তুমি কি বিয়ে করবে না? কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলেরই বিয়ে হয়, কেবল মানুষ-ই দু' একজন অবিবাহিত থাকতে চায়, ওটা আদৌ ভাল নয়।"

উমাপতি কোন নূতন বই পড়িলে, দু' একটা কথা অগ্নিধারা অবান্তর বলিয়া ফেলেন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়া বলেন না বোধহয়।

কুমারী বাসনা চমকিয়া উঠিয়া এক দৃষ্টিতে মাষ্টারের পানে চাহিয়া রহিল। এরূপ ধৃষ্ট প্রশ্ন তাহাকে মাষ্টার কোনদিন করিবে, সে ভাবে নাই। একে বিয়ের কথা, তার ওপর আর কীটপতঙ্গের বিয়ের সহিত তাহার বিয়ের কথা! প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত এবং নিশ্চয়ই অপমানকর। মাষ্টারের কী স্পর্দ্ধা!

বাসনার ক্রুদ্ধ বক্ষ কোটের নীচে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে স্ফীত রোষ ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া বিস্ফুরিত হইয়া গেল। মাষ্টারের মাথায় আসিয়া পড়িল ধাঁ করিয়া এক প্রচণ্ড পেলব ঘুষি। মুট্ করিয়া চুরমার হইল দু'গাছি সোনালি কাচের রেশমি চুড়ি। আর সোনার চুড়ি একগাছা বাঁকিয়া তোবড়াইয়া কাটিয়া বসিল কোমল হাতের কব্জিতে। দু'ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া ছোট্ট দুটি চুনীর মতো দুলিতে লাগিল।

বাসনার চোখের সামনে সেই ক্ষুদ্র দুটি রক্ত বিন্দু ক্রমে বৃহৎ হইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শোণিত সিন্ধুর ফেনার মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। "উঃ! মা গো!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সে টেবিলে মাথা রাখিয়া এলাইয়া পড়ে।

উমাপতিবাবু ঘুষিটার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একেবারে থতমত ভাব। চটিয়া উঠিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বিদ্যুৎ বেগে বাহিরে যাইবার আর অবকাশ পাইলেন না। "কী হলো!" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া বাসনার মাথাটি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া শুধাইলেন,—"হাতে লেগেছে বুঝি?" তারপর নিজের রুমাল দিয়া রক্ত মুছিয়া দিলেন। হাত-পাখা দিয়া শিষ্যার মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন। ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ছিঃ! কুমারী বাসনা! আমি ভেবেছিলাম তুমি জোয়ান্ অব আর্ক-এর মতো বীর, দেশের মুক্তির জন্যে একদিন যুদ্ধ করবে। কিন্তু তোমার দ্বারা তা হবে না দেখছি।"

বাসনা করুণ কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমার দ্বারা শুধু বিয়ে করাই হবে, এই বুঝি আপনার ধারণা। আপনি বড় ফাজিল হচ্ছেন দিন দিন। যান! যদি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যেতুম, তাহলে কী করতেন আপনি, শুনি।"

কিন্তু শোনা আর হইল না। ঢং করিয়া আরতির ঘণ্টা পড়িল—পিত্রারতির ঘণ্টা। অমনি সৈনিকের ন্যায় হুসিয়ার (য়্যাটেনশন্) ভাবে দাঁড়াইয়া বাসনা পিতার আরতি করিতে ছুটিয়া গেল।

প্রত্যহ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার পর সুজিৎ বাবুর আরতি হয়। তিনি নিজে একটি দারুনির্ম্মিত সিংহাসনে বসেন। ভার্য্যাভাবে বাড়ীর প্রাচীনা ঝি কুন্দ একখানি চামর লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া ব্যজন করে। আর ভৃত্য দাশরথি কাঁসর বাজায় এবং পুত্রগণ তখন ঘণ্টাধ্বনির সহিত পঞ্চ-প্রদীপ ঘুরাইয়া পিতার আরতি করিতে থাকে। কন্যা পঞ্চম সুরে স্তোত্রগান পূর্ব্বক পিতৃ-বন্দনা করিয়া সমস্ত পল্লীতে একটি সুপবিত্র ধর্ম্মভাবের অনুভূতি-স্পন্দন বিকম্পিত করিয়া তোলে।

সুজিৎ বাবুর মতে পারিবারিক শান্তির জন্য চাই পিতার সভারিন্‌টি অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুত্ব, এবং তার জন্যে চাই ডিভাইন্ পেট্রি-য়ার্কশিপ অথবা ভাগবত পিতৃত্ব। তাই এই পিতৃ-পূজার পদ্ধতি তাঁর গৃহে গত ছয় বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই আরতি-কালে পুত্র-কন্যা কাহারো অনুপস্থিত হইবার জো নাই, হইলে পরদিন আর তাহার গৃহে স্থান নাই।

প্রথম তিন পুত্র এই ভাবেই গৃহ ছাড়িয়াছে। লোকে বলে তাহারা চাকুরী করিতে স্থানান্তরে গিয়াছে, কিন্তু সুজিৎবাবু বলেন তিনি তাহাদের যাইতে বাধ্য করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা পিতৃশাসন

N. I. P.

মানিতে একদিন দ্বিধাবোধ করিয়াছিল। বড় কঠোর তাঁর শাসন।

কুমারী বাসনা আসিয়া পিতার পাদ-বন্দনা পূর্ব্বক শঙ্খ-দীপ লইয়া আরতি আরম্ভ করিল। কারণ বর্ত্তমানে গৃহে সে-ই বয়সে বড়। তার ছোট দুটি ভাই নীলু ও কালু স্তবপাঠ করিতে লাগিল।

রুটিন্-মাফিক আধঘণ্টা আরতি চলে। তারপর প্রসাদ বিতরণ।

একখানি প্লেটে কিছু ফল-মিষ্টি নিয়া কুমারী বাসনা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে। বলে,—স্যর কিছু জল খান। আমাকে ক্ষমা করুন। ঘুঁষির কথাটা ভুলে যান, তাহলে আর এক কাপ চা দেবো।

উমাপতিবাবু ঘুঁষির কথা প্রায় ভুলিয়া-ছিলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে ভাবিতে-ছিলেন, বাসনার সেই নারী-সুলভ এলাইয়া পড়ার ছবিটি। সেই তার মাথাটি তুলিয়া ধরা। তিনি তখনো মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া টেবিলটি মুছিতেছিলেন, পাছে কোথাও রক্তের ছিটা লাগিয়া থাকে। তিনি বাক্য ব্যয় না করিয়া জলযোগে নিযুক্ত হইলেন।

বাসনা এযাবৎ যে-প্রশ্ন কখনো করে নাই, আজ হঠাৎ তাহাই বলিয়া ফেলিল,—স্যর আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী? উমাপতি গম্ভীর স্বরেই বলিলেন,—আমার স্ত্রী নেই।

—সে কি? আপনি বিয়ে করেন নি?

—না।

—বাবা যে বলেন, আপনি বিবাহিত, সচ্চরিত্র সংসারী লোক!

—তোমার বাবাকে আমি মিছে কথা বলেছিলুম, নইলে এ টিউশন্ পেতুম না। টাকা রোজগাড়ের জন্যে মিথ্যে কথা বলা আমি পাপ মনে করি না।

—এখন যদি বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দেন?

—তুমি তাড়াবে না, এই আমার বিশ্বাস।

হুঁ!

পরক্ষণেই বাসনা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

(২)

নীলুর বয়স বারো কালুর দশ। দুজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিতেছিল। নীলু বলে,—ত্যাখ কালু মাইরি সেদিন দেখিছি, মাষ্টার মশায় দিদির মাথা টিপে দিচ্ছেলেন, মাথায় হাওয়া করছিলেন। কালু বলে—দিদি আজ বাবার বাক্স খুলে মায়ের সব কাপড়-জামা বার ক'রে নিয়েছে বলেছে আর সে পুরুষ মানুষ সাজবে না, মেয়ে মানুষ হবে।

কথা শেষ না হতেই ঘরে বাসনার প্রবেশ। পরণে লালপাড় সাদা সাড়ী, গায়ে সেমিজ। ভাল করিয়া পরিতে পারে নাই, কোনমতে জড়াইয়া সরাইয়া লম্বা আঁচলখানি কোমরে বাঁধিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই বাসনা বলে,—ওরে নীলু-কালু, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। বাবা গেছেন ব্যাংকে টাকা তুলতে আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বিয়ের পোষাক কিনতে। বাবা এলে বলিস্।

নীলু হাততালি দিয়া উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলে,—তা ভাই দিদি বেশ মজা হবে। ওবাড়ীর যূথিকাদি'র সেদিন বিয়ে হ'লো, তেম্নি ধুমধাম হবে ত! টোপর মাথায় জামাইবাবু আসবেন······

কালু বলে,—অনেক লোকজন, সার সার ইলেক্‌ট্রিক্ আলো, শাখ আর উলু—বড়-দা, মেজ দা, সেজ-দা আসবেন···

বাসনা ভ্রাতার কথা থামাইয়া বলে,—যাঃ সে সব কিছু হবে না। মাষ্টার মশাই বলেছেন, তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে আসবেন সন্ধ্যেবেলার—শুধু মালা বদল···

বাকী কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, আবার কথা ঘুরাইয়া বাসনা বলে,—আর এক কাজ করবি ত্যাখ, বাবার সব সিগারেটগুলো বারান্দায় জড়ো করে রেখেছি, আগুন ধরিয়ে দিয়ে খুব হাওয়া করবি, যেন সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নীলু শুধায়, কেন দিদি?

বাসনা মৃদু হাসিয়া বলে,—জানিস্‌নে বুঝি! মাষ্টার মশাই বলেছেন, সিগারেট খাওয়া দেখলেই তাঁর যুদ্ধের সময় কামানের নলে আগুন জ্বালার কথা মনে পড়ে। বলেন, সিগারেট খাওয়া না ছাড়লে কামানের স্মৃতি মুছবে না, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ঘুচবে না। বেশ ভালো কথা, না?

ভালো মন্দের অত বিচার নীলু-কালুর নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ দিয়াশালাইয়ের অনুসন্ধানে ছুটিয়া যায়। বাসনাও বাহির হইয়া পড়ে।

সুজিৎবাবু যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন ঝি চাকর সব নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। বাড়ী ধূমে আচ্ছন্ন, আর নীলু-কালু বারান্দায় দাঁড়াইয়া বেদম কাসিতেছে, এবং কাঠির খোচা দিয়া দিয়া বাক্স সমেত এক এক রাশি সিগারেটের অগ্নি সংস্কার করিতেছে।

সুজিৎবাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া হাঁকিলেন,—ওকি হচ্ছে রে?

পলাইবার শক্তি আর নাই। নীলু-কালু মুখ চুণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সুজিৎবাবু অগ্রসর হইয়া অভিনিবেশ সহকারে তাকাইয়া উপলব্ধি করিলেন, কী পুড়িতেছে। পরক্ষণেই দুই পুত্রের দুই গালে দুইটি চড় মারিয়া দুই হাতে তাহাদের কাণ ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের মেঝেয় প্রবল ধাক্কায় ফেলিয়া দিলেন। ছেলে দুইটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অতঃপর

সুজিৎবাবু গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, হারামজাদা ছেলে সব, এ আবার কি রকম খেলা হচ্ছে? পোড়াবার আর জিনিষ পাওনি? এই শূয়ার দাশরথি......শালার কুম্ভকর্ণের ঘুমের কিছু বলেছে।...

নীলু গোঁঙাইতে গোঁঙাইতে বলে,—দিদি যে বল্লে, ওতে যুদ্ধ থামবে......

সুজিৎবাবুর কণ্ঠে বজ্র বিস্ফোরণ হইল,—কী বল্লে? কে বল্লে? বাসনা? কোথায় সে হতভাগী?

"এই যে বাবা, আমি।" বলিয়া বাসনা সামনে আসিয়া দাঁড়ায়!

সুজিৎবাবু যেন প্রেত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বাসনার অপরূপ সজ্জা। পরণে পাহাড় পেড়ে সাগর-রঙ-এর সাড়ী, গায়ে আকাশ-রঙের জামা, পায়ে দূর্বা রঙের স্যাণ্ডেল্, আর মাথায় পাকাধানের সোণালি রঙের ভেল্ (ওড়না)। কুমারী বাসনার পিছনে মাষ্টার উমাপতি। তাঁর পরণে ঢিলা পায়জামা ও হাতকাটা সার্টের ওপর কোট—পুরা দস্তুর প্রোলিটারিয়েট (শ্রমিক) পোষাক।

সুজিৎবাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রোরুদ্যমান পুত্রদ্বয় সহসা থামিয়া গেল।

মাষ্টার উমাপতি বলিলেন,—দেখুন সুজিৎবাবু, এই আপনার কন্যা বাসনা—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আজ আমি একে সাজিয়েছি। এই যে পোষাক—এতে পার্ফেক্শান্ অব্ ম্যাচ্ (পরিপূর্ণ সুষমা)—এ মূর্ত্তিতে আছে শান্তি ও সৌন্দর্য্য, শ্রী ও সারল্য। এতে ওয়ার্ নেই, বিরোধ নেই। আপনি স্বভাবের (নেচার) বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন—তাই নারীকে দিয়েছিলেন পুরুষের বেশ, তার হৃদয়ের কোমলতায় আনতে চেয়েছিলেন পাথরের কঠোরতা। কিন্তু এই তিন বৎসর ধ'রে আমি এর শিক্ষক। মানুষের যা কিছু শেখা দরকার আমি একে শিখিয়েছি, এবং নূতন কিছু শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, শুধু পুরুষের স্তোত্র-গান করবার জন্যেই নারীর সৃষ্টি হয়নি। সন্তান প্রসব ক'রে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে আতুর ব্যক্তি হ'য়ে থাকাই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য বিরাট্। নারী একাধারে কৃষির দেবতা সীতা, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা। নারী-চরিত্রে বাল্মীকি-কাব্য ও চাণক্য-নীতির একত্র সমাবেশ। আমার মতে ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের অথবা মৌর্য্যবংশের উত্থান মানে, দাসী পুত্র নামচ্ছলে জন-সাধারণের উত্থান—চন্দ্রগুপ্ত প্রোলি-টারিয়েটের প্রতীক। তাই আজ আপনার পতন, কুমারী বাসনার উত্থান। সে আমার প্রেয়সী, সহচরা। শুধু আমার সহচরী নয়, এ দেশের বিপুল জনশক্তির সহচরী। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি অবিবাহিত, আজ আমাদের বিয়ে......

নীলু কালু আনন্দে হাত তালি দিয়া উঠিল। সাগ্রহে বলে,—বাঃ দিদিকে বেশ বউ-বউ মানিয়েছে! না বাবা?

সুজিৎবাবু হুঙ্কার করিলেন। চোপ রাও।

(৩)

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। ক্ষুদ্র গৃহ অপরিচিত অপরিচ্ছন্ন অসংখ্য জনসমাগমে গম্ গম্ করে। বড় ঘরের বারান্দায় সেই কাঠের সিংহাসন তৃণগুল্মে সাজাইয়া তাহার উপর উমাপতি ও বাসনাকে বসানো হইয়াছে। তিনজন হিন্দুস্থানী পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক তাহাদের মালাবদল করিয়া দিল। একজনে একটা রামশিঙ্গা (bugle) বাজাইল। কয়েকটি শ্রমিক-বালক গান গাহিল—

চল কর রক্ত-পতাকা
ভক্তেরা আজি সবে।
নারী ও নরের নূতন বিবাহে
গাহ গান ভৈরবে॥"

ইত্যাদি।

নিলু-কালু বারান্দার এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়া সব ব্যাপার দেখিতেছিল। এই জন-কোলাহলের মধ্যে তাহারা নিজেদের অস্ফুট শিশু-মনকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই।

সুজিৎবাবু আপনার শয়ন ঘরে বসিয়া এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা দৈব নির্দ্দেশ পাইবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই পাইলেন না। মাষ্টারটা জুয়াচুরি করিয়াছে, তাহাকে পুলিশে দেওয়া উচিত কিনা? কন্যা সাবালিকা, স্বমতে স্বামী সংগ্রহ করিতেছে, মোকদ্দমা টিকিবে না। অগত্যা পাঁজি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঝি কুন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিতে গিয়াছিল, তিনি আসিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আজ বিবাহের লগ্ন নাই। তবে.........

—আর তবে-টবে নয়। ভট্চায্, যেমন ক'রে হোক একটা কুশণ্ডিকা অন্ততঃ সেরে দিয়ে যাও, মেয়েটার কপালে সিঁদুর ত উঠুক, নইলে.........

সুজিৎবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, আর ভাবিতে পারিলেন না।

ওদিকে কোলাহল ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। অবশেষে উমাপতি ও বাসনা লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। নীলু-কালু বিছানায় বসিয়া তখনো দিদির বধূবেশ দেখিতেছে। উমাপতি বলিলেন, —আজ আমি একটা রেল-অফিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছি, তাই এই Coup de' etat (দাবার কিস্তি) দিলাম। তোমাকে আমি আমার সকল থিওরি-ই শিখিয়েছি, এইবার কাজে নামতে হবে, কালই আমি ট্রেড্-য়ুনিয়নের মেম্বর হবো। তোমার আমার মিলনের একটা মহৎ সিগ্নিফিক্যান্স (তাৎপর্য্য) আছে।

এ যেন পৃথিবীর একটা নবীন জন্ম, —যেন প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নূতন মহাদেশের আবির্ভাব,—যেন—

বাসনা বলিল,—যেন মেরু প্রদেশে অরোরা বোরিয়লিস্—বলিয়া সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠে।

বাহিরে ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন,—মা বাসনা, একবার আসতে হবে যে, কুশণ্ডিকা-টা সেরে নেওয়াই ভালো, নইলে বে-আইনী হবে।

উমাপতি আপত্তির ভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিল। বাসনা তাহার আঙ্গুলে চাপ দিয়া বলিল,—নাও, ওঠো, আর কেলেঙ্কারি করতে হবে না।

উভয়ে আসিয়া পাশের ঘরে পিঁড়িতে বসে। ভট্টাচার্য্য যজ্ঞ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া কুশণ্ডিকা সারিয়া দেন। বাসনার কপালে সিঁদুরের লাল টকটকে দাগ টা ঝক্ ঝক্ করিয়া ওঠে,—রাত্রিশেষের শুকতারকার মতো।

সুজিৎবাবু বলিলেন, বাসনা—আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি তবে যাই, তোরা যা হয় কর।

আপনকক্ষে ফিরিয়া দেখেন ঝি কুন্দ ঘুমন্ত নলু-কালুকে টানিয়া আনিয়া শোয়াইয়া দিতেছে, বোধ হয় তাহাদের খাওয়া হয় নাই।

বাসনা-কে আজ দেখিতে মন্দ মানায় নাই। সুজিৎবাবুর মনে সহসা একটি বহুদিনের বিস্মৃত মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে, —বাসনার মায়ের বয়স তখন অতখানিই হইবে।

আর তাঁহার এ-গৃহে থাকা চলে না। কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। নীলু কালুকে সঙ্গে লইবেন কিনা ভাবিবার কথা। নিজের স্যুট্-কেসটা টানিয়া গুছাইতে বসিয়া গেলেন।

উমাপতি তখন বলিতেছিল,—ভাখো বাসু,—তোমাকে কিন্তু সভায় বক্তৃতা দিতে হবে।

বাসনা বলে,—ইস্! আমি তোমার ভাড়াটে বক্তা নাকি! ওসব জংলিদের সভায় যাচ্ছে কে? এখনো বাবাকে বলা হয় নি যে, তুমি ঘর জামাই হয়ে থাকবে এখানে।

উমাপতি বলে,—না।

বাসনা বলে,—তোমার ঘাড় থাকবে—জানো আজ থেকে নারীতন্ত্র (মেট্রিয়ার্ক্যাল্) সমাজের পত্তন।

সুজিৎবাবুর গোছানো শেষ হয় নাই। বাসনা আসিয়া বলে,—বাবা ওকি করছেন। এখনো ঘুমোন নি যে বড়। আপনার জামাই কিন্তু এখানেই থাকবে, ওর ঘর বাড়ী নেই, একটা চাকরি পেয়েছে শুধু।

সুজিৎবাবু নির্লিপ্তভাবে বলেন,—আমি কাল চলে যাবো বাসনা। নীলু-কালুকেও সঙ্গে নে যাবো ঠিক করেছি।

বাসনা ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—ধ্যেৎ। তাই আবার যায় নাকি। তাহলে আমি এ বিয়ে নাকচ ক'রে দেবো, বাবা। খবরদার ও কাজ করো না। তুমি শোও আমি ঘরে তালা মেরে দিচ্ছি।

সে সত্যই পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিল। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। ফিরিয়া দেখে উমাপতি মনোবিজ্ঞানের বই খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছে। সে বইখানা ছুড়িয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিয়া বলে—কাল আমার আরও পাঁচখানা সাড়ী চাই, পাঁচটা ব্লাউস্, একটা ক্রীম্, পাওডার, সাবান, আর······

উমাপতি বিরক্ত হইয়া বলে, হু! তোমরা সীতাও নও, ক্লিওপেট্রাও নও,—শকুন্তলাও নও, বেহুলাও নও···

—আমরা কিছুই নই, শুধু তোমাদের ঘাড়ে চাপি, ভূত! বাবার পেট্রিয়ার্কশিপ ভেঙ্গেছি, এইবার তোমার সোশ্যালিজম্-এর মুণ্ডুটায় আমার ঘোম্টা-খানা জড়াতে পারলেই হয়। বলিয়া বাসনা তার সোনালি ওড়নাখানি উমাপতির মাথায় ফেলিয়া তাহাকে কানা করিয়া দিয়া···কি যেন করিতে যাইবে···

এমন সময় বাহিরে (উঁকি-রত) কুন্দ ঝি হাসি চাপিতে চাপিতে গলায় বিষম লাগিয়া কাসিয়া ফেলিল।

নিউ থিয়েটার্সে'র আগামী আধুনিক সামাজিক চিত্র "অধিকারে" মেনকা, যমুনা ও প্রমথেশ বড়ুয়া। ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোর্‌বে।

ডায়েরীর পাতা থেকে

(য়ুরোপের Impresario)

শ্রীহুরেন ঘোষ

২২শে এপ্রিল সকালের দিকে মুশি ও অস্ত্রিকের অফিসে এলাম। Niceএর সবচেয়ে বড়' থিয়েটার প্যালে ডি Mediteranianএর তিনি ম্যানেজার। বেঁটে খাটো লোকটী অসীম উৎসাহী, ব্যবহারে আমরা যাকে মাটীর মানুষ বলি। আমার জন্য এই ফরাসী ভদ্রলোক যা করেছেন, জীবনে ভোলা যায় না। আমি বলেছিলুম তাঁকে—আমাদের Impresario G. Kuged, Vienna annexationএর গোলমালে আটকে পড়েছেন এবং আমরা না পাচ্ছি পূর্ব্বেকার হিসেব মত শো দিতে, না পাচ্ছি কোন নূতন লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে।

বিপদ বুঝে মুশিও অস্ত্রিক প্যারীতে (Paris) সবচেয়ে যিনি বড় Impresario Arnold Meckel—তাঁর Bureauতে phone করলেন; একবার নয়, দু' দুবার এবং বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে ও আমাদের দলের বৈশিষ্ট্যতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বল্লেন—এবং অনুরোধ কল্লেন তিনি যদি আমাদের দলের সমস্ত য়ুরোপ আমেরিকার ভার নেন। কিছুক্ষণ কথা কইবার পর মুশিও অস্ত্রিক "ত্রে বিঁয়া" বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং ফোন ছেড়ে আমাকে বল্লেন, "Meckel Agency will take you up and do the needful - you better go to Paris right now and see them—" এই বলে তিনি তখুনি তাঁর stenoকে একখানি চিঠি dictate কল্লেন এবং দু' মিনিটের ভিতর চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "কাল কি পরশু নিশ্চয়ই Paris গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কইবেন, এই আমার অনুরোধ", আরও বল্লেন, Niceএ আমাদের থিয়েটারে সেরাইকেল্লার নাচে কি পরিমাণ লোক হয়েছে, সাংবাদিকরা কি রকম প্রশংসা করেছেন, পোষাক পরিচ্ছদ আপনাদের কত উচ্চাঙ্গের এবং বিশিষ্ট মুখোস নৃত্যের চাহিদা কতখানি বাড়তে পারে এদেশে, এ বিষয়েও আমি Meckel Agencyকে বলে দিয়েছি। এরপর তুমি যদি তোমার Newspaper cutting Bookটা নিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথা কও—কাজ হয়ে যাবে, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

ধন্যবাদ দিয়ে চিঠিখানি নিয়ে চলে আসি এবং রাত্রের ট্রেণে অনেক অসুবিধা করেও Paris যাত্রা করি—সাথে যান কুমার বিজয় প্রতাপ ও কুমার হিমাংশু কুমার। ট্রেণে ভীড় ছিল, শোবার ঘরেও (Sleeping Car) স্থান ছিল না খালি। সুতরাং খানিকটা বসে, পাশের লোক নেমে গেলে খানিকটা পা ছড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল কোন রকমে। কুমার বিজয়প্রতাপ আয়েসী লোক ওঁর ভাল ঘুম হ'ল না—সকালে উঠে বুঝলুম রাত্রের journeyতে ওঁর বিশেষ কষ্টই হয়েছে। তাছাড়া রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা পড়েছিল, সাথে মাত্র একটী করে ওভারকোট, তাই দিয়ে যতটা ঢাকা যায় তা করা গেছলো—কিন্তু ওদেশের শীত, অল্পবিস্তর ছোট খাটো ফাক দিয়েও যে পরিমাণ ঠাণ্ডা সরবরাহ হয়—সে বেশ কষ্টকর ব্যাপার।

Stationএ নেমে দেখা গেল interview এর সময় বেশী নেই। হোটেলে ওঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করে আমরা সবাই সোজা Arnold Meckelএর Bureauতে যাব বলে Taxiতে উঠলুম। ফরাসী দেশে, ফরাসী লোকেদের সঙ্গে ভাষা না জানার দরুণ বুঝাতে কোন অসুবিধা হলোনা কারণ মুশিও আস্ত্রিকের চিঠির খামখানা Taxi Driverকে দেখাতেই সে বুঝতে পাল্লে, কোথায় যেতে হবে।

প্রকাণ্ড বড় প্রাসাদ। সেখানে এসে গাড়ী থামল। Diver বাড়ীর নম্বর দেখিয়ে বল্লে, এই হচ্ছে ২৫২নং বাড়ী—ভিতরে গেলেই পাবে—তোমরা যাকে চাও।

তখনও খানিকটা সময় ছিল। কুমার সাহেব বল্লেন, একটা restaurantএ গিয়ে কিছু খেয়ে নিলে ভাল হ'ত। আমরাও রাজী। Restaurantএ খাসা মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা। তৎক্ষণাৎ হাত ব্যাগটা খুলে, কাপড় জামা ছেড়ে, রাত্রিজাগরণের ও ট্রেণে চলার ছাপটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেলা হ'ল এবং কিছু খেয়ে ফিরে আসা গেল।

সা—পি থিয়েটার—ফটকের ভিতরে এসেই পড়লুম আমরা সুবৃহৎ একটা লবীতে। তার চারিদিকে ছোট ছোট ঘরে, নানালোকের বিভিন্ন অফিস। এক জায়গায় Meckel Bureau বলে আঙুল দেখান আছে, সেখানে গিয়েই দেখি বাঁ দিকে সিঁড়ি—পাশেই Lift. প্যারীর বহু বাড়ীতে Automatic Lift আছে—নিজেই ওঠানামার জন্যে Switch use করতে হয়। গোলমাল ভেবে আমরা সিড়িদিয়ে উঠে দ্বিতলে আসতেই—গন্তব্য স্থানের সন্ধান পেলুম।

সামান্য একটা দরজার পাশেই লেখা—A. Meckel's Bureau. দরজায় নক্ করলাম। কে একজন ভেতর থেকে বলে উঠল, "আন্ট্রে"। তিনজনেই ভিতরে গেলাম। সাধারণ ঘর—চারিদিকে দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ভাল Poster—কয়েকখানি সুশ্রী সুদর্শন ছবি স্তূপাকার করে পড়ে আছে কোণের দিকে ছাপা কাগজের তাড়া। এক দিকটায় দুটো Table, Office ঘরের মত সাজান। একটীতে বসে একটী অল্পবয়সী সুন্দরী—আর একটীতে বসে একজন বয়স্থ ভদ্রলোক। মুখ তুলে প্রশ্ন কল্লেন কি চাই? চিঠি আছে বলে বার করে দিলাম। উঠে এসে চিঠিখানা নিয়ে, আমাদের অপেক্ষা করতে বলে—কোনের একটী স্প্রিং এর দরজা খুলে ভিতরকার ঘরে গেলেন এবং ফিরে এসে আমাদের অপেক্ষা করতে বল্লেন।

ঘরে এমন কোন Extra Chair ছিল না যাতে আমরা সবাই বসতে পারি বা কুমার সাহেবকে বসাই। একবার ড্রয়ার, একবার Book case, একবার Souvenir Shelfএর দিকে দেখছি, এমন সময় ডাক এল—আমরা ভিতরে গেলাম।

আরো সাধারণ ঘর—কয়েকখানি বিশিষ্ট আর্টিষ্টের ছবি দেয়ালে টাঙান Secretariate Tableএর সামনেই বসেছিলেন, দাঁড়িয়ে উঠলেন একজন সুস্থকায় রাশিয়ান ভদ্রলোক, চশমাটা বাঁ হাতে নামিয়ে, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতে আমি এগিয়ে গিয়ে করমর্দ্দন কল্লুম (কারণ চিঠিটাতে আমারই কথা লেখা ছিল) পরে কুমার সাহেব এবং তার পর হিমাংশুবাবু। ঘরে তিনখানি extra chair—আমরা বসলাম তাতে। পথের ধারে জানলার নীচে টেবিলে কিছু কাগজ-পত্র, বিবিধ মাসিকপত্রিকা, থিয়েটারের প্লান, কয়েকখানা ফটো, ২।৪ রকমের Souvenir তাতে রয়েছে।

দু'এক কথায় বুঝলাম ভদ্রলোক ইংরেজী বোঝেন কম, ফরাসী জানেন, আমরা তেমনি ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা জানিনে বল্লেই হয়,—তবুও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইতালিয়ন-ফরাসী ও তার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার ঠ্যাকা দিয়ে, আমার হাতের Newspaper cuttingএর বইটা ছিল, দিলুম, ও সেই সঙ্গে ছবির Album খানাও।

দু'তিন মিনিট পর প্রশ্ন কল্লেন আমাকে দেখিয়ে, You—Shanker—India?

আমি প্রসন্ন হয়ে বল্লুম, "হ্যাঁ"

বিদেশী বুঝলেন আমার কথা। তারপর উঠে এক এক করে শান্তিনিকেতনের জন্য যে All India Tour arrange করেছি, শঙ্করের জন্য সেই প্রথম থেকে (অর্থাৎ ১৯২৯) ১৯৩৫ পর্য্যন্ত যা যা করেছি, গুরু শাস্ত্রিরদল, বালা সরস্বতী, এনাক্ষী রমা রাও প্রভৃতির ছবি ও সংবাদ পত্রের তালিকা এক এক করে সব দেখালাম এবং সেই সঙ্গে কবির দেওয়া পত্রখানি ও ভারতীয় নানা সংবাদ পত্রের বিভিন্ন মতামতগুলি অল্প-বিস্তর বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করাতে ভদ্রলোক এইটুকু বুঝলেন যে আমি হয়ত বা এই লাইনের একটু important লোকই হব এবং আমারই হাতের সেরাইকেল্লারদল য়ুরোপে প্রথম এলেও, এদের ভিতর অভিনবত্ব কিছু থাকতে পারে। অভয় দিলেন—সেরাই-কেল্লা দলকে তিনি নেবেন। ইতিমধ্যে একজন ইংরাজী জানা ভদ্রলোক এলেন এবং কথাবার্ত্তার সুবিধা হ'ল।

এইবার রুষদেশবাসী ব্যবসার কথা পাড়লেন এবং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর বন্ধুর মারফৎ:—

"আমরা বড় Expensive Impresario. তবে আমরা হচ্ছি Best. যদি নাম ও ইজ্জৎকে বড় করিতে চাও—অর্থের ব্যবস্থা করে আমাদের কাছে এসো—অর্থের টানাটানি থাকলে—নাম বলে দিচ্ছি ৩।৪ জনের—তাদের কাছে যাও—তারাও ভাল Impresario." এই বলে কটা নাম কল্লেন।

কুমারসাহেব উত্তর দিলেন, "আমরা ভাল Impresario দ্বারাই Placed হতে চাই—কত পয়সার আবশ্যক হবে শুনতে পেলে ভাল হ'ত।"

অত্যন্ত কম হেসে চিন্তান্বিত ভাবে রুশ-ভাষায় যা বল্লেন—অপর ব্যক্তি তার তর্জ্জমা করে দিলেন, "আমাদের হাত দিয়ে প্যারীতে প্রথম শো'এ placed হতে হলে এবং য়ুরোপের জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা করিতে হলে, এক লক্ষ Franc খরচ কর্ত্তে হবে। যদি এ টাকা তোমাদের থাকে—কাল দুপুরে এস—কথা কইব।"

বিদেশীর এই গম্ভীর কথায় মাথা আমাদের ভারী হয়ে উঠল—বলে কি! একলক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ করে এদের কাছে আসতে হবে। য়ুরোপ আসতে—ভারতবর্ষ থেকে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরুতে তখন পর্য্যন্ত আমাদের খরচ হয়েছিল প্রায় ৩৫,০০০৲ টাকা। সে কথা বল্লুম তাঁকে, যে একটা দল নিয়ে ৩৫,০০০৲টাকা খরচ করে তোমার দেশে এসেছি, এখন আবার একলক্ষ ফ্রাঙ্ক তোমাকে দিতে হবে সেলামী—তবে তুমি আমাদের স্পর্শ করবে?

কলম নামিয়ে রেখে, চোখ থেকে চশমা সরিয়ে—একটু হেসে ভদ্রলোক বল্লেন, "তোমরা নবাগত, জান না। উদয়শঙ্কর কত বড় আর্টিষ্ট, আর তাঁর এখানে এত নাম—তাঁর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিলাম জানো?"

ব্যাপার বেগতিক দেখে কুমারসাহেব বল্লেন, "আমরা Niceএ যাচ্ছি—কালকে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। তা'ছাড়া আমাদের দেশে তার করে জানতে হবে, এতটাকা সেলামী দিয়ে এ-কাজে নামা, আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে কি না—কারণ আমাদের Principal ভারতেই আছেন।"

"বেশ, তার করে শুভ-জবাব পেলে আমাদের খবর দেবেন"—এই বলে Good Bye কল্লেন। এবং আবার কি ভেবে বল্লেন, কি কি বাবদ একলক্ষ ফ্রাঙ্ক চাইছি, তার একটা খসড়া হিসেব নিয়ে যান আপনারা। মাত্র প্যারীতে শো'এর ব্যবস্থা করতে হলে ;—

১। ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক - লাগবে অফিসের খরচ

২। ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক—Publicity and Propaganda.

৩। ১৫,০০০ ঐ—বুকলেট, স্যুভেনীর

৪। ১০,০০০ ঐ—তিন রাতের হল ভাড়া

৫। ৫,০০০ ঐ—Leaflets.

৬। ১০,০০০ ঐ—Poster.

৭। ১০,০০০ ঐ—হাতে রাখব, যদি দরকার হয়। তোমাদের কাছে টাকা না থাকে—কোনদিন···। এই টাকা আমাদের অফিসে জমা দিলে কাজে হাত দেব এবং তোমাদের জন্য কাগজওয়ালাদের সঙ্গে কথা কইব। অবশ্য ধরে নিচ্ছি, তোমাদের দেশের সংবাদ-পত্র তোমাদের নাচ সম্বন্ধে যখন এত ভাল লিখেছে এবং হরেন ঘোষের সঙ্গে যখন এসেছ—তখন তোমাদের দলটী ভাল এবং শিল্পীরা গুণী।"

"এই টাকা জমা দেওয়া ছাড়া আমাদের সঙ্গে Contract সই করতে হবে যে আগামি দুবছরের মধ্যে অন্য কোন Impresarioর কাছে তোমরা যাবে না, গেলেও আমরা তোমাদের সমস্ত আয়ের ওপর অর্থাৎ এই দুবছরের যে Takings হবে তার ওপর ২০% করে কমিশন নেব।"

ভদ্রলোকদের এত মিষ্টি কথা শুনে আমি বলতে বাধ্য হলাম, "আপনারা কি নেবেন তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, এখন আমরা কি পাব, সেটা বুঝিয়ে দেবেন একটু ?"

"গ্যারান্টি বলে কোন কিছু লিখে দেব না নিশ্চয়, তবে আমরা চেষ্টা কল্লে টাকার জন্য ভাবনা থাকবে না তোমাদের। শো'টা যদি এ দেশের লোকের মনের মত হয়।"

আমি বল্লুম, "গ্যারান্টি দরকার হবে না দেবার, তবে যাতে গোটা ২০ engage-ment মাসে হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতে পার্বেন ?

বুদ্ধিমান Impresario মুচকে হাসলেন আমার কথায়, তারপর বল্লেন, "তুমিও বিচক্ষণ লোক, এ কাজ করেছও অনেক, তুমি হলে কি এরকম ধারা গ্যারান্টি একটা দিতে পার্ত্তে ? না দেওয়া উচিত হত ?"

আমি বল্লুম, "কতগুলো শো হবে তাও জানব না—কত টাকা পাব তারও ঠিক নেই অথচ ঘরের টাকা অতগুলো এনে তোমাদের হাতে দেব—এটা কি ঠিক ব্যবসার কথা হ'ল - একটু Give and Takeএর নমুনা থাকলে ভাল হ'ত না ?"

বিদেশী দুজনই তখন বুঝতে পাল্লেন যে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখেই জবাব দিলেন যে, কাজ আছে—উঠতে হবে"···।

Arnold Meckel Bureauর through দিয়ে কোন নুতন artistকে সাধারণের কাছে পৌছতে হলে—যে টাকা তাঁরা চেয়েছেন তার কমে কাজ হওয়া অসম্ভব। দরদস্তুর কর্ত্তে হলে—অন্য Impresarioর নামত দিয়েই দিয়েছেন।

ফরাসী দেশে রাশিয়ান ব্যবসার ধরণটা মনের মত হয়নি বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা যা কল্লেন এবং আর্টিষ্টের দল যা দেখালেন তাতে এই জ্ঞান হয়েছে যে Impresario হয়ে বাঁচতে হলে—ওই রকম ব্যবসাই তাঁদের বাঁচবার পক্ষে একমাত্র উপায়। এইখানে বলা আবশ্যক যে Arnold Meckel Agency, সেরাই-কেল্লার জন্য যে propaganda ও publi-city—Londonএর মত যায়গায় করেছে—বেশ কিছুদিন লাগবে ওদেশের লোকের তা ভুলতে।

বাংলা ছবির গলদ কোথায়

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া

আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করবার আগেই আপনাদের একটা কথা বলে নিতে চাই। কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ আমার ওপর ভার পড়েছে—দেশী ছবির দোষের কথা বলতে—বিশেষ ক'রে পরিচালনার দিক দিয়ে। আর পরিচালনার ভুল সব বলতে যাওয়া মানে নিজের ভুলগুলো বলা—কোথায় আপনাদের কাছ থেকে আমাদের ভুল ত্রুটীর কথা শুনবো, না উলটে আমাকেই আমাদের ভুল সব দেখিয়ে দিতে হবে।—কি মুস্কিলে পড়েছি বলুন ত?

তাছাড়া ভুলের কথাই যদি তোলেন—তা'হ'লে ভুলের ত' আর অন্ত নেই। একে নতুন industry—এখনও আমাদের লোকের cinema গঠনটা আয়ত্ব করতে অনেক বাকী। ছবি কর্ত্তে গিয়ে সাপ গড়ছি কি ব্যাং গড়ছি তা বোঝাই মুস্কিল—হ্যাঁ—সত্যি—হলপ করে আমি বল্‌তে পারি যে আমাদের এই পরিচালকদের মধ্যে খুব কমই আছেন যিনি ছবি তৈরি করবার সময় জোর গলায় বলতে পারেন যে এছবি চলবেই। বিশ্বাস হচ্ছে না ত? এই দেখুন—আমাদের কোথাও যেন একটা মস্ত ভুল আছে যার জন্যে আমরা ছবি release না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝতে পারি না যে, সে ছবি দর্শকদের মনোমত হবে কি না? এই হচ্ছে ১ নং গলদ আর এ ভুল কেন হয় জানেন?—জানেন না—এই ভুলের কারণ হচ্ছে দর্শকদের—মানে আপনাদের পছন্দ অপছন্দ জানবার অভাব। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই আপনাদের—

এই ধরুন, এক বাটী ডাল রাঁধতে হবে—আমি হয়ত খুব ঝাল খাই—তাই তাতে প্রায়—এই—ধরুন গোটা পনেরো লঙ্কা—হু?—দাঁড়ান ভুল বললুম বুঝি—এক বাটী ডাল রাধতে কটা লঙ্কা দিতে হবে—আমি—আমি কটা বলেছি? —পনেরোটা—সে, থাক্‌গে—না; ডাল রাধা আমার কাজ নয়—কাজেই এতে ভুল বললেও আপনারা কিছু বল্‌তে পারবেন না। সে যাক্‌—কি বলছিলাম—ওঃ—হ্যাঁ—ধরুন আমার যা ধারণা সেই নিয়ে যদি আমি ডাল রাধতে বসি—তা' হ'লে আপনাদের খাওয়া যা হবে বুঝতে পাচ্ছেন ত'? আমাকে দেখতে হবে যে আপনাদের কি পছন্দ সেইটে ভাল করে আগে বুঝতে হবে। সেই মত রান্না কর্ত্তে পারলে তবে ত' আপনাদের ভাল লাগবে। এই আপনাদের পছন্দ—অপছন্দ—এইটে সারাক্ষণ মনে রেখে যদি আমরা ছবি তৈরি করি তা' হ'লেই সেই ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে। এই পছন্দ-অপছন্দ আপনাদের—এটাও আবার ঘন ঘন বদলে যায় তা জানেন ত'—হ্যাঁ বদলান—সেই কখন, কিরকম, আপনাদের মানসিক অবস্থা সেইটেরও খোঁজ রাখতে হয়। এইটে আমরা সবসময় পেরে উঠি না—এইটে আমাদের প্রথম নম্বর ভুল—বা দোষ—যাই বলুন॥

দিশী ছবিতে আরও একটা ভুল যা প্রায়ই সবাই বলেন যে আছে—সেটা হচ্ছে গল্প বলবার ক্ষমতার অভাব।—মানে গল্প জমাবার অভাব। জানেন ত? আপনাদের অনেকেই আছেন—যাঁরা একটা গল্প গুছিয়ে বলতে পারেন না—গল্প বলতে আরম্ভ করলেই আর সবাই পালাই পালাই করতে থাকে না—না—আপনাকে বলছি না—আপনি জানেন নিশ্চয়ই কারণ আপনিও বলে থাকেন—"উঃ—ঐ লোকটা কি বকে!"—সেই—সেই—তেমনি—একটা ভাল গল্পও খারাপ পরিচালনায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে লোকে পালাতে পারলে বাঁচে।—

মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা—

"এক যে ছিল রাজা—"এই ব'লে ঠাকু'মা গল্প বলতে সুরু করলেন আর অমনি নাতি-নাতনীরদল এসে জুটলো—তাদের চোখের সামনে তারপর—'পক্ষীরাজ ঘোড়া'—"স্বপনদেশের রাজকুমারী"—কত সব ভেসে আসে। ঠাকুমা গল্প বলতে জানে—নাতি-নাতনীরা নিথর হ'য়ে গল্প শোনে।—ঠাকুমা যদি আরম্ভ কর্ত্ত—"ওহে পৌত্র-পৌত্রীগণ—এইবার তোমরা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর আমি তোমাদের কাছে গল্প বলিব—" —ওঃ—এতক্ষণ দেখতেন ঘরখালি—সব পালিয়েছে।—গল্প জমাবার কায়দা জান্‌তে হয়।

ছবির পরিচালনাও ঠিক তাই—ভাল ক'রে জমিয়ে গল্প বলা—। এরও একটা ধারা আছে। আজে বাজে বকলে যেমন গল্প জমে না—তেমনি ছবিতে অনাবশ্যক কতকগুলো জিনিষের সৃষ্টি করলে সে ছবি ভাল লাগেনা।—ছবিতে অবান্তর জিনিষের স্থান একেবারেই নেই।—থাকবে কি করে? ধরুণ দুই বন্ধু—একজনার ভালর জন্যে তার বন্ধু শেষে প্রাণ দেবেন—এই হচ্ছে—ধরুণ—গল্পের পরিণতি। তাতে ধরুন একটা ঘটনা আছে যে—বন্ধু না জেনে একটা বিপদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—। এখন এই অবস্থায় আমি যদি বলতে বসি যে বন্ধু ছেলেবেলা ভালকরে লেখাপড়া করেনি—কাজেই তার

বুদ্ধি কম—কাজেই সে বুঝতে পারছে না—তার সুমুখে বিপদ। আর তাই প্রমাণ কর্ত্তে গিয়ে ছেলেবেলার সব ঘটনা দেখাতে আরম্ভ করি তাহ'লে আপনারা কি বলবেন? বলবেন—"দূর ছাই! ওর যে বুদ্ধিকম তা' ত' জানি—এমন বিপদে পড়লে কি হবে তাই দেখাও—তানা—ছেলেবেলার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে—।" ফলে—আপনার বিরক্ত এলো। এই রকম বহু অবান্তরতা আমাদের ছবিতে থেকে যায়। তাতে অযথা ছবির দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়—।

এই অযথা দৈর্ঘ্য নিয়ে কত যে আলোচনা হয় তা আপনাদের কি বলবো। অনেকে বলেন যে আমাদের দর্শকদের বুদ্ধি কম তাঁরা বোকা—সামান্য জিনিষ বুঝতে তাদের অনেক দেরী হয়—এই দেখুন চটে গেলেন ত? দাঁড়ান ভাল ক'রে জিনিষটা বুঝুন তারপর রাগ করবেন। আর আপনাকেত বলা হচ্ছে না যে আপনার বুদ্ধি কম। সে যাক মোটকথা অনেকের মত যে চার আনার দর্শক যাঁরা, যাঁদের পয়সায় সবচেয়ে বেশী আয় আসে—তাদের বোঝবার জন্যে ভাল করে—অনেক বেশী করে বুঝিয়ে সব বলতে হয়। ফলে হয় কি জানেন? যাঁরা এই ধারণা নিয়ে 'অ আ ক খ' থেকে বোঝাতে আরম্ভ করেন তাঁদের ছবির দৈর্ঘ্য বেশী হয়ে যায়। লোকের ভাল লাগে না। এই যে ঠিক কতকটা বললে বা দেখালে সর্ব্বসাধারণ ছবির গল্পটা বুঝে চলতে পারবে এইটে ঠিক করাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। আর এইটের ভুলই আমাদের সব চেয়ে বেশী হয়। আচ্ছা—এই বার একটা বাংলা ছবিতে গিয়ে দেখবেন যে তা থেকে কতটা কেটে বাদ দিলেও ক্ষতি হয় না—নিজেরাই মিলিয়ে নেবেন—কি বলেন?

দেখুন আমার উদাহরণ দেবার উপায় নেই—বলবার উপায় নেই যে ঐ ছবিতে ঐ জিনিষটা খারাপ। জানেন ত? আমরা বড় আত্মাভিমানী। আমাদের দোষ শুনতে খারাপ লাগে—সহ্য হয় না। আপনাদের যে ছবি থেকে উদাহরণ দেবো তার উপায় নেই। তা যদি থাকতো তাহ'লে অনেক দোষ দেখিয়ে দিতাম। যদি বলেন—যে তোমার ছবির দোষগুলো দেখিয়ে বল না কেন—তা'হলে আমি বলি যে সত্যি কথা বলতে কি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। নিজে যদি বুঝতেই পারতাম তা হ'লে সে সব ভুল কি করতাম।

হ্যাঁ—আরও একটা দোষ মনে পড়ে গেলো। সেটা হচ্ছে নতুনত্বের অভাব। একটা জিনিষের অনেক দিক থাকে তার একটা নতুন দিক দেখাবার অভাব। এই ধরুণ চাঁদ ওঠে—আমাদের বাড়ীতে কটা বড় বড় গাছ আছে। ছাত ছাড়িয়ে উঠেছে—চাঁদ এমনি শূন্য আকাশেও ওঠে আবার একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখি যে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ ওঠে! ফাঁকা আকাশে চাঁদ তার চেয়ে পাতার ফাঁকে চাঁদ দেখার মধ্যে আনন্দ বেশী আসে—তাই না—এই যে একটু সরে দেখা সেই চাঁদ দেখলাম—তবে পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু সরে দাঁড়িয়ে এই সরিয়ে দাঁড় করানো এইটেই হচ্ছে পরিচালকের প্রধান কাজ। এই ভালভাবে একটা জিনিষকে দেখানো এরও অভাব আমাদের অনেক আছে।

বিলেতে থাকতে একজন খুব বড় পরিচালকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বলেছিলেন যে সব জিনিষরই একটা সৌন্দর্য্য আছে—তবে সেটা দেখতে এবং দেখাতে জানতে হয়।—সেইখানেই পরিচালনার ভালমন্দ। সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার থেকেও এমন সব জিনিষ খুঁজে বার ক'রে ছবিতে দেখান যায় যে হঠাৎ কারও নজরে পড়ে না। অনেক বাড়ী থেকে স্ত্রীকন্যা ছেড়ে লোকে চাকরী কর্ত্তে যায় তবে 'যেতে নাহি দিব" এক রবীন্দ্রনাথই লিখতে পেরেছেন।

আচ্ছা আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি প্রায় হয়ে এসেছে না? আমি পারছি না ত—বক্তৃতা জমাতে? আমি জানি আপনারা খুব চটে যাচ্ছেন কিন্তু কি করবো বলুন—আমায় আর কিছুক্ষণ বকতে হবে। তবে খালি দোষগুলো আর বলবো না—কারণ কতকগুলো দোষ যা পরিচালকদের ওপর এসে পড়ে তার জন্যে পরিচালকরা সব সময়ে দায়ী নন্ তা জানেন ত? একটা ছবি করতে হলে কত রকম অসুবিধে আর কষ্টের মাঝখান দিয়ে অনেক সময়ে কাজ করতে হয় তা আপনারা ধারণা করতে পারেন না। পরিচালকদের অনেকে সেই সব অসুবিধের ভেতর পড়ে নিজেদের ইচ্ছে বা ক্ষমতা থাকলেও কিছু করে উঠ্তে পারেন না।—এর চেয়ে বেশী বললে আমাকে উদাহরণ দিতে হয়—আর তা আমি কেন দিতে পারছি না—তা ত' বুঝতেই পারেন।

হ্যাঁ—শেষ করবার আগে আপনাদের একটা ফর্দ্দ শোনাই দাঁড়ান, মানে—পরিচালকদের কি কি গুণ থাকা দরকার, তার ফর্দ্দ। তাহলেই বুঝবেন যে পরিচালকদের দোষ কতখানি।

প্রথম নম্বর:—তিনি হবেন মনবিজ্ঞানের পণ্ডিত। তাঁর লেখাপড়া খুব ভালভাবে জানা থাক্বে। Philosophy, Literature, Psycology এই তিনটেতে তিনি হবেন পণ্ডিত।

২য় :—তাঁর সঙ্গীত শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে।

৩য় :—তিনি ভাল ক্যামেরাম্যান হবেন কারণ ছবি তুলতে না জানলে তার ফলাফল বুঝবেন কি ক'রে ?

৪র্থ—সাউণ্ড মানে শব্দ তোলার যে যন্ত্র আছে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে, তা না হ'লে তিনি Scenario ঠিক ক'রে লিখবেন কি করে !

৫ম—আর্টের সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে।

৬ষ্ঠ—দেশের জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে—হ্যাঁ দেখুন মোটকথা প্রায় সবই তাঁর জানতে হবে—দু'একটা জিনিষ বাদে এখন বুঝতেই তো পার্চ্ছেন যে পরিচালকদের দোষ কত সহজেই আসতে পারে। আপনারা হয়ত ভাববেন যে আমি পরিচালক ব'লে তাঁদের হয়ে দোহাই দিচ্ছি—মোটেই না। সত্যি এই সব জানলে তবে ভরসা ক'রে বলা যায় যে, আমি একজন বড় গোছের পরিচালক যে আমার ছবি সবাই পছন্দ করবে।

আজ দোষ-ত্রুটিই বলে গেলাম, দোষ ত' কারও ভাল লাগে না—তাই আপনাদেরও ভাল লাগেনি নিশ্চয়ই। আবার যদি সুযোগ হয়—

আধুনিক শবরীর প্রতীক্ষা

মন্টুরাণী ঘোষ বি-এ

কৈশোর কুসুমকলি মুকুলিত যবে,
বসন্তে ডাকিয়া আনে কোকিলের র'বে
সেই সে সেদিন হ'তে অতি সযতনে
সাজানু নিজেরে কত নানা আভরণে
স্বপনের মায়া ঘেরা কোন আঙ্গিনায়
সমর্পিতে কারে আজি রহি প্রতীক্ষায়—

*　*　*

দিন বাহি রাত্রি বাহি বর্ষ গেল চলি
ধীরে ধীরে বিকশিত যৌবনের কলি
আশার স্বপনে রহি 'শবরী'র মত,
বাঙ্গলার 'আধুনিকা' 'টয়লেটে' রত;
প্রজাপতি আপিসেতে দিতে নিজে ডালি
সাজায়ে রেখেছি দেহ নৈবদ্যের থালি।
'লিপষ্টিক' আর 'রুজে' আঁকিয়াছে রেখা
রিম্‌লেশ চশমাতে তবে যায় দেখা
শিথিল কবরীখানি আবেশিয়া লোটে
কবিয়ানা উচ্ছাসে আলোড়িয়া ওঠে—
ক্ষীণ তনু তরঙ্গিয়া ছন্দেরি তালে
স্বপনেরি জাল বুনি হেদুয়ারি কূলে।

*　*　*

ভালেতে পড়িতে গেনু ডিগ্রীর ফোঁটা
সময় বহিল তাতে যৌবনের গোটা
প্রবেশিকা দিয়েছিনু বসন্তের বায়ে,
তরুণ অরুণ প্রাতে শ্যামলিমা ছায়ে;
বি-এ, এম্‌-এ, আর যত সবে গেল চলি
নিবেদিয়া ভারতীরে যৌবনের থালি
আসিলনা কেহ কভু আঙ্গিনার দ্বারে

লেখিকা

আধুনিক যুগের এই শবরীর তরে
সাজান জীবনডালা বিফলে শুকায়
আশার স্বপন মায়া সকলি মিলায়।

*　*　*

আই-সি-এস্‌, বি-সি-এস্‌; ভেবেছিনু যাহা
আজ দেখি সবি মিছে সব ফাঁকা মায়া
নিঠুর কঠোর অতি নব ধরাধাম,
'শবরী'রে উদ্ধারিতে নাহি কোন 'রাম';
কেরানীর কূল এবে তাও গেল সরি
ডিগ্রীর ঘটা হেরি ত্রাহি ডাক ছাড়ি—
হায় হায় শেষে কি গো এই ছিল ভালে
অনাদরে ঝরি বুঝি ঠাকুরের কোলে।

ছায়ার প্রগতি

লীলা দেশাই

ছায়ার মায়া কাটিয়ে তোলা যে কি কষ্টকর, বিশেষ আজকালকার দিনে, তা আর বলবার নয়। চলচ্চিত্র, তারপরে সবাক-চিত্র এদেশে এসে হানা দিল, এসে অতি সহজেই এদেশের লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেললো। এই প্রভাব আজকাল এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, বায়স্কোপ দেখাটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের মনেই যেন একটা চঞ্চলতার তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়ে যায়—"আজকে একটা বায়স্কোপ দেখে এলে হয় না?" মাতব্বর প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের একটু ভেবেচিন্তে বেরুতে হয়—হয়তো সেইদিন সকালেই তাঁরা তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে বায়স্কোপ দেখার বিরুদ্ধে খুব বড় রকমের এক লেকচার্ ছিয়েছেন। কলেজের ছাত্রদের এ বালাই নেই—পকেটে পয়সা থাকলেই হ'ল। সমস্ত দিন তুমুল আলোচনার ফলে কে কোথায় যাবে তা আগেই স্থির হয়ে আছে, সন্ধ্যার পর শুধু পকেটে কিছু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়া, তারপর বায়স্কোপে গিয়ে টিকিট কিনে ভেতরে গিয়ে বসে প্রসন্নমনে একটি সিগারেট ধরান। মহিলা ছাত্রীদের মধ্যেও এরকম আলোচনার অন্ত নেই, তবে এই ক্ষেত্রে আলোচনার ভাগটাই বেশী। যাই হোক, এইভাবে সবাকচিত্রের প্রায় সমস্ত রসটুকু নিংড়ে নেবার সুযোগ শুধু বৃদ্ধ, প্রৌঢ় এবং যুবকেরাই পেয়ে থাকেন, বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারাও এর একটু ভাগ পান, অবশিষ্ট যা থাকে, সেটুকুই শুধু বালক-বালিকাদের কপালে জোটে। এই অবস্থায় তাদের মনের ভাব অনুমান করা কিছুই শক্ত নয়—তাদের মুখের ভাবটা কি রকম হয়, সেটা ধারণা করে নেবার ভার পাঠকদের উপরই রইল।

লেখিকা

এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ কি? অনেকগুলি কারণের মধ্যে এর প্রবল একটি কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে Educational film অথবা বালক-বালিকাদের উপযোগী filmএর একান্ত অভাব। যে সমস্ত গল্প আমাদের দেশের film-producerরা করেন তার অধিকাংশই সামাজিক গল্প, সেগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাবার আদৌ উপযোগী নয়। কাজেই, ছেলেমেয়েদের যদি বায়স্কোপ দেখাতে হয়, তবে ইংরাজি ছবি ছাড়া আর তাদের দেখাবার মত কিছু নেই, ধরুন যেমন্ চার্লি চ্যাপলিনের কোন হাস্যোদ্দীপক ছবি অথবা হ্যারল্ড লয়েড, অথবা বাষ্টার কিটন্ ইত্যাদির। এই সমস্ত বই দেখে যেমন ছেলে মেয়েরা আনন্দ পায়, তেমনি বড়রাও দেখে দুদণ্ড হেসে বাঁচেন্, দুদণ্ড সংসারের দুঃসহ নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পান। কিন্তু এ বিষয়ে একটি মুস্কিল হচ্ছে এই যে—বেচারী ছেলেমেয়েরা অনেক জায়গায় এই সব ইংরাজী ছবির কথাগুলো বুঝতে পারে না।

বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এই সব বিষয়ে খুব উন্নত। তারা filmএর Commercial Valueটা কমায় নি, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই filmএর educational valueটা বাড়িয়ে তুলেছে—তারা তাদের filmএর মধ্যে এই দুটি জিনিষের সামঞ্জস্য রেখে তাদের film industryটাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে; কিন্তু আমাদের দেশে এই জিনিষটার এখনও একান্ত অভাব। আমাদের দেশের film industry অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে; techniqueএর দিক দিয়ে আমাদের দেশের বইগুলি অনেকাংশে অনেক বিদেশী বইয়ের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে সত্যি, কিন্তু তবুও বল্‌তে হবে যে সর্ব্বাঙ্গীন্ পূর্ণতা আমাদের এখনও আসেনি—অবশ্যি তার যথেষ্ট কারণ আছে, এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের দেশে film industry অন্যান্য দেশের অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের স্বীকার করতে হবে—আমাদের দেশের film industry অতীতে অতি দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, বর্ত্তমানেও হচ্ছে, এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও এর এই দ্রুত গতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

———

বাংলা ফিল্‌ম সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

ইন্দিরা রায়

আজকে অতি সহজেই এই প্রশ্নটা করা চলতে পারে, ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েরা ফিল্‌মে যোগ দেবে কিনা ?

ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েদের ফিল্‌মে যোগ দেওয়ার পথে অন্তরায়ের অন্ত নেই আর, না যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তিরও অন্ত নেই। প্রথমেই কথা আসে, আমাদের এই রক্ষণশীল (conservative) দেশে সেটা সম্ভব কিনা ?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, এটা কিছুতেই সম্ভব হত না—আর পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু আজ সে রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙেছে এবং ক্রমশই ভাঙছে। যখন ভাঙন ধরেছে তখন একেবারে ভেঙে পড়ুক। যাকে আমরা এতদিন চাপাচুপি দিয়ে রেখেছিলুম তারই reaction আজ দেখা দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আগেকার সমাজ ব্যবস্থার ওপর আমরা খুশী হতে পারিনি, গলদ তার মধ্যে ছিল আর সেই গুলোই আমাদের এখনকারকালের সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী করে তুলেছে। আমি বলব, যা ভাঙছে তাকে ভাঙতে দেওয়া হোক্—ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে যাক আবার গড়ে উঠুক নতুন করে—আমরা backward হ'ব না—time spiritকে বজায় রেখে আমাদের চলতেই হবে।

তারপর কথা আসে—ভদ্রঘরের মেয়েরা এটাকে তাদের profession করে নিতে পারে কিনা ? Profession আমি বলতে চাই এই কারণে যে, শুধু খেয়াল বা সখ বলে কোন artকে নিলে—সেটা শুধু সেই আর্টের সঙ্গে flirt করাই হয়—সেটার আর উন্নতি হয় না, তার perfection তো দূরের কথা।

কিন্তু কেন ভদ্রঘরের মেয়েরা এটাকে তাদের Profession করে নেবে না—এর যথাযথ শিক্ষা তাদের নিতে হবে—এর জন্যে তাদের রীতিমত সংযমী হতে হবে, এককথায় এটাকে তাদের একটা আর্ট বলে গ্রহণ করতে হবে। তবে তার মধ্যেও একটা কথা আসে যে, ভদ্রঘরের মেয়েদের ছবিতে অনেক ভূমিকায়, অনেক দৃশ্যে আমাদের জনসমাজ মেনে নিতে চাইবে না সেটা তাদের এতদিনের সংস্কারে বাঁধবে। কিন্তু সংস্কারটা চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল—আজ যেটা তাদের বিসদৃশ ঠেকছে সেটা আর কিছুদিন বাদে লাগবে না। যারা প্রথমে এই সংস্কারে ঘা দেবে—তাদের হয়তো একটু সহ্য করতে হবে। কিন্তু সেটুকু সহ্য তাদের করতেই হবে এটা চিরন্তন—ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এর দৃষ্টান্তের অভাব হবে না; যারা আসবে তাদের এটাকে art বলে গ্রহণ করতে হবে—এটাকে তাদের Profession করে নিতে হবে। আর্টের Sakeএ তাদের এটুকু সহ্য করতেই হবে—মনে তাদের সেটুকু উদারতা থাকা দরকার, সেটুকু মনের বল থাকা দরকার।

তারপর আর একটা প্রশ্ন আসে যে, এই ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানগুলো ভদ্রঘরের মেয়েদের উপযোগী কিনা—সেখানে তারা ভদ্রব্যবহার পাবে কিনা ?

আমাদের দেশের এই ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানগুলি, সত্যি কথা বলতে গেলে, এখনও যথেষ্ট ভদ্র নয়। এখন এগুলো অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত কর্ত্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে—তারাই এগুলোকে চালায়, তত্ত্বাবধানের ভার তাদের ওপর। কাজেই অনেকক্ষেত্রে এই ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ থেকে ভদ্রব্যবহার পাওয়া যায় না। সেগুলোর দিকে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। আর সে সতর্কতার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষদের জানানো দরকার যে, যথেষ্ট ভদ্র হতে না পারলে—লোকসান তাদেরই। কেননা এমন একটা দিন এসেছে, যে, এখন জনসাধারণ আর কোন চরিত্রের অর্থহীন অভিনয় দেখতে চায় না। যারা অশিক্ষিত, তাদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, কোন চরিত্র বোঝা, কাজেই সবক্ষেত্রেই তাদের অভিনয় সেই এক—চরিত্র ফুটে ওঠে না অভিনয় অর্থহীন হয়ে পড়ে—দর্শকের সংখ্যাও কমতে থাকে, দর্শকেরা ক্রমেই বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে—দেশী ছবির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছোটে বিদেশী ছবি দেখতে। কিন্তু এটা খুবই সত্যিকথা যে, আমাদের দেশীছবি যদি নিখুঁত হয় সবদিক থেকে, তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই দেশী ছবির মধ্যে বিদেশী ভাষা—বিদেশী আচার পদ্ধতির চেয়ে দেশীছবিই বেশী পছন্দ করবে। তারা এর মধ্যে যেন নিজেদের দেখতে পাবে বিভিন্ন রূপে—নানা অবস্থায়। এই থেকে ক্রমে জনসাধারণের শিক্ষা লাভ হবে, অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারবে। আজকাল প্রায় অন্যসব দেশেই নাটক এবং ফিল্‌মকে জনসাধারণের শিক্ষার বাহন করে নিয়েছে। তারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ছবি দেখিয়ে এবং অভিনয় করে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে—তাতে শিক্ষার বেশ বিস্তার হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের সাড়া

পড়ে গেছে। তবে এ জিনিষ আমাদের দেশেই বা সম্ভব হবে না কেন।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজকাল প্রায় সকলেই বুঝতে পারে যে আমাদের নিয়ে একটা মস্ত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকার প্রতি মেয়েটীকে যথেষ্ট শিক্ষিত করতেই হবে—যে কোন উপায়েই হোক—আর সেই শিক্ষার পরিণতি—তাদের সৎপাত্রস্থ করা। কিন্তু আজকাল এমন অনেক মেয়ে দেখা যায় —যাদের বিয়ের বয়েস সত্যিই চলে গেছে। তাদের অবস্থা কি। তাদের জীবনটা, তাদেরই চোখের ওপর ব্যর্থ হতে চলেছে—আশা-ভরসা করবার মত কোন সম্বলই তাদের হয়তো থাকে না—তবুও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারওপর তাদের অনেককেই সংসার প্রতিপালন করতে হয়। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ হচ্ছে শিক্ষয়িত্রী—আর কেউ হচ্ছে নার্স। কিন্তু তাতেও তাদের সকলকে উপজীবিকা দিতে পারছে না। নিরাশমনে দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনটা একটা মস্ত অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি বলি, তারা অনায়াসে ফিল্‌মে যোগ দিতে পারে—সৎউপায়ে জীবিকা-অর্জ্জন তাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। অন্তত তারা দুঃস্থতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে—স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

বেদবাক্যি

(কৌতুক-নাটিকা)

শ্রীঅখিল নিয়োগী
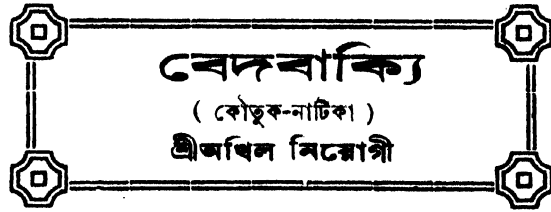
[গুরুদেব শিষ্যবাড়ী এসেছেন; সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য হারানিধি। গৃহিনী আস্‌বার সময় মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছেন, হারানিধিকে চোখের আড়াল কোরো না, ও থাক্‌লে তোমায় কুটো গাছটি ভেঙেও দু'খান করতে হ'বে না।

মাঘের সকাল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। গুরুদেব খুব ভোরে উঠে ডাক্‌লেন :]

গুরুদেব ॥ ওরে হারানিধি—ওঠ—ওঠ···

[হারানিধির কোন জবাব পাওয়া গেল না। সে পাশ ফিরে শুয়ে আবার নাক ডাকাতে লাগলো]

গুরুদেব

ব্যাটা ঘুম থেকে উঠতে চাইবে না! আর গিন্নি বলে দিলে কিনা, ও সঙ্গে থাক্‌লে কুটোগাছটিও ভেঙে দু'খান করতে হ'বে না! ভালো আপদে পড়া গেছে দেখছি! ওরে ও নবাব পুত্তুর—

[হারানিধির নাকের ডাক, আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করলে]

গুরুদেব

না খামোখা ওর সঙ্গে চ্যাঁচামেচি করে সকাল বেলাটা নষ্ট করতে পারি নে! যাই পুকুর ঘাট থেকে আগে আহ্নিকটা সেরে আসি—জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং···

[আবৃত্তি করতে করতে প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে হারানিধি লেপের তলা থেকে নাকের ডগাটা বের করলে]

হারানিধি

বাবা! যা ঠাণ্ডা! এর ভেতর বেরুলে নির্ঘাৎ নিমুনিয়া! কথায় বলে, মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে! [গুণ গুণ করে গান]

ভজ মন লেপের তলায় জয়রামে···
কন্‌কণে শীতে মারবে ছোবল্ বাইরে যাবা
কোন্ কামে!
আজ গুরুজীর থাক্‌লে কৃপা
লেপের তলায় নিদ্রা দিবা—
খাও খিচুরী গর্‌মা-গরম যদি রে ভাই
শীত থামে!

[বাইরে গুরুদেবের আবৃত্তি শোনা গেল—প্রণতস্মি দিবাকরম্। সঙ্গে সঙ্গে হারানিধি নাকটা লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিলে। গুরুদেবের প্রবেশ]

গুরুদেব

অ্যা! তুই এখনো উঠিসনি। আমি ভাবলাম, বুঝি সাজা তামাক পুড়ে যাচ্ছে। ওরে ও হারানিধি—ও আমার বাপের ঠাকুর—

[গা মোড়ামুড়ি দিলে যেন এই মাত্র ওর ঘুম ভাঙলো]

হারানিধি

[প্রথমে একটা হাই তুল্‌লো তারপর গোটা কয়েক তুড়ি দিয়ে]

দা ঠাকুর ডাক্‌ছ ?

গুরুদেব

আজ্ঞে, ডাক্‌ছি না—মিনতি করছি—একবার দয়া করে উঠবে বাপধন ?

হারানিধি

কি বল্‌ব দা ঠাকুর, শরীরে যেন আর

কিছু নেই। কাল সারারাত পা কট্ কট্, মাথা ঝন্ ঝন্, দাঁত কড়মড়, বুক ধড়ফড়... গোটা রাত্তিরে দু' চোখের পাতা এক করতে পারিনি! এই ভোর বেলায় একটু ঘুমিয়ে ছিলুম—তোমার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল!

গুরুদেব

[সভয়ে] তাইত' রে। বলিস্ কি! তুই যে আমাকে ভয় লাগিয়ে দিলি!

হারানিধি

না—না, তুমি কিছু ভেবোনি দা ঠাকুর; উনুনটায় আগে আগুন দিয়ে ফেলো, তারপর যা করবার আমি করবো'খন!

গুরুদেব

[বিমর্ষ ভাবে] আচ্ছা, না হয় তাই করি—

[উনুনে আগুন দিতে বস্‌লেন]

উঃ! ধোঁয়ায় চোখ দুটো একেবারে গেল!

[লেপের তলায় চাপা হাসি শোনা গেল]

গুরুদেব

ওকি রে হারানিধি···? ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌ছিস্ বুঝি?

হারানিধি

হাস্‌ছি আর কোথায় দা' ঠাকুর, কাল রাত থেকে ত' শুধু বিষমই খাচ্ছি—

গুরুদেব

যাক! কোনো রকমে ত' উনুন ধরানো হ'ল—এইবার বাসন গুলো—[হঠাৎ] একিরে হারানিধি তুই করেছিস কি?

হারানিধি

কি দা'ঠাকুর?

গুরুদেব

কাল রাত্তিরে যে খেয়েছিলাম সে এঁটো বাসনগুলো পর্য্যন্ত মাজিস্ নি?

হারানিধি

কি করবো দা'ঠাকুর, দেহটা সত্যি ভালো নেই! এ-বেলা তুমিই কোনো রকমে ধুয়ে নাও—ও-বেলা আর তোমায় কিছু দেখতে হ'বে না!

গুরুদেব

তাইত রে! তুই যে আমায় বড্ড ফ্যাসাদে ফেল্লি!

হারানিধি

[কাঁদ কাঁদ ভাবে] আমাতে কি আর আমি আছি দা'ঠাকুর! তোমায় নিজে হাতে কাজ করতে দেখছি আর আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে।

গুরুদেব

পরবিই-নে যখন—যাই ঘাট থেকে বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসি—; বিদেশে বিভুঁয়ে এসে বড় মুস্কিলে পড়া গেল। গিন্নির কথা শুনেই যত অনাছিষ্টি হ'ল

[যেতে যেতে ফিরে]

দেখ, কোনো রকমে মশলাটা পিষে দে—আমি বাসন ধুয়ে এলুম বলে—

[প্রস্থান]

[হারানিধি মুখ বের করে]

হারানিধি

হ্যাঁ! বয়ে গেছে আমার মশলা পিষতে! রইলুম আমি এই মটকা মেরে পড়ে! যে কণকণে জল, মশলা বাট্‌তে গেলে হাত শুদ্ধু জমে বরফ হয়ে যাবে।

[বাসন মেজে গুরুদেব এসে ঘরে ঢুকলেন]

গুরুদেব

এ কি রে! তুই এখনো লেপের তলায়! মশলা বাটা হ'বে কখন?

হারানিধি

উঠতেই ত' গিয়েছিলাম দা' ঠাকুর! কিন্তু পা' দুটোতে একেবারে জোর নেই। হুমরি খেয়ে পড়ে গেলাম। হাড়ে-হাড়ে সে কী ঝন্‌ঝনানি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হয়ত শব্দ শুনতে পেতে!

গুরুদেব

[রাগিয়া] নাঃ, তুই আমায় একেবারে রাস্তায় বসিয়ে দিলি? মশলা না হলে আর কিই-বা রান্না হ'বে! দি ডালে-চালে চড়িয়ে—যে শীত খিচুরিটা খেতে ভালোই লাগ্‌বে—

[লেপের ভেতর হাসি শোনা গেল]

গুরুদেব

আবার হাস্‌ছিস্ হতভাগা?

হারানিধি

কৈ আর হাস্‌ছি দা'ঠাকুর! হাস্‌বার কি আর ক্ষমতা আছে! এত' শুধু খাবি খাচ্ছি!

গুরুদেব

এসেছি—শিষ্যবাড়ী কোথায় আরাম করে দু'দিন একটু খাবো দাবো না—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! চোখ গেল ধোঁয়ায়, ঠাণ্ডা কনকনে জলে বাসন মাজতে গিয়ে হাড়ে-হাড়ে কাঁপুনি! এখন আবার রান্না কি পদের হবে কে জানে! যাক্! খিচুড়িটা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে গেছে—

[লেপ সরিয়ে হারানিধি উঁকি মেরে দেখলে]

—ওরে তোর ত' বড্ড অসুখ—তুই কি খিচুড়ি খাবি?

হারানিধি

[তড়াক করে উঠে বসে] দা'ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ—দেবতা! সেই ব্রাহ্মণের বাক্যি বেদবাক্যি—একথা নাকি শাস্ত্রেই লেখা আছে। বেদবাক্যি আর কত লঙ্ঘন করবেন দেবতা! দাও চারটি খিচুড়ি, পেসাদ খেয়ে জীবন ধন্য করি—

—যবনিকা—

কিছুই হয়ত' না

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বি এন আর-এর একটি ছোট্ট ষ্টেশন—জগৎপুর।

সন্ধ্যা একটি ছেলেকে কোলে করিয়া আর একটি ছেলের হাত ধরিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে, দুধারের দুজন কুলী মাথায় মোট লইয়া, তাহাদের মনে ব্যস্ততার লেশ নাই, নিত্য কত যাত্রীকে পার করিতেছে, কিন্তু সুধীর যেমনি ভাবিতেছে তেমনি সন্ধ্যা! এই নীচু প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে অন্ধকারে ছেলেপুলে লইয়া কি করিয়া নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে গাড়ীতে চড়া যাইবে! তাছাড়া, পুরী-এক্সপ্রেসের ভিড়, থামিবে মাত্র এক আধ মিনিট! ধাক্কাধাক্কি অপমান, গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়!

এক চক্ষু দৈত্যের মত সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলো ফেলিয়া কালো ইঞ্জিন গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসে, যন্ত্রদানবের প্রতীক। ভাবিবার সময় নাই, দেখিবার সময় নাই, সাম্‌নের থার্ড ক্লাস গাড়ীর দরজা তাড়াতাড়ি সুধীর খুলিয়া ফেলিল। 'আরে বাবু আরে' চীৎকারের মধ্যেই পোটলা পুঁটলীগুলা ঠেলিয়া দিয়া সন্ধ্যাকে চড়াইয়া দিল।

অসংখ্য যাত্রী দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যা উঠিতে উঠিতে বলে, কোথায় ঢুকব? লোক যে!

ঠেলে ঢোক, ট্রেণ ছেড়ে দিলে ব'লে—সুধীর স্ত্রীকে একরকম ঠেলিয়াই দেয়।

তোরঙ্গ এবং স্যুট্‌কেশ, বিছানা ও জলের কুঁজো কুলীরা পায়ের কাছে আগাইয়া দেয়, পয়সা দিতে দিতেই ট্রেণ ছাড়ে।

হাঁফ ছাড়িয়া সুধীর ফিরিয়া দেখে হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও উড়িয়ায় কামরা ভর্ত্তি। বাঙালী মহিলা দেখিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে মাত্র, জায়গা ছাড়িয়া দিবার লক্ষণই নাই। ইহাদের চেয়ে বাঙালী ফাজিল ছোকরাগুলাও ভালো! সন্ধ্যাত' গিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় একজনের বুকের কাছে, উপায়ই বা কি?

কেহ সঙ্গীতলহরী তুলিয়াছে, অশ্লীল কিনা কে জানে, তাহাদের ভাইব্রাদাররা ত হাসিয়াই অস্থির! সারারাত এমনি দাঁড়াইয়া যাইতে হইলে হইয়াছে, আর কি? হাওড়ায় পৌঁছিয়া আবার শিয়ালদা হইতে গোয়ালন্দ, সেখান হইতে নারায়ণগঞ্জ, সেখান হইতে ঢাকা। ঢাকা হইতে আবার নৌকা, তবে তাহাদের দেশ! পথের কষ্টের শেষ নাই! সন্ধ্যার কিন্তু সত্যি কান্না পাইতেছিল, কুমারী অবস্থায় ধনী পিতার দুলালী সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া কখনো চড়ে নাই, তাও রিজার্ভড। সে রামও নাই অযোধ্যাও নাই, আজ দরিদ্র স্বামীর সঙ্গে পথ ভ্রমণের কষ্ট তাই সাধারণ মেয়ের চেয়ে বেশী করিয়াই লাগিতেছে। ইহাদের সঙ্গে কখনো কি সে গিয়াছে, কর্পোরেশনের কুলী, ধাঙড়, দর্জ্জি, ধোপা ও মিস্ত্রিওয়ালাদের সঙ্গে? তাহার বামে ও পশ্চাতে একেবারে গা ঘেঁসিয়া যারা দাঁড়াইয়া আছে, হয়ত কাহাদের ড্রাইভার ও চাপরাশী, বিড়িওলা কিম্বা রিক্সওলা, যা খুসি হইতে পারে, কিন্তু গায়ের গন্ধ যে অসহ্য।

সুধীর তাহাকে বিছানার উপর বসাইবার ব্যবস্থা করিল, গরমে ঘামে ক্লান্তিতে ও অপমানে শিক্ষিত দম্পতির কি বিশ্রী লাগিতে লাগিল, বলিবার নয়। কে বলিবে এই মেয়েটিই একদিন সগৌরবে কলেজে পড়িয়াছে, এবং সুধীর ফার্ষ্ট-ক্লাস-ফার্ষ্ট সকল পরীক্ষায়? দারিদ্র্য ছাড়া আরত' তাহাদের কেনো অপরাধ নাই।

একটি ছোট ষ্টেশনে টিকিট চেকার উঠিল। সন্ধ্যা চিনিল তাহাদেরই কলেজের সতীর্থ অনিমেষ। অনিমেষের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবার কথা ছিল কিন্তু সন্ধ্যার বাবা পশ্চিমবঙ্গের সহিত কারবার করিতে চাহেন নাই, বঙ্গজে বঙ্গজেই ভালো এই তাঁর ধারণা। অতি সহজেই বিবাহের কথা ভাঙিয়া যায়।

অনিমেষ সন্ধ্যার অসুবিধা এক পলকেই বুঝিয়া লইল, গুঁতা দিয়া আরামে শায়িত যাত্রীদলকে উঠাইয়া তাহার স্থান করিয়া দিল। বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না, এক্সপ্রেসের টিকিট কামরার প্রায় তিনভাগ লোক কেনে নাই, প্যাসেঞ্জারের টিকিট লইয়াই উঠিয়াছে, তাছাড়া বিনামাশুলের বেয়ারিং যাত্রীও ছিল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী খালি করিয়া দিতেই একটুও দেরী হইল না। বাঙালীর অসম্মানের প্রতিশোধে দুএকটা লোককে দুচারটা চড়চাপড়ও বসাইয়া দিল।

এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে কত বড় উপকার যে করিল সে কথা সন্ধ্যার মত কেহই বোঝে নাই হয়ত অনিমেষও না। বিপুল কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টিকে লক্ষ্য না করিয়া সে ওধারের বেঞ্চে গিয়া নিঃশব্দে সিগারেট টানিতে লাগিল।

সারারাত অনিমেষ জাগিয়া পাহারা দিল, এ গাড়ীতে যেন কেহ না ওঠে। সারারাত সন্ধ্যা ও সুধীর এবং তাহাদের ছোট ছেলেদের আরামে ঘুমাইতে দিয়া নিজের ক্লান্ত চোখ দুটিকে কষ্ট দিয়া যখন দেখিল পূর্ব্বদিগন্তে উষার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন সে নামিয়া অন্য গাড়ীতে চলিয়া গেল।

কিছুই হয়ত না, কিন্তু এই ছোট উপকারটি বৃহৎ হইয়া সন্ধ্যার জীবনে স্মরণীয় হইবার মত।

—:০:—

= খেয়ালী =

শারদীয়া সংখ্যা

অমর মল্লিক পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের সমাজ চিত্রে "বড়দিদি"-র ২টি বিশিষ্ট চরিত্রে মলিনা ও ছবি। ছবিখানি দ্রুত সমাপ্তির পথে।

সিনেফোন ষ্টুডিওর "কল্পনা" চিত্রে কান্তি ব্যানার্জি ও কল্পনা।

Stockists Of All Varieties
CLOTHES
GARMENTS
MOST UP-TO-DATE HIGH CLASS Sarees
LADIES DRESS MAKERS
BANERMAN & Co

N. I. P.

স্থাপিত ১৯০৯

সাধনা বোস

মেনকা

টলিউড্ ট্রিপ্

(শেষ-কিস্তি)

: লেখক :
শ্রীসুধীরেন্দ্র
সান্যাল
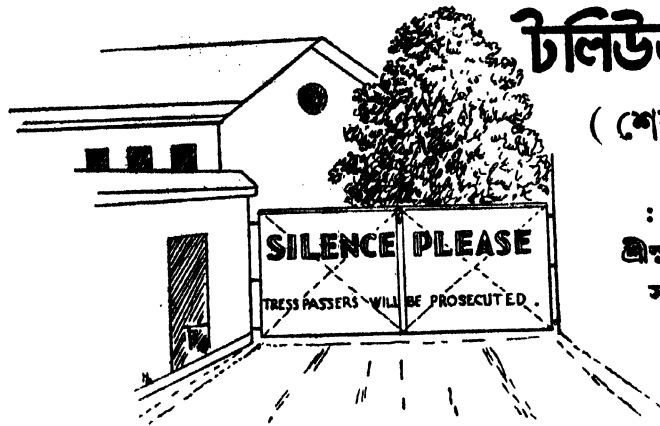
একই পথে আনা-গোনা বরষে বরষে; চেয়েছিনু লভিতে বিদায়—
এই মায়া মরীচিকা, সব ফাঁকি, সব ফাঁকা—তারি লাগি বৃথা হায় হায়!
জীবনের খালি পাতা, লোকসানে সার গাঁথা, আজও কী হয়নি ভরপুর—
সহসা শুনিয়া বাণী, বারেক ফিরিয়া আসি—চছুকের পিঠ সুড়সুড়্!
শূন্য সে থলি খুলি', সাদরে দিলাম তুলি, যাহা কিছু ছিল অবশেষ—
শেষ বিদায়ের ক্ষণে, চাহি সকলের প্রীতি—টলিউডে ট্রিপ করি শেষ

*

হাসি হাসি মুখ গুলি, মনে পড়ে শুধু খালি, মনে পড়ে অতীতের কথা,
সে ত' কিছু মিছে নয়, যাহা কিছু রয় সয়, তারি মাঝে পেয়েচি বারতা!
বিলাসীর Tollywood-এ, লভিতে সে হরিলুটে, পেতে ধরে সবে করপুট—
দেউলে ধনীর দল; ফেলিতে চোখের জল, সার্থক করে—Follywood!
তারি মাঝে আছে গাঁথা, অতি-মানবের কথা, শুধিবারে শিল্পের ঋণ—
তারি লাগি মাথা ব্যথা, তাহারি বুকের খুনে মৃত্তিকা হয়েচে রঙীন্!
পটে আঁকা ছায়া-ছবি, মিলায় পটের বুকে, অগণিত মানবের মেলা
তারি মাঝে দেখি চেয়ে, জীবনের খেলা-ঘরে, খেয়ালীর ভাঙ্গা-গড়া খেলা!

•

হিসাব-নিকাশ থাক, আজ শুধু চলা যাক্ এখনও সে পথ বহু বাকী
সহসা দেখিনু চেয়ে, রাধার কানন ছেয়ে, আঁধারেতে জ্বলিছে জোনাকী!
বেকারের চিত্ত হরি, শেষের সে দিন স্মরি', করুণায় দিল যে পরশ
বুড়োর বদনে হাসি, টলিউড ফ্যালে চসি', ফলাইল কাঁকুড় সরস!
মেলেনি যখের ধন, তারি তরে প্রাণপণ,, রেখো মান নর-নারায়ণ
ভবঘুরে ঘুরে-ফিরে, সেই পথে আসে ফিরে, পায় বর—বেকার-নাশন্!

হাঁটু জলে ভাসে শীলা, কেন এত হেলা-ফেলা, কেবা রাখে মানিনীর মান—
হাসি মুখে নাই হাসি, যে রাণীরে ভালবাসি, সহসা সে ভুলিয়াছে গান!

•

কানন

শীলা হালদার

চন্দ্রাবতী

উমা

মলিনা
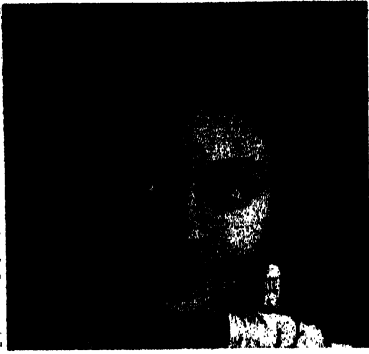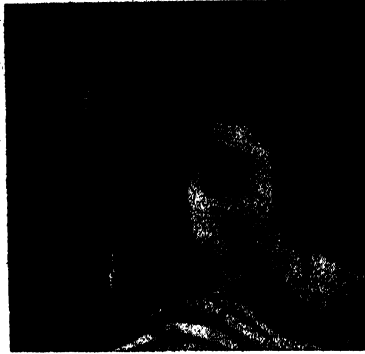
পথ পাশে দেখি ভিটে, মধু-হীন কালী-পিঠে, মন্থনে উঠেছে গরল,
জানিনা কাহার দোষে, মন কাঁদে আপশোষে, চোখে আজ আসে শুধু জল!
অবাঙালী বাঁধে বাসা, উড়ো-কলে আনে 'আশা', তারি তরে মন উচাটন্
মধুর-পরশ লভি' সরস হয়েচে নাকী, টলিউডে—'করপোরেশন্'!

•

অদূরে মাঠের পরে, অসুর কাঁদিয়া মরে, তারি আজো ভেসে আসে রেশ
খেমকা ও মহিচুরে, লড়া-লড়ি ঘুরে ফিরে, লাঠা-লাঠি হয় নাই শেষ!
লালে লাল বাবুলাল, হয় নাই আজো ঘাল্, সিদ্ধি সে লভে সাধনায়,
ভাঙা চাকে আছে মধু, তারি লাগি আজও শুধু, নেচে-কুঁদে-হেসে দিন যায়!

•

এত নহে অভিনয়, জীবনে এমনি হয়, কাজ শেষে যত না চতুর—
দিয়েছে বিদেশে পাড়ি, অপরূপ কারিকুরি, ধনে-প্রাণে বেচারী ফতুর!
তিমিরে ছেয়েছে ধরা, একী শুধু বেঁচে মরা—ফুরায়েছে জীবনের মধু
প্রেমের সাধনা শুধু বুঝিয়াছে সেইজন—যে তাহার পরাণের বঁধু!

•

চলিতে চলিতে দূরে, দেখিনু সহসা চেয়ে, আজও সেই বিজয়-কেতন
উড়িতেছে বায়ুভরে—দাঁড়াইয়া উচ্চ শিরে—বাঙালীর শিল্প-নিকেতন!
সেই চেনা মুখগুলি, সোহাগে-আদরে ভরি, কাছে ডাকে মোরে হাত ছানি'
মায়ার পরশ দিয়ে ভুলায় ছায়ার কায়া, আমি শুধু এইটুকু জানি।
শুধু তাহাদেরি সাথে কাটিয়াছে কতদিন, কত নিশি হইয়াছে ভোর
জানি তাহা আজীবন আঁকা রবে হৃদি পটে, মুছিবেনা সেই স্মৃতি মোর!

•

দেশের নরের কথা দেশের নারীর ব্যথা, দেশের মাটির সাথে মিশে—
শরতের নীলাকাশে তাহারি বোধন শুনি, সোনালী ধানের শিষে শিষে!
'অশোক' পেয়েছে বুঝি উমার পরশ যেন, কাঁদিছে 'অরুণা' মনো-দুখে
মেঘের আড়ালে তাই বেদনা ঘনায় ধীরে, মানিনীর চারু চাঁদ-মুখে!
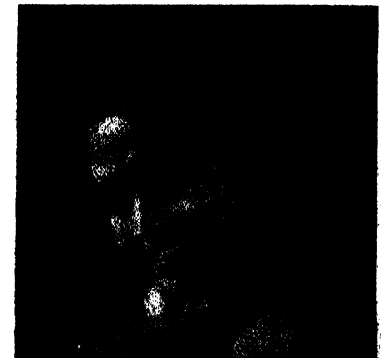
রেণুকা রায়

জ্যোৎস্না গুপ্তা

মঞ্জু-কাননে হেরি মিলিয়াছে চখা-চখী, মণি-হারা ফণী কাৎরায়
নীলা কমলের কাঁটা চলিতে বিঁধেচে বুকে—'ছমছম' করে হায়, হায়!
জ্যোৎস্না নিশীথে কোন পদ্মায় বালুচরে, পথিকের শুনি পদধ্বনী
বাঁধিতে পারেনি হায় পলাতক মনোচরে, মাধবী কাটায় দিন গণি।
দেবতা দিয়েছে ফাঁকি, পথ আর কত বাকি—তবু ফিরে চায়
পড়ে আছে ধূলি-তলে, কে পরিবে আজ গলে—মলিন-মালায়!
সার্থক রচনার অমর-কাহিনী সেই, শুভ্র-পটের বুকে আঁকি—
সার্থক শিল্পীর শিল্প-সাধনা বুঝি শোনাতে সবারে আছে বাকি।

•

ফিরিবার আছে তাড়া, আর কেন হেলা-ফেলা, বেলা বুঝি যায়,
যেটুকু পেয়েচি ঢের, তাহারি চলিছে জের—বিদায়, বিদায়!

•

ফিরিবার পথে ধীরে, আনওয়ার শা'র পীরে, করি কুর্নিশ,
ছেলে-বুড়ো দলে দলে, জানি না কাহারে ঘিরে, জোরে দেয় শিস্!
এত নহে উপবন, গভীর 'মনসা-বন', আশে পাশে পাহাড়ের রাশি,
চলেচে বেদের দল, জানে এরা ছলবল, কানে পশে—সাপুড়ের বাঁশী!
মন্ত্র-সাধনা আর সিদ্ধির তুকতাক্—কাজ নাই, পৈত্রিক প্রাণ
দেবকীর ছলা কলা, বলিতে কাঁপিছে গলা—দিই পিঠটান্!
মনসা-বনের পাশে, যেন আজো চোখে ভাসে—'স্বপন প্রাসাদ'
রাজার কুমার তারে, গোড়েছিল বাহু-বলে—ভুলি অবসাদ!
কোন অধিকারে 'রাধা' দিয়েছিল প্রেমে বাধা আজো তারি রেশ—
'স্বপন-প্রাসাদ' মাঝে, সে প্রেমের স্মৃতি রাজে, জানে 'নিখিলেশ'।
যে নারী রূপের মোহে প্রেমের পরশ দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—
সাত-সাগরের পারে তাহারি তুফান উঠে—হৃদি যমুনায়!

•

কুচো কাচা কাজ নাই, অনেক ঝামেলা তাই, সংক্ষেপে আজ করি শেষ
জ্যোৎস্না নিশীথে ভাসে, শান্তি সে বায়ো মাসে, দেখি তারি মিলনের রেশ।
রাণী লছমী'র ব্যথা, ভুলি নাই তারও কথা; সে নারীরে স্মরি—
মায়ার পরশ দিয়ে, ছায়ার মাধুরী মোরে রাখিয়াছে ধরি!

•

শরতের অবসানে চাহি যে শুনিতে কানে, বারেক সে হেমন্তের গান—
আত্ম-প্রচারের লাগি কামনা করি না বন্ধু, প্রতিভার হেন অপমান!
আজো যারে ভালবাসি, আমার ঢাকের কাঠি দিনু তারি হাতে—
বিদায়, বিদায় আজ, সকলের সাথে ভাই, শারদ-প্রভাতে।

———(:•:)———

ছায়াছবি-পরিচিতি

বিলাসী

বাঙ্‌লার ক্রমবর্দ্ধমান ছায়াছবির পরিচিতি লিখ্‌তে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে নিউ থিয়েটার্সের কথা। এই অত্যল্পকালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ছায়াছবির দরবারে আজ মহান্‌ আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাঙ্‌লা তথা ভারতের অন্যান্য ষ্টুডিও-গুলিরও কাজে আজ যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি দেখা যাচ্ছে।
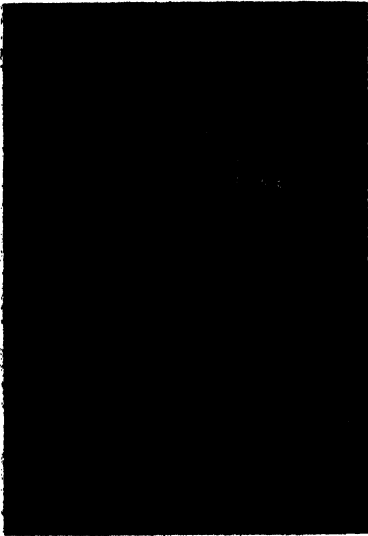
নীতীন বোস

নিউ থিয়েটার্সের 'চিত্রা'য় সদ্যমুক্ত "দেশের মাটী" চিত্র সারা ভারতের চিত্রামোদীদের প্রাণে এক নতুন স্পন্দন স্ফুরিত কোরেছে। আনন্দের ভেতর দিয়ে বাঙালার কৃষিশিল্পের এক মহোত্তর আদর্শ এই চিত্রে প্রতিফলিত কোরে নীতীন বসু সকলের কাছে নিজের ও নিউ থিয়েটার্সের বৈশিষ্ট্য প্রচার কোরেছেন। শুধু কাহিনীর চমৎকারিত্বে নয়—একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবির যে সকল গুণ থাকে "দেশের মাটী" সেই সেই গুণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা বের কর্‌বার ইচ্ছা রইল।

নীতীন বসু এর মধ্যেই "জীবন-মরণ" নামে স্বাস্থ্য বিষয়ক একখানি ছবির কাজ প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে এনেছেন। ছবিখানি হয়তো বড়দিনের আগেই মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকবে। নীতীন বসু আজ যে আদর্শ নিয়ে ছবি তুলতে সুরু কোরেছেন, সে আদর্শ সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "অধিকার" চিত্র মুক্তি প্রতিক্ষায় রয়েছে। "মুক্তি"-র পরে আসছে "অধিকার"—চিত্রামোদীরা সেইজন্য উৎসুক হ'য়ে রয়েছে "অধিকারে"র আগমন প্রতীক্ষায়। "অধিকারে" আমরা একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া উচ্চশিক্ষিতা তরুণীকে দেখতে পাব একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। নাম তার—চিত্রলেখা দেবী।

প্রমথেশ বড়ুয়া

ফণি মজুমদারের পরিচালনায় "ষ্ট্রীট্ সিঙ্গার" বা "সাথী"-র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির পথে। ছবিখানি যে খুব ভাল হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা এখন থেকেই কোরছি। কারণ, ফণিবাবুকে আমরা চিনি, তাঁর কাজের পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাঁর গুণের প্রশংসা আমরা কোরেছি।

অমর মল্লিকের "বড়দিদি" চিত্রখানিও প্রায় শেষের পথে এগিয়ে চলেছে। এই চিত্রে মল্লিক মশাই যে ভাবে চরিত্র বণ্টন কোরেছেন তা সত্যই প্রশংসার্হ। নিউ থিয়েটার্সের জন্মকাল থেকে এতাবধি সিনেমা শিল্পের সেবা কোরে মল্লিক মশাই যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন এবং তিনি একজন গুণী শিল্পীরূপে যে ভাবে চিত্রামোদীদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছেন সেই হিসাবে আজ পরিচালকের পদে উন্নীত হ'য়ে তিনি নিউ থিয়েটার্সের ও

অমর মল্লিক

নিজের সুনাম রাখবেন—একথা আজ নিঃসংশয়ে আমরা বলতে পারি।

দেবকী বসু হ'নম্বর ষ্টুডিওতে মৈমনসিং গীতিকা থেকে গৃহীত "বিষের বাঁশী" নামে ছবি তুলছেন ছবিখানি নাচগান ও নতুন ধরণের কাহিনীতে যা'তে দর্শকমন আনন্দে আপ্লুত কোর্‌তে পারে তার জন্ম এই

দেবকী বোস

প্রতিষ্ঠানের বহুগুণী কর্ম্মকর্ত্তা যতীন মিত্র ও দেবকী বসু যুগ্মভাবে চেষ্টা কোর্‌ছেন। এই যোগাযোগে "বিষের বাঁশী" যে অমৃত মন্থন কোর্‌বে একথা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত ছবিগুলির কাজ শেষ হ'লেই শোনা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র ও দীনেশ দাশ ছবি তোলায় ব্যাপৃত হবেন। ইতিমধ্যে এরা চিত্রনাট্য ও ভূমিকা বণ্টন কার্য্য শেষ কোরে রাখবেন।

• • •

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের "অভিনয়" 'রূপবাণী'তে সগৌরবে চল্‌ছে। ছবিখানি এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আরও বৃদ্ধি কোরেছে। "অভিনয়" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমাদের মতামত ব্যক্ত কোরেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মধু বোস

এদের পরবর্ত্তী ছবি তোলা হ'চ্ছে "পরশমণি"—প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায়। ছবিখানির গল্প রচনা কোরেছেন শক্তিমান নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন, দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জি, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রভৃতি কলাকুশলী অভিনেতৃবৃন্দ।

শোনা যাচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠান রঙমহলের মূল অভিনেতৃ সঙ্ঘ নিয়ে শীঘ্রই শচীন্দ্রনাথের সাফল্য মণ্ডিত "স্বামী-স্ত্রী" পর্দ্দায় রূপান্তরিত কোর্‌বেন।

• • •

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক চিত্র "জনক নন্দিনী" ফণি বর্ম্মার তত্ত্বাবধানে প্রায় শেষ হ'য়ে এল।
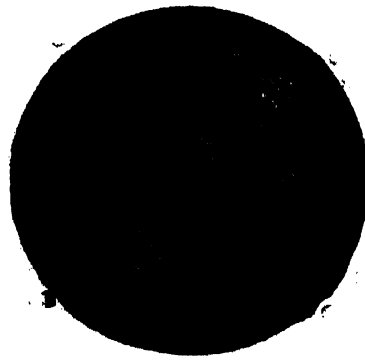
ফণি বর্ম্মা

জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি আর একখানি পৌরাণিক ছবি "নর-নারায়ণে"-র শুটিং প্রায় শেষ কোরে এনেছেন।

মতিমহল থিয়েটার্সের সামাজিক ছবি "যখের ধন" হরি ভঞ্জের পরিচালনায় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। ছবিখানি রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি পরিচালিত ধর্ম্মমূলক চিত্র "একলব্য" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

আপাততঃ এই ষ্টুডিওতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৌরাণিক চিত্র "দ্রৌপদী"-র কাজ অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

• • •

ফিল্ম কর্পোরেশনের হিন্দি ছবি "আশা" বহুদিন ধরে তোলা হ'চ্ছে কিন্তু এখনও শেষ হবার নাম নেই। এই ছবিতে নিউ থিয়েটার্সের কমলেশকুমারী নায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ কোর্‌বেন।

• • •

বি এল্ খেমকা সংগঠিত দ্বিতীয় ছবি "খনা" পূজোর পূর্ব্বেই "শ্রী" চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোর্‌বে। মিঃ খেম্‌কার দুর্দ্দমনীয় সাহস ও ঐকান্তিকতা আজ পর্য্যন্ত তাঁকে কোন বিষয়ে পরাজিত কোর্‌তে পারেনি। সেইজন্যেই মনে হয়, "খনা" তাকে জয়মাল্যে ভূষিত কোরবে।

শোনা যাচ্ছে ইনি শীঘ্রই নিজস্ব ষ্টুডিও তৈরি কোরে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" তোলার ব্যবস্থা কোরবেন।

• • •

কালী ফিল্মস্ বহুদিন যাবৎ নিজেদের কোনও ছবি তোলেন নি। তবে এই ষ্টুডিওতে আপাততঃ তামিল ও গবর্ণমেণ্টের ছবি তোলা হ'চ্ছে। শোনা যাচ্ছে,

এই মাসেই কালী ফিল্মস লিমিটেড কোম্পানী হ'বে এবং পূজোর পর থেকে "শ্রীকৃষ্ণ" নামে একখানি পৌরাণিক ছবি তুলবেন। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর এই অভ্যুত্থানে বাঙ্গালীমাত্রেই খুসী।

* * *

দেবদত্ত ষ্টুডিওতে আপাততঃ কোন ছবিই তোলা হ'চ্ছে না। তবে পূজোর পর থেকে এই ষ্টুডিওতে নূতনভাবে কাজ আরম্ভ হবে।

* * *

ব্যারাকপুরে রামগতি হাজরা ও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে হাজরা পিক্‌চার্স লিমিটেড্ নামে যে নূতন ষ্টুডিও তৈরি হ'য়েছে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত। কারণ, এখানে যাঁরা যোগদান কোরেছেন তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এদের শূটিং পূজোর পর থেকেই সুরু হবে।

* * *

ম্যাডান কোম্পানীতে চারু রায়ের পরিচালনায় ইন্দ্র মুভীটোনের "পথিকে"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

* * *

সিটোফোন ল্যাবরেটরী পি, ভাণ্ডেলের পরিচালনায় ও অজিত সেনের সহযোগিতায় "কল্পনা" নামে একখানি ছোট ছবির কাজ শেষ হয়েছে।

* * *

অরোরা ষ্টুডিওতে সরমা পিক্‌চার্সের "মায়ামৃগ" শেষ হ'য়ে এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়।

* * *

এ ছাড়া অন্যান্য দু'একখানা ছবি তোলার কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে এখন কিছু খবর দেওয়া আমরা যুক্তি সঙ্গত মনে করি না।

—:০:—

বঙ্কিম-বন্দনা

শ্রীসুবোধ রায়

মায়ের প্রতিমা গড়িলে আপন হাতে,
পূজার মন্ত্র রচিয়া ভাষায় নব
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রি' দিলে তুমি তাতে;
তাই নিয়ে মোরা করি পূজা-উৎসব।
বাণী যে তোমার অমৃত সঞ্জীবনী
বিস্মৃতি নাশি' দিল নব জাগরণী,
আঁধার রজনী অবসানে তাই হেথা
জাগিল উষার আনন্দ কলরব।
গহন গভীর বনের বুকের মাঝে
এক হাতে তুমি রচিলে বিশাল পথ,
আর হাতে তুমি নব-আভরণ-সাজে
সাজায়ে চালালে ভাষার বিজয়-রথ।
সে-রথ আজিকে বিপুল গর্ব্বে চলে
দেশ দেশান্তে আপন শক্তিবলে,
আশীষ তোমার অসীম যাত্রাপথে
আনিছে সেথায় সারথি নিত্য-নব।

—:০:—

বিবাহ ও প্রেম

শ্রীপান্না বসু

বিবাহ মানব সমাজের একটী অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। দুজন নর-নারী এই বিবাহ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া দুজনের একান্ত কাছে থাকবার, সুখেদুঃখে সঙ্গী হবার, আপদেবিপদে সহানুভূতি করবার জন্ত মিলিত হয় ও সমাজ সে মিলন অনুমোদন করে। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে নীড় বাঁধে ও বৃহৎ সংসার সৃজন করে। প্রেম বিবাহের একটী অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তাই যে সংসারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম থাকে না—সে সংসার হয়ে উঠে ব্যর্থ। যেখানে সন্তান জন্মে, বেড়ে উঠে—সেখানে যদি প্রেমের আধিপত্য না থাকে, সেখানে যদি স্বার্থের হানাহানি থাকে, তবে তা সন্তান-জননের পক্ষে প্রতিকূল না হ'লেও সন্তানপালনের পক্ষে হয়। যে শিশুর মা-বাপের মধ্যে নেই সদ্ভাব, নেই একের সুখ সুবিধার জন্ত অন্তের সুখ সুবিধা বিলিয়ে দেবার স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টা, সে শিশুর মানসিক বৃত্তিগুলি অকালেই বাস্তবের কঠোরতার আঁচে ম্লান হ'য়ে শুকিয়ে যায়—পারে না সে বড় হয়ে নিজের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শুকিয়ে-যাওয়া হৃদয়-মুকুলটীকে শোভায়, সৌগন্ধ্যে একটী প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত করতে।

আর বিবাহ যে দুজন নরনারীকে নির্দ্দেশ দিল এক হ'য়ে সংসার পাতবার—তারাই বা কি করে সক্ষম হবে এক ছাতের নীচে দিনের পর দিন কাটাবার, এক অন্ন, এক শয্যা ভাগ করে নেবার—যদি না মিশে থাকে প্রেম তাদের সব কাজে সব চিন্তায়? যদি পরস্পর বিলিয়ে দিতে না পারল নিজেদের পরস্পরের কাছে প্রেমে, যদি একে অন্তের হাত থেকে নিজের স্বার্থটুকু রক্ষায় সব সময় সযত্ন থাকল, তবে গড়বে তারা কি? বাঁচবে তারা কি দিয়ে? মরণের পর কি অক্ষয় সম্পদ তারা রেখে যাবে তাদের বংশধরদের জন্ত? তাই প্রেম বিবাহের একটী অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। তাই প্রেমহীন বিবাহ—বিবাহই নয়।

বিবাহের মধ্যে আবদ্ধ হ'বার জন্ত সামাজিক পরিচয়ের পর পরস্পরের মধ্যে প্রেম যাচাই করবার উদ্দেশ্যে সভ্য দেশ সমূহে court-ship বা মন-জানাজানি, মন-দেওয়া নেওয়ার পালা সুরু হয়। যখন একজন আর একজনকে হৃদয় দিয়ে চিনে নেয়, তার আশেপাশের, তার সংসারের ব্যাপার বৃত্তান্ত জেনে নেয়—তখন তারা বিবাহ পদ্ধতির ভিতর দিয়া নিজেদের জীবনের সাথী করে নেয়। কিন্তু এই যে মন-জানাজানির কাল, এ সময় কি মানুষ—যাকে সে প্রিয়তম বলে বরণ করতে চলেছে তার সম্মুখে, আপনাকে, নিজের স্বরূপ মূর্ত্তিতে, সত্যপরিচয়ে, উদ্‌ঘাটিত করতে পারে সব সময়? যদি পারতো, তবে প্রেমের বিবাহের পরেও আসতো না এত বিবাহ বিচ্ছেদের হুড়াহুড়ি, আইন-প্রণেতাদের করতে হ'তো না নিত্য নূতন করে বিবাহ বন্ধন থেকে নরনারীকে মুক্তি দেবার জন্ত নূতন আইনের প্রণয়ন।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অভিজাত ঘরের বিবাহ প্রায়ই অনুষ্ঠিত হ'তো স্বয়ম্বর সভায়, কন্তার বরের কণ্ঠে স্বেচ্ছায় মাল্যদানের পর। স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করার সাথে সাথেই কন্তা বরের জন্ত অন্তরে কিছু প্রেম অনুভব করতো না। সেখানে কন্তার অন্তরে কাজ করত প্রধানতঃ বরের রূপ—যা সে স্বচক্ষে দেখত—love at first sight (আমাদের একালেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়) আর শুনতো সে তার সহচরীর কাছ থেকে বরের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন প্রতিপত্তির কথা।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সমাজ যে বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে, তা' হচ্ছে, পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ দু'জনারাই, পরস্পরের কৌলীন্য, রূপ, স্বাস্থ্য, বিত্ত, সম্পদ পরিমাপ করে, পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দেন—এ জীবনে চিরদিনের জন্ত—মরণের পরেও বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর মত, মানব জীবনের একটী অপরিহার্য্য সংস্কার। পাত্র ও পাত্রীপক্ষ সামাজিক রীতি হিসাবে আরও নজর রাখেন, বিবাহের পণের উপর। এই বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর মতামত নেওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকেরা প্রয়োজন বোধ করেন না—এমন কি চাক্ষুষ দেখাও অনেক জায়গায় হয় না—একেবারে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের সময় শুভদৃষ্টির মধ্য দিয়া চারিচক্ষের মিলন হয়। কাজেই এই বিবাহ কতকক্ষেত্রে নরনারীর পক্ষে শুভ হ'লেও নরনারীর মননশক্তি, আদর্শবাদ রূপতৃষ্ণা যৌন আকর্ষণ, পূর্ব্বানুরাগ যে কোনও একটী বা একাধিক কারণে হয়ে উঠে নিরানন্দের। ব্যর্থতায় ভরে উঠে স্বামী স্ত্রীর মন, ভারাক্রান্ত মনের বিষময় প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় তাদের

নিজের সংসারে, সন্তান-সন্ততির জীবনে। তবে এই বিবাহের পর সাধারণতঃ স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে দুজনে মিলিত হয় এবং তাদের মনে সংস্কাররূপে দেখা দেয় প্রেম। জীবনের কন্টকাকীর্ণ স্বাধীন প্রেমের পথে চলাফেরা করার চেয়ে ধ্রুব প্রেমের সুশীতল ছায়ায় আরাম-প্রিয় মানব-মন আশ্রয় পায়—তাই এই বিবাহের সমাদর।

সকল দেশ সকল যুগে একনিষ্ঠ প্রেমকে সব চেয়ে বড় সম্মান দিয়েছে। একসঙ্গে একই সময়ে একজন পারে না একাধিক জনকে বা একবার কাকেও ভালবেসে অপর কাকেও সমান ভাবে ভালবাসতে—এই ছিল আমাদের ধারণা। কিন্তু আজ-কাল কত ক্ষেত্রেই দেখতে পাই একই মানুষের জীবনে একাধিক জনের আবির্ভাব যাকে অপ্রাকৃত বা অগভীর বলে কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন প্রেমকে মাপতে হয় সময়ের দীর্ঘতা দিয়ে নয়, অনুভূতির গভীরতা দিয়ে। তাই এক সময়ে যাকে দেখি একজনের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রেমের মহিমায় কিছুদিন পরে দেখি, তার সে হৃদয়ে আর কোনই অধিকার নেই—সেখানে এসেছে এক নবাগত অতিথি। এই অনুভূতির গভীরতা থাকে বলেই তখনকার মত সুখ বা দুঃখ অতি গভীরভাবে মনের উপর রেখাপাত করলেও চিরদিনের জন্য দাগ ফেলে যায় না।

একাধিক নিষ্ঠার ধারণা হয়ত পূর্ব্বে ছিল—তবে তার প্রচলন ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে—পুরুষের স্ত্রীবিয়োগের বা ত্যাগের পর বিবাহের বা স্ত্রী বর্ত্তমানে বহুবিবাহের মধ্য দিয়া। একাধিক বিবাহের বা বহু বিবাহের যে চলন ছিল সেটা যে প্রথম থেকেই উদ্ভূত হ'তো—একথা মেনে না নিয়েও বলা যেতে পারে, অপর বিবাহের মত এখানে প্রেম আসতো বিবাহের অঙ্গাঙ্গী সংস্কাররূপে। স্ত্রীবিয়োগে বা স্ত্রীত্যাগে পুরুষের যে বিবাহের অধিকার জন্মে তা বহুবিবাহের মত নিন্দনীয় না হ'লেও (কারণ সেখানে বিবাহ-অনুষ্ঠানের অপর সংস্কৃত নিষ্ঠার কথা আছে) একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যতিক্রম। বিধবা বিবাহ বা অপর ক্ষেত্রে নারীর দ্বি-বিবাহ সময়ে সময়ে কোন সমাজ মেনে নিলেও সাধারণের চক্ষে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না, শুধু প্রেমের একনিষ্ঠার অভাবের জন্য নয়, নানারূপ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার জন্য ও সর্ব্বোপরি সমাজে নারীর নিকৃষ্ট আসন নির্দ্দেশের জন্য।

বহু-বিবাহ ছিল তখনকার দিনে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটা

উপায় মাত্র। স্ত্রীলোক তখন একটা সচল সম্পত্তি মাত্র ছিল। পুরুষের বহুবিবাহ কখনো ঘটতো ধনের আতিশয্যে, কখনো বংশের কৌলীন্যে, কখনো বা শক্তির প্রাচুর্য্যে। ধন, বংশমর্য্যাদা বা সাহসিকতা যার মূল্যেই কেন না ক্রীতা হউক, নারীর ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শন, স্বামীসঙ্গ-সুখলাভ হয়ত কালে ভদ্রে ঘটতো। ক্রমে মানুষ যখন সভ্যতার আলোকে এই নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করল, তখন থেকে আরম্ভ হ'লো একনিষ্ঠতার জয়গান। তখন সমাজের সব স্তরেই দেখা দিল প্রেমে একনিষ্ঠার সম্মান, সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা। এমনি করে আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বহু-বিবাহ বিদায় নিল। এখনো দু'এক-ক্ষেত্রে পুরুষকে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে একাধিক বিবাহ করতে দেখা গেলেও, সে পুরুষ সমাজে অসম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়—মাথা তুলে অন্য সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে না—এক রকম সামাজিক অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু আদিম কাল থেকে মানুষের মনে যে বহুবল্লভ-বৃত্তি আছে, মানব-সভ্যতা তাকে ঘুম পাড়াতে চাইলেও সব সময়ে সে ঘুমিয়ে থাকে কি? হ'তে পারে, প্রেমের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠা আদর্শ হিসাবে মহান, কিন্তু সব সময় পারে না মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে। তাই প্রেমকে আমাদের বিচার করতে হ'বে সময়ের স্থায়ীত্ব দিয়ে নয় অনুভূতির গভীরত্ব দিয়ে। মানুষের জীবনে বাস্তবে যখন দেখা দিচ্ছে একাধিকের আধিপত্য, তখন কি হ'বে চোখ বুজে থেকে, তাকে না দেখার ভাণ করে?

অমুকের প্রতি অমুকের প্রেম খাঁটী কি না একে বিচার করতে হ'বে—অমুক অমুককে চিরজীবন দিয়ে ভাল বেসেছিল কি না এ দিয়ে নয়—যতটুকু ভালো বেসেছিল ততটুকুর মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা ছিল কিনা, ফাঁক ছিল কিনা তাই দিয়ে। যদি কৃত্রিমতা না থাকে, তবে যতক্ষণ স্থায়ীই হোক না কেন তার মূল্য ত' বড় কম নয়। ফুল এক-রাতের জন্যই ফোটে, আকাশে ইন্দ্রধনু অল্পকালের জন্যই রঙের মায়াজাল বোনে—সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত কল্পান্তকাল স্থায়ী নয়. কিন্তু সে জন্য ত' উপভোগের পাত্র অপূর্ণ থাকে না। ঠিক এমনিই মানুষের প্রেম। প্রেম যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে নিজেকে সে বলি দেয় না। উর্ণনাভ যেমন আপনার শরীর থেকে সৃষ্টি করে আপনার জাল—মানুষ তেমনি নিজের মনের রঙ ফলিয়ে তার প্রেমাস্পদকে করে নেয় সুন্দর, মহান।

কিছুদিন চলে পূজা, আরতি—তারপর নদীর মতন আবার মানুষের মন যখন অন্যপথ ধরে তখন—

"একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন।"

যে মানুষ পারে ভালবেসে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে, তার অনুভূতির গভীরতায়—সে কোনদিন ক্লান্ত হয় না পরাস্ত হয় না জীবন-যুদ্ধে। তাই "শেষ প্রশ্নে'র কমল ভেঙে পড়েনি যখন শিবনাথ তার জীবনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিল। তাই সে পেরেছিল নূতন করে সংসার সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখতে অজিতকে কেন্দ্র করে। দুই বিভিন্ন সময়ে যে দুইজন পুরুষ তার জীবন ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের প্রেমের পসরা নিয়ে—তাদের দুজনকেই সে বরণ করেছিল সমান আগ্রহভরে—একজনের স্মৃতি অন্যজনকে বরণ করার পথে তাকে বাধার নিগড় পড়িয়ে দেয় নি।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রেম কোন রীতিনীতির দোহাই মানে না—সে আপনার বেগে আপনি চলে, আপনার প্রাণশক্তিতে আপনি ভরপুর। বিবাহ, প্রেমের ব্যাপারে একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ'তে পারে কিন্তু বিবাহে বাঁধা পড়লেই যে মানুষের মন সেই একই জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকবে বাকী সবটুকু কালের জন্য এমন কথা কে হলফ করে বলতে পারে? এবং একই জায়গায় বাঁধা না পড়ার দরুণ দোষ দিতে গেলে দোষ দিতে হয় মানুষকে নয়, মানুষের স্রষ্টাকে যিনি তাঁর অপরূপ সৃজন লীলায় সৃষ্টি করেছেন মানুষের মন যা নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা চায় জীবনের যাত্রাপথে, যা নিয়মের মধ্যে অনিয়ম আনে—যা তৈরী জিনিষ ধ্বংস করে আনন্দ পায়—আবার ধ্বংসের মধ্যে রোপণ করে সৃষ্টির বীজ।

তাই বিবাহে একনিষ্ঠ প্রেম অপরিহার্য্য হ'লেও প্রেমের রাজ্যে একনিষ্ঠার ব্যতিক্রম আছে। আর সেই কারণে প্রেমের একাধিক নিষ্ঠা স্বৈরাচার নয়। মানব জীবনের এক প্রাণবন্ত গতির স্বাভাবিক শক্তিতে সেই ব্যতিক্রম ঘটে—মানব-মনের বহুধারা ব্যক্তিত্বের একটা রূপ। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেমের বহুনিষ্ঠাকে স্বীকার করে নিতে গেলে বিবাহ-সংস্কারে বাধে—নানা ছোটবড় অসুবিধা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই অধিকাংশ সমাজ বিবাহিত জীবনে নিষ্ঠার অভাবকে স্বৈরাচার বলে প্রচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। সবচেয়ে সভ্য মানবমন কিছু উদার ভাব নিয়ে সেই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তবু বিবাহের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে পড়েছে কারণ একনিষ্ঠ প্রেমের উপর ভিত্তি করে বিবাহ অনুষ্ঠানকে সুদৃঢ় করা হয়েছে বলে। প্রেমের বহুধারা স্বীকার করে আজ সত্যই ভাববার সময় এসেছে—ভবিষ্যতে প্রেম বিবাহের অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠা বলে গণ্য হ'বে কি না। কারণ বিবাহের পূর্ব্বরাগে প্রেম হেতু বিবাহিত জীবনে প্রেমের বিস্তার, বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত প্রেম সবই মানব জীবনের আদর্শ-বাদের সহিত বাস্তবতার শুধু আপোষনামা। তাই ভয় হয় মানব মন থেকে সংস্কারের ভীতি বা প্রীতি কমে গেলে, বিবাহিত জীবনে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ স্থায়ী হবে কি না। আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে, প্রেম স্বভাবজ, বিবাহ সংস্কারজ; দুয়ের মিলন কাম্য হ'লেও বিরোধ অসম্ভব নয়।

সাহিত্যে নবযুগ

শ্রীপ্রেমলাল দাস

নবযুগের আগমনী-গীতি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুরু হয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উন্নতির ফলে মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আজ নূতন ভাবে চখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে তার নূতন রূপ আজ সাহিত্যের পাতায়ও ফুটে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে সে আজ হতে চলেছে মানব জীবনের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক। সে আজ বস্তুধর্ম্মী।

অনেকে বলেন ব্যবহারিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে সাহিত্য হবে সমস্যামূলক আপেক্ষিক। কিন্তু কোন সমস্যাই চিরস্থায়ী নয়। আজ যা উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে হয়ত কাল তা থাকবে না। কাজেই সমস্যামূলক সাহিত্যও শাশ্বত মর্য্যাদা লাভ করবে না। কোন একটা বিশেষ সময়ের বিশিষ্ট সুখ-দুঃখের ছাপ সাহিত্যের গায়ে আঁকা হয়ে যাবে। সময় চলে গেলে সে ছাপ আর পাঠকের মন হরণ করবে না। তখন সে সাহিত্য ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত হবে। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সাধকদিগকে সে অতীতের সমাজ ব্যবস্থার উপকরণ যোগাবে। কিন্তু রস সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। কর্ম্মনিরত পুরুষ যখন সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যা-বেলা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষণস্থায়ী কত অবান্তর চিন্তা তার মনের আকাশে রঙীন পাখীর মত এসে দেখা দেয়। তাদের সঙ্গে তার দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের কোন সম্বন্ধ নেই। না থাকলেও তারা বড় মিষ্ট। এবং সেই জন্যেই তাদের ধরে রাখবার চেষ্টা হয়েছে যুগে যুগে। এই সাহিত্য সর্ব্বকালের এবং সকল দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশকে অতিক্রম করে সার্ব্বজনীন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। এই সাহিত্যে যে রূপ ফুটে উঠেছে অনেকের মতে তাহাই সাহিত্যের বিশ্বরূপ, সেই সাহিত্য কালজয়ী। সমগ্রভাবে সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন "প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তখন বিস্তর ছিল তাদের বৈষয়িকতার দ্বন্দ্ব, প্রয়োজনগুলি ছিল নিবিড়, নিরেট গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্দাম ছিল তাদের বেষ্টন করে, আজ তার কোন চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না। মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায় শব্দের ভাষায় তারি সম্বর্দ্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।...... আমি নিশ্চিৎ জানি যে সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল, তার উৎকণ্ঠ তখনকার দিনে অতি উদ্বেগ রূপে ছিল, কিন্তু সে সমস্তর আজ চিহ্ন মাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।"

কালের বিবর্ত্তণে মানুষ আজ এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যখন এযুক্তি তার মনে আর বল সঞ্চার করতে পারছে না। তার চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অসামাজিক মনোবৃত্তি নিয়ে রচিত সাহিত্য এখন তার কাছে হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা সামাজিক জীব। সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখের পরিপূর্ণ রূপ তাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু ফুটিয়ে তোলা নয়, দুঃখের মূল কারণগুলি সত্যের দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধান ও তার দূরীকরণের পথ-নির্দ্দেশও করতে হবে। সেই সাহিত্য হবে বস্তু-ধর্ম্মী এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কৃষক মাঠে মাঠে লাঙ্গল চাষলো, তারপর দুপুরবেলা, বাড়ী

গিয়ে জানলো তেলের অভাবে রান্না হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলে কি, তেলের যোগাড়ে কেটে গেল ঘণ্টাখানেক, তারপর খেতে বসলো মোটা মোটা রাঙা রাঙা ভাত। অমনি জমিদারের পাইক এলো ডাকতে। সেখান থেকে ফিরে দেখলো গুরুদেব এসেছেন বাড়ীতে। প্রণামী একটি টাকা এবং যদি দু'একদিন থাকেন তাঁর আদর অভ্যর্থনার জন্য অর্থের দরকার। কাজেই তাকে যেতে হল মহাজনের বাড়ী। মহাজন টাকা দিতে রাজী এই সর্ত্তে যে, যে কয় মন পাট তার হবে তাঁর কাছে বিক্রী করতে হবে তাঁরই খুসীমত দরে। নিরুপায় কৃষক সেই সর্ত্তে রাজী হয়ে টাকা নিয়ে এলো। এই ঘটনার মধ্যে আছে যে দারিদ্র, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার তার হাত থেকে মুক্তিলাভের তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে হবে সাহিত্যকে। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে প্রগতিমূলক সাহিত্য। মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। মানুষকে চলতে দিতে হবে স্বাধীনভাবে আত্ম-বিকাশের পথে। ধর্ম্ম সমাজ কিছুই তার চলার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করবে না। বুঝিয়ে দিতে হবে ধর্ম্ম বা সমাজ বেঁচে আছে মানুষকে আশ্রয় করেই। মানুষ না থাকলে ধর্ম্মও থাকতো না সমাজও থাকতো না। কাজেই তারা কোন দিক দিয়েই মানুষকে ছোট করবে না, মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে না। বরং মানুষই তাদের স্কন্ধে বসে তাদের সাহায্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবে। এই উন্নতিতে সাহায্য করবে সাহিত্য। এবং সেই জন্যেই মানুষের কর্ম্ম জীবনের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ তাকে রাখতে হবে। তার সুখ-দুঃখের মূল-কারণগুলির সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিজ্ঞানের অভিযান মানুষের বুদ্ধির অভিযান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তাকে করায়ত্ত করেছে। ফলে নূতন সভ্যতা নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সমাজও আপনার নিয়মে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। সে নিয়মকে বিজ্ঞানের সাহায্যে জেনে যদি মানুষ সমাজকে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে তবে অতি অল্প সময়ে অনেক কাজ হতে পারে। এই রূপান্তরের কাজে সাহিত্যের দান হবে অমূল্য। জন সাধারণের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় ঘটলে সাহিত্য কখনও সামাজিক জীবনের সমষ্টিগত আবেগের চিত্র হবে না, সাহিত্য হবে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের বাস্তব চিত্র। বস্তুতঃ সাহিত্য কোন ব্যক্তির খেয়ালের সৃষ্টি

শারদীয়া সংখ্যার লেখক-লেখিকাগণের প্রতি

"খেয়ালী"র শারদীয়া সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ ও বিলম্বে প্রাপ্তি হেতু বহু বিশিষ্ট লেখক ও লেখিকার লেখা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী মিত্র, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, হরেন মুখার্জ্জি, কুমুদেশ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক ও শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য্যের নিকট আমরা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের প্রবন্ধ "খেয়ালী"র বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। "খেয়ালী"র প্রতি স্ব স্ব দরদ ও সহানুভূতি বশতঃ তাঁহারা আমাদের এই অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন।

সঃ খেঃ

প্রেমিক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রেমের মতন প্রেম জানে যে
সে জানে গো তোমার রীতি—
বিরাট প্রেমিক! আমার কাছে
নেই লুকানো প্রীতির নীতি।
মেঘমহলে তোমার মায়া
দোলায় আলো, নাচায় ছায়া,
কালো ধুলোয় ফুল ছড়িয়ে
রঙিন করে বনের বীথি।

• • •

আকাশ যখন ডাকে ধরায়
শুনি তোমার সূর্য্য-ভাষা,
মাটি যখন আকাশকে চায়,
পায় যে চাঁদের ভালোবাসা।
বিশ্বপ্রেমের মহোৎসবে
জীর্ণ জীবন নতুন হবে
মানুষ হবে অসীমতার
নিত্য নবীন সসাম গীতি।

নয়। সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত সুখ দুঃখের অনুভূতির প্রকাশ। সমাজ সম্পর্কিত সুখ-দুঃখ ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ের বেদনা বোধের পাত্র পূর্ণ করে বলেই সাহিত্য-রস সকলের আস্বাদনীয় হয়। সাহিত্য রস আস্বাদন করে সকলে আনন্দ পায়। সাহিত্যের মূল সমাজের সুখ দুঃখের অনুভূতির মধ্যে নিহিত। কিন্তু সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতির মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন বস্তুধর্ম্মী ও ব্যবহারিক। কাজেই সাহিত্য কখনও অবাস্তব কল্পলোকে বাস করতে পারে না।

ইহাই এই নবযুগের ধারণা। এবং এ ধারণা সত্য।

আলেয়া

শ্রীসমর মিত্র

বায়োস্কোপ আরম্ভ হয়েছে এইমাত্র; 'ট্রেলারের' ছবিগুলি দেখাচ্ছে তখন লোক-গুলি, comming attraction'এর দিকে চেয়ে আছে; কেউ বা নাক সিঁটকে বল্‌ছে, দূর এই কী বই হয়েছে?—কেউ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাবছে 'আর্ট জ্ঞান নেই এদের মোটেও'—আবার আর একজন নিজের বাবরী চুলে হাত বুলিয়ে ভাবছে, 'পরচুল প'রে কী আর ফিতে ছবিতে নামা যায়?'

সুকান্ত ঢুকলো সেই সময়, যখন একজন 'হিরো' 'হিরোইনকে'……যাক্ সুকান্ত ঢুক্‌লো। বাইরের আলো হ'তে এসে, ওর চোখে সৃষ্টি হল ধোঁয়া আর অন্ধকার,… অন্ধকার আর ধোঁয়া। 'টর্চ্চধারী' একজন, ভীষণ দ্রুতভাবে এগিয়ে বুক ফুলিয়ে চ'লে গেল; তার টর্চ্চের আলো, সুকান্তকে পথ দেখিয়ে দিল। হু, একটা বিরক্তির স্বর ওর কানে এল, 'আঃ! কী যে……ইত্যাদি' যাই হোক সুকান্ত, সীটের দিকে এগিয়ে গেল, সকলের হাঁটুর স্পর্শে, নিজে ত সচকিত হ'য়ে উঠলই, এমন কী যাদের সঙ্গে এই সংঘাত হল, তারাও মনে, মনে, যথেষ্ট বিরক্ত হল, তা সুকান্ত বেশ বুঝতে পার্লে…কিন্তু উপায় কী?

তারপর আরম্ভ হল বই। বাংলা ছবি… আরম্ভ হতেই ন্যাকামীপূর্ণ অভিনয়, আর যেখানে সেখানে গানের আবির্ভাব হল; সুকান্ত বাংলা ছবির মোটেই ভক্ত নয়, আজও এসেছে হঠাৎ, আরও শুনেছে বইটা নাকি খুব ভাল হয়েছে হাতী মার্কা ছবির চেয়েও। কিন্তু প্রথমেই তার মন গেল বিগড়ে, সে একটা বিশ্রী অসোয়াস্তি অনুভব কর্ল, এমন কী তার ঘুম পেতে লাগল।

সুকান্ত এতক্ষণ কোনদিকে চায়নি; কিন্তু, না, আর চুপ করে বসে থাকা যায় না, কারণ ডানদিক থেকে একটা নরম হাতের ছোঁয়াচ অনুভব কর্লে এবং বেশ বুঝতে পার্লে, যে এ হাত সরাতে গিয়ে হঠাৎ, হাতে হাত লেগে যাওয়া নয়, এ, ইচ্ছে ক'রে হাত ধরা, দস্তুরমত হাত নিয়ে খেলা করা। সুকান্ত, বাঁ হাতে, নিজের হাতের ঘাম মুছে নিল; রূপালী পর্দ্দায়; তখন কী যে ছবি পড়ছে, আর তারা কী বলছে, ওর কাণে কিছু যাচ্ছে না; শুধু একটা কোমল হাতের মধ্যে নিজের হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। একটু পরে, সুকান্ত দেখলে; তরুণী সুন্দরী, অবিশ্যি সন্ধ্যালোকে, লোকে ও দেখলে, হ্যাঁ সুন্দর বটে কিন্তু এত—!

এবার তরুণী ওর দিকে চাইল,…সুকান্ত দেখলে ওর চোখদুটী আরও·· আরও সুন্দর, বিবাহিতা কীনা, কিছু বোঝা গেল না, অন্ধকার কিনা!…

সুকান্ত দেখলে ওর পাশের সীটে লোক নেই, খালি, 'ওঃ! তাই এত সাহস! একলা এসেছে ছবিঘরে 'রোম্যান্স' কর্ত্তে! সুকান্ত ভাবলে, যদিও তার খুব ভাল লাগছিল, এই চুরী ক'রে ভালবাসা মধুর লাগছিল এই চুলের গন্ধে, নেবুফুলের আমেজ, শরীরের উষ্ণতা, গভীর নিশ্বাস, কিন্তু তবু—ও, ভাবলে বাঙালী মেয়ের অবাধ প্রেম, মুক্তপাখীর মত প্রেম, অনেকটা বর্ষার সময় রোদের মত বিশ্রী…।

[illegible] হাতে অল্প চাপ দিয়ে [illegible] নিল। কতক্ষণ পরে [illegible] হ'ল, তার বাহুতে কার [illegible] নরম ছোঁয়াচ; সুকান্তর মাথার [illegible] হ'য়ে উঠল···ওঃ সেই নরম [illegible] আর থাকতে পার্লে না, ও [illegible] পার্লে না কী কর্বে? সমস্ত ভাল-[illegible] তরুণীর হাত চেপে ধর্ল, তরুণী [illegible] চমৎকার করে হাসল।

সুকান্ত ওর মাথাটা হেলিয়ে. মৃদু অথচ [illegible] বল্ল, 'তোমার নাম কী'? ও, একেবারে 'তুমি' বলে প্রশ্ন কর্ল, কারণ [illegible] ত ওদের আগেই হ'য়ে গ্যাছে, [illegible] ··· তাছাড়া সময়ের সল্পতা ভেবেও, ও [illegible] 'আপনি'—'তুমি' নিয়ে মিথ্যে কথার [illegible] কর্তে চাইল না তাই ও [illegible] বল্লে, 'তোমার নাম কী'?

মেয়েটী উত্তর দিলে না. কথা বল্লে না [illegible] একটু হাসল।

[illegible] না বুঝি'? সুকান্ত বল্লে; মেয়েটী কোন উত্তর দিলে না অথচ সুকান্তর হাতে জোরে চাপ দিল।

ওদের সামনে, 'নমস্কার' বা 'Good night-এর 'স্লাইডখানা' ভেসে উঠ্লো; সুকান্ত তাড়াতাড়ি মেয়েটীর গাল হ'তে হাত সরিয়ে নিল; নিজের সিল্কের নরম 'ইভনিং-ইন-প্যারিস' মাথানো রুমালখানায় তার এই ভালবাসার স্মৃতিগুলো মুছে ফেলবার চেষ্টা কর্তে লাগল—তখন আলো জ্বলেছে। সকলের মুখে একটা শেষ হওয়ার তৃপ্তি।

যাক্, তখন অনেকলোক বাইরে চ'লে গ্যাছে। সু[illegible] সাথী ওর দিকে চেয়ে হাসলো·····পরিপূ[illegible] তৃপ্তির হাসি, চমৎকার লাগল, সুকান্তর [illegible] 'জনেই বাইরে এল। সুকান্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত, তার সঙ্গে এগিয়ে চলে; অন্ধকারে সুকান্ত ওর সাজের দিকে কোন লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এখন দেখল, 'টুয়েনটিএথ্ সেঞ্চুরির' আগুন ওর গায়ে দীপ্তিমান।

সুকান্ত ছাড়া,···সকলেই ওর ভাগ্যকে হিংসা কর্তে সুরু করেছে · গর্ব্বে সুকান্তর মন ভরে উঠেছে; কিন্তু সুকান্ত বাইরে এসে ভাবলে, কথা বলা শোভা পায়না, অথচ তার পরিচয়·····, সুকান্ত দেখলে কী একটা লম্বা, অথচ নীচু গাড়ী এসে দাঁড়ালো, তরুণী এগিয়ে গেল, চাঁপার মত আঙ্গুলগুলো দিয়ে গাড়ীর 'হ্যাণ্ডেল' ঘুরিয়ে দিলে, হাতে হীরে 'মারকুইস' আংটীটা ঝক্, ঝক্ করে উঠল।

সুকান্ত গাড়ীর ভেতর উঠবে কিনা ভাবছিল, আর একবার মেয়েটীর দিকে চাইল, সেই সন্ধ্যান্ধকারে সুকান্ত স্পষ্ট দেখলে, তরুণীর ছোট চিবুকটী বুকের কাছে নুয়ে এল, ডাকবার ভঙ্গিমাটুকু সুন্দর······

সুকান্ত উঠে ওর পাশে বসল; গাড়ী ছুটে চল্ল আলোর সারির মাঝে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে। মেয়েটী এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেনি, অথচ সুকান্তর কেমন ভয় কর্তে লাগল; ও সম্মোহিতের মত ওর সঙ্গে কোথায় ছুটে চ'লেছে কে জানে? এলো-মেলো চিন্তা এসে ওর মনকে তোলপাড় কর্তে লাগল, হঠাৎ 'চাংওয়ার' সামনে গাড়ী থামাল, সুকান্তর মনে হল, ও বিষ্ময়ে ফেটে পড়বে। কিছু বলবার আগে তরুণী দরজা খুলে নেমে পরেছে, সুকান্ত সেই খোলা দরজা দিয়ে, রাস্তায় নেমে এল; সুকান্ত ভাবল, রাস্তায় নেমে এক ছুটে বাড়ী পালিয়ে যাবে, কিন্তু তরুণী হঠাৎ ওর হাত ধর্লে, ওকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে গেল। দুজনে ছোট্ট একটা কেবিনে ঢুকলো, তখন তরুণী হাত ছেড়ে দিয়েছে।

সুকান্ত আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে কিছু বলবার আগেই একটী 'বয়' এসে ছুটো কাঁচের গ্লাস, আর এক বোতল 'শেরি' দিয়ে গেল; কেবে আসতে বলেছে···! রঙীণ শেরির জল, সুকান্তকে পাগল করে তুল্'ল। ও বল্লে, তরুণীকে হঠাৎ জড়িয়ে ধ'রে, 'বল তোমার নাম কী, বল, বল।

তরুণী ওকে ছাড়িয়া দিল না. সরে দাঁড়াল না, কেবল অল্প হাসল; সুকান্তর নেশায় লাগল রঙ্গীন আমেজ, ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললে ও তরুণীর গোলাপী গালে চুমু খেলে। এইবারে মেয়েটী হাসল না, ওর গালে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিলে।··· সুকান্তর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল···চোখ চেয়ে দেখে ওর সীটে ও বসে আছে, দুজন 'ওয়েটার' তার কাছে দাঁড়িয়ে. আর একটি মোটা মত ভদ্রলোক, বোধহয় বায়স্কোপের ম্যানেজারই হবে। তিনি একটু হেসে বল্লেন, 'কী মশায়, কেমন লাগল?'

সুকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত হ'য়ে বল্লে. চমৎকার, কিন্তু·········'

•—[সমাপ্ত] •

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজাবকাশে আমাদের আফিস দুই সপ্তাহের জন্ত বন্ধ থাকিবে। আমাদের পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ১৩ই অক্টোবর হইতে আবার যথারীতি বাহির হইবে। পূজার এই আনন্দ অবকাশ সকলেরই মধুময় হউক—এই ভগবানের কাছে আমাদের একান্ত কামনা। সঃ খেঃ